



# মদনবিনোদঃ ।

অর্থাৎ

মদনপাল নির্ঘণ্টঃ ।

( দ্রব্যান্তিধানান্নিত দ্রব্যগুণঃ ) ।

শ্রীমদ্রাজা মদনপাল বিরচিতঃ ।

হারীভসংহিতা-প্রয়োগচিহ্নামণি-বৈজ্ঞানিক-পথ্যাদি-

নির্গম-পাচনচিকিৎসা-মুক্তাবলী রসরসাকর-

মুষ্টিযোগ-একাক্ষরকোষাদি আয়ুর্বেদীয়

গ্রন্থ সংশোধন—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কবিশেখরেণ

অনুবর্তিতঃ সংশোধিতঃ ।

বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

১১৫ নং অপার চিৎপুর রোড, সাধারণ পুস্তকালয় হইতে

শ্রীহীরালাল ভট্টাচার্য্য কর্তৃক

প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

১৪১ নং অপার চিৎপুর রোড, জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে,

শ্রীচুণীলাল ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১৩৩৭ সাল ।

মূল্য ১৪০ টাকা মাত্র ।



## প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

রাজকাল সকলেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উপকার বুঝিতে  
রাহেন। এ কারণ আয়ুর্বেদ-গ্রন্থের বহুল প্রচার নিতান্ত  
চক, এ কথা বলা বাহুল্য। আমি পূর্বের নিদান,  
ত, বৈদ্যজীবন, প্রয়োগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ  
রাছি; এবং এক্ষণেই এ সকল গ্রন্থের বিশেষ আদর  
তেছেন, দেখিতে পাইতেছি। আয়ুর্বেদের মধ্যে দ্রব্যগুণ  
ব্যবস্থা সমূহের সংস্কৃত ও চলিত নাম শিক্ষা করা একান্ত  
প্রয়োজন; কারণ দ্রব্যজ্ঞান না জন্মাইলে ঔষধ প্রস্তুত ও  
প্রয়োগ করা অতীব দুর্লভ। এইহেতু আমি শ্রীমদ্রাজা মদনপাল  
দ্বারা চিত “মদনবিনোদ” (মদন পাল নির্ঘণ্টু) নামক প্রাচীন  
আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাবিধানান্বিত দ্রব্যগুণ গ্রন্থখানি “বোম্বে” হইতে  
প্রাপ্ত হইয়া; প্রয়োগচিন্তামণি, বৈদ্যজীবন, পাচন-চিকিৎসা,  
প্রাণিনির্গম, মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক কবিরাজ  
মুক্ত কালীপ্রসন্ন কবিশেখর মহাশয়ের দ্বারা অনুবাদ করাইয়া  
সমাজে প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে ইহা দ্বারা সাধারণতঃ  
চিকিৎসা উপকার দর্শিলে আমি পরম সুখী হইব। ইতি—

সাধারণ পুস্তকালয় ।

১ নং অপর চিৎপুর রোড,  
কলিকাতা ।

} শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য ।



## দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এং পিতা পূজ্যপাদ ৬বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত দ্রব্য-  
গুণ সম্বন্ধীয় “মদনবিনোদ” নামক গ্রন্থখানির প্রথম-সংস্করণ  
একেবারে নিঃশেষিত হওয়ায় আমি ইহার প্রথম সংস্করণের  
যাবতীয় ভ্রমপ্রমাদাদি সংশোধন করাইয়া উৎকৃষ্ট কাগজে  
পুস্তক খানির দ্বিতীয় সংস্করণ জনসমাজে প্রকাশিত করিলাম।  
আশা করি আয়ুর্বেদশিক্ষার্থী ছাত্র ও সাধারণের নিকট বর্তমান  
সংস্করণের পুস্তকখানি বিশেষ রূপে আদরণীয় হইবে ইতি-

সাধারণ পুস্তকালয়।

নং অপার চিৎপুর রোড,  
কলিকাতা।

দিনীত—

শ্রীহীরালাল ভট্টাচার্য্য।

# সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা:	বিষয়	পৃষ্ঠা:
<b>প্রথম অধ্যায় :</b>		অঙ্ক হরীতকী	৫
মঙ্গলাচরণ	১	হরীতকীর সাধারণ নাম ও	৬
ঐশ্বর্য প্রয়োজনীয়তা	২	গুণ	৬
আম্বুর্কোদোপদেশ	৩	হরীতকীর ত্রিদোষনাশক গুণ	৭
<b>অভয়ান্বিতগ</b>		হরীতকীর চলিত ভাষা ও	
হরীতকীর উৎপত্তি		হিন্দী নাম	৮
সাত্ত্বিকাব হরীতকীর নাম	৪	আমলকীর নাম ও গুণ	৮
জীবন্তী হরীতকীর গুণ	৪	আমলকীর ভাষা নাম	৯
পুতনা হরীতকীর গুণ	৪	বহেড়ার নাম ও গুণ	৯
অমৃত ইষ্টীতকীর গুণ	৪	বহেড়ার চলিত ভাষা ও হিন্দী-	
বিজয়া হরীতকীর গুণ	৪	নাম	৯
অভয়া হরীতকীর গুণ	৪	ত্রিফলার নাম ও গুণ	৮
রোহিণী হরীতকীর গুণ	৪	ত্রিফলার ভাগ নির্ণয়	৯
চেতকী হরীতকীর গুণ	৪	ভুঁই আমলার নাম ও গুণ	৯
জীবন্তী হরীতকীর বর্ণ	৪	ভুঁই আমলার চলিত ও হিন্দী	
পুতনা হরীতকীর আকার	৪	নাম	৯
অমৃত হরীতকীর আকৃতি	৪	পানী আমলার নাম ও গুণ	৯
বিজয়া হরীতকীর আকার	৪	পানী আমলার ভাষা ও হিন্দী	
অভয়া হরীতকীর আকৃতি	৪	নাম	৯
রোহিণী হরীতকীর আকার	৪	বাসকের নাম ও গুণ	৯
চেতকী হরীতকীর আকৃতি	৪	বাসকের বাঙ্গালা ও হিন্দী নাম	৯
জীবন্তী প্রভৃতি সাতপ্রকার হরী-	৪	গুলকের নাম ও গুণ	১০
তকীর মধ্যে যে হরীতকী যে		গুলকের চলিত ভাষা নাম	৯
রোগে প্রয়োগ করিতে হয়		বেলের নাম ও গুণ	১১
হরীতকী সর্বোৎকৃষ্ট		বেলচুঠের নাম ও গুণ	৯
যে প্রকার হরীতকী সেবন করিলে		কচিবেলের গুণ	৯
অগ্নি বৃদ্ধি হয়		পাকা বেলের গুণ	৯
যে প্রকারে দান্ত হয়		বেলের চলিত নাম	৯
যে হরীতকী বলরোধ করে		গনিয়ারীর নাম ও গুণ	৯
যে হরীতকী পথ্যান্নদোষ নাশক	৯	গনিয়ারীর বাঙ্গালা ও হিন্দী	
		নাম	৯

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃ
পাকুলের নাম ও গুণ	১২	কাকোলীর আকার	
ভাস্কপুষ্প ও খেতপুষ্প পাকুল	"	কীরকাকোলীর আকার	
যকীপাকুলের নাম	"	কাকোলীর চলিত নাম	১৫
পাকুলছালের গুণ	"	কীরকাকোলীর ভাষা নাম	
পাকুল পুষ্পের গুণ	"	মেদার নাম ও গুণ	
পাকুল ফলের গুণ	"	মহামেদার নাম ও গুণ	
পাকুলের বাজালা ও হিন্দী নাম	"	মেদার ও মহামেদার ভাষা নাম	
গাভারীর নাম ও গুণ	"	জীবকের নাম ও গুণ	
গাভারী ছালের গুণ	১৩	জীবকের নাম ও গুণ	
গাভারী ফলের গুণ	১৩	অষ্টবর্গের নাম ও গুণ	
গাভারী ফলের গুণ	"	জীবন্তীর নাম ও গুণ	
গাভারীর ভাষা নাম	"	জীবন্তীর ভাষা নাম	
শোণার নাম ও গুণ	"	যষ্টিমধুর নাম ও গুণ	
শোণার কচিকলেব গুণ	"	যষ্টিমধুর চলিত ও হিন্দী নাম	
শোণার ভাষা নাম	"	মাবানীর নাম ও গুণ	
মহৎপক্ষমূলের নাম ও গুণ	১৪	মৃগানীর নাম ও গুণ	
গোকুরের নাম ও গুণ	"	জীবনীরগণের নাম ও গুণ	
গোকুরের চলিত নাম	"	ভেরেণ্ডার নাম ও গুণ	
শালপানীর নাম ও গুণ	১৫	রক্তভেরেণ্ডার নাম ও গুণ	
শালপানীর চলিত ও হিন্দী নাম	"	ভেরেণ্ডার ফলের গুণ	
চাকুলের নাম ও গুণ	"	ভেরেণ্ডার ফলের গুণ	
চাকুলের ভাষা ও হিন্দী নাম	১৬	ভেরেণ্ডার চলিত নাম	
বৃহতীর নাম ও গুণ	"	অনন্তমূলের নাম ও গুণ	
বৃহতীর চলিত ও হিন্দী নাম	"	শ্রামলতার নাম ও গুণ	
কণ্টকারীর নাম ও গুণ	"	অনন্তমূলের চলিত নাম	
খেত কণ্টকারীর গুণ	১৭	শ্রামলতার চলিত নাম	
কণ্টকারীর চলিত ও হিন্দী নাম	"	ববাসের নাম ও গুণ	
লঘুপক্ষমূলের নাম ও গুণ	"	দ্রালভার নাম ও গুণ	
দশমূলের নাম ও গুণ	"	দ্রালভার ভাষা ও হিন্দী নাম	
ঋদ্ধির নাম ও গুণ	১৮	মুণ্ডির নাম ও গুণ	
বৃদ্ধির নাম ও গুণ	"	মুণ্ডির বাজালা ও হিন্দী নাম	
কাকোলীর নাম ও গুণ	"	মহামুণ্ডীর নাম ও গুণ	
কীরকাকোলীর নাম ও গুণ	"	ভুই কদম্বের নাম ও গুণ	

ন	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
মুণ্ডীর চলিত নাম	২৫	অকোঠের নাম ও গুণ	৩১
কদম্বের ভাষা নাম	"	অকোঠের চলিত ও হিন্দী নাম	"
শমুগের নাম ও গুণ	"	মনসাপিঙ্কের নাম ও গুণ	"
পাকের ভাষা ও হিন্দী নাম	"	মনসার নানাদেশীয় নাম	"
ক আপাকের নাম ও গুণ	"	নিম্বের নাম ও গুণ	৩২
ক আপাকের পাতার গুণ	"	নিম্বফলের গুণ	"
গারোচনীর নাম ও গুণ	২৬	মহানিম্বের নাম ও গুণ	৩৩
গারোচনীশাকের গুণ	"	মহানিম্বের চলিত ও হিন্দী নাম	"
গারোচনীর চলিত ও হিন্দী নাম	"	চিরতার নাম ও গুণ	"
স্ত্রীর নাম ও গুণ	"	চিরতার বাকলা ও হিন্দী নাম	"
হস্তীর নাম ও গুণ	"	কুটজের নাম ও গুণ	৩৪
রপাকের নাম ও গুণ	২৭	কুটজফলের গুণ	"
রপালের চলিত নাম	"	কুটজের ভাষা ও হিন্দী নাম	"
বভতেউড়ীর নাম ও গুণ	"	ইন্দ্রবেব নাম ও গুণ	"
ভতেউড়ীর নাম ও গুণ	"	মদনফলের নাম ও গুণ	৩৫
বভতেউড়ীর ভাষা ও হিন্দী নাম	"	মদনফলের ভাষা ও হিন্দী নাম	"
ভতেউড়ীর ভাষা ও হিন্দী নাম	"	কঙ্কঠের নাম ও গুণ	"
কঙ্কঠের নাম ও গুণ	"	কীরিণীর নাম ও গুণ	"
কঙ্কঠের ভাষা ও হিন্দী নাম	"	কীরিণীর ভাষা ও হিন্দী নাম	৩৬
কঙ্কতউড়ীর নাম ও গুণ	২৮	সাতলার নাম ও গুণ	"
কঙ্কতউড়ীর চলিত ও হিন্দী নাম	"	সাতলার চলিত ও হিন্দী নাম	"
কঙ্কতউড়ীর ভাষা ও হিন্দী নাম	"	কাঞ্চনারের নাম ও গুণ	৩৭
কঙ্কতউড়ীর চলিত ও হিন্দী নাম	"	কাঞ্চনারের হিন্দী নাম	"
কঙ্কতউড়ীর ভাষা ও হিন্দী নাম	"	কোবিদারের নাম ও গুণ	"
কঙ্কতউড়ীর চলিত ও হিন্দী নাম	২৯	মিলিন্দার নাম ও গুণ	"
কঙ্কতউড়ীর ভাষা ও হিন্দী নাম	"	মিলিন্দার হিন্দী নাম	"
কঙ্কতউড়ীর চলিত ও হিন্দী নাম	"	মেঘশুকীর নাম ও গুণ	"
কঙ্কতউড়ীর ভাষা ও হিন্দী নাম	"	বুশিকালীর নাম ও গুণ	"
কঙ্কতউড়ীর চলিত ও হিন্দী নাম	৩০	উহাদের চলিত নাম	৩৯
কঙ্কতউড়ীর ভাষা ও হিন্দী নাম	"	খেত পুনর্নবার নাম ও গুণ	"
কঙ্কতউড়ীর চলিত ও হিন্দী নাম	"	বক্ত পুনর্নবার নাম ও গুণ	"
কঙ্কতউড়ীর ভাষা ও হিন্দী নাম	৩১	উহার ভাষা নাম	"
কঙ্কতউড়ীর চলিত ও হিন্দী নাম	"	বান্সার নাম ও গুণ	৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়
বাস্তব হিন্দী নাম	৪০	রোহিণীর ভাষা ও চলিত নাম
অশ্বপক্ষার নাম ও গুণ	"	বামনহাটীর নাম ও গুণ
অশ্বপক্ষার হিন্দী নাম	"	বামনহাটীর হিন্দী নাম
প্রসাববীর নাম ও গুণ	৪১	পাশাপভেদীর নাম ও গুণ
প্রসাববীর চলিত নাম	"	পাশাপভেদীর নানা দেশীয় নাম
শতাববীর নাম ও গুণ	"	মুখার নাম
শতাববীর চলিত নাম	"	ভদ্রমুখার নাম
মহাশতাববীর নাম ও তাহার গুণ	৪২	নাগরমুখার নাম
উহার কুঁড়ির গুণ	"	কেউটামুখার নাম
শ্বেত বেড়েলার নাম	"	মুখার গুণ
পীতবেড়েলার নাম	"	মুখার চলিত ও হিন্দী নাম
অতিবলার নাম	৪৩	যাতকীর নাম ও গুণ
নাগবলার নাম	"	যাতকীর চলিত ও হিন্দী নাম
নাগবলার ভাষা ও হিন্দী নাম	"	মাচিকার নাম ও গুণ
চারিপত্রকার বাড়লার গুণ	"	মাচিকার ভাষা ও হিন্দী নাম
জ্যোতিষ্মতীর নাম ও গুণ	৪৪	ভূমিকুম্ভার নাম ও গুণ
জ্যোতিষ্মতীর ভাষা ও হিন্দী নাম	"	ভূমিকুম্ভার চলিত নাম
তেজোবতীর নাম ও গুণ	"	বারাহীকন্দের নাম ও গুণ
তেজোবতীর চলিত ও হিন্দী নাম	"	বারাহীকন্দের ভাষা ও হিন্দী নাম
দেবদাক্ষার নাম ও গুণ	৪৫	পাঠার নাম ও গুণ
সরল কাঠের নাম ও গুণ	"	পাঠার চলিত নাম
কুড়কাঠের নাম ও গুণ	"	মুর্সার নাম ও গুণ
কুড়কাঠের হিন্দী নাম	৪৬	মুর্সার ভাষা নাম
পুষ্করমূলের নাম ও গুণ	"	মঞ্জিষ্ঠার নাম ও গুণ
পুষ্করমূলের হিন্দী নাম	"	মঞ্জিষ্ঠাশাকের গুণ
ককটপৃষ্ঠীর নাম ও গুণ	"	মঞ্জিষ্ঠার চলিত ও হিন্দী নাম
ককটপৃষ্ঠীর চলিত নাম	৪৭	হরিত্রার নাম
কটকলের নাম ও গুণ	"	কপূরহরিত্রার নাম
কটকলের চলিত নাম	"	বগহরিত্রার নাম
দ্রোহিষিত্রণের নাম ও গুণ	"	হরিত্রার গুণ
		সর্ববিধ হরিত্রার ভাষা নাম

বিষয়	পৃষ্ঠা:	বিষয়	পৃষ্ঠা:
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম ও গুণ	৫৫	উহার ভাষা ও হিন্দী নাম	৬১
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চলিত নাম	"	দেবদাসীর নাম ও গুণ	"
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম ও গুণ	"	উহার ভাষা ও হিন্দী নাম	"
উহার ফলের গুণ	"	হুসপাদীর নাম ও গুণ	৬২
উহার শাকের গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভাষা ও হিন্দী নাম	"	শোমলতার নাম ও গুণ	"
সামবাজীর নাম ও গুণ	৫৬	আকাশবল্লীর নাম ও গুণ	"
সামবাজী ফলের গুণ	"	আকাশবল্লীর হিন্দী নাম	৬৩
উহার ভাষা নাম	"	নাকুলীর নাম ও গুণ	"
সীমবাজের নাম ও গুণ	"	নাকুলীর চলিত নাম	"
সীমবাজের চলিত ও হিন্দী নাম	"	বটপত্রীর নাম ও গুণ	"
পপটিকার নাম ও গুণ	৫৭	লজ্জানুর নাম ও গুণ	"
রক্তপপটিকের গুণ	"	উহার চলিত নাম	৬৪
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	তালমুলীর নাম ও গুণ	"
শণপুষ্ণীর নাম ও গুণ	"	তালমুলীর চলিত ও হিন্দী নাম	"
জায়মাগার নাম ও গুণ	"	আলকুশীর নাম ও গুণ	"
শণপুষ্ণীর চলিত নাম	৫৮	আলকুশীর বীজের গুণ	৬৫
জায়মাগার ভাষা নাম	"	উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"
মহাজালনিকার নাম ও গুণ	"	পুত্রজীবের নাম ও গুণ	"
উহার হিন্দী নাম	"	উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"
অতিবিহার নাম	"	বহু ককৌটার নাম ও গুণ	"
চারি প্রকার অতিবিহার গুণ	৫৯	উহার চলিত ও হিন্দী নাম	৬৬
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	বিস্ক্রান্তার নাম ও গুণ	"
কাকমাচীর নাম ও গুণ	"	শঙ্খপুষ্ণীর নাম ও গুণ	"
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	উহার চলিত নাম	"
কাকজজ্বার নাম ও গুণ	৬০	দুগ্ধিকাধ নাম ও গুণ	"
শ্বেতলোধের নাম	"	উহার চলিত ভাষা নাম	৬৭
রক্তলোধের নাম	"	অর্কপুষ্ণীর নাম ও গুণ	"
লোধের সাধারণ নাম	"	উহার ভাষা ও হিন্দী নাম	"
লোধের গুণ	"	ভল্লাতকের নাম ও গুণ	"
উহার প্রচলিত ভাষা নাম	"	উহার চলিত নাম	৬৮
বুদ্ধদারকের নাম ও গুণ	৬১	চরপোটার নাম ও গুণ	"
		জোড়পুষ্ণীর নাম ও গুণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।	বিষয়	পৃষ্ঠাঃ
উহার চলিত নাম	৬৮	নিলকিটীর নাম	
ব্রাহ্মীর নাম ও গুণ	"	সর্ববিধ ক্রিটীর গুণ	
ব্রাহ্মীমণ্ডকীর নাম ও গুণ	"	ক্রিটীর চলিত ও হিন্দী নাম	১
উহার চলিত নাম	৬৯	খেত অপরাজিতার নাম	
শ্রবচ্চলার নাম ও গুণ	"	নীল অপরাজিতার নাম	
ব্রহ্মশ্রবচ্চলার নাম ও গুণ	"	অপরাজিতার গুণ	
মৎস্যাক্ষীর নাম ও গুণ	৭০	কোকিলাক্ষেব নাম ও গুণ	
উহার চলিত হিন্দী নাম	"	উহার চলিত ও হিন্দী নাম	৭
জলপিপ্লার নাম ও গুণ	"	কার্পাসের নাম ও গুণ	
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	উহার চলিত নাম	
গোজিহ্বার নাম ও গুণ	"	আরামশীতলার নাম ও গুণ	
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	৭১	কুক্কুজের নাম ও গুণ	
মাগদমণীর নাম ও গুণ	"	উহার চলিত ও হিন্দী নাম	
উহার চলিত নাম	"	মাংসরোহিণীর নাম ও গুণ	৭
রক্তগুজার নাম ও গুণ	"	অস্থিসংহারকের নাম ও গুণ	
খেতগুজার নাম ও গুণ	"	উহার চলিত ও হিন্দী নাম	
গুজার চলিত নাম	৭২	অর্কের সাধারণ নাম	
বেলন্তরের নাম ও গুণ	"	খেতাকের নাম	৭
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	রক্তাকের নাম	
বন্দার নাম ও গুণ	"	অর্কের গুণ	
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	উহার চলিত ও হিন্দী নাম	
পিণ্ডারের নাম ও গুণ	"	করবীরের সাধারণ নাম	
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	খেতকরবীরের নাম	
ছিকিকার নাম ও গুণ	৭৩	রক্তকরবীবের নাম	
উহার বাকলা নাম	"	করবীবের গুণ	
বোহিতকের নাম ও গুণ	"	উহার চলিত ও হিন্দী নাম	
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	হিলমোচিকার নাম ও গুণ	
মোচরসের নাম ও গুণ	"	উহার চলিত ও হিন্দী নাম	
অবগন্ধার নাম ও গুণ	৭৪	শরপুখার নাম ও গুণ	
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	ভাহার চলিত ও হিন্দী নাম	
খেতকিটীর নাম	"	জয়ন্তীর নাম ও গুণ	
পীতকিটীর নাম	"	উহার চলিত ও হিন্দী নাম	
অরুণবর্ণ ক্রিটীর নাম	"	শ্রবচ্চলার নাম ও গুণ	

বসর	পৃষ্ঠা:	বিষয়	পৃষ্ঠা: ১
উহার চলিত নাম	৮০	দ্বিতীয়-অধ্যায় ।	
সুরশিখার নাম ও গুণ	"	মঙ্গলাচরণ	৮৭
উহার চলিত নাম	"	ওষ্ঠাদি বর্গ ।	
সঙ্গার নাম ও গুণ	"	ওষ্ঠীর নাম ও গুণ	৮৭
বুড়ুর নাম ও গুণ	৮১	আদার নাম ও গুণ	৮৮
বিষলাঙ্গলীর নাম ও গুণ	"	উহার হিন্দী নাম	"
হুতুমারীর নাম ও গুণ	৮২	ছোট আদার নাম ও গুণ	৮৯
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	মরিচের নাম ও গুণ	"
সিদ্ধির নাম ও গুণ	"	লক্ষ্যমরিচের নাম	"
বর্ণবল্লীলতার নাম ও গুণ	"	পিপ্পলীর নাম ও গুণ	"
গুণদুর্বার নাম ও গুণ	৮৩	কাঁচাপিপুলের গুণ	৯০
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	পিপুলমূলের গুণ	"
নীলদুর্বার নাম	"	চৈব নাম ও গুণ	৯১
খেতদুর্বার নাম	"	গজপিপুলের নাম ও গুণ	
দুর্বার গুণ	"	চিতার নাম ও গুণ	৯২
কাশের নাম ও গুণ	৮৪	পকোকোলের গুণ	"
কুশের নাম ও গুণ	"	ষড়ুষণের গুণ	"
মুঞ্জতৃণের নাম	"	শলুকীর নাম ও গুণ	"
ভদ্রমুঞ্জের নাম	"	শেতিকীর গুণ	
মুঞ্জের গুণ	"	মৌণীর নাম ও গুণ	"
উহার চলিত নাম	৮৫	উহার চলিত নাম	"
নলের নাম ও গুণ	"	মেথীর নাম ও গুণ	"
বংশের নাম ও গুণ	"	বনমেথীর নাম ও গুণ	"
বংশাকুরের গুণ	"	অজমোদার নাম ও গুণ	৯৪
বংশের চলিত নাম	"	উহার চলিত নাম	"
তুরুকষমানীর নাম ও গুণ	"	খেতজীরার নাম	"
শস্তিলের নাম ও গুণ	৮৬	কালজীরার নাম	"
উহার ফলের গুণ	"	কুষ্কির নাম	"
উহার চলিত নাম	"	ত্রিবিধ জীরার গুণ	৯৫
অহিকেনের নাম ও গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
ছিলিহিন্টের নাম ও গুণ	"	ষমানীর নাম ও গুণ	"
উহার চলিত নাম ও হিন্দী নাম	"	উহার ভাষা ও হিন্দী নাম	"
ইতি অন্তরাধি প্রথম বর্গ সমাপ্ত ।		চৌহারের নাম ও গুণ	"



বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।	বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।
অজগন্ধার নাম ও গুণ	৯৫	যবক্ষারের নাম ও গুণ	১০২
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	৯৬	সাঁচক্ষারের নাম ও গুণ	"
বচের নাম	"	যবক্ষারের চলিত নাম	"
খুরাসনীবচের নাম	"	সাঁচক্ষারের চলিত নাম	"
মহাভূরীবচের নাম	"	টক্করের নাম ও গুণ	"
মুলঐষ্মিমহাভূরীবচের নাম	"	উহার ভাষা নাম	১০৩
বচের গুণ	"	সুধাক্ষারের নাম ও গুণ	"
হবুয়ার নাম ও গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
বিড়ঙ্কের নাম ও গুণ	১০৭	সকলিধ ক্ষারের নাম ও গুণ	"
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	ইতি অন্ত্যাদি দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত ।	
ধনের নাম	"		
আর্জ্জ্বনের নাম	"	তৃতীয় অধ্যায়ঃ	
ধনের গুণ	"	মললাচরণ	১০৪
আর্জ্জ্বনের গুণ	"	কপূরাদি বর্গ ।	
হিঙ্গু শত্রীর নাম ও গুণ	১০৮	কপূরের নাম ও গুণ	১০৫
বংশপত্রীর নাম ও গুণ	"	উহার পারস্তু নাম	"
বংশপত্রীর ভাষা নাম	"	কস্তুরীর নাম ও গুণ	"
হিঙ্গুর নাম ও গুণ	"	লতাকস্তুরীর নাম ও গুণ	"
উহার চলিত নাম	১১১	লতাকস্তুরীর হিন্দী নাম	১০৬
বংশলোচনের নাম ও গুণ	"	মার্জ্জারীর নাম ও গুণ	"
লৈঙ্কবলবণের নাম ও গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
সৌবর্জ্জলবণের নাম ও গুণ	"	সারচন্দ্রনের নাম ও গুণ	"
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	১০০	রক্তচন্দ্রনের নাম ও গুণ	১০৭
বিটলবণের নাম ও গুণ	"	কৃষ্ণ চন্দ্রনের নাম ও গুণ	"
উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"	উহার চলিত ও হিন্দী নাম	"
সামুদ্র লবণের নাম ও গুণ	"	কৃষ্ণাঙ্কুর নাম ও গুণ	"
ঔজ্জ্বল লবণের নাম ও গুণ	১০১	উহার প্রচলিত নাম	"
উহার চলিত নাম	"	কুঙ্কুমের নাম ও গুণ	১০৮
গড় লবণের নাম ও গুণ	"	উহার পারস্তু নাম	"
উহার ভাষা নাম	"	শিলারসের নাম ও গুণ	"
পাংশুকীর লবণের নাম ও গুণ	"	উহার প্রচলিত নাম	"
কাচলবণের নাম ও গুণ	"	এলবালুকার নাম ও গুণ	"
উহার চলিত নাম	১০২	জাতীফলের নাম ও গুণ	১০৯

পৃষ্ঠা:	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
	প্রচলিত ভাষা নাম	১০২
	। নাম ও গুণ	পারিপেলের নাম ও গুণ ১১৫
	নাম ও গুণ	উহার চলিত নাম "
	প্রচলিত নাম সকল	শৈলেশ্বরের নাম ও গুণ ১১৬
	লর নাম ও গুণ	১১ উহার চলিত নাম "
	বাঙ্গালা নাম	" লাম্বাকের নাম ও গুণ "
	হিন্দী নাম	" কুন্দুর নাম ও গুণ "
	নাম ও গুণ	" উহার চলিত নাম "
	চলিত নাম	" গুগ্‌গুলুর নাম ও গুণ "
	টী এলাচ	" উহার চলিত নাম ১১৭
	। নাম ও গুণ	" নুতন গুগ্‌গুলুর গুণ "
	চলিত নাম	" পুরাতন গুগ্‌গুলুর গুণ "
	নাম	" রালার নাম ও গুণ "
	চলিত নাম	" উহার চলিত নাম "
	। নাম	" শ্বোণেশ্বরের নাম ও গুণ ১১৮
	চলিত বাঙ্গালা নাম	উহার বাঙ্গালা নাম "
	। হিন্দী নাম	১১২ উহার হিন্দী নাম "
	কশের নাম ও গুণ	" চোরকের নাম ও গুণ "
	বাঙ্গালা নাম	" উহার বাঙ্গালা নাম "
	শপথের নাম ও গুণ	" উহার হিন্দী নাম "
	র নাম ও গুণ	" মুরামাসীর নাম "
	। চলিত নাম	১১ মুরামাসীর গুণ "
	লর নাম ও গুণ	" উহার বাঙ্গালা নাম "
	। চলিত নাম	" কর্করুর নাম "
	কর নাম ও গুণ	" কর্করুর গুণ ১১৯
	। চলিত নাম	" উহার বাঙ্গালা নাম "
	। মাসীর নাম ও গুণ	১১৪ উহার হিন্দী নাম "
	। মাসীর নাম	" শটীর নাম "
	। হিন্দী নাম	" শটীর গুণ "
	র নাম	" উহার বাঙ্গালা নাম "
	। চলিত নাম	" উহার হিন্দী নাম "
	। নাম ও গুণ	" স্পৃকার নাম "
	সুর নাম ও গুণ	১১৫ স্পৃকার গুণ "
		" উহার চলিত নাম "

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা
উহার হিন্দী নাম	১১৯	খেত কমলের নাম	১২
ঐহিপর্ণের নাম	১২০	উহার চলিত নাম	১২
ঐহিপর্ণের গুণ	"	রক্তোৎপলের নাম	১২
উহার চলিত নাম	"	উহার ভাষা নাম সকল	১২
উহার হিন্দী নাম	"	নীলোৎপলের নাম	১২
নালিকার নাম ও গুণ	"	উহার প্রচলিত নাম	১২
উহার চলিত নাম	"	খেত পদ্মের নাম	১২
উহার হিন্দী নাম	"	উহার চলিত ভাষা নাম	১২
পদ্মকের নাম ও গুণ	"	পদ্মের গুণ	১২
উহার চলিত নাম	"	রক্তোৎপল, নীলোৎপল ও	১২
পুণ্ডরিকাকারের নাম ও গুণ	১২১	সাদা শাপ্‌লার গুণ	১২
ভগ্নপাতৃকার নাম ও গুণ	"	কঙ্কালের নাম ও গুণ	১২
পিণ্ডভগ্নের নাম	"	উহার চলিত নাম	১২
ভগ্নপাতৃকার চলিত নাম	"	কিঞ্জকের নাম ও গুণ	১২
গোবোচনার নাম ও গুণ	৪	উহার চলিত নাম	১২
নখীর নাম	১২২	পদ্মবীজের নাম ও গুণ	১২
শল্প নখীর নাম	"	উহার চলিত বাঙ্গালা নাম	১২
বিবিধ নখীর গুণ	"	উহার হিন্দী নাম	১২
নখীদ্বয়ের ভাষা নাম	"	মৃণালের নাম ও গুণ	১২
নখীর হিন্দী নাম	"	শালকের নাম ও গুণ	১২
পত্দের নাম ও গুণ	"	মৃণালের চলিত নাম	১২
উহার ভাষা নাম	"	মৃণাল বাহাকে বলে	১২
লাকার নাম গুণ	"	শালূকের নিকৃতি	১২
লাকার প্রচলিত নাম	১২৩	জাতীর নাম ও গুণ	১২
অলঙ্কের নাম ও গুণ	"	উহার চলিত নাম	১২
অলঙ্কের ভাষা নাম	"	উহার হিন্দী নাম	১২
লাকার হিন্দী নাম	"	মল্লিকা পুষ্পের নাম ও গুণ	১২
পর্পটীর নাম ও গুণ	"	উহার চলিত নাম	১২
পর্পটীর হিন্দী নাম	"	যখী পুষ্পের নাম ও গুণ	১২
পদ্মিনীর নাম ও গুণ	১২৪	উহার প্রচলিত নাম	১২
কুহুদিনীর নাম গুণ	"	উহার হিন্দী নাম	১২
উহার প্রচলিত ভাষা নাম	"	কুজকার নাম	১২
পদ্মচরিত্রীর নাম ও গুণ	"	উহার চলিত নাম	১২

পৃষ্ঠা:।	বিষয়	পৃষ্ঠা:।
	উত্তীর নাম	১২৮
	সউত্তীর গুণ	"
	জুই নাম	"
	ফুলের নাম	"
	সুতকীর নাম.	"
	স সাধারণ গুণ	১২৯
	প্রচলিত নাম	"
	ফুলের নাম ও গুণ	"
	লিত নাম	"
	জার নাম	"
	র নাম	"
	স সাধারণ গুণ	"
	প্রচলিত ভাষা নাম	"
	পুষ্পের নাম ও গুণ	১৩
	র নাম ও গুণ	"
	চলিত নাম	"
	হিন্দী নাম	"
	পুষ্পের নাম ও গুণ	"
	র নাম ও গুণ	"
	লৈব নাম ও গুণ	১৩১
	পুষ্পের নাম ও গুণ	"
	প্রচলিত নাম	"
	পুষ্পের নাম ও গুণ	১৩২
	হিন্দী নাম	"
	জন্মের নাম ও গুণ	"
	চলিত নাম	"
	পুষ্পের নাম ও গুণ	"
	চলিত নাম	"
	পুষ্পের নাম ও গুণ	"
	প্রচলিত ভাষা নাম	"
	পুষ্পের নাম ও গুণ	১৩৩
	প্রচলিত নাম	"
	হিন্দী নাম	"
	জবা পুষ্পের নাম ও গুণ	১৩৩
	মিন্দুরী পুষ্পের নাম ও গুণ	"
	উহার হিন্দী নাম	"
	তুলসীর নাম ও গুণ	১৩৪
	মরুবকের নাম ও গুণ	"
	উহার চলিত নাম	"
	দমনক পুষ্পের নাম ও গুণ	"
	উহার প্রচলিত ভাষা নাম	১৩৫
	বাবুই তুলসীর নাম	"
	সাদা বাবুই তুলসীর নাম	"
	কৃষ্ণ বাবুই তুলসীর নাম	"
	ত্রিবিধ তুলসীর গুণ	"
	ইতি তৃতীয় বর্গ সম্পূর্ণ।	
	চতুর্থ অধ্যায়।	
	সুবর্ণাদি বর্গ।	
	মঙ্গলাচরণ	১৩৬
	সুবর্ণের নাম ও গুণ	"
	উহার চলিত নাম	"
	বৌপোর নাম ও গুণ	১৩৭
	উহার চলিত নাম	"
	ভাস্কের নাম ও গুণ	"
	উহার প্রচলিত নাম	"
	কাংশের নাম ও গুণ	১৩৮
	উহার চলিত নাম	"
	পীতলোহের নাম ও গুণ	"
	উহার চলিত নাম	"
	উহা যে প্রকারে প্রস্তুত হয়	"
	রক্তের বা বজ্রের নাম ও গুণ	"
	উহার চলিত নাম	১৩৯
	অসমের নাম ও গুণ	"
	উহার প্রচলিত নাম	"

বিষয়	পৃষ্ঠা:।	বিষয়	পৃষ্ঠা:।
সীসকের নাম ও গুণ	১৩২	দ্বিবিধ কানীশের গুণ	১৩১
উহার চলিত নাম	"	" ষাভুকানীশের লক্ষণ	"
লৌহের নাম	"	" পুষ্ণ কানীশের লক্ষণ	"
লৌহমলের নাম	১৪০	উহার প্রচলিত নাম	"
লৌহের গুণ	"	" হিন্দুলের নাম ও গুণ	"
লৌহমলের গুণ	"	" উহার প্রচলিত নাম	"
লৌহের প্রচলিত নাম	"	" সিন্দুরের নাম ও গুণ	"
লৌহমলের ভাষা নাম	"	" উহার চলিত নাম	১৩৫
পারদের ভাষা নাম	"	" সৌবীরাঞ্জনের নাম ও গুণ	"
অভ্রের নাম ও গুণ	"	" স্রোতোঞ্জনের নাম ও গুণ	"
অভ্রের শুক্রবদ্ধিতা গুণ	১৪১	সৌবীরাঞ্জনের ভাষা নাম	"
অভ্রের প্রচলিত নাম	"	" স্রোতোঞ্জনের ভাষা নাম	"
উহার হিন্দী নাম	"	" রসাজনের নাম ও গুণ	"
গন্ধকের নাম ও গুণ	"	" উহার প্রচলিত ভাষা নাম	১৪৬
স্বর্ণমাক্ষিকের নাম ও গুণ	"	" শিলাজতুর নাম ও গুণ	"
মনঃশিলায় নাম ও গুণ	১৪২	উহার উৎপত্তি	"
মনঃশিলায় উৎপত্তি	"	" উহার হিন্দী নাম	"
উহার প্রচলিত নাম	"	" বোলের নাম ও গুণ	"
ভরিতালের নাম ও গুণ	"	" দৌরাষ্ট্রমুক্তিকার নাম ও গুণ	১৪৭
উহার উৎপত্তি	"	" ভুবরীর নাম ও গুণ	"
উহার প্রচলিত ভাষা নাম	"	" সমুদ্রফেনের নাম ও গুণ	"
গৈরিকের নাম	১৪৩	" প্রবালের নাম ও গুণ	"
স্বর্ণ গৈরিকের নাম	"	" উহার প্রচলিত ভাষা নাম	১৪৮
গৈরিকের গুণ	"	" মুক্তার নাম ও গুণ	"
স্বর্ণ গৈরিকের গুণ	"	" উহার চলিত রাঙ্গালী নাম	"
উহার চলিত নাম	"	" উহার হিন্দী নাম	"
তুখকের নাম	"	" স্বর্ষ্যকান্ত মণির নাম	"
অস্ত্রবিধ তুখকের নাম	"	" উহার প্রচলিত নাম	"
তুখকের গুণ	"	" চন্দ্রকান্ত মণির নাম	১৪৯
অস্ত্রবিধ তুখকের গুণ	"	" গোমেদ মণির নাম	"
তুখকের ভাষা নাম	"	" হীরকের নাম	"
কানীশের নাম	"	" হীরকের বর্ণ নিরূপণ	"
পুষ্ণ কানীশের নাম	১৪৪	হীরকের প্রচলিত নাম	"

পৃষ্ঠা:।	বিষয়	পৃষ্ঠা:।
	<b>পঞ্চম অধ্যায় ।</b>	
গের নাম	১৪২	
গের পাঠ্য নাম	"	বটানি বর্ণ ।
মণির নাম	"	
বর্ণ নির্ণয়	"	মঙ্গলাচরণ ২৫৩
হিন্দী নাম	"	বটের নাম ও গুণ ১৫৪
মণির নাম	"	অশ্বথ বৃক্ষের নাম ও গুণ "
মণির বর্ণ নির্ণয়	১৫৫	উহার হিন্দী নাম "
বাঁজালা নাম	"	পাণ্ডীশ বৃক্ষের নাম ও গুণ "
কাটের নাম	"	উহার বাঁজালা নাম ১৫৫
প্রচলিত নাম	"	উহার হিন্দী নাম "
স্তির নাম	"	উড়ু স্বরের নাম ও গুণ "
মুক্তা, মাণিকা,		উহার প্রচলিত ভাষা নাম "
কান্তমণি, চন্দ্রকান্ত মণি,		কাকোত্থবিকার নাম ও গুণ "
মঙ্গ মণি, হীরক, বৈদূর্য্য-		উহার প্রচলিত ভাষা নাম "
বরকত মণি, তিলুক ও		উহার হিন্দী নাম "
চকালিচন্দ্র গুণ	"	এই ডুমুর সর্বদা যে কার্য্যে লাগে "
নাম ও গুণ	১৫৬	পাকড় বৃক্ষের নাম ও গুণ "
প্রচলিত ভাষা নাম	"	উহার হিন্দী নাম ১৫৬
ইর নাম ও গুণ	"	পঞ্চক্ষীরী বৃক্ষের নাম "
কর নাম	"	পঞ্চবঙ্কল বাতাকে বলে "
স্বর গুণ	"	পঞ্চবঙ্কলের গুণ "
কর গুণ	"	পঞ্চক্ষীরিবৃক্ষের ছালের গুণ "
ও কপর্দকের ভাষা নাম	"	উহার পত্রের গুণ "
ম	"	উহার ফলের গুণ "
পাবে নাম	১৫৭	নন্দীবৃক্ষের নাম ও গুণ "
প	"	উহার হিন্দী নাম "
বেত্র গুণ	"	ধারাকদম্বের নাম ১৫৭
জালা নাম	"	ধূলিকদম্বের নাম "
বেত্র চলিত নাম	"	রাজকদম্বের নাম "
হিন্দী নাম	"	কদম্বসমূহের গুণ "
বাণের নাম ও গুণ	"	কদম্বের চলিত নাম "
প্রচলিত নাম	"	অর্জুনবৃক্ষের নাম ও গুণ "
নাম ও গুণ	"	উহার চলিত ভাষা নাম "

বিষয়	পৃষ্ঠা:।	বিষয়	পৃষ্ঠা:।
অর্জুন বৃক্ষের হিন্দী নাম	১৫০	উহার চলিত নাম	১৬৫
শিরীষ বৃক্ষের নাম ও গুণ	"	বর্ষুলের নাম ও গুণ	"
উহার প্রচলিত ভাষানাম	১৭৮	উহার রক্তপিত্তনাশিতা গুণ	"
আর্ন্তগলের নাম ও গুণ	"	উহার প্রচলিত নাম	"
হার হিন্দী নাম .	"	পীতসাল বৃক্ষের নাম ও গুণ	"
বেতসের নাম	"	উহার প্রচলিত ভাষা নাম	১৭৫
জলবেতসের নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
হিঙ্গুলের নাম	"	তিনিশ বৃক্ষের নাম ও গুণ	"
হিঙ্গুলের প্রচলিত নাম	"	উহার চলিত নাম	"
উহার হিন্দী নাম	"	ভূর্জপত্রের নাম ও গুণ	"
বেতসের গুণ	১৫২	উহার চলিত নাম	"
জলবেতসের গুণ	"	পলাশবৃক্ষের নাম	"
হিঙ্গুলের গুণ	"	পলাশ ছালের গুণ	১৬৪
শ্লেমান্তকের নাম ও গুণ	"	পলাশ পুষ্পের গুণ	"
উহার ফলের গুণ	"	পলাশ ফলের গুণ	"
উহার প্রচলিত নাম	"	ধববৃক্ষের নাম ও গুণ	"
উহার হিন্দী নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
পীলুর নাম ও গুণ	"	ধ্বন বৃক্ষের নাম ও গুণ	"
উহার ফলের নাম	১৬	উহার চলিত নাম	"
শাকবৃক্ষের নাম ও গুণ	"	সর্জবৃক্ষের নাম ও গুণ	"
উহার প্রচলিত নাম	"	টার্পিন, ধূনা ও আলকাত্তার	"
সালবৃক্ষের নাম ও গুণ	"	আকর	"
উহার হিন্দী নাম	"	শাখোটক বৃক্ষের নাম ও গুণ	১৬৫
তমালবৃক্ষের নাম ও গুণ	১৬	উহার প্রচলিত ভাষা নাম	"
উহার চলিত নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
খন্দিরের নাম	"	বরুণবৃক্ষের নাম ও গুণ	"
উহার প্রকৃত ভাষা নাম	"	উহার চলিত ভাষা নাম	"
শ্বেতখন্দিরের নাম	"	জিঙ্গিনীর নাম ও গুণ	"
উহার চলিত নাম	"	উহার নির্ঘাসের গুণ	"
খন্দিরের গুণ	"	উহার হিন্দী নাম	"
উহার নির্ঘাসের গুণ	"	শালকীবৃক্ষের নাম ও গুণ	১৬৬
উহার শারের গুণ	"	উহার হিন্দী নাম	"
বিটুখন্দিরের নাম ও গুণ	১৬২	ইন্দুরের নাম ও গুণ	"

পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
১	র ফলের গুণ	১৬৮
র প্রচলিত ভাষা নাম	করঞ্জিকার নাম ও গুণ	১৭০
র বৃক্ষের নাম ও গুণ	উহার হিন্দী নাম	"
র নির্ঘ্যাসের গুণ	শমীরূক্ষের নাম	"
১৬৭	ভূশমীর নাম	"
র ফলের গুণ	" শমীর গুণ	"
র প্রচলিত ভাষা নাম	উহার ফলের গুণ	"
বৃক্ষের নাম ও গুণ	টিষ্ঠীর নাম ও গুণ	"
র পুষ্পের গুণ	উহার চলিত নাম	"
র আঠার গুণ	অরিষ্টকরূক্ষের নাম ও গুণ	১৭১
র বাঙ্গালা নাম	উহার চলিত নাম	"
র হিন্দী নাম	শিশপাবৃক্ষের নাম ও গুণ	"
র উদ্ভেদের নাম ও গুণ	উহার চলিত নাম	"
র প্রচলিত নাম	উহার হিন্দী নাম	"
র 'হিন্দী' নাম	বকরূক্ষের নাম ও গুণ	"
১৬৮	উহার পুষ্পের গুণ	১৭২
র নির্ঘ্যাসের গুণ	" ইতি পঞ্চমঃ সঙ্গমঃ ।	
র পুষ্পের গুণ	"	
র বাঙ্গালা নাম	"	
বৃক্ষের নাম ও গুণ	"	
র চলিত নাম	" ।	
পর্ণের নাম ও গুণ	মষ্ট অধ্যায়ঃ ।	
পর্ণের বাঙ্গালা নাম	জাফারি বর্গ ।	
১৬৯	মজলাচরণ	১৭২
র হিন্দী নাম	জাফার নাম	১৭৩
১৭০	পদ্মজাফার গুণ	"
১৭১	কাঁচা জাফার গুণ	"
১৭২	অন্নজাফার গুণ	"
১৭৩	গোস্তনীজাফার গুণ	"
১৭৪	বীজহীন লবুজাফার গুণ	"
১৭৫	পর্কতজাফার গুণ	"
১৭৬	জাফার চলিত বাঙ্গালা নাম	"
১৭৭	গোস্তনীর চলিত নাম	"
১৭৮	জাফার হিন্দী নাম	"
১৭৯	জাফার পারশু নাম	"



বিষয়	পৃষ্ঠাঃ।	বিষয়	পৃষ্ঠাঃ।
আত্মের নাম ও গুণ	১৭	কদলী ফলের গুণ	১৭৭
কাঁচা আত্মের গুণ	১৭৪	স্ববর্ণ কদলী গুণ	"
পক আত্মের গুণ		মর্তমান কদলীর গুণ	"
ইহার রসের গুণ		অমৃত কদলীর গুণ	"
মিষ্ট আত্মের গুণ		চম্পক কদলীর গুণ	"
শুক আত্মের গুণ		কদলীর ভাষা নাম	"
আত্মের চলিত নাম		কদলীর বাবনিক নাম	"
শুকাত্মের নাম		কদলীর পারঙ্গ নাম	"
মহাজম্বুর নাম		কদলীর হিন্দী নাম	"
ক্ষুদ্রজম্বুর নাম		কদলী কন্দের চলিত নাম	"
বনজম্বুর নাম	১৭৪	কদলী কন্দের হিন্দী নাম	"
ইহার ফলের নাম		দাড়িম্বের নাম ও গুণ	"
রাজ জম্বুর গুণ		মিষ্ট দাড়িম্বের গুণ	১৭৮
ক্ষুদ্র জম্বুর গুণ		তল দাড়িম্বের গুণ	"
জম্বুর প্রচলিত নাম		দাড়িম্বের চলিত নাম	"
রাজ জম্বুর চলিত নাম		দাড়িম্বের হিন্দী নাম	"
ক্ষুদ্র জম্বুর চলিত নাম		দাড়িম্বের পারঙ্গ নাম	"
বনজম্বুর ভাষা নাম		কতক ফলের নাম ও গুণ	"
নারিকেলের নাম ও গুণ		উহার চলিত নাম	"
নারিকেল জলের গুণ		বদরীর নাম	"
উহার মাথীর গুণ		অগ্নিবিধ বদরীর নাম	"
ইহার প্রচলিত ভাষা নাম		শেয়াকুলের নাম	"
পিণ্ড খেজুরের নাম	১৭৫	বদরীর গুণ	"
বগ্ন খেজুরের নাম		অগ্নিবিধ ছোট কুলের নাম	১৭৯
ছোহাণা খেজুরের নাম		কুলের মধুরতা	"
পিণ্ড খেজুর যে দেশে জন্মে		বড় কুলের গুণ	"
পিণ্ড খেজুর ফলের গুণ		ছোট কুলের গুণ	"
বন খেজুরের গুণ		দোবীর বদরীর গুণ	"
খেজুর মাথীর গুণ		সর্ববিধ শুক কুলের গুণ	"
শিলেমানীর নাম ও গুণ		শেয়াকুলের গুণ	"
ইহা যে জাতীয় বৃক্ষের ফল		কুলমজ্জার গুণ	"
কদলীকন্দের নাম ও গুণ	১৭৭	কীরী বৃক্ষের নাম	"
উহার কন্দের গুণ		অগ্নিবিধ কীরী বৃক্ষের নাম	"

পৃষ্ঠা:।	বিষয়	পৃষ্ঠা:।
	বৃক্ষের ফলের গুণ	১৭৮
	ন বৃক্ষের নাম ও গুণ	১৮০
	। ফলের নাম ও গুণ	"
	মজ্জার গুণ	"
	ফলের নাম	"
	পরুষ ফলের গুণ	"
	পরুষ ফলের গুণ	"
	ফলের চলিত নাম	"
	হিন্দী নাম	"
	কের নাম	"
	ক ছালের গুণ	১৮১
	ক শালের গুণ	"
	র পাকা ফলের গুণ	"
	র কাঁচা ফলের গুণ	"
	উল্লুকের নাম ও গুণ	"
	কের চলিত নাম	"
	র হিন্দী নাম	"
	উল্লুকের চলিত নাম	"
	র হিন্দী নাম	"
	কৃত বৃক্ষের নাম ও গুণ	"
	র ফলের গুণ	"
	র কাঁচা ফলের গুণ	"
	র পাকা ফলের গুণ	"
	র প্রচলিত ভাষা নাম	"
	র হিন্দী নাম	"
	ক বৃক্ষের নাম ও গুণ	"
	র বিভিন্নজাতি	১৮২
	র উৎপত্তি স্থান	"
	র চলিত নাম	"
	বৃক্ষের নাম	"
	বিষ মধুকের নাম	"
	বৃক্ষের গুণ	"
	র ফলের গুণ	"
	উহার ফলের গুণ	১৮
	উহার ভাষা নাম	"
	পনসের নাম	"
	পাকা পনসের গুণ	"
	কাঁচা পনসের গুণ	১৮৩
	উহার প্রচলিত ভাষা নাম	"
	উহার হিন্দী নাম	"
	কাঁচা পনসের চলিত নাম	"
	লকুচ ফলের নাম ও গুণ	"
	উহার চলিত নাম	"
	উহার হিন্দী নাম	"
	তালের নাম ও গুণ	"
	তাল ফলের গুণ	"
	উহার শালের গুণ	"
	বর্ষজের নাম ও গুণ	১৮৪
	দ্বিবিধ বর্ষজের ভিন্ন ভিন্ন গুণ	"
	সেবি ফলের নাম ও গুণ	"
	উহার যে জাতীয় ফল	"
	উহার চলিত নাম	"
	অমৃত ফলের নাম	১৮৫
	অত্রবিধ অমৃত ফলের নাম	"
	অমৃত ফলের গুণ	"
	মহাসিদ্ধিকাকার ফলের গুণ	"
	উহার চলিত নাম	"
	উহার উৎপত্তি স্থান	"
	বান্দামের নাম ও গুণ	"
	নিকোচকের নাম	"
	মুকুলকের নাম	"
	নিকোচকের গুণ	"
	পিত্তফলের গুণ	"
	উহারে আকৃতি নির্ণয়	"
	উহারে ভিন্ন ভিন্ন নাম	১৮৬
	এলার নাম ও গুণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
পক এগার গুণ	১৮৫	অগুবিধ নারদীর গুণ	১৯৫
উহার উৎপত্তি স্থান	"	উহার চলিত নাম	"
অল্পুর নাম ও গুণ	"	জয়ীরের নাম ও গুণ	"
যে জাতীয় বৃক্ষ	"	উহার চলিত নাম	"
অঞ্জীরের নাম ও গুণ	"	অন্নবেতসের নাম ও গুণ	"
মঞ্জীরের নাম ও গুণ	"	উহার বাঙ্গালা নাম	"
অঞ্জীর ফলের ভাবা নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
মঞ্জীরের ভাবা নাম	"	সারাগ্লের নাম ও গুণ	"
আফোট ফলের নাম ও গুণ	১৮৭	নিম্বুকের নাম	১৯১
পালেবতের নাম	"	রাজনিম্বুকের নাম	"
মহাপালেবতের নাম	"	উহার গুণ ও ভাবা নাম	"
পালেবতের গুণ	"	কর্ম্মরঙ্গের নাম ও গুণ	"
মহাপালেবতের গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
তুত ফলের নাম ও গুণ	"	অধিকার নাম ও গুণ	"
পক তুত ফলের নাম ও গুণ	"	উহার পাতার নাম	"
গন্ধেককের নাম ও গুণ	১৮৮	শুক অম্লিকার গুণ	১৯২
ভোদন ফলের নাম ও গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
গন্ধেককের চলিত নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
ভোদন ফলের চলিত নাম	"	অম্লশাকের নাম ও গুণ	"
তুষের নাম ও গুণ	"	পাকা অম্লশাকের গুণ	"
উহার পাকা ফলের গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
বীজপুরের নাম ও গুণ	"	করমর্দীর নাম	"
বীজপুর ফলের ছালের গুণ	১৮৯	ক্ষুদ্র করমর্দীর নাম	"
উহার বেশের গুণ	"	বিবিধ করমর্দীর গুণ	"
উহার বীজের গুণ	"	পাকা করমর্দীর গুণ	"
উহার পুষ্পের গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
উহার রসের গুণ	"	উহার হিন্দী নাম	"
উহার চলিত নাম	"	কপিথের নাম	১৯৩
উহার হিন্দী নাম	"	কাঁচা কপিথের গুণ	"
মধুককটীর নাম ও গুণ	"	পাকা কপিথের গুণ	"
উহার মূলের গুণ	"	কপিথের ভাবা নাম	"
উহার চলিত নাম	"	কপিথের হিন্দী নাম	"
নারদীর নাম ও গুণ	"	কপিথপত্রীর নাম ও গুণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠা:	বিষয়	পৃষ্ঠা:
উহার চলিত নাম	১১৩	পাণ্ডু খন্ডিরের চলিত নাম	১১০
আত্মাতকের নাম		নবলীর নাম	"
অপকীর্ণাতকের গুণ	১১৪	নবলীফলের নাম	"
পকাত্মাতকের গুণ		নবলীফলের গুণ	"
উহার চলিত নাম		উহা যে জাতীয় ফল	"
চতুরঙ্গের নাম		উহার চলিত নাম	"
পঞ্চাঙ্গের নাম		ফলের গুণ	"
কোষাঙ্গের গুণ ও নাম		মজ্জার গুণ	"
উহার কাঁচা ফলের গুণ	১১৫	যে যে অপকফল দোষকর	"
উহার পাকা ফলের গুণ		মজ্জার গুণ নির্ণয়	"
উহার মজ্জার গুণ		যে প্রকার ফল দুষণীয়	"
উহার চলিত নাম		দুষণীয় ফলের দোষ	"
পুণীফলের নাম		ইতি ঋতবর্গ সম্পূর্ণ।	
পুণীছালের গুণ			
অপক পুণীফলের গুণ			
পক পুণীফলের গুণ			
পুণীর ক্ষক পুষ্পের গুণ			
যে পুণী সর্বোৎকৃষ্ট			
চিকুণ পুণীর গুণ			
পুণপুষ্পের গুণ			
ভান্দুলতার নাম	১১৬		
ভান্দুলগন্ধের নাম	"		
ভান্দুলের গুণ	"		
উহার চলিত নাম	"		
ভান্দুলের ভক্ষণ বিধি	"		
চূণের নাম	"		
খন্ডিরের নাম	"		
চূণের গুণ	"		
খন্ডিরের গুণ	"		
সংযুক্ত চূর্ণ খন্ডিরের গুণ	"		
চূণের চলিত নাম	"		
খন্ডিরের চলিত নাম	১১৭		
কক খন্ডিরের চলিত নাম	"		

সপ্তম অধ্যায় ।

মজ্জাচিরণ	১১
শাকবর্গ	১১
কুম্ভাণ্ডের নাম ও গুণ	
পত্র, পুষ্প, কন্দ ও ফল ভেদে	
" কুম্ভাণ্ডের প্রকার ভেদ	"
" চারি প্রকার কুম্ভাণ্ডের নাম	
" কুম্ভাণ্ডের সাধারণ নাম	
" কুম্ভাণ্ড শাকের নাম	
" কুম্ভাণ্ড শাকের গুণ	
" জানী কুম্ভাণ্ডের গুণ	
" পাকা কুম্ভাণ্ডের গুণ	
" ইহার পুষ্পের গুণ	
" ইহার মজ্জার গুণ	"
" উহার চলিত বাজালা ভাবানাম	"
" উহার হিন্দী নাম	"
১১৮ কুম্ভাণ্ড উদ্ভিদা নাম	"
" ককটীর নাম	১১৯

বিবরণ	পৃষ্ঠাঃ ।	বিবরণ	পৃষ্ঠাঃ ।
কাহুড়ের শৈত্যাদি গুণ	২০০	শীর্ণবৃন্তের সাধারণ নাম	২০২
কর্কটের প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা নাম	১	উহার চলিত ভাষা নাম	"
কালিঙ্গের সাধারণ নাম	১	উহার স্বার্থ গুণ বর্ণনা	"
কালিঙ্গের গুণ	০১	কোশাতকীর সাধারণ নাম	"
ইহা পাকা ফলের গুণ	১	কোশাতকী শাকের গুণ	২০৩
উহার বাঙ্গালা ভাষা নাম	১	কোশাতকী ফলের গুণ	"
উহার হিন্দী নাম	১	উহার প্রচলিত ভাষা নাম	"
মিষ্ট তুখীর নাম	১১	উহার হিন্দী নাম	"
মিষ্ট তুখীর গুণ		উহার উড়িয়া নাম	"
মিষ্ট তুখী ফলের গুণ		রাজকোশাতকীর নাম	"
ইহা প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা নাম		রাজকোশাতকীর স্বার্থ গুণ	"
উহার হিন্দী নাম		রাজকোশাতকী যে জাতীয় দ্রব্য	"
উহার বাবনিক নাম		উহার চলিত নাম	"
কটু তুখীর সাধারণ নাম	২০	উহার হিন্দী নাম	"
কটু তুখীর সাধারণ গুণ		মহাকোশাতকীর নাম	"
উহার প্রচলিত ভাষা নাম		উহার স্বার্থ গুণ বর্ণনা	"
উহার হিন্দী নাম		উহার চলিত বাঙ্গালা নাম	"
উহার বাবনিক নাম		উহার হিন্দী নাম	"
ত্রপুষের নাম		বৃন্তাকীর সাধারণ নাম	"
কটু ত্রপুষের নাম		বৃন্তাকীর সাধারণ গুণাবলী	২০৪
ত্রপুষের গুণ		পাকা বৃন্তাকীর গুণ	"
উহার পাকা ফলের গুণ		উহার ভাষা নাম	"
ত্রপুষের প্রচলিত বাঙ্গালা নাম		উহার হিন্দী নাম	"
উহার হিন্দী নাম		শ্বেত বার্ডাকুর নাম	"
চির্ভটের নাম		শ্বেত বার্ডাকুর গুণ	"
চির্ভটের প্রকৃত গুণ পারচর	২০২	ইহা যে রোগে বিশেষ	"
পাকা চির্ভটের গুণ	"	উপকার দর্শায়	"
চির্ভট যে জাতীয় দ্রব্য	"	ইহার ফুল যে প্রকার	"
উহার চলিত ভাষা নাম	"	ইহার প্রচলিত বাঙ্গালা নাম	"
বালুকের নাম	"	বিশীর নাম ও গুণ	"
বালুকের গুণ	"	বিশীশাকের গুণ	"
উহার পাকা ফলের গুণ	"	বিশীফলের গুণ	"
উহার প্রচলিত ভাষা নাম	"	ইহার প্রচলিত ভাষা নাম	২০৬

বিষয়

পৃষ্ঠা: । বিষয়

পৃষ্ঠা: ।

উহার হিন্দী নাম	২০৫	শিখী জাতিভেদে যে কয় প্রকার	
কারবেলের সাধারণ নাম	"	হইয়া থাকে	২০৭
কারবেলার নাম	"	শিখীর গুণ	"
কারবেলের গুণ	"	উহার প্রচলিত নাম	"
কারবেলের ভাষা নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
উহার হিন্দী নাম	"	বাস্তবশাকের সাধারণ নাম	"
কারবেলার চলিত নাম	"	বাস্তবশাকের ষথার্থ গুণ	"
উহার হিন্দী নাম	"	উহার চলিত নাম	"
কর্কোটকীর নাম	"	জীবন্তীশাকের নাম	২০৮
কর্কোটকালতার নাম	"	জীবন্তীশাকের গুণ	"
কর্কোটকা ফলের নাম	"	উহার প্রচলিত নাম	"
কর্কোটকপুষ্পের গুণ	"	জীবন্তীশাক যে দেশে উৎপন্ন	"
কর্কোটকশাকের গুণ	"	হইয়া থাকে	"
কর্কোটক ফলের গুণ	"	উহার মতান্তরীয় নাম	"
উহার চলিত ভাষা নাম	"	চিল্লীশাকের নাম	"
উহার হিন্দী নাম	"	চিল্লীশাকের ষথার্থ গুণ	"
বক্ষ্যাকর্কোটকীর নাম	২০৬	ইহা যে জাতীয় শাক	"
বক্ষ্যাকর্কোটকীর গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
উহার চলিত ভাষা নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
উহার হিন্দী নাম	"	কালশাকের নাম	"
ডোড়িকার নাম	"	চঞ্চু শাকের নাম	"
ডোড়িকার গুণ	"	কালশাকের গুণ	"
উহার বাঙ্গালা নাম	"	চঞ্চু শাকের গুণ	২০৯
উহার হিন্দী নাম	"	কালশাকের চলিত নাম	"
ডোড়িসের প্রচলিত সংস্কৃত	"	কালশাকের হিন্দী নাম	"
নাম	"	চঞ্চু শাক যে জাতীয় শাক	"
ইহার ষথার্থ গুণ	"	তগুলীয় শাকের নাম	"
উহার প্রচলিত ভাষা নাম	"	মারিষ শাকের নাম	"
উহার প্রচলিত হিন্দী নাম	"	তগুলীয় শাকের গুণ	"
কোলশিখীর সাধারণ নাম	২০৭	মারিষ শাকের গুণ	"
কোলশিখীর গুণ	"	তগুলীয় শাকের ভাষা নাম	"
উহার প্রচলিত ভাষা নাম	"	তগুলীয় শাকের হিন্দী নাম	"
শিখীর সাধারণ নাম	"	মারিষ শাকের হিন্দী নাম	"

বিষয়

পৃষ্ঠাঃ বিষয়

মারীষ যে জাতীয় শাক  
ফোগের সাধারণ নাম  
ফোগের গুণ  
মতান্তরে ইহাকে ঘাহা বলা  
• গিয়া থাকে •  
পটোলের সাধারণ নাম  
পটোলের নাম  
পটোলের গুণ  
শটোলপত্রের বা পলতার বার্থ  
• গুণ  
পটোলমুলের গুণ  
পটোল ফলের গুণ  
পটোলের চলিত নাম  
উহার হিন্দী নাম  
পটোলীর চলিত নাম  
চঞ্চু ডের নাম  
চঞ্চু ডের গুণ  
ইহা যে রোগে বিশেষ উপকার  
দর্শাইয়া থাকে  
উহার চলিত ভাষা নাম  
পালক্যার সাধারণ নাম  
পালক্যার গুণ  
উহার চলিত ভাষা নাম  
পোতকীর সাধারণ নাম  
উহার বার্থ গুণ  
উহার চলিত নাম  
লোণিকার নাম  
কুটীর শাকের নাম  
লোণীশাকের গুণ  
কুটীর শাকের গুণ  
সুবেগশাকের নাম  
ভিলপর্ণিকাশাকের নাম  
সুবেগশাকের গুণ

২০৯ ভিলপর্ণিকাশাকের গুণ  
সুবেগশাকের চলিত নাম  
ভিলপর্ণিকার চলিত নাম  
দ্বিবিধ তুলসীর নাম  
সুস্বপত্র তুলসীর নাম  
২১০ বাবুই তুলসীর নাম  
সুস্বপত্র তুলসীর গুণ  
বাবুই তুলসীর গুণ  
তুলসীর চলিত নাম  
বল্লীশাকের নাম  
বল্লীশাকের প্রকৃত গুণ  
উহার পুষ্পের গুণ  
উহার কাঁচাকলের গুণ  
ইহার পাকাফলের গুণ  
দ্বিবিধ নাড়ীশাকের নাম  
মিষ্ট নাড়ীশাকের নাম  
" তিক্ত নাড়ীশাকের নাম  
মিষ্ট নাড়ীশাকের গুণ  
" তিক্ত নাড়ীশাকের গুণ  
" মিষ্ট নাড়ীশাকের ভাষা নাম  
২১১ উহার হিন্দী নাম  
তিক্ত নাড়ীশাকের চলিত নাম  
সর্বপশাকের নাম  
কৌস্তুভশাকের নাম  
সর্বপশাকের গুণ  
কৌস্তুভশাকের গুণ  
সর্বপশাকের ভাষা নাম  
কৌস্তুভশাকের ভাষা নাম  
২১২ চণকের নাম  
" চণকের গুণ  
" উহার চলিত নাম  
উহার হিন্দী নাম  
কলায়ের নাম

বিষয়

পৃষ্ঠা:। বিষয়

পৃষ্ঠা:।

কলাশ্রমশাকের গুণ	২১৪	সজিনা বীজের নাম	২১৭
উহার চলিত নাম	"	সজিনা বীজের গুণ	"
চাকেরীর নাম	"	সজিনার সাধারণ গুণ	"
চাকেরীশাকের গুণ	"	রক্তসজিনার গুণ	"
উহার চলিত নাম	"	সজিনার ফলের গুণ	"
কাসমর্দেঁর নাম	"	সজিনা ফলের গুণ	"
কাসমর্দেঁর গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
উহার ভাষা নাম	২১৫	উহার হিন্দী নাম	"
উহার হিন্দী নাম	"	দ্বিবিধ লম্বনের নাম ও গুণ	"
গুঞ্জনের নাম	"	লম্বনের সাধারণ নাম	"
গুঞ্জনের গুণ	"	লাল লম্বনের নাম	"
উহার চলিত নাম	"	লম্বনের গুণ	"
মূলকের নাম	"	লম্বন পত্রের গুণ	২১৮
কাঁচা মূলকের গুণ	"	লম্বন ডাঁটার গুণ	"
বাকী মূলকের গুণ	"	পলাশুর নাম	"
সিদ্ধ মূলকের গুণ	"	পলাশুর গুণ	"
শুক মূলকের গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
মূলক পুষ্পের গুণ	"	উহার হিন্দী নাম	"
মূলক বীজের গুণ	"	গুঞ্জনের নাম	"
মূলক শাকের গুণ	"	উহার গুণ	"
উহার চলিত ভাষা নাম	"	অনুবিধ গুঞ্জন যে জাতীয় জব্য	"
উহার হিন্দী নাম	"	উহার চলিত নাম	"
করীরের নাম	২১৬	শূরণের নাম	"
করীরের গুণ	"	বজ্রকন্দের নাম	"
করীর পুষ্পের গুণ	"	বনশূরণের নাম	২১২
করীর ফলের গুণ	"	শূরণের গুণ	"
করীর যে প্রকার দেশে	"	শূরণভাটার গুণ	"
উৎপন্ন হয়	"	শূরণ যে রোগে বিশেষ ফল	"
করীরের চলিত নাম	"	দর্শায়.	"
উহার হিন্দী নাম	"	বনশূরণের গুণ	"
জামবর্ণ সজিনার নাম	"	বজ্রকন্দের গুণ	"
রক্তবর্ণ সজিনার নাম	"	শূরণের চলিত নাম	"
শেত. সজিনার নাম	"	বনশূরণের চলিত নাম	"



বিষয়	পৃষ্ঠাঃ।	বিষয়	পৃষ্ঠাঃ
বজ্রকন্দের চলিত নাম	২১৯	পিণ্ডালুর নাম	
অস্থিশৃঙ্খলার নাম	"	পিণ্ডালুর চলিত নাম	
অস্থিশৃঙ্খলার গুণ	"	উহার হিন্দী নাম	
উহার চলিত ভাষা নাম	"	মধ্বালুর নাম	
উহার হিন্দী নাম	"	মধ্বালুর চলিত নাম	
বারাহী কন্দের নাম	২২০	শঙ্খালুর নাম	
বারাহীকন্দের গুণ	"	শঙ্খালুর চলিত নাম	
উহার প্রচলিত নাম	"	কাষ্ঠালুর নাম	
উহার হিন্দী নাম	"	কাষ্ঠালুর ভাষা নাম	
ভালমুলীর নাম	"	কাষ্ঠালুর হিন্দী নাম	
ভালমুলীর গুণ	"	হস্তালুর নাম	
উহার প্রচলিত নাম	"	হস্তালুর আকৃতি	
উহার হিন্দী নাম	"	রক্তালুর নাম	
বগুকের নাম	"	রক্তালুর চলিত নাম	
বগুকের গুণ	"	জালুর সাধারণ গুণ	
উহার চলিত নাম	"	পিণ্ডালুর গুণ	
ভুছরের নাম	২২১	মধ্বালুর গুণ	
ভুছরের গুণ	"	কেয়ূরের নাম	
উহার চলিত নাম	"	কেয়ূরের গুণ	
ঐশা কন্দের নাম	"	বনজাত শাকের গুণ	
মানকচুর নাম	"	শুক শাকের অপকারিতা	
মুল কন্দের নাম	"	যে শুক শাক উপকারী	
মান কন্দের গুণ	"	• ঠিকি সপ্তম বর্গ সমাপ্ত।	
মূলকন্দের চলিত নাম	"		
মান কন্দের চলিত নাম	"	অষ্টম অধ্যায়ঃ	
কসেকুর নাম	"	পানীয় নাম বিশেষ বর্গ	
রাস্ককসেকুর নাম	"	জলের সাধারণ নাম	
বনশৃঙ্গাটকের নাম	"	নীতল জলের গুণ	
কসেকুর গুণ	"	নীতল জল বাহাদের পক্ষে বিশেষ	
কসেকুর চলিত নাম	"	অপকারী	
রাস্ককসেকুর চলিত নাম	"	বিবিধ জল	
শৃঙ্গাটকের চলিত নাম	"	আন্তরীক জল যত প্রকার ও	
শৃঙ্গাটকের হিন্দী নাম	২২২	তাহাদের নাম	

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
ধার জল যে কয় প্রকার ও		আন্তরীক্ষ ধার জলের গুণ	২২৭
জাহাঙ্গিরের নাম	২২৫	কারক জলের গুণ	"
সামুদ্র জল যে সময়ে গাঢ়-		হৈম জলের গুণ	"
জলের সমান হয়	"	চন্দ্রকান্ত জলের গুণ	"
আন্তরীক্ষ জলকে যে সময়ে ধরিলে		সারস জলের ভাষা নাম	"
শীতল জল বলা যায়	"	কৈদার জলের ভাষা নাম	"
শীতল আন্তরীক্ষ জলের গুণ	"	পাখল জলের ভাষা নাম	"
বৃষ্টিকালীন বৃত্ত গজাজলের গুণ	"	ভৌমার জলের চলিত নাম	"
বৃষ্টিকালীন বৃত্ত সামুদ্র জলের গুণ	"	কাবক জলের ভাষা নাম	"
সর্ববিধ দ্রব্য জলের গুণ	২২৬	হৈমজলের চলিত নাম	"
আন্তরীক্ষ জল যেভাবে ভৌম		চন্দ্রকান্ত জল বাহাকে বলে	"
ভঙ্গ হয়	"	হংসোদকের নাম	"
আন্তরীক্ষ জলের অভাবে যে জল		হংসোদকের গুণ	"
ব্যবহার করা যায়	"	ঋতুভেদে জল গ্রহণ	"
কোপ জলাদির গুণ বর্ণনা	"	বর্ষাকালে যে জল প্রশস্ত	"
কোপ জলের গুণ		আন্তরীক্ষ জল যে কালে উপকারী	"
তাড়গ জলের গুণ		ঔদ্ভিদ জল যে কালে উপকারী	"
বাপ্য জলের গুণ		ঔদ্ভিদ জল বাহাকে বলে	"
নৈকর জলের গুণ		শরৎকালে যে জল ভাল	২২৮
হৃদ জলের গুণ		সরোবরাদির জল যে ঋতুতে	
চৌণ্ড জলের গুণ		বিশেষ উপকারী	"
নাদেয় জলের গুণ		হেমন্তকালে যে জল প্রশস্ত	"
কোপজলের ভাষা নাম		সরোবরের জল ঋতুভেদে	
তাড়গ জলের ভাষা নাম		ব্যবহার	"
বাপ্যজলের চলিত নাম		তাড়গের জল যে কালে ব্যবহার্য	"
নৈকর জলের চলিত নাম		বসন্তকালে যে জল ভাল	"
হৃদ জলের চলিত নাম		গ্রীষ্মকালে যে জল ভাল	"
চৌণ্ডজল বাহাকে বলে		কুপের জল যে সময়ে ব্যবহার্য	"
নাদেয় জলের চলিত নাম		দীঘীর জল যে কালে ব্যবহার্য	"
সারস জলের গুণ	২২৭	বর্ষার জল যেকালে উপকারী	"
কৈদরে জলের গুণ		প্রাবৃট্‌কালে যে জল ভাল	"
পাখল জলের গুণ		চৌণ্ডজল যে ঋতুতে উপকারী	"
ভৌমার জলের গুণ		নাদেয়াদি বিবিধ জলের গুণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠা:	বিষয়	পৃষ্ঠা:
যে সকল নদীর জল লঘুপাকী	২১৮	প্রাতঃকালে যে সকল জলাশয়ের	
যে সকল নদীর জল গুরুপাকী	"	জল গ্রহণ করিতে হয়	২১৯
যে সকল নদীর জল সূক্ষ্ম	"	পুকুরিণী প্রভৃতির জল অভ্যাস্ত	
হিমালয়পর্বত প্রস্রাব ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র		গুণশালী হইবার কারণ	"
প্রস্রাবও-সংস্কা গঙ্গা, পতঙ্গ,		ভোজনকালে জলপান করিবার	
সরসু, যমুনা প্রভৃতি নদী সক-		নিয়ম	"
লের জলের গুণ	"	ভোজনের পূর্বে জলপান করিলে	
মলয় পর্বত সত্ত্বতা নদী সকলের		যে দোষ ঘটে	"
জলের গুণ	২২১	ভোজনের মধ্যভাগে জলপানে যে	
স্রোতোহীন নদীর জলের দোষ	"	উপকার হয়	"
স্রোতোবিহীন নদীর জলে যে		ভোজনের শেষে জলপান করিলে	
সকল রোগ জন্মে	"	যে উপকার হয়	"
বেণী, গোদাবরী প্রভৃতি নদীর		জল কোন অবস্থায় নিষেধ না	
জল পান দ্বারা যে সকল		ধাকিবার কারণ	"
ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে	"	তৃষ্ণার সময়ে জলপান না করিলে	
বিক্র্যাচলজাত শিপ্রারেবাঙ্গি		যে অপকার হয়	"
নদীর জলের অপকারিতা	"	জলাভাবে যেদ্রুপে লোকের মৃত্যু	
চূর্ণানদী যে কয় প্রকার	"	ঘটিয়া থাকে	"
চূর্ণানদীর জলের গুণ	"	যে অবস্থায় জলপান নিষেধ	"
দরীজাত নদীর জলের দোষ	"	যে অবস্থায় জলপান উচিত	"
পূর্বদিগ্ভূত নদীর জলের দোষ	"	যে অবস্থায় শীতল জল পান	
অবস্তীশোভিত নদীর জলের		করিলে বিশেষ ফল হয়	"
দোষ	"	নানাবিধ জলের গুণ	২৩১
মরুদেশজাত নদীর জলের গুণ	"	ভৌম জল হইতে পাওয়া জল পর্যায়	
পশ্চিম সাগরে পতিত গোমতী		সর্বপ্রকার জলের গুণ	"
প্রভৃতি নদী সকলের জলের		জাঙ্গল জল কাহাকে বলে	"
দোষ	"	জাঙ্গল জলের গুণ	"
দক্ষিণ সাগরে পতিত নদী সকলের		সাধারণ জল বাহাকে বলে	"
জলের গুণ	"	সাধারণ জলের গুণ	"
পূর্বসাগরে পতিত নদী সকলের		দূষিত জলে অবগাহন করার দোষ	"
জলের গুণ	"	দূষিত জল পানের দোষ	"
সর্বপ্রকার ভৌমজল গ্রহণ করিবার		ব্যাপন্ন জল বাহাকে বলে	"

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা:
উষ্ণ জলের গুণ	২৩১	বিবৎসা গাভীর দুগ্ধের গুণ	২৩৪
যে উপকার শীতল জল দূর্বল্য নহে		খৈল বিচালী প্রভৃতি ভক্ষিকা	
ক্রাণ্যমান জল বাহাকে বলে	২৩২	গাভীর দুগ্ধের গুণ	"
ক্রাণ্যমান জলের গুণ		ছাগদুগ্ধের গুণ	"
ক্রাণ্যমান জল উষ্ণ অবস্থায় পান		যে কারণে ছাগীদুগ্ধ সর্ববিধ	
করিলে যে ফল হয়		রোগ ন্যাশক	"
পানহীন উষ্ণজলের গুণ		মেঘীদুগ্ধের গুণ	"
অর্দ্ধহীন উষ্ণজলের গুণ		মেঘীদুগ্ধ যে যে রোগে বিশেষ	
ত্রিপাদহীন উষ্ণজলের গুণ		উপকার জনক	"
ঋতুভেদে উষ্ণজল ব্যবস্থা		মহিষীর দুগ্ধের গুণ	২৩৫
পানহীন উষ্ণজল যে কালে পান		নারী দুগ্ধের গুণ	"
করা যায়		হস্তিনী দুগ্ধের গুণ	"
অর্দ্ধাবশিষ্ট উষ্ণজল যে যে কালে		গুঁড়ীদুগ্ধের গুণ	"
পান করা যায়		আম্রদুগ্ধের গুণ	"
পাক করা শীতল জলের গুণ	২৩৩	অগ্ন্যাগ্ন একশফ অন্তর দুগ্ধের গুণ	"
সিদ্ধ বাসী জলের দোষ		ধারদুগ্ধের গুণ	২৩৬
দ্বিবাকালীন পাককরা জল রাত্রিতে		ধারোক্ষ দুগ্ধের গুণ	"
পান করিলে যে সকল দোষ		দুগ্ধদোহনান্তে যতক্ষণ পরে বিকৃত	
ঘটিয়া থাকে		হয়	
ত্রিবাকালীন পাক করা জল পব		দুগ্ধ দোহনান্তে যতক্ষণ পরে বিষের	
দিবসে পান করিলে যে সকল		দ্রব্য অপকারী হয়	
দোষ জন্মিয়া থাকে		ধারোক্ষ দুগ্ধ দোহন করিবামাত্রই	
দুগ্ধের সাধারণ নাম		পানের কারণ	
দুগ্ধের গুণ		ধারাসীতল দুগ্ধের দোষ	
দুগ্ধ বাহাদের পক্ষে বিশেষ		সর্ব প্রকার ধারোক্ষ দুগ্ধের মধ্যে	
উপকার জনক		যে দুগ্ধ উপকারী	
দুগ্ধ দ্বারা যে সকল দাতু সমতা-		পক দুগ্ধের গুণ	
প্রাপ্ত হইয়া থাকে		পাককরা মেঘী দুগ্ধ যে অবস্থায়	
দুগ্ধ দ্বারা যে দাতু বিশেষ হিত		উপকারী	
সাধিত হয়		পাককরা ছাগী দুগ্ধ যে অবস্থায়	
গোদুগ্ধের সাধারণ গুণ	২৩৪	উপকারী	
কৃকবর্ণা গাভীর দুগ্ধের গুণ		পাককরা উষ্ণদুগ্ধের গুণ	

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
অত্যন্ত পাককরা তুণ্ডের গুণ	২৩৭	অত্যন্ত দধির গুণ	২৩৯
কাঁচাতুণ্ডের দোষ	"	মধুরান্ন দধির গুণ	"
যাহাদের কাঁচা তুণ্ড উপকারী	"	ছাগ দধির গুণ	"
যাহাদের পাককরা তুণ্ড বিশেষ	"	মৈষ দধির গুণ	"
অপকারক	"	মাহিষ দধির গুণ	"
প্রাভাতিক তুণ্ডের গুণ	"	নারী তুণ্ড দধির গুণ	"
প্রাদেশিক তুণ্ডের গুণ	"	হস্তিনী তুণ্ড দধির গুণ	"
অন্ন তুণ্ডের দোষ	"	ওষ্ট্র তুণ্ড দধির গুণ	"
লবণযুক্ত তুণ্ডের দোষ	"	অথ প্রভৃতি সর্পবিধ একশক জন্তুর	
তুণ্ড সত্ত্বালিকার গুণ	"	তুণ্ড দধিব গুণ	২৪০
সত্ত্বালিকার নামানুসারে	"	সর্পপ্রস্তার দধির মধো যে দধি	
যে তুণ্ডে সর হব সেই তুণ্ডের	"	সমধিক গুণশালী	"
গুণ	"	গালিত দধির গুণ	"
মোরণ যাহাকে বলে	২৩৮	পক তুণ্ডের দধির গুণ	"
মস্ত্র যাহাকে বলে	"	অসাব দধিব গুণ	"
নষ্ট তুণ্ডের নাম	"	চিনিযুক্ত দধির গুণ	"
শ্রমব কালীন তুণ্ডের নাম	"	ওড়যুক্ত দধির গুণ	"
দধিকুচ্চিকা যাহাকে বলে	"	যে যে ঋতুতে দধি অপকারী	"
তত্র কুচ্চিকা যাহাকে বলে	"	যে যে ঋতুতে দধি উপকারী	"
কিলাটিক যাহাকে বলে	"	দধিসরের নাম	২৪২
মোরটের গুণ	"	দধিসরের গুণ	"
পীযুষ ঘনের গুণ	"	মস্তুর নাম	"
দধি কুচ্চিকার গুণ	"	মস্তুর গুণ কখন	"
তত্র কুচ্চিকার গুণ	"	তক্রের নাম ও গুণ	"
কিলাটকের গুণ	"	তক্রের সাধারণ নাম	"
ক্ষীরশাকের গুণ	"	ঘোল যাহাকে বলে	"
ক্ষীরশাক যাহাকে বলে	"	মথিত যাহাকে বলে	"
দধিবর্গের নাম ও গুণ	"	শ্বেত যাহাকে বলে	"
দধি যাহাকে বলে	"	উদধি যাহাকে বলে	"
মন্দক দধি যাহাকে বলে	"	তত্র যাহাকে বলে	"
দধি যে কয় প্রকার	"	মতান্তরে তত্র যাহাকে বলে	"
দধির গুণ	"	তক্রের গুণ	"
নন্দক দধির গুণ	২৩৯	যে কালে তত্র অব্যবহার্য	"

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
যে সকল রোগে তক্র ব্যবহার করা		যুত যে যে ব্যক্তির উপকারী	২৪৪
অহুচিত	২৪১	ক্ষীরভব যুতের গুণ	"
যে কালে তক্র ব্যবহার করিলে		ক্ষীরভব যুতের চলিত নাম	"
অমৃতের ত্রায় উপকার হয়	"	পুরাতন যুতের গুণ	"
যে যে রোগে তক্র বিশেষ উপকার		পুরাতন যুতের ভাষা নাম	"
দর্শায়	"	পুরাতন যুত যে যে রোগে	"
তক্রের সাধারণ গুণ	২৪২	ফলদায়ক	২৪৫
অল্প তক্রের গুণ	"	দ্রুতমণ্ডের গুণ	"
সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত অল্প তক্রের		দ্রুতমণ্ড যাহাকে বলে	"
গুণ	"	শিবংসরাতীত পুরাতন যুতের	"
শর্করা যুক্ত মধুর তক্রের গুণ	"	গুণ	"
ত্রিকটু চূর্ণ ও যবক্ষার সংযুক্ত		কৌস্ত দ্রুত যাহাকে বলে	"
রুক্ষ তক্রের গুণ	"	অত্যন্ত পুরাতন যুতের গুণ	"
সমুদায় সারগৃহীত তক্রের গুণ	"	মহাপ্রত যাহাকে বলে	"
অল্প যুতোপিত তক্রের গুণ	"	যুতের দোষ ও গুণ যে প্রকারে	"
অল্প দ্রুত যুত তক্রের গুণ	"	নির্ণয় করিতে হয়	"
শল সংযুক্ত ঘোল ও মাখনের		সর্ববিধ যুতের মধ্যে যে যুত	"
গুণ কথন	"	অত্যন্ত উপকারী	২৪৬
তক্র কুর্জিকার নাম সকল	২৪৩	সর্ববিধ যুতের মধ্যে যে যুত	"
নবনীতের নাম	"	অত্যন্ত অপকারী	"
সদৃশ নবনীতের গুণ	"	তৈলের নাম	"
সদৃশ নবনীত যাহাকে বলে	"	তৈল যাহাকে বলে	"
মধ্য নবনীতের গুণ	"	তৈলের গুণ	"
মধ্য নবনীত যাহাকে বলে	"	যে সকল রোগে তৈল ক্ষত্যাঙ্গ ও	"
চিরোদ্ভূত নবনীতের গুণ	"	পান করিতে হয়	"
চিরোদ্ভূত নবনীত যাহাকে বলে	"	অত্যন্ত পুরাতন তৈলের গুণ	"
ক্ষীরোপিত নবনীতের গুণ	"	এরও তৈলের গুণ	"
ক্ষীরোপ যাহাকে বলে	"	উহার চলিত নাম	"
যুত বর্ণের নাম ও গুণ	২৪৪	উহার ইংরাজী নাম	"
যুতের সাধারণ নাম	"	কটু তৈলের গুণ	২৪৭
যুতের চলিত ভাষা নাম	"	যে সমস্ত স্নায়ের তৈলকে কটু তৈল	"
যুতের যথার্থ গুণ	"	বলা যায়	"
যুত যে সকল রোগে উপকারী	"	জীরক তৈলের গুণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
মুলার তৈলের গুণ	২৪৭	জীবন্তী বীজের তৈলের গুণ	২৪৯
ঘোষা ফলের তৈলের গুণ	"	চালিতাবীজের তৈলের গুণ	"
দন্তীবীজ তৈলের গুণ	"	আকনাদীর তৈলের গুণ	"
সজিনাবীজ তৈলের গুণ	"	ষবতিলের তৈলের গুণ	২৫০
গাধিভাটি তৈলের গুণ	"	আত্র তৈলের গুণ	"
তিসির তৈলের গুণ	"	স্নেহবর্গের নাম ও গুণ	"
আকনের তৈলের গুণ	"	হাবর স্নেহের গুণ	"
হস্তিকর্ণপলাশের তৈলের গুণ	"	হাবর স্নেহ যাহাকে বলে	"
ইক্ষু দির তৈলের গুণ	"	ঐশ্য জন্তর মেদ মজ্জাদির গুণ	"
কুম্ভম ফলের তৈলের গুণ	"	আনুপ জন্তর মেদ মজ্জাদির গুণ	"
সর্বপ তৈলের গুণ	২৪৮	ঔদক জন্তর মেদ মজ্জাদির গুণ	"
সৈন্ধবলবণের তৈলের গুণ	"	জাঙ্গল জন্তর মেদাদির গুণ	"
নিম্ব তৈলের গুণ	"	অশ্বাদি একশ্লফ জীবর মেদ,	
আকরোট তৈলের গুণ	"	মজ্জাদির গুণ	"
অতিমুক্তের তৈলের গুণ	"	ব্যাঞ্জাদির মেদাদির গুণ	"
বহেড়ার তৈলের গুণ	"	ঐতু্যদজাতীয় পক্ষীর মেদ মজ্জা-	
নারিকেল তৈলের গুণ	"	দির গুণ	"
শিঙকাঠের তৈলের গুণ	"	বিকির জাতীয় পক্ষীর মেদ মজ্জা-	
অগুরু চন্দনের তৈলের গুণ	"	দির গুণ	"
গভীরের তৈলের গুণ	"	দ্রুত হইতে মজ্জা পর্ধাস্ত উত্তরোত্তর	
ইক্ষু তৈলের গুণ	"	গুণ নির্ণয়	"
দেবদারু তৈলের গুণ	"	মত্তের নাম	"
ভল্লাতক তৈলের গুণ	২৪৯	মত্তের গুণ	২৫১
পলাশ বীজের তৈলের গুণ	"	মত্ত বিবিধ অন্ন সহ সেবন করিলে	
মধুক তৈলের গুণ	"	যে উপকার হয়	"
পাকুল তৈলের গুণ	"	অতিরিক্ত মত্তপানের দোষ	"
কুম্মাণ্ড বীজের তৈলের গুণ	"	ভ্রাক্ষাজাত মত্তের গুণ	"
শশাবীজের তৈলের গুণ	"	মৌল পুষ্পজাত মত্তের গুণ	২৫২
কাঁকুড়বীজের তৈলের গুণ	"	ধর্জুর রসজাত মত্তের গুণ	"
লাউবীজের তৈলের গুণ	"	সুরা যাহাকে বলে	"
কালিজবীজের তৈলের গুণ	"	সুরার ভাষা নাম	"
তিক্তক বীজের তৈলের গুণ	"	সুরার গুণ	"
পিপ্বাল বীজের তৈলের গুণ	"	বাকুণী মত্ত যাহাকে বলে	"

বিষয়	পৃষ্ঠা:।	বিষয়	পৃষ্ঠা:।
বাকুলী মত্তের গুণ	২৫২	জীম্বব মত্ত বাহাকে বলে	২৫৪
সুরামত্তের নাম	"	অরিষ্ট. আসব, সীধু প্রভৃতির গুণ	"
সুরামত্ত বাহাকে বলে	"	যে প্রকারে নির্ণয় করা হয়	"
কাদম্বরী সুরা বাহা	"	যন পিচ্ছিলাদি মত্তের গুণ	২৫৫
জল্লল বাহাকে বলে	"	ভীক্ষু মত্তের গুণ	"
মেদক সুরা বাহা		উষ্ণ মত্তের গুণ	"
পুরুষ সুরা বাহা		বিদ্যাহী মত্তের গুণ	"
কিপ ক বাহাকে বলে		টটিকা মত্তের গুণ	"
কিপ কের চলিত নাম		বাসী মত্তের গুণ	"
প্রসন্নার গুণ		মদ্যের গুণ	"
কাদম্বরীর গুণ		বহুকালীন মদ্যের গুণ	"
জল্লল মত্তের গুণ		যে প্রকার মত্ত পান করিলে অত্যন্ত	"
মেদক মত্তের গুণ		বল বদ্ধিত হয়	"
পুরুষ মত্তের গুণ	২৫৩	মদ্যের যে কারণে মন্দাগ্নিনাশক	"
কিপ ক মত্তের গুণ		গুণ আছে	"
আম্বিকী মত্তের গুণ		মদ্যের মত্ততা কারণ	২৫৬
আম্বিকী মত্ত বাহা		বাহাদ্যের অতি বিলম্বে মত্ততা	"
যব সুরা বাহাকে বলে		জন্মিয়া থাকে	"
হলী বাহাকে বলে		যে সকল লোকের অতি শীঘ্র	"
মোরের বাহাকে বলে		মত্ততা জন্মিয়া থাকে	"
মত্তান্তরে মোরের সুরা		নূতন মত্তের গুণ	"
যবসুরার গুণ		অরিষ্টের গুণ	"
হলী সুরার গুণ	২৫৪	পুষ্ণ মদ্যের গুণ	"
মোরের মত্তের গুণ		সাধিক মত্তের গুণ	"
মধুলক মত্ত বাহা		রাজসিক মত্তের গুণ	"
মধুলক সুরার গুণ		ভাসিক মত্তের কার্য	"
শর্করা জাত মত্তের গুণ		চূক্রের গুণ	"
মধুজাত মত্তের গুণ		চূক্র বাহাকে বলে	"
গুড় দ্বারা প্রস্তুত মত্তের গুণ		কাঁজির নাম	২৫৮
সীধু বাহাকে বলে		আরণালের দোষ	"
শীতরস বাহাকে বলে		কাঞ্জিকের গুণ	"
সীধুর গুণ		ভুবোদকের গুণ	"
শীতরস মত্তের গুণ		ভুবোদক বাহাকে বলে	"



বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।	বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।
সৌবীরক বাহাকে বলে	২৫	ইক্ষুর সাধারণ গুণ	২৬১
সৌবীরকের গুণ	"	ইক্ষুমূলের রসের গুণ	"
ধাত্তোর কাঁজির গুণ	"	ইক্ষু মধ্যভাগের রসের গুণ	"
মূত্রের নাম	"	ইক্ষু অগ্রভাগের রসের গুণ	"
গবাদি জন্তুর মূত্রের সাধারণ গুণ	"	ইক্ষু গ্রন্থির রসের গুণ	"
গো মূত্রের গুণ	২৫	রক্তেক্ষুর গুণ	"
হস্তি মূত্রের গুণ	"	পুড়ি আকের গুণ	"
অশ্ব মূত্রের গুণ	"	কৃষ্ণক্ষুর গুণ	"
ছাগ মূত্রের গুণ	"	বংশকেক্ষুর না	"
মেঘ মূত্রের গুণ	"	উহার চলিত ভাষা নাম	"
গর্দভ মূত্রের গুণ	২৫	উহার গুণবর্ণনা	"
উষ্ট্র মূত্রের গুণ	"	শতপোষক ইক্ষুর নাম	"
মল্লিকা মূত্রের গুণ	"	উহার সাধারণ গুণ	"
মূত্রগ্রহণ বিধি	"	কান্তার ইক্ষুর নাম	"
যে সকল জীবের জীজাতির মূত্র	"	উহার চলিত ভাষানাম	"
লইতে হয়	"	উহার হিন্দী নাম	"
যে সকল জন্তুর পুরুষজাতির মূত্র	"	তাপস ইক্ষুর নাম	"
লইতে হয়	"	উহার গুণ	"
ইতি অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।		কাঠেক্ষুর সাধারণ নাম	২৬২
		কোশকার ইক্ষুর গুণ	"
		সূচীপত্র ইক্ষুর নাম	"
		নীলপত্র ইক্ষুর নাম	"
		নৈপাল ইক্ষুর নাম	"
	২৬০	দীর্ঘপত্র ইক্ষুর নাম	"
		সূচীপত্র ইক্ষুর গুণ	"
		নীলপত্র ইক্ষুর গুণ	"
		নৈপাল ইক্ষুর গুণ	"
		দীর্ঘপত্র ইক্ষুর গুণ	"
		দন্ত নিস্পীড়িত ইক্ষুরসের গুণ	"
		কণন	"
		ষষ্ঠ নিস্পীড়িত ইক্ষুরসের গুণ	"
	২৬১	নির্ণয়	"
		চিনি প্রভৃতির নাম ও গুণ	"

### নবম অধ্যায় ।

মল্লাচরণ

ইক্ষুদিবর্গ

ইক্ষুর নাম

উহার প্রচলিত নাম

রক্তেক্ষুর নাম

উহার চলিত নাম

পুণ্ড্রকেক্ষুর নাম

উহার বাঙ্গালা ভাষা নাম

কৃষ্ণেক্ষুর নাম

উহার চলিত ভাষা নাম

কৃষ্ণেক্ষুর হিন্দী নাম

বিষয়	পৃষ্ঠা:	বিষয়	পৃষ্ঠা:
সিতা বাহাকে বলে	২৬২	মধুর নাম	২৬৪
মৎস্যগুণিক বাহাকে বলে		উহার ভাষা নাম	২৬৫
পল্লীর বাহাকে বলে		চারিপ্রকার মধু	"
মমাণ্ডী বাহাকে বলে		মাকিক মধুর বর্ণ	"
বলক বাহাকে বলে		পৌষ্টিক মধুর বর্ণ	"
বিষপলঙ্গিকা		কোম মধুর বর্ণ	"
শিগ্রা কা		ভ্রামর মধুর বর্ণ	"
কুন্তিকা		মধুর সাধারণ গুণ	"
খণ্ড বাহাকে বলে		মাকিক মধুর গুণ	"
খণ্ডসিতা		পৌষ্টিক মধুর গুণ	"
সিতার চলিত নাম		কোম মধুর গুণ	"
মৎস্যগুণীর চলিত নাম		ভ্রামর মধুর গুণ	"
পল্লীর চলিত নাম		নুতন মধুর গুণ	"
বলকের চলিত নাম		পুরাতন মধুর গুণ	২৬৬
খণ্ডের চলিত নাম		বিষাক্ত মধু বাহাকে বলে	"
খণ্ডসিতার চলিত নাম		বিষাক্ত মধু পান করিলে যে	
মাধবী বাহাকে বলে		অপকার ঘটে	"
যবশর্করা বাহাকে বলে		যে রূপ মধুপান নিষেধ	"
পুষ্পসিতা		যে অবস্থায় মধু প্রয়োজন	"
কাণিত্ত বাহাকে বলে		যে অবস্থায় মধু প্রয়োগু নিষেধ	"
ক্ষুদ্র গুড়ক	"	তাহার কারণ নির্দেশ	"
গুড় বাহাকে বলে	২৬৩	মোমের নাম	"
মৎস্যগুণীর গুণ		মোমের গুণ	"
সিতোপলার গুণ		ইতি নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।	
উহার চলিত নাম			
খণ্ডের গুণ		দশম অধ্যায়	
মধুশর্করার গুণ		মলমাত্রার	২৬৭
যবাস শর্করার গুণ		ধাতুবার্গ	"
পুষ্পসিতা শর্করার গুণ		ধাতুর নাম	"
কাণিত্তের গুণ		উহার ভাষা নাম	"
মধুক কাণিত্তের গুণ	২৬৭	বিবিধ ধাতুর নাম	২৬৮
গুড়ের গুণ		বীহি ধাতু যে যে কালে উৎপন্ন	
পুরাতন গুড়ের গুণ		হইয়া থাকে	"

বিষয়	পৃষ্ঠা:	বিষয়	পৃষ্ঠা:
উহার চলিত নাম	২৬৮	গোধূমের সাধারণ নাম	২৭০
যষ্টিক ধাতু যে যে কালে উৎপন্ন		ত্রিবিধ গোধূমের নাম	"
হইয়া থাকে তাহা		মহা গোধূম যে দেশে জন্মে	২৭১
উহার চলিত নাম		মধুলী যে দেশে হয় সেই দেশের	"
শরী ধাতু যাহাকে বলে		নির্ণয় করণ	"
কুশাত্ত যাহাকে বলে		নন্দীমুখ যে দেশে হয় সেই দেশের	"
শুক ধাতু যাহাকে বলে		নাম নির্ণয় করণ	"
লোহিত ধাতু		গোধূমের ভাষা নাম	"
তুর্গন্ধিক ধাতু		উহার হিন্দী নাম	"
কলম ধাতু		প্রথম গোধূম যাহাকে বলে	"
শালি ধাতু যত প্রকার তাহাদের		প্রথম গোধূমের গুণ	"
নাম সকল নির্দেশ		মধুলী গোধূম যাহাকে বলে	"
শালি ধাতু সকলের গুণ		মধুলীর গুণ	"
যে শালি ধাতু শ্রেষ্ঠ		নন্দীমুখ যাহাকে বলে	"
রক্তশালি ধাতুর গুণ		নন্দীমুখের গুণ	"
মহাশালি ধাতুর গুণ	২৬৯	যবের নাম	"
যষ্টিক ধাতু যত প্রকার তাহাদের		বড় যব যাহাকে বলে	"
নাম সকল		বড় যবের নাম	"
যষ্টিক ধাতুর গুণ		যবের গুণ	"
যে যষ্টিক ধাতু শ্রেষ্ঠ		অতিযব যাহাকে বলে	"
মহা যষ্টিক ধাতু যাহাকে বলে		অতিযবের গুণ	২৭২
মহাযষ্টিক ধাতুর গুণ		বৈদলের নাম সকল নির্ণয় পূর্বক	"
ব্রীহি ধাতু যত প্রকার তাহাদের		প্রকার ভেদ কখন	"
নাম সকল		উহাদের গুণ	"
ব্রীহি ধাতু সকলের গুণ		যে সকল বৈদল উদরাস্থান উৎ-	"
যে ব্রীহি সর্বশ্রেষ্ঠ	২৭০	পাদক	"
দক্ষভূমিতাত শালির গুণ		শিখের নাম	"
স্থলজাত শালির গুণ		উহার গুণ	"
কৈদার ধাতুর গুণ		মুদোর নাম	"
বোরো ধাতুর গুণ		উহার গুণ	২৭৩
ছিন্নরূঢ় ধাতুর গুণ		উহার চলিত ভাষা নাম	"
পুরাতন ধাতুর গুণ		লোণা মুগের নাম	"
সিদ্ধ ধাতুর গুণ		লোণামুগ যে যে প্রকার	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঃ।	বিষয়	পৃষ্ঠাঃ।
পীতমুগ দেখিতে যে প্রকার	২৭৩	খেসারীর গুণ	২৭৫
পীতমুগের নাম		উহার শাকের গুণ	"
কালিমুগ দেখিতে যে প্রকার		চণকের নাম	"
কালমুগের নাম		উহার চলিত নাম	"
বনমুগের নাম		উহার হিন্দী নাম	"
বনমুগ যাহাকে বলে		উহার গুণ বর্ণনা	"
মুগের সাধারণ গুণ		চণক শাকের গুণ	"
যে মুগ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহার		ক্ষুদ্র জাতীয় মসুরীর নাম	২৭৬
বিশেষ উপকারিতা		উহার গুণ	"
মুগ শাকের গুণ		উহার শাকের গুণ	"
মাকলায়েব নাম		কুলখ কলায়ের নাম	"
উহার হিন্দী নাম		বস্ত্র কুলখের নাম	"
উহার গুণ		বস্ত্র কুলখ যাহাকে বলে	"
রাজমাবের নাম	২৭৪	কুলখের গুণ	"
উহার চলিত নাম	"	বস্ত্র কুলখের গুণ	"
উহার হিন্দী নাম	"	কুলখের আকার	"
উহার গুণ	"	কুলখের চলিত নাম	"
মসুরের নাম	"	বন কুলখের ভাষা নাম	"
উহার গুণ	"	তিল দেখিতে যে প্রকার	"
নিম্পাবের নাম	"	তিলের নাম	২৭৭
উহার চলিত নাম	"	বনজাত তিলের নাম	"
উহার হিন্দী নাম	"	তিলের গুণ	"
উহার গুণ	"	বস্ত্র তিলের গুণ	"
বর্তুল কলার যে প্রকার	"	কৃষ্ণ তিলের গুণ	"
বর্তুল কলায়ের নাম	"	যে তিল ভাল	"
ক্ষুদ্র মটরের নাম	"	যে তিল মধ্যম	"
মটরের গুণ	"	যে তিল খারাপ	"
পাটনাই খেসারীর নাম	"	খেত তিলের গুণ	"
পাটনাই খেসারী যাহাকে বলে	"	আঢ়কীর নাম	"
ছোট খেসারীর নাম	"	আঢ়কী যাহাকে বলে	"
দেখি খেসারী যে প্রকার	"	আঢ়কীর গুণ	"
ছোট খেসারীর চলিত নাম	"	উহার ভাষা নাম	"
খেসারী যে কয় প্রকার	"	অভসীর নাম	২৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা :	বিষয়	পৃষ্ঠা :
মসিনা বাহাকে বলে	২৭৮	শ্রামাক ধাত্তের নাম	২৮
অন্তসীর গুণ	"	কোজ্রবের নাম	"
তিসী বাহাকে বলে	"	ধন কোজ্রবের নাম	"
উহার চলিত ভাষা নাম	"	দর্শবিধ ভূণ ধাত্তের গুণ	"
কুশুম ফুলের নাম	"	কদু ধাত্তের চলিত নাম	"
কুশুম ফলের নাম	"	শ্রামাক ধাত্তের চলিত নাম	"
কুশুম ফুলের গুণ	"	নীবারের সংস্কৃত নাম	"
কুশুম বীজের গুণ	"	নীবারের হিন্দী নাম	"
কুশুম ফলের গুণ	"	বরকের চলিত নাম	"
কুশুম সর্বপের নাম	"	কোজ্রবের চলিত নাম	"
খেত সর্বপের নাম	২৭৯	উদ্ভালের চলিত নাম	"
রাই সর্ষি বাহাকে বলে	"	নর্জকের চলিত নাম	"
রাজিকার নাম	"	বরটিকার নাম	"
কুশুম সর্বপের গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
খেত সর্বপের গুণ	"	বেণুধবার ভাষা নাম	"
রাজিকার গুণ	"	কদুর চলিত নাম	"
কুশুম সর্বপের চলিত নাম	"	গবেধুকার নাম	"
খেত সর্বপের ভাষা নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
রাজিকার ভাষা নাম	"	প্রিয়দুর নাম	"
সর্বপের ভাষা নাম	"	শ্রামাকের গুণ	"
শপের নাম	"	কোজ্রবের গুণ	"
শপের গুণ	"	নীবারের নাম	২৮১
উহার শাকের গুণ	"	নীবারের গুণ	"
উহার চলিত ভাষা নাম	"	ধনালের নাম	"
তৃণ ধাত্ত বাহাদিগকে বলে	"	উহার গুণ	"
তাহাদের নাম নির্ণয়	"	উহার চলিত ভাষা নাম	"
পীত কদুর নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
খেত কদুর নাম	"	গবেধুকার ভাষা নাম	"
চীনা ধাত্ত বাহাকে বলে	"	উহার গুণ	"
রক্ত কদুর নাম	"	যে সকল ধাত্ত গুণহীন তাহাদের	"
চীনা ধাত্ত	"	নাম নির্ণয়	"
চীনা ধাত্তের চলিত নাম	"	নুতন ধাত্তের গুণ	"
শ্রামাক ধাত্ত	২৮০	বৎসরাতীত ধাত্তের গুণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
পুরাতন খাত্তের গুণ	২৮২	যবাগুর গুণ	২৮৫
কোঁক খাত্তের গুণ	"	পেয়ার গুণ	"
ইতি দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।		বিলেপীর গুণ	"
একাদশ অধ্যায় ।		মণ্ডের গুণ	"
মল্লাচরণ	২৮৩	যাবা মণ্ডের নাম	২৮৬
অন্নবর্ণ	"	উহার প্রস্তুত প্রণালী	"
আহার বাহাকে বলে	"	লাজ মণ্ডের নাম	"
আতাবের নাম	"	উহার প্রস্তুত প্রণালী	"
জাহারের গুণ	"	ফাবা মণ্ডের গুণ	"
অন্নের নাম	"	লাজ মণ্ডের গুণ	"
অন্নের গুণ	২৮৪	অষ্টগুণ মণ্ডের নাম	"
অন্ন বাহাকে বলে	"	অষ্টগুণ মণ্ডের গুণ	"
অলম্বিত অন্নের গুণ	"	অষ্টগুণ মণ্ড যাহাকে বলে	"
অলম্বিত অন্নের গুণ	"	মুগাদির য় য় বাহাকে বলে	"
ভর তণ্ডুলের অন্নের গুণ	"	উহার গুণ	"
মসাদিযুক্ত অন্নের গুণ নির্ণয়	"	দাড়িমালক য় য় প্রস্তুত করিবার	
মুগাদির য় য় যুক্ত অন্নের গুণ	"	নিয়ম	২৮৭
নিরূপণ করণ	"	উহার গুণ	"
ঘোলান্নের গুণ	"	মুদগামলক য় য়ের নাম	"
অত্যন্ত উষ্ণ অন্নের গুণ	"	উহার গুণ	"
অতিক্রিয় অন্নের গুণ	"	কুলথের য় য়ের গুণ	"
তণ্ডুল যুক্তান্নের গুণ	"	সূপ্য মূলক য় য়ের নাম	"
পলান্নের গুণ	"	উহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম	"
পলান্নের চলিত নাম	"	উহার গুণ	"
পলান্ন বাহাকে বলে	"	চণক য় য়	২৮৮
যবাগুর নাম	"	উহার গুণ	"
যবাগুর প্রস্তুত প্রণালী	"	মকুঠ য় য়	"
বিলেপীর নাম	২৮৫	উহার গুণ	"
বিলেপীর প্রস্তুত প্রণালী	"	কৃত য় য়	"
পেয়ার নাম	"	অকৃত য় য়	"
পেয়া প্রস্তুত করণ	"	কৃত য় য়ের গুণ	"
মণ্ডের নাম	"	অকৃত য় য়ের গুণ	"
উহার প্রস্তুত প্রণালী	"	য য় দাদাগুর নাম	"

বিষয়	পৃষ্ঠা:।	বিষয়	পৃষ্ঠা:।
বৃষ সাহায্যের গুণ	২০৮	পঞ্চসার পানক সাহাকে বলে	২১১
স্থপা প্রস্তুত করিবার নিয়ম	"	পানকের গুণ	"
স্থপা সাহাকে বলে	২১২	পঞ্চসার পানকের গুণ	২১২
স্থপোর গুণ	"	দ্রাক্ষাকৃত পানকের গুণ	"
নিরস্ত্র স্থপোর গুণ	"	পুরুষ কল পানকের গুণ	"
সাঁতলান স্থপোর গুণ	"	তেতুল পানার গুণ	"
কুশরা সাহাকে বলে	"	মদক খাতের নাম	"
কুশরা প্রস্তুত করিবার নিয়ম	"	উহার প্রস্তুত প্রণালী	"
কিপ্রা সাহাকে বলে	"	মদকের গুণ	"
উহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম	"	মণ্ডকের গুণ	"
স্থধার নাম	"	মণ্ডক প্রস্তুত প্রণালী	"
স্থধা প্রস্তুত করিবার নিয়ম	"	উহার ভাষা নাম	"
কিপ্রার গুণ	"	অঙ্গার ককটী	২১৩
স্থধার গুণ	"	নীতল মণ্ডকের গুণ	"
পায়স সাহাকে বলে	"	অঙ্গারগ্নি সংযোগে প্রস্তুত	"
পায়সের নাম	২১০	মণ্ডকের গুণ	"
পায়সের গুণ	"	পোলিকার গুণ	"
রাজখাণ্ডব সাহাকে বলে	"	পোলিকা সাহাকে বলে	"
রাজখাণ্ডবের নাম	"	অঙ্গার ককটীর গুণ	"
উহার গুণ	"	শালি ভক্ষ্য সাহাকে বলা যায়	"
খণ্ডাত্তের নাম	"	তাহা নির্ণয় করণ	"
খণ্ডাত্ত সাহাকে বলে	"	উহার গুণ	"
খণ্ডাত্তলকের নাম	"	গোধূম ভক্ষ্য সাহাকে বলা যায়	"
উহাদের গুণ	২১১	তাহা নির্ণয় করণ	"
রসালা সাহাকে বলে	"	উহার গুণ	"
রসালায় নাম	"	বৈদল ভক্ষ্য সাহাকে বলে তাহা	"
উহার গুণ	"	নির্ণয় করণ	২১৪
উহার প্রস্তুত প্রণালী	"	বৈদল ভক্ষ্যের গুণ	"
উহার চলিত নাম	"	মায় ভক্ষ্য সাহাকে বলে তাহা	"
সরবৎ সাহাকে বলে	"	নির্ণয় করণ	"
পানকের নাম	"	মায় ভক্ষ্যের গুণ	"
পানকের বাবনিক নাম	"	স্বস্ত পুর পক ভক্ষ্যের গুণ	"
পঞ্চসার পানকের নাম	"	উত্তম পক ভক্ষ্যের গুণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
চন্দ্র ভক্ষ্যের গুণ	২১৪	মাষবটকের গুণ	২১৯
স্বত্ববাহকে বলে	"	মোলবটকের গুণ	"
স্বত্বপূরের নাম	২১৫	মোলবটক প্রস্তুত	"
উহার চলিত ভাষা নাম	"	শাণ্ডব বটকের গুণ	৩০০
উহার গুণ	"	শাণ্ডব বটক বাহাকে বলে	"
সমিতা সংস্কারের নাম	"	তুষাধু বটক প্রস্তুত	"
উহার প্রস্তুত প্রণালী	"	উহার গুণ	"
যণ্ডিতা বাহা	২১৬	ইণ্ডুলীর গুণ	"
ঐহা প্রস্তুত করণ	"	উহা বাহাকে বলে	"
সমিত্যুর নাম	"	সোমালিকার গুণ	"
সমিত্যুর প্রচলিত নাম	"	উহা বাহাকে বলে	"
দধিপূপক বাহা	২১৭	কুণ্ডলিকা বাহাকে বলে	"
উহার গুণ	"	উহার ভাষা নাম	"
সংস্কারাদির গুণ	"	কুণ্ডলিকার গুণ	৩০১
বিশুদ্ধকনের নাম	"	কুল্লাষ বাহাকে বলে	"
উহার প্রস্তুত প্রণালী	"	উহার প্রস্তুত প্রণালী	"
উহার গুণ	২১৮	উহার চলিত নাম	"
লঙ্গীর নাম	"	উহার গুণ	"
উহার প্রস্তুত প্রণালী	"	শক্ত বাহাকে বলে	"
উহার গুণ	"	উহার প্রস্তুত প্রণালী	"
কেনিকার নাম	"	উহার চলিত নাম	"
উহার প্রস্তুত প্রণালী	"	উহার গুণ	"
কেনিকার গুণ	"	উহার বিশেষ গুণ	"
মোদক বাহাকে বলে	২১৯	মন্দের নাম	"
উহার প্রস্তুত প্রণালী	"	মন্ড বাহাকে বলে	"
লড্ডুক বাহাকে বলে	"	উহার গুণ	"
উহার প্রস্তুত প্রণালী	"	চিনি ও ইক্ষুরসমূহ পাক করা দ্রাক্ষা	"
মোদকের চলিত নাম	"	মধুসংযুক্তা	"
লড্ডুকের চলিত নাম	"	ত্রিবর্গ কখন	"
মাষপিষ্টক বাহাকে বলে	"	ত্রিবর্গের গুণ	"
উহার চলিত ভাষা নাম	"	যবের ছাতুর গুণ	৩০২
মোদকাদির গুণ	"	যে ছাতু গ্রীষ্মকালে প্রযোজ্য	"
মাষবটকাদি প্রস্তুত	"	তাহা নির্ণয়	"



বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।	বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।
পিণ্ডী বাহাকে বলে	৩০২	অজার প্রাপ্ত মাংস প্রস্তুত করিবার	
পিণ্ডীর গুণ	"	নিয়ম কথন	৩০৫
লেখিকা বাহা	"	পিষ্ট মাংস	"
লেখিকার গুণ	"	স্বত্বাদি সঞ্চিত মাংস প্রস্তুত করিবার	"
যেত্রপ ছাত্তু ভক্ষণ নিষেধ তাহা,		নিয়ম কথন	"
নির্ণয় করণ	"	ভক্ষণক মাংস	৩০৬
লাজের গুণ	"	তৈলপক মাংস	"
লাজ বাহাকে বলে	"	তৈলপক মাংসের গুণ	"
যাত্নার গুণ	৩০৩	স্বতপক মাংসের গুণ	"
পৃথুক বাহাকে বলে	"	তক্রাদিপক মাংসের গুণ	"
পৃথুক প্রস্তুত	"	শুস্ক মাংসের গুণ	৩০৭
উহার গুণ	"	বেশবার প্রস্তুত প্রণালী	"
উহার চলিত নাম	"	বেশবার বাহাকে বলে	"
হোলক বাহাকে বলে	"	উহার গুণ	"
হোলক প্রস্তুত	"	সৌরভ প্রস্তুত প্রণালী	"
উহার গুণ	"	সৌরভ বাহাকে বলে	"
উহার ভাষা নাম	"	মাংসরস বাহাকে বলে তাহা	"
লহী বাহাকে বলে	"	নির্ণয় করণ	"
উহার গুণ	"	সৌরভের অল্প প্রকার প্রস্তুত	"
পরিপক বাহা	৩০৪	প্রণালী স্থির করণ	"
উহার প্রস্তুত প্রণালী	"	স্বানিকের নাম	৩০৮
উহার চলিত ভাষা নাম	"	স্বানিক বাহাকে বলে	"
উহার গুণ	"	মাংসরসের গুণ	"
প্রদিক্ত মাংসের গুণ	"	নাড়িমযুক্ত মাংসরসের গুণ	"
প্রদিক্ত মাংস বাহাকে বলে	"	সৌবীর বাহাকে বলে	"
উহার গুণ	"	সৌবীরের গুণ	"
উল্লিগু মাংসের নাম	"	স্বানিকের গুণ	"
উহা প্রস্তুত করণ	"	দলকাচণিকার নাম	৩০৯
উহার গুণ	"	উহার প্রস্তুত প্রণালী	"
শূলা মাংস বাহাকে বলে	"	কথিত বাহাকে বলে	"
উহা প্রস্তুত করণ	"	উহার প্রস্তুত প্রণালী	"
উহার গুণ	"	উহার গুণ	"
সরস মাংসের গুণ	"	কথিত প্রস্তুত করিবার নিয়ম	"

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
কথিত বাহাকে বলে	৩০৯	অশ্বত্থর বাহাকে বলে	৩১২
।র গুণ	"	অশ্বত্থের নাম	"
পপট বাহাকে বলে		উহার মাংসের গুণ	"
পপট প্রস্তুত করণ		উহার প্রচলিত নাম	"
উহার চলিত নাম		উহার নাম	"
উহার গুণ		উহার মাংসের গুণ	৩১৩
পিণ্যাকের নাম		উহার ভাষা নাম	"
পিণ্যাক বাহাকে বলে		গর্দভের নাম	"
পিণ্যাকের ভাষা নাম		উহার মাংসের গুণ	"
পললের নাম		যে গর্দভের মাংস শ্রেষ্ঠ	"
পলক বাহা		উহার চলিত নাম	"
পিণ্যাকের গুণ		মহিষের নাম	"
পললের গুণ		উহার মাংসের গুণ	৩১৪
বিবিধ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়		বজ্র মহিষ মাংসের গুণ	"
করিবার নিয়ম	৩১৫	উহার ভাষা নাম	"
ইতি একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত		ভল্লকের নাম	"
		গণ্ডকের নাম	"
		ভল্লক মাংসের গুণ	"
		গণ্ডক মাংসের গুণ	"
		ভল্লকের চলিত নাম	"
		গণ্ডকের চলিত নাম	"
		সিংহের নাম	"
		শাব্দীর নাম	৩১৫
		সিংহ মাংসের গুণ	"
		উহার চলিত নাম	"
		ব্যাঘ্রের নাম	"
		উহার চলিত নাম	"
		চিত্রক ব্যাঘ্রের নাম	"
		উহার চলিত নাম	"
	৩১২	বৃকের নাম	"
	"	ভরকুর নাম	"
	"	বৃকের চলিত নাম	"
	"	ভরকুর ভাষা নাম	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।	বিষয়	পৃষ্ঠ
রকের হিন্দী নাম	৩১৫	হরিণের মাংসের গুণ	
ব্যাঙ্গাদির মাংসের গুণ	৩১৬	কালসারের মাংসের গুণ	
চিত্রক ব্যাঙ্গের মাংসের গুণ	"	গবয়ের নাম	
বৃক মাংসের গুণ	"	উহার চলিত নাম	
ভরঙ্গুর মাংসের গুণ	"	উহার মাংসের গুণ	
কুক্কুরের নাম	"	কন্তুরী মৃগের নাম	
উহার চলিত নাম	"	কন্তুরী যে স্থানে হয়	
উহার গুণ	"	উহার মাংসের গুণ	
শুকরের নাম	"	ভল্ল মৃগের নাম	
উহার মাংসের গুণ	৩১৭	কন্তুরী মৃগ মাংসের গুণ	
উহার চলিত নাম	"	মুণ্ডরী মৃগ মাংসের গুণ	
ছাগের নাম	"	কুতমালের নাম	
ছাগীর নাম	"	উহার মাংসের গুণ	
ছাগ মাংসের গুণ	"	বাতপ্রমীর নাম	
ছাগীমাংসের গুণ	"	উহার চলিত নাম	
ছাগের চলিত নাম	"	উহার মাংসের গুণ	
ছাগীর চলিত নাম	"	ছিকারের নাম	
বৃষের নাম	"	উহার মাংসের গুণ	
গাভীর নাম	"	ত্রিবিধ হরিণ মাংসের গুণ	
গাভীর চলিত নাম	"	করু মৃগের নাম	
বৃষের চলিত নাম	"	উহার চলিত নাম	
গব্যা মাংসের গুণ	৩১৮	কুক্কুর মৃগের নাম	
মেঘের নাম	"	উহার চলিত নাম	
মেঘপুচ্ছের নাম	"	করু মাংসের গুণ	
মেঘপুচ্ছের গুণ	"	কুক্কুর মাংসের গুণ	
মেঘ মাংসের গুণ	"	শশকের নাম	
মেঘের ভাষা নাম	"	শশক মাংসের গুণ	
মেঘপুচ্ছের ভাষা নাম	"	উহার চলিত নাম	
হরিণের নাম	"	মহামৃগের লক্ষণ	
কালসারের নাম	"	মহামৃগের নাম	
হরিণ মাংসের গুণ	"	শল্লকের নাম	
গোকর্ণের নাম	৩১৯	উহার চলিত নাম	
শব্বরের নাম	"	মেধার নাম	

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
উহার চলিত নাম	৩২১	বর্জিত পক্ষীর নাম	৩২৫
শল্লকের মাংসের গুণ		বর্জিত পক্ষীর মাংসের গুণ	"
ষেধী মাংসের গুণ		উহার চলিত নাম	"
উহার চলিত নাম		ক্ষুদ্র বর্জিতকার মাংস	"
বিড়ালের নাম		উহার চলিত নাম	"
নকুলের নাম	৩২২	লাবপক্ষীর নাম	"
বিড়াল মাংসের গুণ		উহার চলিত নাম	"
নকুল মাংসের গুণ		চারি প্রকার লাবপক্ষী	"
বিড়ালের চলিত নাম		উদ্ভাসের মাংসের গুণ	"
ঊহার যাবনিক নাম		পাখুলাবের মাংসের গুণ	৩২৫
উহার হিন্দী নাম		উহার চলিত নাম	"
নকুলের ভাষা নাম		গৌরলাব মাংসের গুণ	"
বানরের নাম		উহার চলিত নাম	"
উহার মাংসের গুণ		পৌণ্ড্রলাব মাংসের গুণ	"
উহার চলিত নাম		উহার চলিত নাম	"
শৃগালের নাম		দর্ভরলাব মাংসের গুণ	"
ক্ষুদ্র শৃগালের নাম		উহার চলিত নাম	"
শৃগালের মাংসের গুণ		ঐশ্যচটকের নাম	"
শৃগালের চলিত নাম	৩২৩	আরণ্য চটকের নাম	"
ক্ষুদ্র শৃগালের ভাষা নাম		চটক মাংসের গুণ	"
ইন্দুরের নাম		গৃহচটকের গুণ	"
উহার চলিত নাম		ঐশ্য চটকের ভাষা নাম	"
উহার মাংসের গুণ		উহার হিন্দী নাম	"
পক্ষীর নাম		আরণ্য চটকের ভাষা নাম	"
উহার চলিত নাম		উহার গুণ	"
তিত্তিরি পক্ষীর নাম	৩২৪	বার্তিক পক্ষীর নাম	"
গৌর তিত্তিরের নাম		উহার মাংসের গুণ	"
উহার চলিত নাম		উহার চলিত নাম	"
বৃক্ক তিত্তির মাংসের গুণ		উহার হিন্দী নাম	"
উহার চলিত নাম		গৃহকপোতের নাম	৩২৬
গৌর তিত্তিরি মাংসের গুণ		বৃক্ককপোতের নাম	"
উহার চলিত নাম		কাণ কুপোতের নাম	"
তিত্তিরির চলিত ভাষা নাম		গৃহকপোত মাংসের গুণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠা:	বিষয়	পৃষ্ঠা:।
বনকপোত মাংসের গুণ	৩২৬	ভাল মাংসের গুণ	৩২
কাণ কপোত মাংসের গুণ	"	উহার চালিত নাম	"
গৃহকপোতের ভাষা নাম	"	গৃধপক্ষীর নাম	৩২৭
বনকপোতের ভাষা নাম	"	উহার মাংসের গুণ	"
কাণ কপোতের ভাষা নাম	"	উহার চালিত নাম	"
ময়ূরের নাম	"	হংসের নাম	"
উহার মাংসের গুণ	৩২	চারি প্রকার হংসের নাম	"
ময়ূর মাংস যে কালে উপকারী	"	হংসের চালিত নাম	"
তাহা নির্ণয়	"	উহার গুণ	"
উহা যে কালে অপকারী তাহা	"	রাজ হংসের ভাষা নাম	"
নির্ণয় করণ	"	উহার গুণ	"
কুকুটের নাম	"	কলহংসের ভাষা নাম	"
আরণ্য কুকুটের নাম	"	উহার গুণ	"
পানীয় কুকুটের নাম	"	কারণবের ভাষা নাম	"
কুকুট মাংসের গুণ	"	উহার গুণ	"
আরণ্য কুকুট মাংসের গুণ	"	বরটার চালিত নাম	"
পানীয় কুকুট মাংসের গুণ	৩২৮	উহার গুণ	"
কুকুটের ভাষা নাম	"	সকাবধ হংস মাংসের সাধারণ	"
উহার ইংরাজী নাম	"	গুণাবলী	"
আরণ্য কুকুটের ভাষা নাম	"	সারস পক্ষীর নাম	"
পানীয় কুকুটের ভাষা নাম	"	উহার চালিত নাম	"
শুকপক্ষীর নাম	"	চক্রবাকের নাম	"
শারিকা পক্ষীর নাম	"	বঁকপক্ষীর নাম	"
শুক মাংসের গুণ	"	চক্রবাকের ভাষা নাম	"
সারী মাংসের গুণ	"	বঁকপক্ষীর ভাষা নাম	"
শুকের চালিত নাম	"	বক পক্ষীর নাম	"
সারীর ভাষা নাম	"	উহার চালিত নাম	"
কোকিলের নাম	"	সাদা বকের নাম	"
কোকিল মাংসের গুণ	৩২৯	উহার ভাষা নাম	"
কাকের নাম	"	আড়ি পক্ষীর নাম	"
উহার চালিত নাম	"	উহার ভাষা নাম	"
ভাল পক্ষীর নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
কাক মাংসের গুণ	"	সারসাদি পক্ষী মাংসের গুণ	৩৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
কর্কট পক্ষীর নাম	৩৩৩	উহার চলিত নাম	৩৩৩
উহার চলিত ভাষা নাম	"	উহার মাংসের গুণ	৩৩৩
উহার হিন্দী নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
উহার গুণ	"	চকোর পক্ষীর নাম	"
খঞ্জন পক্ষীর নাম	"	উহা দেখিতে যে প্রকার	"
উহা দেখিতে যে প্রকার	"	উহার ভাষা নাম	"
উহার ভাষা নাম	"	উহার মাংসের গুণ	"
উহার মাংসের গুণ	"	কোঁকোর নাম	"
নীলকণ্ঠ পক্ষীর নাম	"	উহা যে স্থানে বিচরণ করিয়া	"
উহা দেখিতে যে প্রকার	"	থাকে	"
উহার ভাষা নাম	"	উহার চলিত নাম	"
উহার মাংসের গুণ	"	উহার মাংসের গুণ	"
চাতক পক্ষীর নাম	"	কুহু পেচকের নাম	"
উহা দেখিতে যে প্রকার	"	উহার ভাষা নাম	"
উহার ভাষা নাম	"	উহার মাংসের গুণ	"
উহার মাংসের গুণ	"	উৎকোশের নাম	"
উহার হিন্দী নাম	"	উহার চলিত নাম	"
ভরষাজ পক্ষীর নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
উহা দেখিতে যে প্রকার	"	উহার মাংসের গুণ	"
উহার ভাষা নাম	"	কোষটি পক্ষীর নাম	"
উহার মাংসের গুণ	"	উহার ভাষা নাম	"
খঞ্জনাদি পক্ষীর মাংসের সাধারণ	"	উহার মাংসের গুণ	"
গুণাবলী	"	টিট্টিভের নাম	৩৩৫
শ্বেন পক্ষীর নাম	"	উহার ভাষা নাম	"
উহার ভাষা নাম	"	উহার মাংসের গুণ	"
উহার মাংসের গুণ	"	কৌচবকের মাংসের বিশেষ	"
চিল্লী পক্ষীর নাম	"	গুণ	"
উহার চলিত ভাষা নাম	"	ছাতারের মাংসের গুণ	"
উহার মাংসের গুণ	"	কুল পাখীর মাংসের গুণ	"
শ্বেন মাংসের বিশেষ গুণ	"	টেটা পাখীর মাংসের গুণ	"
চিল্লী মাংসের বিশেষ গুণ	"	মৎস্তের সংস্কৃত নাম	"
উলুক পক্ষীর নাম	"	মৎস্তের নামাদি	"
উলুক পক্ষী যে সময় বিচরণ করে	"	উহার চলিত নাম	"

বিষয়

পৃষ্ঠা: বিষয়

উহার সাধারণ গুণ  
 রোহিত মৎস্তের নাম  
 উহার গুণ  
 বোলাল মৎস্তের নাম  
 উহার গুণ  
 রোহিত মৎস্তের ভাষা নাম  
 বোলাল মৎস্তের ভাষা নাম  
 সফরীর নাম  
 উহার গুণ  
 নলমীনের নাম  
 উহার গুণ  
 ভিন্নির নাম  
 উহার গুণ  
 উহার চলিত নাম  
 সফরীর চলিত নাম  
 নলমীনের চলিত নাম  
 মৎস্তমাংসের সাধা  
 নলীজাত মৎস্তের গুণ  
 উহার মধ্যে বাহা ভাল  
 কুপজাত মৎস্তের গুণ  
 উহার মধ্যে বাহা ভাল  
 বিলজ মৎস্তের গুণ  
 উহার মধ্যে বাহা ভাল  
 নিররজ মৎস্তের গুণ  
 উহার মধ্যে বাহা ভাল  
 পুক্রিনীজাত মৎস্তের গুণ  
 উহার মধ্যে বাহা ভাল  
 সমুদ্রজ মৎস্তের গুণ  
 উহার মধ্যে বাহা ভাল  
 যে সমুদ্রজ মৎস্ত অপকারী ও  
 নির্ণয় করণ  
 হ্রদজাত মৎস্তের গুণ

৩৩৬ হেমন্তকালে যে মৎস্ত ভাল তাহা  
 নির্ণয় করণ ৩৩৬  
 শিশিরকালে যে মৎস্ত ভাল তাহা  
 নির্ণয় করণ  
 বসন্তকালে যে মৎস্ত ভাল তাহা  
 নির্ণয় করণ  
 গ্রীষ্মকালে যে মৎস্ত ভাল তাহা  
 নির্ণয় করণ  
 শরৎকালে যে মৎস্ত ভাল তাহা  
 নির্ণয় করণ  
 বর্ষাজাত মৎস্তের দোষ  
 উহা বাহাকে বলে  
 রোহিত মৎস্তের বিশেষ গুণ  
 বর্ণন করণ ৩৩  
 পাঠিন মৎস্তের গুণ নিরূপ  
 করিবার উপায়  
 ক্ষুদ্র মৎস্তের নাম  
 ক্ষুদ্র মৎস্তের গুণ  
 ক্ষুদ্র মৎস্ত বাহাকে বলে  
 চিলিচিম মৎস্তের নাম  
 চিলিচিম মৎস্তের গুণ  
 উহার চলিত নাম  
 মৎস্তাণ্ডের গুণ  
 উহা বাহাকে বলে  
 মৎস্তাণ্ডের আকার  
 উহার চলিত নাম  
 শিশুমারের নাম  
 উহা যে জলাশয়ে হয়  
 উহা দেখিতে যে প্রকার  
 মকরের নাম  
 উহা যে জলাশয়ে হয়  
 উহা দেখিতে যে প্রকার  
 শিশুমার মাংসের গুণ

বিষয়	পৃষ্ঠা:।	বিষয়	পৃষ্ঠা:।
কর মাংসের গুণ	৩৩৭	উহার গুণ	৩৩৯
কর মাংসের চলিত নাম	"	উহার ভাষা নাম	"
কর মাংসের নাম	"	অলগর্ভের নাম	"
কর মাংসের নাম	৩৩৮	উহার গুণ	"
হা দেখিতে যে প্রকার	"	উহার ভাষা নাম	"
হা যে স্থানে বিচরণ করিয়া	"	তিলিমাংসের নাম	"
থাকে	"	উহার গুণ	"
হার মাংসের গুণ	"	উহার ভাষা নাম	"
হার চলিত নাম	"	গোনসের নাম	"
হার নাম	"	উহার গুণ	"
হা দেখিতে যে প্রকার	"	উহার ভাষা নাম	"
হা যে স্থানে বিচরণ করিয়া	"	উহার আকার	"
থাকে	"	উহার বর্ণ নির্ণয়	"
হার মাংসের গুণ	"	সর্পমাংসের সাধারণ গুণ	৩৪০
হার চলিত নাম	"	উহার যে গুণ শ্রেষ্ঠ	"
হার নাম	"	গোধার নাম	"
হা যে প্রকার	"	গোধারের মাংস	"
হার মাংসের গুণ	"	গোধামাংসের গুণ	"
হার চলিত নাম	"	উহার চলিত নাম	"
হার নাম	"	উহার হিন্দী নাম	"
হা দেখিতে যে প্রকার	"	গোধারের চলিত নাম	"
হা যে স্থানে অবস্থান করিয়া	"	উহার আকার	"
থাকে	"	উহা যে স্থানে থাকে	"
হার চলিত নাম	"	উহা যে স্থানে উৎপন্ন হয়	"
হা সর্পের নাম	৩৩৯	সজোমাংসের গুণ	"
হার গুণ	"	সজো মাংস বাহাকে বলে	"
হার ভাষা নাম	"	বাসী মাংসের দোষ	৩৪১
হার নাম	"	বাসী মাংস বাহাকে বলে	"
হার আকার	"	বাসী মাংস হোজনে যে রোগ হয়	"
হার গুণ	"	বুদ্ধ জীব মাংসের গুণ	"
হার ভাষা নাম	"	উহা বাহাকে বলে	"
হার নাম	"	শিঙ মাংসের গুণ	"
হার বাহাকে বলে	"	উহা বাহাকে বলে	"



বিষয়	পৃষ্ঠাঃ	বিষয়	পৃষ্ঠাঃ
চ্যুতগর্ভার মাংসের গুণ		৩৪১ যে মাংস লঘুপাক তাহা নির্ণয় করা	৩৪৩
উহা বাহাকে বলে		জন্তর যে স্থানের মাংস ক্রমশই	
যৌবিনগর্ভার মাংস গুণ		গুরুতর	
উহা বাহাকে বলে		ইতি দ্বাদশবর্গ সমাপ্ত	
বয়স্কৃত মাংসের গুণ			
উহা বাহাকে বলে			
উহার মাংস ভোজনের দোষ			
অখাত মাংস বাহাকে বলে তাহা			
নির্ণয়		ক্রমোদিশ অধ্যায়	
অখাত মাংসের নাম		মজলাচরণ	৩৪৪
যে পক্ষীর যে মাংস গ্রাহ্য অর্থাৎ		মিশ্রবর্গ	"
লগ্না উচিত		অল্পপান নির্ণয়	"
চতুর্দশের যে মাংস গ্রাহ্য অর্থাৎ		অল্পপান বাহাকে বলে	"
অতি উৎকৃষ্ট		অল্পপান যে সময়ে ব্যবহার করিতে	"
পুরুষ আত্মির যে মাংস লইতে হয়		হয়	"
তাহা নির্ণয়	৩৪২	বাত্তাধিকারোগে যে অল্পপান	
স্ত্রীজাতির যে মাংস লইতে হয়		ব্যবহার্য	"
তাহা নির্ণয়		কফাধিকারোগে যে অল্পপান	
স্থলকায় জন্তর যে মাংস সর্কাপেক্ষা		ব্যবহার্য	"
ভাল		পিত্তাধিকারোগে যে অল্পপান	
স্থলকায় জন্তর যে মাংস সর্কাপেক্ষা		ব্যবহার করিতে হয়	"
ভাল		বাত্তগ্নৈতিকরোগে যে অল্পপান	
অলস জন্তর মাংস নিষেধ কেন		ব্যবহার্য	"
তাহা নির্ণয়		বাত্তশ্লেষ্মিকরোগে যে অল্পপান	
বিচরণশীল জীবের মাংস সর্কাপেক্ষা		ব্যবহার্য	"
ভাল কেন		পিত্তশ্লেষ্মিক রোগে যে অল্পপান	
সর্বপ্রকার জন্তর যে স্থলের মাংস		ব্যবহার্য	"
ভাল		সান্নিপাত্তিক রোগে যে অল্পপান	
পক্ষীর যে স্থানে মাংস ভাল তাহা		ব্যবহার্য	"
নির্ণয় করণ	৩৪৩	স্নেহপীড়ের যে অল্পপান ব্যবহার্য	"
যে সকল মাংস অভিব্যনজনক		অল্পপান জন্ত শীতল অল ব্যবহার	
নহে		করিবার কারণ	"
যে সকল মাংস গুরুপাক		যুগ ও মাংস রস ব্যবস্থা	"

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
সূর যাহাকে বলে	৩৪৪	উহার চলিত নাম	৩৪৭
মাংস রস যাহাকে বলে	"	পাদ প্রকালন করিলে যে	"
দধি ব্যবস্থা	"	উপকার পাওয়া যায়	"
মজা ব্যবস্থা	"	উহার চলিত নাম	"
উপবাস ব্যবস্থা	"	পাদভ্যঙ্গের গুণ	৩৪৮
উপবাস যাহাকে বলে	"	পাদভ্যঙ্গ যাহাকে বলে	"
হৃৎপান ব্যবস্থা	৩৪৫	উহার চলিত নাম	"
শীতবীর্ষ্য অল্পপান যাহাকে বলে	"	গণ্ডু ও ধারনের গুণ	"
তাহা নির্ণয় করণ	"	উহার চলিত নাম	"
যাহাদের অল্পপান নিষেধ	"	যাহাদের গণ্ডু ও নিষেধ তাহা	"
তাহা নির্ণয় করণ	"	নির্ণয় করণ	"
অল্পপানের মাত্রা যেক্রমে নির্ণয়	"	গণ্ডু ও যাহাকে বলে	"
করিতে হয়	"	অঙ্গনের গুণ	"
উষাপানের গুণ	"	অঙ্গন যাহাকে বলে	"
উষাপান করিবার প্রণালী	"	উহার চলিত নাম	"
উষাপান যাহাকে বলে	"	ব্যায়ামের গুণ	৩৪৯
পথ্যাদি নির্ণয়	৩৪৬	যে কালে ব্যায়াম প্রশস্ত তাহা	"
আহারান্তে উপবেশন করিবার	"	নির্ণয় করণ	"
উপকারিতা নির্ণয়	"	ব্যায়ামের পরিমাণ নির্ণয়	"
আহারান্তে শয়ন করিলে যে	"	যাহাদের পক্ষে ব্যায়াম অপকারী	"
উপকার হয়	"	তাহা নির্ণয়	"
আহারান্তে দৌড়াইলে যে	"	ব্যায়াম যাহাকে বলে	"
অপকার হইয়া থাকে	"	মর্দনের গুণ	"
রাত্রি জাগরণ দোষ	৩৪৭	উহার চলিত নাম	"
ভোজনান্তে দিবা নিদ্রা নিষেধ	"	মর্দন যাহাকে বলে	"
ধাকিবার কারণ	"	কেশাদি কর্তনের গুণ	"
যাহাদের রাত্রি জাগরণ হিতকর	"	অভ্যঙ্গের গুণ	৩৫০
যাহাদের দিবা নিদ্রা হিতকর	"	উহার চলিত নাম	"
দন্ত ধাবনের গুণ	"	উহা যাহাকে বলে	"
যাহাদের দন্ত ধাবন নিষেধ	"	কেশ প্রশাধনের গুণ	"
তাহা নির্ণয় করণ	"	উহার চলিত নাম	"
মুখ প্রকালন করিলে যে উপকার	"	উহা যাহাকে বলে	"
পাওয়া যায়	"	শিরাভ্যঙ্গের গুণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা:
উহার চলিত নাম	৩৮০	বাক্সন বায়ুর গুণ	৩৫৩
উহা যাহাকে বলে	"	বাক্সন বায়ু যাহাকে বলে	"
কর্ণ পূরণের গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
উহা যাহাকে বলে	"	বাল বাক্সনের গুণ	"
উহার ভাষা নাম	"	উহার চলিত নাম	"
স্নেহাবগাহনের গুণ	"	যষ্টি ধারণের গুণ	"
উহার চলিত নাম	"	উহার চলিত নাম	"
উহা যাহাকে বলে	"	যষ্টি যাহাদের পক্ষে উপকারী	"
দপ্ত ধাতুর পরিমাণ	"	উহার চলিত নাম	"
দপ্ত ধাতুর নাম সকল	৩৫১	শয্যার গুণ	"
ধাতু যাহাকে বলে	"	শয্যা যাহাকে বলে	৩৫৪
উহার চলিত নাম	"	উহার চলিত নাম	"
উহার গুণ	"	ভুলী শয্যার গুণ	"
উহা যাহাকে বলে	"	উহার চলিত নাম	"
উহার চলিত নাম	"	উহা প্রস্তুতের নিয়ম	"
আনের গুণ	"	আতপের গুণ	"
উক্ত জলে আনের গুণ	৩৫২	উহার চলিত নাম	"
যাহাদের উক্ত জলে নিয়ত	"	অগ্নির গুণ	"
আন নিষেধ	"	উহার চলিত নাম	"
অল্পলেপের গুণ	"	ধূমের গুণ	"
উহা যাহাকে বলে	"	উহার চলিত নাম	"
উহার প্রয়োগ	"	হিমের গুণ	"
উহার চলিত নাম	"	উহার ভাষা নাম	"
পুষ্পমালা ধারণের গুণ	"	কোমলার গুণ	"
বস্ত্র ব্যবহারের ফল	"	উহার ভাষা নাম	"
উহার চলিত নাম	"	অন্ধকারের গুণ	"
বস্ত্র ধারণের ফল	"	উহার ভাষা নাম	"
পাতুকা ব্যবহারের গুণ	"	বৃষ্টির গুণ	"
উহার চলিত নাম	"	বৃষ্টি যাহাকে বলে	"
উকীয় ধারণের গুণ	৩৫৩	উহার চলিত নাম	"
উহার চলিত নাম	"	প্রবাতের গুণ	৩৫৫
ছত্র ধারণের গুণ	"	প্রবাত যাহাকে বলে	"
উহার চলিত নাম	"	উহার চলিত নাম	"

বিষয়	পৃষ্ঠা:।	বিষয়	পৃষ্ঠা:।
অপবিত্তের গুণ	৩৩৫	পূর্বদিকের বায়ুর গুণ	৩৫৬
অপবিত্ত যাহাকে বলে	"	উহার ভাষা নাম	"
উহার ভাষা নাম	"	পূর্ববায়ু যাহাদের পক্ষে হিতকর	"
প্রবৃত্ত যে যে ক্ষুভেতে সেবন করায়	"	তাহা নির্ণয় করণ	"
যাহাতে পারে	"	দক্ষিণ বায়ুর গুণ নির্ণয়	"
নিবৃত্ত যাহাকে বলে	"	উহার ভাষা নাম	"
নিবৃত্তের গুণ	"	উহা যাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকার	"
উহার ভাষা নাম	"	সংসাধন করে	"
নিবৃত্তের বিশেষ উপকারিতা	"	পশ্চিম বাতাসের গুণ	"
সত্ত্বপ্রাণকর দ্রব্য সকল	"	উহার ভাষা নাম	"
সত্ত্বপ্রাণকর যাহাকে বলে	"	উহা যাহাদের পক্ষে বিশেষ উপ-	"
সত্ত্বপ্রাণকর দ্রব্য সকল	"	কার সাধন করে	"
সত্ত্বপ্রাণকর যাহাকে বলে	"	উত্তরদিকের বায়ুর গুণ	৩৫৭
অম্লের গুণ পরিমাণ	"	উহার ভাষা নাম	"
অম্ল যাহাকে বলে	"	উহা দ্বারা যাহাদের বিশেষ উপকার	"
উহার চলিত নাম	"	সংঘটিত হইয়া থাকে	"
পিষ্টকের গুণ পরিমাণ	"	মধুর রসের গুণ	"
উহার ভাষা নাম	"	উহার ভাষা নাম	"
দুগ্ধের গুণ পরিমাণ	"	মধুর রস অধিক পরিমাণে সেবন	"
উহা যাহাকে বলে	"	করিলে যে সকল রোগ	"
মাংসের গুণ পরিমাণ	"	জন্মে	"
উহার ভাষা নাম	"	শল্যরসের গুণ	"
উহা যাহাকে বলে	"	উহার চলিত নাম	"
দুগ্ধের গুণ পরিমাণ	"	অম্লরস অধিক মাত্রায় পৈতৃক করিলে	"
উহার ভাষা নাম	"	যে উপকার হয়	"
উহা যাহাকে বলে	"	কটুরসের গুণ	"
তৈলের গুণ পরিমাণ	"	উহার ভাষা নাম	"
উহার ভাষা নাম	"	কটুরস অধিক মাত্রায় সেবন করিলে	"
উহার হিতকারিতা	"	যে উপকার হয়	"
তৈল বেলুপে ৮ গুণ বেশী	"	ভিত্তরসের গুণ	৩৫৮
লব্ধন যাহাকে বলে	৩৫৮	উহার চলিত নাম	"
উহার সাধারণ গুণাবলী	"	ভিত্তরস অধিক মাত্রায় সেবন করিলে	"
উহা যাহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ	"	যে সকল রোগ হয়	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।	বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।
লবণ রসের গুণ	৩৫৮	এইকালে ঔষধির গুণ	৩৬০
উহার চলিত নাম		ঔষধি যাহাকে বলে	
লবণ রস অধিক মাত্রায় সেবন		এইকালে যাহা ভ্যাগ করা উচিত	
করিলে যে সকল রোগ হয়		এইকালে যে রূপ গৃহে থাকি	
কষায় রসের গুণ		উচিত	
উহার চলিত নাম		শরৎকালে যে রূপ বিহার কর্তব্য	৩৬১
কষায় রস অধিক মাত্রায় সেবন		এইকালে যে সকল ব্যবহার্য	"
করিলে যে উপকার হয়		এইকালে যে সকল পরিভ্যাগ	
যে ব্যক্তি উপদেবনীয় অর্থাৎ		করিতে হয়	"
যাহাকে উপসেবা করা		হেমন্তকালে যে সকল দ্রব্য	
বাইতে পারে		উপকারী	৩৬২
পঞ্চকর্ষের গুণ	৩৫৯	এইকালে যে রূপ বিহার কর্তব্য	"
কৈল্যটীকে পঞ্চকর্ষ বলে		শিশির কালে যে সকল দ্রব্য	
বমনের গুণ	"	উপকারী	"
বিরেচনের গুণ	"	এইকালে যে সকল বিহারাদি	
বিরেচনের চলিত নাম	"	কর্তব্য	"
বস্তির গুণ	"	বসন্ত ঋতুতে যে রূপ দ্রব্য উপকারী	"
বস্তি যাহাকে বলে	"	এইকালে যে রূপ বিহার কর্তব্য	"
উহার ভাষা নাম	"	এইকালে যে পাচন ব্যবহার্য	"
সমাক্রান্তে বর্মি করাইলে যে		এইকালে যাহা পরিভ্যাগ করিতে	
ফল হয়	"	হয় তাহা নির্ণয়	"
সমাক্রান্তের ফল	"	ঔষ্ম ঋতুতে যে সকল দ্রব্য বিশেষ	
বর্মী যাহাদের পক্ষে উপকারী	"	হিতকর	৩৬৩
নস্ত্র যাহাকে বলে	"	এইকালে যে সকল দ্রব্য পরিভ্যাগ	
নস্ত্র প্রাতঃকালে প্রয়োগ করিলে	"	করা নিতান্ত উচিত	"
যে উপকার হয় তাহা থাকে	৩৬৪	ঔষ্মকারের পরিচয়	"
নস্ত্র অপরাহ্নে দিলে যে উপকার		ঔষ্মকারের বংশ বর্ণনা	৩৬৫
সাধিত হয় তাহা থাকে	"	ঔষ্মকারের বংশের ভূপতিগণের	
রাত্রিকালে যে রূপ রোগে নস্ত্র		নাম	"
দেওয়া যায়			
ঋতুচর্যা	"	ইতি ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত ।	
বর্ষাকালে বাতাদির গতি			
এইকালে যে রূপ দ্রব্য ব্যবহার্য			

বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।	বিষয়	পৃষ্ঠাঃ
<b>প্রদর্শিত</b>		উহাদের গুণ	:
মালা		উহাদের চলিত নাম	'
অক্ষরাদিগণ		অষ্ট ধাতু	'
অক্ষরাদিগণীর দ্রব্য সকলের		যে সকল দ্রব্যকে অষ্ট ধাতু	
নাম		বলে	'
উহাদের চলিত ভাষা নাম		উহাদের চলিত ভাষা নাম	'
উহাদের গুণ		উহাদের গুণ, নির্ণয়	'
অমৃতাদি গণ		অষ্টবর্ণ	২
অমৃতাদিগণীর দ্রব্য সকলের		অষ্টবর্ণীর দ্রব্য সকলের নাম	
নাম নির্ণয়		১ নিক্রপণ	'
উহাদের গুণ বর্ণনা	"	উহাদের চলিত ভাষা নাম	"
দ্বিতীয় অমৃতাদি গণ		উহাদের গুণ	"
দ্বিতীয় অমৃতাদিগণীর দ্রব্য		অষ্টাদ যোগ	"
সকলের নাম নির্ণয়		অষ্টাদ যোগীর দ্রব্য সকলের	
উহাদের গুণ		নাম নিক্রপণ	"
উহার কাণ্ডের গুণ		উহাদের চলিত ভাষা নাম	"
অমৃতাদিক		উহাদের গুণ নির্ণয়	"
অমৃতাদিক দ্রব্য সমূহের নাম নিক্রপণ		অষ্টাদ লবণ	"
উহাদের গুণ		অষ্টাদ লবণীর দ্রব্য সকলের	
উহার চলিত নাম		নাম নির্ণয়	"
অমৃতাদিগণ		উহাদের চলিত নাম	"
অমৃতাদিগণীর দ্রব্য সকলের		উহাদের গুণ	"
নাম নির্ণয়		অসনাদি বর্ণ	"
উহাদের গুণ		অসনাদিগণীর দ্রব্য সকলের	
উহার চলিত নাম		নাম নিক্রপণ	"
অম্লবর্ণ		উহাদের গুণ	"
অম্লবর্ণ যে সকল দ্রব্যকে বলা		উহাদের চলিত নাম	"
যায় তাহা নির্ণয়		আমলক্যাদিগণ	"
উহাদের গুণ		আমলক্যাদিগণীর দ্রব্য সকলের	
উহাদের চলিত নাম		নাম নির্ণয়	"
অর্কাদিগণ		উহাদের চলিত নাম	"
অর্কাদিগণীর দ্রব্য সমূহের নাম		উহাদের গুণ	"
নিক্রপণ		আরও অর্কাদিগণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।	বিষয়	পৃষ্ঠাঃ ।
আরম্ভাদিগণীয় দ্রব্য সকলের		উহাদের চলিত নাম	৩
নাম নির্ণয়	২	কিরাতাদিগণ	"
উহাদের চলিত নাম	"	উহাদের চলিত নাম	"
উহাদের গুণ	"	উহাদের গুণ	"
উৎপাদিগণ	"	গন্ধবর্গ	"
উৎপাদিগণীয় দ্রব্য সকলের নাম	"	গন্ধবর্গ বাহাদিগকে বলা যায়	"
নিরূপণ	"	তাহা নিরূপণ	"
উহাদের চলিত নাম	"	উহাদের প্রচলিত নাম	"
উহাদের গুণ	"	উহাদের গুণ	"
উষকাদি	"	শুভ্ চাদিগণ	"
উষকাদিগণীয় দ্রব্য সকলের নাম	"	শুভ্ চাদিগণীয় দ্রব্য সকলের	"
নিরূপণ	"	নাম নির্ণয়	"
উহাদের গুণ	"	উহাদের চলিত নাম	"
উহাদের চলিত নাম	"	উহাদের গুণ	"
এরগুাদিগণ	"	গুহাশয় মূত্রবর্গ	"
এরগুাদিগণীয় দ্রব্য সকলের নাম	"	উহাদের প্রত্যেকের নাম নিরূপণ	"
নিরূপণ	"	করণ	"
উহাদের চলিত নাম	"	উহাদের প্রত্যেকের সাংসের গুণ	"
উহাদের গুণ	"	উহার ভাষা নাম	"
এলাদিগণ	"	গোকুরাদিগণ	"
এলাদিগণীয় দ্রব্য সকলের নাম	"	গোকুরাদিগণীয় দ্রব্য সকলের নাম	"
নিরূপণ	"	স্থির করণ	"
উহাদের চলিত নাম	"	উহাদের চলিত নাম	"
উহাদের গুণ	"	উহাদের গুণ	"
কন্দবর্গ	"	অটামাংসাদিগণ	"
কন্দবর্গীয় দ্রব্য সকলের নাম নির্ণয়	"	অটামাংসাদিগণীয় দ্রব্য সকলের	"
করণ	"	নাম নির্ণয়	"
উহাদের চলিত নাম	"	উহাদের গুণ	"
উহাদের গুণ	"	উহাদের চলিত নাম	"
কাকোলাদিগণ	"	ত্রিকটু	"
কাকোলাদিগণীয় দ্রব্য সকলের	"	ত্রিকটু বাহাদিগকে বলা যাইতে	"
নাম নির্ণয়	"	পারে তাহা নির্ণয়	"
উহাদের গুণ	১২	উহাদের গুণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠা:।	বিষয়	পৃষ্ঠা:।
উহার চলিত নাম	৩	দশাঙ্গলেপ	৪
ত্রিকণ্টকাদিগণ	"	উহার গুণ	"
ত্রিকণ্টকীয় দ্রব্য সকলের নাম	"	উহার চলিত নাম	"
নিরূপণ	"	পঞ্চকোল	"
উহার গুণ	"	উহার গুণ	"
উহার চলিত নাম	"	পঞ্চগণ যোগ	"
ত্রিজাতক	৪	উহার গুণ	"
ত্রিজাতক দ্রব্য সকলের নাম নিরূ-	"	পঞ্চগব্য	"
পণ করণ ও উহার গুণ	"	উহার চলিত নাম	"
উহার চলিত নাম	"	উহার গুণ	"
ত্রিফলিবর্গ	"	পঞ্চভূণ	"
ত্রিফলা ষাণ্ঠাদিগকে বলা যায়	"	উহার চলিত নাম ও গুণ	"
ভাষা নির্ণয়	"	পঞ্চনিষ	"
উহার গুণ	"	উহার চলিত নাম ও গুণ	"
উহার চলিত নাম	"	পঞ্চভূত	"
ত্রিবলা	"	উহার চলিত নাম ও গুণ	"
উহার গুণ	"	পঞ্চবন্ধন	"
উহার চলিত নাম	"	উহার চলিত নাম ও গুণ	"
ত্রিমল	"	পটোলাদিগণ	"
উহার চলিত নাম	"	উহার চলিত নাম ও গুণ	"
উহার গুণ	"	পঞ্চকাদিগণ	"
ত্রিলবণ	"	উহার চলিত নাম ও গুণ	"
উহার চলিত নাম	"	পিত্তল্যাঙ্গিগণ	"
উহার গুণ	"	উহার চলিত নাম ও গুণ	"
ত্রিবৃত্তাদিগণ	"	ঐপোওরীকাদিবর্গ	"
উহার গুণ	"	উহার চলিত নাম ও গুণ	"
উহার চলিত নাম	"	প্রিয়ঙ্গুদিগণ	"
ত্রিফার	"	উহার চলিত নাম ও গুণ	"
উহার গুণ	"	ভদ্রদার্কাদিগণ	"
উহার চলিত নাম	"	উহার গুণ	"
দশমূল	"	উহার চলিত নাম	"
উহার গুণ	"	লাক্ষাদিগণ	"
উহার চলিত নাম	"	উহার গুণ	"



বিষয়	পৃষ্ঠা: ।	বিষয়	পৃষ্ঠা: ।
উহাদের চলিত নাম	৫	উহার গুণ	৫
বচাদিগণ	"	উহাদের চলিত নাম	"
উহার গুণ	"	বৈদ্যলগণ	"
উহাদের চলিত নাম	"	উহাদের চলিত নাম ও গুণ	"
বিদ্যারীগণাদিগণ	"	শট্যাদিগণ	"
উহার গুণ	"	উহাদের চলিত নাম ও গুণ	"
উহাদের চলিত নাম	"	সারিবাদিগণ	"
বীরভরাদিগণ	"	উহাদের চলিত নাম ও গুণ	"
উহাদের গুণ	"	হরিজাদিগণ	"
উহাদের চলিত নাম	"	উহাদের চলিত নাম	"
বৃহত্তাদিগণ	"	উহাদের গুণ	"

ইতি পরিশিষ্ট সমাপ্ত ।

# মদনবিনোদঃ ।

অথ প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

প্রণিপত্য গুরুদেবং কবিশেখরোপাধিকঃ ।  
শ্রীমান্ কলীপ্রসন্ন বিট সরকারঃ কবিরাজঃ ॥  
মদনবিনোদং নাম্না বৈদ্যকং প্রাচীনং খ্যাতং ।  
অনুবাদতি সংশ্লিষ্ট্য বহুভাষায়ামধুনা ॥

গুরুদেবকে প্রণিপাত করিয়া “কবিশেখর” উপাধিধারী কবিরাজ  
শ্রীকালীপ্রসন্ন বিট সরকার নামা মৎকর্ত্ত্বক “মদনবিনোদ” নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন  
আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যনামাধিত দ্রব্যগুণ গ্রন্থখানি সংশোধন পূর্বক বহুভাষায়  
অনুবাদিত হইল ।

## মঙ্গলাচরণং ।

• বীজং শ্রুতীনাং স্তম্ভনং যুনীনাং  
জীবং জড়ানাং মহাদাদিকানাম্ ।  
আগ্নেয়মন্ত্রং ভবপাতকানাং  
কিঞ্চিন্মহঃ শ্যামলমাশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

## মঙ্গলাচরণ ।

• বেদাদি শাস্ত্র সমূহের বীজস্বরূপ, মুনিগণের অমূল্য ধনস্বরূপ, মহৎ, আদি  
জড়বস্তু সমূহের জীবস্বরূপ এবং ভবপাতক নৃকলের আগ্নেয় অস্ত্র স্বরূপ, এমন  
অনির্বচনীয় শ্যামবর্ণ তেজকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১ ॥

লুকা কপোলমধুবারিমধুব্রতালী  
 কুন্তস্থলী মধুবিভূষণলোহিতাঙ্গী ।  
 মাণিক্যমৌলিরিব রাজ্যতি যশ্র মৌলো  
 বিঘ্নং স ধূনয়তু বিঘ্নপতিঃ সদা নঃ ॥ ২ ॥  
 যো ধ্যাস্তসন্ততিগভীরপয়োধিমধ্যা-  
 মিক্কাশয়ত্যশরণং ভুবনং নিমজ্জৎ ।  
 দত্তা জগদ্রয়হিতঃ স্বকরাবলম্  
 বাহুং স বো দিনকরঃ সফলীকরোতু ॥ ৩ ॥  
 গিগ্যাশনাদিকৃতদোষচয়ে ন কোপা-  
 ন্নগম্বুবদ্ধিত উপদ্রবনক্রভীমে ।  
 রোগাশ্মুধৌ ভবজনশ্র নিমজ্জতো যঃ  
 পোতঃ প্রযচ্ছতু শুভানি স কাশিরাজঃ ॥ ৪ ॥  
 গ্রন্থ প্রয়োজনং ।

কেচিৎসন্তি নির্ঘণ্টবোহতিলঘবঃ কেচিন্মহাস্তঃ পরে  
 কেচিদ্ দুর্গমনানকাঃ কতিপয়ে ভাবাঃ স্বভাবোচ্ছ্রিতাঃ ॥

বাহার মন্তকোপরি গোভপরাশ্রণ, কুন্তস্থলবাসী, মদরূপ বিভূষণে লোহিতাঙ্গ,  
 কপোলপ্রবাহিত মদবার পানোন্মত্ত মধুরগণমাণিক্যমৌলির আয় শোভা পাইয়া  
 থাকে, সেই বিঘ্নপতি গণদেব আমাদিগের বিঘ্ন বিনাশ করুন ॥ ২ ॥

ত্রিভুবনের হিতকর যিনি অকীর কিরণ সমূহ দ্বারা অন্ধকার সমাচ্ছন্ন, গভীর  
 সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন, সহায়বিহীন জগৎকে প্রকাশ করেন, সেই দিনকর স্বর্গদেব  
 তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন ॥ ৩ ॥

যিনি অথবা আহার বিহারাদি দ্বারা সমুৎপন্ন বাতাদি দোষ সমূহের সঞ্চয় ও  
 প্রকোপ কর্তৃক সমুদ্রত, নদীর জলের আয় সত্ত বদ্ধিত, বিবিধ উপদ্রবরূপ  
 ভয়ানক কুন্তীরাদি পারিপূর্ণ রোগরূপ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ভবজনেরপোত ( নৌকাদি  
 জল যান ) স্বরূপ হন; সেই কাশিরাজ দিবোদাস ধনুস্তরি তোমাদিগের আরোগ্য  
 বিধান করুন ॥ ৪ ॥

গ্রন্থের প্রয়োজন ।

যদিও বিস্তর “কোষ” গ্রন্থ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি অতীব  
 ক্ষুদ্র, কতকগুলি অত্যন্ত বৃহৎ, কতকগুলি দুর্কোধ্য, কতিপয় বা অতিশয়

তস্মান্নাতিলঘূৰ্ণ চাতিবিপুলঃ খ্যাতির্দিনামা সতাং ।

প্রাঠ্যে দ্রব্যগুণাশ্রিতোহয়মধুনা গ্রন্থো ময়া বধ্যতে ॥ ৫ ॥

আয়ুর্বেদোপদেশঃ ।

সর্বং কায়েন সংসাধ্যং তস্মায়ুঃস্থিতিকারণম্ ।

আয়ুর্বেদোপদেশস্ত কস্য ন স্যাৎ ফলাবহঃ ॥ ৬ ॥

তথাপি পূর্বং জ্ঞাতব্যং দ্রব্যনামগুণাগুণাঃ ।

অতস্ত এব বক্ষ্যন্তে তজ্জ্ঞানে হি ক্রিয়াক্রমঃ ॥ ৭ ॥

অভয়াদিবর্গঃ ।

হরশ্চ ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ ।

হরয়েৎ সর্বরোগাংশ্চ প্রোক্তা যেন হরীতকী ॥ ৮ ॥

সহস্র ; একারণ সাধুগণের জীতির নিমিত্ত “মদনপাল” নামা মৎকর্তৃক দ্রব্য সমূহের নাম ও তাহাদের গুণ সম্বন্ধিত “মদন-বিনোদ” নামক এই নির্ধন ( কোষ গ্রন্থ ) খানি রচিত হইল ॥ ৫ ॥

আয়ুর্বেদোপদেশঃ ।

• সমস্ত কার্যই শরীর দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে, আয়ুঃ আবার সেই শরীর রক্ষার প্রধান বল । যদ্বারা সেই আয়ুসম্বন্ধীয় হিতাহিত বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকেই আয়ুর্বেদ বুলে । অতএব এতাদৃশ আয়ুর্বেদোপদেশ কাহার পক্ষে ফলোপদায়ক না হইবে ? অর্থাৎ আয়ুর্বেদ সম্পর্কীয় উপদেশ সকলের পক্ষেই বিশেষ উপকারী ও ফলপ্রদ, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই । কিন্তু এই আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিতে হইলে সর্বদাই দ্রব্য-সমূহের নাম ও গুণ অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন ; একারণ মৎকর্তৃক প্রথমতঃ দ্রব্য সকলের নাম ও গুণ সংগ্রহপূর্বক একত্র সংযোজনা করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইল ॥ ৬-৭ ॥

অভয়াদিবর্গঃ ।

হরীতকীর নাম ও গুণ ।

হরের ( মহাদেবের ) ভবনে উৎপন্ন, স্বভাবতঃ হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট এবং সর্ববিধরোগ বিনাশ করে, একারণ ইহার নাম হরীতকী । এই হরীতকী সাত প্রকার যথা—জীবন্তী, পুতনা, অমৃত, বিজয়া, অভয়া, যোহিনী ও

জীবন্তী পূতনা পশ্চাদমৃত্যু বিজয়াভয়া ।  
 রোহিণী চেতকী সত্যভেদভিন্না হরীতকী ॥ ৯ ॥  
 জীবন্তী জীবনোগোগাৎ পাবনাৎ পূতনামৃত্যু ।  
 স্বধাবদমৃত্যু জ্ঞেয়া বিজয়া বিজয়প্রদা ॥ ১০ ॥  
 নৃণামভয়দা যস্যাদভয়া তৎ প্রকীর্তিতা ।  
 রোহিণী তু গুণারৌহাচেতনাচেতকী মতা ॥ ১১ ॥  
 জীবন্তী স্বর্ণবর্ণাভা পূতনাস্থিমতী মতা ।  
 অমৃত্যু ত্রিদলা প্রোক্তা বিজয়া তুস্বরূপিণী ॥ ১২ ॥  
 পঞ্চাঙ্গী ভূভয়া জ্ঞেয়ামৃত্যু ভূভা তু রোহিণী ।  
 ত্র্যঙ্গী তু চেতকী জ্ঞেয়া কৰ্ম্ম তাসামখোচ্যতে ॥ ১৩ ॥  
 সৰ্ব্বরোগেষু জীবন্তী প্রালেপে পূতনা হিতা ।  
 শুদ্ধার্থমমৃত্যু প্রোক্তা বিজয়া সৰ্ব্বরোগহৃৎ ॥ ১৪ ॥  
 অক্ষিরোগেহভয়া শাস্তা রোহিণী ব্রণরোহিণী ।  
 চেতকী চূর্ণযোগে স্মৃতাং সপ্তধৈব প্রকীর্তিতা ॥ ১৫ ॥

চেতকী । জীবন রক্ষা করে বলিয়া জীবন্তী, অত্যন্ত পবিত্রতাবিশিষ্টা হেতু পূতনা অমৃতের আয় গুণশালিনী বলিয়া অমৃত্যু, বিজয় প্রদান করে বলিয়া বিজয়া, মানবগণকে অভয় প্রদান করে বলিয়া অভয়া, সমধিক গুণশালিনী প্রস্তুত রোহিণী এবং মনুষ্যদিগের চেতনাবিধায়িনী বলিয়া চেতকী হরীতকী নাম হইয়াছে জানিবে ।

জীবন্তী হরীতকী—স্বর্ণবর্ণ বিশিষ্টা; ইহা সৰ্ব্ববিধরোগে প্রয়োগ করা যায় । পূতনা হরীতকী—অষ্টি ( বড় আঠি ) সংযুক্তা; ইহা প্রালেপে হিতকারিণী বলিয়া জানিবে । অমৃত্যু হরীতকী—ত্রিদল ( ৩ ভাগ ) বিশিষ্ট; ইহা রেচনে ( দাঁত পরিষ্কারে ) বিশেষ উপকারী । বিজয়া হরীতকী—ভূষ ( লাউ ) সদৃশ; ইহা সৰ্ব্বরোগ-বিনাশক । অভয়া হরীতকী—পঞ্চদলবিশিষ্ট, ইহা চক্ষুরোগে বিশেষ হিতসাধক জানিবে । রোহিণী হরীতকী—গোলাকৃতি, ইহা ব্রণরোহিণী ( ব্রণাদির ক্ষত পূরণ করে ) এবং চেতকী হরীতকী—ত্রিদলবিশিষ্ট; ইহা চূর্ণ ওষধে ব্যবহার হইয়া থাকে ।

## দ্রব্যনাগ্নিকৃতদ্রব্যগুণঃ ।

নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃতা গুৰ্বী ক্ষিপ্তা চ যাস্তসি ।

গিমজ্জৈং সা প্রশস্তা স্নাদ্রোগহ্নোতি গুণপ্রদা ॥ ১৬ ॥

শোণাচ্ছিন্না গুড়নিভা কিঞ্চিদল্লা কষায়ণী ।

স্থূলদৃক্ সরসা স্নানবীজা গুৰ্বী হরীতকী ॥ ১৭ ॥

চাৰ্দ্ধবতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেযিতা মলশোধিনী ।

স্বিন্না সংগ্রাহিণী প্রোক্তা ভূক্তা পথ্যামদোদননুং ॥ ১৮ ॥

## ধাতু হরীতকী ।

ঐশ্যে ভূল্যগুড়াং স্নৈস্কবযুতাং মেঘাবনহেহস্বরে

ভূল্যাং শর্করয়া শরৎমলয়া গুষ্ঠ্যা ভুষ্ণারাগমে ।

পিপ্লয়া শিশিরে বসন্তসময়ে ক্ষৌদ্রেণ সংযোজিতা

রাজন্ ! প্রাপ্য হরীতকীসি ব রুজো নশ্চন্তি তে শত্রবঃ ॥ ১৯ ॥

যে হরীতকী নূতনাবস্থায় স্নিগ্ধ, ঘন, গোলাকৃতি, গুরু ( অত্রান্ত ভারবিশিষ্ট ) এবং জলে ক্ষেপণ করিলে ভুবিয়া যায়, তাহা অতীব গুণশালিনী বলিয়া বিশেষ প্রশংসা ও সর্কররোগনাশক । এই প্রকার হরীতকী ছেদন করিলে রক্তবর্ণ ঈষৎ গুড়াবা বর্ণিষ্ট অল্প কষায়, রসঃস্বত, স্থূলদৃক্, সরস, ক্ষুদ্র বীজসমষ্টিত ও অত্যধিক ভারবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে ।

হরীতকী চর্ষণ করিয়া খাইলে জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়, পেষণ করিয়া সেবন করিলে দান্ত পরিকার হয়, 'জল সহ সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিলে মল রোধ হয় এবং উহা ভাজিরা খাইলে পথ্যের ও অন্নের দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮-১৮ ॥

## ধাতু হরীতকী ।

হে রাজন্ ! হরীতকী চূর্ণ সমভাগ ইক্ষু গুড় সহ গ্রীষ্মকালে, সৈন্ধবলবণ সহ শর্ধাকালে, ইক্ষুচিনি সহ শরৎকালে, গুষ্ঠীচূর্ণ সহ হেমন্তকালে, পিপুল চূর্ণ সহ শীতকালে, এবং সমভাগ মধুর সহিত বৃশ্চিকাকালে সেবন করিলে যেমন সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তোমার শত্রুগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে ॥ ১৯ ॥

## হরীতকী নামগুণাঃ ।

শিবা হরীতকী পথ্যা চেতকী বিজয়া জয়া ।

প্রপথ্যা প্রমথামোঘা কায়স্থা প্রাণদাম্বতা ॥ ২০ ॥

জীবনীয়া হৈমবতী পূতনা বৃতনাভয়া ।

বয়স্থা নন্দিনী জ্যেষ্ঠা শ্রেয়সী রোহিণী তথা ॥ ২১ ॥

হরীতকী পঞ্চরসালবণা তুবরোৎকটা ।

রুক্মোষণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী ॥ ২২ ॥

সরা বুদ্ধিপ্রদা বুধ্যা চক্ষুষ্যা বৃংহণী লঘুঃ ।

শ্বাসকাসপ্রমেহার্শকুষ্ঠশোফোদরান্ কৃমীন্ ॥ ২৪ ॥

বৈশ্বর্য্যগ্রহণীদোষবিবন্ধবিষমজ্বরান্ ।

শূল্মাশ্মানব্রণচ্ছর্দিহিকাকণ্ডুহৃদাময়ান্ ॥ ২৪ ॥

## হরীতকীর সাধারণ নাম ও গুণ ।

শিবা, হরীতকী, পথ্যা, চেতকী, বিজয়া, জয়া, প্রপথ্যা, প্রমথ্য, অমোঘা, কায়স্থা, প্রাণদা, অম্বতা, জীবনীয়া, হৈমবতী, পূতনা, বৃতনা, অভয়া, বয়স্থা, নন্দিনী, জ্যেষ্ঠা, রোহিণী, { অবস্থা, বয়স্থা, সূৰ্য্য, বলা, রসায়নফল, পাচনী, শাকা, রুদ্রপ্রিয়া, বনভিজ, শঙ্করষ্টা, স্বধোদ্রুধা, চেতনকী, জীবপ্রিয়া, জীবনিকা, ভিষগ্ধরা, ভিষকপ্রিয়া, জীবন্তী, জীব্যা, দেবী ও দিব্যা }, এই শব্দগুলি হরীতকীর-পর্যায় । হরীতকী—কটু, তিক্ত, মধুর, অম্ল ও কষায় এই পঞ্চরস সংযুক্ত, লবণ রস বিহীন, অত্যন্ত কষায় রস বিশিষ্ট, রূক্ষ, উষ্ণ, অগ্নিদীপ্তকর, মেধাজনক, পাকে স্বাদু, রসায়ন (যাহা সেবন করিলে জরা ও ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হয়, তাহাকে রসায়ন বলে), সর (রেচক অর্থাৎ দান্ত পরিষ্কারক), বুদ্ধিপ্রদ, বুধ্য (শুদ্ধ বর্দ্ধক), চক্ষুষ্য (চক্ষুর হিতকর), বৃংহণ (শরীরের স্থলতা সম্পাদক), লঘু (জীর্ণ পরিপাক হয়) এবং শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোফ (শোথ), উদর, কৃমি, বৈশ্বর্য্য (স্বরত্ন), গ্রহণী, বিবন্ধ (আম বা বায়ু কর্তৃক দান্ত বন্ধ), বিষমজ্বর, শূল্মা, শ্বাস্মান (উদরে বায়ুজনিত বেদনা), ব্রণ, ছর্দি (বমি), হিক্কা, কণ্ডু (চুলকনা), জ্বস্ত্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ (বায়ু কর্তৃক উদরে অসহ্য বেদনার সহিত গুড়গুড়া শব্দ) ও গ্লীহায়োগ বিনাশক । এই হরীতকী মধুর ও অন্তরসাত্মক প্রযুক্ত বায়ু,

কামলাং শূলমানাহং প্লীহানং চাপকর্ষতি ।

মধুরান্নতয়া বাতং কষায়স্বাত্ত্বভাবতঃ ।

পিত্তং হস্তি কফং হস্তি কটুকেন হরীতকী ॥ ২৫ ॥

আমলকী নামগুণাঃ ।

ধাত্রীফলান্নতফলামলকং শ্রীফলং শিবম্ ।

তদ্বদ্বাত্রীফলং বৃষ্যৎ বিশেষাদ্রক্তপিভজিৎ ॥ ২৬ ॥

অন্নহ্নাত্তপবনং হস্তি পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ ।

কফং ক্লম্বকষায়হ্নাত্তপাৎ কিমধিকং ফলম্ ॥ ২৭ ॥

বিভীতকনামগুণাঃ ।

বিভীতকঃ কর্ষফলো ভূতাবাসঃ কলিঙ্গমঃ ।

বাসন্তোহক্ষৌ বৃদ্ধজাতঃ সশ্বর্ভস্তিলপুষ্পকঃ ॥ ২৮ ॥

কষায় ও মধুর রসবিশিষ্ট হেতু পিত্ত এবং কটু রসাবিধিত প্রযুক্ত কফ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায়—হস্তকী, হস্তুকী, ক। হরতকী, ব, তা, য। হরীতকী, রা, ত্রি। এবং হিন্দী ও উড়িয়া ভাষায় ইহাকে “হবড়া” বলে ॥ ২০-২৫ ॥

আমলকীর নাম ও গুণ ।

ধাত্রীফল, অমৃতফল, আমলক, শ্রীফল, শিব, { তিষ্যফলা, অমৃত, বয়হ্না, বয়হ্না, কায়হ্না, অকরা, বহুফলী, শ্রীফলী, ধাত্রিকা, শিবা, শান্তা, ধাত্রী, অমৃতফলা, বৃষ্যা, বৃদ্ধফলা, রোচনী, পঞ্চরসা, তিষ্যা ও কর্ষফলা }, এই নাম-গুলি আমলকীর পর্যায়। আমলকী হরীতকীর তায়-গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ রক্তপিত্তরোগনাশক। ইহা অন্নরস প্রযুক্ত বায়ু, মধুর ও শীতগুণ হেতু পিত্ত এবং ক্লম্ব ও কষায় গুণ প্রযুক্ত কফ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায়—আমলকী, আমলা, ক, আমলকী য, ব, তা, ম, রা, ত্রি বলে ॥ ২৬-২৭ ॥

বহেড়ার নাম ও গুণ ।

বিভীতক, কর্ষফল, ভূতাবাস, কলিঙ্গম, বাসন্ত, অক্ষ, বৃদ্ধজাত, সশ্বর্ভ, তিলপুষ্পক { বিভীতকী ভূতাবাস, বিভীত, কলি, ক্লম্বিক, বহুবীর্ঘ্য, তুব, তৈল-ফল, সশ্বর্ভক, কলিবৃক্ষ, বহেড়ুক, হার্ব্য, বিষল, কলিন্দ, অনিলবৃক্ষ ও কাসর }, এই শব্দগুলি বহেড়ার পর্যায়। বহেড়া-পাকে মধুর, কষায় রসবিশিষ্ট,



বিভীতকঃ স্বাতৃপাকঃ কষায়ঃ কফপিত্তনুৎ ।

উষ্ণবীর্যো হিমস্পর্শো ভেদনঃ কাসনাশনঃ ॥ ২৯ ॥

রুক্ষো নেত্রহিতঃ কেশ্যো মজ্জা তৌয়দকারকঃ ॥ ৩০ ॥

ত্রিফলানামগুণাঃ ।

হরীতক্যাদ্রয়ো ভাগা শিবা দ্বাদশভাগিকাঃ ।

ষড়্ভাগাঃ স্যুর্বিভীতস্ত্রিফলেয়ং প্রকীর্তিতা ॥ ৩১ ॥

পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যন্তু কফং রুক্ষকষায়নুৎ ।

ত্রিফলৈতদ্রয়েণ সাদ্ররা শ্রেষ্ঠা ফলোদ্ভবা ॥ ৩২ ॥

ত্রিফলা কুষ্ঠমেহার্শঃকফপিত্তবিনাশিনী ।

চক্ষুয়া রোপণী হস্তা বয়সঃ স্থাপিনী পরা ॥ ৩৩ ॥

ভূধাত্রীনামগুণাঃ ।

ভূধাত্রী বহুপত্রী সাদমৃতামলকা শিবা ।

ভূধাত্রী বাতকুণ্ডিত্তা কষায়া মধুরা হিমা ।

পিপাসাকাসপিত্তাশ্চকৃমিপাণ্ডুফতাপহা ॥ ৩৪ ॥

কফ'ও পিত্তনাশক, উষ্ণবীৰ্য্য, হিমস্পর্শ, (স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয়), ভেদন (দান্ত পরিকারক), কাসনাশক ও রুক্ষ। ইহার মজ্জা চক্ষুর হিতকর, কেশজনক এবং তৌয়দ (দুহ) উৎপাদক অর্থাৎ শরীর স্নিগ্ধ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায় বয়ড়া গাছ ক, বহেড়া ম, বলে ॥ ২৮-৩০ ॥

ত্রিফলার নাম ও গুণ ।

হরীতকী ৩ ভিন ভাগ, আমলকী ১২ দ্বাদশ ভাগ এবং বহেড়া ৬ ছয় ভাগ একত্র করিলে ত্রিফলা বলা যায়। এই ৩ ভিন দ্রব্য একত্র হওয়ায় ত্রিফলা অতীব গুণশালিনী বলিয়া জানিবে। ইহা মধুর ও শীতগুণ প্রযুক্ত পিত্ত এবং রুক্ষ ও কষায় গুণ প্রযুক্ত কফ বিনাশ করে। বরা, { ত্রিফলী, ফলত্রয়, ফলত্রিক ও ফল } এই কয়েকটা শব্দ ত্রিফলার নামান্তর। ইহা কুষ্ঠ, মেহ, অর্শঃ, কফ ও পিত্ত নাশক, চক্ষুর হিতকর, ব্রণাদির ক্ষত পুরক এবং বয়ঃস্থাপক (চিরযৌবন বিধায়ক) ॥ ৩১-৩৩ ॥

ভূই আমলার নাম ও গুণ ।

ভূধাত্রী, বহুপত্রী, অমৃত, আমলকা, শিবা, { বহুপুষ্পী, জড়া, অধাণ্ডা, ভালি, তামলকী, অজটা, স্বর্ধ্বকলা, ক্ষেত্রামলকী, বিতুল্লক, রটা, অমলা,

প্রাচীনামলকীনামগুণাঃ ।

প্রাচীনামলকী প্রাচী নাগরং রক্তকং মতম্ ।

তৎপকং পিত্তকফকৃৎক্ষয়ং গুরুসমীরজিৎ ॥ ৩৫ ॥

উৎপাটারুষকনামগুণাঃ ।

অরুষকেণাবাসা বুযা সিংহমুখী ভিষক্ ।

সিংহপর্ণী বুযো বাসা সিংহকোৎপাটারুষকঃ ॥ ৩৬ ॥

বাসকো বাতকৃৎক্ষয়ঃ কফপিত্তাশ্রনাশনঃ ।

শ্বাসকাসজ্বরচ্ছর্দিমেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ ॥ ৩৭ ॥

অজ্ঞাটা, তালী, অফলা, ঝাটিকা, ঝাটা, মলা, ঝাটামলা, অমলজ্ঞাটা, তমালী, তমালিকা, উচ্চটা, দৃঢ়পাদী, বিতুরা, বিতুরিকা, চারটা, বুযা, বিষয়ী, বহু-পত্রিকা, বহুবীৰ্য্য, অহিভয়দা, বিশ্বপর্ণী, হিমালয়া, অরুহা, বীৰা ও বহুপত্রা } এইগুলি ভূম্যামলকীর নামান্তর। ভূম্যামলকী—বাতজনক, তিক্ত, কষায় ও মধুর রস বিশিষ্ট, শীতল এবং পিপাসা, কাস, রক্তপিত্ত, কৃমি, পাণ্ডু ও ক্ষতনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায় ভুঁই আল্লা, স। এবং হিন্দি ভাষায় ইহাকে “আম্বরা” ও “অঁরপেলী” বলে ॥ ৩৪ ॥

পানী আম্লার নাম ও গুণ ।

প্রাচীনামলকী, প্রাচী, নাগর, রক্তক { প্রাচীনামলক, পানীয়ামলক, নারিবদর }, এই কয়েকটি নাম পানীয়ামলকের পর্যায়। পানী আম্লা পক্ক বস্তুর পিত্ত ও কফজনক, উষ্ণ গুরু (খিলসে পরিপাক হয়) এবং বায়ুনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় পানী আম্লা এবং হিন্দিভাষায় ইহাকে “অলি আম্বরা” বলে ॥ ৩৫ ॥

বাসকের নাম ও গুণ ।

অরুষকেণাবাসা, বুযা, সিংহমুখী, ভিষক্, সিংহপর্ণী, বুয, বাসা, সিংহক, উৎপাটারুষক { বাসা, বাসক, বাসকা, বৈজ্ঞান্ভা, সিংহী, বাসিকা, অটরুয, সিংহান্ত, বাজিদন্তক, কাসনোৎপাটন, আম্লক, বাশা, বাশিকা, বুশ, অটরুয, বাশক, বাজী, বৈজ্ঞসিংহী, মাতৃসিংহী, বাসরুযক, সিংহিক, ভিষজ্ঞাতা, রসাদনী, সিংহমুখী কণ্ঠীরবী, সিতকর্ণী, বাজীদন্তী, নাসা, পঞ্চমঘী, সিংহপত্রী ও মৃগেন্দ্রাবী } এই সকল বাসক শব্দের পর্যায়। বাসক—বায়ুজনক, স্পন্দরতাকর এবং কফ, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ বিনাশক। প্রচলিত

গুড়চীনাংগুণাঃ ।

গুড়চী কুণ্ডলী ছিন্না বয়স্হামৃতবল্লরী ।

ছিন্নোদ্ভবা ছিন্নরুহামৃতা জ্বরবিনাশিনী ॥ ৩৮ ॥

বৎসাদনী চন্দ্রহাসা জীবন্তী চক্রলক্ষণা ।

গুড়চী কটুকা লঘু স্বাদুপাকা রুসায়নী ॥ ৩৯ ॥

সংগ্রাহিণী কষায়োষণ বল্যা তিত্তাগ্নিদীপিনী ।

কামলা কুষ্ঠবাতাশ্জ্বরপিভুক্ষ্মীন্ জয়েৎ ॥ ৪০ ॥

স্বতেন বাতং সগুড়া বিবন্ধং পিত্তং

সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ ।

বাতাশ্চমুগ্রং রুবুতৈলমিশ্রা শুষ্ঠ্যামবাতং

শময়েদ্গুড়চী ॥ ৪১ ॥

ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায় বাকস, ক, রা। বাসক ব, চ, চা, পা, য। এবং হিন্দি ভাষায় ইহাকে “অরুভা” বলে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

গুলঞ্চের নাম ও গুণ ।

গুড়চী, কুণ্ডলী, ছিন্না, বয়স্হা, অমৃতবল্লরী, ছিন্নোদ্ভবা, ছিন্নরুহা, অমৃতা, জ্বরবিনাশিনী, বৎসাদনী, চন্দ্রহাসা, জীবন্তী, চক্রলক্ষণাঃ { তন্ত্রিকা, জীবন্তিকা, সোমবল্লী, বিশল্যা, মধুপর্ণী, বাতরক্তারি, পামরোদ্ধবা, পিত্তহরী, উদারী, তন্ত্রী, নির্জরা, গুড়চী, অমৃতবল্লী, জ্বরারি, শ্রাম, স্মরকুতা, মধুপর্ণিকা, অমৃতলতা, রসায়নী, বরা, সোমলতিকা, ভিষকপ্রিয়া, কুণ্ডলিনী, নাগকুমারিবা, ছন্দিকা, অমৃতলতা, সোমা, অধীর, মণ্ডলী ও দেবনিশ্চিতা }, এই সকল শব্দ গুড়চীর নামান্তর। গুলঞ্চ—কটুরসাত্মক, লঘু, পাকে স্বাদু, রসায়ন, সংগ্রাহী (মল-রোধক), কষায় রসবিশিষ্ট, উষ্ণ, বল্য (বলকর), তিত্ত, অগ্নিদীপক এবং কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, পিত্ত ও কাস নাশক। ইহার রস অথবা কাথ স্বভাব সহ সেবন করিলে বায়ু, ইক্ষুগুড় সহ বিবন্ধ, ইক্ষুচিনির সহিত পিত্ত, মধুসহ কফ, ভেরেণ্ডার তৈলসহ বাতরক্ত এবং শুষ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করিলে আমবাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রচলিত ভাষা নাম—গুলঞ্চ, ক। গুড়চী ব, জি, চা, ম, ষ। ষোলঞ্চ, ষূলঞ্চ, রা। ষোড়ঞ্চ, ষাঞ্চ পা, বলে ॥ ৩৮-৪১ ॥

বিদ্বনামগুণাঃ ।

বিদ্বঃ শলাটুঃ শৈলুষো মালুরশ্চ সদাফলঃ ।

লক্ষ্মীফলো গন্ধগৰ্ভঃ শাণ্ডিল্যঃ কণ্টকী মতঃ ॥ ৪২ ॥

বিদ্বঃ গ্রাহি কষায়োষ্ণঃ কটুদীপনপাচনম্ ।

হৃদ্যং বালং লঘু স্নিগ্ধং তিত্তং বাতকফাপহম্ ॥ ৪৩ ॥

বৃগ্যং গুরু ত্রিদোষং শ্রাদ্ দুৰ্জরং পুতিমারুতম্ ।

বিদাহি বিষ্ণুস্তকরং মধুরং বহিমান্দ্যকুৎ ॥ ৪৪ ॥

গ্রহণীকফবাতামশূলঘ্নী বিদ্বপেথিকা ॥ ৪৫ ॥

অরুণি নামগুণাঃ ।

অগ্নিমহোমথঃ কেতুররুণিবৈজয়ন্তিকা ।

অগ্নিমহুঃ শযুখুলদ্বীর্যোষ্ণঃ কফবাতনুৎ ॥ ৪৬ ॥

বেলের ও বেলগুঁঠের নাম ও গুণ ।

বিদ্বঃ, শলাটুঃ, শৈলুষ, মালুর, সদাফল, লক্ষ্মীফল, গন্ধগৰ্ভ, শাণ্ডিল্য, কণ্টকী, ত্রীফল, কপীতন, মহাকপিপ, গোহরীতকী, পুতিবাত (পুতিমারুত, ইত্যাদি) অতিমঙ্গলাঃ, মহাফল, শলা, হৃদ্যগন্ধ, কৰ্কটাহ্ব, শৈলপত্র, শিবেই, পত্রশ্রেষ্ঠ, ত্রিপত্র, গন্ধপত্র, গন্ধফল, দুৰ্জর, ত্রিশাখপত্র, ত্রিশিখ, শিবক্রম, সত্যফল, স্তম্ভীতিক ও সমীরসার }। এই গুলি বিদ্ব শব্দের এবং { বিদ্বগুণ, বিদ্বপেথী, বিদ্বপেথিকা, বিদ্বপেশী, বিদ্বপেশিকা, বিদ্বপত্রী, বিদ্বপলাটু, বেলিকাখ্যা ও মরুমালা }, এই গুলি বেলগুঁঠের নাম । বালবিদ্ব (কচিবেল)—মল-রোধক, কষায়, উষ্ণ, কটু, অগ্নিদীপক, আমপরিপাচক, হৃদ্য (তৃপ্তিকর) লঘু, স্নিগ্ধ, তিত্ত এবং বায়ু ও কফনাশক । পাকাবেল—গুরু, ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত ও কফ) বর্ধক, দুপাচ্য, বিদাহ (অজীর্ণ) জনক, বিষ্টন্ত (পেটভার) করে, মধুর এবং অগ্নিমান্দ্যজনক । বেলগুঁঠ—গ্রহণী, কফ, বাত, আম ও উজ্জলিত শূলবৎ বেদনা নাশক । প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায় বেল, ও বেলগুঁঠ, ম, বলে ॥ ৪২-৪৫ ॥

গনিয়ারীর নাম ও গুণ ।

অগ্নিমহুঃ, মথ, কেতু, অরুণি, বৈজয়ন্তিকা, { ত্রীপর্ণ, কর্ণিকা, জয়া, তেজোমহুঃ, হবির্মহুঃ, জ্যোতিষ্ক, পাবক, বহিমহুঃ, মথন, জয়, গিত্তিকর্ণিকা, অগ্নিমথন, পাবকারণি, তর্কায়ী, অধিকেতু, ত্রীপর্ণী, নাদেয়ী, গণিকা, বিজয়া, অনহা ও নদীজা }, এই সকল শব্দ গনিয়ারীর পর্যায় । গনি-

## পাটলানামগুণাঃ ।

পাটলা কামদূতিঃ শ্রাৎ কুস্তিকা কালবৃন্তিকা ।

স্বল্পমেধা মধোদূতী তাম্রপুষ্পানুবাসিনী ॥ ৪৭ ॥

অন্থা ফলেকুহা শ্বেতা কুস্তিকা কৃষ্ণপাটলা ।

পাটলারুচিশোথার্শ্বাসতৃট্ ছর্দিনাশিনী ॥ ৪৮ ॥

অত্যুষ্ণস্তবরং স্নাতু তৎপুষ্পং কফরক্তনুৎ ।

পিভাতিসারদাহং ফলং হিকাস্রপিভনুৎ ॥ ৪৯ ॥

## কাশারীনামগুণাঃ ।

কাশারী সর্বতোভদ্রা জীর্ণণী কৃষ্ণবৃন্তিকা ।

কাশারী কাঞ্চরী হীর্য কাশার্যা ভদ্রপর্ণিকা ॥ ৫০ ॥

য়ারী—শোথ নাশক, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কফ ও বাত্ নাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় গনিয়ারী ক, ব, ডা, পা। গণিকারী রা, ত্রি। গৈনারী ম, ষ। গুণরী, গুল্লরগাছ, ফো। এবং হিন্দিভাষায় ইহাকে “আপেয় গণিয়ারী” বলে ॥ ৪৬ ॥

পাকুলের নাম ও গুণ ।

পাটলা, কামদূতি, কুস্তিকা, কালবৃন্তিকা, স্বল্পমেধা, মধোদূতী, তাম্রপুষ্পা, ও’ অনুবাসিনী, { কালবৃন্তা, তাম্রপুষ্পী, বর্ষরী, তাম্রপুষ্পী, স্ত্রপুষ্পিকা, মধোদূতী, স্থলী, স্থিরসন্ধা, অনুবাসী, কালবৃন্তী, বৃন্তী, তাম্রাধিবাসিনী, অলিপ্রিয়া, পাটলি, অমোঘা, কচস্থালী, ফলেকুহা ও কুবেরাক্ষী } এই গুলি পাকুলের নাম। তাম্রপুষ্প ও শ্বেতপুষ্প ভেদে এই পাকুল ২ দুই প্রকার। অর্থাৎ একপ্রকার পাকুল আছে, তাহাকে ঘণ্টাপাকুল বলে। { মুক্ক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলী ও কাঠপাটলা }, এই কয়েকটি ঘণ্টাপাকুলের নাম। পাকুল-ছাল—অরুচি, বমি, শোথ, অর্শ্ব, শ্বাস ও তৃষ্ণা নিবারক। ইহার পুষ্প—অত্যন্ত উষ্ণবীৰ্য্য, কষায় রসবিশিষ্ট, মধুর এবং কফ ও রক্তনাশক। ইহার ফল—পিত্ত, অতিসার, দাহ, হিকা ও রক্তপিত্ত বিনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—পাকুল ক, পা, রা, চ। পারুল চা, বা। পারুলী ম, ষ। এবং হিন্দি ভাষায় ইহাকে “পাড়রা” বলে ॥ ৪৭-৪৯ ॥

গাভারীর নাম ও গুণ ।

কাশারী, সর্বতোভদ্রা, জীর্ণণী, কৃষ্ণবৃন্তিকা, কাশারী, কাঞ্চরী, হীর্য, কাশার্যা, ভদ্রপর্ণিকা, { মধুপর্ণিকা, ভদ্রপর্ণী, কাশার্যা, কাঞ্চরী, কস্তুরিকা, ভদ্রা, গোপভদ্রা, কুম্ভা, কৃষ্ণকলা, কটফলা, কৃষ্ণবৃন্তা, সর্বতোভদ্রিকা,

কাশ্মরী স্বরশূলম্বী বীৰ্য্যোষণা মধুরা গুরুঃ ।

তৎপুষ্পং বাতলং গ্রাহি পিত্তাস্বকপ্রদরাপহম্ ॥ ৫১ ॥

ফলং রসায়নং কেশ্যং বৃংহণং শুক্রলং গুরু ।

বাতপিত্তক্ষয়তৃষ্ণারক্তশূলবিবন্ধনুৎ ॥ ৫২ ॥

শ্যোনাকনামগুণাঃ ।

শ্যোনাকঃ পৃথুশিথিঃ স্রাৎ শুকনাশঃ কুটুমটঃ ॥ ৫৩ ॥

ভূতবৃক্ষশ্চ কটুঙ্গঃ টুণ্টুকঃ শল্লকোরলুঃ ।

ময়ূরজজ্ঞো ভল্লুকঃ প্রিয়জীবঃ কটুম্বরঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্যোনাকো দ্যোপনঃ পাকে কটুম্ববরকো হিমঃ ।

গ্রাহী তিত্তোহনিলশ্লেষ্মপিত্তকাসবিনাশনঃ ॥ ৫৫ ॥

টুণ্টুকস্ত্র্য ফলং বালং রুক্ষং বাতকফাপহম্ ।

হৃৎ কষায়মধুরং লঘু রোচনদ্যোপনম্ ॥ ৫৬ ॥

মিষ্টপর্ণ, স্তভদ্রা, কাশ্মরী, ফারিণী, বিলাসিনী, মহাভদ্রা, মধুন্দ্রা, অরুণ্ডা, একা, অশ্বত্থা, বোহিনী, গুটি, স্বপ্তচা, মধুমতী, স্তফা, মোদনী, মহাকুন্দা, স্তপ্তচা, গস্তারী, গস্তারিকা, কাশ্মরী, পাতরোহিনী মধুরসাদি, এই নামভান গান্তারীর পণ্যায়। গান্তারী ছাল—জ্বর ও শূলনাশক, উষ্ণবীৰ্য্য, মধুর ও গুরু। ইহার পুষ্প—বাতবর্ধক, মলরোধক এবং রক্তপিত্ত ও প্রদররোগ নাশক। ইহার ফল—রসায়ন, কৈশিকনক, বৃংহণ, শুক্রবর্ধক, গুরু এবং বাত, পিত্ত, ক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, শূল ও বিবন্ধরোগ বিনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় গান্তারী, গান্তীর, ক, য, রা, ত্রি, ম। গামাইর নাম। গামাইর ব। গামারী চ বলে ॥ ৫০-৫২ ॥

শোনাক নাম ৬ গুণ ।

শোনাক, পৃথুশিথি, শুকনাশ, কুটুমট, ভূতবৃক্ষ, কটুঙ্গ, টুণ্টুক, শল্লক, অরলু, ময়ূরজজ্ঞ, ভুল্লুক, প্রিয়জীব, কটুম্বর, { মণ্ডুকপর্ণ, পদোর্ণ, মট, মট, বৃত্ত, ক্ষক্ষ, শোনক, অরল, শোনাক বিবন্ধু, অপ্রান্তশাত্রব, পাতবৃক্ষ, ভণ্টুক, ভূতপুষ্প, শোণ, অবটু, দীর্ঘভূত, বট, পাহাশত্রব, স্বর্ষবতল, পৃথুশিথি ও অরলুক }, এই নামগুলি শোনাক পণ্যায়। শোনাক অগ্নিদীপক, পাকে কটু, কষায়-রসায়ক, শীতল, মলরোধক, ভিত্ত এবং বাত, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও কাস, নাশক। ইহার কটিকক্ষ রুক্ষ, বাত ও কফনাশক, প্রদরের তৃণ্তকর, কষায় ও মধুবদন-বিনাশক।

মহৎপঞ্চমূলনামগুণাঃ ।

বিদ্বাদিভিঃ পঞ্চভিরেভিরেতৎস্রাৎপঞ্চমূলং

মহদগ্নিকারি ।

লঘুশক্তিঃ রসতঃ কষায়ঃ মেদঃকফশ্বাসসমীর-

হারি ॥ ৫৭ ॥

গোক্ষুরনামগুণাঃ ।

ত্রিকণ্টকঃ কণ্টকলো গোক্ষুরঃ স্বাদুকণ্টকঃ ।

গোকণ্টকো ভক্ষ্যটকঃ ত্রিকণ্টো ব্যালদংষ্ট্রকঃ ॥ ৫৮ ॥

ঋদংষ্ট্রা স্থলশৃঙ্গাটঃ ষড়ঙ্গঃ ক্ষুরকস্ত্রিভঃ ।

গোক্ষুর শীতলঃ স্বাদুর্বলকৃন্ বস্তিশোধনঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রমেহশ্বাসকাসাস্রকৃচ্ছ হ্রদ্রোগবাতাজং ॥ ৬০ ॥

শোনা, ক। নাওশোনা পা, চা, য, রা, ত্রি। নাউয়া শোনাইল ব। কানাই-  
ডাঙ্গা ম। ঠনা চ। বলে ॥ ৫৩-৫৬ ॥

মহৎপঞ্চমূল বা বৃহৎপঞ্চমূলের নাম ও গুণ ।

বেল, শোনা, পারুল, গাম্ভীরী ও গনিয়ারি এটা একত্রিত হইলে মহৎ-  
পঞ্চমূল বলে। বৃহৎপঞ্চমূল উহার নামান্তর। মহৎপঞ্চমূল - অগ্নিপ্রদীপক,  
লঘু, উষ্ণ, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট এবং মেদঃ, কফ, শ্বাস ও বায়ু-  
নাশক ॥ ৫৭ ॥

গোক্ষুরের নাম ও গুণ ।

ত্রিকণ্টক, কণ্টকল, গোক্ষুর, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, ভক্ষ্যটক, ত্রিকণ্ট,  
ব্যালদংষ্ট্রক, ঋদংষ্ট্রা, স্থলশৃঙ্গাট, ক্ষুরক, ষড়ঙ্গ, ত্রিক, { গোকণ্ট, ত্রিপুট,  
কণ্টকফল, ক্ষুর, গোক্ষুরক, পলঙ্কবা, বনশৃঙ্গাট, গোথুরি, বিকণ্টক, গোথুর,  
ত্রিকট, ইক্ষুর, ভক্ষ্যকণ্ট, ইক্ষুগন্ধিকা, ক্ষুরাস, ঋদংষ্ট্রক, কণ্টকী ও কণ্টী },  
এই শব্দ গুলি গোক্ষুর পণ্যায়ক। ইহা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দুই প্রকার।  
গোক্ষুর—শীতল, স্বাদু, বলকর, বস্তি (মূত্রাশয়) শোধক অর্থাৎ মূত্র-  
স্রাবক এবং প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ, হ্রদ্রোগ ও বাতনাশক।  
প্রচলিত ভাষা নাম—বাঙ্গালাভাষায়, গোক্ষুর, গোথুর, গোথুরক, চা, ব।  
গোক্ষুরকাঁটা ম বলে ॥ ৫৮-৬০ ॥

শালপর্ণীনামগুণাঃ ।

শালপর্ণী ধ্রুবা সৌম্যা ত্রিপর্ণী পীতনী স্থিরা ।

বিদারিগন্ধাতিগুহা দীর্ঘমূলাংশুমত্যপি ॥ ৬১ ॥

শালপর্ণা গুরুঃ ছর্দিজ্বরশাস্তিসারনুৎ । .

শোষদৌষত্রয়হরা বৃহতুষ্ণা রসায়নী ॥ ৬২ ॥

পৃষ্টিপর্ণীনামগুণাঃ । .

পৃষ্টিপর্ণা ক্রোষ্ঠুপুচ্ছা ধাবনী কলশাকুহা ।

শৃগালবৃত্তাহিতীলা পৃথকপর্ণী চ পর্ণিকা ॥ ৬৩ ॥

পৃষ্টিপর্ণী লঘুরূপা মধুরোষ্ণা বিনাশয়েৎ ।

রক্তাতিস্মরদাহতৃট্ দৌষত্রয়বমিজুরান্ ॥ ৬৪ ॥

শালপাণীর নাম ও গুণ ।

শালপর্ণী, ধ্রুবা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীতনী, স্থিরা, বিদারীগন্ধা, অতিগুহা, দীর্ঘমূলা, অংশুমতী, { শালপর্ণিকা, স্মদলা, সুপত্রী, কুম্ভা, গুহা, সুপর্ণিকা, দীর্ঘপত্রিকা, বাতরী, পীতিনী, তরী, স্রবা, সর্বাঙ্গকারিনী, শোথরী, সুভগা, দেবী, নিম্বলা, ত্রীহিপর্ণিকা, সুম্বা, সুরূপা, শুভপত্রিকা, শালিপত্রী, শালিদলা, বিদারী, শালপর্ণী, একমূলা, অন্তমতী, শালানী, শালিকা ও পীবরী }, এই সকল শব্দ শালপাণীর নামান্তর। শালপাণী—গুরু, অত্যন্ত উষ্ণ, রসায়ন এবং বমি, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোষ ও ত্রিদৌষনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় শালপান, শালপাণী ক। সাইলেনা ব। ছালানী ব, ঢা। ভালানী। তেত-লিয়া ম। শাইলানী পা এবং হিন্দিভাষায় ইহাকে “সরিবন্” বলে ॥ ৬১-৬২ ॥

চাকুলের নাম ও গুণ ।

পৃষ্টিপর্ণী, ক্রোষ্ঠুপুচ্ছ, ধাবনী, কলশাকুহা, শৃগালবৃত্তা, অহিতীলা, পৃথকপর্ণী, পর্ণিকা, { পৃথিকা, পৃথ্বিপর্ণী, পৃথ্বিপর্ণিকা, চিত্রপর্ণী, অজিষ্বালিকা, ক্রোষ্ঠুবিদ্যা, সিংহপুচ্ছী, কলশি, ধাবনী, গুহা, সিংহলাঙ্গলী, তরী, ক্রোষ্ঠুকপুচ্ছিকা, পিঠপর্ণী, লাঙ্গলী, ক্রোষ্ঠুপুচ্ছিকা, পূর্ণপর্ণী, কলশী, দীর্ঘা, ক্রোষ্ঠুকমেখলা, দীর্ঘপত্রী, অতিগুহা, ঘৃষ্টীলা, কলদি, কলসী, কদলী, কঙ্কশত্রু, চক্রকুলা, চক্রপর্ণী, শীর্ণমালা, মহাগুহা, শৃগালপর্ণী, ধমনী, মেখলা, লাঙ্গলিকা, ব্রহ্মপর্ণী, সিংহপুচ্ছী ও ধাবনী }, এই সকল শব্দ চাকুলের নাম। চাকুলে—লঘু, বৃষা, মধুর, উষ্ণ এবং



শূলভণ্টাকীনাংগুণাঃ ।

বৃহতী শূলভণ্টাকী বিসদা চ মদোৎকটা ।  
বৃন্তাকী মহতী সিংহী কণ্টকী রাষ্ট্রকাকুলী ॥ ৬৫ ॥  
বৃহতী গ্রাহিণী হৃগ্না পাচনী কফবাতজিৎ ।  
উষ্ণা কুষ্ঠজ্বরশ্বাসশূলশাস্মাশ্লিমান্দ্যজিৎ ॥ ৬৬ ॥

কণ্টকারীনাংগুণাঃ ।

কণ্টারিকা কণ্টিকিনী কণ্টকারী নিদিশ্চিকা ।  
দুঃস্পর্শা ধাবনী ক্ষুদ্রা স্রাদ্ ব্যাত্তী দুঃপ্রদর্শিনী ॥ ৬৭ ॥  
গিতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষ্মণা শ্বেদদূর্তিকা ।  
কণ্টকারী সরা তিত্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ ॥ ৬৮ ॥  
রক্ষোক্ষা পাচনী কাসশ্বাসজ্বরকফানিলান্ ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গভাষায় চাকুলে । পীঠানী চ. ব, ঢা, ম, য, চ, ত্রি, পা । এবং হিন্দি ভাষায় ইহাকে “পীঠবন” ও “চকোরোৎ” বলে ॥ ৬৩-৬৪ ॥

বৃহতীর ( ব্যাকুড়ের ) নাম ও গুণ ।

বৃহতী, শূলভণ্টাকী, বিসদা, মদোৎকটা । বৃন্তাকী, মহতী, সিংহী, কণ্টকী, কুলী, রাষ্ট্রক, { বৃহত্তিত্তা, কান্তা, বার্তকী, সিংহিকা, শূলকণ্টা, ভণ্টাকী, মহোটিকা, বহুপত্রী, কণ্টভল্ল, কণ্টালু, কটুফলা, ডোবড়ী, বনবৃন্তাকী, প্রসহা, রক্তপাকী, লতা, আক্রান্তা, পরাবেদী, হিঙ্গুলী, দুঃপ্রদর্শিনী ও ক্ষুদ্রবার্তাকী } এই নামগুলি বৃহতী পর্যায়ক । বৃহতী—মলরোধক, হৃগ্ন, পাচক, উষ্ণ এবং কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্যানাশক । প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ-ভাষায় ব্যাকুড় ক । বৃহতী, তিত্তবেগুণ ব. ঢা । তিত্তবেগুণ ম । বৃহতী য ত্রি । তিত্তভামইট পা, বা । এবং হিন্দি ভাষায় ইহাকে “বরহণ্টা” বলে ॥ ৬৫-৬৬ ॥

কণ্টকারীর নাম ও গুণ ।

কণ্টারিকা, কণ্টিকিনী, কণ্টকারী, নিদিশ্চিকা, দুঃস্পর্শা, ধাবনী, ক্ষুদ্রা, ব্যাত্তী, দুঃপ্রদর্শিনী, { কণ্টকশ্রেণী, কাসগ্রী, স্পৃহী, বৃহতী, প্রচোদনী, কুলি, রাষ্ট্রিকা, ভণ্টাকী, সিংহী, ধাবনিকা, কুলি, কণ্টারিকা, অনাক্রান্তা, দুঃপ্রদর্শিনী,

নিহন্তি পীনসং পার্শ্বপীড়াকৃচ্ছদাদাময়ান্ ।

তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাৎ গৰ্ভকারিণী ॥ ৭০ ॥

লঘুপঞ্চমূলনামগুণাঃ ।

হৃষ্যথং পঞ্চমূলং স্র্যৎ পঞ্চভির্গোক্ষুরাদিভিঃ ।

বল্যং পিত্তানিলহরং নাভ্যক্ষঃ স্র্যতু বৃংহণম্ ॥ ৭১ ॥

দশমূলনামগুণাঃ ।

এনাভ্যং পঞ্চমূলভ্যাং দশমূলমুদাহতম্ ।

দোষত্রয়শ্বাসকাসশিরঃপীড়াপতন্তকান্ ॥ ৭২ ॥

তন্দ্রাষেদজ্বরানাহারুচিপার্শ্বরুজো জয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

কণ্টকারীর নামঃ এবং ক্ষুদ্রা, লক্ষণা, চন্দ্রহাসা, সেনদূতিকা, { ফেত্রদূতিকা, গৰ্ভদা, চন্দ্রভা, চান্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী }, এই নামগুলি স্নেহ কণ্টকারীর পর্যায়। কণ্টকারী—ভেদক, তিক্ত, কটু, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ, পাচক এবং কাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্ববেদনা, মূত্রকৃচ্ছ ও হৃৎস্পন্দনাশক। স্নেহকণ্টকারী—পূর্বোক্ত কণ্টকারীর গুণসংযুক্ত, অধিকন্তু দ্বীদিগেব গৰ্ভজনক। প্রচলিত ভাবানাম—বঙ্গভাষায় কণ্টকারী কণ্টিকারী—ক, পা, ড, রা, ত্রি, ব। কণ্টিকারী—চ। কণ্টকারী, কৈটিকারী—কো বলে ॥ ৬৮-১০ ॥

লঘুপঞ্চমূল বা স্বল্পপঞ্চমূলের নাম ও গুণ ।

গোক্ষুর, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই চৌদ্দ দ্রব্য একত্রিত হইলে লঘুপঞ্চমূল, স্বল্পপঞ্চমূল বা হৃষ্যপঞ্চমূল বলা যায়। স্বল্পপঞ্চমূল—বলকর, পিত্ত ও বায়ু নাশক, অনতিউষ্ণ, স্বাত্ত্বসমযুক্ত এবং শুক্রবর্দ্ধক ॥ ৭১ ॥

দশমূলের নাম ও গুণ ।

বেল, শোণা, পাকুল, গাম্ভারী ও গনিয়ারী, এই পঞ্চপঞ্চমূল এবং শালপানী, চাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই লঘুপঞ্চমূল একত্রিত হইলে দশমূল বলা যায়। দশমূল—ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, অপতন্তক নামক বাতব্যাদি, তন্দ্রা, শ্বেদ ( ঘর্ম্ম ), জ্বর, আনাহ, অরুচি ও পার্শ্ববেদনা

ঋদ্ধিবুদ্ধিনামগুণাঃ ।

ঋদ্ধিঃ স্বথং যুগং লক্ষ্মীঃ সিদ্ধিঃ সৰ্বজনপ্রিয়া ।  
 ঋষিস্থিতি রথাস্ত্রং স্তান্মাস্ত্রল্যং শ্রাবণী বস্তুঃ ॥ ৭৪ ॥  
 যোগ্যং যুগ্যা তুষ্টিরাশিরুদ্ধিরপ্যেতদাহবয়া ।  
 ঋদ্ধিবুদ্ধল্যা ত্রিদোষদ্বী শুক্ললা মধুরা গুরুঃ ॥ ৭৫ ॥  
 বুদ্ধির্গৰ্ভপ্রদা শীতা যুগ্যা কাসক্ষয়াশনুঃ ॥ ৭৬ ॥

কাকৌলীক্ষীরকাকৌলীনামগুণাঃ ।

কাকৌলী মধুরা বীরা কায়স্থ্য ক্ষীরশুক্লিকা ।  
 ধ্বাজ্জেলী বায়সোলী স্রাৎ স্বাহুমাঙ্গী পয়সিনী ॥ ৭৭ ॥  
 দ্বিতীয়া ক্ষীরকাকৌলী সুরাহা ক্ষীরিণী মতা ।  
 পীবরো মদশাস্ত্রকঃ সক্ষীরঃ সস্তুগন্ধকঃ ।  
 ক্ষীরকাকৌলিকাখ্যাতঃ পিত্তদোষজ্বরপহঃ ॥ ৭৮ ॥  
 কাকৌলীযুগলং শীতঃ শুক্ললং মধুরং গুরু ।  
 জয়েৎসমীরদাহাশ্রপিত্তশোষতৃষাজ্বরান্ ॥ ৭৯ ॥

ঋদ্ধির ও বুদ্ধির নাম ও গুণ ।

ঋদ্ধিঃ স্বথং যুগং লক্ষ্মীঃ সিদ্ধিঃ সৰ্বজনপ্রিয়া, ঋষিস্থিতি, রথাস্ত্র, মাস্ত্রল্য, শ্রাবণী, বস্তু, যোগ্য, যুগ্যা, তুষ্টিরাশি, { প্রাণপ্রদা, যুগ্যা, প্রাণদা, জীবদাতা, সিদ্ধি, যোগ্য, চেতনীয়, লোককান্তা, জীবশ্রেষ্ঠা ও যশস্তা } এই শব্দগুলি ঋদ্ধির ও বুদ্ধির নামান্তর । ঋদ্ধি—বলজনক, ত্রিদোষনাশক, শুক্লবর্দ্ধক, মধুর ও গুরু । বুদ্ধি—গৰ্ভজনক, শীতল, শুক্লজনক এবং কাস, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত-রোগ বিনাশক ॥ ৭৪-৭৬ ॥

কাকৌলীর ও ক্ষীরকাকৌলীর নাম ও গুণ ।

কাকৌলী, মধুরা, বীরা, কায়স্থ্য, ক্ষীরশুক্লিকা, ধ্বাজ্জেলী, বায়সোলী, স্বাহুমাঙ্গী, পয়সিনী, { পয়স্তা, শীতপাকী, ক্ষীরা, ধ্বাজ্জিকা, শুক্লাধীরা, জীবনী ও শুক্লক্ষীরা }, এই নামগুলি কাকৌলীর পর্যায় । ক্ষীরকাকৌলী, সুরাহা, ক্ষীরিণী, পীবরী, { মহাবীরা, সুরকৌলী, অষ্টমী, পয়সিনী, ক্ষীরশুক্লিকা, পয়স্তা, ক্ষীরধিষাণিকা, জীববল্লী, জীবশুক্লা ও ক্ষীরকাকৌলিকা }, এই কয়েকটি নাম ক্ষীরকাকৌলীর পর্যায় । ক্ষীরকাকৌলী-কলসদৃশ এবং ক্ষীর ও স্তন্যগন্ধ সংযুক্ত । কাকৌলী ও ক্ষীর-

মেদামহামেদানামগুণাঃ ।

মেদা জ্জেষ্মা শালপর্ণী বৃগ্যা মেদোভবা ধরা ।

মহামেদা বস্তুচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তা দৈবতমণিঃ ॥ ৮০ ।

মেদাযুগং গুরু স্নাতু বৃগ্যস্তন্যকফাপহম্ ।

বৃহৎ শীতলং রক্তং পিত্তক্ষয়সমীরনুৎ ॥ ৮১ ॥

জীবকর্বভকনামগুণাঃ ।

জীবকো মধুর শৃঙ্গী হ্রস্বাঙ্গঃ কূর্চশীর্ষকঃ ।

ধামভো বীর ইন্দ্রাক্ষো বিষশী দুর্ধরো বৃষঃ ॥ ৮২ ॥

জীবকর্বভকৌ বল্যৌ শীতৌ শুক্রকফপ্রদৌ ।

হরতঃ পিত্তদাহাশ্রকাসবাতক্ষয়াময়ান্ ॥ ৮৩ ॥

কাকোলী—শীতল, শুক্রজনক, মধুর, গুরু এবং বাত, দাহ, রক্তপিত্ত, শোথ, ভ্রুণ ও জ্বরবিনাশক । প্রাচীন ভাষা নাম—কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা স বলে ॥ ৭৭-৭৯ ॥

মেদার ও মহামেদার নাম ও গুণ ।

মেদা, শালপর্ণী, বৃগ্যা, মেদোভবা, ধরা, { জীবনী, শ্রেষ্ঠা, মণিচ্ছিদ্রা, খিতাবরী, স্বল্পপর্ণিকা, বসা, মেদোমারা, স্নেহবতী, মেদিনী, মধুরা, স্নিগ্ধা, হ্রস্বা, মদনা, দ্রাক্ষী, বহুদ্রাক্ষিকা, মেদোবতী ও পুরুষদন্তিকা }, এই শব্দগুলি মেদার নাম । মহামেদা, বস্তুচ্ছিদ্রা, ত্রিদন্তা, দৈবতমণি, { জীবনী, পাণ্ডুরাগিনী, মহামেদা, পুণ্ড্রোদ্রা, দেবেষ্ট, স্ত্রমেদা, দিবা, দেবগন্ধা, মহাচ্ছিদ্রা, বৃক্ষার্হা ও ত্রিদন্তী }, এই শব্দগুলি মহামেদাপর্যায়ক । মেদা ও মহামেদা—গুরু, স্নাতু, বৃষা, স্তন্য দুগ্ধবর্দ্ধক, কফনাশক, শীতল, বৃহৎ এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও বায়ুরোগ নাশক । প্রচলিত ভাষা নাম—মেদ, মহামেদ, স বলে ॥ ৮০-৮১ ॥

জীবকের ও ঋষভকের নাম ও গুণ ।

জীবক, মধুর, শৃঙ্গী, হ্রস্বাঙ্গ, কূর্চশীর্ষক, { চিরজীবক, জীবন, দীর্ঘায়ু, প্রাণদ, জীবা, ভৃগুস্ব, প্রিয়, চিরজীব, মজল্য, কূর্চশীর্ষ, বুদ্ধি, আয়ুদ্যান, জীবদ ও বলদ }, এই গুলি জীবকের নাম । ঋষভক, ঋষভ, বীর, ইন্দ্রাক্ষ, বিষাগী, দুর্ধর, বৃষ, { পৃথিবীপতি, গোপতি, ধীর, কক্কদান, পুঙ্গব, বোঢ়া, ধূবা, ভূপতি, কামী, কৃষ্ণপ্রিয়, উক্ষ, বজ্রুর, গোরক্ষ ও বনবাসী }, এই নামগুলি ঋষভকের পর্যায় । জীবক ও ঋষভক—বলকর, শীতল, গুরু ও কফজনক এবং পিত্ত, দাহ, রক্তপিত্ত, কাস, বাত ও ক্ষয়রোগনাশক ॥ ৮২-৮৩ ॥



মাষপর্ণীমুদগপর্ণীনামগুণাঃ ।

মাষপর্ণা কৃষ্ণবৃন্তা কাষোজী হয়পুচ্ছিকা ।  
 মাংসমাষা সিংহমুখী স্বাদুমাষা মহাসহা ॥ ৮৮ ॥  
 মুদগপর্ণা ক্ষুদ্রসহা সূর্য্যপর্ণী কুরঞ্জিনী ।  
 বনজা রিজিনী শিল্পী সিংহী মার্জ্জারগন্ধিকা ॥ ৮৯ ॥  
 মাষপর্ণা হিমা তিত্তা রুক্ষা শুক্রবলাসকৃৎ ।  
 মধুরা গ্রাহিণী শোষবাতপিত্তজ্বরাস্রুৎ ।  
 তদ্রুদ্রবেমুদগপর্ণা তৃদ্রদোষার্শোহরা লঘুঃ ॥ ৯০ ॥

জীবনীয়নামগুণাঃ ।

জীবন্তী সূর্য্যপর্ণীযুক্ কাকোল্যো জীবকষভো ।  
 মেদেযষ্ঠীতি মধুরো জীবনীয়গুণে গুরুঃ ॥ ৯১ ॥

মধুবলী, মধুস্বা ও মধুস্বীক }, এইগুলি ষষ্টিমধুর নামান্তর । ষষ্টিমধু—গুরু, শীতল, বলজনক এবং তৃষ্ণা, বমি ও পিত্তনাশক । প্রচলিত ভাষা নাম—  
 বঙ্গভাষায়—জ্যেষ্ঠমধু, ষষ্টিমধু ক । ষষ্টিমধু ব, ঢা, মে, চ, পা, রা, ত্রি, দি, র, ন ।  
 এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “জ্যেষ্ঠীমধু” বলে ॥ ৮৭ ॥

মাষানীর ও মুগানীর নাম ও গুণ ।

মাষপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা, কাষোজী, হয়পুচ্ছিকা, মাংসমাষা, সিংহমুখী, স্বাদু-  
 মাষা, মহাসহা, { মাষপর্ণিকা, হয়পুচ্ছী, সিংহপুচ্ছী, কাষোজী, ঋষিপ্রোক্তা,  
 পাণ্ডু, লোমশপর্ণিনী, পর্ণিনী, পাণ্ডুলোমা, পাণ্ডুলোমশা, আর্দ্রমাষা, মঙ্গল্যা,  
 হংসমাষা, অশ্বপুচ্ছী, কল্যাণী, বজ্রমূলী, শালীপর্ণী, বিষারিণী, আত্মোদ্ভবা, বহু-  
 ফলা, অয়স্ক, শূলভা, ঘনা, সিংহবিদ্রা ও বিষাণিকা }, এই শব্দগুলি মাষ-  
 পর্ণীর নামান্তর । মুদগপর্ণী, ক্ষুদ্রসহা, সূর্য্যপর্ণী, কুরঞ্জিনী, বনজা, রিজিনী,  
 শিল্পী, সিংহী, মার্জ্জারগন্ধিকা, { কাকমুদগা, সহা, শিথিলপর্ণী, হ্রস্বা, স্বর্ণপর্ণী,  
 কুরঞ্জিকা, কোশিলা, বনোদ্ভবা, বনমুদগা, বগা, আরণ্যমুদগা ও কুরঞ্জিকা },  
 এই নামগুলি মুদগপর্ণীর পর্য্যায় । মাষপর্ণী—শীতল, তিত্ত, রুক্ষ, শুক্র-  
 বর্জ্জক, কফজনক, মধুর, বলসংরোধক এবং শোষ, বাত, পিত্ত, জ্বর ও রক্ত-  
 পিত্ত বিনাশ করে । মুদগপর্ণী—পূর্কোক্ত মাষপর্ণীর গুণবিশিষ্ট, অধিকন্তু ইহা  
 লঘু এবং পিপাসা, ত্রিদোষ ও অর্শরোগ বিনাশক । প্রচলিত ভাষা নাম—



কাষ্ঠসারিবারুক্ষণসরিবানামগুণাঃ ।

সারিবা শারদাফোতা গোপকণ্ডা প্রতানিকা ।

গোপাঙ্গনা গোপবল্লী লতাহা কাষ্ঠসারিবা ॥ ৯৭ ॥

সারিবান্ধা কৃষ্ণমূলী ভদ্রা চন্দনসারিবা ।

ভদ্রা চন্দনগোপা চ চন্দনা কৃষ্ণবল্ল্যপি ॥ ৯৮ ॥

সারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্লকরং গুরু ।

অগ্নিমান্দ্যারুচিশাসবমিকাসতৃষাপহম্ ।

দোমত্রয়াশ্রপ্রদরজ্জ্বরাতিসারনাশনম্ ॥ ৯৯ ॥

যবাসধন্যবাসনামগুণাঃ ।

যাসো মরুদ্ভবোহনন্তো দীর্ঘমূলো যবাসকঃ ।

বালপত্রঃ সমুদ্রান্তো দূরমূলোহতিকণ্টকঃ ॥ ১০০ ॥

ধন্যাসস্তাত্রমূলী দুঃস্পর্শা স্যাদ্ দুর্ভালতা ।

যাসকঃ কচ্ছু বা তাত্রমূলী ধন্যবাসকঃ ॥ ১০১ ॥

অনন্তমূলের ও শ্রামালতার নাম ও গুণ ।

সারিবা, শারদা, অফোতা, গোপকণ্ডা, প্রতানিকা, গোপাঙ্গনা, গোপবল্লী, লতাহা, কাষ্ঠসারিবা, { করলা, সুগন্ধা, ভদ্রা, ভদ্রবল্লী, ভদ্রবল্লিকা, নাগজিহ্বা, গোপী, শ্রামা, উৎপলসারিবা, গোপবধু, অনন্তা, সারিবা, ধবলী, কুশোদরী, স্কোটা ও গোপা }, এই গুলি অনন্তমূলের নাম । কৃষ্ণমূলী, ভদ্রা, চন্দনসারিবা, ভদ্রা, চন্দনগোপা, চন্দনা, কৃষ্ণবল্লী, { কৃষ্ণা, গোপী, গোপা, গোপবল্লী, সারিবা, উৎপলসারিবা, সারিবা, শ্রামা, শ্রামালতা, গোপিনী, চিহ্নাশ্রিণী, দীর্ঘবন্ধিনী, কালপেয়ী, মহাশ্রামা, সুভদ্রা, দীর্ঘমূল, পালিন্দী ও মন্থরবিদলা }, এই গুলি শ্রামালতার পণ্যায় । অনন্তমূল ও শ্রামালতা—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্লজনক, গুরু এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, বমি, কাস, তৃষা, ত্রিদোষ, রক্তদোষ, প্রদর, জ্বর ও অতিসার বিনাশক । প্রচলিত ভাষা নাম—বদভাষায় অনন্তমূলসি । এবং হিন্দী ভাষায় ইহাকে “গোরিয়াসউ” বলে । শ্রামালতা স, কলঘণ্টী কো । এবং হিন্দী ভাষায় ইহাকে “করিয়াসউ” বলে ॥ ৯৭-৯৯ ॥

যবাস (দুর্ভালতা বা খাদির জাতীয়) ও দুর্ভালতার নাম ও গুণ ।

বাস, মরুদ্ভব, অনন্ত, দীর্ঘমূল, যবাসক, বালপত্র, সমুদ্রান্ত, দূরমূল, অতিকণ্টক,

যবাস, মরুদ্ভব, অনন্ত, দীর্ঘমূল, যবাসক, বালপত্র, সমুদ্রান্ত, দূরমূল, অতিকণ্টক, যবাস, মরুদ্ভব, অনন্ত, দীর্ঘমূল, যবাসক, বালপত্র, সমুদ্রান্ত, দূরমূল, অতিকণ্টক,



যাসঃ স্বাদুরসস্তিত্তো হিমঃ পিত্তহরো লঘুঃ ।

হস্তিকফরক্ত ভ্রাস্তীশুদ্রকষযাসক ॥ ১০২ ॥

মুণ্ডীনাংগুণাঃ ।

মুণ্ডী ভিক্ষুঃ পরিত্রাজী পাবনী স্রাৎ তপোধনা ।

শ্রাবণী শীমতী মুণ্ডী তিত্তা শ্রাবণশীর্ষকা ॥ ১০৩ ॥

মুণ্ডী তিত্তা কটুঃ পাকে বীৰ্য্যাণাং মধুরা লঘুঃ ।

মেধ্যা গণ্ডাপটীকৃচ্ছ কুমিষোন্মত্তিপাণ্ডুজিৎ ॥ ১০৪ ॥

মহামুণ্ডীভূমিকদম্বনাংগুণাঃ ।

মহামুণ্ডী লোভনীয়া ছিন্নগ্রস্থিনিকা স্মৃতা ।

ভূতবৃক্ষঃ কুলাহলো লম্বুশালুকদম্বকঃ !

কদম্বপুষ্পামুণ্ডীবৎ গুণৈর্ভূমিকদম্বকঃ ॥ ১০৫ ॥

ত্রিপার্ণিক, গান্ধারী ও অনন্তা}, এইগুলি যবাসের নাম। ধনুযাস, ভাসমূলী, দুম্পর্শী, ছালভা, যাসক, কঙ্কুরা ভাসমূলী, ধনুযাসক, { যাস, যবাস, দুম্পর্শ, রোদনী, কুনাশক, অনন্তা, সমুদ্রাত, ধনুযাস, যবাস, কঙ্কুরা, বিকটক, ভাসমূলী, পদ্মমূল্য, ইদংকার্ষ্য, ছুরালভা, ভাসমূলী, কঙ্কুরা, দুম্পর্শী, প্রবোধিনী, হৃদয়না, বিরূপা, কষায়া; ছুরাভগ্রহা, দুম্পর্শী ও দুম্পর্শী }। এইগুলি ছালভার নাম। যবাস ও ছুরালভা—স্বাদুরসযুক্ত, তিত্ত, শীতল, পিত্তনাশক, লঘু এবং রক্তদাষ, কফ ও ভ্রাস্তি বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ছুরালভা স। হুল্ললভাঙ্ক এবং হিন্দী ভাষায় ইহাকে “হিঙ্গুয়া” বলে ॥ ১০০—১০২ ॥

মুণ্ডীর নাম ও গুণ ।

মুণ্ডী, ভিক্ষু, পরিত্রাজী, পাবনী, তপোধনা, শ্রাবণী, শীমতী, তিত্তা, শ্রাবণ-শীর্ষকা; { অলম্বুয়া, পলম্বা, শ্রবণা, কদম্বপুষ্পা, ভূতলী, করুলা, অকুণা, মুণ্ডারিকা, মুণ্ডা ও মুণ্ডিতিকা }, এই সকল নাম মুণ্ডীপষায়ক। মুণ্ডী—তিক্ত, পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য, মধুর, লঘু, মেধাজনক এবং গলগণ্ড, অপটী, মূত্রকৃচ্ছ, ক্রমি, যোনিরোগ ও পাণ্ডুরোগ বিনাশ করে।

প্রচলিত ভাষা নাম বঙ্গভাষায়—মুণ্ডরী, হাইলমূল, মুগমুগিয়া এবং কেহ ইহাকে ধূলকুড়ী বা থানকুনি বলিয়া থাকে ॥ ১০৩—১০৪ ॥

মহামুণ্ডী ও ভূমিকদম্বের নাম ও গুণ ।

মহামুণ্ডী, লোভনীয়া, ছিন্নগ্রস্থিনিকা, { মহাশ্রাবণিকা, ও মহামুণ্ডনী ও মহামুণ্ডিকা }। এই দুইটি নাম—

অপামার্গনামগুণাঃ ।

অপামার্গস্ত শিখরী কিণহী খরমঞ্জরী ।

অধঃশল্যঃ শৈথিরিকঃ প্রত্যক্পুষ্ণা ময়ূরকা ॥ ১০৬ ॥

অপামার্গঃ সরস্তীক্সো দীপনঃ কফবাতজিৎ ।

নিহস্তি দন্ডসিদ্ধার্থঃ কণ্ডুশূলোদরাপচীঃ ॥ ১০৭ ॥

রক্তাপামার্গনামগুণাঃ ।

অথো রক্তো বৃন্তফলো বশিরঃ কপিপিপ্লনী ।

অপামার্গোহরুণো বাতবিষ্টস্তী ক্ষফনাশনঃ ।

উনং পূর্বগুণৈঃ রুক্ষস্তৎপত্রং রক্তপিপ্লনুং ॥ ১০৮ ॥

লম্বুগালু, কদম্বক, { ভূকন্ম, ভূমিকদম্বিকা, ভূমিকদম্বা, ভূমিকদম্ব, ভূমিপ, ভূমিজ, ভূম্বলভ, লম্বুপুষ্ণা, বৃন্তপুষ্ণা, বিব্রম্ব ব্রণহারক }, এই গুলি ভূইকদম্বের নাম। মহামুণ্ডী ও ভূমিকদম্ব—কদম্বপুষ্পের ও মুণ্ডীর গুণসংযুক্ত। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় মহামুণ্ডীকে বড়খুলকুড়ি বা বড়খানকুলি এবং ভূমিকদম্বকে ভূই-কদম্ব, কুকুরশোঁকা, কোকসিম ও বনমুলো বলে ॥ ১০৫ ॥

অপামার্গের নাম ও গুণ ।

• অপামার্গ, শিখরী, কিণহী, খরমঞ্জরী, অধঃশল্য, শৈথিরিক, প্রত্যক্পুষ্ণী, ময়ূরকা, { ধামার্গব, প্রত্যক্পণী, কাশপণী, কিণহা, আপাক্ক, কিশিকীশপর্ণ, চমংকার, শৈথরের, অধোমার্গ, কেশপণী, স্থলমঞ্জরী, অধোঘটা, ক্ষারমথ্যা, দুর্গ্রহা, দুর্গ্রহ, অপবণ্য, কাষ্ঠীরক, মর্কটী, তুরভিগ্রহ, বাসির, পরাক্পুষ্ণী, কণ্টী, কর্কপিপ্লনী, বটুমঞ্জরিকা, অঘাট, ফরক, পাণ্ডুকন্টক, পালাকন্ট, কুজ, মালাকন্ট ও আঘাট }, এই শব্দগুলি অপামার্গ পর্যায়ক। অপামার্গ—ভেদক, তীক্ষ্ণ, দীপক, এবং কফ, বাত, দ্রুত, সিদ্ধ, অর্শঃ, কণ্ডু, শূল, উদর ও অপচীরোগ বিনাশ করে।

প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় আপাং, আপাংগাছ ও চিচ্চিড়ে বলে। হিন্দিভাষায় ইহাকে “চিরচিরী” বলে ॥ ১০৬-১০৭ ॥

রক্ত অপামার্গের নাম ও গুণ ।

বৃন্তফল, বশির, কপিপিপ্লনী, { শিরোবৃন্তফল, ক্ষুদ্রাপামার্গ, ষট্টক, তৃম্বিনিকা, রক্তবিট্ ও কল্যাপত্রিকা }, এই সকল শব্দ রক্তাপামার্গের নামান্তর। রক্তাপা-মার্গ—বাতল, বিষ্টস্তজনক, কফনাশক, পূর্বোক্ত অপামার্গের গুণসমূহবিহীন ও রুক্ষ ॥ ইহার পত্র—রক্তপিপ্লবিনাশক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় রক্ত-

## কাম্পিল্যনামগুণাঃ ।

কাম্পিল্যো রেচনো রক্তচূর্ণকো ব্রণশোধনঃ ।

লোহিতে। রক্তশমনো রেচী রঞ্জনকো মতঃ ॥ ১০৯ ॥

কাম্পিল্যঃ কফপিত্তাস্রক্রিমিগুম্মোদরব্রণান্ ।

হস্তি রেচী কটুষ্ণঞ্চ তচ্ছাকং গ্রাহি শীতলম্ ॥ ১১০ ॥

## দন্তীনামগুণাঃ ।

দন্তী ঘৃণপ্রিয়া নাগদন্তী শীত্ৰানুকূলকঃ ।

উপচিহ্নানুকুন্তী স্রাদিশল্যোদ্রুম্বরচ্ছদা ॥ ১১১ ॥

আখুপর্ণী বৃষৈরগা দ্রবন্তী সর্বরী মতা।

মৃষাকাহ্না স্রুতশ্রেণী প্রত্যক্শ্রেণী চ ফজিকা ॥ ১১২ ॥

আপাং, রাক্ষাষাপাং, লাল আপাং রক্ত চিহ্নে বলে। হিন্দিভাষায় ইহাকে "লাল চিরচিরী" বলে ॥ ১০৮ ॥

## গুণারোচনী নাম ও গুণ ।

কাম্পিল্য, রেচন, রক্তচূর্ণক, ব্রণশোধন, লোহিত, রক্তশমন, রেচী, রঞ্জক, { কাম্পিল, কাম্পীল, কাম্পিল, রেচনী, কাম্পিলকা, রেচনা, পিকাক, লঘুপত্রক, রোচনী, কর্কশ, চল, রক্তাক, রোচন, কাম্পিলিকা, কাম্পীলক, গুণারোচনী, গুণারোচনিকা, কাম্পিলক, রেচনক, রঞ্জক, লোহিতাক ও কাম্পিল্য }, এই শব্দগুলি গুণারোচনীর পর্যায়। গুণারোচনী—কফ, রক্তপিত্ত, ক্রিমি, গুল্ম, উদর ও ব্রণ নাশক, ভেদক, কটু এবং উষ্ণগুণ-যুক্ত। ইহার শাক—মলসংরোধক ও শীতল। ইহা বৃষজাতীর স্রুগন্ধি দ্রব্য-বিশেষ। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে কমলাগুড়ী বলে। হিন্দী-ভাষায় ইহাকে "কম্বীলা" বলে ॥ ১০৯-১১০ ॥

## দন্তী ও বৃহদন্তীর নাম ও গুণ ।

দন্তী, ঘৃণপ্রিয়া, নাগদন্তী, শীত্ৰানুকূলক, উপচিহ্না, অহুকুন্তী, বিশল্যা, উদ্ভবচ্ছদা, আখুপর্ণী, বৃষৈরগা, দ্রবন্তী, সর্বরী, { শ্বেনঘটা, বারাহাকী, নিকুন্ত, এরণ্ডফলা, শীত্ৰা, উদ্ভবপর্ণী, মূলক, দন্তিনা, প্রত্যকপর্ণী, নিকুন্ত, নিকুন্তী, নাগফোতা, দন্তিনী, ভদ্রা, কক্ষা, রেচনী, অহুকুলা, নিশল্যা, চক্রদন্তী, মধুপুষ্পা, তরুণী, অহুরেবতী, বিশোধনী ও কুন্তী }, এই গুলি লঘুদন্তীর নাম। বৃহদন্তী, মৃষাকাহ্না, স্রুতশ্রেণী, প্রত্যকশ্রেণী, ফজিকা, { এরণ্ড-পত্রী, এরণ্ডপত্রিকা, এরণ্ডপত্রা, দ্রবন্তী, সঘরী, বুবা, চিহ্না, উপচিহ্না, ব্রথোমী ও এরণ্ডা }, এই শব্দগুলি বৃহদন্তী পর্যায়ক। দন্তী ও বৃহদন্তী—

দন্তীদ্বয়ং সরং পাকরসয়োঃ কটু দীপনম্ ।

তীক্ষ্ণোষ্ণং হস্তি পিত্তাস্থকফশোফোদরান্ কৃমীন ॥ ১১৩ ॥

জয়পালনামগুণাঃ ।

জয়পালো দন্তীবীজং খ্যাতন্তুং তিত্তিরীফলম্ ।

জয়পালো গুরুক্ষিণ্ণে রেচী পিত্তকফপহঃ ॥ ১১৪ ॥

শ্বেতত্রিফলনামগুণাঃ ।

ত্রিফলং কুস্তোহিরুণা ত্র্যশ্রভণ্ডী কূটরবাসিনী ।

সর্বানুভূতিপ্রিবৃতা ত্রিপুটা সরলাসিতা ॥ ১১৫ ॥

ত্রিপ্রতিক্তা সরা রুক্ষা স্বাদুরুক্ষা সমীরকুৎ ।

কটুঃ পাকে জ্বরশ্লেষ্মাপি ভ্রশোফোদরাপহা ॥ ১১৬ ॥

ভেদক, পাকেকটু, কটুরসায়ক, অগ্নিদীপক, তীক্ষ্ণ, ঊষ এবং রক্তপিত্ত, কফ, শোথ, উদর ও কুমিরোগ বিনাশ করে ॥ ১১২—১১৩ ॥

জয়পালের নাম ও গুণ ।

জয়পাল, দন্তীবীজ, তিত্তিরীফল { জৈপাল, সারক, রেচক, তিত্তিড়ী-ফল, মলদ্রাবি, বীজরেচন, কুস্তীবীজ, কুস্তিনীবীজ, বটাবীজ, নিকুস্তাখ্য-বীজ, শোধনীবীজ ও চক্রদন্তীবীজ }, এই নামগুলি জয়পালের নামান্তর ! জয়পাল—গুরু, ক্ষিণ্ণ, রেচক এবং কক ও পিত্তনাশক। প্রচলিত ভাষা-নাম—বঙ্গভাষায় জয়পাল স। জামালগোটা কো বলে ॥ ১১৪ ॥

রক্ত-তেউড়ী ও শ্বেত-তেউড়ীর নাম ও গুণ ।

ত্রিফল, কুস্ত, অরুণা, ত্র্যশ্রভণ্ডী, কূটরবাসিনী, { ব্যাভ্রাঙ্গনী, কূটরুণা, নিঃসৃত্তা, ত্রিবৃতা, কলিঙ্গা ও পরিপাকিনী }, এই শব্দগুলি রক্ত-তেউড়ীর নামান্তর। সর্কানুভূতি, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সরলা, সিতা, { ত্রিফল, বৃক্ষাকী, স্রবহা, ত্রিভণ্ডী, ত্রিপুটা, স্রবহা, রেচনী, সরগা, সরসা, রোচনী, মসুরী, ত্রিবেলা, ত্রিপ্রতিক্তা, শ্বেতা ও সারা }, এই গুলি শ্বেত-তেউড়ীর নাম। রক্ত-তেউড়ী ও শ্বেত-তেউড়ী—তিক্ত, রেচক, রুক্ষ, স্বাদু, উষ্ণ, বাতবর্দ্ধক, পাকে কটু এবং জ্বর, শ্লেষ্মা, পিত্ত, শোথ ও উদররোগ নাশক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় রক্ত-তেউড়ী ও শ্বেত-তেউড়ী স। এবং হিন্দীভাষায়

“রক্ত-তেউড়ী” ও “শ্বেত-তেউড়ী” নামক ।

## কৃষ্ণত্রিভুজানামগুণাঃ ।

ত্রিভুংকাল কালমেঘী কালপর্ণ্যর্দ্ধচন্দ্রিকা ।

স্বথেনাস্থান্মালিবিকা মসূরা বিদলান্বিতা ॥ ১১৭ ॥

ত্রিভুংকাল হীনগুণাঃ তস্যাস্তীত্রবিরেচিনী ।

মূচ্ছাদাহুমদভ্রান্তিবাস্তিকার্ষণকারিণী ॥ ১১৮ ॥

ইন্দ্রবারুণীবৃন্দাবনদ্বয়নামগুণাঃ ।

ইন্দ্রবারুণ্যথেষ্ট্রাহ্নঃ বৃনভাক্ষী গবাদিনী ।

ঐন্দ্রবারুঃ ক্ষুদ্রফলা বিষালৈন্দ্রী বৃষাদিনী ॥ ১১৯ ॥

অথেষ্ট্রবারুণী চিত্রফলা চিত্রামহাফলা ।

আত্মরক্ষা নাগদন্তী ত্রপুষী গজচিৰ্ভটী ॥ ১২০ ॥

শ্বেতপুষ্পী মৃগাক্ষী চ তথা পক্ষসূরা মতা ।

মরুদন্তবা কুমিগুহা চিত্রদেবী চ কীর্তিতা ॥ ১২১ ॥

## কালতেউড়ীর নাম ও গুণ ।

ত্রিভুং, কাল, কালমেঘী, কালপর্ণী, অর্দ্ধচন্দ্রিকা, স্বথেনা, 'মালিবিকা', মসূরা, বিদলান্বিতা, { স্ত্রীমা, পালিন্দী, স্বথেনিকা, মসূরবিদলা, অর্দ্ধচন্দ্রা, কালমেশিকা ও পালিন্দী }, এই সকল শব্দ কৃষ্ণতেউড়ীর নামান্তর। কৃষ্ণ-তেউড়ী শ্বেততেউড়ীর গুণ সমূহবিহীন। অত্যন্ত বিরেচক এবং মূচ্ছা, দাঁহ, মত্ততা, ভ্রান্তি, বমি ও কণ্ঠব্যর্ধকারণক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গ-ভাষায় কালতেউড়ী ম বলে। হিন্দিভাষায় ইহাকে "কাল পনিলর" বলে ॥ ১১৭—১১৮ ॥

## ইন্দ্রবারুণী ও বৃন্দাবনের নাম ও গুণ ।

ইন্দ্রবারুণী, ইন্দ্রাহ্ন, বৃনভাক্ষী, গবাদিনী, ঐন্দ্রবারু, ক্ষুদ্রফলা, বিশালা, ঐন্দ্রী, বৃষাদিনী, { চিত্রা, গবাক্ষী, বারুণী, ইন্দ্রবারুণিকা, ইন্দ্রা, অরুণা, ভটা, ও মৃগৈক্সীক }, এইগুলি ইন্দ্রবারুণীর নাম। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে রাখালশশা ক। মাঝালাড়ু ও রাখাললাড়ু ব, ঢা, ম, ত্রি, 'রা, বলে। চিত্র-ফলা, চিত্রা, মহাফলা, আত্মরক্ষা, নাগদন্তী, ত্রপুষী, গজচিৰ্ভটী, শ্বেতপুষ্পী, মৃগাক্ষী, পক্ষসূরা, মরুদন্তা, কুমিগুহা, চিত্রদেবী, { বিশালা, শ্বেতপুষ্পা, গবাক্ষী, মৃগৈক্সীক, মৃগাদিনী, গবাদিনী, পিটকোকী, ক্ষুদ্রসহা, ইন্দ্রচিৰ্ভটী, সূর্যা, বিষটী, গণকর্ণিকা, মাতা, অমরা, স্কর্ণা, 'সুফলা, তারকা

ঐন্দ্রবারুদ্রয়ং তিত্তং কটুপাকে সরং লঘু ।

বীৰ্য্যোক্ষং কামলাপিভকফপ্লাহোদরাপহম্ ॥ ১২২ ॥

আরম্ভধনামগুণাঃ ।

আরম্ভধো রাজবৃক্ষঃ শম্যাকঃ কৃতলালকঃ ।

ব্যাধিঘাতঃ কর্ণিকারঃ প্রগ্রহশ্চতুরঙ্গুলঃ ॥ ১২৩ ॥

আরোগ্যশিস্বী স্বর্ণাটঃ কর্ণো দীর্ঘফলো মৃতঃ ।

কুণ্ডলী হিমপুষ্পা চ কলিখাতঃ নৃপক্রমঃ ॥ ১২৪ ॥

স্বর্ণশেফালিকা শ্রাবা কুষ্ঠসূদননাম তৎ ।

স্বর্ণস্থান্না পিত্তলা চ স্বর্ণক্রম ঈরিতঃ ॥ ১২৫ ॥

আরম্ভধো গুরুঃ স্বাদুঃ শীতলো মৃদুরেচনঃ ।

জ্বরহ্রদ্রোগপিভ্রাত্রবাতোদাবর্তশূলজিৎ ॥ ১২৬ ॥

তৎপুষ্পং বাতলং গ্রাহি তিত্তং পিত্তকফাপহম্ ।

তন্মজ্জা মধুরং পাকে তিত্তঃ পিত্তসমীরজিৎ ॥ ১২৭ ॥

লতা, শক্রবল্লী, বিষাপহা, অমৃতা ও বিষবল্লী }, এই গুলি বৃন্দাবনের নাম । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কৌন্দরকী, কুঁদরকী বা বৃন্দাবন কো বলে । ইন্দ্রবারুণী ও বৃন্দাবন—তিত্ত, পাকে কটু, মারক, লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কামলা, পিত্ত, কফ, পীহা ও উদররোগ বিনাশ করে ॥ ১১৯-১২২ ॥

• • সোণালুর নাম ও গুণ ।

আরম্ভ, রাজবৃক্ষ ( রাক্রম, নৃপবৃক্ষ ইত্যাদি ), শম্যাক, কৃতলালক, ব্যাধি-ঘাত, কর্ণিকার, প্রগ্রহ, চতুরঙ্গুল, আরোগ্যশিস্বী স্বর্ণাট, কর্ণ, দীর্ঘফল, কুণ্ডলী, হিমপুষ্পা, কলিখাত, নৃপক্রম, স্বর্ণশেফালিকা, শ্রাবা, কুষ্ঠসূদননাম ( কুষ্ঠারি, কুষ্ঠ-নাশক ইত্যাদি ), স্বর্ণস্থান্ন, পিত্তলা, স্বর্ণক্রম, { চক্রপরিব্যাধ, জঠরমৃৎ, মল্লক, শম্পক, অরবিন্দ, কৃতলাল, স্বর্ণক, মস্থান, রোচন, হিমপুষ্প, রাজভক, কণ্ডুর, মহাকর্ণিকার, জ্বরাত্তক, অরুজ, স্বর্ণভরক, মহারাক্রম, সোণালু ও স্বর্ণাজ }, এই গুলি সোণালুর পর্যায় । সোণালু—গুরু, স্বাদু, শীতল, মৃদুবিরেচক এবং জ্বর, হ্রদ্রোগ, রক্তপিত্ত, বাত, উদাবর্ত ও শূলরোগ বিনাশক । ইহার পুষ্প—বাত-বর্জক, মলরোধক, তিত্ত এবং পিত্ত ও কফনাশক । ইহার মজ্জা ( আঁঠা )—

## নীলিনীনামগুণাঃ ।

নীলিনী নীলিকা গ্রাম্যা শ্রীফলা ভারবাহিনী ।

রঞ্জনী কলিকামেলা তুণী রুক্ষা বিশোধিনী ॥ ১২৮ ॥

নীলিনী রেচনৌ তিত্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা ।

উষ্ণা হস্ত্যদরপ্লীহবাতপিত্তকফানিলান্ ॥ ১২৯ ॥

## কটুকীনামগুণাঃ ।

কটুকী রোহিণী তিত্তা চক্রাঙ্গী কটুরোহিণী ।

মৎস্যপিত্তা পাণ্ডুরুহা কৃষ্ণভেদা দ্বিজাঙ্গিকা ॥ ১৩০ ॥

অশোকা রোহিণী মৎস্তা সকুলা সকুলাদিনী ।

কটুকী কটুপাকে চ তিত্তা রুক্ষা সরালঘৃণা ।

হিমা হস্তি কুমিশ্রাসদাহপিত্তকফজ্বরান্ ॥ ১৩১ ॥

সোনালু, সোনাল, সোন্দাল ও সোঁদাল ক সোনাইল ব। কানাইলড়ী চ। বানরলড়ী ও বান্দর লড়ী ম। সোণালু পা, চ, ষ, রা। এবং হিন্দিভাষায় ইহাকে “অমলভনী” ও “ধনবহেরা” বলে ॥ ১২৫-১২৭ ॥

## নীলবজ্রার নাম ও গুণ ।

নীলিকা, নীলিনী, গ্রাম্যা, শ্রীফলা; ভারবাহিনী, রঞ্জনী, কলিকা, মেলা, তুণী, রুক্ষা, বিশোধনী, { কালী, ক্রীতকিকা, গ্রামীণা, মথুপর্ণিকা, তুণা, দোলী, দুলী, দুলিকা, দ্রোণিকা, অক্লীকা, বৃৎসল, মেঘবর্ণা, গ্রামবী, গ্রামিনী, নীলপুঞ্জী, নীলা, নীলী, তুলী, দ্রোণী, তুচ্ছা, নীলপত্রী, রাজ্ঞী, কালী, শ্রামা, শোধনী, শ্রীফলা, ভদ্রা, ভারবাহী, মোচা, ব্যঞ্জনকেশী, কৃষ্ণা, মহাফলা, অগিতা, ক্রীতনী, কেশী, চারটিকা, গন্ধপুষ্পা, শ্রামলিকা, রত্নপত্রী, মহাবলা, স্থিররজা, রত্নপুঞ্জী, ক্রীতকা ও কালকেশী }, এই সকল নাম নীলশব্দের পঞ্চায়। নীলিনী—রেচক, তিত্ত, কেশের হিতকর, মোহ ও ভ্রমনাশক, উষ্ণবীৰ্য্য এবং উদর, প্রীহা, বাত, পিত্ত কফ ও বাতব্যাধি বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে নীলগাছক; নীলবজ্রা কো বলে ॥ ১২৮-১২৯ ॥

## কটুকীর নাম ও গুণ ।

কটুকী, রোহিণী, তিত্তা, চক্রাঙ্গী, কটুরোহিণী, মৎস্যপিত্তা, পাণ্ডুরুহা, কৃষ্ণভেদা, দ্বিজাঙ্গিকা, অশোকা, রোহিণী, মৎস্তা, সকুলা, সকুলাদিনী, { কটুকা,

অক্সেলিকনামগুণাঃ ।

অক্সেলকস্ত্রফলঃ পীতসারে। নিরোচকঃ।

গুপ্তেন্নেহো বিরেচী স্মাৎ ভূষিতো দীর্ঘকালকঃ ॥ ১৩২ ॥

অঙ্কোল্লকঃ কটুশ্লিখতীক্লেষণস্তবরো লঘুঃ ।

রেচনঃ কুমিশ্রলামশোফল্লেঙ্গবিষাপহঃ ॥ ১৩৩ ॥

তৎফলং শীতলং স্নাদু শ্লেষ্মলং বৃংহণং গুরু ।

বালং বিরেচনং বাতপিত্তদাহক্ষয়স্রাজিৎ ॥ ১৩৪ ॥

সেহুণামণ্ডাঃ ।

সেহেণ্ডো বজ্রতুণ্ডস্ত গাণ্ডীরো বজ্রকণ্টকঃ।

স্বহীমমশ্চ দুক্কোহসিপত্রো বজ্রী মহাতরুঃ ॥ ১৩৫ ॥

কৃষ্ণা, কৃষ্ণভেদী, মহোষধী, কট্টী, অঞ্জলী, কাণ্ডকৃষ্ণা, কট্ট, কট্টক, কোদারকট্টকা, অরিষ্টা, পামরী, ধবন্তরিগ্রন্থা, কান্তিদা, কট্টম্বর, কটম্বর, অশোকা, কাণ্ডকৃষ্ণা, তিজিকা, তিজুরোহিণিকা ও তিজুরোহিণী, এই সকল শব্দ কট্টকীর নাম। কট্টকী—পাকের কট্ট, তিজ, ক্রক, লঘু, শীতল এবং কৃমি, শ্বাস, দাহ, পিত্ত, কফ ও জ্বর নাশক। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কট্টকী ক, পা, চ, ঘ, ব, ঢা ; কট্টকা, রা, ত্রি, বলে। ১৩২-১৩১।

ଅଙ୍କୋର୍ଥେନ ନାମ ଓ ଗୁଣ ।

অঙ্কোলক, ভাজফল, পীতমার, নিরোচক, গুপ্তস্নেহ, বিরেচী, ভূষিত, দীর্ঘ-  
কীলক, অঙ্কোলক, { অঙ্কোট, অঙ্কোটক, অঙ্কোল, অঙ্কোল, নিকোচক, নিকোঠক  
বোধ, নেদ্রিষ্ট, কঙ্করোল, ধলস্থ, দুঢ়কটক, রামঠ, কোঠর, রেচী, দৃঢ়পত্র, মদন,  
দীর্ঘফল, গুণাঢ্যক, কোলক, লম্বকর্ণ, গন্ধপুষ্প, বিশালভৈলগর্ভ, অঙ্কোঠ, রোচন  
ও অঙ্কোঠক }, এই শব্দগুণি অঙ্কোঠ পর্যায়ক। অঙ্কোঠ—কটু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ,  
উষ্ণ, কৃষারসবিশিষ্ট, লঘু, রোচক এবং ক্রমি, শূল, আম, শেথ, কফ ও বিষ-  
নাশক। উহার ফল—শীতল, মধুর, স্নেহজনক, বৃংহণ, গুরু, বলকর, বিরেচক  
এবং বাত, পিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—  
বলভাষার ইহাকে 'আঁকড়' ও ধলা আঁকড় বলে; এবং হিন্দিভাষায় ইহাকে 'ঢেরা'  
বলে ॥ ১৩২-১৩৪ ॥

ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ନାମ 'ଓ' ଓଁ ।

সোহণ্ড, বজ্রভুণ্ড, গাণ্ডীর, বজ্রকটক, স্নহী, স্নমন্তহুণ্ড, অসিপত্র, বজ্রী, মহা-  
 উরু, { স্নহী, স্নক, স্নবা, স্নহা, স্নহি, সোহণ্ড, বজ্রফ, গুড়া, সিহণ্ড, নাগফ,



সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষেণ দীপনো কটুকো গুরুঃ ।

শূলামাষ্ট্রীলিকাখানগুল্মশোফোদরানিলান্ ।

হস্তি দুষীবিষপ্লাহুকুষ্ঠোন্মাদাশ্মপাণ্ডুতাঃ ॥ ১৩৬ ॥

নিম্ননামগুণাঃ ।

নিম্নো নিয়মনো নেতারিষ্টঃ স্রাৎ পারিভদ্রকঃ ।

স্রুতিভক্তঃ সৰ্ব্বতোভদ্রঃ পিচুমন্দঃ প্রভদ্রকঃ ॥ ১৩৭ ॥

কুষ্ঠহা দেবদন্তশ্চ রবিসন্নিভসূর্য্যকঃ ।

নিম্বঃ শীতো লঘুঃ গ্রাহী কটুপাকোহগ্নিবাৎকৃৎ ॥ ১৩৮ ॥

ত্রণপিত্তকফচ্ছর্দি কুষ্ঠজ্বলাসমেহনুৎ ।

নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং কৃমিপিত্তবিষপ্রণুৎ ॥ ১৩৯ ॥

তৎফলং ভেদনং স্নিগ্ধমুষ্ণং কুষ্ঠহরং লঘু ।

অপকং পাচয়েন্নিম্বঃ পক্কাপরিশোষয়েৎ ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণসার, বহুশাল, নিম্বিশপত্রিকা, নেত্রারি, শাখাকট, সিংহতুণ্ড ও রজ্জুফল }, এইগুলি স্নুহী শব্দের পর্য্যায় । স্নুহী—রেচক, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপ্তকর, কটুরসযুক্ত, গুরু এবং শূল, আম, অষ্ট্রীলা, আখান, গুল্ম, শোফ, উদর, বাত, দুষীবিষ, প্রীহা, কুষ্ঠ, উন্মাদ, অশ্মরী ও পাণ্ডুতা নিবারণ করে । প্রচলিত ভাষা নাম । বঙ্গভাষায়—সেইজ, সেজ, মনসাসেজ ও মনসা ক, চা, রা. ত্রি ; সেইজ-গাছ ব, সেজ পা, তাড়াসিজ য, বলে ॥ ১৩৫ — ১৩৬ ॥

নিম্বের নাম ও গুণ ।

নিম্ব, নিয়মন, নেতা, অরিষ্ট, পারিভদ্রক, স্রুতিভক্ত, সৰ্ব্বতোভদ্র, পিচুমন্দ, প্রভদ্রক, কুষ্ঠহা, দেবদন্ত, রবিসন্নিভ, সূর্য্যক । { হিষ্ণুনিধ্যাল, মালক, পিচুমন্দ, পক্ককৃৎ, পুষ্কারি, ছর্দন, অৰ্পপাদপ, পূকমালক, কীটক, বিবন্ধ, নিম্বক, কৈটর্য্য, শীত, বরডচ্, ছর্দিয়, প্রভদ্র, কাকফল, কৌষ্টে, স্রমনাঃ, শীর্ণপর্ণ, যবনেষ্ট, পীত-সারক, রাজভদ্রক, তিত্তক ও পারিভদ্র }, এই সকল শব্দ নিম্ব পর্য্যায়ক । নিম্ব-দ্বক—শীতল, লঘু, গ্রাহী, পাকে কটু, অগ্নিজনক, বাতবর্দ্ধক এবং ত্রণ, পিত্ত, কফ, বমি, কুষ্ঠ, জ্বলাস ( বিবিষা, বমনেচ্ছা ) ও মেহনাশক । ইহার পত্র চক্ষু-রোগে হিতকর এবং কৃমি, পিত্ত ও বিষনাশক । ইহার ফল—ভেদক, কুষ্ঠনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, লঘু, অপক ত্রণকে পাকায় এবং পক্কত্রণকে শুক করে । প্রচলিত ভাষা

মহানিষনামগুণাঃ ।

মহানিষো নিষকরঃ কামুকো বিষমুষ্টিকঃ ।

রম্যকো গিরিকোদ্রেকাক্ষীরঃ শ্রাৎ কেশমুষ্টিকা ॥ ১৪১ ॥

মহানিষো হিমো রূক্ষস্তিক্তো গ্রাহী কষায়কঃ ।

কফপিত্তকৃমিচ্ছর্দিরূক্সল্লাসরক্তজিৎ ॥ ১৪২ ॥

কিরাততিক্তনামগুণাঃ ।

কিরাততিক্তঃ কৈরাতো ভূনিষো রামসেনকঃ ।

কিরাতকোহন্যো নৈপালে নাড়ীতিক্তো জ্বরাস্তকঃ ॥ ১৪৩ ॥

কাণ্ডতিক্তোহর্দ্ধতিক্তঃ শ্রামিদ্ভারিঃ সন্নিপাতহা ।

কিরাতো বাতলো রূক্ষঃ শীতলস্তিক্তকো লঘুঃ ।

সন্নিপাতজ্বরশ্বাসকাসপিভাশ্রদাহনুৎ ॥ ১৪৪ ॥

মহানিষের নাম ও গুণ ।

মহানিষ, নিষকর, কামুক, বিষমুষ্টিক, রম্যক, গিরিক, উদ্রেক, ক্ষীর, কেশমুষ্টিকা, { কেশমুষ্টি, নিষকর, কামুক, কৈটধ্য, পবনেট, পার্শ্বত, মহাতিক্ত ও হিমজম }, এই সকল শব্দ মহানিষপরিধায়ক। মহানিষ—শীতগুণযুক্ত, রূক্ষ, তিক্ত, গ্রাহী, কষায়গুণসম্বন্ধিত এবং কফ, পিত্ত, কৃমি, বমি, কুষ্ঠ, বমনেচ্ছা ও রক্তদোষবিনাশক। প্রচলিত ভাষানাম। বঙ্গভাষায় মহানিষ ও ঘোড়ানিষ এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “বকাইন” বলে ॥ ১৪১-১৪২ ॥

কিরাতের নাম ও গুণ ।

কিরাততিক্ত, কৈরাত, ভূনিষ, রামসেনক, { কিরাত, কিরাতক, অনাধ্য-তিক্ত, চিরতিক্ত, চিরাতিক্ত, তিক্তক, স্মৃতিক্তক, চিরাটিকা, কটুতিক্ত, হৈম, কাণ্ডতিক্ত }, এই গুলি কিরাতের নাম। কাণ্ডতিক্ত, নৈপাল, নাড়ী-তিক্ত, জ্বরাস্তকঃ কিরাতক, অর্দ্ধতিক্ত, নিভ্রারি, সন্নিপাতহা, { নেপালনিষ, ভূগনিষ, নাড়ীতিক্ত ও সন্নিপাতরিপু }, এই শব্দগুলি নেপাল দেশীয় কিরাতকের নাম। নেপালদেশে ইহাকে নিষ বলে। চিরতা—বাতল, রূক্ষ, শীতল, তিক্তরসাত্মক, লঘু এবং সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ, পিত্ত ও দাহ নিবারিত হয়। প্রচলিত ভাষানাম; বঙ্গভাষায়

কুটজনামগুণাঃ ।

কুটজো মল্লিকাপুষ্পঃ কলিঙ্গো গিরিমল্লিকা ।

বৎসকঃ কুটজঃ কোটিবৃক্ষকঃ শক্রভুরু হঃ ॥ ১৪৫ ॥

কুটজঃ কটুকো রুক্ষো দীপনস্তবরো লঘুঃ ॥

অর্শোহৃতিসারপিত্তাশ্রকফতৃষণমকুষ্ঠনুৎ ।

তৎপুষ্পং বাতলং শীতং তিস্তং পিত্তাতিসারজিৎ ॥ ১৪৬ ॥

ইন্দ্রযবনামগুণাঃ ।

ঐন্দ্রযবস্তস্য ফলং কালিঙ্গঃ কোটজো মতঃ ।

শক্রাংশঃ পুরুহুতশ্চ প্রোক্তো ভদ্রযবস্তথা ॥ ১৪৭ ॥

ঐন্দ্রযবস্ত্রিদোষনঃ সংগ্রাহী শীতলঃ কটুঃ ।

জ্বরাসাররক্তাশঃ কুমিবীষপকুষ্ঠনুৎ ॥ ১৪৮ ॥

কুটজের নাম ও গুণ ।

কুটজ, মল্লিকাপুষ্প, কলিঙ্গ, গিরিমল্লিকা, বৎসক, কুটজ, কোটিবৃক্ষক, শক্রভুরু, { কুটচ, কুটক, শক্র, শক্র, পাণ্ডুর, কটুক, শক্রাশন, কোটজ, তিস্তক, রক্তনাশক, শক্রাংশ, বৃক্ষক, শক্রপর্ধ্যায় (ইন্দ্র, দেবরাজ, সুরেশ ইত্যাদি), কাহী, কালিঙ্গ, প্রাবৃষ্য, শক্রপাদপ ও বরতিস্তক }, এই সকল শব্দ কুটজের নামান্তর। কুটজ—কটুস্বাদক, রুক্ষ, অগ্নিপ্রদীপক, কষায়-রসায়ক, লঘু এবং অর্শঃ, অতীনার, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, তৃষ্ণা, আম ও কুষ্ঠবিনাশক। ইহার পুষ্প—বাতবর্দ্ধক, শীতল, তিস্ত ও পিত্ত এবং অতীনার বিনাশ করিয়া থাকে। প্রচলিত ভাবানাম—বজ্রভাবায় কুড়চি, ক্রুচিক। কুটরাজ ব, জি, বঃ কুরচা, রা, কুটেশ্বর ম। এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “কোটরয়া” বলে ॥ ১৪৫—১৪৬ ॥

ইন্দ্রযবের নাম ও গুণ ।

ঐন্দ্রযব, কুটজফল, কালিঙ্গ, কোটজ, শক্রাংশ, পুরুহুত, ভদ্রযব, { কালিঙ্গ, কলিঙ্গক, শক্রবীজ, বৎসক, বৎসকবীজ, কলিঙ্গবীজ, কুটজ, কুটজবীজ, ভদ্রজ, যব, ইন্দ্রযব, ইন্দ্রবীজ ও ইন্দ্রসহ }, এই সকল শব্দ ইন্দ্রযবের নামান্তর। ইন্দ্রযব—ত্রিদোষনাশক, সংগ্রাহী, শীতল, কটু এবং জ্বর, অতীনার, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, কুমি, বীষপ ও কুষ্ঠরোগ নিবারণ করে। প্রচলিত, বজ্রভাবায় ইহাকে ইন্দ্রযব বলে ॥ ১৪৭—১৪৮ ॥

মদননামগুণাঃ ।

মদন শ্চর্দনঃ পিণ্ডী রাব্‌পিণ্ডাস্তকং ফলম্ ।  
করহাট্‌চ তগরঃ শল্যকো বিষপুষ্পকঃ ॥ ১৪৯ ॥  
মদনো বমনস্তিত্তো বীৰ্য্যোষো লেখনো লঘুঃ ।  
রুক্ষঃ কুষ্ঠকফানাহশোফগুলাত্রণাপহঃ ॥ ১৫০ ॥

কঙ্কুষ্ঠনামগুণাঃ ।

কঙ্কুষ্ঠং কঙ্কাককুষ্ঠং রেচনং রঙ্গনামকম্ ।  
শোধনং পুলহং হাসং বরাস্তং কুঞ্জবালুকম্ ॥ ১৫১ ॥  
কঙ্কুষ্ঠং রেচনং তিত্তং কদ্বয়ং বর্ণকারকম্ ।  
কুমিশোফোদরাগানগুল্যানাহকফাপহম্ ॥ ১৫২ ॥

ক্ষীরিণীনামগুণাঃ ।

হেমাহ্‌ কনকক্ষীরী হেমপুষ্পী হিগাবতী ।  
ক্ষীরিণী কাঞ্চনক্ষীরী কটুপণা চিকর্ষণী ॥ ১৫৩ ॥

মদনফলের নাম ও গুণ ।

মদন, শ্চর্দন, পিণ্ড, রাব্‌, পিণ্ডাস্তক, ফল, করহাট, তগর, শল্যক, বিষপুষ্পক, { নট, পিণ্ডীভক, পিচুক, মুচুকুন্দ, কটকী, করহাটক, শল্য, মদন, কণ্ট, রাম-চ্চর্দনক, রামাচ্চর্দনক, কৈটর্য্য, ধার্ম্মকল, মকুবক ও মদনক }, এই শব্দগুলি মদন পর্য্যায়ক । মদন—বমিকারক, তিত্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, লেখন ( রুশতাজনক ), রুক্ষ এবং কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, গুলা ও ত্রণনাশ করে । প্রচলিত ভাষা নাম—বলভাষায় ইহাকে ময়ানা এবং হিন্দীভাষায় “পেড়িরা” বলে ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

কঙ্কুষ্ঠের নাম ও গুণ ।

কঙ্কুষ্ঠ, কঙ্কাককুষ্ঠ, রেচন, রঙ্গনামক, শোধন, পুলহ, হাস, বরাস্ত, কুঞ্জবালুক, { কালকুষ্ঠ, বিদঙ্গ, রঙ্গনায়ক, রেচক, পুলক, শোধক, কঙ্কুষ্ঠক ও কালপালক }, এই শব্দগুলি কঙ্কুষ্ঠের পর্য্যায় । ইহা একপ্রকার পার্শ্বভীম মৃত্তিকা । কঙ্কুষ্ঠ—রেচক, তিত্ত, কৈষদ্রুয়, বর্ণকারক এবং কুমি, শোধ, উদরাগান, গুলা, আনাহ ও ককনাশক ॥ ১৫১-১৫২ ॥

ক্ষীরিণীর নাম ও গুণ ।

হেমাহ্‌, কনকক্ষীরী, হেমপুষ্পী, হিগাবতী, ক্ষীরিণী, কাঞ্চনক্ষীরী, কটুপর্ণী, চিকর্ষণী

তিক্তদুগ্ধা হৈমবতী পীতদুগ্ধা হিমাদ্রিকা ।

হেমাহ্না রেচনী তিত্তা মন্দাগ্ন্যুৎক্রেদকারিণী ।

কৃমিকণ্ডুকফানাহবিষকুষ্ঠবিনাশনী ॥ ১৫৪ ॥

সাতলানামগুণাঃ ।

সাতলা বিরলা সারী সৎফলা বহুফেনকা ।

চর্মসাহ্না চর্মকসা ফেনা দীপ্তা চ নালিকা ॥ ১৫৫ ॥

সাতলা কটুকা পাকে বাতলা শীতলা লঘুঃ ।

তিক্তা শোধকফানাহপিত্তোদাবর্তরক্তজিৎ ॥ ১৫৬ ॥

অশ্মান্তকনামগুণাঃ ।

অশ্মান্ত মালুকাপাত্রো যুগ্মপাত্রোহয়পত্রকঃ ।

লক্ষ্মব্রগধনোনিঃ স্রাৎ কুশলী পাপনাশনঃ ॥ ১৫৭ ॥

কর্ণী, ত্রিষদুগ্ধা, পটুপর্ণিক, যবচক্রী ও হিমোদ্ভবা }, এই শব্দ সকল ক্ষীরিণী পর্যায়ক । ক্ষীরিণী—রেচক, তিত্তরসাত্মক, মন্দাগ্নির উৎক্রেদ (তরলতা) কারক এবং কৃমি, কণ্ডু, কফ, আনাহ, বিষ ও কুষ্ঠ বিনাশ করে । প্রচলিত ভাষা নাম—বজ্রভাষায় ইহাকে ক্ষীরিণী স, চোব্ কো ; এবং হিন্দীভাষায় “চোষ” বলে ॥ ১৫৪-৫৪ ॥

সাতলার নাম ও গুণ ।

সাতলা, বিরলা, সারী, সৎফলা, বহুফেনকা, চর্মসাহ্না, চর্মকসা, ফেনা, দীপ্তা, নালিকা, { সপ্তলা, অমলা, বিন্দুলা, বিমলা, বহুফেনা, চর্মকসা, বিষাণিকা, স্নগপুস্পী, পলঘনা, শাতলা, ভূরিফেনা ও চর্মকরা }, এই নামগুলি সাতলা পর্যায়ক । সাতলা—পাকে কটু, বাতল, শীতল, লঘু, তিত্তরসবিশিষ্ট এবং শোধ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত ও রক্তদোষনাশক । প্রচলিত ভাষানাম—বজ্রভাষায় সাতলা স, পাতালকৌড় কো বলে ॥ ১৫৫-১৫৬ ॥

অশ্মান্তকের নাম ও গুণ ।

অশ্মান্ত, মালুকাপাত্র, যুগ্মপত্র, অম্লপত্রক, লক্ষ্মব্রগ, অখণোনি, কুশলী, পাপনাশন, { ইন্দুক, অম্লপত্র, নীলপত্র ও সমলপত্রক } । এই শব্দগুলি অশ্মান্তকের নামান্তর । অশ্মান্তক—ভূবর (কষায়রসবিশিষ্ট), সংগ্রাহী, শীতল, উষ্ণবীৰ্য, কফ ও বাতনাশক এবং গণ্ডমালা, রক্তপিত্ত, গলগণ্ড, ও গলাধর (গলরোগ)

অশ্মন্তস্তবরো গ্রাহী শীতোষ্ণঃ কফবাতজিৎ ।

নিহন্তি গণ্ডমালাত্ৰগলগণ্ডগলাময়ান্ ।

তৎফলং লেখনং গ্রাহি গুরুশ্লেষ্মানিলাপহম্ ॥ ১৫৮ ॥

কাঞ্চনারগুণাঃ ।

কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকঃ পাকারী রক্তপুষ্পকঃ ।

কোবিদারোহস্য ভেদঃ স্যাৎ কুদালঃ কুড়লী কুলী ॥ ১৫৯ ॥

আফ্রোতো দালকঃ স্বল্পকেশরশ্চমরী মতাঃ ।

কাঞ্চনারো হিমৌ গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ ॥ ১৬০ ॥

ক্রিমিকুষ্ঠগুদভ্রংশগণ্ডমালাত্রণাপহঃ ।

কোবিদারোহপি তদ্রৎ স্যাৎ পুষ্পং শীতং তয়োর্লঘু ।

রুক্ষং সংগ্রাহি পিত্তাত্ত্রপ্রদরুক্ষতকাসনুৎ ॥ ১৬১ ॥

বিনাশ করে। ইহার ফল—কুণ্ডাকারক, সংগ্রাহী, গুরু এবং শ্লেষ্মা ও বাত-  
বিনাশক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে অশ্মন্তক স, এবং হিন্দী-  
ভাষায় “আবুটা” বলে ॥ ১৫৭-১৫৮ ॥

কাঞ্চনার ও কোবিদারের নাম ও গুণ ।

কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, পাকারি, রক্তপুষ্পক, { কাঞ্চনাল, কর্কদার  
গণ্ডারি, শোণপুষ্পক, রক্তকাঞ্চন ও কাঞ্চন }, ইহাদিগকে রক্তকাঞ্চনের  
নাম বলা যায়। কোবিদার, কুদাল, কুড়লী, কুলী, আফ্রোত, দালক,  
স্বল্পকেশর, চমরী, { কুন্দার, চমরিক, কুন্দাল, যুগপত্র, রক্তকাঞ্চন,  
কাঞ্চনাল, কাঞ্চনার, তাত্রপুষ্প, বিদল, বলকারক, করক, কান্তপুষ্প,  
কান্তারি, যমলাচ্ছদ, যুগপত্রক ও অশ্মন্তক }, এইগুলি কোবিদারের  
নামান্তর। কাঞ্চনার—শীতল, গ্রাহী, কষায় রসায়ক এবং কফ, পিত্ত,  
ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ (হালীশ), গণ্ডমালা ও ত্রণনাশক। কোবিদার—  
ইহাও কাঞ্চনারের গুণবিশিষ্ট। উভয়ের রুস—শীতল, লঘু, রুক্ষ, সংগ্রাহ  
এবং রক্তপিত্ত, প্রদর, কত ও কাসরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা-  
নাম—বঙ্গভাষায় কাঞ্চনারকে কাঞ্চনকুল এবং কোবিদারকে লাল-  
কাঞ্চন বা রক্তকাঞ্চন বলে এবং হিন্দীভাষায় উভয়কেই “কাচনার”  
বলে ॥ ১৫৯-১৬১ ॥

মদনবিনোদঃ ।

নিগুণ্ডীদ্বয়নামগুণাঃ ।

নিগুণ্ডী শ্বেতকুম্মঃ সিন্দুবারকঃ ।

ভূতকেশ্যপরো নীলসিন্দুকঃ পুষ্পনীলকঃ ॥ ১৬২ ॥

শেফালিকা শীতভীরুর্বনকোহনিলমঞ্জরী ।

নিগুণ্ডী স্মৃতিদা তিক্তা কষায়া কট্টুকা লঘুঃ ॥ ১৬৩ ॥

কেশ্যা নেত্রহিতা হস্তি শূলশোথামমারুতান্ ।

ক্রিমিকুষ্ঠারুচিঃ শ্লেষ্মব্রণাম্মীলাপি তদ্ দ্বিধা ॥ ১৬৪ ॥

মেঘশৃঙ্গীনামগুণাঃ ।

মেঘশৃঙ্গী মেঘবল্লী সপ্তদংষ্ট্রাজশৃঙ্গিকা ।

অগ্না ভূ দক্ষিণাবর্তা বৃশ্চিকালী বিষাণিকা ॥ ১৬৫ ॥

শ্বেতনিসিন্ধে ও নীল নিসিন্ধে নাম ও গুণ ।

নিগুণ্ডী, শ্বেতকুম্ম, সিন্দুক, সিন্দুবারক, { সিন্দুক, সিন্দুবারক, সিন্দুবারিকা, সিন্দুবারিত ও শুক্লপৃষ্ঠক } এই নামগুলি শ্বেতপুষ্প নিগুণ্ডী পর্যায়ক । ভূতকেশী, নীলসিন্দুক পুষ্পনীলক, শেফালিকা, শীতভীরু, বনক, অনিলমঞ্জরী, { ইন্দ্রসুরিষ, নীলনিগুণ্ডী, ইন্দ্রসুরস, ইন্দ্রাণী, পৌলোমা, শক্রাণী, কাসনাশিনী, সুরসা, সিদ্ধু, বিসুদ্ধক, সুরস, স্থিরসাধনক, অনন্ত, সিদ্ধক, অর্ধসিদ্ধক, কপিকা, শীতসহ, নিগুণ্ডী, নীলসিন্দুক ও নীলিকা } । এই শব্দগুলি নীলপুষ্প নিগুণ্ডীপরিণামক । উভয়বিধ নিসিন্ধাই—স্মৃতি-বর্দ্ধক, তিত্তরসযুক্ত, কষায়রসায়ক, কট্টু, লঘু, কেশের উজ্জলতাকারক, চক্ষুরোগে হিতকর এবং শূল, শোথ, আমবাত, কৃমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্লেষ্মা ও ব্রণনাশক । প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে শ্বেত-নিসিন্ধে—ও নীল নিসিন্ধে এবং হিন্দীভাষায় “ইন্ডুচুর, সেউড়ী ও খণ্ডী” বলে ॥ ১৬২-১৬৪ ॥

মেঘশৃঙ্গীর ও বৃশ্চিকালীর নাম ও গুণ ।

মেঘশৃঙ্গী, মেঘবল্লী, সপ্তদংষ্ট্রা, অজশৃঙ্গিকা, { নন্দীশৃঙ্গ, মেঘবিষাণিকা, চক্ষুঃ, চক্ষুর্বহল, ষেট্ শৃঙ্গী, গ্রহক্রমা, বহলচক্ষুঃ ও বিষাণী }, এই শব্দগুলি মেঘশৃঙ্গীর নামান্তর । দক্ষিণাবর্তা, বৃশ্চিকালী, বিষাণিকা, { বৃশ্চিকত্রী, বিষত্রী, বিষাণী, নাগদন্তিকা, সপ্তদংষ্ট্রা, অমরাভালী, উষ্ট্র গুসর পুচ্ছিকা, কালী, নেত্ররোগহা, উষ্ট্রিকা, অলিপণী, দক্ষিণাবর্তকী, কালিকা, আগমাবর্তা-দেবলাঙ্গুলিকা, করভা, ভুরিহুয়া, কর্কাশা, স্বর্ণদী, যুগ্মফলী, ক্ষীরবিষা-

মেঘশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা কাসনাশনী ।

রুক্ষা পাকে কটুঃ পিত্তত্রণশ্লেষ্মাক্ষিশূলনুৎ ॥ ১৬৬ ॥

পুনর্নবান্ননামগুণাঃ ।

পুনর্নবা শ্বেতমূলা পৃথ্বীকো দীর্ঘপত্রকঃ ।

বিষাদদীর্ঘবর্ষাভূঃ পুনর্ভূর্মণ্ডলচ্ছদা ॥ ১৬৭ ॥

পুনর্নবা সরা তিক্তা রুক্ষোষণা মধুরা কটুঃ ।

পুনর্নবারুণা তিক্তা রক্তপুষ্পা কটিল্লকা ॥ ১৬৮ ॥

ক্রুরকঃ ক্ষুদ্রবর্ষাভূর্বর্ষকেতুঃ শিবাটিকা ।

শোফানিলত্রণশ্লেষ্মহরা রচ্যা রনায়নী ॥ ১৬৯ ॥

পুনর্নবা বরা তিক্তা কটুপাকা হিমা লঘুঃ ।

বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষ্মরক্তপিত্তবিনাশিনী ॥ ১৭০ ॥

শিকা ও ভাস্করপুষ্পা । এই শব্দগুলি বৃষ্টিকালী পর্যায়ক । মেঘশৃঙ্গী ও বৃষ্টিকালী—তিক্তরসবিশিষ্ট, বাতবর্ধক কাসনাশক, রুক্ষ, পাকে কটু এবং পিত্ত, ত্রণ, শ্লেষ্মা ও ক্ষিশূলনাশক । প্রচলিত ভাষা নাম—মেঘশৃঙ্গীকে মেড়াশৃঙ্গী এবং বৃষ্টিকালীকে বিছুটা, চোকড়া ও চোত্ৰা বলে ॥ ১৬৫-১৬৬ ॥

শ্বেতপুনর্নবা ও রক্তপুনর্নবার নাম ও গুণ ।

পুনর্নবা, শ্বেতমূলা, পৃথ্বীক, দীর্ঘপত্রক, বিষাদদীর্ঘবর্ষাভূ, পুনর্ভূ, মণ্ডলচ্ছদা, { বৃক্ষী, চিরাটিকা, বর্ষাকী, বিশাখ, কটিল্ল, শিবাটিকা, পৃথ্বী, ঘনপত্র, কটিল্লক, সিত্তবর্ষাভূ }, এই শব্দগুলি শ্বেতপুনর্নবার নাম । শ্বেতপুনর্নবা—ভেদক, তিক্তরসাত্মক, রুক্ষ, উষ্ণ; মধুর এবং কটু । পুনর্নবা, অরুণা, তিক্তা, রক্তপুষ্পা, কটিল্লকা, ক্রুরক, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বর্ষকেতু, শিবাটিকা, শাখয়ী, বর্ষাভূ, প্রসারণী, কটিল্লক, ক্রুরা, মণ্ডলপত্রিকা, রক্তকাণ্ডা, লোহিতা, রক্তপত্রিকা, বৈশাখী, রক্তবর্ষাভূ, শোফরী, রক্তপুষ্পিকা, বিক-  
শরা, প্রায়ুষেণা সারিণী, বর্ষাভব, শোণপত্র, ভৌম, পুনর্নব, নব ও নব্য । এই শব্দগুলি রক্তপুনর্নবার নামান্তর । রক্তপুনর্নবা—অত্যন্ত তিক্ত, পাকে কটু, শীতল, লঘু, বাতবর্ধক; সংগ্রাহী এবং শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশ করে । প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষার শ্বেতপুনর্নবকে সেপুলে, শ্বেতগাঁদাবলে ও রক্তপুনর্নবকে রাজাগাঁদাবলে শাক বলে ॥ ১৬৭-১৭০ ॥



## রাস্তানামগুণাঃ ।

রাস্তা রম্যা যুক্তরসা রসনা গন্ধনাকুলী ।

স্বগন্ধমূলাতিরসা শ্রেয়সী স্তবরা সর৷ ॥ ১৭১ ॥

রাস্তামপাচনী তিত্তা গুরুক্ষা শ্লেষ্মবাতজিৎ ।

শোফশ্বাসৃসমীরাস্তবাতশূলোদরাপহা ॥ ১৭২ ॥

## অশ্বগন্ধানামগুণাঃ ।

অশ্বগন্ধা তুরঙ্গাহ্বা গোকর্ণশ্চাবরোহকঃ ।

বরাহকর্ণী বরদা বল্যা বাজীকরী বুধা ॥ ১৭৩ ॥

অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্মশোফশ্চিত্তক্ৰয়াপহা ।

বল্যা রসায়নী তিত্তা কষায়োক্ষাতি শুক্রলা ॥ ১৭৪ ॥

## প্রসারগীনামগুণাঃ ।

প্রসারগী রাজালা চারুপর্ণী প্রতানিকা ।

শরগী সারগী ভদ্রপর্ণী স্প্রসরা সর৷ ॥ ১৭৫ ॥

## রাস্তার নাম ও গুণ ।

রাস্তা, রম্যা, যুক্তরসা, রসনা, গন্ধনাকুলী, স্তবগন্ধমূলা, অভিবসা, শ্রেয়সী, স্তবরা, সর৷, { দ্রোণগন্ধিকা, সর্পগন্ধা, পলঙ্গা, নাকুলী, স্তবনা, লগন্ধা, নকুলেষ্ঠা, ভূজভাঙ্গী, ছত্রাকী, সবহা, বসা, রসাতা ও এলাপর্ণী }, এই শব্দগুলি রাস্তার নামান্তর। রাস্তা—আমপাচক, তিক্তরসযুক্ত, গুরু, উষ্ণ এবং শ্লেষ্ম, বাত, শোথ, শ্বাস, বাতন্যাধি, বাতরক্ত, শূল ও উদররোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বজ্রভাষার ইহাকে রাস্তা ও রক্তভাণ্ডাল ক, রাস্তা ব, পা এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “রাস্তানা” বলে ॥ ১৭১-১৭২ ॥

## অশ্বগন্ধার নাম ও গুণ ।

অশ্বগন্ধা, তুরঙ্গাহ্বা, গোকর্ণ, অবরোহক, বরাহকর্ণী, বরদা, বল্যা, বাজীকরী, বুধা, { অশ্বকন্দিকা, কাষুকা, অশ্বাবরোহক, অশ্বনোহা, হস্তগন্ধা, বাজীগন্ধ, অশ্বগন্ধিকা, তুরগগন্ধা, অশ্বাবরোহিকা, তুরগা, বাজিনী, বলঙ্গা, অনরোহিকা, হয়া, পুষ্টিদা, বলদা: পুষ্টি, গীবরী, পলাশপর্ণী, বাতন্ত্রী, শ্রামলা, কামরূপিনী, কালা, প্রিয়করী, গন্ধপতী, হস্তপ্রিয়া বারাহপতী, বারাহপর্ণী ও কৃষ্ণগন্ধিনী }, এই শব্দসমূহ অশ্বগন্ধাপর্যায়ক। অশ্বগন্ধা—বাত, শ্লেষ্মা, শোথ, শ্বিত্র (ধবলকৃষ্ণ) ও ক্লমরোগনাশক, বলকর, রসায়ন, তিক্ত, কষায়রসাত্মক, উষ্ণ এবং অত্যন্ত শুক্রজনক। হিন্দীভাষায় ইহাকে “অশ্বগন্ধ” বলে ॥ ১৭৩-১৭৪ ॥

প্রসারণী গুরুবর্ষা সন্ধানবলকুৎ সর।

বৌর্যোক্ষা বাতনুৎ তিত্তা বাতরক্তকফাপহা ॥ ১৭৬ ॥

শতাবরীনামগুণাঃ ।

শতাবরী দ্বীপিশত্রুদ্বিপকাধরকটকা ।

নারায়ণী শতপদী শতপাদ্ বহুপত্রিকা ॥ ১৭৭ ॥

শতাবরী গুরুঃ শীতা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা রসায়নী ।

শুক্রেস্তন্যকরা বল্যা বাতপিভ্রাশ্রশোফজিৎ ॥ ১৭৮ ॥

মহাশতাবরীনামগুণাঃ ।

শতাবর্যুদ্বিকণ্ট্যনা পীবরী ধীবরী বরী ।

অভীরুর্বহুপত্রা চ মহাপুরুষদন্তিকা ১৭৯ ॥

প্রসারণী নাম ও গুণ ।

প্রসারণী, রাজবল, চারুপর্ণী, প্রতানিকা, শরণী, সারিণী, ভদ্রপর্ণী, সুপ্রসবা, সর, { প্রসব, রাজবালা, প্রবল, রাজপর্ণী, চন্দ্রপর্ণী, ভদ্রবলা, চন্দ্রবল্লী, প্রভদ্রা, প্রসারিণী, বল্যা, কটন্তরা, সল্লী, গন্ধালী, শরণা, সরণা, গন্ধাত্যা, গন্ধভদ্রা, গন্ধালিকা, 'সারিণী ও গন্ধালী' }; এই সকল শব্দ প্রসারণী পর্যায়ক । প্রসারণী — গুরু, বলকর, ভগ্নসন্ধানকর ( ভাঙ্গাহাড় যোড়া লাগায় ), উষ্ণবীৰ্য্য, বাতনাশক, তিক্তরসযুক্ত এবং বাতরক্ত ও কফনাশক । প্রচলিত ভাবানাম—বলভাবায় ইহাকে গন্ধভাদালে ও গাঙ্কাইল ক, গন্ধকাদালে, পাতভাদালিয়া য, ভাদালী ও গন্ধভাদালী চ, ভাদ্লা ব, ভাদাইল চা, গন্ধভাদালিয়া পা, রা, ত্রি, গাঁধালী কো, বলে ॥ ১৭৫-১৭৬ ॥

• • শতাবরী নাম ও গুণ ।

শতাবরী, দ্বীপিশত্রু, দ্বিপকা, ধবকটকা, নারায়ণী, শতপদী, শতপাদ্, বহুপত্রিকা, { বহুশ্রুতা, ভীক, ইন্দীবরী, বরী, ঋষাপ্রোক্তা, ভীকপত্রী; অহেক, অভীক, অভীকপত্রী, মহাপুরুষদন্তা, রজিণী, শটী, ওষাগতা, কাঞ্চনকারিণী, মদভঞ্জিনী, মহাশীতা, পীবরা, দিব্যা, দ্বীপিকা, বুয়া, সূক্ষ্মপত্রা, সূক্ষ্মপত্রিকা, সুপত্রা, বহুমূলী, শতাহুয়া, স্বাহুংসা, লঘুপর্ণিকা, শতাহুয়া, আশ্বগুপ্তা; জটা, মূলী, শতবীৰ্য্য, মহোবধী, মধুবা, শতমূলী, কেশিকা, শতপত্রিকা, বিশ্বহা, বৈষ্ণবী; কার্কা, বাসুদেবপ্রিয়করী, হৃদ্রনা ও তৈলবল্লী }, এই শব্দগুলি শতমূলী পর্যায়ক । শতমূলী — গুরু, শীতল, মধুর রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, রসায়ন, বলকর, গুরু ও শুক্রবর্দ্ধক এবং বাত, রক্তপিত্ত ও শোথ নাশ করে । প্রচলিত ভাবানাম—বলভাবায় ইহাকে শঙ্কমালী, আবেয়াল, বাতভাদালী ও গাঙ্কাইলী কহায় ১৭৭-১৭৮ ॥

সহস্রবীৰ্য্য্য কেশী স্ত্রাৎ তুঙ্গিনী সূক্ষ্মপত্রিকা ।

মহাশতাবরী মেধ্যা হৃদ্যা বৃগ্যা রসায়নী ॥ ১৮০ ॥

শীতবীৰ্য্য্য নিহন্ত্যার্ষৌগ্রহণীনয়নাময়ান্ ।

তদঙ্কুরজ্বিন্দোষনো লঘুরশঃক্ষয়াপহঃ ॥ ১৮১ ॥

বলানামগুণাঃ ।

বলা বাট্যালকঃ শীতপাকী বাছোদরাহ্বয়া ।

ভদ্রোদনী সমঙ্গা স্ত্রাৎ সমাংসা খরযাষ্টিকা ॥ ১৮২ ॥

সহদেবীনারগুণাঃ ।

মহাবলা বীরপুষ্পী সহদেবী-বৃহদ্বলা ।

বাতায়নী দেবসহা বাছা স্ত্রাৎ শীতপুষ্পিকা ॥ ১৮৩ ॥

মহাশতাবরীর নাম ও গুণ ।

উৰ্দ্ধকণ্ঠী, শিবরী, ধীবরী, বরী, অভীরু, বহুপত্রা, মহাপুরুষদক্ষিকা, সহস্র-বীৰ্য্য্য, কেশী, তুঙ্গিনী, সূক্ষ্মপত্রিকা, মহাশতাবরী, { মহাশতা, শতবীৰ্য্য্য, সুরসা, বীরা, তুরঙ্গিনী, বহুপত্রিকা, বহুপত্রিকা, ফণিভিহ্বা, সুবীৰ্য্য্য, অহেরু, ঋষ্য-প্রোক্তা, মহাশতমূলী ও মহাশরী }, এই শব্দগুলি মহাশতাবরীর নাম । মহা-শতাবরী—মেধ্যাশ্লক, হৃদয়গ্রহী, বলজনক, রসায়ন এবং অর্শ, গ্রহণী ও নেত্র-রোগ বিনাশক । ইহার অঙ্কুর (কুড়ি)—ত্রিদোষনাশক, লঘু এবং অর্শঃ ও ক্ষয়রোগ বিনাশ করে ॥ ১৭২—১৮১ ॥

খেত বেড়েলার নাম ও গুণ ।

বলা, বাট্যালক, শীতপাকী, বাছোদরাহ্বয়া ভদ্রোদনী, সমঙ্গা, সমাংসা, খরযাষ্টিকা, { বাটাপুষ্পী, সমাংশা, বিললা, ওদনী, বলিনী, লেনিকা, খরককাষ্টিকা, শোটা, কল্যাণিনী, ভদ্রবলা, বলাচ্যা, পাটী, বাট্যা, বাটী, নিলয়া, বাটিকা, বাটালী ও বাট্যালিকা }, এই শব্দগুলি খেতবলা পর্যায়ক ॥ ১৮২ ॥

শীতপুষ্পী বলার নাম ।

মহাবলা, বীরপুষ্পী, সহদেবী, বৃহদ্বলা, বাতায়নী, দেবসহা, বাছা, শীত-পুষ্পিকা, { শীতপুষ্পী, জোঠবলা, কটম্বরী, সরিকা, কেশরুহা, বৃগাদনী, বর্ষপুষ্পা, কেশবর্ধিনী, রাগিনী, দেবলা, সারিণী, দেবাহা, গন্ধবলরী, মগা ও মগরসা }, এই শব্দগুলি শীতবলা পর্যায়ক ॥ ১৮৩ ॥

পিটারিগীনামগুণাঃ ।

বলাকাতিবলা ভারবাজী শ্রাদ্ বৃক্ষগন্ধিনী ॥ ১৮৪ ॥

গান্ধেরুকীনামগুণাঃ ।

গান্ধেরুকী নাগবলা বিশ্বদেবা গবেধুকা ॥ ১৮৫ ॥

বলাচতুর্ফলনামগুণাঃ ।

বলাচতুর্ফল শীতং মধুরং বলকান্তিরুৎ ।

স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাঅপিতাঅক্ষতনাশনম্ ॥ ১৮৬ ॥

আসাং বৃহদ্বলা কুচ্ছং হস্তি বাস্তানুলোমনী ।

গুব্বী নাগবলা বৃগ্যা বিশেষাদ্রক্তপিত্তজিৎ ॥ ১৮৭ ॥

বল্যা রসায়নী পুংস্ববান্ধনী বৃংহণী তথা ।

তস্যাঃ ফলং হিমস্বাছু স্তম্ভনং গুরুলেখনম্ ॥

বিবন্ধাধানজননং রক্তপিত্তবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৮৮ ॥

অতিবলার নাম ।

বলাকা, অতিবলা, ভারবাজী, বৃক্ষগন্ধিনী, { মহা, কঙ্কতিকা ও ঋষ্যপ্রোক্তা, এইগুলি অতিবলার নাম ॥ ১৮৪ ॥

নাগবলার নাম ।

গান্ধেরুকী, নাগবলা, বিশ্বদেবা, গবেধুকা, { কষ', অনিষ্টা, মহাগন্ধা, ঘণ্টা, দেবদণ্ডা, মহাফলা, মহাশাখা, মহাদ্রব্য, মহাপত্র, চতুঃপলা, তত্ত্বোদন', ঋগগন্ধা, গোরক্ষতুল্লা, ঋগগন্ধিনী, বৃহদ্বল, ঋগবজ্রিকা, বিশ্বদেবী ও বিশ্বদেবা }, এই একগুলি নাগবলা পর্যায়ক ।

প্রচলিত ভাষা নাম—বলভাষায় ইহাকে গোরক্ষতুল্লা ও পানীসাঁড়া এবং হিন্দিভাষায় “গুলফরী” ও “ককলী” বলে ॥ ১৮৫ ॥

চারি প্রকার বেড়েলার গুণ ।

চারি প্রকার বেড়েলা - শীতগুণবৃত্ত, মধুররসাত্মক, বল ও কান্তিকারক, স্নিগ্ধ, মলরোধক এবং বাত, রক্তপিত্ত ও ক্ষতনাশক । বৃহদ্বলা—মূত্রকুচ্ছনাশক এবং বায়ুর অম্ললোমক অর্থাৎ বায়ুকে অধোনয়ন করে । নাগবলা—গুরু, বৃষা, বিশেষতঃ রক্তপিত্তনাশক, বলকর, রসায়ন, পুংস্ব ( পুরুষত্ব, দৃঢ়লিঙ্গতা, ) বীর্ধ্যবর্দ্ধক ও বৃংহণ । নাগবলার ফল—শীতল, স্বাদু, স্তম্ভন ( জড়াত্ত্বকারক ), গুরু শরীরের কৃশভাজনক, বিবন্ধ ও আধানকারক এবং রক্ত ও পিত্ত-বর্দ্ধক ॥ ১৮৬—১৮৮ ॥

## জ্যোতিষ্মতী নামগুণাঃ ।

জ্যোতিষ্মতী বহ্নিরুচিঃ কঙ্গুনী কটুভী তথা ।

জ্যোতিষ্মতী কটুস্তিক্তা সর। কফসমীরজিৎ ।

অতু্যমা বাঁমনী তীক্ষ্ণা বহ্নিবুদ্ধিস্থিতিপ্রদা ॥ ১৮৯ ॥

## তেজোবতী নামগুণাঃ ।

তেজস্বিনী তেজবতী তেজিত্যা লঘুবন্ধলা ।

মহোজসী পারিজাতাশীতা তিত্তাতিতেজনী ॥ ১৯০ ॥

তেজস্বিনী কফশ্বাসকাসশূলামবাতজিৎ ।

পাচন্যমা কটুস্তিক্তা রুচিবহ্নিপ্রদীপনী ॥ ১৯১ ॥

## জ্যোতিষ্মতী লতার নাম ও গুণ ।

জ্যোতিষ্মতী, বহ্নিরুচি, কঙ্গুনী, কটুভী, { পারাবতাজিৎ, পিত্তা, দ্যোতিভা, নিফলা, পাবাবতপদী, লগণা, ফুটবন্ধনী, পুতিভৈলা, উঙ্গুদী, সর্পলতা, অনল-প্রভা, জ্যোতিঃ, লতা, স্থপিত্তলা, দীপ্তা, মতিলা, মেধা, দুর্জয়া, অমৃত্য, সরসতা ও কুফঙ্গুনী }, এই শব্দগুলি জ্যোতিষ্মতী লতার নাম । জ্যোতিষ্মতী-লতা—কটু, তিত্ত, সারক, কফ ও বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণ, বমনকারক, তীক্ষ্ণ এবং অগ্নি, বুদ্ধি ও স্মৃতিদানক ।

প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে লওয়া কটুকী, লতাকটুকী ও বন উচ্ছে বলিয়া থাকে এবং হিন্দি ভাষায় “মালকঙ্গুনী” ও “কবুই” বলে ॥ ১৮৯ ॥

## তেজোবতীর নাম ও গুণ ।

তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজিত্যা, লঘুবন্ধলা, মহোজসী, পারিজাতা, শীতা, তিত্তা, অতিতেজনী, { তেজোহ্রা, তেজনী, তেজোবতী, মহাজ্যোতিষ্মতী ও তেজিকা }, এই শব্দগুলি তেজোবতীর নাম । তেজবতী—কফ, কাস, শূল ও আমবাতনাশক, কোষের পরিপাচক, উষ্ণবীৰ্য, কটু, তিত্ত এবং রুচি ও অগ্নিদীপক ।

প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে তেজবল ও তেজবন্ধল এবং হিন্দি ভাষায় “বড়মালকঙ্গুনী” বলে ॥ ১৯০—১৯১ ॥

ଦେବଦାରୁନାମଗୁଣାଃ ।

ଦେବଦାରୁ ସୁରାହ୍ମଃ ସ୍ନାତୁଦ୍ରଦାରୁଃ ସୁରଦ୍ରଃମଃ ।

ଭଦ୍ରକାର୍ଥଃ ସ୍ନେହବୃକ୍ଷଃ କୃମିଳଃ ଶକ୍ରଦାରୁ ଚ ॥ ୧୯୧ ॥

ଦେବଦାରୁ କଟୁ ସ୍ନିଗ୍ଧଃ ତିକ୍ତୋଷଂ ଲଘୁ ନାଶୟେତ୍ ।

ଆଗ୍ନାନଜ୍ଜରଶୋଥାମହିକ୍କାକଞ୍ଚୁ କଫାନିଲାନୁ ॥ ୧୯୨ ॥

ସରଳନାମଗୁଣାଃ ।

ସରଳୋ ନନ୍ଦନୋ ତ୍ରୀଡ଼ା ନମେରୁଦ୍ଭିକବୃକ୍ଷକାଃ ।

ପତିଦାରୁ ପୀତବୃକ୍ଷୋ ମହାଦୀର୍ଘକଳିଦ୍ରଃମାଃ ॥ ୧୯୩ ॥

ସରଳଃ କଟୁକଃ ପାକରସଯୋର୍ଯଧୁରୋ ଲଘୁଃ ।

ଊଷଃ ସ୍ନିଗ୍ଧଃ ସମୀରାକ୍ଷିକଞ୍ଚୁର୍ଗାମୟାପହଃ ॥ ୧୯୪ ॥

ମୁକ୍ତମୂଳନାମଗୁଣାଃ ।

ମୌକ୍ତରାହ୍ମଃ ପଦ୍ମପତ୍ରଃ ମୌକ୍ତରଜଟା ମୂଳବୀରଂ

ସୁଗନ୍ଧିକମ୍ ॥ ୧୯୫ ॥

ଦେବଦାରୁର ନାମ ଓ ଗୁଣ ।

ଦେବଦାରୁ, ସୁରାହ୍ମ, ଭଦ୍ରଦାରୁ, ସୁରଦ୍ରଃମ, ଭଦ୍ରକାର୍ଥ, ସ୍ନେହବୃକ୍ଷ, କୃମିଳ, ଶକ୍ରଦାରୁ, { ଶତ୍ରୁପାଦପ, ପାରିଭଦ୍ରକ, ଡ୍ର କଲିମ, ପୀତଦାରୁ, ଦାରୁ, ପ୍ରତିକାର୍ଥ, କରୁପାଦପ, କିଲିମ, ସୁରଦାରୁ, ନାରୁକ, ସ୍ନିଗ୍ଧଦାରୁ, ଅମରଦାରୁ, ଶିବଦାରୁ, ଶାନ୍ତବ, ଭୃତହାରି, ଭବ-  
ଦାରୁ, ଭଦ୍ରବଂ, ଶକ୍ରଦ୍ରଃମ, ଇନ୍ଦ୍ରବୃକ୍ଷ, ଦେବକାର୍ଥ, ଇନ୍ଦ୍ରଦାରୁ, ଯଜ୍ଞଦାରୁ, ନାରୁହସ୍ତ ଓ ସୁର-  
ଭୃକ୍ଷ } ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଣି ଦେବଦାରୁର ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଦେବଦାରୁ—କଟୁ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ତିକ୍ତ, ଊଷ୍ଣ  
ଏବଂ ଆଗ୍ନାନ, ଜ୍ୱର, ଶୋଥ, ଆମ, ହିକ୍କା, କଞ୍ଚୁ, କଫ ଓ ବାତନାଶକ ॥ ୧୧୧-୧୧୨ ॥

ସରଳକାର୍ଥର ନାମ ଓ ଗୁଣ ।

ସରଳ, ନନ୍ଦନ, ତ୍ରୀଡ଼ା, ନମେରୁ, ଦ୍ଭିକବୃକ୍ଷକ, ପତିଦାରୁ, ପୀତବୃକ୍ଷ, ମହାଦୀର୍ଘ କଳିଦ୍ରଃମ,  
{ ପୀତଦ୍ରଃ, ପ୍ରତିକାର୍ଥ, ପୀତଦାରୁ, ଭଦ୍ରଦାରୁ, ଯନୋଜ୍ଞ, ଧୂମବୃକ୍ଷ, ପୀତ, ସରଳ, ସରଳା,  
ସ୍ନିଗ୍ଧଦାରୁମଃଜ୍ଞ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଯରିତପତ୍ରକ, ପୀତବୃକ୍ଷ ଓ ସୁରଭିଦାରୁ }, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଣି ସରଳ-  
କାର୍ଥର ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ସରଳକାର୍ଥ—ପାକେ କଟୁ, କଟୁରସାନ୍ତକ, ଯଧୁର, ଲଘୁ, ଊଷ୍ଣ, ସ୍ନିଗ୍ଧ

পৌকরং কটুকং তিত্তমুখং বাতকফজ্জরান্ ।

হস্তি শোফারু চিখাসান্ বিশেষাৎ পার্শ্বশূলজিৎ ॥ ১৯৭ ॥

কুষ্ঠনামগুণাঃ ।

কুষ্ঠং রোগাহ্বয়ং দিব্যং কৌবেয়ং পারিভদ্রকম্ ।

পারিহার্যং পারিভাব্যমুৎপলং পারিভদ্রকম্ ॥ ১৯৮ ॥

কুষ্ঠমুখঃ কটু স্বাদু তিত্তং শুক্রপ্রদং লঘু ।

হস্তি বাতাস্রবীসপকুষ্ঠকাসমরুৎকফান্ ॥ ১৯৯ ॥

কর্কটশৃঙ্গীনামগুণাঃ ।

শৃঙ্গী কুলীরশৃঙ্গী স্রাঙ্করা কর্কটশৃঙ্গিকা ।

কর্কটাক্ষা মহাঘোষা শৃঙ্গনাম্নী নতাস্র্যপি ॥ ২০০ ॥

পুষ্কর মূলের নাম ও গুণ ।

পৌকরাস্র, পদ্মপত্র, পৌকরজটা, মূলবীর, মৃগদ্বিক, { পুষ্করমূল, পুষ্করমূলক, পদ্মপর্ণ, পদ্মপত্রক, মূল, পুষ্কর, পুষ্করাস্রক, কান্দার, পুষ্করজটা, পদ্মপর্ণক, পুষ্করিনী, বীর, শাসারি, মূলপুষ্কর, পুষ্করাস্রয় ও ত্র্যক্ষতীর্থ }, এই সকল শব্দ পুষ্কর মূলের পৰ্যায় । পুষ্করমূল কটুরসযুক্ত, তিত্তবুসযুক্ত এবং উষ্ণবাত ( মূত্রাবাত বিশেষ ) কফ, জ্বর, শোথ, জরুচি, হাল ও পার্শ্বশূল নিবারণ করে । ইহার অভাবে কুড় ব্যবহার হইয়া থাকে । হিন্দি ভাষার ইহাকে “পোহকুন্দন” বলে ॥ ১৯৬-১৯৭ ॥

কুড়কাঠের নাম ও গুণ ।

কুষ্ঠ, রোগাহ্বয়, দিবা, কৌবেয়, পারিভদ্রক, পারিহার্য, পারিভাব্য, উৎপল, { গদাখা, হুট, ব্যাধি, ব্যাপ্য, বাপা, আপা, জরণ, কদাখা, গদাফল, গদাফলয়, ভাস্কর, কাকল, নৌকুজ, কুটিক, কুণ্ডা, গদ, আময়, বাগিরজ, পাবন, কুৎসিত, পাকল ও পদ্মক }, এই শব্দগুলি কুষ্ঠ পৰ্যায় । কুড়—উষ্ণ, কটু, স্বাদু, তিত্ত, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু এবং বাতহন্ত, বীসপ, কুষ্ঠ, কাস, বাত ও কফনাশক ।

প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কুড়, কুড়কাঠ, স, বলে ॥ ১৯৮-১৯৯ ॥

কর্কটশৃঙ্গীর নাম ও গুণ ।

শৃঙ্গী, কুলীরশৃঙ্গী, বক্রা, কর্কটশৃঙ্গিকা, কর্কটাক্ষা, মহাঘোষা, শৃঙ্গনাম্নী, নতাকী, { কর্কটশৃঙ্গী, কর্কটাক্ষা, চক্রাকী, কুলীঙ্গী, কান্দাশিনী, ঘোষা,

শৃঙ্গী কষায়তিক্তোষণ হস্তি হিকাবমিছুরান্ ।  
বৃষা বমিকফশ্বাসক্ষয়কাসোদ্ধিমাৱতান্ ॥ ২০১ ॥

কট্ফলনামগুণাঃ ।

কট্ফলং কুমুদা কুস্তী ত্রীপণী লোমপাদপঃ ।  
সোমবন্ধে মহাকুস্তী ভদ্রা ভদ্রাবন্তী শিবা ॥ ২০২ ॥  
কট্ফলং তুবরং তিত্তং কটুবাতকফজ্বরান্ ।  
হস্তি শ্বাসপ্রমেহার্শঃ কাসকণ্ঠাময়াকচীঃ ॥ ২০৩ ॥

রোহিষনামগুণাঃ ।

রোহিষং কর্ভুণং ভূতিভূতিকং সরলং তৃণম্ ।  
শ্যামলং যুগ্মকং পৌরং ব্যাপকং দেবগন্ধকম্ ॥ ২০৪ ॥  
রোহিষং কটুকং পাকে-তিক্তোষণং তুবরং জয়েৎ ।  
হস্তি মাৱতপিভাঅক্ষণাচ্ছাসকফজ্বরান্ ॥ ২০৫ ॥

কট্ফল, চক্ষা, শিখরী, কর্কটাহা, কর্কটা, কোলিরী, বিবাণিকা, চন্দ্রাপদা, অম্বুঙ্গী ও নবান্দী } এই শব্দগুলি কর্কটশৃঙ্গী, পর্যায়ক । কর্কটশৃঙ্গী—কষায়রসবিশিষ্ট, তিত্তরসাত্মক, উষ্ণবীৰ্য্য, বৃষা এবং হিক্কা, বমি, জ্বর, কফ, শ্বাস, কষ, কাস, অকচি ও উৰ্দ্ধগত বায়ু বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে কাঁকড়াশৃঙ্গী, এবং হিন্দী ভাষায় “কাকরাশৃঙ্গী” বলে ॥ ২০০—২০১ ॥

কট্ফলের নাম ও গুণ ।

কট্ফল, কুমুদা, কুস্তী, ত্রীপণী, লোমপাদপ, সোমবন্ধ মহাকুস্তী, ভদ্রা, ভদ্রাবন্তী, শিবা, { ত্রীপণিকা, কুমুদিকা, কৈটর্য্য, কাকল, কুস্তীপাকী, কর্ভুণ, কুমুদী, কট্ফল, সোমবন্ধ, রোহিণী, নাসাহ, অরণ্য, কৃষ্ণগর্ভ, প্রতেঙ্গী, ভদ্রাবন্তী, রামসেনক, উগ্রগন্ধ, ভদ্রারঞ্জনক, লঘুকাশ্মর্য্য ও কুস্তিকা } এই শব্দ সকল কট্ফলের পর্যায় । কট্ফল—কষায় রস-বিশিষ্ট, তিত্ত, কটু, এবং বাত, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস, কণ্ঠ-রোগ ও অকচি নিবারক । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কায়কল ও কায়ছাল বলে ॥ ২০২—২০৩ ॥

রোহিষভূষণের নাম ও গুণ ।

রোহিষ, কর্ভুণ, ভূতি, ভূতিক, সরল, তৃণ, শ্যামল, যুগ্মক, পৌর, ব্যাপক, দেবগন্ধক, { সৌগন্ধিক, ধাম, দেবজন্ধক, রোহিষ, স্নগন্ধ, তৃণশীত,



## ভাগীনামগুণাঃ ।

ভাগী ভৃগুভবা পদ্মা কাসরী গন্ধপৰ্বণী ।

খরশাকং শুক্রমাতা কঞ্জী ব্রাহ্মণযষ্টিকা ॥ ২০৬ ॥

ভাগী রুক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোক্ষা পাচনী জয়েৎ ।

শোধকাস্কফখাসপীনসজ্বরমারুতান্ ॥ ২০৭ ॥

## পাষণভেদনামগুণাঃ ।

পাষণভেদঃ পাষণোহশ্মরীভেদোহশ্মভেদকঃ ।

শিলাভেদো দৃষভেদো নাগভিন্নান্নভেদনঃ ॥ ২০৮ ॥

পাষণভেদস্তবরঃ শীতলো বস্তিশোধনঃ ।

সরস্তিক্তঃ প্রমেহার্শঃ কৃচ্ছাশ্মরীরুজো জয়েৎ ॥ ২০৯ ॥

গীতল, কার্জুন, ধূপগন্ধিক, দেবজম্ব, রোহিষতৃণ, ধ্যামক ও পুতিমূলগণ }, শব্দগুলি রোহিষতৃণের নামান্তর । রোহিষতৃণ—পাকে কটু, তিক্তরস-  
ন, উষ্ণবীৰ্য্য, কষায়রসবিশিষ্ট এবং বাত, রক্তপিত্ত, খাস, কফ ও জ্বর  
নাশ করে । প্রচলিত ভাষা নাম—বজ্রভাষায় ইহাকে রাসকপূর এবং  
কি ভাষায় “রোহিষ” এবং “সোমিয়া” বলে ॥ ২০৪--২০৫ ॥

## বামনহাটীর নাম ও গুণ ।

ভাগী, ভৃগুভবা, পদ্মা, কাসরী, গন্ধপৰ্বণী, খরশাক, কঞ্জী, শুক্রমাতা,  
ব্রাহ্মণযষ্টিকা, { গন্ধভশাক, গন্ধভশাকী, ফঞ্জিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লরী,  
বালেশশাক, বর্কর, বর্কর, ব্রহ্মযষ্টিক, ফঞ্জীকা, যষ্টি, ব্রহ্মযষ্টিকা, শাক-  
বালেশ, দুর্বা, অঙ্গারবল্লী, বালেশ, ব্রাহ্মিকা, মুখখোতা, ব্রাহ্মী, গন্ধভশাকী,  
ব্রাহ্মণযষ্টি, তঞ্জী, বাতারি, ভৃগুজা, ভারঙ্গী, বাতারি, কাসজিৎ, সুরূপা,  
ভ্রমরেট্টা, শুক্রমাতা, খরশাকা ও ফঞ্জিকা }, এই শব্দগুলি বামনহাটীর  
নামান্তর । বামনহাটী—রুক্ষ, কটু, তিক্ত, কাচকর, উষ্ণবীৰ্য্য, পরিপাচক  
এবং শোধ, কফ, খাস, কাস, পীনস ও জ্বর বিনাশ করে । প্রচলিত ভাষা-  
নাম—বজ্রভাষায় বামনহাটী, ক, বাইনঘটী, ব, ব্রহ্মযষ্টি টা, চ, ভামট, ম,  
ভামইট পা, রা, বানুযষ্টি ও ব্রহ্মযষ্টি ব; এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে  
“বর্তনেটী” বলে ॥ ২০৬--২০৭ ॥

## পাষণভেদীর নাম ও গুণ ।

পাষণভেদী, পাষণ, অশ্মরীভেদ, অশ্মভেদক, শিলাভেদ, দৃষভেদ,  
নাগভিদ, নান্নভেদন, { শিলাভিদ পাষণভেদ, পাষণভেদক, পাষণ-  
ভেদন, অশ্মভেদ, অশ্মভিদ, অশ্ম, যেতা, উপলভেদক, উপলভেদী,

মুস্তনামগুণাঃ ।

মুস্তং বারিধরো মুস্তো মেঘাখ্যঃ কুরুবিন্দকঃ ॥ ২১০ ॥

বরাহোহন্ধো ঘনো ভদ্রমুস্তং রাজকসেকরকঃ ॥

গুমুস্তং বিষধংসী নাগরোহন্তঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২১১ ॥

মুস্তং কটু হিমগ্রাহি তিক্তং দীপমপাচনম্ ।

কষায়ং কৃমিপিত্তাস্ককফতৃষ্ণাজ্বরাপহম্ ॥ ২১২ ॥

উপলভিদ, শিলাগর্ভজ, নগভিদ্, গিরিভিদ্ এবং ভিন্নযোজনী } এই শব্দ-  
গুলি পাষাণভেদীর নাম। পাষাণভেদী,—কষায়রসমুস্ত, শীতবীৰ্য্য, বস্তি  
(মূত্রাশয়) শোধক, ভেদক, তিক্ত এবং প্রমেহ, অৰ্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ ও অন্ত্ররী-  
যোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় হিমসাগর, ক,  
পাধরচুনা ব, ঢা, লোহাচুড়, পা, রা, পাধরচুরী, হাতাজুড়ী ও পাষাণ-  
ভেদী, কো বলে ॥ ২০৮-২০৯ ॥

মুখার নাম ও গুণ ।

মুস্ত, বারিধর, মেঘাখ্য (মেঘের যত নাম ঘন, বারিবাহ ইত্যাদি),  
কুরুবিন্দক, { মুস্তা, মুস্তক, কুরুবিন্দ, অম্বুবাহ, অম্বুভৃৎ, তড়িহান, বলা-  
হক, স্তনয়িড়ু, তোরদ, ভদ্র, তোরধর, রাজকসেক, গাজের, ভদ্রমুস্তক,  
অভ্রনামক, ক্রীভদ্রা, ভদ্রক ও ভদ্রা }, এই শব্দগুলি মুস্ত পর্যায়ক।  
বরাহ, অন্ধ, ঘন, ভদ্রমুস্ত, রাজকসেকরক, { ভদ্রমুস্তক, ভদ্রমুস্তা, কক্ষোখা,  
বরাহী, ওজ্জা, ঐন্দ্রি, ভদ্রকাশী, কশেক, ক্রোড়েষ্টা কুরুবিন্দাখ্যা, স্মৃগন্ধি,  
ঐন্দ্রিলা, হিয়া, বলা, রাজকশেক, অর্গোদ, কচ্ছোখা, মুস্তা, মেঘ, বারিধ,  
অন্তোদ, জীমূত, অন্ধ, নীরদ, অভ্র; ঘন ও গাজের }, এই শব্দগুলি ভদ্র-  
মুস্তক পর্যায়ক। পিণ্ডমুস্ত, বিষধংসী, নাগর, { নাগরমুস্ত, নাগরমুস্তক,  
নাগরমুস্তা, নাগরোখ, নাগরাদিঘনসংজ্ঞকা (নাগরাজ, নাগরাক্ষ, নাগরা-  
শ্ব, ইত্যাদি), চক্রাঙ্কা, চূড়াল, পিণ্ডমুস্তা, পিণ্ডমুস্তক, নাদেয়ী, শিশিরা,  
বৃষধাজ্জী, কচ্ছকুহা, চারুকেশরা, উচ্চটা, পূর্ণকোষ্ঠসংজ্ঞা ও কলাপিনী },  
এই শব্দ সমূহ নাগরমুস্তক পর্যায়ক। { কৈবর্তীমুস্তক, কৈবর্তীমুস্তা,  
কৈবর্তীমুস্ত, বহু, সিতপুষ্প, কুটনুট, দশপুর, বালেয়, পরিপেলব, প্রব,  
গোপুর, গোনর্ক, কৈবর্তী, দাসপুর, দাশপুর, দসপুর, পরিপেল, পারি-  
পেল, কৈবর্তিমুস্তক, কৈবর্তমুস্তক, বনসম্ভব, ষাণ্ড, শীতপুষ্প, জীর্ণবৃক্ষ,  
শোপুর ও কুটনুট }, এই শব্দ সকল কৈবর্তমুস্তকের পর্যায়। সর্ববিধ-  
মুস্তক—কটু, হিমবীৰ্য্য, সংগ্রাহি, তিক্তরসাত্মক, আগ্নেয়দীপক, দোষপরি-  
পাচক, কষায়রসমুস্ত এবং কৃমি, রক্তপিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও জ্বর বিনাশক।  
প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় মুস্তকে মুখা, মুস্ত ও মুখো। স কল্প-

## ধাতুকীনাশগুণাঃ ।

ধাতুকী কুঞ্জরা সিদ্ধুপুঙ্গী প্রমাদিনী মদা ।  
 পার্বতীয়া তাত্রপুঙ্গী স্তম্ভিকা মেঘবাসিনী ॥ ২১৩ ॥  
 ধাতুকী কটুকা শীতা মন্দোষণ তুবরা লঘুঃ ।  
 তৃণাতীসারপিভাস্রবিষকৃমিবিসর্পজিৎ ॥ ২১৪ ॥

## মাচিকানাশগুণাঃ ।

মাচিকা বালিকান্বষ্ঠা শঠী দন্তশঠাশ্বিকা ॥  
 অন্বষ্ঠকী সূচিমুখী কষায়া সা কণ্টমুখী ॥ ২১৫ ॥  
 মাচিকোষণ রসে পাকে কষায়া শীতলা লঘুঃ ।  
 পকাতীসারপিভাস্রকফকণাময়াপহা ॥ ২১৬ ॥

মুস্তককে ভাদ্ভারমুখা ও ভাদ্ভেমুখা, স, নাগরমুস্তককে নাগরমুখা ও নাগর-  
 মুতো স, কৈবর্তমুস্তককে কেউটেমুখা ও কেউটেমুতো, স এবং হিন্দীভাষায়  
 মুস্তককে “মোখা” বলে ॥ ২১০—২১২ ॥

## ধাতুকীর নাম ও গুণ ।

ধাতুকী, কুঞ্জরা, সিদ্ধুপুঙ্গী, প্রমাদিনী, মদা, পার্বতীয়া, তাত্রপুঙ্গী  
 স্তম্ভিকা, মেঘবাসিনী, { ধাতুকী, ধাতুপুঙ্গিকা, ধাতুপুঙ্গী, ধাতুপুঙ্গী,  
 ধাতুপুঙ্গিকা, ধাত্রী, বহিঃপুঙ্গিকা, ধাবনী, অগ্নিজালা পার্বতী, বহু-  
 পুঙ্গিকা কুম্ভা, সীধুপুঙ্গী, মত্তবাসিনী, গুচ্ছপুঙ্গী, সজ্বপুঙ্গী, রোহ-  
 পুঙ্গিনী, তৌজালা, বহিঃশিখা ও মত্তপুঙ্গী }, এই শব্দগুলি ধাতুকী-  
 পর্যায়ক । ধাতুকী—কটুরসযুক্ত, শীতল, অম্লোষ্ণ, কষায়রসবিশিষ্ট, লঘু  
 এবং তৃষ্ণা, অতীসার, রক্তপিত্ত, বিষ, কৃমি ও বিসর্পরোগ বিনাশ করিয়া  
 থাকে । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে খাইকুল, স এবং হিন্দীভাষায় “ধাবই”  
 বলে ॥ ২১০—২১৪ ॥

## মাচিকার নাম ও গুণ ।

মাচিকা, বালিকা, অন্বষ্ঠা, শঠী, দন্তশঠা, শ্বিকা, অন্বষ্ঠকী, সূচিমুখী, কষায়া,  
 কণ্টমুখী, { ঐশ্বিকা, অঘালিকা, কেশী, মসুরবিদলা, সহস্রা, বালমূলিকা, বালা,  
 শঠাষা, দৃঢ়বন্ধ, ময়ুরিকা, অম্বা, গন্ধপত্রী, চিত্রপুঙ্গী, শ্রেয়সী, স্মরণবাচিকা,  
 ছিন্নপত্রী ও চিত্রপুঙ্গী }, এই শব্দগুলি মাচিকা পর্যায়ক । মাচিকা—  
 উষ্ণবীর্য, কষায়রসবিশিষ্ট, পাকে কষায়, শীতল, লঘুপাকী এবং পকাতীসার

বিদারিকাকন্দদ্বয়নামগুণাঃ ।

বিদারিকা বৃক্ষবল্লী বৃক্ষকন্দা বিদালিকা ॥  
 শৃঙ্গালিকা কন্দবল্লী স্নাতুকন্দা ফলাশকা ॥ ২১৭ ॥  
 অশ্মা শুক্রা ক্ষীরশুক্রা ক্ষীরবল্লী পয়স্বিনী ।  
 ইক্ষুবল্লী মহাশ্বেতা ক্ষীরকন্দেক্ষুগন্ধিকা ॥ ২১৮ ॥  
 বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী শুণ্ডশুক্রদা ॥  
 গুরুপিত্তাশ্রপবনদাহান্ হস্তি রসায়নী ॥ ২১৯ ॥

বারাহীকন্দনামগুণাঃ ।

বারাহী মাধবী গৃষ্টি শৌকরী বনমালিকা ।  
 তস্তাঃ কন্দকিটিক্রোড়নাম্ সন্ধরকন্দকঃ ॥ ২২০ ॥

(যে অতীসার রোগীর মল পক্ষ অর্থাৎ আমসংযুক্ত নয়, সেই অতীসাররোগকে 'কাত্তিসার বলে), রক্তপিত্ত, কফ ও কঠরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে পুদিনা কো, দক্ষিণাপথে অথাড়া ও অশ্বারী এবং হিন্দী ভাষায় “মোইরা” বলে ॥ ২১৫-২১৬ ॥

ভূমিকুয়াণ্ডের নাম ও গুণ ।

বিদারিকা, বৃক্ষবল্লী, বৃক্ষকন্দা, বিদালিকা, শৃঙ্গালিকা, কন্দবল্লী, স্নাতুকন্দা, ফলাশকা, { শৃঙ্গালিকা, ভূমিকুয়াণ্ড, 'ভূকুয়াণ্ডী ও বিড়ালী }, এই শব্দ সকল ভূমিকুয়াণ্ড পধ্যায়ক । শুক্রা, ক্ষীরশুক্রা, ক্ষীরবল্লী, পয়স্বিনী, ইক্ষুবল্লী, মহাশ্বেতা, ক্ষীরকন্দা, ইক্ষুগন্ধিকা, { ক্রোড়ী, সিতা, ব্যাকন্দা, ব্যাবর্দ্ধনী, ক্ষীরবিদারী, স্নাতুকন্দা, গজেষ্টা, বারিবল্লতা ও গন্ধকলা }, এই শব্দগুলি কৃষ্ণভূমিকুয়াণ্ড পধ্যায়ক । ভূমিকুয়াণ্ড—মধুররসায়ক, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, শুণ্ডবর্দ্ধক, গুরু, রক্ত-পিত্ত, বাত ও দাহনিবারক এবং রসায়ন । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে ভূ'ইকুমড়ো বলে ॥ ২১৭-২১৯ ॥

বারাহীকন্দের নাম ও গুণ ।

বারাহী, মাধবী, গৃষ্টি, শৌকরী, বনমালিকা, কন্দ, ক্রিটি, ক্রোড়, সন্ধরকন্দক, { বিশ্বকুসেনপ্রিয়া, স্নষ্ট, কচ্ছা, শূকরী, কস্তা, বিশ্বকুসেনকাস্তা, বরাহী, কোমারী, ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মপুত্রী, ক্রোড়ী, ক্রোড়কস্তা, গৃষ্টিকা, মাধবেষ্টা, শূকরকন্দ, বনবানী, কুষ্ঠনাশন, বলা, অন্নভ, মহাবীৰ্য্য, শব্দরকন্দ, বরাহকন্দ, ব্রাহ্মীকন্দ, বীর, মাহোষধ,

ବାରାହୀ ମଧୁରା କଳ୍ପେ କଟୁସ୍ଥିତାତିଶୃଙ୍ଗଳା ।

ବଲ୍ୟା ଶୁକ୍ରକରା ବାତକଫମେହକୃମୀନ୍ ଜୟେଂ ॥ ୨୨୧ ॥

ପାଠାନାମଗୁଣାଃ ।

ପାଠାନ୍ଧର୍ଷ୍ଣା ବୃହତ୍ତିକ୍ତା ପ୍ରାଚୀନାନ୍ଧର୍ଷ୍ଣକା ସରା ।

ବରା ତିକ୍ତା ପାପଚେଳୀ ଶ୍ରେୟଶୀ ବୃଦ୍ଧକର୍ମିକା ॥ ୨୨୨ ॥

ପାଠୋଷ୍ଠା କଟୁକା ଡୀକ୍ଷା ବାତଶ୍ଳେଷହରା ଲଘୁଃ ।

ହସ୍ତି ଶୂଳଞ୍ଜରଚ୍ଛର୍ଦ୍ଦିକୃଷ୍ଣାତୀମାରହଞ୍ଜଃ ।

ଦାହକଂଶୁ ବିଷସ୍ଥାସକୃମିଘ୍ନଞ୍ଜରବ୍ରଗାନ୍ ॥ ୨୨୩ ॥

ମୂର୍ବାନାମଗୁଣାଃ ।

• ମୂର୍ବୀଦେବୀ ମଧୁରମା ଦେବଶ୍ରେଣୀ ମଧୁସ୍ରବା ।

ସ୍ନିହ୍ନପର୍ଣୀ ପ୍ରଥରୁପର୍ଣୀ ମୋରଟୀ ମୂଳୁପର୍ଣିକା ।

ସୁକଳ୍ପକ, ବୁଦ୍ଧିମ, ବ୍ୟାଧିହତ୍ତା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାକାରାଳୁକ }, ଏହି ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାରାହୀକଳ୍ପେ ନାମ । ବାରାହୀକଳ୍ପ—ମଧୁରମସବିଶିଷ୍ଟ, କଟୁରମାୟକ, ତିକ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ରବର୍ଦ୍ଧକ, ବଳକର, ବୀର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ବାୟୁ, କଫ, ମେହ ଓ କୃମିରୋଗ ନିବାରଣ କରେ । ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାର ଇହାକେ ଚାମାଲୁ ଓ ଚୁବ୍ଡ଼ି ଆଲୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀଭାଷାର “ଗେଟା” ବୋଲେ ॥ ୨୨୦-୨୨୧ ॥

ପାଠାର ନାମ ଓ ଗୁଣ ।

ପାଠା, ଅନ୍ଧର୍ଷ୍ଣା, ବୃହତ୍ତିକ୍ତା, ପ୍ରାଚୀନା, ଅନ୍ଧର୍ଷ୍ଣକା, ସରା, ବରା, ତିକ୍ତା, ପାପଚେଳୀ, ଶ୍ରେୟଶୀ ଓ ବୃଦ୍ଧକର୍ମିକା, { ପାଠା, ପାଠିକା, ଅନ୍ଧର୍ଷ୍ଣିକା, ପାପଚେଳିକା, ବୃଦ୍ଧିକା, ହାପନୀ, ଏକାଞ୍ଚିଳା, କୁଚେଳୀ, ଡୀପନୀ, ବନତିକ୍ତକା, ତିକ୍ତପୁଷ୍ପା, ଶିଶିରା, ବୃକ୍ଷୀ, ସାଳତୀ, ଦେବୀ, ବ୍ରତପର୍ଣୀ, ଏକୋଶିକା, ବୃକା, ଅନ୍ଧର୍ଷ୍ଣକୀ, ବନତିକ୍ତା, ବିଦ୍ଧକର୍ମୀ, ପାପଚେଳା, ଆବଦ୍ଧକର୍ମୀ, ପାଠିକା, କୁଚେଳୀ, ଅବିଦ୍ଧକର୍ମୀ ଓ ଛିନ୍ନବେଶିକା }, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ି ପାଠାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ପାଠା—ଓଷ୍ଠବୀର୍ଯ୍ୟ, କଟୁରମାୟକ, ଡୀକ୍ଷଣୀ, ବାତଶ୍ଳେଷନାଶକ, ଲଘୁ ଏବଂ ଶୂଳ, ଞ୍ଜର, ବମି, କୃଷ୍ଣ, ଅତୀମାର, ଶ୍ଳେଷ୍ମା, ଦାହ, କଂଶୁ, ବିଷ, ସ୍ଥାନ, କୃମି, ଘୃଣ୍ଣ, ଗର ଓ ବ୍ରଣ ବିନାଶ କରେ । ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ନାମ—ବଜ୍ରଭାଷାର ଇହାକେ ଆକ୍‌ନିନି, ଆକ୍‌ନାଦୀ, ନିୟୁକ, ଆର୍ବାଦୀ, କ; ଆକାନ୍ଦୀ ଡା; ଆକାନିସି, ସ, ବ; ମୁଚ୍‌ଲେ, ସ; ଆକ୍‌ନାଦୀ, ପା, ରା, ତ୍ରି; ବୋଲେ ॥ ୨୨୨-୨୨୩ ॥

মূৰ্দ্ধাসরা গুরুঃ স্বাভুক্তিত্তা পিত্তাশ্রমেহনুৎ ।

ত্রিদোষ তৃষা হৃদ্রোগ কণ্ডু কূষ্ঠ জ্বরপতা ॥ ২২৪ ॥

।ঃ ।

মঞ্জিষ্ঠা বিজয়া রক্তা রক্তাঙ্গী কালমেধিকা ।

রক্তযষ্টি তালবল্লী সমঙ্গা বস্ত্রভূষণা ॥ ২২৫ ॥

মঞ্জুলা বিকশা ভঙ্গী ছদ্মিকা জ্বরনাশিনী ।

মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিত্তা কষায়া স্বরবর্ণকৃৎ ॥ ২২৬ ॥

গুরুরুক্ষা বিষপ্লেগ্নশোফযোন্মাক্লিশূলনুৎ ।

‘রক্তাতীসারকূষ্ঠাশ্রবীসর্পত্রণমেহজিৎ ।

তচ্ছাকং দীপনং স্নাত্ত্ব স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্ ॥ ২২৭ ॥

মূৰ্দ্ধার নাম ও গুণ ।

মূৰ্দ্ধা, দেবী, মধুরা, দেবশ্রেণী, মধুস্রবা, স্নিগ্ধপর্ণী, পৃথকপর্ণী, মোরটা, পীলুপর্ণিকা, { মোরটা, তেজনী, স্রবা, মধুলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী পীলুপর্ণী, কাম্বকরী, দৃঢ়স্থত্রিকা, মূৰ্দ্ধা, ধনুঃশাখা, ধনুঃশালা, ধনুঃশাণা, স্রবা, মধুশ্রেণী, ধনুঃ, শ্রেণী, সুরাজকা, পৃথক্‌বচা অভিরসা, দিবালতা, জলিনী ও গোপবল্লী }, এই সকল শব্দ মূৰ্দ্ধার পর্যায় । মূৰ্দ্ধা—সারক, গুরু, স্বাভূতস্নাত্ত্বক, তিত্তরসযুক্ত এবং রক্তপিত্ত, মেহ, ত্রিদোষ, তৃষা, হৃদ্রোগ, কণ্ডু, জ্বর ও কূষ্ঠ বিনাশ করে । প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে মূৰ্গো, মুৰ্গা, কো ; হুচীমুখী, ঢা, ব : গোড়াচক্র, শোচমুখী, ক ; মূৰ্দ্ধা, ম, ব ; বলে ॥ ২২৪ ॥

মঞ্জিষ্ঠার নাম ও গুণ ।

মঞ্জিষ্ঠা, বিজয়া, রক্তা, রক্তাঙ্গী, কালমেধিকা, রক্তযষ্টি, তালবল্লী, সমঙ্গা, বস্ত্রভূষণা, মঞ্জুলা, বিকশা, ভঙ্গী, ছদ্মিকা, জ্বরনাশিনী, { রক্তযষ্টি, বিকশা, ভিজা, মণ্ডুকপণ ভণ্ডারী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, মণ্ডকা, লতাযষ্টি, হেমপুষ্পী, ভণ্ডারী, কাণ্ডীয়া, কাণ্ডীয়া, যোজনপর্ণী, কালমেধী, কাল, ভিজি, ভণ্ডিল, ভণ্ডিকা, ভণ্ডি, ভণ্ডী, ভণ্ডী, রসায়নী, গণ্ডারী, বহুরঞ্জিনী, হরিণী, গোরী, যোজনবল্লিকা, বপ্রারোহিণী, চিত্রলতা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গা, জননী, মণ্ডকা, রক্তযষ্টিকা, ক্ষণ্ডিণী, রাগাঢ্যা, কালভণ্ডিকা, অরুণা, জরহরী, ছত্র্য, নাগকুমারিকা, ভণ্ডারলতিকা, রাগাঙ্গী, যোজনী, সিংহনী, চোল ও কৌড়ী }, এই সকল শব্দ মঞ্জিষ্ঠা পর্যায়ক । মঞ্জিষ্ঠা—

## হরিদ্রানামগুণাঃ ।

হরিদ্রা রজনী গৌরী রঞ্জিনী বরবর্ণিনী ।

পিণ্ডা পীতা বর্ণবর্ণী নিশাবর্ণা বিলাসিনী ॥ ২২৮ ॥

হরিদ্রা কটুকা তিত্তা ক্লেশোক্ষা শ্লেষ্মাপিত্তনুৎ ।

বর্ণ্যা ভগ্নদাহমেহাশ্রশোকপাণ্ডুর্ণপিহা ॥ ২২৯ ॥

## 'দারুহরিদ্রানামগুণাঃ ।

দাব্বী দারুহরিদ্রাহন্যা পীতদারু চ পঞ্চধা ।

মধুরসযুক্ত, তিত্ত, কষায়রসবিশিষ্ট, স্নেহপাককারক, বর্ণবর্ধক, গুরু, উষ্ণবীৰ্য্য এবং বিষ, শ্লেষ্মা, শোথ, যোনিশূল, অকিশূন, রক্তাতীসার, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বিসর্প, ত্রণ ও মেহরোগ নাশক । ইহার শাক—অগ্নি-প্রদীপক, স্নাত, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত ও বায়ু বিনাশ করে । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে মঞ্জিষ্ঠা, ম ; এবং হিন্দিভাষায় “মজীঠ” বলে ॥ ২২৫-২২৭ ॥

## হরিদ্রার নাম ও গুণ ।

হরিদ্রা, রজনী, গৌরী, রঞ্জিনী, বরবর্ণিনী, পিণ্ডা, পীতা, বর্ণবর্তী, নিশা-  
বর্ণা বিলাসিনী, { নিশাহুয়া, কাঞ্চনী, বরবর্ণিনী, কণ্ঠা, বামিনী, কপা, তমস্বিনী,  
হেমরাগিনী গন্ধপলাশিনী, উমা, কাষেরী, মঙ্গলপ্রদা, সুরবর্ণর্ণা, সুবতি, সুবতী,  
পিঞ্জা, পীতবালুকা, হেমরাগা, ভঙ্গবাসা, বর্ণী, পীতিকা, মেহগ্রী, বহলা, বর্ণিনী,  
রাজিনামিকা, (রাজির বহু নাম হয়, যেমন নিম্বীধিনী, বিভাবরী, সর্করী,  
ইত্যাদি), হরিৎ, রজনী, সুরবর্ণর্ণা, সুরবর্ণা, শিবা, দীর্ঘরাগা, হলদী, বরাজী,  
অনেষ্ঠা, বরা, বর্ণদাজী, পবিত্রা, হরিতা, বিবরী, পিঞ্জা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, লক্ষ্মী,  
ভদ্রা, শিফা, শোভা, শোভনা, স্তামা, সুরগাহবরা, কুমিরী, ষোড়শপ্রিয়া, হলদী  
ও হরিবিলাসিনী }, এই শব্দগুলি হরিদ্রার নাম । { কপূরহরিদ্রা, কপূরা,  
দাব্বীভেদা, আভ্রগন্ধা, সুরভীদারু, দারু, পদ্মপত্রা, সুরভি, সুরনারিকা ও আম্র-  
গন্ধিহরিদ্রা }, এই শব্দগুলি কপূর হরিদ্রার নাম । { শোলি, শোলিকা, বনা-  
স্নিষ্টা ও অরণ্যহরিদ্রা } এই সকল বস্তু হরিদ্রার নাম । হরিদ্রা—কটুরসযুক্ত,  
তিক্তরসাত্মক, রক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক, বর্ণকর এবং গাজদাহ, মেহ,  
রক্তদোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ত্রণরোগ বিনাশ করে । প্রচলিত ভাষায় হরিদ্রাকে  
হলুদ ও হলদী, ম ; এবং হিন্দিভাষায় “হরদী” বলে কপূরহরিদ্রাকে আম্রালা  
ও আব আলা এবং বনহরিদ্রাকে বনহলুদী ও বনহলুদ বলে ॥ ২২৮-২২৯ ॥

কটকটেরী পিত্তদ্রঃ স্বর্ণবর্ণা কটকটী ।

দাক্ষী তদ্বিশেষাত্ত্ব নেত্রকর্ণাস্রোগমুৎ ॥ ২৩০ ॥

### প্রপুন্নাটনামগুণাঃ

প্রপুন্নাটস্বেড়গজশ্চক্রমর্দঃ প্রপুন্নাটঃ ।

দক্ষদ্বয়ো মর্দকো মেঘকুসুমঃ কুষ্ঠকুস্তনঃ ॥ ২৩১ ॥

প্রপুন্নাটো লঘুঃ স্বাদুঃ রূক্ষঃ পিত্তানিলাপহঃ ।

হৃদ্যো হিমঃ কফশ্বাসকুষ্ঠদক্ষকৃমীন্ জয়েৎ ॥ ২৩২ ॥

হস্ত্যুষ্ণং তৎফলং কুষ্ঠকণ্ডুদক্ষবিধানিলান্ ।

বাতরক্তাপহন্তর্যাস্য শাকং কফকরং লঘু ॥ ২৩৩ ॥

### দাক্ষহরিদ্রার নাম ও গুণ ।

দাক্ষী, দাক্ষহরিদ্রা, পীতদাক্ষ, কটকটেরী, পিত্তদ্রঃ, স্বর্ণবর্ণা, কটকটী, { পীতদ্রঃ, কালৈয়ক, হরিদ্রঃ, হরিদ্রা, পচম্পাচা, পর্জুনী, ষিঙীয়া, কাঠা, মশুরী, কপিত্তক, পীতিকা, স্থিররাগা, কামিনী, পর্জুনা, পীতা, দারুনিশা, কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা, কর্কটিনী ও হেমকান্তি }, এই শব্দগুলি দাক্ষহরিদ্রার নাম । দাক্ষহরিদ্রা—পূর্বোক্ত হরিদ্রার গুণসমূহসম্বৃত্ত, বিশেষতঃ নেত্ররোগ, কর্ণরোগ এবং মূত্ররোগ নাশক । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে দাক্ষহরিদ্রা দাক্ষহরিদ্রা বলে ॥২৩০॥

### চক্রমর্দের নাম ও গুণ ।

প্রপুন্নাট, এড়গজ, চক্রমর্দ, প্রপুন্নাট, দক্ষ, মর্দক, মেঘকুসুম, কুষ্ঠকুস্তন, { তর্কিন, তর্কিল, প্রপুন্নাড়, মেঘাক্ষিকুসুম, প্রপুন্নাট, এড়গজ, গজাখা, মেঘাক্ষর, এড়হস্তী, ব্যাবর্তক, চক্রগজ, চক্রী, পুন্নাট, পুন্নাড়, বিমর্দক, দক্ষ, তর্কট, চক্রাক্ষ, শুকনাশন, দৃঢ়বীজ, প্রপুন্নাড়, পর্জুন্, প্রপুন্নাড়, চক্রমর্দক, পুন্নাট, উরণাখ্য, উরণাখ্যক, প্রপুনাট, প্রপুনাড়, উরণাক্ষ, উরণাক্ষক ও চক্রপুন্নাট }, এই শব্দগুলি চক্রমর্দ পর্যায়ক । চক্রমর্দ—লঘু, স্বাদুসম্বৃত্ত, রূক্ষগুণী, পিত্ত ও বাতনাশক হৃদ্য এবং শীতল, কফ, খাল, কুষ্ঠ, দক্ষ ও কৃমিরোগ বিনাশ করে । ইহার ফল—উষ্ণবীৰ্য্য, কুষ্ঠ, কণ্ডু, দক্ষ, বিষ, অনিল ( বায়ু ) ও বাতরক্তনাশক এবং ইহার শাক—কফকর ও লঘু । প্রচলিত ভাষানাম—বক্ষভাষায় ইহাকে চাক্ষু ও এড়াক্ষি, ক ; চাট্কাটা, ব ; বনমুগ্, ঢা ; এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “চকরড়”



## বাকুচী নামগুণাঃ ।

বাকুচী চন্দ্রিকা সোমবল্লী পুতিফলা বরা ।  
 সোমরাজী কৃষ্ণফলা বস্তুজা কালমেষিকা ।  
 চন্দ্রলেখা তথা সোমঃ কুষ্ঠগ্রী সামতাপরা ॥ ২৩৪ ॥  
 বাকুচী মধুরা তিস্তা কটুপাকা রসায়নী ।  
 বিকৃষ্ণিনী হিমা রুচ্যা সরা হৃদ্যাহসপিভনুৎ ॥ ২৩৫ ॥  
 রুক্ষা হস্তি কফশাসকুষ্ঠমেহজ্বরকৃমীন্ ।  
 তৎফলং পিত্তকৃচ্ছ্ৰণ কুষ্ঠবাতকফাপহম্ ॥ ২৩৬ ॥

## ভৃঙ্গরাজ নামগুণাঃ ।

ভৃঙ্গরাজো ভেকরাজো মার্কবঃ কেশরঞ্জকঃ ।  
 অঙ্গারকো ভৃঙ্গরজো ভৃঙ্গাহঃ সূর্য্যবল্লভঃ ॥ ২৩৭ ॥  
 ভৃঙ্গরাজঃ কটুস্তিত্তো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতকৃৎ ।  
 দন্ত্যো রসায়নস্তুচ্যঃ কুষ্ঠনেত্রশিরোহৃতিজিৎ ॥ ২৩৮ ॥

## সোমরাজীর নাম ও গুণ ।

বাকুচী, চন্দ্রিকা, সোমবল্লী, পুতিফলা, বরা, সোমরাজী, কৃষ্ণফলা, বস্তুজা, কালমেষিকা, চন্দ্রলেখা, সোম, কুষ্ঠগ্রী, সামতাপরা, { অবস্তুজ, সোমবল্লিকা, কাম-  
 মেয়ী, পুতিফলী, কৃষ্ণা, কুষ্ঠনাশিনী, সুবল্লী, কালমেষী, গুঞ্জী, বাণুজী, সোম-  
 রাজিকা, ঐন্দ্রবী, শুলোৎখা, কুমিত্রী, বেজানী, লিতা, সুবল্লিকা, সিদ্ধাবরী, চন্দ্রী,  
 স্নেহতা, কুষ্ঠগ্রী, কাষোজী, বস্তুলা, পুতিগন্ধা, চন্দ্ররাজী, হৃদ্যোষাপহা, কান্তিদা,  
 অবস্তুজা, চন্দ্রপ্রভা, পুতিগন্ধিকা, শশিরেখা }, এই সকল শব্দ সোমরাজীর নাম ।  
 সোমরাজী—মধুররসযুক্ত, তিক্তরসাত্মক, পাকে কটু, রসায়ন, বিষ্টেকারক, শীত-  
 বীৰ্য্য, কটিকর, ভেদক, জ্বরগ্রন্থী, রক্তপিত্তনাশক, রুক্ষ এবং কফ, শ্বাস, কুষ্ঠ,  
 মেহ, জ্বর ও কুমিনাশ করে । ইহার ফল—পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, বাত, কুষ্ঠ ও কফ  
 বিনাশক । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে সোমরান্ ও হাকুট বলে ॥ ২৩৪—২৩৬ ॥

## ভৃঙ্গরাজের নাম ও গুণ ।

ভৃঙ্গরাজ, ভেকরাজ, মার্কব, কেশরঞ্জক, অঙ্গারক, ভৃঙ্গরজ, ভৃঙ্গাহ, সূর্য্য-  
 বল্লভ, { ভৃঙ্গরজাঃ, ভৃঙ্গ, কেশরঞ্জন, ভৃঙ্গার, ভৃঙ্গারক, কেশরাজ, পদ্মজ, কার্কর,  
 মার্ক, নাপমার, পরক, কেজ, কুহলবর্জ্জন, একরজঃ, করঞ্জক, অঙ্গাগর, মর্কর ও  
 শিকেলিকা } এই শব্দগুলি ভৃঙ্গরাজের নাম । ভৃঙ্গরাজ—কটুরসাত্মক, তিক্ত-

পৰ্পটনামগুণাঃ ।

পৰ্পটঃ কবচো রেণুঃ পিত্তহা বরকণ্টকঃ ।

বরতিক্তঃ পৰ্পটকঃ পৃথ্বিকশ্চৰ্ম্মকণ্টকঃ ॥ ২৩৯ ॥

পৰ্পটো হস্তি পিত্তাশ্রমতৃষণাকফজ্বরান্ ।

সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুদ্বাতলো লঘুঃ ॥ ২৪০ ॥

রক্তপুষ্পোহতিসারশ্চ বারকো জ্বরনাশনঃ ।

পৰ্পটঃ পিত্তহৃদাহজ্বরজিৎ শ্লেষ্মশোষণঃ ।

তিক্তশীতো জ্বরহরো লঘু ভূনিষ্পৰ্পটো ॥ ২৪১ ॥

ত্রায়মাগানামগুণাঃ ।

শণপুষ্পী মাল্যপুষ্পী ধাবনী শণঘণ্টিকা ।

বৃহৎপুষ্পী শ্লগ্নঘণ্টা ঘণ্টাশব্দা তু পুষ্পিকা ॥ ২৪২ ॥

রসযুক্ত, রাস্ক, উষ্ণবীৰ্য্য, কফ ও বাতনাশক, দন্তরোগনাশক, ক্লমায়ন, বৃন্দোষবিনাশক এবং কৃষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরোরোগ প্রণাশক। প্রচলিত ভাষা-  
নাম—বজ্রভাষায় ভূম্বরাজ ও ভৌমরাজ এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “ভেগরিয়া” বলে ॥ ২৩৭-২৩৮ ॥

পৰ্পটকের নাম ও গুণ ।

পৰ্পট, কবচ, রেণু, পিত্তহা, বরকণ্টক, বরতিক্ত, পৰ্পটক, পৃথ্বিক, চৰ্ম্মকণ্টক, ত্রিষষ্টি, তিক্ত, চরক, তৃষণারি, বরক, অরক, শীত, শীতপ্রিয়, পাংশু, কলপাক, বর্ষকণ্টক, কুশশাখ, প্রবন্ধ, স্মৃতিক্ত, রক্তপুষ্পক, পিত্তারি, কটুপুষ্প, পাংশুপৰ্ণা-  
রক ( পাংশুর বত নাম আছে, যেমন রেণুক, ধূলি, পরাগ, ইত্যাদি ) এবং কবচ নামক ( কবচের বত নাম, যেমন বর্ষ, কঙ্ক ইত্যাদি ), এই শব্দগুলি পৰ্পটের নাম । পৰ্পটক—পিত্ত, রক্তপিত্ত, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ ও জ্বরনাশক, সংগ্রাহী, শীতল, তিক্তরসযুক্ত, দাহনাশক, বাতবর্দ্ধক ও লঘু । রক্তপুষ্পপৰ্পটক—অতিসার রোগ-  
নাশক, জ্বরনিবারক, পিত্তনাশক, দাহজ্বরপ্রণাশক ও শ্লেষ্মশোষণক । ভূনিষ ও পৰ্পট, উভয়েই সমগুণী অর্থাৎ উহার প্রত্যেকে পৃথকরূপে—তিক্তরসায়ক, শীতবীৰ্য্য, জ্বরনাশক এবং লঘু । প্রচলিত ভাষা নাম—বজ্রভাষায় ইহাকে ক্ষেত্-  
পাপড়া, ক. চ, পা, ষ; ক্ষেত্-পাকড়া, ব, ম; এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “দধনপাপরা” বলে ॥ ৩৩৯-২৪১ ॥

শণপুষ্পী ও ত্রায়মাগার নাম ও গুণ ।

শণপুষ্পী, মাল্যপুষ্পী, ধাবনী, শণঘণ্টিকা, বৃহৎপুষ্পী, শ্লগ্নঘণ্টা, ঘণ্টা-  
শব্দা, পুষ্পিকা, { শণিকা, পীতপুষ্পী, শ্লগ্নকলা, লোমশা, ঘণ্টা, শণপুষ্প-

শণপুষ্পী কটুঃ পিত্তশ্লেষ্মাজিহ্বাদিকারিণী

ত্রায়মাণাস্থহ্রাণা ত্রায়ন্তী গিরিসানুজা ॥ ২৪৩ ॥

বলভদ্রা কৃত্ত্রাণা বার্ষিকং ত্রায়মাণিকা ।

ত্রায়মাণা সরা পিত্তজ্বরশ্লেষ্মাশূলজিৎ ॥ ২৪৪ ॥

মহাজালনিকানামগুণাঃ ।

মহাজালনিকা চর্ম্মরঙ্গঃ স্রাৎ তিলপুষ্পিকা ।

আবর্তকী বিন্দুকিনী বিভাগী রক্তপুষ্পিকা ॥ ২৪৫ ॥

মহাজালনিকা তিত্তা রেচনী কফপিভ্রাজৎ ।

হস্তি দাহোদরানাহশোৰ্ফকুষ্ঠকুমিজ্বরান্ ॥ ২৪৬ ॥

অতিবিষানামগুণাঃ ।

• অতিবিষাশুক্ককন্দা বিষা প্রতিবিষাপরা ।

সমাকৃতি, মালাপুষ্পিকা, শণপুষ্পিকা ও ঘটাবরা }, এই সকল শব্দ শণপুষ্পীর নাম । শণপুষ্পী—কটুরসযুক্ত, পিত্ত ও শ্লেষ্মনাশক এবং বমিকারক । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে বনবনে, শণহলী, শণই ও বনশণই বলে ।

ত্রায়মাণা, স্থহ্রাণা, ত্রায়ন্তী, গিরিসা, অনুজা, বলভদ্রা, কৃত্ত্রাণা, বার্ষিক, বার্ষিক, ত্রায়মাণিকা, { ত্রাণা, ত্রাণ, ত্রায়ন্তিকা, বলভদ্রিকা, বলদেবী, স্থভদ্রানী, ভদ্রনামিকা, স্রাকামা, বার্ষিকা, গিরিজা, মজলাহী, দেববলা, পালিনী, ভদ্রনাশিনী, অবনী, রক্তনী ও গিরিসানুজী }, এই সকল শব্দ ত্রায়মাণার নাম । ত্রায়মাণা—সারক এবং পিত্ত, জ্বর, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত ও শূলরোগ বিনাশ করে । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে বলালতা, বলাড়ুমুর, বলা ও বহলা বলে ॥ ২৪২-২৪৪ ॥

মহাজালনিকার নাম ও গুণ ।

মহাজালনিকা, চর্ম্মরঙ্গ, তিলপুষ্পিকা, আবর্তকী, বিন্দুকিনী, বিভাগী, রক্তপুষ্পিকা { বিন্দুকিনী, বিবাণিকা, রক্তলতা, মনোজ্ঞা, রক্তপুষ্পী, পীতকীলা, মরুভালী ও মহাভালী }, এই শব্দগুলি মহাজালনিকার পর্যায় । মহাজালনিকা—তিক্তরসযুক্ত, রেচক, কফ ও পিত্তনাশক এবং দাহ, উদর, আনাহ, কুষ্ঠ, কুমি ও জ্বর বিনাশ করে । কোকণদেশে ইহা ভগবত্বর্জী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

অতিবিষার নাম ও গুণ ।

অতিবিষা, শুক্ককন্দা, বিষা, প্রতিবিষা, শ্রামকন্দা, শিতা, শৃঙ্গী, ভদ্রুরা, উপবিষাণিকা, { যুগব্রভা, শৃঙ্গিকা, বিষা, উপবিষা, অরুণা, মহৌষধ, কান্দীরা,

শ্যামকন্দা শিতাশৃঙ্গী ভঙ্গুরোপবিষাণিকা ।

বিষোষণ পাচনী তিত্তা শ্লেষ্মাপিত্তাতিসারজিৎ ॥ ২৪৭ ॥

শ্যামকন্দা চোপবিষা সা বিজ্ঞেয়া চতুর্বিধা ।

ক্ষিতা শ্বেতা ভূষণ কৃষ্ণা পীতবর্ণা তথৈব চ ॥ ২৪৮ ॥

যথাপূর্ববদ্বিজ্ঞেয়া বল্যা শ্রেষ্ঠা গুণোত্তমা ।

সর্বদোষহরাহ্যেত্বাল্পেপাচ্ছয়থুনাশিনী ।

শ্লেষ্মজান্ বিংশতিরোগান্ সত্তো হন্তাদ্রসায়নী ॥ ২৪৯ ॥

কাকমাচীনামগুণাঃ ।

কাকমাচী ধাজ্জমাচী কামচী জঘনী ফলা ।

রসায়নবরা সর্ববিত্তা স্মাৎ কাকিনী কটুঃ ॥ ২৫০ ॥

কাকমাচী ত্রিদোষঘ্নী স্নিগ্ধোষণ স্বরশুক্ৰদা ।

হৃতা রসায়নী শোফকুষ্ঠার্শোজ্বরমেহজিৎ ॥ ২৫১ ॥

শ্বেতা, শ্বেতকন্দা, ভূঙ্গী, বিরূপা, বিষরূপা, বীরা, মাজ্জী, শ্বেতবচা, ও অমৃত্য । এই সকল শব্দ অতিবিষা পর্যায়ক । অতিবিষা—উষ্ণবীৰ্য্য, আমপরিপাক, তিত্তরসযুক্ত এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত অতীসাররোগ বিনাশ করে । রক্তবর্ণা, শ্বেতবর্ণা, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণা ও পীতবর্ণাভেদে অতিবিষা চারি প্রকার । ইহারা যথাপূর্ব বলজনক, অধিকতর গুণযুক্ত, সর্বদোষনাশক, উহাদের প্রলেপ দ্বারা শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে, বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মরোগ নাশ করে এবং রসায়ন । প্রচলিত ভাষা নাম—বজ্জভাষায় ইহাকে আতইচ, আট্টৈস্ অট্টৈচ, আতইস্ ও অতইস্ ; এবং হিন্দীভাষায় “অতীষ ” বলে ॥ ২৪৭—২৪৯ ॥

কাকমাচীর নাম ও গুণ ।

কাকমাচী, ধাজ্জমাচী, কামচী, জঘনী, ফলা, রসায়নবরা, সর্ববিত্তা, কাকিনী, { কাকমাচিকা, কাকমাতা, কাকা, কাকমাতৃকা, বায়সী, ঘনাঘনা, বায়সাহা, বহফলা, কটফলা, রসায়নী, স্নানরী, শুচ্ছফলা, স্বাদুফলা, তিত্তিকা ও বহুতিত্তা }, এই সকল দ্রব্য কাকমাচীর নামান্তর । কাকমাচী—ত্রিদোষঘ্ন, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, স্বরগ্নিকারক, শুক্রজনক, হৃদ্য, রসায়ন এবং শোথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, জ্বর ও মেহরোগ বিনাশ করে । প্রচলিত বজ্জভাষায় ইহাকে মদন, মধুনী, শুঙ্ক-কমাই ও কাকমাচী এবং হিন্দী ভাষায় “অতীষ ” বলে ॥ ২৪৭—২৪৯ ॥

কাকজজ্ঞানামগুণাঃ ।

কাকজজ্ঞা নদীকান্তা কাকতিক্তা স্থলোমজা ।

পারাবতপদী কাকা মদাঢ্যা ছর্দ্দিকারিণী ।

কাকজজ্ঞা হিমা হস্তি রক্তপিভকফজ্বরান্ ॥ ২৫২ ॥

লোপ্রদ্বয়নামগুণাঃ ।

লোপ্রস্তিরীটঃ কানীনস্তিলকঃ সন্ততোদ্রবঃ ।

অন্তো ঘনত্বাৎ সরকঃ শ্বেতলোপ্রোহক্ষিভেষজম্ ॥ ২৫৩ ॥

লোপ্রো বিরোচকঃ পীতশ্চক্ষুর্ময়ঃ কফপিত্তনুৎ ।

কষায়ো রক্তশোফাসৃগ্জ্বরাতীসারনাশনং ।

তৎপুষ্পং মধুরং গ্রাহি সতিক্তং শ্লেষ্মপিভজিৎ ॥ ২৫৪ ॥

কাকজজ্ঞার নাম ও গুণ ।

কাকজজ্ঞা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, স্থলোমজা, পারাবতপদী, কাকা, মদাঢ্যা, ছর্দ্দিকারিণী, { কাকাজ্ঞী, কাকাকী, কাকনাসিকা, কাকনাসা, কাককলা, কুবীবল, কাকাজ্ঞা, কাকাহ্লা, ধাজ্জজ্ঞা, স্থলোমজা ও দাদী }, এই সকল শব্দ কাকজজ্ঞার পর্যায় । • কাকজজ্ঞা—নীতল এবং রক্তপিভ, কফ ও জ্বর বিনাশ করে । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কেউয়াটেঙ্গা ও কেউ ও নেকা, ক; কাউয়াটেঙ্গা, বা, পা; কাউয়াপস্থ ট, বলে ॥ ২৫২ ॥

দ্বিবিধলোপ্রের নাম ও গুণ ।

লোপ্র, তিরীট, কানীন, তিলক, সন্ততোদ্রব, { মার্জ্জন, রক্তলোপ্র, তিল, গালব, তিলুক ও ললকম্বা }, এই শব্দগুলি রক্তবর্ণ লোপ্রের পর্যায় । সরক, শ্বেতলোপ্র, অক্ষিভেষজ, { শুক্ল, পবরলোপ্র, মহালোপ্র, শাবর, পট্টিকালোপ্র, ক্রমুক, স্থলবন্ধক, জীর্ণপত্র ও বৃহৎপত্র } এই সকল শ্বেতলোপ্র পর্যায়ক । { গালব, তিরীট, তিল, মার্জ্জন, বলিপ্রিয়, বানরাঘাত, বলভদ্র, যোপ্র, তিল্লভক্ক, তিল্লক, কাওকীলক, লোপ্রক্ক, লোপ্রক, হেমপুষ্পক, কান্তনীল, তিল্লী, শাবরক ও তিরীটক } এই সকল শব্দ সর্বিবিধ লোপ্রের নামান্তর । লোপ্র—বিরোচক, নীতবীৰ্য্য চক্ষুরোগে প্রযোজ্য, কফ ও পিত্তনাশক, কষায়রসবিষষ্ট এবং রক্তদোষ, শোথ রক্তপিভরোগ ও জ্বরাতীসার বিনাশ করে । ইহার পুষ্প—মধুর, সংগ্রাহি, তিক্ত রসাত্মক এবং শ্লেষ্মা ও পিত্ত বিনাশ করিয়া থাকে । প্রচলিত ভাষায় লোপ্রকে লোধ ও পট্টিকালোধকে পাটিয়া লোধ বলে ॥ ২৫৩-২৫৪ ॥

বৃদ্ধদারুদ্রব্যনামগুণাঃ ।

বৃদ্ধদারুশ্মহাশ্রামা লাদ্রলী জীর্ণবন্ধলঃ ।

অন্য কোটরপুস্পী শ্রাদাবেগী ছাগলান্ধপি ॥ ২৫৫ ॥

বৃদ্ধদারুঃ কষায়োষ্ণঃ নরস্তিক্তো রসায়নঃ ।

বৃষো বাতাম্বাতাশ্রশোফমেহকফাঞ্জয়েৎ ॥ ২৫৬ ॥

দেবদালীনামগুণাঃ ।

দেবদালী বৃন্তকোশী দেবতাণ্ডো গরা-গরী ।

জীমূতস্তারকা বেগী জালিন্যাং যুর্কিষাপহা ॥ ২৫৭ ॥

দেবদালী রসে তিক্তা কফার্শঃশোফপাণ্ডুতাঃ ।

নাশয়েদ্রামনী তীক্ষ্ণা ক্ষয়হিক্কাক্রিমিজ্বরান্ ।

দেবদালী চ কটুকা প্রমেহকামলাপহা ॥ ২৫৮ ॥

বৃদ্ধদারকের নাম ও গুণ ।

বৃদ্ধদারু, মহাশ্রামা, লাদ্রলী, জীর্ণবন্ধল, কোটরপুস্পী, আবোগী, ছাগলানী, ঐ শ্মগন্ধা, ছাগলাজী, শ্মগন্ধা, জুঙ্গ, বৃদ্ধদারক, বৃদ্ধদারু, বৃদ্ধদার, বৃদ্ধকোটর-পুস্পী, ছাগলাজী, ছগী, অজী, জুঙ্গা, ছগলী, জুঙ্গক, শ্রাম, বৃষাগন্ধা, ছগলাজিকা, দীর্ঘাণুলুকা, ছাগলাজিকা, কোটরপুস্পী, বৃদ্ধ ও অজী }, এই শব্দগুলি বৃদ্ধদারকের নামান্তর । বৃদ্ধদারক—কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীৰ্য্য, সারক, তিক্তরসযুক্ত, রসায়ন, বৃষা এবং বাত, আমবাত, রক্তদোষ, শোথ, মেহ ও কফ নিবারণ করে । প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে বিস্তাভক, বিস্তারক, ক ; বৃদ্ধদারক, ব টা ; বিহারক, বৃদ্ধড়ক ও বিতরক, কো ; এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “বিধারা” বলে ॥ ২৫৫-২৫৬ ॥

দেবদালীর নাম ও গুণ ।

দেবদালী, বৃন্তকোশী, দেবতাণ্ড, গরা, গরী, জীমূত, তারকা, বেগী, জালিনী, আয়ুঃ, বিষাপহা, { জীমূতক, কটকলা, কটকলা, মহাকোষকলা, কদম্বী, ঘোরা, কর্কাটী, সারমুখিকা, বৃন্তকোশা, রোমশ, আধুবিষহা, দালী, পাঁজিকা, তুহজিকা, শূর্করী, দেবতার }, এই শব্দগুলি দেবদালীর নাম । দেবদালী—তিক্তরসযুক্ত, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, কটুসায়ক, বমনকারক এবং ক্ষয়, হিকা, কফ, শোথ, অর্শ, পাণ্ডু, ক্রমি, জ্বর, প্রমেহ ও কামলা রোগ নাশক । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে ঘোষালতা ও ঘোষাল এবং হিন্দীভাষায় “বষরবেল” ও “সোনিয়া” বলে ॥ ২৫৭-২৫৮ ॥

মদনবিনোদঃ ।

হংসপাদীনামগুণাঃ ।

হংসপাদী হংসপদী রক্তপাদী ত্রিপাদিকা ।

প্রহ্লাদিনী কীটমারী কীটমাতা মধুস্রবা ॥ ২৫৯ ॥

হংসপাদী গুরুঃ শীতা হস্তি রক্তবিষত্রণান্ ।

বিসর্পদাহাতীসারলূতভূতাংশচ রোপণী ॥ ২৬০ ॥

সোমবল্লীনামগুণাঃ ।

সোমবল্লী যজ্ঞনেতা সোমক্ষীরী দ্বিজপ্রিয়া ।

সোমবল্লী ত্রিদোষঘ্নী কটুস্তিক্তা রসায়নী ॥ ২৬১ ॥

আকাশবল্লীনামগুণাঃ ।

আকাশবল্লী তু বৃধৈঃ কথিতাহমরবল্লরী ।

খবল্লী গ্রাহিণী তিক্তা পিচ্ছিলাত্ম্যাম্যাপহা ॥ ২৬২ ॥

হংসপাদীর নাম ও গুণ ।

হংসপাদী, হংসপদী, রক্তপাদী, ত্রিপাদিকা, প্রহ্লাদিনী, কীটমারী, কীটমাতা মধুস্রবা, { ত্রিপাদী, ত্রিপদী, অলসা, হংসাস্রবা, গোধাপদী, গোধাজ্বী, গোবল্লী, সুবহ, ত্রিকলী, গোধাপদিকা, ত্রিদলা, হংসবতী, চিত্রপদা, ত্রিপদা, যুপুতলিকা, বিশ্বগ্রাস্ত্রী, কর্ণাটী, তাত্রপাদী, বিক্রান্তা, ব্রহ্মাদিনী, পদাদী, শীতাল, বৃত্তপাদিকা, সঞ্চারিণী, পদিকা, প্রহ্লাদী, কীটপাদিকা, বৃত্তরাষ্ট্রপাদী ও গোংপাদিকা }, এই শব্দগুলি হংসপাদীর পর্যায় । হংসপাদী—গুরু, শীতল, রক্তদোষবিষ, ত্রণ, বিসর্প, দাহ, অতীসার, লুতারিষ ও ভূতোন্মাদ বিনাশক এবং ত্রণরোধক প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে গোয়ালেলতা বলে ॥ ২৫৯-২৬০ ॥

সোমবল্লীর নাম ও গুণ ।

সোমবল্লী, যজ্ঞনেতা, সোমক্ষীরী, দ্বিজপ্রিয়া, { সোমবল্লরী, ইন্দুবল্লী, সোমবল্লিকা, ইন্দুলেখা, মহাশুল্লা, যজ্ঞশ্রেষ্ঠা, ধর্মলতা, সোমা, সোমক্ষীরী, যজ্ঞাঙ্গমন্তাকী, বয়স্কা, ব্রাহ্মী ও কল্পসংখা }, এই শব্দগুলি সোমবল্লীর নামান্তর সোমলতা—ত্রিদোষনাশক, কটুরসাস্বক, তিক্তরসযুক্ত এবং রসায়ন ॥ ২৬১ ॥

আকাশবল্লীর নাম ও গুণ ।

আকাশবল্লী, অমরবল্লরী, খবল্লী, { হংসম্পর্শী, বোমবল্লিকা, ব্যব্যবল্লী, হংসাপিণী }, এই শব্দগুলি আকাশবল্লীর পর্যায় । আকাশবল্লী—সংগ্রাহী, তিক্ত

নাকুলীনামগুণাঃ ।

নাকুলী স্তমহা সর্পগন্ধিনী গন্ধনাকুলী ।  
নকুলেষ্টা মহাসর্পনেত্রা রোচকপত্রিকা ॥ ২৬৩ ॥  
নাকুলী ভুবরা তিক্তা কটুকোষা বিনাশয়েৎ ।  
বিষলুতারুশ্চিকাখুসর্পাণ্ডাঞ্চ ক্রিমিব্রণান্ ॥ ২৬৪ ॥

বটপত্রীনামগুণাঃ ।

বটপত্রী মোহিনী স্রাদ্দীপনী রেচনী মতা ।  
বটপত্রী যোনিগদান্ কষায়োষণা বিনাশয়েৎ ।  
তৎফলং স্তম্ভনং শীতং বাতলং কফপিত্তজিৎ ॥ ২৬৫ ॥

লজ্জালুনামগুণাঃ ।

লজ্জালুর্মোহিনী স্পৃকা খদিরী গন্ধকারিণী ।  
নমস্কারী শমীপত্রী সমস্তা রক্তপাদিকা ॥ ২৬৬ ॥

রসযুক্ত ও পিচ্ছিলাক্ষিরোগ নাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে অমরলতা ও আকাশলতা এবং হিন্দীভাষায় “আকাশবেল” ও “অমরবেল” বলে ॥ ২৬২ ॥

নাকুলীর নাম ও গুণ ।

নাকুলী, স্তমহা, সর্পগন্ধিনী, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, মহাসর্পনেত্রা, রোচক-  
পত্রিকা, { সর্পগন্ধ, স্তমহা, জম্বী, নংগগন্ধা, অহিভুক, রক্তপত্রিকা, সরলা,  
সর্পাদনী ও ব্যালগন্ধা }, এই সকল শব্দ নাকুলীর পর্যায় । ইহা এক প্রকার  
কন্দ । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে নাই বলে । নাকুলী—কষায়রসবিশিষ্ট;  
তিক্তরসায়ক, কটু, উষ্ণবীৰ্য্য এবং লূতা ( মাকড়সা ) বিষ, বৃশ্চিক ( বিছা )  
বিষ, সর্পবিষ, ক্রিমি ও ব্রণ নাশ করে ॥ ২৬৩-২৬৪ ॥

বটপত্রীর নাম ও গুণ ।

বটপত্রী, মোহিনী, দীপনী, রেচনী, { ইজ্ঞানী, ঐরাবতী, গোথাবতী, শ্রামা,  
বটাদনামিকা ও ইরাবতী }, এই সকল শব্দ বটপত্রীর নামান্তর । ইহা এক-  
প্রকার পাষাণভেদী । বটপত্রী—কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীৰ্য্য এবং যোনিরোগ  
বিনাশ করে । ইহার ফল—স্তম্ভনকারক, শীতল, বাতল এবং কফপিত্ত-  
নাশক ॥ ২৬৫ ॥

লজ্জালুর নাম ও গুণ ।



লজ্জালুঃ শীতলা তিত্তা কষায়া প্লেগ্নপিত্তজিৎ ।

রক্তপিত্তমতীসারং যোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ ॥ ২৬৭ ॥

মুঘলী নামগুণাঃ ।

মুঘলী, খলিনী তালপত্রী কাঞ্চনপুষ্পিকা ।

মহাবৃক্ষা বৃক্ষকন্দঃ খর্জুরী তালমূলিকা ॥ ২৬৮ ॥

মুঘলী মধুরা রুচা বীর্যোক্ষা বৃংহণী গুরুঃ ।

তিক্তা রসায়নী হস্তি গুদজাননিলং তথা ॥ ২৬৯ ॥

কপিকচ্ছ নামগুণাঃ ।

কপিকচ্ছঃ স্বয়ংগুপ্তা কণ্ডূলা দুর্বলগ্রহা ।

চণ্ডাশ্লগুপ্তা লাসুলী মর্কটী শ্রাৎ প্রহর্ষণী ॥ ২৭০ ॥

রক্তপাদিকা, { কন্ধিরী, খলিরপত্রিকা, সঙ্কোচিনী, প্রসারিণী, ‘সপ্তপর্বা’, লজ্জা, গুণ্ডামালিকা, লজ্জিণী, স্পর্শলজ্জা, অজ্ঞবোধিনী, রক্তমূলা, তাম্রমূলা, সপ্তপা, অঞ্জলিকারিকা, সন্ধ্যাভীতা, বশিনী ও মহৌষধা }, এই শব্দ সকল লজ্জালুর পর্যায় । লজ্জালু—শীতবীৰ্য, তিত্তরসযুক্ত, কষাররসবিশিষ্ট এবং কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অতীসার ও যোনিরোগ সকল বিনাশ করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে লাজুকলতা ও লজ্জাবতীসতা বলে । ২৬৬-২৬৭ ।

তালমূলের নাম ও গুণ ।

মুঘলী, খলিনী, তালপত্রী, কাঞ্চনপুষ্পিকা, মহাবৃক্ষা, বৃক্ষকন্দ, খর্জুরী, তালমূলিকা, { তালমূলী, মুশলী, মুসলী, তালিকা, তালী, অর্শোদ্রী, খলনী, সুবহা, তালপত্রিকা, গোষাপত্রী, হেমপুশী, তুড়ালী ও দীর্ঘকন্ধিকা }, এই সকল শব্দ তালমূলের পর্যায় । তালমূলী—মধুররসযুক্ত, রুচা, বীজবীৰ্য, বৃংহণ, গুরু, তিত্তরসাত্মক, রসায়ন এবং গুদজরোগ ( অর্শঃ, ভগন্ধর প্রভৃতি ) ও বাত বিনাশ করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তালমূলী এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “মুঘলী” বলে ॥ ২৬৮-২৬৯ ॥

শুকশিষীর নাম ও গুণ ।

কপিকচ্ছ, স্বয়ংগুপ্তা, কণ্ডূলা, দুর্বলগ্রহা, চণ্ডা, আশ্লগুপ্তা, লাসুলী, মর্কটী, প্রহর্ষণী, { কপিকচ্ছা, কপিচ্ছ, অড়া, অঘাতা, কণ্ডুরা, প্রাণায়ননী, শুকশিষী, শুকশিষিকা, অঘাপ্রোক্তা, সন্ধ্যাপোষা, শূকা, শূকধতী, গাত্রভঙ্গা, কচ্ছুধতী,

কপিকচ্ছুঃ পরং বৃথা মধুরা বৃংহণী গুরুঃ ।

তদ্বীজং বাতশমনং বাজীকরণমুত্তমন্ ॥ ২৭১ ॥

পুত্রজীবনামগুণাঃ ।

পুত্রজীবো গর্ভকরো যষ্টীপুত্রোহর্থসাধনঃ ।

পুত্রজীবো গুরুর্বৃষো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতজিৎ ॥ ২৭২ ॥

বক্ষ্যানামগুণাঃ ।

বক্ষ্যাকর্কোটকী দেবী কুমারী বিষনাশিনী ।

মনোজ্ঞা নামদমনী বক্ষ্যা যোগীশ্বরী মতা ॥ ২৭৩ ॥

বক্ষ্যাকর্কোটকী লম্বী কফনুদ্ ভ্রংশোধনী ।

সর্পদংশু হরা তীক্ষ্ণা বীসর্প বিষনাশিনী ॥ ২৭৪ ॥

কচ্ছুরা, ঋষভ, প্রাবুধা, কতুরা, ঋষভী, আমগুপ্তা, যগুপ্তা, জটা, কপিচ্ছুরা, অজাঙ্গা, অজ্যা, শুকপিণ্ডী, শূকপিণ্ডী, স্নোমবল্লী, কাশীরোমা, বনশুক্লী, রমান, তীক্ষ্ণা, বরাহিকা, শিখী, আর্ষভী, বদরী, অডভা, কুণ্ডলী, কপিরোমফলা, দুঃস্পর্শা, লাহলী, মহর্ষভী, সূতপ্তা ও প্রাবিবেধ্যা }। এই শব্দগুলি শূকশিখীর নামান্তর। শূকশিখী—অত্যন্ত বলকর, মধুররসবিশিষ্ট, বীর্ঘ্যজনক ও গুরু। ইহার বীজ—বাতনাশক ও সর্কোৎকৃষ্ট বাজীকর। প্রচলিত ভাষা নাম—বজ্রভাবার ইহাকে আম্ভুলী, ক ; শূরাশিখী, ব ; শূরাশিখী, ঢা, পা ; শূকশিখী, র, ওলার লেজ ও বিলৈস্ম শূকী, ম ; বানর কলা বা বাল্লঃহোলা, ট ; ধূনার শুড়া ও দর, কো ; এবং ইহাকে হিন্দীভাষায় “কৈউয়াচ” বলে ॥ ২৭০-২৭১ ॥

পুত্রজীবের নাম ও গুণ ।

পুত্রজীব, গর্ভকর, যষ্টীপুত্র, অর্থসাধন, { জীবপুত্রক, স্ত্রীপদাঢ্য, কুমারজীব, পুত্রজীবক, পত্রি, গর্ভদ, সূতজীবক, যষ্টীপুত্র ও অর্থসাধক }, এই সকল শব্দ পুত্রজীবের নামান্তর। পুত্রজীব—গুরু, বলকর, গর্ভজনক এবং কফ ও বায়ুনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বজ্রভাবার ইহাকে জীরাপুঁতা এবং হিন্দীভাষায় “পিঠোজিরা” বলে ॥ ২৭২ ॥

বক্ষ্যাকর্কোটকীর নাম ও গুণ ।

বক্ষ্যাকর্কোটকী, দেবী, কুমারী, বিষনাশিনী, মনোজ্ঞা, নামদমনী, বক্ষ্যা, যোগীশ্বরী, { তিক্তকর্কোটী, নাগারাতি, নাগহস্তী, পথ্যা, দিবা, স্রজদা, তিক্তকর্কোটকী, ভূতহরী, নাগারি, বাস্তা, ভক্তদমনী, বিষকটকিনী, সর্পদমনী,

## বিষ্ণুক্ৰান্তানামগুণাঃ ।

বিষ্ণুক্ৰান্তা নীলপুষ্পী জয়া বশ্যাপরাজিতা ।

বিষ্ণুক্ৰান্তা কটুশ্লেধ্যা ক্রিমিভ্রণকফাঞ্জয়েৎ ॥ ২৭৫ ॥

## শঙ্খপুষ্পীনামগুণাঃ ।

শঙ্খপুষ্পা শঙ্খনাম্নী কিরীটী কঙ্খমালিনী ।

শঙ্খপুষ্পা স্মৃতিহিতা মেধ্যা বর্ণবিলাসিনী ॥ ২৭৬ ॥

শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যা মতা চেতোবিধায়িনী ।

রসায়নী কষায়োষণ স্মৃতিদা মোহনাশিনী ॥ ২৭৭ ॥

## দুগ্ধিকানামগুণাঃ ।

দুগ্ধিকা মধুপর্ণী স্রাৎ ক্ষীরিণী স্রাদুপুষ্পিকা ।

বিষকাকিনী, পরা, স্তম্ভা, ত্রীকণ, ঈধরী, বক্ষ্যাকর্কোটী, কন্দবল্লী, সন্ধা । এই সকল শব্দ বক্ষ্যাকর্কোটীর নামান্তর । বক্ষ্যাকর্কোটী—লঘু, কফনাশক, ব্রণ-শোধক, সর্পবিবনাশক, ভীক্ষুরীষ্য ও বিসর্প এবং বিবনাশ করে । প্রচলিত ভাষা নাম—বদ্ধভাষায় ইহাকে তিৎকাঁকড় এবং হিন্দীভাষায় “কক থখা”, “কক চটেল” ও “কক ককরোল” বলে ॥ ২৭৩-২৭৪ ॥

## বিষ্ণুক্ৰান্তার নাম ও গুণ ।

বিষ্ণুক্ৰান্তা, নীলপুষ্পী, জয়া, বস্তা, অপরাজিতা, { হরিকান্ত, নীলপুষ্পা, নীলকান্তা, দুগ্ধিকা, বিক্রান্তা ও সুরীলী }, এই শব্দগুলি বিষ্ণুক্ৰান্তার পর্যায় । বিষ্ণুক্ৰান্তা—কটুরসযুক্ত, মেধাজনক এবং কৃষি, ব্রণ ও কফ বিনাশ করে । ইহা একপ্রকার অপরাজিতা গাছ বিশেষ ॥ ২৭৫ ॥

## শঙ্খপুষ্পীর নাম ও গুণ ।

শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খনাম্নী, কিরীটী, কঙ্খমালিনী, শঙ্খপুষ্পা, স্মৃতিহিতা, মেধ্যা, বর্ণ-বিলাসিনী, { শঙ্খমালিনী, শঙ্খপুষ্পীকা, পীতপুষ্পী, শঙ্খকুম্ভা, সুরপুষ্পী, কঙ্খপুষ্পা, চণ্ডা, মলবিলাসিনী, শঙ্খাস্রা, ভুলগা ও মঙ্গলাকুম্ভা }, এই সকল শব্দ শঙ্খ-পুষ্পীর পর্যায় । শঙ্খপুষ্পী—রেচক, মেধাজনক, চিহ্নের স্থিরভাজনক, রসায়ন, কষায়রসবিধিষ্ট, উষ্ণরীষ্য, স্মৃতিপ্রদ এবং মোহ বিনাশ করে । প্রচলিত ভাষা-ভাষায় ইহাকে শঙ্খহলী, ডান্ধুনী ও চোরহলী বলে ॥ ২৭৬-২৭৭ ॥



বাতপ্লেম্বোদরানাহকুষ্ঠার্শোগ্রহণীগদান্ ।

হস্তি গুল্মজ্বরশিথ্রবহ্নিমান্দ্যক্রিমিহরান্ ॥ ২৮১ ॥

চরপোটানামগুণাঃ ।

চরপোট্য দীর্ঘপত্রী কুস্তলী তিত্তকা মতা ।

চরপোট্য হিমা রুক্ষা ভেদিনী শ্বাসকামজিৎ ॥ ২৮২ ॥

দ্রোণপুষ্পী নামগুণাঃ ।<sup>১</sup>

দ্রোণপুষ্পী শ্বসনকঃ পালিন্দী কুস্তয়োনিকা ।

ছত্রাণী ছত্রকী দ্রোণা কোড়িণ্যো বৃক্ষসারকঃ ॥ ২৮৩ ॥

দ্রোণপুষ্পা গুরু রুক্ষা স্বাদুক্ষা বাতপিত্তনুৎ ।

ভেদনী কায়লাশোফকফক্রিমিহরা কটু ॥ ২৮৪ ॥

ব্রাহ্মী ব্রাহ্মমণ্ডু কী নামগুণাঃ ।

ব্রাহ্মী সরস্বতী সোমা সত্যাহ্বা ব্রহ্মচারিণী ।

মণ্ডু কপর্ণী মাণ্ডু কী ঙ্গষ্ট্রী দিব্যা মর্হোষধী ॥ ২৮৫ ॥

অগ্নিমান্দ্য ও কুম্ভিজর বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে, ভেলা ও ভালা বলে ॥ ২৮০-২৮১ ॥

চরপোট্য নাম ও গুণ ।

চরপোট্য, দীর্ঘপত্রী, কুস্তলী ও তিত্তকা, এই সকল শব্দ চরপোট্যের পর্যায় ।  
চরপোট্য—শীতল, রুক্ষ, রেচক এবং শ্বাস ও কাশ-বিনাশক । ইহা পশ্চিমদেশে  
“চরপোট্য” নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৮২ ॥

দ্রোণপুষ্পীর নাম ও গুণ ।

দ্রোণপুষ্পী, শ্বসনক, পালিন্দী, কুস্তয়োনিকা, ছত্রাণী, ছত্রকী, দ্রোণা, কোড়িণী, বৃক্ষসারক, { দ্রোণ, দ্রোণ, কবপত্রী, কুস্তয়োনি, কুস্তরিকা, চিত্রাকূপ, কুরখা, অপুষ্পী ও কলেপুষ্পা }, এই সকল শব্দ দ্রোণপুষ্পী পর্যায়ক । দ্রোণপুষ্পী—গুরু, রুক্ষ, স্বাদুক্ষা, বাতপিত্ত নাশক, ভেদক, কায়লা-রোগ, শোথ, কফ ও কুম্ভিবিনাশক এবং লঘু । ইহা ভাষা নাম—বঙ্গ-ভাষায় ইহাকে বলাবলে, ডণ্ডকল, হকসিরা ও হকসা এবং “গুয়া ও গুয়া” বলে ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

ব্রাহ্মী ও ব্রাহ্মমণ্ডু কীর নাম ও গুণ ।

ব্রাহ্মী, সরস্বতী, সোমা, সত্যাহ্বা, ব্রহ্মচারিণী { মৎস্তাকী, বয়ঃহ, সোম-বল্লরী, মলাকী, অরসা, সোম্যা, অরজেষ্ঠী, অবার্জলা, কপোতবেগা বৈখাজী,

কপোতবিট্কা মুনিকা লাবণ্য সোমবল্লরী ।

ব্রাহ্মী হিমা সরা স্বাছূর্লঘুর্মেধ্যা রসায়নী ॥ ২৮৬ ॥

স্বর্ঘ্যা স্মৃতিপ্রদা কূষ্ঠপাণ্ডুমেহালকাসজিৎ ।

যশোফল্লরহরা তদ্রস্মগু কপুত্রিণী ॥ ২৮৭ ॥

স্ববর্চলাব্রহ্মস্ববর্চলানামগুণাঃ ।

স্ববর্চলাহর্ককান্তা স্মাৎ সূর্য্যভক্তা স্খোদ্ভবা ।

সূর্য্যাবর্তা রবিপ্রীতা তন্মাত্রা ব্রাহ্মস্ববর্চলা ॥ ২৮৮ ॥

স্ববর্চলা গুরুঃ শীতা মূত্রলাঃ কফবাতজিৎ ।

অন্যতু কূষ্ঠমেহাশ্মকুচ্ছ জ্বরহরা লঘুঃ ॥ ২৮৯ ॥

দ্রব্যভেদাঃ সায়ন্তরী, সোম্যলতা, সুরেষ্ঠা, ব্রহ্মকণ্ঠকা, মেধ্যা, বীরা, ভারতী, বরা, পরমেষ্ঠিনী, শারঙ্গা, কপোতবন্ধা ও ব্রাহ্মী }, এই সকল শব্দ ব্রাহ্মীশাকের নামান্তর। মণ্ডুকপর্ণী, মাণ্ডুকী, ওষ্ট্রী, দিব্যা, মহোষধী, কপোতবিট্কা, মুনিকা, লাবণ্যা ও সোমবল্লরী মণ্ডুকপত্রিণী, { মণ্ডুকী, মণ্ডুকমাত্রা, ব্রহ্মমণ্ডুকী ও ব্রহ্মমণ্ডুকিকা } এই সকল শব্দ ব্রহ্মমণ্ডুকীর নামান্তর। ব্রাহ্মীশাক এবং ব্রাহ্মমণ্ডুকী উভয়ই—শীতগুণযুক্ত, ভেদক, স্বাছূর্লসাত্মক, লঘু, মেহাজনক, রসায়ন, স্বরপরিষ্কারক, স্মৃতিপ্রদ এবং কূষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তপিত্ত, কাস, বিব, শোথ ও জ্বর বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ব্রাহ্মীশাক ও ব্রাহ্মণী ও হিন্দীভাষায় “বরভী” বলে ; এবং ব্রহ্মমণ্ডুকীকে বঙ্গভাষায় খান্ধুনী বা খল-কুড়ি বলে ॥ ২৮৫-২৮৭ ॥

স্ববর্চলা ও ব্রহ্মস্ববর্চলার নাম ও গুণ ।

স্ববর্চলা, অর্ককান্তা, সূর্য্যভক্তা, স্খোদ্ভবা, সূর্য্যাবর্তা, রবিপ্রীতা, { আদিত্য ভক্তা }, এই শব্দগুলি স্ববর্চলার নামান্তর। ব্রাহ্মীস্ববর্চলা, { ব্রহ্মস্ববর্চলা, সন্ধীরা, দেবী, পদ্মিনীপ্রম্যা ও হিরণ্যকীরা }, এই সকল শব্দ ব্রহ্মস্ববর্চলার পর্যায়। স্ববর্চলা—গুরু, শীতল, মূত্রবর্জক এবং ইহা কফ ও বায়ু বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে হড়হড়ে বলে। ব্রহ্মস্ববর্চলা—কূষ্ঠ, মেহ, অশ্মরী ( পাণ্ডুরী ), মূত্র ও জ্বর নষ্ট করে এবং ইহা লঘু। ইহা হ্রদ প্রভৃতি

মৎস্তাক্ষীনাংগুণাঃ ।

মৎস্তাক্ষী বালিকা মৎস্তাক্ষী মৎস্তাদনী তথা ।

মৎস্তাক্ষী গ্রাহিণী শীতা কুষ্ঠপিত্তকফাস্রনুৎ ॥ ২৯০ ॥

জলপিপ্লীনাংগুণাঃ ।

তোয়পিপ্লীনাশুবল্লী, পলুরঃ কঞ্চটস্তথা ।

জলপিপ্লীলিকা হৃতা চক্ষুগ্যা শুক্রলা লঘুঃ ।

সংগ্রাহিণী হিমা রূক্ষা রক্তদাহত্রণাপহা ॥ ২৯১ ॥

গোজিহ্বানাংগুণাঃ ।

গোজিহ্বা গোজিকা গোমী দার্বিকা স্বরপর্ণিনী ।

গোজিহ্বা বাতলা শীতা গ্রাহিণী কফপিত্তনুৎ ।

হৃতা প্রমেহকাসাস্রজ্বরহরা লঘুঃ ॥ ২৯২ ॥

মৎস্তাক্ষীর নাম ও গুণ ।

মৎস্তাক্ষী, বালিকা, মৎস্তগন্ধী ও মৎস্তাদনী, এই শব্দ সমূহ মৎস্তাক্ষীপৰ্যায়ক । মৎস্তাক্ষী—মলরোধক, শীতবীৰ্য্য এবং কুষ্ঠ, পিত্ত, কফ ও রক্ত-দোষ নিবারক । হিন্দীভাষায় ইহাকে “মচ্চেটী”, “ছহ্মছহ্মা” এবং “আই” বলে ॥ ২৯০ ॥

জলপিপ্লীর নাম ও গুণ ।

তোয়পিপ্লী, অশুবল্লী, পলুর, কঞ্চট, { মহারাষ্ট্রী, শারদী, তোয়বল্লরী, মৎস্তাদনী, মৎস্তগন্ধা, শকুলাদনী, লাকুলী, অগ্নিজালা, চিত্রপত্রী, প্রাণকা, তৃণ-শীতা, বহুশিখা, জলপিপ্লী ও জলপিপ্লীলিকা }, এই সকল শব্দ জলপিপ্লী পৰ্যায়ক । জলপিপ্লী হৃতা, চক্ষুরোগে হিতকর, শুক্রবর্জক, লঘু, সংগ্রাহী, শীতবীৰ্য্য, রূক্ষ এবং রক্তদাহ ও ত্রণ বিনাশক । প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে পিলিপলা এবং হিন্দীভাষায় “জলপিপ্লী” বলে ॥ ২৯১ ॥

গোজিহ্বার নাম ও গুণ ।

গোজিহ্বা, গোজিকা, গোমী, দার্বিকা, স্বরপর্ণিনী, { দার্বিকা, কুরঙ্গা, দার্বিপত্রিকা, দৈর্ঘী, স্বরপঞ্জী, গোজিহ্বা, বাতোনা, অধোমুখী, অনন্ত-জিহ্বা, অধঃপুল্লী, গোভী ও স্বরপর্ণিনী } এই সকল শব্দ গোজিহ্বার

নাগদমনীনামগুণাঃ ।

নাগাহা দমনী নাগগন্ধা ভূজগপর্ণিনী ।

স্রাগ্নাগদমনী বর্ণ্যা লুতাসপবিষাপহা ॥ ২১৩ ॥

গুজ্ঞানামগুণাঃ ।

গুজ্ঞা শিখণ্ডিকা তাত্রা রক্তিকা কাকনাসিকা ।\*

শ্বেতান্ধা চক্রিকা চূড়া হুমুখা কাকপীলুকা ॥ ২১৪ ॥

গুজ্ঞা কেশ্যা বলকরা ত্রুচ্যা পিত্তকফাপহা ।

নেত্রোন্ময়হরা বৃষ্যা হস্তি কণ্ডু গ্রহত্রণান্ ।

ক্রিমীন্ প্রলুপ্তকুষ্ঠানি তদ্বচ্ছেতাপি শস্যতে ॥ ২১৫ ॥

নাশক, হৃৎ, প্রমেহ, কাস, রক্তপিত্ত, বৈশ ও জ্বর নিবারক এবং লঘু । প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে গোজিয়াশাক এবং হিন্দীভাষায় “গোজিয়া লতা”, “দমরিয়া শাক” এবং “শাখোকোপা” বলে ॥ ২১২ ॥

নাগদমনীর নাম ও গুণ ।

নাগাহা, দমনী, নাগগন্ধা, ভূজগপর্ণিনী, { জম্বু, জাম্ববতী, হুকা, রক্তপুন্দ্রী, জাম্ববতী, বলবতী, হুর্ধ্বা, হুঃমহা { নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুন্দ্রী, নাগপত্রা, মহাযোগীশ্বরী ও নাগদোনা }, এই সকল শব্দ নাগদমনী পর্য্যায়ক । নাগদমনী—বর্ণকর এবং লুতা বিষ ও সর্প বিষ বিনাশক । প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে নাগদোনা এবং হিন্দীভাষায় “নাগচূনী” বলে ॥ ২১৩ ॥

\* রক্তগুজ্ঞা ও শ্বেতগুজ্ঞার নাম ও গুণ ।

গুজ্ঞা, শিখণ্ডিকা, তাত্রা, রক্তিকা, কাকনাসিকা, { গুজ্ঞিকা, গুজ্ঞাকিনী, কাকচিকী, কুফলা, শালুষ্ঠা, রক্তি, কাকানী, কাকডিক্তা, কাকজজ্বা, কাকপতী, কাকপণ্ডিকা, শিখণ্ডিনী, কাকতুণ্ডিকা, কক্ষী, কনীচি, কাকা, কাকিনী, কাক-জিহ্বা, কুফলক, কাকী, সোম্যা, শিখণ্ডী, অরুণা, তাম্রিকা, শীতপাটী, উল্লটা, কাকতুণ্ডিকা, রক্তা, কাথোজী, ভীলভূষণা, বজ্রা, জাম্বলচূড়া ও কাকচিকিকা }, এই সকল গুণ রক্তগুজ্ঞার নামান্তর । চক্রিকা, চূড়া, হুমুখা, কাকপীলুকা, { কাক-পীলু, কাকবল্লরী } এই সকল শব্দ শ্বেতগুজ্ঞার পর্য্যায় । বিবিধ গুজ্ঞাই—কেশের উজ্জলভাৱক, বলকর, চর্ম্মের সৌন্দর্য্যজনক, পিত্ত ও কফনাশক, চক্ষুরোগ নিবারক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, কণ্ডু, গ্রহদোষ ও ত্রণনাশক এবং ইহা দ্বারা কৃমি, ইন্দ্রলুপ্ত



বেল্লস্তরনামগুণাঃ ।

বেল্লস্তরো দীর্ঘপত্রো বীরজ্জ্বলহবারকঃ ।

বেল্লস্তরোহশ্বনুদ্র গ্রাহী কফকৃচ্ছ্রানিলাত্তিজিৎ ॥ ২১৬ ॥

বন্দানামগুণাঃ ।

বন্দাকঃ শ্বাদু কুরুহা শেধরী কালবুদ্ধকঃ ।

বুদ্ধাদনী কামতরুঃ কামিন্যাপদরোহিণী ।

বন্দাকঃ কফবাতাশ্রশোফত্রণবিষাপহঃ ॥ ২১৭ ॥

পিণ্ডারনামগুণাঃ ।

পিণ্ডারঃ করহাটঃ শ্বাৎ তীক্ষ্ণকীলঃ কুরঙ্গকঃ ।

পিণ্ডারো মধুরঃ শীতঃ শোধপিত্তকফাপহঃ ॥ ২১৮ ॥

(টাক্) ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে লালকুঁট ও সাদাকুঁট বলে ॥ ২১৪-২১৫ ॥

বেল্লস্তরের নাম ও গুণ ।

বেল্লস্তর, দীর্ঘপত্র, বীরজ্জ, বহুবারক, { বিশ্বাস্তর ও বীরতরু }, এই সকল শব্দ বেল্লস্তর—জ্বররোগ নাশক, সংগ্রাহী এবং কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বাতবাধি বিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বীরতরু এবং হিন্দীভাষায় “বরবেলা” বলে ॥ ২১৬ ॥

বন্দার নাম ও গুণ ।

বন্দাক, বুদ্ধকুরুহা, শেধরী, কালবুদ্ধক, বুদ্ধাদনী, কামতরু, কামিনী, আপদরোহিণী, { বন্দা, বন্দাক, বন্দাকী, বন্দা, বন্দাক, বন্দক, জীবন্তিকা, কাককুরুহা, সেব্যা, বন্দকা, নীলবল্লী, পরবাসিকা, বশিনী, পুজিনী, পরপুটী, পরাশ্রয়া, পাদপরোহিণী, শিখরী, তরুরোহিণী, কামবুদ্ধ, কেশরুপা, তরুরুহা, তরুহা, গন্ধনাদনী, তরুভূক, স্তাম্বা, উপদী ও বুদ্ধভাষ্য }, এই সকল শব্দ বন্দার নামান্তর । বন্দ—বক, বাতরুজ, শোধ, ত্রণ ও বিষনাশক । প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে পরগাছা, বাঁহ ও পরসারা এবং হিন্দীভাষায় “বাঁদা” বলে ॥ ২১৭ ॥

পিণ্ডারের নাম ও গুণ ।

পিণ্ডার, করহাট, তীক্ষ্ণকীল ও কুরঙ্গক এই সকল শব্দ পিণ্ডার পর্যায়ক । পিণ্ডার—মধুরসম্পৃক্ত, শীতবীৰ্য এবং শোধ, পিত্ত ও কফ বিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পিঠালী এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “পিণ্ডারা” বলে ॥ ২১৮ ॥

ছিকিকানামগুণাঃ ।

ছিকিকা ক্ষবকঃ ক্রুরো নাসা সংবেদনা পটুঃ ।

ছিকিকা পিত্তলা কুষ্ঠক্রিমিবাতকফাপহা ॥ ২৯৯ ॥

রোহিতনামগুণাঃ ।

রোহিতো দাড়িমীপুষ্পো রোহিতকঃ কুশাম্বলিঃ ।

প্লীহারী রোহিণী রোহী রক্তস্ন পারিজাতকঃ ।

রোহিতকঃ সরো গুল্মযকৃৎপ্লাহোদরাপহঃ ॥ ৩০০ ॥

মোচরসনামগুণাঃ ।

মোচকঃ স্মোচরসঃ শাল্মলীবেষ্টকঃ স্মৃতঃ ।

মোচনির্যাসকঃ পিচ্ছা মোচাস্রাবী চ বেষ্টকঃ ॥ ৩০১ ॥

ছিকিকার নাম ও গুণ ।

ছিকিকা, ক্ষবক, ক্রুর, নাসা, সংবেদনা, পটু, { ছিকিনী, ক্ষবক, উগ্রা, ভিক্তা, উগ্রগন্ধা ও জ্বাণদুঃখদা }, এই সকল শব্দ ছিকিকার নামান্তর । ছিকিকা—পিত্তবর্দ্ধক এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, বাত ও কফ নাশ করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হাঁচুটি, ছিকিনী ও নাগ ছিকিনী বলে ॥ ২৯৯ ॥

রোহিতকের নাম ও গুণ ।

রোহিত, দাড়িমীপুষ্প, রোহিতক, কুশাম্বলি, প্লীহারী, রোহিণী, রোহী, রক্তস্ন, পারিজাতক, { প্লীহাজক, দাড়িমপুষ্পক, মাংসদলন, যকৃৎদৈরী, চলচ্ছদ, রোহিতের, রক্তপুষ্প, রোহীতক, রোহিণ, দাড়িমপুষ্প, সদাপ্রহন, কুটশাম্বলি, রোহী, বিরোচন, শাল্মলিক ও প্লীহাঘাতী }, এই সকল শব্দ রোহিতকের পর্যায় । রোহিতক—সারক এবং গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা ও উদররোগ বিনাশক । প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে রোড়া, রমনা ও নয়না এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “রোহন” বলে ॥ ৩০০ ॥

মোচরসের নাম ও গুণ ।

মোচক, মোচরস, শাল্মলীবেষ্টক, মোচনির্যাসক, পিচ্ছা, মোচাস্রাবী, বেষ্টক, { মোচ, মোচসার, মোচক্র, মোচস্রাব, শাল্মলীনির্যাস, পিচ্ছিলসার, স্মরণ, শাল্মলিবেষ্ট, মোচাক, মোচাস্র, শাল্মাল ও শাল্মলীবেষ্টক }, এই শব্দ সকল মোচরসের পর্যায় । মোচরস—শীতবীৰ্য, সংগ্রাহী, গুরু, বীৰ্যজনক, অতিসার

মোচকঃ শীতলো গ্রাহী গুরুবৃদ্ধোহতিসারজিৎ ।

প্রবাহকাসপিত্তাস্রকফদাহনিবহর্গঃ ॥ ৩০২ ॥

অজগন্ধানামগুণাঃ ।

অজগন্ধা বস্তগন্ধা কবরী পূতবর্বরঃ ।

অজগন্ধা লঘু রুচ্যা হৃগ্ধা তু কফবাতমুৎ ॥ ৩০৩ ॥

সৌরৈয়কনামগুণাঃ ।

সৌরৈয়কঃ সহচরঃ সৌরৈয়ঃ কিঙ্করাতকঃ ।

দাসী সহচরঃ বিণ্টী শৈর্ধ্যকো মৃদুকণ্টকঃ ॥ ৩০৪ ॥

রক্তপুষ্পঃ কুরুবকঃ পীতো জৈয়ঃ কুরুকণ্টকঃ ।

নীল আর্ভুগলঃ প্রোক্তো বাণাহোদনপাক্যপি ॥ ৩০৫ ॥

সৌরৈয়ঃ কুষ্ঠবাতাস্রকফকণ্ডুবিষাপহঃ ।

তিক্তোমেষা মধুরঃ কেশঃ স্মৃম্বিকঃ কেশরঞ্জনঃ ॥ ৩০৬ ॥

নাশক এবং প্রবাহিকা, কাস, রক্তপিত্ত, কফ ও দাহ নিবারণ করে। প্রচলিত  
বঙ্গভাষায় ইহাকে মোচুরস ও সৌমুলের আঠা বলে ॥ ৩০১-৩০২ ॥

অজগন্ধার নাম ও গুণ ।

অজগন্ধা, বস্তগন্ধা, কবরী, পূতবর্বর, { তিলোপি, ব্রাহ্মী, খরপুষ্পা, অবি  
গন্ধিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মগর্ভা, পুতিময়ূরিকা ও বর্বরী }, এই সকল শব্দ অজগন্ধা  
নামান্তর। অজগন্ধা—লঘু, রুচিজনক, হৃগ্ধ এবং কফ ও বাতনাশক। প্রচলিত  
ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে বাবুই বা বাবুই তুলসী এবং হিন্দীভাষায় “বর্বরী”  
বলে ॥ ৩০৩ ॥

সৌরৈয়কের ( বিণ্টীর ) নাম ও গুণ ।

সৌরৈয়ক, সহচর, সৌরৈয়, কিঙ্করাতক, { সৌরীয়ক, বিটিকা ও কণ্টককণ্টী  
এই শব্দগুলি শ্রেণীবিণ্টী পর্যায়ক। দাসী, সহচর, বিণ্টী, শৈর্ধ্যক, মৃদুকণ্টক  
{ কুরুকণ্টক, সহচরী, সহচর, পর, পীতপুষ্প ও পুর }, এই শব্দগুলি পীতবিণ্টী  
নামান্তর। রক্তপুষ্প, কুরুবক এই দুইটি শব্দ অরুণবিণ্টীর নামান্তর। নীল  
আর্ভুগল, বাণা, হোদনপাকী, { দাসী, আর্ভুগল, বাণ, সহচর, নীলকুরুকণ্টক  
শৈরীয়ক, শৈরীয়, শৈরৈয়ক, নীলকুম্ভা ও কণ্টোভুগলা }, এই সকল নীলবিণ্টী  
নাম। সর্ববিধবিণ্টী—কুষ্ঠ, বাতাস্রক, কফ, কণ্ডু ও বিষনাশক, তিক্তরসযুক্ত  
উষ্ণবীৰ্য, মধুররসাত্মক, কেশের ওজ্জ্বল্যকারক, অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং কেশরঞ্জন

শ্বেতশ্রুন্দানামগুণাঃ ।

শ্বেতশ্রুন্দা শ্বেতপুষ্পা কটভির্গিরিকর্ণিকা ।  
সিতাপরাজিতা শ্বেতা বিষয়ী মেহনাশিনী ॥ ৩০৭ ॥  
না ~~ব্যক্তগন্ধা~~ ব্যক্তগন্ধা নীলপুষ্পা গবাদিনী ।  
শ্বেতশ্রুন্দাষয়ং শীতং গ্রহয়ং দৃষ্টিকণ্ঠকৃৎ ।  
কুষ্ঠশূলত্রিদোষামশোফত্রণবিষাপহম্ ॥ ৩০৮ ॥

ইক্ষুরনামগুণাঃ ।

ইক্ষুর ক্ষুরমেধাঃ কোকিলাক্ষঃ ক্ষুরঃ স্মৃতঃ ।  
তৈলকাণ্ডস্তিক্ষুরিক্ষুরবালিকা চক্ষুগন্ধিকাঃ ।  
ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্যো গুরুবাতকফাস্রজিৎ ॥ ৩০৯ ॥

প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে কাঁটাকুল, কুলকাঁটা ও নিক্কাটা এবং হিন্দীভাষায় “কটমৈরয়া” বলে ॥ ৩০৪—৩০৬ ॥

ষিবিধ অপরাজিতার নাম ও গুণ ।

শ্বেতশ্রুন্দা, শ্বেতপুষ্পা, কটভি, গিরিকর্ণিকা, সিঁতাপরাজিতা, শ্বেতা, বিষয়ী, মেহনাশিনী, { আফ্রোতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা, গিরিশালিনী, দুর্গা, আফ্রোটা, গবাদিনী, অম্বথুরী, শ্বেতভল্টা, অদ্রিকর্ণী, কটভী, দধিপুষ্পকা, গর্দভী, সিঁতপুষ্পা, অম্বথুরী এবং নগপর্ধ্যায়কণী { নগকর্ণী, শৈলকর্ণী ইত্যাদি }, এই সকল শব্দ শ্বেত-অপরাজিতার পর্যায় । নীলশ্রুন্দা, ব্যক্তগন্ধা, নীলপুষ্পা, গবাদিনী, { নীলপুষ্পা, মহামৌলী, নীলগিরিকর্ণিকা, নীলসন্ধ্যা, নীলাত্রিকণী ও নীলনগকর্ণিকা }, এই সকল শব্দ নীলাপরাজিতার নাম । ষিবিধ অপরাজিতাই—শীতবীর্ষ্য, গ্রহয়, দৃষ্টি ও কণ্ঠস্থর বর্দ্ধক এবং কুষ্ঠ, শূল, ত্রিদোষ, আম, শোথ, ত্রণ ও বিষ বিনাশ করে ॥ ৩০৭—৩০৮ ॥

কোকিলাক্ষের নাম ও গুণ ।

ইক্ষুর, ক্ষুরমেধা, কোকিলাক্ষ, ক্ষুর, তৈলকাণ্ড, তিক্ষু, ইক্ষু, বালিকা, ইক্ষু-গন্ধিকা, { ইক্ষুগন্ধা, কাণ্ডেক্ষু, শৃঙ্গালী, শৃঙ্গালী, শুরক, শৃঙ্গালঘর্টী, বজ্রাণ্ডি, শৃঙ্গাল, বজ্রকণ্টক, ইক্ষুরক, বজ্র, শৃঙ্গালিকা, পিকেশণা, পিচ্ছলা, কোকিলনয়ন, কোকিলাক্ষক, কাকেক্ষু, ইক্ষুবালিকা, কাণ্ডেক্ষুর, ছত্রক, অতিচ্ছত্রক, গুরুপুষ্প, কুলাহক, ত্রিক্ষুর ও বীরতরু }, এই সকল শব্দ কোকিলাক্ষের নামান্তর । কোকিলাক্ষ—শীতল, বীর্ষ্যজনক, গুরু এবং বাত, কফ ও রক্তদোষ বিনাশ

## কর্পাসনামগুণাঃ ।

কর্পাসঃ পটশূলচ্ছাদবনীবাদরাঃ পিচুঃ ।

কর্পাসকো লঘুকোষো মধুরো বাতনাশনঃ ।

তদ্বীজং স্তন্যদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু ॥ ৩

## আরামশীতলানামগুণাঃ ।

আরামশীতলা দেবী গন্ধা কুক্কুরমর্দনঃ ।

আরামশীতলা শীতা কটুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ ॥ ৩১১ ॥

## কুক্কুরজ্ঞানামগুণাঃ ।

কুক্কুরজ্ঞাস্ত্রিচূড়ঃ সূক্ষ্মপত্রো মৃদুচ্ছদঃ ।

কুক্কুরজ্ঞঃ কটুস্তিত্তো জ্বররক্তকফাপহঃ ॥ ৩১২ ॥

করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বজ্রভাষায় ইহাকে কুলিয়াখাড়া, কুলেখাড়া, কুলে-কাটা, কুলক ও শূলমর্দন এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “ভালমাখনা ও কৈলখা” বলে ॥ ৩০৯ ॥

## কর্পাসের নাম ও গুণ ।

কর্পাস, পটশূল, ছাদবনী, বাদর, পিচু, { কর্পাসকী, কর্পাসক, কর্পাসী, কর্পাস, কর্পাসী, কর্পাসকী, বদরা, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রাস্তা, পটল, বাদরা, হুত্র-পুশা, বদরী, কর্পাসিকা, সাহিবী, চব্যা, তুলা, গুড়, তুণ্ডিকেরিকা ও মক্কাবী }, এই শব্দগুলি কর্পাসের নামান্তর। কর্পাস—লঘু, ঐষদ্রব্য, মধুররসযুক্ত এবং বাতনাশক। ইহার বীজ—স্তন্যদায়ক, বলকর, স্নিগ্ধগুণী, কফজনক এবং গুরু। প্রচলিত বজ্রভাষায় ইহাকে কাপাস বলে ॥ ৩১০ ॥

## আরাম শীতলার নাম ও গুণ ।

আরামশীতলা, দেবী, গন্ধা, কুক্কুরমর্দন, { আনন্দী, শীতলী, সুগন্ধিনী, রামা, মহানন্দা, গন্ধাঢ্যা ও রামশীতলা }, এই সকল শব্দ আরামশীতলার পর্যায়। আরামশীতলা—শীতগুণযুক্ত, কটুরসাবিত্ত এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নিবারণ করে। ইহা এক প্রকার সুগন্ধিপত্র বিশেষ ॥ ৩১১ ॥

## কুক্কুরজ্ঞের নাম ও গুণ ।

কুক্কুরজ্ঞ, ত্রিচূড়, সূক্ষ্মপত্র, মৃদুচ্ছদ এবং { কুক্কুর }, এই সকল শব্দ কুক্কুরজ্ঞের নামান্তর। কুক্কুর—কটুরসাবিত্ত, তিত্তরসযুক্ত এবং জ্বর, রক্তদোষ ও কফনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বজ্রভাষায় ইহাকে কুক্কুরশোখা ও কুক্কুরমোড়া ও হিন্দীভাষায় ইহাকে “কুক্কুরোদা” বলে ॥ ৩১২ ॥

বামীনামগুণাঃ ।

বামী শঙ্খধরা বারিত্রাক্ষী চ হিলমোচিকা ।

বামী শোফহরা কুষ্ঠপিত্তশ্লেষ্মানিলাপহা ॥ ৩১৩ ॥

শরপুঙ্খানামগুণাঃ ।

শরপুঙ্খা কালশাক প্লীহারি কালকামতঃ ।

শরপুঙ্খা যকৃৎপ্লীহতুর্ভ্রূণবিষাপহা ।

তিক্তা কষায়া কাসাত্শ্বাসজ্বরহরা লঘুঃ ॥ ৩১৪ ॥

বলামোটানামগুণাঃ ।

বলামোটো জয়া সূক্ষ্মপত্রা জ্যেষ্ঠাপরাজিতা ।

বলামোটো বিষশ্লেষ্মকৃচ্ছ্রনুৎবিজয়প্রদা ॥ ৩১৫ ॥

হিলমোচিকার নাম ও গুণ ।

বামী, শঙ্খধরা, বারিত্রাক্ষী, হিলমোচিকা, { হিলমোচিকা, হিলমোচী, হিলমোচি, রোচি, মৎস্তাক্ষী, মৎস্তাক্ষী, হেলকী, ত্রিবৃৎপর্ণী, বিংলী, চক্রাক্ষী, মোচী, জলত্রাক্ষী এবং আচারী }, এই শব্দ সমূহ হিলমোচিকার নামান্তর । হিলমোচিকা—শোথনাশক এবং কুষ্ঠ পিত্ত, কফ ও বাত বিনাশ করে । প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে হিফা, হিফে, হেলেকা ও ছালাধাশাক এবং হিন্দীভাষায় “হরহচ” বলে ॥ ৩১৩ ॥

শরপুঙ্খার নাম ও গুণ ।

শরপুঙ্খা, কালশাক, প্লীহারি, কালকামত, { শরপুঙ্খা, বাণপুঙ্খা, কাণ্ডপুঙ্খা, ইবুপুঙ্খা, সায়কপুঙ্খা ও ইবুপুঙ্খিকা }, এই সকল শব্দ শরপুঙ্খার নামান্তর । শরপুঙ্খা—যকৃৎ ( লিবার ), প্লীহা, তুইত্রণ ও বিষনাশক, ভিত্তরসবিশিষ্ট, কষায়-রোগাক্ত, কাস, রক্তপিত্ত, কাস ও জ্বর নিবারক এবং লঘু । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বননীল ও শরপুঙ্খ এবং হিন্দীভাষায় “শরফোকা” বলে ॥ ৩১৪ ॥

জয়ন্তীর নাম ও গুণ ।

বলামোটো, জয়া, সূক্ষ্মপত্রা, জ্যেষ্ঠাপরাজিতা, { বলা, মোটো, নাদেয়ী, তর্কারী, বিজয়াস্তকা, জয়ন্তী, জয়ন্তিকা, জৈত্রী, হরিত, বিজয়া, সূক্ষ্মমূল ও বিক্রান্তা } এই সকল শব্দ জয়ন্তীর নামান্তর । জয়ন্তী—বিষ, শ্লেষ্মা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং বিজয়প্রদ । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জন্তী ও খন্টে এবং হিন্দীভাষায় “জৈৱ” বলে ॥ ৩১৫ ॥

## সুদর্শনানামগুণাঃ ।

সুদর্শনা সোমবল্লী চক্রাক্ষা মধুপর্ণিকা ।

সুদর্শনা স্বাদুরুক্ষা কফশোফাত্সবাতজিৎ ॥ ৩১৬ ॥

## ময়ূরশিখানামগুণাঃ ।

ময়ূরাহ্মা শিখা জ্যেষ্ঠা সাহস্রী মধুকচ্ছদা ।

ময়ূরাহ্মা শিখা লঘী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ ॥ ৩১৭ ॥

## লক্ষ্মণানামগুণাঃ ।

লক্ষ্মণা পুত্রদা রক্তা বিন্দুপত্রা চ নাগিনী ।

গোক্ষীরসদৃশং পুষ্পং রোমবল্লিসমম্বিতম্ ॥ ৩১৮ ॥

রক্তবিন্দুসমং পুষ্পং লক্ষ্মণাকারমূচ্যতে ।

লক্ষ্মণা গর্ভদা শীতা সরা বৃষ্যা ত্রিদোষনুৎ ॥ ৩১৯ ॥

## সুদর্শনার নাম ও গুণ ।

সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাক্ষা, মধুপর্ণিকা, { চক্রাক্ষী, বৃষকর্ণী, দধ্যানী ও চক্রাক্ষা }, এই সকল শব্দ সুদর্শনার নামান্তর । সুদর্শনা—স্বাদুরুক্ষা, উষ্ণ-বীৰ্য্য এবং কফ, শোথ ও বাতরক্ত নিবারক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সুদর্শনগুলক ও পদ্মগুলক বলে ॥ ৩১৬ ॥

## ময়ূরশিখার নাম ও গুণ ।

ময়ূরাহ্মাশিখা, সাহস্রী, মধুকচ্ছদা, { ময়ূরচূড়া, বর্হিচূড়া, ময়ূরশিখা, শিগিনী, শিখালু, স্ত্রিশিখা, শিখাবলা, কেকিশিখা, ময়ূরাহ্মশিখা, নীলকণ্ঠশিখা, সহস্রাজিৎ ও মধুকচ্ছদা }, এই সকল শব্দ ময়ূরশিখার নামান্তর । ময়ূরশিখা—লঘু এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অতীসাররোগ বিনাশ করে । কেহ কেহ প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে নীলকণ্ঠফুলের গাছ বলিয়া থাকে ॥ ৩১৭ ॥

## লক্ষ্মণার নাম ও গুণ ।

লক্ষ্মণা, পুত্রদা, রক্তা, বিন্দুপত্রা, নাগিনী, { পুত্রকন্ধ্যা, কক্ষণা, নাগাক্ষা, নাগ-পত্নী, তুলিনী, মজ্জিকা, অশ্ববিন্দুচ্ছদা ও পুচ্ছদা }, এই শব্দ সমূহ লক্ষ্মণার নামান্তর । ইহা একপ্রকার কন্দবিশেষ । ইহার পুষ্প গোতক্ষ সদৃশ খেতবর্ণ বিশিষ্ট, সর্কাক লোমসমূহ দ্বারা সমাজ্জর এবং ইহার পত্র রক্তবিন্দু সদৃশ লোহিত-বর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট । লক্ষ্মণা—গর্ভপ্রদ, শীতবীৰ্য্য, সারক; বীৰ্য্যজনক ও ত্রিদোষ-নাশক ॥ ৩১৮-৩১৯ ॥

মাংসরোহিণীনামগুণাঃ ।

মাংসরোহিণ্যতিরুহা বৃত্তা চর্ম্মকসাকসা ।

শ্রান্নমাংসরোহিণী বৃষ্যা সরা দোষত্রয়াপহা ॥ ৩২০ ॥

অস্থিসংহারকনামগুণাঃ ।

অস্থিসংহারকো বজ্রবল্লরী ক্রোষ্ঠ ঘণ্টিকা ।

বজ্রাঙ্গী গ্রস্থিমান্ বজ্রপ্রোক্তা শ্রাদস্থিশৃঙ্গলাঃ ।

অস্থিসংহারক শীতো বৃষ্যো বাতহরোহস্থিবৃক ॥ ৩২১ ॥

অর্কনামগুণাঃ ।

অর্কঃ সূর্য্যাহরয়ঃ ক্ষীরো সদাপুষ্পো বিকীরণঃ ।

মন্দারো বহুকোলকো রাজাহ্নো দৌর্ঘপত্রকঃ ॥ ৩২২ ॥

মাংসরোহিণীর নাম ও গুণ ।

মাংসরোহিণী, অতিক্রুহা, বৃত্তা, চর্ম্মকসা, কসা, { অতিক্রুহা, কসা, বিকবা, মাংসরোহী, চর্ম্মকসী, প্রহারবল্লী, বীরবতী, মাংসচ্ছদ, মাংসী, বসায়নী, স্রলোমা ও লোমকারিণী }, এই সকল শব্দ মাংসরোহিণীর নামান্তর । মাংসরোহিণী—বলকর, সারক এবং ত্রিদোষ নাশক ॥ ৩২০ ॥

অস্থিসংহারকের নাম ও গুণ ।

অস্থিসংহারক, বজ্রবল্লরী, ক্রোষ্ঠ ঘণ্টিকা, বজ্রাঙ্গী, গ্রস্থিমান্, বজ্রপ্রোক্তা, অস্থিশৃঙ্গলা, { কুলিশ, অময়, শিরালক, অস্থিসংহারী, অস্থিশৃঙ্গল, অস্থিবৃক, অস্থিসংহারকা, অস্থিসংহর ও অস্থিসঙ্গিক }, এই সকল শব্দ অস্থিসংহারকের নামান্তর । অস্থিসংহারক—শীতবীর্ষা, বীর্ষাঞ্জনক, বাতনাশক এবং ভগ্নাস্থি সংযোজন করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হাড়ভাঙ্গা, হাড়ষোড়া ও হাড়োচ এবং হিন্দীভাষায় “হড়সঙ্করী” বলে ॥ ৩২১ ॥

দ্বিবিধ অর্কের নাম ও গুণ ।

অর্ক, সূর্য্যাহরয়, ক্ষীরো, সদাপুষ্প, বিকীরণ, মন্দার, বহুক, অর্ক, রাজাহ্ন, দৌর্ঘপত্রক, { আফ্রোটক, ভাস্কর, শুকফল, তুলফল, আফ্রোতক, সূর্য্যাহ্ন, ক্ষীরপণী, জুন্তল, শীতপুষ্পক, বজ্র, বিক্ষীর, ক্ষীরকাণ্ডক, প্রভাপ, পুষ্পী, ক্ষীরদল, হিমারাতি, সূর্য, আফ্রোত, হরিদশ, সপ্তাহ, বিনশ্বান, বিভাকর, বিভাবশ্ব,



অর্কদ্বয়ং শঙ্খবাতকুষ্ঠকণ্ড বিষত্রণান্ ।

নৌহন্তি গ্লীহগুণ্মার্শোযক্ণশ্লেগ্নোদরক্রিমীন্ ॥ ৩২৩

করবীরনামগুণাঃ ।

করবীরোহম্বহা শ্বেতপুষ্পা স্ফাচ্ছতপুষ্পকঃ ।

রক্তপুষ্পো পরশ্চণ্ডো লণ্ডুঃ করবীরকঃ ॥ ৩২৪ ॥

করবীরদ্বয়ং নেত্রশোফকণ্ড ত্রণাপহম্ ।

লঘুঃ কুমিকণ্ডুঃ ভক্ষিতং বিষবন্মতম্ ॥ ৩২৫ ॥

গণরূপ, বিকর্তন, ভাদ্র, ঐতাকর, ষাটশায়া, অর্কপর্, কামণি, তরণি, দিবাফব, অর্কাস, উষ্ণরশ্মি, অহঃপতি, অর্ঘ্যমা, অর্হর্কাকব ও অহঃশ্রণি; এই সকল শব্দ অর্কের সাধারণ পর্যায় । { অলক, শ্বেতাক, গণরূপ, রাজাক, শ্বেতপুষ্প, সঙ্গ-পুষ্প, মল্লার, বন্যক, প্রতাপন, গণরূপী } এই কয়েকটা শব্দ শ্বেতাকের নামান্তর { বিখ্যাক, সঙ্গপুষ্পী, রূপিকা, আদিতপুষ্পকা, দিবাপুষ্পকা, কক, অর্কপর্, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল ও আফ্রাত }, এই শব্দ সমূহ রক্তাকের পর্যায় । { বিবিধ অর্কই—শঙ্খক নামক শিরোরোগ, বাত, কুষ্ঠ, কণ্ড, বিষ, ত্রণ, গ্লীহ, গুণ্ড, যক্ণ, শ্লেগ্না ও উদররোগ বিনাশ করিয়া থাকে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে আকন্দ এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “মল্লার” ও “আকন” বলে ॥ ৩২২-৩২৩ ॥

করবীরের নাম ও গুণ ।

করবীর, করবীরক, { ঐতিহাস, শতপ্রাস, চণ্ডাত, হুম্মাক, অর্ঘ্যমার, অম্বহ, অম্বহারক, শীতকুস্ত, তরকারি, বজারি, শাতকুস্ত, প্রচণ্ড, অম্বহা, বীর, হরমার, হরম, বীরক, অম্ববোধক, শতকুন্দ, শকুন্দ, শ্বেতপুষ্পক, ভূজাণি, কুন্দ, অম্বাস্তক, নখরাফ, অম্বনাশন, হলকুন্দ, দিবাপুষ্প, হরিপ্রিয়, গৌরীপুষ্প ও সিদ্ধপুষ্প }, এই শব্দ সমূহ করবীরের সাধারণ নাম । করবীর, অম্বহা, শ্বেতপুষ্পা, শতপুষ্পক, { শতকুন্দ, অম্বহারক এবং শ্বেতপুষ্প }, এই সকল শব্দ শ্বেতকরবীরের নাম । রক্তপুষ্প, চণ্ড, লণ্ডু, করবীরক, { রক্তপ্রসব, গণেশকুন্ডম, চণ্ডীকুন্ডম, ক্রুর, ভূতভ্রাবী, রবিপ্রিয় ও চণ্ডাত } এই সকল শব্দ রক্তকরবীরের নামান্তর । বিবিধ-করবীরই—নেত্রশোফ, কণ্ড, ত্রণ ও কুমিরোগ বিনাশক, লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য এবং ইহা ভক্ষণ করিলে বিষবৎ অপকার করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে করবী ফুলের গাছ এবং হিন্দীভাষায় “কনেলী” বলে ॥ ৩২৪—৩২৫ ॥

ଧୂତୁରନାମଗୁଣାଃ

ଧୂତୁର କିତବୋ ଧୂର୍ତ୍ତୋ ଦେବତା ମଦନଃ ଶଠଃ ।

ଉନ୍ମତ୍ତୋ ଯାତୁଳସ୍ତୂରୀ ତରକଃ କନକାହ୍ବୟଃ ॥ ୨୩୬ ॥

■ ମଦବର୍ଣ୍ଣାଗ୍ନିବାସ୍ତିକୃଞ୍ଜରକୁଠନୁଂ ।

ଉଷ୍ଣେ ଶୁକ୍ରବ୍ରଣମ୍ଳେଷ୍ଟକଂ କୃମିବିବାପହଃ ॥ ୩୨୭ ॥

କଳିକାରୀନାମଗୁଣାଃ ।

କଳିକାରୀ ବହିଃସୁଖୀ ଲାଞ୍ଜଳୀ ଗର୍ଭପାତିନୀ ।

ବିଶଲ୍ୟା ହଳିନୀ ଶୌରୀ ପ୍ରମାତା ଶୁକ୍ରପୁଷ୍ପିକା ॥ ୩୨୮ ॥

ବିହ୍ୱାହୁକ୍ତାଂଗିଜିହ୍ୱା ଚ କଥିତା ପୁଷ୍ପସୌରତା ।

ବହ୍ନିଶିଖାଗ୍ନିକା ଜ୍ୱେଷ୍ଠା ନଳରଞ୍ଜିତା ଚ ସା ସ୍ମୃତା ॥ ୩୨୯ ॥

କଳିକାରୀ ମରା କୃତ୍ତଶୋଫାର୍ଣ୍ଣାବ୍ରଣଶୂଳଜିଂ ।

ତୀକ୍ଷ୍ଣୋଷ୍ଠା କ୍ରିମିନୁଲ୍ଲସ୍ନୀ ପିତ୍ତଳା ଗର୍ଭପାତିନୀ ॥ ୩୩୦ ॥

ଧୂତୁରର ନାମ ଓ ଗୁଣ ।

ଧୂତୁର, କିତବ, ଧୂର୍ତ୍ତ, ଦେବତା, ମଦନ, ଶଠ, ଉନ୍ମତ୍ତ, ଯାତୁଳ, ତୂରୀ, ତରକ, କନକାହ୍ବୟ, { ଧୂସ୍ତର, ଧୂତୁର, ଧୂସ୍ତର, ଧୂତୁର, ଯାତୁଳ, ପୁରୀମୋହ, ବୃକ୍ତକୃତ୍ତ, ସଂକ୍ତିକ, ଯାତୁଳକ, ଶ୍ରାମ, ଶିବଶେଖର, ଶର୍ଜ୍ଜୁର, କାହ୍ଲାପୁଷ୍ପ, ଧଳ, କଟକଳ, ମୋହନ, ଯନ୍ତ୍ର, ଶୈବ, ଦେବିକା, ମହାବୋଦୀ, ଶିବଶ୍ରିୟ, ଧୂତୁର, ଧୂତୁର ଓ ଶରଦୃଷ୍ୟ }, ଏହି ସକଳ ଶବ୍ଦ ଧୂତୁରର ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଧୂତୁରା—ଯନ୍ତ୍ରତା, ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଗ୍ନି ଓ ବସିକାରକ, ଉଷ୍ଣ ଓ କୃତ୍ତବ୍ୟାଧିନାଶକ, ଉଷ୍ଣ-ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବ୍ରଣ, ଲୈଞ୍ଜା, କଂଘୁ, କୃମି ଓ ବିଷନାଶକ ॥ ୩୨୬-୩୨୭ ॥

ବିଷଳାଞ୍ଜଲିୟର ନାମ ଓ ଗୁଣ ।

କଳିକାରୀ, ବହିଃସୁଖୀ, ଲାଞ୍ଜଳୀ, ଗର୍ଭପାତିନୀ, ବିଶଲ୍ୟା, ହଳିନୀ, ଶୌରୀ, ପ୍ରମାତା, ଶୁକ୍ରପୁଷ୍ପିକା, ବିହ୍ୱାହୁକ୍ତା, ଅଗ୍ନିଜିହ୍ୱା, ପୁଷ୍ପସୌରତା, ବହ୍ନିଶିଖା, ଅଗ୍ନିକା, ନଳରଞ୍ଜିତା, { ବହିଃସୁଖୀ, ଦୀପ୍ତା, ହଳୀ, ନକ୍ତ, ଇନ୍ଦ୍ରପୁଷ୍ପିକା, ବିହ୍ୱାହୁକ୍ତା, ବ୍ରଣହ୍ୱୟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁଷ୍ପା, ଇନ୍ଦ୍ରପୁଷ୍ପିକା, ଶକ୍ରପୁଷ୍ପିକା, ଗର୍ଭହ୍ୱୟ, ଅଂଶୁ, ଶକ୍ରପୁଷ୍ପିକା, ଫୁଲିନୀ, ଲାଞ୍ଜଳିକା, ଲାଞ୍ଜଳିକୀ, ଗୈରୀ, ଗର୍ଭପାତିନୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରପୁଷ୍ପା }, ଏହି ସକଳ ଶବ୍ଦ ବିଷଳାଞ୍ଜଲିୟା ବା ବିଷଳାଞ୍ଜଲିୟର ନାମାନ୍ତର । ବିଷଳାଞ୍ଜଲିୟା—ଭେଦଃ କୃତ୍ତ, ଶୋଫ, ଅର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରଣ ଓ ଶୂଳର୍ଣ୍ଣେ ଗ ବିନାଶକ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଉଷ୍ଣବୀର୍ଯ୍ୟ, କ୍ରିମିନାଶକ, ଲଘୁ, ପିତ୍ତବର୍ଦ୍ଧକ ଏବଂ ଗର୍ଭ-ପାତୀ ॥ ୩୨୮-୩୩୦ ॥

## কুমারীনামগুণাঃ ।

কুমারী মণ্ডলা মাতা গৃহকন্যাতিপিচ্ছলা ।

রসায়নী কণ্টকিনী সবরাণ্যা বনোদ্ভবা ॥ ৩৩১ ॥

নিহন্তি গ্রন্থিবিষ্ফোটপিত্তরক্তত্বগাময়ান্ ॥ ৩৩২ ॥

## ভঙ্গানামগুণাঃ ।

ভঙ্গাগঞ্জা মাতুলানী মোহিনী বিজয়া জয়া ।

ভঙ্গা কফহরা তিত্তা গ্রাহিণী দীপনী লঘুঃ ।

তীক্ষ্ণোষাপিত্তলানাহমদক্ষুচ্চাঘ্নিবর্দ্ধিনী ॥ ৩৩৩ ॥

## কাঞ্চনীনামগুণাঃ ।

কাঞ্চনী শোণফলিনী কাকায়ুঃ কাকবল্লরী ।

কাঞ্চনী স্তন্যদা মৃদ্ধব্যথাদোষত্রয়াপহা ॥ ৩৩৪ ॥

## দ্ব্যতকুমারীর নাম ও গুণ ।

কুমারী, মণ্ডলা, মাতা, গৃহকন্যা, অতিপিচ্ছলা, রসায়নী, কণ্টকিনী, সবরাণ্যা, বনোদ্ভবা, { তরুণি, অফলা, বহুপত্রী, সুবধা, সুরশা, দ্ব্যতকুমারিকা, দ্ব্যতকুমারী, কন্তকা, দীর্ঘপত্রিকা, স্থলেকুহা, অজরা, অমরা, কন্যা, মুচ্ছ, বীরা, ব্রহ্মরী, বিপল-  
স্রবা, কণ্টকপ্রাবৃত্তা, ভূম্পেষ্টা, ভুরুণী, রামা, অমুখিস্রবা, স্ন্যকণ্টকা, স্থূলদলা,  
কপিলী ও অদলা }, এই সকল শব্দ দ্ব্যতকুমারীর নামান্তর । দ্ব্যতকুমারী—ভেদক,  
শীতবীৰ্য্য এবং ষক্ল, প্লীহা, কফ, জ্বর, গ্রন্থিরোগ, বিষ্ফোট, পিত্ত, রক্তদোষ ও  
চর্মরোগ সকল বিনাশ করে । প্রচলিত-বঙ্গভাষায় ইহাকে ঘিকুমারী, ঘিকাঞ্চন,  
দ্ব্যতকুমারী ও দ্ব্যতকাঞ্চন এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “ঘিউকুমারী” বলে ॥ ৩৩১ ৩৩২ ॥

## সিদ্ধির নাম ও গুণ ।

ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মোহিনী, জিজয়া, জয়া, { সিদ্ধি, ত্রৈলোক্যবিনয়ী,  
ইলাশন, মাদিনী, সদিদা ও সদিদামঞ্জরী }, এই সকল শব্দ সিদ্ধির নামান্তর ।  
সিদ্ধি—কফনাশক, তিত্তরসযুক্ত, সংগ্রাহী, অগ্নিদীপক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য,  
পিত্তবর্দ্ধক, আনাহজনক, মত্তভাকারক ও অত্যন্ত জঠরাগ্নিবর্দ্ধক । প্রচলিত  
বঙ্গভাষায় ইহাকে সিদ্ধি ও ভাং বলে ॥ ৩৩৩ ॥

## অর্ণবল্লীলতার নাম ও গুণ ।

কাঞ্চনী, শোণফলিনী, কাকায়ুঃ, কাকবল্লরী, { অর্ণবল্লী, অর্ণবল্লরী,

দূর্বানামগুণাঃ ।

দূর্বী শস্তা শীতকরী গোলোমী শতপর্বিবকা ।

অন্থা শ্বেতা শ্বেতদণ্ডা ভার্গবী দুশ্মতারুহা ।

হিমা বীসর্পাশ্চতৃপিত্তকফদাহজিৎ ॥ ৩৩৫ ॥

গুণদূর্বানামগুণাঃ ।

গুণদূর্বী মৎস্তগন্ধা মৎস্তাক্ষী শকুলাদনী ।

গুণদূর্বী তিমা লোহদ্রাবিণী গ্রাহিণী লঘুঃ ।

দাহতৃষাবলাসাত্তকৃষ্টপিত্তজ্বরান্ধহা ॥ ৩৩৬ ॥

হরিণী, শীতিকা ও রক্তফল্লা }। এই সকল শব্দ স্বর্ণবল্লীমতীর নাম । স্বর্ণরঞ্জী-  
লতা—সুতহৃৎস্ববর্দ্ধক এবং শিরঃশীড়া ও ত্রিদোষনাশক ॥ ৩৩৪ ॥

দূর্বীর নাম ও গুণ ।

দূর্বী, শস্তা, শীতকরী, গোলোমী, শতপর্বিবকা, { বিজয়, সৌরী, মহৌষধী,  
শতমূলী, ভূতহন্ত্রী, জয়া, মঙ্গলা, অমৃতা, শিবা, শিবেষ্টা, শতগ্রন্থি, পুতা,  
অমৃত, শীতা, গ্রামা, শান্তবী, হরিভা, নীলদূর্বী, আকুহা, অনন্তা, ভার্গবী, মৃঙ্গ,  
সহস্রবীর্ষ্যা, শতবল্লী, শতপর্বা, সাঙ্ঘল, হরিভ, শীতকুণ্ডী, শীতলা ও বামিনী }  
এই সকল শব্দ নীলদূর্বীর নামান্তর । শ্বেতা, শ্বেতদণ্ডা, ভার্গবী, দুশ্মতা, অকুহা,  
{ গোলোমী, শিতাখ্যা, চণ্ডা, ভদ্রা, দুশ্মরা, গোঁরী, বিষনাশকান্তা, অনন্তা, বিজা,  
শ্বেতকাণ্ডা, প্রচণ্ডা, সহস্রবীর্ষ্যা, শুভা, সহস্রপর্বা, সহস্রকাণ্ডা, সুরবল্লভা,  
সুপর্বা, শিচ্ছদা, অচ্ছা ও কচ্ছাত্তকুহা } এই সকল শব্দ শ্বেতদূর্বীর পর্যায় ।  
বিবিধ দূর্বী—শীতবীর্ষ্যা এবং বীসর্প, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফ ও দাহ-  
বিনাশক । প্রচলিত বহুভাষায় ইহাকে দূর্বীঘাস বলে ॥ ৩৩৫ ॥

গুণদূর্বীর নাম ও গুণ ।

গুণদূর্বী, মৎস্তগন্ধা, মৎস্তাক্ষী, শকুলাদনী, { গুণালী, গ্রাহিণী, অতিভীত্রা,  
গ্রন্থিপণ্য, বাকুণী, মীননেত্রী, গ্রামগ্রন্থি, জলহা, সূচীপত্রা, স্তম্ভকাণ্ডা, শকুলাক্ষী,  
কলায় ও শকুলাক্ষক }, এই শব্দ সমস্ত গুণদূর্বী পর্যায়ক । গুণদূর্বী—শীতবীর্ষ্যা,  
লোহদ্রাবক ( ইহার রসদ্বারা ভাগ্য দিলে লৌহ গলিয়া যায় ), বলমংরোধক,  
লঘু এবং দাহ তৃষ্ণা, বলাস ( কফ ), রক্তদোষ, কৃষ্টরোগ, পিত্ত ও জ্বররোগ  
বিনাশক । প্রচলিত বহুভাষায় ইহাকে গুণদূর্বী এবং হিন্দীভাষায় “গুরিকা ও  
হুবিপাৎ” বলে ॥ ৩৩৬ ॥

## কাশনামগুণাঃ ।

কাশঃ স্রুকাণ্ডকাশেশ্কুঃ ঋষীকঃ শ্বেতবাসরঃ ।

ইক্ষুৱিকেশ্কুকাশশ্চ স চৈবেক্ষুরশ্চ স্মৃতঃ ।

কাশঃ কৃচ্ছ্রাশ্মদাহাশ্চপিত্তক্ষয়করো হিমঃ ॥ ৩৩৬

## কুশনামগুণাঃ ।

দৰ্ভো বহিঃ কুশস্তীক্ষ্ণঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ ।

দৰ্ভঃ কৃচ্ছ্রাশ্মতৃটপিত্তবন্তিনুৎ কফরক্তজিৎ ॥ ৩৩৮ ॥

## মুঞ্জনামগুণাঃ ।

মুঞ্জঃ ক্ষুরা স্থূলদৰ্ভো বাণাহ্রো ব্রহ্মমেবলঃ ।

মুঞ্জোহনুয়েণ বিসর্পাশ্চমূত্রবস্ত্যক্ষিরোগজিৎ ॥ ৩৩৯ ॥

## কাশত্বণের নাম ও গুণ ।

কাশ, স্রুকাণ্ড, কাশেশ্কু, ঋষীক, শ্বেতবাসর, ইক্ষুরিকা, ইক্ষুকাশ, ইক্ষুর, { ইক্ষুগন্ধা, ইক্ষুগন্ধ, পোটগল, কাস, কশ্মূল, ইষীকা, ইক্ষুবালিকা, চামরপুষ্পক, অশ্ববাল, চামরপুষ্প, কাশী, কাশা, বায়সেশ্কু, কাণ্ডেশ্কু, অমরপুষ্পক, কাশক, বন-হাসক, ইক্ষারি, কাকেশ্কু, ইক্ষুর, ইক্ষুকাণ্ড, শারদ, সিতপুষ্পক, নাভেয়, কাণ্ড-কাণ্ডক, কচ্ছলকারক, দৰ্ভপত্র, লেখন, ইক্ষালিকা ও কাসক }, এই সকল শব্দ কাশত্বণের পর্যায় । কাশত্বণ—কাস, মুত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্ত ও ক্ষয়রোগ নাশক এবং শীতবীৰ্য্য । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কেশে বলে ॥ ৩৩৬ ॥

## কুশত্বণের নাম ও গুণ ।

দৰ্ভ, বহি, কুশ, ভীক, সূচ্যগ্র, যজ্ঞভূষণ, { কৃৎ, পবিত্র, বাজিক, ব্রহ্মগর্ভ ও কুতুপ }, এই সকল শব্দ কুশ ত্বণের নামান্তর । কুশত্বণ—মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃণা-পিত্ত, বস্তিদোষ, কফ ও রক্তপিত্তরোগ নাশক ॥ ৩৩৮ ॥

## মুঞ্জত্বণের নাম ও গুণ ।

মুঞ্জ, ক্ষুরা, স্থূলদৰ্ভ, বাণাহ্র, ব্রহ্মমেবল, { মুঞ্জনক, মুঞ্জক, ইক্ষুকাণ্ড মৌজীতৃণাখ্য, শকভঙ্গ, স্রমেখল, দৃঢ়মূল, রঞ্জন, বহুপ্রজ, দৃঢ়মূল, দৃঢ়ত্বণ শীরী, দৰ্ভাশ্বয়, বাণীরক, তেজলাশ্বয়, ব্রাহ্মণ্য মুঞ্জাতক ও স্রমেখল }, এই সকল শব্দ মুঞ্জত্বণের নামান্তর । ভদ্রমুঞ্জ, ইক্ষুবেষ্টন, তেজন, বাণ শর } এই সকল শব্দ ভদ্রমুঞ্জের পর্যায় । দ্বিবিধ মুঞ্জই—ইবদ্বক এবং

নলনামগুণাঃ ।

নলো রক্ষী পুষ্পমৃত্যুদমনোহনস্তকঃ পিটঃ ।

নলো মূত্রাতিদাহাত্মককপিত্তবিসর্পজিৎ ॥ ৩৪০ ॥

বংশনামগুণাঃ ।

বংশো বৈণ্ডু কৌচকঃ স্র্যৎকর্ষ্মারস্থচিসারকঃ ।

বংশঃ সরো হিমঃ পিত্তকফদাহাত্মশোফজিৎ ॥ ৩৪১ ॥

তৎকরীরো গুরুভেদী শ্লেষ্মালো বাতপিত্তজিৎ ।

তথাচ ভেদকোহুভ্যুষ্ণঃ কফশ্লেষ্মাবাতপিত্তজিৎ ॥ ৩৪২ ॥

জবানীনামগুণাঃ ।

জবানী জবনী তীত্রা তুরুক্ষা মদকারিণী ।

জবানী জীবনী রুক্ষা গ্রাহিণী শাদিনী গুরু ॥ ৩৪৩ ॥

ইহার দ্বারা বিসর্প, রক্তপিত্ত, মূত্ররোগ ( বহুমূত্ররোগ ), নস্তিরোগ ও অক্ষিরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মূ' ও বলে ॥ ৩৩৯ ॥

ন.ল.র নাম ও গুণ ।

নল, রক্ষী, পুষ্পমৃত্যু, দমন, অনস্তক, পিট, { ধমন, পোটগল, নাল, লড়, কুঞ্জিরক্ষ, কীচক, বিভীষণ, শূভ্রমধা, দীর্ঘবংশ, ছিত্রান্ত, মূত্ৰপত্র, বংশপত্র, মুহুম্বহ ও নীলবংশ }, এই সকল শব্দ নল পর্যায়ক । নল—মূত্ররোগ, দাহ, রক্তপিত্ত, কফ, পিত্ত ও বিসর্পরোগ বিনাশ করে, ॥ ৩৪০ ॥

বংশের নাম ও গুণ ।

বংশ, বৈণ্ডু, কৌচক, কর্ষ্মার, স্বকসারক, { দৃঢ়কাণ্ড, ধাহুবা, ধহুজর্ম, দৃঢ়পত্র, দৃঢ়গ্রীষ্ম, মহাবল, কণ্টকী, কটাল, বস্ত, তৃণকেতুক, স্থপর্কা, কিসুগর্কা, বৃহত্তৃণ, মক্কর, কিলটি, ভেজন, যবফল, স্বচিসার, স্বকসার, শতপর্ক ও তৃণধ্বজ }, এই সকল শব্দ বংশের নামান্তর । করীর, { বংশাকুর, বংশাণ্ড ও যবফলাকুর }, এই শব্দ সমূহ বংশাকুরের নামান্তর । বংশ—ভেদক, শীতবীৰ্য্য এবং পিত্ত, কফ, দাহ, রক্তপিত্ত ও শোথ নাশক এবং বংশাকুর—গুরু, ভেদক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বাত, কফ ও পিত্ত নাশক এবং অন্ত্যন্ত উষ্ণবীৰ্য্য । প্রচলিত বঙ্গভাষায় বংশকে বাঁশ এবং বংশাকুরকে বাঁশের কোঁড় বলে ॥ ৩৪১-৩৪২ ॥

তুরুক্ষ্যমানীর নাম ও গুণ ।

জবানী, জবনী, তীত্রা, তুরুক্ষা ও মদকারিণী, এই সকল শব্দ তুরুক্ষ-

## খসতিলনামগুণাঃ ।

তিলভেদঃ খসতিলঃ শুভ্রপুষ্পো লসৎফলঃ ।

বৃষ্যো বল্যঃ খসতিলঃ শ্লেষ্মালো বাতজিদ্ গুরুঃ ।

বন্ধলস্তৎফলোদ্ভূতো রূক্ষো গ্রাহী বিশেষতঃ । ॥

## অহিফেননামগুণাঃ ।

আফুকস্তদ্রসোদ্ভূতমহিফেনং সফেনকম্ ।

আফুকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মস্রং বাতপিত্তলম্ ॥ ৩৪৫ ॥

## ছিলিহিষ্টনামগুণাঃ ।

ছিলিহিষ্টো মহামূলঃ পাতালো গুরুভাষ্যঃ ।

ছিলিহিষ্টঃ পরং বৃষ্যঃ শ্লেষ্মালঃ পবনাপহঃ ॥ ৩৪৬ ॥

ববানীর নাম । ইহা প্রাণপ্রদ, সংগ্রাহী, গুরুপাকী, রূক্ষবীৰ্য ও মত্তভা-  
কারী ॥ ৩৪৩ ॥

## খসতিলের নাম ও গুণ ।

তিলভেদ, খসতিল, শুভ্রপুষ্প, লসৎফল, { খসখস ও ঝাঝস }, এই সকল শব্দ  
খসতিলের নামান্তর । খসতিল বলকর, কফবর্দ্ধক, বাতনাশক ও গুরু । ইহার  
ফলের বন্ধল—রূক্ষ ও অত্যন্ত মলরোধক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পোস্তদানা  
বলে ॥ ৩৪৫ ॥

## অহিফেনের নাম ও গুণ ।

আফুক, অহিফেন ও ফেনক, { অফেন, সর্পফেন }, এই সকল শব্দ অহিফেনের  
পর্যায় । অহিফেন—রক্তশোধক, মলরোধক, শ্লেষ্ম এবং বাত ও পিত্তবিবর্দ্ধক ।  
প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে আফিং ও আফিজ বলে ॥ ৩৪৫ ॥

## ছিলিহিষ্টের নাম ও গুণ ।

ছিলিহিষ্ট, মহামূল, পাতাল, গুরুভাষ্য, { ছিলিহিষ্ট, পাতাল, গুরুভাষ্য, দৃঢ়-  
লতা, দীর্ঘবল্লী, মহাবলা, দৃঢ়কাণ্ড, দীর্ঘকাণ্ড, সৌপর্ণী, গারুড়ী, তাকী,  
মোচকাভিষা, মোচকাজা, তিত্তকাজা, সোমবল্লী ও বৎসাদনী }, এই সকল শব্দ  
ছিলিহিষ্টের নাম । ছিলিহিষ্ট—অত্যন্ত বলকর, কফবর্দ্ধক ও বাতনাশক ।  
প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পাভালগুরুড়ীলতা এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে  
“ছেউড়ী” বলে ॥ ৩৪৬ ॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-  
স্তেন শ্রীমদননুপেণ নিৰ্ম্মিতেহত্ৰ ।  
এহেহভূম্মদনবিনোদনান্নি পূর্ণো-  
বর্গোহয়ং ললিতপদাঙ্কিতোহভয়াদি ॥ ৩৪৭ ॥  
ইতি অভয়াদি প্রথমবর্গঃ সমাপ্তঃ ।

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ, প্রচণ্ড যোদ্ধা সম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল কর্তৃক  
বিরচিত “মদনবিনোদ” নামক এহে পদ্যছন্দে গ্রথিত “অভয়াদিবর্গ” সমাপ্ত ॥ ৩৪৭ ॥  
ইতি অভয়াদি প্রথমবর্গ সম্পূর্ণ ।

## অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

মঙ্গলাচরণং ।

ওঁ ভদ্রবিরাজিতমধ্যমনন্তং শ্রীকুচিপরং পরমক্ষরমেকম্ ।  
শ্রীমদনক্ষিতিনাথঃ সদা তে বিষ্ণুপদং বিপদং বিনিহন্ত ॥ ১ ॥

শুভ্র্যাদিবর্গঃ ।

শুষ্ঠীনামগুণাঃ ।

শুষ্ঠী বিশ্বৌষধং বিশ্বং কটুভদ্রং কটুংকটম্ ।  
মহৌষধং শৃঙ্গবেরং নাগরং বিশ্বভেষজম্ ॥ ২ ॥

মধ্য অধ্যাশোভিত, অনন্ত, লক্ষ্মীর ক্রাচপ্রদ, পরম একাক্ষর “ওঁ” স্বরূপ  
বিষ্ণুপদ ভোমাদেব বিপদ বিনাশ করুন এবং মদনপাল নামা মৎকর্তৃক প্রণীত এই  
এহ দ্বারা ভোমাদিগণের মুচ্যরূপ বিপদ দূরীভূত হউক ॥ ১ ॥

শুষ্ঠীর নাম ও গুণ ।

শুষ্ঠী, বিশ্বৌষধ, বিশ্ব, কটুভদ্র, কটুংকট, মহৌষধ, শৃঙ্গবের, নাগর, বিশ্ব-  
ভেষজ, { শুষ্টি, শুষ্ঠা, বিশ্বা, মহৌষধী, শুভার্দ্র, ইন্দ্রভেষজ, ভেষজ, কটুগ্রাহ্য,



শুষ্ঠী রুচ্যামবাতস্রী পাচনী কটুকা লঘুঃ ।

স্নিগ্ধোষণ কটুকা পাকে কফবাতবিবন্ধনুৎ ॥ ৩ ॥

বৃশ্যা স্বৰ্য্যা বমিস্বাসকাসশূলহৃদাময়ান্ ।

হস্তি শ্লীপদশোফাশ্মানাছোদরমারুতান্ ॥ ৪ ॥

আর্দ্রকনামগুণাঃ ।

কটুষ্ণং দীপনং বৃশ্যং রুচ্যমার্দ্রকনাগরম্ ।

স্বাসকাসবমীহিকাবাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুৎ ॥ ৫ ॥

পাচনং রোচনং বৃশ্যং কটুষ্ণং বহুদীপনম্ ।

বাতপ্রকোপশমনং পাচনং শোধনং পরম্ ॥ ৬ ॥

ভোজ্যনাদৌ সদা পথ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্ ।

অব্যক্তরসবীৰ্য্যত্নাং তৎ পরন্তু কফাপহম্ ॥ ৭ ॥

কটুষ্ণ, কফারি, সৌপর্ণ, চত্বক ও শোষণ }, এই সকল শব্দ শুষ্ঠীর পর্যায় ।  
—রুচিজনক, আমবাতনাশক, পরিপাচক, কটুরসায়ক, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, কটু, কফ ও বাতজনিত বিবন্ধনাশক, বলকর, স্বর পত্রিকারক এবং ইহা স্বাস, কাস, শূল, জ্বরেণ, শ্লীপদ, শোথ, অর্শঃ, আনাহ, উদর ও বাত বি করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শুষ্ঠ ও শুকনা আদা বলে । ইহা আদা ॥ ২-৪ ॥

আর্দ্রকের নাম ও গুণ ।

পূর্বোক্ত শুষ্ঠীপর্যায়ক শব্দ সমূহ এবং { শুণ্মূল, মূলজ, কন্ধর, বর, মর্দৈকভেদে, অনুপজ, অপাকশাক, চাক্ষাখ্য, রাহচ্ছর, স্রশাকক, শার্ঙ্গ, আর্দ্র ও আর্দ্রিকা }, এই সকল শব্দ আর্দ্রক পর্যায়ক । আর্দ্রক অগ্নিপ্রদীপক, ( কাল ) রসযুক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, কটিকর, বীৰ্য্যজনক, স্বাস, কাস, বমী, হিকা, শ্লেষ্মা ও বিবন্ধনাশক, পরিপাচক, বলকর, বাতপ্রকোপ নাশক । ইহা ভোজ্য প্রথমে ভক্ষণ করিলে জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশুদ্ধ হয় । ইহা এতাদৃশ অল্প তরু বীৰ্য্য সম্পন্ন যে, তদ্বারা অতি সত্ত্বর কফ বিনষ্ট হয় । সৈন্ধবলবণ সহজে “কাজিকার্দ্র” সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি ও পরিপাটিকা শক্তি বর্ধিত হইয়া থাকে এবং সৈন্ধবলবণ সহ আর্দ্রকখণ্ড সেবন করিলে শতপ্রকোপ প্রশমিত হয় মানসিক হর্ষ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাকে প্রচলিত বঙ্গভাষায় আদা হিন্দীভাষায় “আদরক” বলে ।

কাজ্জিকার্দ্রং সলবণং দীপনং পাচনং পরম্ ।

বাতপ্রকোপশমনং হর্ষণং লবণাদ্রকম্ ॥ ৮ ॥

( অন্তদপি ) আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরস্তম্মহৌষধমুদাহৃতম্ ।

আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরস্তম্মহৌষধমুদাহৃতম্ ॥ ৯ ॥

### মরিচনামগুণাঃ ।

মরিচং বল্লিজং তীক্ষ্ণং মলিনং শ্যামমূষণম্ ।

মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতনুৎ ।

উষ্ণং পিত্তকরং রূক্ষাশ্বাসশূলক্রিমীজয়েৎ ॥ ১০ ॥

তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাভ্যুষণং কটুকং গুরুং ।

কিকিভীক্ষুগুণঃ শ্লেষ্মাপ্রসেকী স্রাদপিপ্তলম্ ॥ ১১ ॥

### পিপ্পলীনামগুণাঃ ।

পিপ্পলী চপলা কৃষ্ণা মাগধী মগধা কণা ।

বিশ্বোপকূল্যা বৈদেহী শৌণ্ডী স্রাতীক্ষতগুল্লা ॥ ১২ ॥

অত্র এক প্রকার জ্ঞান আছে, তাহাকে শৃঙ্গবের, মহৌষধ ও { আর্দ্রিকা } বলে। ইহা শুষ্ঠীর গুণসমূহ সমন্বিত এবং ভেদক, অগ্নিপ্রদীপক ও গুরু। ইহাকে প্রচলিত বঙ্গভাষায় ছোট আদা বলে ॥ ৮-৯ ॥

মরিচের নাম ও গুণ ।

মরিচ, বল্লিজ, তীক্ষ্ণ, মলিন, শ্যাম, উষ্ণ, { পবিত, কোলক, কোল, বল্লীজ, উষণ, বরিষ্ঠ, বর্ষনেত্র, বৃন্তকল, ববনপ্রিয়, লাকাদ, বেগুজ, বেগুন, ধর্মপত্তন, মরীচ, কটুক, শরোবৃত্ত, কফবিবোধি, বার, মুঠ, সর্কহিত, কৃষ্ণ ও বেগুজ }, এই সকল গুণ মরিচের নামান্তর। মরিচ—কটুরসাত্মক, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিপ্রদীপক, কফ ও বাতনাশক, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, রূক্ষ এবং শ্বাস, শূল ক্রিমিনাশক। কাঁচা মরিচ—পাকে মধুর, স্নেহদ্রব্য, কটুরসবৃত্ত, গুরু, কিকিভীক্ষুগুণী, কফশ্রাবী ও অগ্নিপিত্তবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গোলমরিচ ও মরিচ বলে এবং জালা মরিচকে লক্ষ বা কাল বলে ॥ ১০-১১ ॥

পিপ্পলীর নাম ও গুণ ।

পিপ্পলী, চপলা, কৃষ্ণা, মাগধী, মগধা, কণা, বিশ্বা, উপকূল্যা, বৈদেহী, শৌণ্ডী, স্রাতীক্ষতগুল্লা, { কোলা, কোটি, এরণ্ডা, চকলা, উষণা, পিপ্পলি, কৃকলা, কটুবীজা, কোরকী, ভিত্ততগুল্লা, জামা, হৃদয়তগুল্লা, দত্তকলা ও মগধোদবা }

পিপ্লী দীপনী বৃষা স্নানঃ পাকে রসায়নী ।

অতুষা কটুকা স্নিগ্ধা কফবাতহরা লঘুঃ ॥ ১৩ ॥

পিত্তলা রেচনী হস্তি শ্বাসকাসোদরজ্বরান্ ।

কুষ্ঠপ্রমেহশূল্যার্শঃপ্লীহশূলামমারুতান্ ।

আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা, গুরুঃ ॥ ১৪ ॥

ত্র্যম্বণচতুরম্বণনামগুণাঃ ।

বিশোপকূল্যামরিচৈঃ ত্র্যম্বণং কটুকং কটু ।

ব্যোমং কটুত্রয়ং তৎ স্র্যং সগ্রস্থি চতুরম্বণম্ ॥ ১৫ ॥

ত্র্যম্বণং দীপনং হস্তি শ্বাসকাসতৃণাময়ান্ ।

শূল্যমেহকফশৌল্যমেহপ্লীপদপীনসান্ ॥ ১৬ ॥

পিপ্লীমূলনামগুণাঃ ।

কণামূলং কটুগ্রস্থিঃ পিপ্লীমূলমূষণম্ ।

ষড়্গ্রন্থো গ্রন্থিকং মূলং মাগধং চটিকাশিরঃ ॥ ১৭ ॥

এই সকল শব্দ পিপ্লী পৰ্যায়ক । পিপ্লী—অগ্নিপ্রদীপক, বলকর, পাকে মধুর, রসায়ন, অভ্যস্ত উষ্ণবীৰ্য্য, কটুরসযুক্ত, স্নিগ্ধবীৰ্য্য, কফ ও বাতনাশক, লঘু পিত্তবর্জক, রেচক এবং শ্বাস, কাস, উদর, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শূল্য, অর্শঃ, প্লীহা, আমবাত ও শূলরোগ বিনাশক ।

কাঁচাপিপুল—কফপ্রদ, স্নিগ্ধবীৰ্য্য, শীতল, মধুর রসাত্মক ও গুরু । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে পিপুল ও পিপুল বলে ॥ ১২-১৪ ॥

ত্র্যম্বণ ও চতুরম্বণের নাম ও গুণ ।

শুষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ, এই মিলিত ত্রয়ত্রয়কে ত্র্যম্বণ বলে । কটুক, কটু, ব্যোম, কটুত্রয় ও { ত্রিকটু }, উহার নামান্তর । এই ত্রিকটু সহ পিপুলমূল মিলিত করিলে চতুরম্বণ বলা যায় । ত্র্যম্বণ—অগ্নিপ্রদীপক এবং শ্বাস, কাস, চর্ম্মরোগ, শূল্য, মেহ, কফ, শৌল্য, প্লীপদ ও পীনসরোগ বিনাশ করে ॥ ১৫-১৬ ॥

পিপুলমূলের নাম ও গুণ ।

কণামূল, কটুগ্রন্থি, পিপ্লীমূল, উষণ, ষড়্গ্রন্থ, গ্রন্থিক, মূল, মাগধ, চটিকাশিরঃ { গ্রন্থিক চটিকাশিরঃ, সর্ষপগ্রন্থিক, চটিকা ষড়্গ্রন্থি, শিরঃ, মূল, কোলমূল, কটুত্রয়, পত্রাঢ্য, সর্ষপগ্রন্থি, বিরূপ, শোষসম্ভব, স্নিগ্ধ ও গ্রন্থিল }, এই সকল শব্দ পিপুলমূলের নামান্তর । পিপুলমূল—অগ্নিপ্রদীপক, কটু, উষ্ণ, পাচক, লঘু, রূক্ষ,

দীপনং পিপ্পলীমূলং কটৃষ্ণং পাচনং লঘু ।

রুক্ষং পিত্তকরংভেদি কফবাতোদরাপহম্ ॥ ১৮ ॥

চব্যনামগুণাঃ ।

চব্যকটৃষ্ণমুচ্ছিষ্টকবিকা কোলবল্লিকা ।

পিপ্পলীমূলবৎ তৎস্মাদ্বিশেষাদ্ গুদজ্ঞাপহম্ ।

চব্যপুষ্পং গরস্থাসকাসক্ষয়বিনাশনম্ ॥ ১৯ ॥

গজপিপ্পলীনামুগুণাঃ ।

তৎফলং শ্রেয়সী হস্তিমাগধা গজপিপ্পলী ।

গজকৃষ্ণা কটুর্ক্বাতল্লেস্বনুদ্বল্লিবর্দ্ধিনী ।

উষ্ণা নিহন্ত্যতীসারং শ্বাসকণ্ঠাময়ক্রিমীন ॥ ২০ ॥

পিত্তকর, ভেদক এবং কফ, বাত ও উদররোগ বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে পিপ্পলমূল ও পিপ্পলমূল বলে ॥ ১৭-১৮ ॥

চৈর নাম, ও গুণ ।

চব্য, চবণ, উচ্ছিষ্ট, চবিকা, কোলবল্লিকা, { চবিক, চণী, চব্য, চবি, পুরন্দর, তেজোবতী, কোলা, নাকুলী, উষণ, চব্যক, ব'শর, বল্লী, কোলবল্লী, কোল, কুকুটমস্তক, ভীক্ষু, করিকণাবল্লী, কুকর, কুটিলসপ্তক }, এই সকল শব্দ চবিকা পর্যায়ক। 'চই—পূর্বোক্ত পিপ্পলীমূলের গুণ সহ সমন্বিত এবং গুদজ্ঞাণে বিনাশক। উহার পুষ্প—গর, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিনাশ করে ॥ ১৯ ॥

গজপিপ্পলীর নাম ও গুণ ।

চবিকাকল, শ্রেয়সী, হস্তিমাগধা, গজপিপ্পলী, গজকৃষ্ণা, { করিপিপ্পলী, ইভ-কণা, কপিবল্লী, কপিপ্লিকা, বসির, গজাহ্বা, কোলবল্লী, ইভোন্নগ, কুজরপিপ্পলী, বশির, গজোষণ, ছিদ্ৰবৈদেহী, চব্যকল, চব্যজা, দীর্ঘগ্রাস্থি, তৈজসী, বর্ভুলী ও স্থূলবৈদেহী } এই সমস্ত শব্দ গজপিপ্পলী পর্যায়। 'গজপিপ্পল—কটুরসযুক্ত, বাত-ল্লেয়নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, উষ্ণবীৰ্য এবং ইহা অতীসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও ক্রিমি-নাশক। ইহা চৈর ফল ॥ ২০ ॥

## চিত্রকনামগুণাঃ ।

চিত্রকো হতভূগ্ ব্যালো দারুণো দহনোহরুণঃ ।

অগ্নিমালী হবিঃপাচী বহ্নিনামা বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥

চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎপাচনো লঘুঃ ।

রুক্ষোক্ষো গ্রহণীকুষ্ঠশোফার্শঃকৃমিকাস্তজিৎ ।

শ্লেষ্মানিলহরো গ্রাহী তচ্ছাকং শ্লেষ্মবাতনুৎ ॥ ২২ ॥

## পঞ্চকোলষড়্‌ষণনামগুণাঃ ।

পিপ্ললী মগধামূলচব্যাগরচিত্রকৈঃ ।

পঞ্চকোলং কফানাহগুণ্মশূলারুচীর্জয়েৎ ।

মরিচেভযুতং তত্ত্বু ষড়্‌ষণমুদাহৃতম্ ॥ ২৩ ॥

## শতপুষ্পানামগুণাঃ ।

শতপুষ্পা শতবোঁষা শতাহ্বা কারবী মিশিঃ ।

আবাক্পুষ্পী ত্রিচি চ্ছত্রা শেতিকা মাগধী পরা ॥ ২৪ ॥

## চিত্রক নাম ও গুণ ।

চিত্রক, হতভূক্, ব্যাল, দারুণ, দহন, অরুণ, অগ্নিমালী, হবিঃপাচী, বহ্নিনামা ( অগ্নির বহু নাম, যেমন হতশন, অনল ইত্যাদি ), { উবণ, পাঠী, দাহক, চিত্রাক, চিত্র, শূর, শার্দূল, শম্বর, স্বপী, পাঠীকুট ও হিমারাত্রি }, এই সকল শব্দ চিত্রক পর্যায়ক । চিত্তা—পাকে কটু, অগ্নিকর, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য এবং ইহা গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, কাস, শ্লেষ্মা ও বাতমাশক এবং স্নায়ুরোধক । ইহার শাক বাত ও রক্তনাশক । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে চিত্তে, চিত্তা, রাঙ্‌চিত্তে ও রক্তচিত্তা বলে ॥ ২১-২২ ॥

## পঞ্চকোল ও ষড়্‌ষণের নাম ও গুণ ।

পিপুল, পিপুলমূল, চট, শুঠী ও রক্তচিত্তা, এই পাঁচটি মধ্য একত্রিত হইলে পঞ্চকোল ও পঞ্চোষণ বলে । পঞ্চকোল—কক, আনাহ, গুল্ম, শূল ও অরুচি-নাশক । পঞ্চকোলসহ মরিচ সংযুক্ত করিলে, তাহাকে ষড়্‌ষণ বলা যায় ॥ ২৩ ॥

## শতপুষ্প নাম ও গুণ ।

শতপুষ্পা, শতবোঁষা, শতাহ্বা, কারবী, মিশি, আবাক্পুষ্পী, ত্রিচি-চ্ছত্রা, { মধুরা, মিশি, মিশি, মিশ্রেরা, শতপুষ্পিকা, শতাকী, মরিধুক,

শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃদ্ধীপনী কটুঃ ।

উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্মব্রণশূলান্নিরোগজিৎ ।

শেতিকা তদগুণা প্রোক্তা বিশেষাদ যোনিশূলহৎ ॥ ২৫ ॥

মিশ্রেশ্যানামগুণাঃ ।

মিশ্রেশ্যা মিশিশালীনৌ শালী ক্ষীতশিবা মতাঃ ।

মিশ্রেশ্যা দীপনী হৃদ্যা বদ্ধবিট্ ত্রিমিশ্রক্ৰমুৎ ।

রূক্ষোষ্ণা তৎফলং কাসবমিশ্লেষ্মানিলান্ জয়েৎ ॥ ২৬ ॥

মেথীবনমেথীনামগুণাঃ ।

মেথিকা বস্তিক্কা শেলুরহিত্যো বনমেথিকা । .

অহিত্যোহ্লগুণস্তস্মাদ্ব্যজিনাং স তু পূজিতঃ ॥ ২৭ ॥

ছত্রা, মিশ্রী, মাধবী, ঘোষা, তালপর্ণী, স্নাইসা ও বলা }, এই সকল শব্দ শতপুষ্পার নামান্তর । শেতিকা ও মাগধী শব্দ শেতিকা পর্যায়ক । শতপুষ্পা—লঘু, তীক্ষ্ণ-বীৰ্য্য, পিত্তরুদ্ধক, দীপক, কটু, উষ্ণ এবং ইহা জ্বর, বাত, কফ, ব্রণ, শূল ও চক্ষু-রোগ বিনাশ করে । শেতিকা—পূর্বোক্ত শতপুষ্পার গুণ সমূহ সংযুক্ত, বিশেষতঃ যোনিশূল বিনাশক ॥ ২৪-২৫ ॥

মৌরীর নাম ও গুণ ।

মিশ্রেশ্যা, মিশি, শালীন, শালী, ক্ষীতশিবা, { শালের, স্পৃশ্ণিকা, পুষ্পাহ্বা, শতপ্রস্থনা, বতলা, ছত্রা, মিশ্রী, সালের, মিসি, মিসী, শতাহ্বা, ঘোষা, পোভিকা, অভিচ্ছত্রা, মাধবী, শিফা, সংঘাতপত্রিকা, অবাকপুষ্পী, মঙ্গলা, মধুরী, মধুরিকা, বনপুষ্পা, শতপত্রিকা, ভূরিপুষ্পা, সগন্ধা, মধুরী, স্নানপত্রিকা ও অভিচ্ছত্রা }, এই সকল শব্দ মৌরীর নাম । মৌরী—অগ্নিদীপক, হৃদ্য, বদ্ধতা, কৃমি ও শুক্রদোষ বিনাশক, রূক্ষ ও উষ্ণবীৰ্য্য । ইহার ফল—কাস, বমি, শ্লেষ্মা ও বাতনাশক । প্রচলিত বহুভাষায় ইহাকে মৌরী, গোমৌরী ও গুমারুগুমারী বলে ॥ ২৬ ॥

মেথী ও বনমেথীর নাম ও গুণ ।

মেথিকা, বস্তিক্কা, { মেথিনী, মেথী, দীপনী, বেধনী, বহুপত্রিকা, গন্ধবীজা, স্ফোতিঃ, গন্ধফলা, বল্পরী, চক্ষিকা, মছা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা ও মূলীজিকা }, এই সকল শব্দ মেথীর নাম । শেলু, অহিত্য ও বনমেথী, এই শব্দত্রয় বনমেথীর নাম । মেথী—বাতপ্রশমী, শ্লেষ্মনাশক ও জ্বরবিনাশক । বনমেথী—মেথী অপেক্ষা স্বল্পগুণবিধিষ্ট ; ইহা ঘোটকদিগের অত্যাবশ্যকীয় প্রিয় খাদ্য ॥ ২৭ ॥

## অজমোদানামগুণাঃ ।

অজমোদাহৃত্যগ্রগন্ধা মোদা হস্তিময়ূরকঃ ।  
 খরাহ্বা কারবী বল্লী বস্তমোদা চ মর্কটী ॥ ২৮ ॥  
 অজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ ।  
 উষ্ণা বিদাহিনী হৃতা বৃষা বদ্ধমলা লঘুঃ ।  
 নেত্রাময়কুমিচ্ছর্দিসিধ্যবস্তিরুজো জয়েৎ ॥ ২৯ ॥

## শ্বেতজীরকালজীরকুঞ্চিনামগুণাঃ ।

জীরকং দীর্ঘকং শুক্রমজাজী কণজীরকম্ ।  
 জীরকং জরণং কৃষ্ণং বর্ষাকালে স্নগন্ধিকম্ ॥ ৩০ ॥  
 কলিকা বাষ্পিকা কুঞ্চিঃ কারবী চোপকুঞ্চিকা ।  
 পৃথ্বীকা সূষবী পৃথ্বী সূলাজাজ্যুপকালিকা ॥ ৩১ ॥  
 জীরকত্রিতয়ং কৃষ্ণং কটুষ্ণং দীপনং লঘু ।  
 সংগ্রাহি পিত্তলং মেধাং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ ।  
 চক্ষুষ্ণং পবনাধানগুণাচ্ছদিবলাসজিৎ ॥ ৩২ ॥

## বনযমানীর নাম ও গুণ ।

অজমোদা, অত্যাগ্রগন্ধা, মোদা, হস্তিময়ূরক, খরাহ্বা, কারবী, বল্লী, বস্তমোদা, মর্কটী, { গন্ধদলা, গন্ধপত্রিকা, মায়ুরী, শিখিমোদা, বহ্নিদীপিকা, ব্রহ্মকোশী, বিশালী, হরগন্ধা, মোদিনী, উগ্রগন্ধিকা, কলমুখা, বিশলা, কারবী, লোচমত্ক, দীপ্যক, ময়ূর ও খরাহ্বা }, এই সকল শব্দ বনযমানীর নামান্তর । বনযমানী—কটুরসাত্মক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিপ্রদীপক, কফ ও বাতনাশক, উষ্ণবীৰ্য্য, বিদাহজনক, হৃতা, বলকর, মলবদ্ধভাকারক, লঘু এবং নেত্ররোগ, কুমি, বমি, সিধ্য (কুষ্ঠরোগ বিশেষ) এবং বস্তিগতরোগ সকল বিনাশ করে । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে বনযোয়ান ও বনজৈন বলে ॥ ২৮-২৯ ॥

## ত্রিবিধজীরার নাম ও গুণ ।

জীরক, দীর্ঘক, শুক্রমজাজী, কণজীরক, { জরণ, কণা, দীপ্যক, জীর্ণ, জীর, দীপ্য, জীরণ, অজাজিকা, বহ্নিস্থ, মাগধ এবং দীপক }, এই সকল শব্দ শ্বেতজীরার নাম । জীরক, জরণ, স্নগন্ধিক, কালাজাজী, কালিকা ও বাষ্পিকা, এই কয়েকটা শব্দ কৃষ্ণজীরার নাম । কুঞ্চি, কারবী উপকুঞ্চিকা, পৃথ্বীকা, সূষবী, পৃথ্বী, সূলাজাজী, উপকালিকা, { দিবা, সূলকণা, পৃথু, মনোজা, কারবী,

যবানীনামগুণাঃ ।

যবানী দীপ্যকো দীপ্যো দীপনীয়া যবানিকা ।

যবনাহোত্রগন্ধা স্রাজ্জবাহ্রা ভূকদম্বকঃ ॥ ৩৩ ॥

কপাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোক্ষা কটুকা লঘুঃ ।

বাতশ্লেষ্মোদরানাহগ্ণশূলক্রিমীন্ জ্বয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

চৌহারনামগুণাঃ ।

জবানীয়া জবানী স্রাচৌহারো জন্তনাশনঃ ।

চৌহারস্তুঙ্গাণুঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ ক্রিমিনাশনঃ ॥ ৩৫ ॥

অজগন্ধানামগুণাঃ ।

অজগন্ধা পূতিকীটা বর্ষরী পূতিবর্ষরঃ ॥

কারবী খরপুষ্पा চ তুঙ্গী পূতিময়ূরকঃ ॥ ৩৬ ॥

জীর্ণা, তরুণ, সুশবী, পতিত্বরা, শালী, বৃহজ্জীরক, কুঞ্জী ও স্থূলজীরক }, এই সকল শব্দ স্থূলজীরার নামান্তর । ত্রিবিধ জীরকই রুক্ষ, কটু, উষ্ণবীৰ্য্য, দীপক, লঘু, সংগ্রাহি, পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয় বিশোধক, চক্ষুর হিতকর এবং বাত, আগ্নান, গুল্ম, বমী ও কফনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় শ্বেতজীরকে, মজ্জীরে ও সাদাজীরে, কৃষ্ণজীরকে কেলেজীরে এবং হিন্দীভাষায় “মঙ্গরইল” “কলোজী” ও “মগবেলা” বলে ॥ ৩০—৩২ ॥

যমানীর নাম ও গুণ ।

যবানী, দীপ্যক, দীপ্য, দীপনীয়া, যবানিকা, যবাস্রা, উগ্রগন্ধা, যবাস্রা, ভূকদম্বক, { উগ্রা, তীক্ষ্ণগন্ধা, যবানিকা, অজমোদা, ক্ষেত্রযমানী ও ব্রহ্মদর্ভা }, এই সকল শব্দ যমানীর নামান্তর । যমানী—পরিপাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণগুণী, উষ্ণবীৰ্য্য, কটুরসযুক্ত, লঘু এবং ইহাঘারা বাত, কফ, উদর, আনাই, গুল্ম, শূল ও কুমিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ঘোয়ান ও জৈন এবং হিন্দীভাষায় “যবাইন” বলে ॥ ৩৩—৩৪ ॥

চৌহারের নাম ও গুণ ।

জবানীয়া, জবানী, চৌহার ও জন্তনাশন, এই কয়েকটা শব্দ চৌহারের নামান্তর । চৌহার—যবানীর গুণসংযুক্ত, বিশেষতঃ ক্রিমিনাশক ॥ ৩৫ ॥

অজগন্ধার নাম ও গুণ ।



অজগন্ধা কটুস্তীক্ষ্ণা রূক্ষা হৃদ্যাহ্মিবর্দ্ধিনী ।  
দৃষ্টিমান্দ্যপ্রদা লঘু শুক্রবাতকফাপহা ॥ ৩৭ ॥

বচানামগুণাঃ ।

বচোগ্রগন্ধা, গোলোমী ষড়্‌গ্রহা জটীলা মতা ।  
জটীলা শতপর্ক্যাহত্যা লোমশা হৈমবত্যপি ॥ ৩৮ ॥  
বচোক্ষা কটুকা তিত্তা বামনী স্বরবহ্নিকৃৎ ।  
অপস্মারকফোন্মাদভূতশূলানিলান্ জয়েৎ ॥ ৩৯ ॥

হপুষানামগুণাঃ ।

হপুষা হবুযা বিশ্বা বিদগ্ধা বিশ্বগন্ধিকা ।  
হপুষা দীপনী তিত্তা কটুক্ষা তু বা গুরুঃ ॥ ৪০ ॥  
পিত্তোদরসমীরাশোগ্রহণীশোফগুন্মজিৎ ॥ ৪১ ॥

{ বস্তগন্ধা, অবিগন্ধিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মদর্ভা ও অজগন্ধিকা }, এই সকল শব্দ অজগন্ধার নাম । অজগন্ধা—কটু, সযুক্ত, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, রূক্ষণী, হৃদয়গ্রাহী অগ্নিবর্দ্ধক, দৃষ্টিমান্দ্যকর, লঘু এবং শুক্রদোষ, বাত ও কফনাশক । প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে বাবুরী এবং হিন্দীভাষায় “বর্করী” বলে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

বচের নাম ও গুণ ।

বচ, উগ্রগন্ধা, গোলোমী, ষড়্‌গ্রহা, জটীলা, শতপর্ক্য, { তীক্ষ্ণা, শতপর্কিক মজল্যা, বিজয়া, উগ্রা, রক্ষোয়ী, ক্ষুদ্রপত্রী, তত্রী, গালিনী }, এই শব্দগুলি বচের নাম । লোমশা, হৈমবতী, { শুক্রা, হৈমবতী, পারশীকবচা ও খুরাসানীবচা } এই শব্দগুলি খুরাসানী বচের নাম । { সুরগন্ধা, উগ্রগন্ধা ও মহাভরীবচা }, ও শব্দত্রয় মহাভরীর বচের নাম { সুরগন্ধা ও সুরগ্রহাণ্ডি } এই দুইটি শব্দ সুরগ্রহাণ্ডি মহাভরীবচের নাম । { তোপচিনি ও দীপাস্তরবচা }, তোপচিনির নাম । বচ-উষ্ণবীৰ্য্য, কটু (বাল), তিত্তরসাত্মক, বমনকারী, স্নেহরত্নাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং অপস্মার, কফ, উন্মাদ, ভূতোন্মাদ, শূল ও বাতব্যাধিনাশক । প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে বচ বলে ॥ ৩৮-৩৯ ॥

হপুষার নাম ও গুণ ।

হপুষা, হবুযা, বিশ্বা, বিদগ্ধা ও বিশ্বগন্ধিকা । এই সকল শব্দ, হপুষার নাম । হবুযা—অগ্রপ্রদীপক, তিত্ত, কটু, উষ্ণ, কষায়, গুরু এবং পিত্ত, উঃ

বিড়ঙ্গনামগুণাঃ ।

বিড়ঙ্গং জন্তুহননং ক্রিমিস্তং ক্ষুদ্রতণ্ডুলা ।

ভূতন্ত্রী তণ্ডুলা ঘোষা করাল। যুগগামিনী ॥ ৪২ ॥

কটু তিত্তোষং রুক্ষং বহিকরং লঘু ।

গুল্মান্দ্রনৌদরশ্লেষক্রিমিবাতবিস্কলুৎ ॥ ৪৩ ॥

ধান্যাকনামগুণাঃ ।

ধান্যকং ধান্যকং ধান্যং ধানৈয়কং বিতুল্লকম্ ।

কুস্তম্বুরু তদার্দংতু ধানী ধানৈয়কালুকা ॥ ৪৪ ॥

ধান্যকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু ।

হৃৎ রুক্ষং বহুবিত্কং স্নাছু পাকে ত্রিদোষলুৎ ॥ ৪৫ ॥

পাচনং স্বাদুকামাশ্রতৃষ্যামার্শঃক্রিমীন্ জয়েৎ ।

আহ্লীকা তদগুণা স্নাছুর্বিশেষাৎপিত্তনাশিনী ॥ ৪৬ ॥

বিড়ঙ্গের নাম ও গুণ ।

বিড়ঙ্গ, জন্তুহনন, ক্রিমিস্ত, ক্ষুদ্রতণ্ডুলা, ভূতন্ত্রী, তণ্ডুলা, ঘোষা, করাল, যুগ-গামিনী, { বিড়ঙ্গী, বিষ, অঘোষা, চিত্রতণ্ডুলা, তণ্ডুল, কুমিকটক, রসায়ন, পাচক, ভয়ক, কুমিরিপু, জন্তুর, কুমিশক্র, গর্দভ, কৈরাল, তণ্ডুলীয়কা, চিত্রা, বাতাস্ত্রি, কৈরালী, গম্বা, কাপালী, বরা, সূচিবীজা ও বৃষনাশন }, এই সকল শব্দ বিড়ঙ্গের নামান্তর । বিড়ঙ্গ—কটুরসায়ক, তিত্ত, উষ্ণবীর্ষ্য, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, লঘু এবং গুল্ম, আগ্রান, উদর, শ্লেষা, ক্রিমি, বাত ও বিবন্ধ বিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বিড়ঙ্গ ও বিরঙ্গ এবং হিন্দীভাষায় “বাম্বুভঙ্গ” বলে ॥ ৪২-৪৩ ॥

ধনৈরনাম ও গুণ ।

ধান্যক, ধান্যক, ধান্য, ধানৈয়, বিতুল্লক, কুস্তম্বুরু, ( ছত্রা, ধত্র, তুষুরু, ধনীয়ক, ধনিক, ধত্রা, কুস্তম্বরী, ধনৈয়ক, ধানক, ছাত্রাধাত্র, স্নগন্ধি, শাক্ষোণ্য, স্নগ্নপত্র, জনপ্রিয়, বেধক, উগ্রা, বীজধাত্র, ধানক, ধানা, কুনটা ও ধৈলিকা ) এই সকল শব্দ ধনৈর নাম । ধানী, ধানৈয়কালুকা ও আহ্লীকা, এই তিনটি শব্দ আর্জ ধনৈর নাম । ধনিয়া—কষায়রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, অন্নবলকর, মূত্রবর্ধক, লঘু, হৃৎপ্রাণী, রুক্ষ, মলবদ্ধভাজনক, পাকে মধুর, ত্রিদোষনাশক, পরিপাচক এবং খাল, কাল, রক্তপিত্ত, তৃকা, আমদোষ, অর্শঃ ও কুমিরোগ বিনাশ করে । আর্জ-

## হিঙ্গুপত্নীনামগুণাঃ ।

হিঙ্গুপত্নী পৃথুস্তম্বী পৃথীকা চারুপত্রিকা ।

বাঙ্গিকা কারবী তন্ত্রী বিল্লিকা দীর্ঘকা তথা ॥ ৪৭ ॥

হিঙ্গুপত্নী পরা বেণুপত্নী হিঙ্গুশিবাটিকা ।

জন্তকা রামঠা নাড়ী পিণ্ডা হিঙ্গুফলা মতা ॥ ৪৮ ॥

হিঙ্গুপত্নীদ্বয়ং হৃদয়ং তীক্ষ্ণাঞ্চং পাচনং কটু ।

হৃদস্তিরুখিবদ্ধার্শঃশ্লেষ্মগুণ্মানিলাপহম্ ॥ ৪৯ ॥

## হিঙ্গুনামগুণাঃ ।

হিঙ্গু বাহ্লীকমতু্যগ্রং রামঠং ভূতনাশনম্ ।

অগুটগন্ধা জরণং জন্তয়ং সুপভূষণম্ ॥ ৫০ ॥

হিঙ্গু ষণ্ডং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণাঞ্চং ককবাততুৎ ।

শূলগুণ্মোদরানাহত্রিমিজিৎ পিত্তবর্দ্ধনম্ ॥ ৫১ ॥

ধনে—পূর্বোক্ত ধনের গুণসম্পন্ন, মধুররসাত্মক এবং পিত্তনাশক । প্রচলিত বদ্ধ ভাবায় ইহাকে ধনিয়া ও ধনে বলে ॥ ৪৪-৪৬ ॥

## হিঙ্গুপত্নী ও বংশপত্নীর নাম ও গুণ ।

হিঙ্গুপত্নী, পৃথু, তম্বী, পৃথীকা, চারুপত্রিকা, বাঙ্গিকা, কারবী, তন্ত্রী বিল্লিকা, দীর্ঘকা, { পৃথুলা, কবরী, ত্বকপত্নী, কর্করী, বাঙ্গাকা, বাঙ্গা, বাঙ্গী পত্নী ও বিষা }, এই সকল শব্দ হিঙ্গুপত্নীর নামান্তর । বেণুপত্নী, হিঙ্গুশিবাটিকা জন্তকা, রামঠা, নাড়ী, পিণ্ডা, হিঙ্গুফলা, { বংশপত্নী, নাড়ীহিঙ্গু, পলাশাখা, সুবীর্ধা, পিণ্ডাফলা ও হিঙ্গুনাড়িকা }, এই সকল শব্দ বংশপত্নীর নাম । হিঙ্গুপত্নী ও বংশপত্নী—হৃদয়গ্রাহী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্ধা, পরিপাচক, কটু রসাত্মক এবং হৃদোগ বস্তিরোগ, বিবন্ধ, অর্শঃ, কফ, গুল্ম ও বায়ুরোগ বিনাশ করে । হিঙ্গুপত্নী হিঙে পাতার দ্বায় পত্রবিশিষ্ট । বংশপত্নীকে কলঃপতি হিঙ্গু বলে ॥ ৪৭-৪৯ ॥

## হিঙ্গুর নাম ও গুণ ।

হিঙ্গু, বাহ্লীক, অতু্যগ্র, রামঠ, ভূতনাশন, অগুটগন্ধা, জরণ, জন্তয়, সুপভূষণ, { হিঙ্গুক, সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লিক, রমঠ, শূলঘট, পিণ্ডাক, গৃহিণী, বাহ্লী, মধুরা, সুপধূপন, কেশর, জতু, জাতুক, রমঠধনি, শূলঘৎ, উগ্রগন্ধ, ভূতারি, জন্তনাশন, সুপাক, রকোর, উষ্ণবীর্ধা, ভেদন ও দীপ্ত }, এই সকল শব্দ হিঙ্গুর নামান্তর । হিঙ্গু—উষ্ণবীর্ধা, পরিপাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণবীর্ধা কফ ও

বংশলোচননামগুণাঃ ।

বংশজ্ঞ। বৈণবী ক্ষীরী ত্রকক্ষীরী বংশরোচনা।

তুগাক্কীরী তুগাবংশী বংশাক্কীরী শুভা সিত্তি ॥ ৫২ ॥

ସ୍ବଚ୍ଛାଦିତା ସ୍ବଚ୍ଛାଦିତା ସ୍ବଚ୍ଛାଦିତା ।

তুষাঙ্কয়জ্বরশ্বাসকাসপিত্তাশ্রকামলান্ ॥ ৫৩ ॥

সৈন্ধবনামগুণাঃ ।

नैऋतं सिन्धुजं शुक्लं पार्श्वमूर्ध्वं पटुत्तमम् ।

सैन्धवः मधुरं हृद्यं दीपनं शीतलं लघु ।

চক্ষুযাং পাচনং স্নিগ্ধং বৃষ্যাং দোষত্রয়াপহম্ ॥ ৫৪ ॥

সৌবৰ্চলনামগুণাঃ ।

सौवर्चलं शुगन्धाथं रच्यकं हृद्यगन्धकम् ।

বাতনাশক, শূল, গুল্ম, উন্নয়, আনাহ, ও কুস্মিনাশক ও পিত্তবর্জক। প্রচলিত  
বঙ্গভাষায় ইহাঃকিঃ বলে। ৫০—৫১।

বংশলোচনের নাম ও গুণ ।

বংশজা, বৈণবী, কীরী, ডক্কীরী, বংশরোচনা, তুগাকীরী, তুগাবংশী, বংশ-  
কীরী, শুভা, সিতা, { বংশলোচনা, ডক্কীরী, বাংশী, কীরিকা, শুভা, তুগা, ডক-  
সারা, কন্দরী, শ্বেতা, বংশকপূররোচনা, তুঙ্গা, রোচনিকা, পিজা ও বংশশর্করা },  
এই শব্দ সমূহ বংশলোচনের নামান্তর। বংশলোচন বলকর, বীৰ্যজনক, শীতবীৰ্য,  
মধুরসাম্রাজ্য এবং ইহা তৃষ্ণা, ক্ষয়, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত ও কামলা বিনাশ  
করে ॥ ৫২-৫৩ ॥

সৈদ্ধবলবণের নাম ও গুণ ।

লৈঙ্গব, সিকুজ, শুক, পাণিমস্থ, পটুভূম, { মণিমস্থ, পথা, শিব, শিবায্যজ, সিদ্ধ, সিকুলভব, নাদেশ, চক্র, সিদ্ধভব, সিকুলবণ. মণিবদ্ধ, সিকুমস্থজ, সিকুলেশজ, মণিমস্থ, বশির, সিকুলপল, সীতশিব, শিতসিব, সীতসিব, শিতসিব, ও শিতসিব }, এই সকল শব্দ লৈঙ্গবলবণ পর্যাায়ক । লৈঙ্গবলবণ—মধুরমসুত্ত, জীভিকর, অগ্নি-প্রদীপক, সীতল, লঘু, চক্ষু, পশ্চিপাচক. স্নিগ্ধবীৰ্য, বলকর, এবং ত্রিদোষ-নাশক ॥ ৫৪ ॥

সৌবর্চল লবণের নাম ও গুণ ।

ମୌର୍ଚ୍ଛଳ, ଅଗ୍ରହାସ, କୃଚାକ, ହୃଦୟକକ, { ଅକ, ଅକା, ପାକା; କୃଚ,

সৌবর্চলং বহ্নিকরং কটুঞ্চং বিশদং লঘু ।

উদগারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহশূলজিৎ ॥ ৫৫ ॥

বিড়্ নামগুণাঃ ।

বিড়্ কৃত্রিমকং পাক্যং ধূর্তং দ্রাকিড়মাস্থরম্ ।

বিড়্ লঘুঞ্চং বিষ্টস্তি শূলহৃদগৌরবারুচীঃ ।

হস্ত্যানাহকফৌ শূলমধোবাতানুলোমনম্ ॥ ৫৬ ॥

সামুদ্রকনামগুণাঃ ।

সামুদ্রেং বারিসমুত্তমক্ষীবমাস্থরং তথা ।

সামুদ্রেং দীপনং স্বাদু নাত্যুষ্ণং ভেদনং কটু ।

শ্লেষ্মলং বাতনুভিস্তমরুক্ষং নাতিপিত্তলম্ ॥ ৫৭ ॥

সমুহ সৌবর্চল লবণের নামান্তর । সৌবর্চললবণ—অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণবীৰ্য, বিশদ ( নৈর্মল্যাকারক ), লঘুপাকী, উদগারশোধক, সূক্ষ্ম এবং বিবন্ধ, আনাহ ও শূলরোগ বিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সচললবণ ও সচললবণ এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “চৌহার” ও “কোদ্ধা” বলে ॥ ৫৫ ॥

বিট্ লবণের নাম ও গুণ ।

বিড়্, কৃত্রিমক, পাক্য, ধূর্ত, দ্রাবিড়, আস্থর, { বিট্, বিড়্গন্ধ, কাল-লবণ, বিড়্ লবণ, দ্রাবিড়ক, খণ্ড, কৃত্তক, ক্ষার, স্রাব্য ও ধুতলবণ, } এই সকল শব্দ বিট্ লবণের নামান্তর । বিট্ লবণ—লঘু, উষ্ণবীৰ্য, বিষ্টস্তি, শূল, হৃদ্রোগ, শরীরের শুক্লতা, অরুচি, আনাহ ও কফনাশক এবং অধোবাতের অহ্নলোমন কারক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বিট্ হুন এবং হিন্দীভাষায় “বিটি” এবং “আলোচর” বলে ॥ ৫৬ ॥

সামুদ্রলবণের নাম ও গুণ ।

সামুদ্র, বারিসমুত্ত, ক্ষীব, আস্থর ও { সামুদ্রলবণ }, এই সকল শব্দ সামুদ্র-লবণ পর্যায়ক । সামুদ্রলবণ—অগ্নিপ্রদীপক, স্বাদুসমুত্ত, ঐষদ্রুক্ষ, ভেদক, কটু-রসযুক্ত, শ্লেষ্মবর্জক, বাতনাশক, তিস্তরসায়ক, ঐষদ্রুক্ষ এবং অল্প পিত্তবর্জক । এই লবণই সর্বসাধারণের নিত্য ভোজন-সাধ্যাদিগুরু এবং অসংখ্য রোগের চিকিৎসা-

ঔদ্ভিদনামগুণাঃ ।

ঔদ্ভিদং ভূমিজং ভৌমং পার্থিবং পৃথিবীভবম্ ।

রক্তলং সূক্ষ্মং লঘুবাতানুলোমনম্ ॥ ৫৮ ॥

গণ্ডনামগুণাঃ ।

গণ্ডাখ্যং রোমলবণং রোমং শাকস্তরীভবম্ ।

গণ্ডাখ্যং লঘুবাতশ্চমতুষ্যং ভেদি মূত্রলম্ ॥ ৫৯ ॥

ক্ষারনামগুণাঃ ।

ক্ষারং পাংশুভবং ত্রৌষমৌষরং পাশবং বহু ।

ক্ষারং গুরু কটুশ্মিকং শ্লেষ্মলং বাতনাশনম্ ॥ ৬০ ॥

কাচলবণনামগুণাঃ ।

কাচং ত্রিকূটং পাক্যাহ্বং লবণং কাচসন্তবম্ ।

কাচং দীপনমতুষ্যং রক্তপিত্তবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৬১ ॥

ঔদ্ভিদলবণের নাম ও গুণ ।

ঔদ্ভিদ, ভূমিজ, ভৌম, পার্থিব, পৃথিবীভব, এই সকল শব্দ ঔদ্ভিদলবণ পর্যায়ক । ঔদ্ভিদলবণ—রক্তবর্দ্ধক, লঘু, সূক্ষ্ম এবং বায়ুর অহুলোমক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শাক্তরীহুণ্ এবং “সাক্তারহুন্” বলে ॥ ৫৮ ॥

গণ্ডলবণের নাম ও গুণ ।

গণ্ডাখ্য, রোমলবণ, রোম, শাকস্তরীভব, { শাকস্তরীর, গণ্ডলবণ, রোমক, বহুক, রোম, রোমক } রোমলবণ, শাক্তরী ও পাশব }, এই সকল শব্দ গণ্ডলবণের নামান্তর । গণ্ডলবণ—লঘুপাকী, বাতর, অত্যন্ত উষ্ণবীৰ্য্য, ভেদক ও মূত্রপ্রবর্দ্ধক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে “সামরহুন্” বলে ॥ ৫৯ ॥

পাংশুক্ষারলবণের নাম ও গুণ ।

পাংশুভবক্ষার, ঔষ, ঔষর, পাংশব, বহু, { রোমক, ঔদ্ভিজ, বহুক, ঔদ্ভিদ, লবণ, পাক্য, ঔর্ক, ঔষ, সহ, ঔষরজ, বহুপাংশ, পাংশজ ও পাংশুলবণ }, এই সকল শব্দ পাংশুলবণের পর্যায়ক । পাংশুলবণ—গুরু, কটুরসযুক্ত, শ্লিষ্ণবীৰ্য্য, স্নেহকর ও বাতবর্দ্ধক । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে গাঙ্গারহুন্ বলে ॥ ৬০ ॥

কাচলবণের নাম ও গুণ ।

যবক্ষারনামগুণাঃ ।

যবক্ষারঃ সূকপাক্যো যবসূকো যবাগ্রজঃ ।

স্বর্জিকা স্বর্জিকঃপাক্যঃ সূখপাক্যঃ সূবর্চিকা ॥ ৬২ ॥

যবক্ষারোহ্মিকৃদ্ধাতল্লোম্বাসগলাময়ান্ ।

আমার্শোগ্রহণীগুল্মসকৃৎপ্লীহরুজো জয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

স্বর্জিকাহল্লগুণা তস্মাদ্বিশেষাদ্ গুল্মশূলনুৎ ॥ ৬৪ ॥

টঙ্কণনামগুণাঃ ।

টঙ্কণো মালতীজাতো দ্রাবী লোহবিশুদ্ধিদঃ ।

টঙ্কণোহগ্নিকরো রুদ্ধঃ ককল্লো বাতপিভজিৎ ॥ ৬৫ ॥

সৌবর্চল, কুঞ্চলবর্ণ, পারুল, কাচোখ, হরগন্ধ, কাললবণ, কুকবিল, কাচমল কুজিম }, এই সকল শব্দ কাচলবণের নামান্তর । কাচলবণ—অগ্নিগ্রন্থীপা অত্যন্ত উষ্ণ এবং রক্তপিত্তপ্রবর্তক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কালালে বলে ॥ ৬১ ॥

যবক্ষার ও স্বর্জিকাক্ষারের নাম ও গুণ ।

যবক্ষার, সূকপাক্য, যবসূক, যবাগ্রজ, { পাক্য, যবলাস, সারক, রেচক, য নালাক, যাবশুক, ক্ষার, ভীষা, ভীক্ষুরস, যবনালজ, যবজ, যবশুকজ, যবাল্ল যবাপত্য }, এই সকল শব্দ যবক্ষারের নাম । স্বর্জিকা, স্বর্জিক, পাক্য, সূখপাক্য সূবর্চিকা, { স্বর্জি, স্বর্জী, স্বর্জিকার, স্বর্জিকাক্ষার, সর্জি, সর্জী, সর্জি সর্জিকাক্ষার, কপোত, সূখবর্চক, সৌবর্চল, কৃষ্ণ, স্বর্জিকাক্ষার, ক্ষা সূবর্চিক, স্প্রী, যোগবাহী, স্বর্জকা, সূখস্বর্জিকা, সূবর্চি ও সূখবর্চা }, এই সকল শব্দ স্বর্জিকাক্ষারের নামান্তর । যবক্ষার—অগ্নিকারক ও বাত, কফ, শ্বা গ্লব্রোগ আম, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, যকৃৎ ও প্লীহারোগ বিনাশক । স্বর্জিকাক্ষার—যবক্ষার অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট, অপিচ ইহা গুল্ম ও শূলরোগনাশক । ক্ষারকে সোরা এবং স্বর্জিকাক্ষারকে সাচিকার ও সাজিমাটী বলে ॥ ৬২-৬৪ ॥

টঙ্কণের নাম ও গুণ ।

টঙ্কণ, মালতীজাত, দ্রাবী, লোহবিশুদ্ধিদ, { মালতীভীরজ, পাচনক, রসশোধ লোহস্নেহ, টঙ্ক, টঙ্কণক্ষার, রুদ্ধ, ক্ষার, রুদ্ধ, রসাধিক, লোহদ্রাবী, রস, সূচ বর্তুল, কনক, ধাতুবল্লভ, মলিন, কনকক্ষার, টঙ্কণ, মালতীভীরসম্ভব, দ্রাব

সুধাকারনামগুণাঃ ।

সুধাস্বয়ং সুধা সৌধভূষণং কটুশর্করা ।

সুধাকারোহগ্নিস্ফাশঃ পাকী ক্লেদী বিদারণঃ ॥ ৬৬ ॥

সর্বকারনামগুণাঃ ।

পলাশতিলনালখদংষ্ট্রকাকদলীভবাঃ ।

অপামার্গার্হর্কসেছণ্ডামোককাদিসমুদ্ভবাঃ ॥ ৬৭ ॥

কারা বহিসমাঃ সর্বে পাচনা ভেদিদারুণাঃ ।

লঘবঃ ক্লেদিনস্তীক্ষাঃ শুক্রলা দৃষ্টিনাশনাঃ ॥ ৬৮ ॥

রক্তপিত্তকরা স্নিগ্ধা বিবজ্জানাহপীনসান্ ।

যকৃৎপ্লীহবঁলাসামঁণ্ডল্যার্শোগ্রহণীক্রিমীন্ ॥ ৬৯ ॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটীরমল্লস্তেন

শ্রীমদননুপেণ নিশ্চিতেহত্র ।

টীকা—অগ্নিদীপ্তিকারক, রক্ষ, কফর এবং বাত ও পিত্তবিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সোহাগা বলে ॥ ৬৫ ॥

সুধাকারের নাম ও গুণ ।

সুধাস্বয়ং, সুধা, সৌধভূষণ, কটুশর্করা, { চূর্ণ, চূর্ণক ও সুধাকার }, এই সকল শব্দ সুধাকারের নাম । সুধাকার—অগ্নিসদৃশ তেজস্কর, ত্রণাদিপরিপাচক, ক্লেদজনক এবং অণুবিদারক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চূর্ণ বলে ॥ ৬৬ ॥

সর্ববিধ কারের নাম ও গুণ ।

পলাশ, তিলনাল, গোকুর, কুমুরকে, আপাঃ, আকল, মনগাসীজ, ঘণ্টাপাকল প্রভৃতি এই সকল বৃক্ষের কাষ অগ্নিসদৃশ তেজস্কর, ত্রণাদিপাচক, ভেদক, অণুবিদারক, লঘু, ক্লেদজনক, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, দৃষ্টিনাশক, রক্তপিত্তজনক এবং এই সকল কাষ দ্বারা বিবজ্জ, আনাহ, পীনস, যকৃৎ, প্লীহা, কফ, আম, গুল্ম, অর্শ



এস্বেহভূমদনবিনোদনাস্ত্রিঃ পূর্ণঃ

শুষ্ঠ্যাদিঃ খলু ভিষজো হিতায় বর্গঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি শুষ্ঠ্যাদি দ্বিতীয়বর্গঃ ।

রাজপণের মুখভিলকস্বরূপ, প্রচণ্ডযাক্ সম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদন পাল বিরচিত “মদনবিনোদ” নামক এস্বে চিকিৎসকগণের হিতার্থে লিখিত “শুষ্ঠ্যাদিবর্গ” সমাপ্ত হইল ॥ ৭০ ॥

ইতি শুষ্ঠ্যাদি দ্বিতীয়বর্গ সম্পূর্ণ ।

অথ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

মঙ্গলাচরণং ।

আরোপ্য পাণৌ নববল্লরীভি-

ক্কালং বিনোদাৎপরিচুস্বিতাস্তম্ ।

ওষ্ঠং পিবন্তং প্রতিবন্ধদন্ত-

মাশ্চর্য্যমুক্তং হরিমাশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ ।

নবগোপীগণ বাঁহাকে করতলে লইয়া স্নেহ লহকারে বাঁহার চাকবর্দন চুষন করিয়াছে এবং যিনি দস্তপঙ্ক্তিসংলগ্ন ওষ্ঠ দ্বারা বাঁহাদের স্তন্যপান করিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্যমুক্ত হরিকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১ ॥

কপূরান্দিবর্গঃ ।

কপূরনামগুণাঃ ।

কপূরঃ স্ফটিকশ্চন্দ্রঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ ।

লঃ শীতরজো ভূতিকস্তু হিমাহ্বয়ঃ ।

হিমাভ্রো ঘনসারশ্চ চন্দ্রাহ্বশ্চাপি গীয়তে ॥ ১ ॥

কপূরঃ শীতলো ব্যাশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ ।

কফদাহাত্ত্ববৈরস্ত্রমেদঃশোথবিষাপহঃ ॥ ২ ॥

কস্তুরিকাদ্রয়নামগুণাঃ ।

কস্তুরিকা যুগ্মদো বেদমুখ্যা যুগাণ্ডজঃ ।

যুগ্মনাভিরথাত্মা স্ত্রাল্লতাকস্তুরিকা মতা ॥ ৪ ॥

কস্তুরী শুক্ললা শুক্লবী কটুক কফশীতজিৎ ।

উষ্ণা হস্তি বিষচ্ছর্দিশোফদৌর্গন্ধ্যমারুতন্ ॥ ৫ ॥

কপূরান্দি সুগন্ধিবর্গঃ ।

কপূরের নাম ও গুণ ।

• কপূর, স্ফটিক, চন্দ্র, সিতাভ্র, হিমবালুক, হিমোপল, শীতরজঃ, ভূতিক, হিমাহ্বয়, হিমাভ্র, ঘনসার, চন্দ্রাহ্ব, { দিতাজক, তরুসার, ভস্মাহ্বয়, সোমসংজ্ঞ ( চন্দ্রের যত নাম, যেমন, শশী, ইন্দু ইত্যাদি ), বেণুসার, হস্ত, হিমাহ্বয়, চন্দ্রভস্ম, বেধক, বেণুসারক, ভস্মবেধক, হিমবালুকা, সিতাভ্র, শিলা, শান্তব, কারমিহিকা, তাত্রাজ, চন্দ্রার্জক, লোককুসুম, গৌরঃ কুমুদ এবং হিমনামা ( হিমের যত নাম আছে, যেমন শীত, তুষার প্রভৃতি ) }, এই সকল শব্দ কপূরের নামান্তর । কপূর—শীতল, ব্যাশ্চ, চক্ষুর হিতকারী, কৃণতাকারক, লঘু এবং কফ, দাহ, মুখের বিরসতা, মেহঃ ও শোথ বিনাশক । পারস্ত ভাষায় ইহাকে কাফুর বলে ॥ ২-৩ ॥

কস্তুরী ও লতাকস্তুরীর নাম ও গুণ ।

কস্তুরিকা, যুগ্মদ, বেদমুখ্যা, যুগাণ্ডজ, যুগ্মনাভি, { মদাহ্ব, যুগ্মনাভিজ, গন্ধ-  
গুলি, গন্ধশেখর, কস্তুরী, কস্তুরী, কস্তুরিকা, যুগ, যুগী, নাভি, মদ, অণ্ডজা, লতা,  
বোজনগন্ধা, মগ, গন্ধবোধিকা, কালাজী, হৃৎসংহারী, বিস্তা, গন্ধপিপাটিকা,  
বাতাঘোদ, বে জনগন্ধিকা, মদন, গন্ধকেলিকা, মার্জারী, সন্তগা, সহস্রবেধী, শ্রামা,  
বহগন্ধা, যুগাণ্ডজা, কলাঙ্গা, ললিত, শ্রামলা, কুরঙ্গনাভি ও মেদিনী }, এই  
সকল শব্দ কস্তুরীর নামান্তর । লতাকস্তুরিকা, { লতা, কটু, লতাকস্তুরী ও

লতাকস্তুরিকা তদ্বশেষত্রয়া শীতা লঘুসুখা ॥ ৬ ॥

মার্জ্জারী নামগুণাঃ ।

মার্জ্জারী পুতিকা পুতিকচা শ্রাদ্ গন্ধচেলিকা ।

মার্জ্জারী বাস্তিমাধন্তে চক্ষুশ্চা কফবাতজিৎ ॥ ৭ ॥

চন্দননামগুণাঃ ।

চন্দনং তিলপর্ণং শ্রাম্বহাৰ্হং শ্বেতচন্দনম্ ।

ভদ্রপ্রিয়ং মলয়জং গোশীৰ্ষং গন্ধসারকম্ ॥ ৮ ॥

চন্দনং শীতলং রূক্ষং তিক্তমাহলাদনং লঘু ।

জ্বাং বর্ণ্যং বিষশ্লেষাতৃষাপিত্তাশ্রদাহজিৎ ॥ ৯ ॥

রক্তচন্দননামগুণাঃ ।

রক্তচন্দনমুদ্দিফং লোহিতং ক্ষুদ্রচন্দনম্ ।

তাত্রসারং রক্তসারং জ্যোতিঃসোমঞ্চ রঞ্জনম্ ॥ ১০ ॥

দক্ষিণদেশজ }, এই সকল শব্দ লতাকস্তুরী পর্যায়ক । কস্তুরী—শুকর, গুরু, কটু, কফ ও শৈত্যনাশক, উষ্ণবীৰ্য্য এবং বিষ, ছর্দি, শোথ, দৌর্গন্ধ্য ও বাত-নাশক । লতাকস্তুরী—পূর্বোক্ত কস্তুরীর শুধুমণ্ডিত এবং চক্ষুরোগে প্রযোজ্য, শীতল ও লঘু । লতাকস্তুরীকে হিন্দীভাষায় “মুস্কুদানা” বলে ॥ ৪-৬ ॥

মার্জ্জারীর নাম ও গুণ ।

মার্জ্জারী, পুতিকা, পুতিকচা, গন্ধচেলিকা, { পুতিকজ }, এই সকল শব্দ মার্জ্জারীর নাম । মার্জ্জারী—বমিকারক, চক্ষুরোগে হিতকর এবং কফ ও বাত-নাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ঝাটানী বলে ॥ ৭ ॥

সারচন্দনের নাম ও গুণ ।

চন্দন, তিলপর্ণ, মহাৰ্হ, শ্বেতচন্দন, ভদ্রপ্রিয়, মলয়জ, গোশীৰ্ষ, গন্ধসারক, { গন্ধসার, ভদ্রপ্রী, একাদ, পটীর, বর্ণক, পীতসার, রোহিণ, ষায়া, সর্পেষ্ঠ, সেবা, ভদ্রাশ্রয়, ত্রীখণ্ড, মলয়োদ্ভব, মঙ্গল্য, গন্ধরাজ, সগন্ধ, সর্পাবাস, শীতল, গন্ধাঢা, পাবন, ভোগিবল্লভ, শীতগন্ধ, তৈলপর্ণিক, চন্দ্রছাতি, সর্পেষ্ঠ, শীত ও হিম }, এই শব্দ সমূহ সারচন্দনের নামান্তর । সারচন্দন—শীতল, তিক্তরসযুক্ত, রূক্ষ, আহ্লাদকর, লঘু, জ্বা, বর্ণজনক এবং বিষ, কফ, তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তদোষ এবং কাহবিনাশক ॥ ৮-৯ ॥

রক্তং শীতং গুরু শ্বাদু ছর্দিভৃশ্যাপিতনুৎ ।

তিক্তং নেত্রহিতং বৃশ্যং জ্বরঘ্নকং বিষাপহম্ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণচন্দননামগুণাঃ ।

কালীয়কং পীতসারং পীতং নারায়ণপ্রিয়ম্ ।

কাশায়কং রক্তগুণং বিশেষাৎ পবনাপহম্ ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণাণ্ডরু নামগুণাঃ ।

কৃষ্ণাণ্ডরু শ্বাদুগুরু রাজাহং বিশ্বরূপকম্ ।

জোঙ্গকং শীতমলিনং ক্রিমিজন্মমলক্ককম্ ।

কৃষ্ণাণ্ডরুশ্চ কৰ্ণাঙ্কিরোগনুৎপিতলং লঘু ॥ ১৩ ॥

রক্তচন্দনের নাম ও গুণ ।

রক্তচন্দন, লোহিত, সূদ্রচন্দন, তাজসার, রক্তসার, জ্যোতিঃ, সোম, রজন, { তিলপর্ণী, পত্রাঙ্গ, কুচন্দন, কুসুম, তাজবৃক্ষ, চন্দন, তাম্রাভ, লোহিতচন্দন, তাজপারক, রক্তাঙ্গ, অর্কচন্দন, তিলপর্ণিক, পত্রাঙ্গ, রক্তমীষ .৩ পত্রাঙ্গ }, এই সকল শব্দ রক্তচন্দনের পর্যায় । রক্তচন্দন—শীতল, গুরু, শ্বাদু, ছর্দি ( বমি ), তৃষ্ণা ও রক্তপিত্তনাশক, তিক্তরসযুক্ত, চক্ষুরহিতকর, বগকর, জ্বর ও বিষ-নাশক ॥ ১০-১১ ॥

কৃষ্ণচন্দনের নাম ও গুণ ।

কালীয়ক, পীতসার, পীত, নারায়ণপ্রিয়, { পীতগন্ধ, কালেষ, পীতক, মাধব-প্রিয়, কালৈর্যক, পীতকার্য, বর্কুর, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসায়, কালানুসার্যক, জাষক, জ্যুরক, কালানুসার্য কান্তিদায়ক, বর্ণদ, পীতচন্দন ও কৃষ্ণচন্দন }, এই সকল শব্দ কৃষ্ণচন্দনের পর্যায় । কৃষ্ণচন্দন—রক্তচন্দনের গুণ-সংযুক্ত এবং বাতনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কালিয়া ও কলয়া এবং হিন্দীভাষায় “কলখক” বলে ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণাণ্ডরুর নাম ও গুণ ।

কৃষ্ণাণ্ডক, অণ্ডক, রাজাহং, বিশ্বরূপক, জোঙ্গক, শীতলমণি, ক্রিমিজন্ম, অল-জুক, { শূঙ্গার, কাকতুণ্ড, শীর্ষ, কালাণ্ডক, কেশু, বংশক, কৃষ্ণকাঠ, ধূপাহ, বজ্রব, মিশ্রবর্ণ, গন্ধ, বংশিক, লোহ, ক্রিমিজ, ক্রমিজ, বংশক, লঘু, পিচ্ছিল, ভৃঙ্গ, কৃষ্ণ, লোহাখ্য, বর্ণপ্রমাণন, পাতক, অনাধ্যক, অগ্নিকাঠ, অশ্বর, কাঠক, ক্রিমিজঙ্ঘ ও সোণজ }, এই সকল শব্দ কৃষ্ণাণ্ডরুর নামান্তর । কৃষ্ণাণ্ডক—উষ্ণ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগনাশক, পিত্তবর্দ্ধক এবং লঘু । প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ-ভাষায় ইহাকে কালাণ্ডক, অগরু ও অগরুচন্দন বলে ॥ ১৩ ॥

### কুক্কুমনামগুণাঃ ।

কুক্কুমং চারু বাহ্লীকং বর্ণ্যমগ্নিশিখং বরম্ ।

কাশ্মীরং পীতমভ্রাহসং সঙ্কোচং পিশুনাংশুকম্ ॥ ১৪ ॥

কুক্কুমং কটুকং সিদ্ধশিরোরুগ্ভ্রণজন্তুজিৎ ।

উষ্ণং হাস্তাকরং বল্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্ ॥ ১৫ ॥

### সিহ্লকনামগুণাঃ ।

সিহ্লকঃ কপিজো ধূত্ৰস্তরুক্ষঃ পিণ্ডিতং কপিঃ ।

সিহ্লকঃ কুষ্ঠকণ্ডুয়ঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ শুক্রকান্তিকৃৎ ॥ ১৬ ॥

### এলবালুকনামগুণাঃ ।

এলবালুকমেঘালু বালুকং হরিবালুকম্ ।

#### কুক্কুমের নাম ও গুণ ।

কুক্কুম, চারু, বাহ্লীক, বর্ণ্য, অগ্নিশিখ, বর, কাশ্মীর, পীত, অভ্রাহস, সঙ্কোচ, পিশুন, অংশুক, { কুমুমাত্রক, শোণিতাহস, পীতক, ঘস, রক্তসংজ্ঞ, হরিচন্দন, রক্ত, দীপক, সৌরভ, লোহিত, চন্দন, কাশ্মীরজ, সঙ্কোচপিশুন, পীতল, রক্ত, বীর, লোহিতচন্দন, বাহ্লীক, অগ্নিখর, কাশ্মীরজ, অমৃক, কুচির, শঠ, শোণিত, ঘৃহণ, বরেণ্য, অকুন, কালৈয়ক, জাণ্ড, কান্ত, কেশর, সৌর ও কেশর }, এই সকল শব্দ কুক্কুমের নামান্তর । কুক্কুম—কটুরসাত্মক, সিয়, শিরোরোগ, ত্রণ ও কুমিনাশক, উষ্ণবীৰ্য্য, হাস্তজনক অর্থাৎ ঐতিকর, বলজনক এবং ব্যঙ্গরোগ ও ত্রিদোষনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কুক্কুম এবং পারস্যভাষায় ইহাকে জাফরাণ বলে ॥ ১৪-১৫ ॥

#### শিলায়সের নাম ও গুণ ।

সিহ্লক, কপিজ, ধূত্ৰ, তরুক্ষ, পিণ্ডিত, কপি { যবন, ধূত্ৰবর্ণ, সিহ্লদার, পিণ্ডাক, কক, পিণ্ডিতেলক, কয়েবর, কুজিমক, লেপন, শলকীভব, পিষ্টক, তৈল পর্ণী, বুধকপ, সিহ্ল, রপ্তধূপ, কপিচকল, বাবল, তৈলাধ্য, পিণ্ডক, বাব, বাবত জাব, যবনদেশজ, কপিমাষা, তৈল, কপিল, কুজিম, মুক্তিমুক্ত, পিণ্ডিত, বর, শিহ্ল যাবন ও শিহ্লক }, এই সকল শব্দ শিলায়সের নাম । শিলায়স—কুষ্ঠনাশক কণ্ডুয়, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, শুক্রবর্ধক ও কান্তিজনক । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে শিহ্লাও বলে ॥ ১৬ ॥

#### এলবালুকের নাম ও গুণ ।

এলবালুক, এঘালু, বালুক, হরিবালুক, { এলবালু, বালু, ঐলোয়ঙ্গি, ঐলবালুক, এলালু, এঘবালুক, আলুক, গন্ধবক, কপিধবক

এলানু শীতলং হস্তি কণ্ডুকৃষ্ণককক্রিমীন্ ।

তৃট্ছর্দিকফপিত্তাশ্রহ্মদ্রুগদজিল্লযু ॥ ১৭ ॥

জাতীফলনামগুণাঃ ।

জাতীফলং জাতীশতং শলুকং মালতীশতম্ ।

জাতীফলং লঘু স্বর্য্যং হৃদ্যং দীপনপাচনম্ ॥ ১৮ ॥

উষ্ণং কফানিলছর্দিক্রিমীপীনসকাসজিৎ ॥ ১৯ ॥

জাতীপত্রীনামগুণাঃ ।

জাতীপত্রী জাতীপর্ণা মালতীপত্রিকা তথা ।

জাতীপত্রী লঘুষ্ণা স্র্যৎ কফক্রিমিবিষাপহা ॥ ২০ ॥

লবঙ্গনামগুণাঃ ।

লবঙ্গশিখরং দিব্যং লবং চন্দনপুষ্পকম্ ।

ত্রীপুষ্পং দেবকুসুমং ভৃঙ্গারং বারিসম্ভবম্ ॥ ২১ ॥

কুষ্ঠগন্ধি, কপিথগন্ধাত্ত্বক্, এষ ও কপিথপত্র } এই সকল শব্দ এলবালুকার নামান্তর । এলবালুকা—শীতবীৰ্য্য এবং ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, কফ, ক্রিমি, তৃকা, বমি, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ ও মূত্ররোগ বিনাশ করে ॥ ১৭ ॥

জাতীফল, জাতীশত, শলুক, মালতীশত, জাতীফল, জাতীশত, শলুক, মালতীফল, মঞ্জসার, পুট ও স্রমনঃফল, এই শব্দ সগৃহ জাতীফলের নামান্তর । জাতীফল—লঘু, স্বর্যপরিহারক, হৃদ্য, অগ্নিপ্রদীপক, পরিপাচক, উষ্ণবীৰ্য্য এবং ইহা দ্বারা কফ, বাত, বমী, ক্রিমি, পীনস ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জায়ফল বলে ॥ ১৮-১৯ ॥

জৈত্রীর নাম ও গুণ ।

জাতীপত্রী, জাতীপর্ণা, মালতীপত্রিকা, { জাতীকোষী, স্রমনঃপত্রিকা, সৌমনঃসায়নী, জাতীপত্রক, জাতীপত্রিকা ও জাতী }, এই সকল শব্দ জাতীপত্রের নামান্তর । জৈত্রী—লঘু, উষ্ণ এবং কফ, ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক ॥ ২০ ॥

লবঙ্গের নাম ও গুণ ।

লবঙ্গ, শিখর, দিব্য, লব, চন্দনপুষ্পক, ত্রীপুষ্পক, দেবকুসুম, ভৃঙ্গার, বারিসম্ভব, { ত্রীসংজ্ঞ, ত্রীপ্রসূনক, লবঙ্গক, লবঙ্গকলিকা, শেখর, কচির, গ্রহণীহর, গীর্বাণ-

লবঙ্গং লঘু চক্ষুশ্চ হৃৎ দীপনপাচনম্ ।

শূলানাহকফখাসকাসচ্ছর্দিক্ষয়্যাপহম্ ॥ ২২ ॥

কঙ্কোলনামগুণাঃ ।

কঙ্কোলং কটুকং কোলং মারীচং মাধবোষিতম্ ।

কঙ্কোলমুঞ্চং হৃদ্রোগকফবাতাগ্নিমান্দ্যজিৎ ॥ ২৩ ॥

এলানামগুণাঃ ।

এলা ত্রাটিশ্চন্দ্রবালা বহলা নিফুটিস্থিষা ।

কপোতবর্ণা সূক্ষ্মলা কুনটী দ্রাবিড়ী মতা ।

এলা সূক্ষ্মা কফখানকাসার্শোমূত্রকৃচ্ছনুৎ ॥ ২৪ ॥

কুশুম্, ভোয়ষিপ্রিয়, বারিপুষ্প, তীক্ষ্ণপুষ্প ও দিব্যগন্ধ }, এই সকল শব্দ লবঙ্গের নামান্তর । লবঙ্গ—লঘু, চক্ষুঃ হিতকর, প্রীতিকর, অগ্নি প্রদীপক, পরিপাচক এবং ইহা শূল, আনাহ, কফ, খাস, কাস, বমী ও ক্রয়রোগ নাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে লবঙ্গ, লঙ্গ ও লঙ বলে ॥ ২১-২২ ॥

কাঁকলার নাম ও গুণ ।

কঙ্কক, কটুক, কোল, মারীচ, মাধবোষিত, { কঙ্কোলক, কঙ্কোল, কঙ্কোলক, কোষফল, কোলক, কোশফল, কোরক, কাকোল, গন্ধবাকুল, তৈলসাধন, কৃতফল, কটুকফল, ঘেয়া, স্থূলমরিচ, কাল ও মরিচ }, এই সকল শব্দ কাঁকলার নাম । কাঁকলা—উষ্ণবীৰ্য্য এবং ইহা দ্বারা হৃদ্রোগ, কফ, বাত ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে । হিন্দীভাষায় ইহাকে “শীতলচিনি” বলে ॥ ২৩ ॥

ছোট এলাচির নাম ও গুণ ।

এলা, ত্রাটি, চন্দ্রবালা, বহলা, নিফুটা, স্থিষা, কপোতবর্ণা, সূক্ষ্মলা, কুনটী, দ্রাবিড়ী, { ক্ষুদ্রেলা, বৃষ্টিয়া, ভূদগ্ধিকা, উপহৃৎকা, ভূখ, কোরদী, ত্রিপুটা, বয়স্ক, তীক্ষ্ণগন্ধা, ত্রিপুটী, হৃদিকারিপু, ষচিশ্চগন্ধা, চন্দ্রসম্ভবা ও পুটিকাঠ } এই শব্দ সমূহ ছোটএলাচির নাম । ইহাকে কেহ কেহ গুজরাটী এলাচও বলিয়া থাকেন । ছোটএলাচি—কফ, কাস, খাস, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ রোগ বিনাশ করে ॥ ২৪ ॥

স্থূলৈলানামগুণাঃ ।

স্থূলৈলা ত্রিপুটা কণ্ঠা ভদ্রৈলা ত্রিদিবোদ্ভবা ।  
স্থূলৈলা রোচনী তীক্ষ্ণা লঘুঞ্চা কফপিত্তজিৎ ॥ ২৫ ॥  
হৃৎবিষবন্ত্যাশ্রশিরোরুখমিকাসনুৎ ॥ ২৬ ॥

ত্বচনামগুণাঃ ।

ত্বচং বরাঙ্গং সকলং ত্বক্চোচং তনুকং বরম্ ।  
লাটপর্ণাঘনং ভৃঙ্গং গুরুত্বক্ স্বর্ণভূমিকম্ ॥ ২৭ ॥  
ত্বচং লঘুঞ্চং কটুকবিষদং স্নাত্ত্ব পিত্তলম্ ।  
হৃৎস্তিরোগবাতার্শঃপীনসক্রিমিশুক্রনুৎ ॥ ২৮ ॥

তেজপত্রনামগুণাঃ ।

পত্রং দলাহস্তাম্রমুস্তমালং রোম রোমশম্ ।  
পত্রমুঞ্চং লঘুশ্লেষ্মহস্তাসার্শোহঁনিলাপহম্ ॥ ২৯ ॥

বহু এলাচির নাম ও গুণ ।

স্থূলৈলা, ত্রিপুটা, কণ্ঠা, ভদ্রৈলা, ত্রিদিবোদ্ভবা, { পৃথ্বীকা, চন্দ্রবালা, নিফুটী, বহলা, স্থূলা, মালেরা, ভাড়কীফল, চর্ম্মসম্ভবা, কপোতপর্ণী, বালা, বলবতী, হিম্ভা, সাগরগামিনী, চক্ষিকা, গন্ধালীগর্ভ, এলিকা ও কায়াহা }, এই সকল শব্দ বহু-এলাচির নাম । কেহ কেহ ইহাকে ঘোটাএলাচিও বলেন । ইহা—কটিকর, তীক্ষ্ণ, লঘু, উষ্ণ, কফ ও পিত্তনাশক এবং বমনেচ্ছা, বিষ, ব্যক্তিগত রোগ, শ্বশ্রোরোগ, শিরোরোগ, বুসী ও কাসরোগ বিনাশক ॥ ২৫-২৬ ॥

দাক্ৰচিনির নাম ও গুণ ।

ভৃঙ্গ, বরাঙ্গ, সকল, ত্বক্, চোচ, তনুক, বর, লাটপর্ণাঘন, ভৃঙ্গ, গুরুত্বক্, স্বর্ণভূমিক, { গুড়ভৃঙ্গ, স্তম্বকট, স্বকপত্র, বরাঙ্গক, চোল, ঘটা, পত্র, জ্বত, সুরভিবহুল ও উৎকট }, এই শব্দ সমূহ দাক্ৰচিনির নাম । দাক্ৰচিনি—লঘু, উষ্ণ, কটুকসমুজ্জ, বিষদ, মধুর, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহাচারে হৃৎরোগ, ব্যক্তিগত রোগ, বাত, জর্শ, পীনস, ক্রিমি ও শুক্রদোষ নষ্ট হইরা থাকে ॥ ২৭-২৮ ॥

তেজপত্রের নাম ও গুণ ।

পত্র, দলাহস্ত, তাম্র, তমাল, রোম, রোমশ, { পত্রক, তেজপত্র, গোমেদক, পত্রাচা, ছন্দ, দল, পলাশ, অংশুক, বাস, ভাপস, সূক্ষ্মারজ, বহ্ন, তমালক, বরদ, গোপন, বমন, সুরনির্গন্ধ, গোমেদ, গন্ধজাত ও পাকরজন }, এই শব্দ সকল



নাগকেশরনামগুণাঃ ।

নাগকেশরকং নাগং চাম্পেয়ং কেশরস্বজম্ ।

নাগকেশরকং ক্লৃক্ষমুখং লঘুশ্যামপাচনম্ ।

দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবীসর্পকফপিত্তবিষাপহম্ ।

ত্রিজাতচতুর্জাতনামগুণাঃ ।

এলা দ্বিত্রিভিরুদ্ভিক্টং ত্রিজাতং ত্রিসৃগন্ধকম্ ।

চতুর্জাতং সনাগঞ্চ তদ্বয়ং বাতকফাপহম্ ॥ ৩১ ॥

তালীশপত্রনামগুণাঃ ।

তালীশপত্রং তালীশং ধাত্রীপত্রং সকোদনম্ ।

অপরং গ্রন্থিকাপত্রং পাত্রাঢ্যং তুলসীচ্ছদম্ ॥ ৩২ ॥

ভেজপত্রের নাম । ভেজপত্র—উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু এবং কফ, বিবমিষা, জ্বরঃ ও বাত বিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ভেজপাতা ও ভেজপাতা এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “ভজ” বলে ॥ ২৯ ॥

নাগকেশর নাম ও গুণ ।

নাগকেশর, নাগকেশরক, নাগ, চাম্পেয়, কেশর, গজ, { কেশর, কেশরক, নাগকেশর, নাগকেশরক, কাঞ্চনাঙ্ঘ্র, স্তবর্ণাখা, ভূধন্নাখা, ইভাখা, ষট্পদাশ্রয়, কেশরী, কিজ্জ, নাগীয়, কাঞ্চন, স্তবর্ণ, হেমকিজ্জ, ক্লৃক্ষ, হেম, পিঞ্জর, ফণিকেশর, কনকাঙ্ঘ্র, পুরাগকেশর, মহৌষধ, রাজপুংপ, ফলক ও ধরষাভন }, এই সকল শব্দ নাগকেশর পর্যায়ক । নাগকেশর—ক্লৃক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, শ্যামপাচক এবং ইহা-দ্বারা দৌর্গন্ধ, কফ, বিসর্প, কুষ্ঠ, পিত্ত ও বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে নাগেশ্বর কুল বলে ॥ ৩০ ॥

ত্রিজাত ও চতুর্জাতের নাম ও গুণ ।

এলাচি, ভেজপত্র ও দারুচিনি, এই তিনটি দ্রব্য একত্রিত হইলে, তাহাকে ত্রিজাত বলা যায় । ত্রিজাতক, ত্রিসৃগন্ধক ও { ত্রিসৃগন্ধি }, উহার পর্যায় । এই ত্রিজাতক সহ নাগকেশর মিলিত করিলে চতুর্জাত বলা যায় । চতুর্জাতক, উহার নামান্তর । ত্রিজাতক ও চতুর্জাতক—বাতনাশক ও কফর ॥ ৩১ ॥

তালীশপত্রের নাম ও গুণ ।

তালীশপত্র, তালীশ, ধাত্রীপত্র, সকোদন, { তালীশপত্রক, অর্কশ্বে, করিপত্র, করিচ্ছদ, নীল, নীলাঙ্ঘ্র, তাল, তালীপত্র ও তুলসী }, এই শব্দ সমূহ তালীশপত্রের নাম । গ্রন্থিকাপত্র, পত্রাঢ্য, তুলসীচ্ছদ, এই

তালীশং লঘু তাক্ষোষ্ণং শ্বাসকাসকফানিলান্ ।

নিহন্তি রুচ্যং গুল্মামবহ্নিমান্দ্যক্ষয়াময়ান্ ॥ ৩৩ ॥

সরলনামগুণাঃ ।

সরলঃ মদনশচণ্ডো নমেরুঃ পীতবৃক্ষকঃ ।

সরলঃ কণ্ঠকর্ণাক্ষিগদ্রয়োেষা লঘুঃ কটুঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবাসনামগুণাঃ ।

শ্রীবাসো বেষ্টকো দাসী শ্রীনিবাসঃ কলিঙ্গমঃ ।

শ্রীবাসঃ কফমূর্ধাক্ষিরোগবাতহরঃ সরলঃ ॥ ৩৫ ॥

বালকনামগুণাঃ ।

বালকং বারি হ্রীবেরম্পিঙ্গমাচমনং কচম্ ।

উদীচ্যং বজ্রমস্থাহং বরিষ্ঠস্কন্ধমূলকম্ ॥ ৩৬ ॥

শব্দত্রয় অপরিবিধ তালীশপত্রের নাম । তালীশপত্র—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, শ্বাসনাশক, কাসহর, কফ বিনাশক, বাতহর, রুচজনক এবং গুল্ম, আম, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৩২-৩৩ ॥

সরলকাষ্ঠের নাম ও গুণ ।

\* সরল, মদন, চণ্ড, নমেরু, পীতবৃক্ষক, { পীতভ্রু, পুতিকার্ত, ধূপবৃক্ষক, পুতিকার্তক, দেবদারু, পীতদারু, মনোজ, ধূপবৃক্ষ, পীত, স্নিগ্ধদাক্ষসংজ্ঞ, স্নিগ্ধ, মরিচপত্র, পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু }, এই সকল শব্দ সরলকাষ্ঠের নাম । সরলকাষ্ঠ—কণ্ঠরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ বিনাশক, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাকী ও কটুরসযুক্ত ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবাসের নাম ও গুণ ।

শ্রীবাস, বেষ্টক, দাসী, শ্রীনিবাস, কলিঙ্গম, { বৃক্ষধূপ, চিতাগন্ধ, বয়াক, শ্রীরস, বেষ্ট, লক্ষ্মীবেষ্ট, বেষ্টসার, রসাবেষ্ট, কীরবীৰ্য্য, সুবুপক, ধূপাঙ্গ, তিলপর্ণ ও ও সবলাঙ্গ }, এই সকল শব্দ শ্রীবাস পর্যায়ক । শ্রীবাস—সারক এবং কফ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ ও বাত বিনাশ করে । প্রচলিত বজ্রভাষায় ইহাকে নবনীতঃখাটী ও গন্ধবিরজা বলে ॥ ৩৫ ॥

বালক নাম ও গুণ ।

বালক, বারি, হ্রীবের, পিঙ্গ, আচমন, কচ, উদীচ্য, বজ্রমস্থাহ, বরিষ্ঠ, গন্ধমূলক, { বহিষ্ঠ, কেশনামক, অম্বুনামক, কুন্তল, হ্রীবের, বারিদ, কেশ, কেশ,

বালক নাম ও গুণ ।

বালকং শীতলং রুক্ষং লঘু দীপনপাচনম্ ।

রক্তপিত্তজ্বরশ্লেষ্মদাহতৃষ্ণাত্রণাপহম্ ॥ ৩৭ ॥

মাংসী নামগুণাঃ ।

মাংসী জটা ভূতকেশী ক্রব্যাদা নলদং শিখা ।

কৃষ্ণান্ধা পূতনাকেশী গন্ধমাংসী পিণাচিকা ।

মাংসী হিমা ত্রিদোষাত্তদাহবীসর্পকুষ্ঠজিৎ ॥ ৩৮ ॥

উশীরনামগুণাঃ ।

উশীরমভয়ং সেবাং বারং বীরণী মূলিকা ।

উশীরং পাচনং শীতং স্তম্ভনং কফপিত্তজিৎ ॥

তৃষ্ণাশ্রবিনবীসর্পদাহকৃচ্ছ্রত্রণাপহম্ ॥ ৩৯ ॥

বালক—শীতল, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিদীপক, পরিপাচক এবং ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, জ্বর, কফ, দাহ, তৃষ্ণা ও ত্রণ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬-৩৭ ॥

জটামাংসীর নাম ও গুণ ।

মাংসী, জটা, ভূতকেশী, ক্রব্যাদা, নলদ, শিখা, { বহিনী, পেবী, কৃষ্ণজটা, জটা, কিরাতিনী, অট্টল, লোমশা, মিসিকা, ভূতজটা, ক্রব্যাদা, পিণিতা, পিলী, পেলী, পেশিনী, হিম্বা, মাংসিনী, জটোলা, নলদা, মেঘী, তামসী, চক্রবর্তিনী, মাতা, অমৃতজটা, জননী জটাবতী, মুগভক্ষা, জড়ামাংসী, মিসি, মিলী, মিসি, মিসিকা, মিসি ও জটামাংসী } এই সকল শব্দ জটামাংসী পর্যায়ক । কৃষ্ণা, পূতনা, কেশী, গন্ধমাংসী, পিণাচিকা, { পিণাচী, ভূতজটা, ভূতকেশী, লোমশা, জটাসী ও লঘুমাংসী }, এই সকল শব্দ অত্র এক প্রকার জটামাংসীর নাম । জটামাংসী—শীতল এবং ত্রিদোষ, রক্তপিত্ত, দাহ, বিসর্প ও কুষ্ঠরোগ বিনাশক । হিন্দী ভাষায় ইহাকে “কলুচর” বলে ॥ ৩৮ ॥

বীরণমূলের নাম ও গুণ ।

উশীর, অভয়, সেবা, বীর, বীরণী, মূলিকা, { লাম্বাজক, জলাশয়, নলদ, অমৃণাল, লঘুময়, অবদাহ, ইষ্টকাপথ, ইষ্টগুপ্ত, উল্লীষক, জলবাস, হরিপ্রিয়, বীরণ, সমগন্ধিক, রণপ্রিয়, বারতরু, শিশির, শীতমূলক, বিভানমূলক, জলামোদ, স্নগন্ধিক, স্নগন্ধিমূলক, স্নগন্ধিমূল, কলু ও বীরণমূল }, এই সকল শব্দ বীরণমূলের নাম । বীরণমূল—পরিপাচক, শীতবীর্ষ, স্তম্ভকারক, কফ ও পিত্তনাশক এবং ইহা দ্বারা তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, বিষ, বিসর্প, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ত্রণ বিনষ্ট হয় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বেণামূল ও খসখস বলে ॥ ৩৯ ॥

রেণুকানামগুণাঃ ।

রেণুকা কপিলা কৌন্তী পাণ্ডুপত্নী হরেণুকা ।

রেণুকা পিত্তলা মেধ্যা বহ্নিকৃদগর্ভপাতিনী ॥ ৪০ ॥

প্রিয়ঙ্গুনামগুণাঃ ।

প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী শ্যামা কান্তাহ্বা নন্দনীলতা ।

প্রিয়ঙ্গু শীতলো বাস্তিদাহপিত্তাজ্বরাস্রজিৎ ।

মৃগকান্তিপ্রজাননো গ্রাত্রদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ ॥ ৪১ ॥

পারিপেলনামগুণাঃ ।

পারিপেলং প্লবং বহুং শুকাহুং পারিপেলকম্ ।

পারিপেলং হিমং কণ্ডু কুষ্ঠাশ্রকফপিত্তজিৎ ॥ ৪২ ॥

রেণুকার নাম ও গুণ ।

রেণুকা, কপিলা, কৌন্তী, পাণ্ডুপত্নী, হরেণুকা, { হরেণ, ভস্মগন্ধিকা, অভীষ্টা, কৃতান্তা, বরৎকরী, কান্তা, বরযুগী, ধরনাদিনী, বহ্মা, নন্দিনী, মহিলা, রাজপত্নী, তিম, রেণ, স্তপশিকা, শিশিরা, শান্তা বৃত্তা, বৃত্তা, হেমগন্ধিনী, ধর্মিনী, কপি-  
লোমা, হৈমবতী ও পাণ্ডুপত্নী }, এই সকল শব্দ রেণুকার নামান্তর । রেণুকা—  
পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, অগ্নি সন্ধীপক ও গর্ভপাতক ॥ ৪০ ॥

প্রিয়ঙ্গুর নাম ও গুণ ।

প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, শ্যামা, কান্তাহ্বা, নন্দনী, লতা, { মহিলাহুয়া, শুভ্রা, গোব-  
ন্দনী, বিস্কমেনা, গন্ধকলা, কারন্তা, প্রিয়ক, কটু, কান্তা, কুশাদী, কুশপুন্দ্রী,  
সৌরভেদিনী, ফলজিহ্বা, প্রিয়বল্লী, গোম্রী, বণ্ডা, স্তভগা, শুভা, ব্রীড়া ও  
প্রিয়মী }, এই শব্দ সকল প্রিয়ঙ্গুর নামান্তর । প্রিয়ঙ্গু—শীতবীৰ্য্য, বমি, দাহ,  
পিত্ত, জ্বর ও রক্তদোষ নিবাহক, মুখের কান্তিজনক এবং গ্রাত্রদৌর্গন্ধ্য  
নাশক ॥ ৪১ ॥

পারিপেলের নাম ও গুণ ।

পারিপেল, প্লব, বহু, শুকাহু, পারিপেলক, { কৈবর্তমুস্তক, কৈবর্তীমুস্তক,  
কৈবর্তমুস্তা, কৈবর্তমুস্ত, কৈবর্তীমুস্ত, সিদ্ধপুষ্প, কুটনট, দশপুত্র, বালেয়, পরি-  
পেলব, গোপুত্র, গোনর্দ, কৈবর্তী, দশপুত্র, দশপুত্র, পারিপেল, বনসম্ভব, ধাত্ত,  
শীতপুষ্প, তীর্ণবৃক্ষ, কুটনট ও শুক্রাভ }, এই সকল শব্দ কৈবর্তী মুস্তকের নামা-  
ন্তর । ইহা শীতল এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, কফ ও পিত্তবিনাশক । প্রচলিত

শৈলেয়নামগুণাঃ ।

শৈলেয়ং স্থবিরং বুদ্ধং শিলাপুষ্পং শিলোদ্ভবম্ ।

শৈলেয়ং শীতলং হৃদয়ং কফপিত্তহরং লঘু ॥ ৪৩ ॥

লামজ্জকনামগুণাঃ ।

লামজ্জকং জলাধারং দীর্ঘমূলং জলীশয়ম্ ।

ইষ্টকাপথকং কীট্রময়ুগালং স্নানালকম্ ।

লামজ্জকং হিমং কৃচ্ছ্রদাহদোষত্রয়াশ্রজিৎ ॥ ৪৪ ॥

কুন্দুরনামগুণাঃ ।

কুন্দুরম্বেচকঃ কুন্দঃ খপুরো ভীষণো বলী ।

কুন্দুরঃ স্বেদপবনশ্লেষ্মত্রণজ্বরপহঃ ॥ ৪৫ ॥

গুগ্গুলুনামগুণাঃ ।

গুগ্গুলুঃ কালনির্যাসো মহিষাক্ষঃ পলঙ্কযঃ ।

জটায়ুঃ কৌশিকো ধূর্তো দেবধূপঃ শিবঃ পুরঃ ॥ ৪৬ ॥

শৈলজের নাম ও গুণ ।

শৈলেয়, স্থবির, বুদ্ধ, শিলাপুষ্প, শিলোদ্ভব, { শীতশিব, শিলাসন, শিলেয়, শীতল, শৈল, কালানুসার্য, শৈলক, কালানুসারি, অশ্বপুষ্প, শৈলাধ্য, ঐহ, শিলাভব, শৈলজ, পলিহ, জীর্ণ, শিলোথ, শিলাদ্রু, গিরিপুষ্পক, স্তম্ভগ, শিলাপ্রস্থন শোড়ষাহর }, এই সকল শব্দ শৈলজের নাম । শৈলজ—শীতবীৰ্য্য, হৃদয়, কফ ও পিত্তপ্রণাশক এবং লঘু ॥ ৪৩ ॥

লামজ্জকের নাম ও গুণ ।

লামজ্জক, জলাধার, দীর্ঘমূল, জলাশয়, ইষ্টকাপথক, কীট্র, অয়ুগাল, স্নানালক, { স্নানীল, লব ও লঘু }, এই শব্দ লামজ্জকের নামান্তর । লামজ্জক—শীতল এবং কণ্ডু, দাহ, ত্রিদোষ ও রক্তদোষ বিনাশক ॥ ৪৪ ॥

কুন্দুর নাম ও গুণ ।

কুন্দুর, মেচক, কুন্দ, খপুর, ভীষণ, বলী, { পালঙ্কা, মুকুন্দ, পালঙ্কী, মুকুন্দ, কুন্দ, কুন্দুর, তীক্ষ্ণগন্ধ, কুন্দুরক, সোরাষ্ট্র, শিখরী, কুন্দক, তীক্ষ্ণ, গোপুরক, বহুগন্ধ, পালিন্দ ও স্নগন্ধ }, এই সকল শব্দ কুন্দুর নামান্তর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কন্দুরোক্তি বলে ॥ ৪৫ ॥

গুগ্গলুর্বিষদস্তিত্তো বীৰ্য্যোষণে মধুরঃ সরঃ ।

ভগ্নসন্ধানকৃদ্ বৃষ্যঃ সূক্ষ্মঃ স্বৰ্য্যো রসায়নঃ ॥ ৪৭ ॥

দীপনঃ পিচ্ছিলো বল্যঃ কফবাতত্রণাপটীঃ ।

ক্লেম্যমেহাস্রবাতাস্রক্লেদকুষ্ঠামমারুতান্ ॥ ৪৮ ॥

পিটিকাগ্রস্থিশোফার্শোগ্রস্থিগুণ্ড্রিমীন্ জয়েৎ ॥

স নবো বৃংহণো বৃষ্যঃ পুরাণস্ততিলেখনঃ ॥ ৪৯ ॥

রালানামগুণাঃ ।

রালো সর্জরসো যক্ষধূপসর্জ্জোহুগ্নিবল্লভঃ ।

ক্ষণকঃ সালনিৰ্য্যাসো লাক্ষা স্রাল্ললনো বরঃ ॥ ৫০ ॥

রালো হিমা গুরুস্তিত্তো কষায়া গ্রাহিণী জয়েৎ ।

গ্রহাস্রম্বেদবীসর্পবিষত্রণবিপাদিকাঃ ॥ ৫১ ॥

গুগ্গলুর নাম ও গুণ ।

গুগ্গলু, কালনিৰ্য্যাস, মহিষাক, পলঙ্ক, জটায়ু, কৌলিক, বুৰ্ত্ত, দেবধূপ, শিব, পুর, { কুম্ভ, উলুখলক, উহুখলক, কুষ্ঠী, কস্তোল, সর্বসহ, উব, উদ্বীপ্ত, যবনাচিষ্ট, ভবাভীষ্ট, নিশাটক, জটাল, পুত, ভূতহর, শান্তব, হর্গ, বাতুর, মহিষাক, দেবেষ্ট, মরুদষ্ট, রক্ষোহা, ক্লংগন্ধক ও দিব্য }, এই সকল শব্দ গুগ্গলুর নামান্তর । গুগ্গলু—বিশদ, তিত্তুরসযুক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য মধুররসযুক্ত, সারক, ভগ্নসন্ধানকারক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, সূক্ষ্ম, স্রস্বরতাকারী, রসায়ন, অগ্নিদীপ্তিকারক, পিচ্ছিল, বলকর এবং ইহাচার্য্য কক, বাত, ত্রণ, অপটী, মেহ, মেদ, বাতরক্ত, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পিটিকা, গ্রস্থিরোগ, শোথ, অর্শঃ, গণ্ডমালা ও কুমিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । নূতন গুগ্গলু—অভীব বীৰ্য্যজনক ও পুষ্টিকারক এবং পুরাতন গুগ্গলু—অত্যন্ত শরীরের কৃণতাকারক ॥ ৪৬-৪৯ ॥

ধুনার নাম ও গুণ ।

রালো, সর্জরস, যক্ষধূপ, অগ্নিবল্লভ, সর্জ্জ, ক্ষণক, সালনিৰ্য্যাস, লাক্ষা, ললন, বর, { কলকল, সাল, কলফলোদ্ভা, দেবেষ্ট, কীতল, বহুরূপ, সালদল, সর্জ্জ-নিৰ্য্যাসক, স্রবভি, দেবধূপ, কল, কললজ, ধূপন, সালজ, সালনিৰ্য্যাস, ধূনক, সর্জ্জ, সালসার, বিরূপ, সালবেষ্ট ও সর্জ্জমণি }, এই সকল শব্দ ধূনার নাম । ধূনা—কীতল, গুরুপাকী, তিত্তুরসযুক্ত, কষায়রসাত্মক, মলরোধক এবং ইহাচার্য্য গ্রহদোষ, রক্তদোষ, স্বৰ্শ, বিসর্প, বিষদোষ, ত্রণ ও বিপাদিকা নামক কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া

স্বোণেয়কনামগুণাঃ ।

স্বোণেয়কং বহিচ্চূড়ং শুক্রবর্ণং শুকচ্ছদম্ ।

স্বোণেয়ং শীতলং রম্যং মেধ্যং দোষত্রয়াশ্রজিৎ ॥ ৫২ ॥

চোরকনামগুণাঃ ।

চোরকঃ কিতবশ্চন্দ্রো দুস্পাত্রঃ শঙ্কিতো রিপুঃ ।

চোরঃ স্বাভুল্লঘুঃ শীতঃ কুষ্ঠবাতকফাশ্রজিৎ ॥ ৫৩ ॥

মুরানামগুণাঃ ।

মুরা গন্ধবতী দৈত্য্য গন্ধাঢ্যা সুরভিঃ কুটিঃ ।

মুরা শীতা লঘুঃ কুষ্ঠগ্রহপিভানিলাশ্রজিৎ ॥ ৫৪ ॥

কচুরনামগুণাঃ ।

কচুরো দ্রাবিড়ো গন্ধমূলকো দুর্লভঃ শটী ।

স্বোণেয়ের নাম ও গুণ ।

স্বোণেয়ক, বহিচ্চূড়, শুক্রবর্ণ, শুকচ্ছদ, { রঘুচূড়, বহিরশিখ, শুকপুচ্ছক, বিকীর্ণরোম, কীরবর্ণক, বিকীর্ণসংজ্ঞ, হস্তিত, বহির্বর্ষ, শুকবর্ষ, কুঁকুর, শীর্ণরোম, শুক এবং শুকপুষ্প }, এই সকল শব্দ এক প্রকার গ্রন্থিপর্ণের নাম । স্বোণেয়া— শীতল, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, মেধাজনক, ত্রিদোষনাশক ও রক্তপিত্তরোগ নিবারক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে এক প্রকার গোঠেলা ও স্বোণের এবং হিন্দী ভাষায় ধুদিয়া বলে ॥ ৫২ ॥

চোরকের নাম ও গুণ ।

চোরক, কিতুব, চন্দ্র, দুস্পাত্র, শঙ্কিত, রিপু { চোরক, চোর, দুসুলীন, কোষ-মুচ্ছিত, বিরোধ, কোরক, ধনহরী, চণ্ডা, ক্ষেম, রাসসী, গণহাসক, খড়্গা, ক্ষেমক, চপল, পুষ্ঠ, পটু, নীচ, নিশাচর, গণহাস, কোপনক, ফলচোরক, দুহুল, গ্রন্থিল, অগ্রন্থি, পর্ণচোরক ও গ্রন্থিবল }, এই সকল শব্দ চোরকের নাম । চোরক— মধুর, শীতল, লঘুপাকী এবং ইহাষারা কুষ্ঠরোগ, বাত, কফ ও রক্তদোষ নিবারণ হয় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চোরক বলে এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে ভেটউর বলিয়া থাকে জানিবে ॥ ৫৩ ॥

মুরামাংসীর নাম ও গুণ ।

মুরা, গন্ধবতী, দৈত্য্য, গন্ধাঢ্যা, সুরভি, কুটি, { মুরামাংসী, তালপণী, গন্ধকুটী, গন্ধিনী ও ভুতগন্ধা }, এই সকল শব্দ মুরামাংসীর নাম । মুরামাংসী— শীতল, লঘুপাকী এবং ইহাষারা কুষ্ঠ, গ্রহদোষ, পিত্ত ও বাতরক্ত নিবারিত হয় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মুরামাংসী বলে ॥ ৫৪ ॥

কচুরো দীপনো রুচ্যঃ কুষ্ঠাশৌত্রণকাসজিৎ ।

উষো লঘুর্জয়েচ্ছ্বাসগুণ্যবাতকফক্রিমীন্ ॥ ৫৫ ॥

শটীনামগুণাঃ ।

পলাশী ষড়্‌গ্রন্থা স্ত্রবতা গন্ধমূলিনী ।

শটী শীতা জ্বরামাস্রকাসজিদ্‌ গ্রীহিণী লঘুঃ ॥ ৫৬ ॥

স্পৃকানামগুণাঃ ।

স্পৃকাস্পৃগ্‌ ব্রাহ্মণী দেবী নিম্মালা কুটিকা লঘুঃ ।

স্পৃকা স্বাদুর্হিমা বৃষা কুষ্ঠালক্ষ্মীত্রিদোষনুৎ ॥ ৫৭ ॥

কচুরের নাম ও গুণ ।

কচুর, আবিড়, গন্ধমূলক, তুলন্ত, বটী, { কুষ্ঠা, বেধমুখা, গন্ধসার, কর্ণা, অটাল, কাপক এবং কর্করক }, এই সকল শব্দ কচুরের নাম । ইহা—অগ্নি-দীপক, রুচিকারক, উষ্ণ লঘুপাকী এবং ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বাত, কফ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে একাদশী বলে এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে কচুর বলে ॥ ৫৫ ॥

শটীর নাম ও গুণ ।

শটী, পলাশী, ষড়্‌গ্রন্থা, স্ত্রবতা, গন্ধমূলিনী, { শটী, শটি, শটি, গন্ধমূলী, ষড়্‌-গ্রন্থিকা, কচুর, পলাশ, সটী, বটী, গন্ধবটী, কচুর, স্রুগন্ধিমূলী, গন্ধমূল, গান্ধালী, গন্ধমূলক, স্রুগন্ধা, গন্ধসটী, বধু, গন্ধপলাশী, জীমূতমুগ, কচ্ছোরা, হিমজা, হৈম্বী, অম্লনিশা, গান্ধারী, শটীকা, পলাশিকা, সমুদ্রা, ভূবী, দুর্বা, গন্ধা, পৃথুপলাশিকা, ক্রহরিদ্রা, লোম্যা, হিমোদ্রবা ও গন্ধামধু }, এই সকল শব্দ শটীর নাম । ইহা—শীতল, মলরোধক, লঘুপাকী এবং ইহা দ্বারা জ্বর, আমরক্ত ও কাসরোগ নিবারিত হয় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শইট শটী ও বনহলুদ বলে । এবং হিন্দী-ভাষায় ইহাকে আবেহলদী বলিয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

স্পৃকার নাম ও গুণ ।

স্পৃকা, স্পৃক, ব্রাহ্মণী, দেবী, নিম্মালা, কুটিকা, লঘু { পৃকা, মরুম্বালা, পিণ্ডনা, লতা, সমুদ্রাস্তা, বধু, কোটিবধ, লঙ্ঘ্যিকা, লভ্যামরুৎ, দেবপুস্তিকা, মরুৎ, মালা-লিকা, মালানী, লক্ষ্মী, পঞ্চগুপ্তিরালা, সমুদ্রকান্তা, মালা, কোটি, বর্ষী, লাক্ষাপিকা তক্তন }, এই সকল শব্দ স্পৃকার নাম । ইহা—মধুর, শীতল, বীৰ্য্যবর্ধক ও কুষ্ঠ, পাপ ও ত্রিদোষ নাশ করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পিড়িংশাক এবং হিন্দীভাষায় পুরী বলে ॥ ৫৭ ॥



ঐহিপর্ণনামগুণাঃ ।

ঐহিপর্ণো নীলপুষ্পঃ শুকপুষ্পঃ শুকচ্ছদম্ ।

ঐহিপর্ণো লঘুস্তিক্তো রুচ্যোষণঃ কফবাতজিৎ ॥ ৫৮ ॥

নলিকানামগুণাঃ ।

নলিকা নৰ্ত্তকী শূন্যা নির্মলা ধমনী নটী ।

নলী পিত্তাশ্রজিচ্ছাতা চক্ষুশ্যা কুষ্ঠকৃচ্ছজিৎ ॥ ৫৯ ॥

পদ্মকনামগুণাঃ ।

পদ্মকং মলয়শ্চারুপীতরক্তঞ্চ সূপ্রভঃ ।

পদ্মকং দাহবিক্ষেপটকুষ্ঠশ্লেষ্মাশ্রপিত্তহং ।

গৰ্ভসংস্থাপনং শীতং তৃষণীবীসপদাহজিৎ ॥ ৬০ ॥

ঐহিপর্ণের নাম ও গুণ ।

ঐহিপর্ণ, নীলপুষ্প, শুকপুষ্প, শুকচ্ছদ, { শুক, ঐহিক, কাকপুষ্প, শুচ্ছদ, শুগন্ধ, তৈলপর্ণক, বর্হিপুষ্প, কুশপুষ্প, বর্হি, স্বারামশুচ্ছক ও বিজীর্ণা, শুখা, বর্হিকুশুম ও শুক }, এই সকল শব্দ ঐহিপর্ণের নাম । ঐহিপর্ণ—লঘুগার্ক তিক্ত, রুচিকারক, উষ্ণবীৰ্য্য, কফহারক ও বাতবিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গেঠেলা, গাঠিমান এবং হিন্দীভাষায় গাঁটিমান বলে ॥ ৫৮ ॥

নলিকার নাম ও গুণ ।

নলিকা, নৰ্ত্তকী, শূন্য, নির্মলা, ধমনী, নটী, { কপোতাজিহ্বা, বিক্রমলভিক অঞ্জনকেশী, নির্মলা ও নলী }, এই সকল শব্দ নলিকার নাম । ইহা—রক্তপি নাশক, শীতল, চক্ষুর হিতসাধক, কুষ্ঠরোগনাশক ও মূত্রকৃচ্ছবাধি নিবারণ করি থাকে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় নলিকাকে নালুকা এবং হিন্দীভাষায় নল বলে ॥ ৫৯ ॥

পদ্মকাষ্ঠের নাম ও গুণ ।

পদ্মক, মলয়, চারু, পীত, রক্ত, সূপ্রভা { পদ্মকাষ্ঠ, পদ্ম, পীতক, মালে: শীতল, শুভ, হিম, কেদারজ, পদ্মাস্বয়, পদ্মগন্ধি, পদ্মবৃক্ষ এবং পাটনাপুষ্পসম্মিভ এই শব্দ সমূহ পদ্মকাষ্ঠের নাম । পদ্মকাষ্ঠ—দাহ, বিক্ষেপ, কুষ্ঠ, কফ ও রক্তপি নাশক, গৰ্ভসংস্থাপক, শীতবীৰ্য্য এবং তৃষা, বীসপ ও দাহনাশক ॥ ৬০ ॥

পুণ্ডরীকনামগুণাঃ ।

প্রপুণ্ডরীকঃ পৌণ্ড্রাহ্য শতপুষ্পং সুপুষ্পকং ।

পৌণ্ড্রাহ্যং শুক্রলং শীতং চক্ষুষ্যং শ্লেষ্মাপিত্তজিৎ ॥ ৬১ ॥

তগরনামগুণাঃ ।

তগরং বহিগং জিহ্বং বক্ত্রাহ্যং নহ্বং নতম্ ।

অপরং পিণ্ডতগরং চীনং কটু মহোরগম্ ॥ ৬২ ॥

তগরং মধুরং স্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং লঘু ভূতজিৎ ।

বিষাপস্মারমূর্ছাকিরোগদোষত্রয়াপহম্ ॥ ৬৩ ॥

গোরোচনানামগুণাঃ ।

গোরোচনা রুচির্গৌরী রোচনা পিঙ্গলা মতা ।

মঙ্গল্যা গোতমী মেধ্যা বক্ষ্যা গোপিত্তসম্ভবা ॥ ৬৪ ॥

পুণ্ডরিকাঠের নাম ও গুণ ।

প্রপুণ্ডরীক, পৌণ্ড্রাহ্য, শতপুষ্প, সুপুষ্পক, { শীত, জীপুষ্প, পুণ্ডরী পুণ্ডর্য, পৌণ্ডরীক, সুপুষ্প, সান্নজ, অহুজ, প্রপৌণ্ডরীক, পৌণ্ডর্য, চক্ষুষ্য, পৌণ্ডরীক, পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক, প্রপৌণ্ডরীক, সালপুষ্পক, দৃষ্টিকৃত, স্থলপদ ও মালক }, এই শব্দ সমুদায় পুণ্ডরিকাঠের নাম । পুণ্ডরিকাঠ—শীতল, শুক্রকর, চক্ষুর হিতজনক এবং কফ ও পিত্তপ্রণালী ॥ ৬১ ॥

তগরপাদ্যকার নাম ও গুণ ।

তগর, বহিগ, জিহ্ব, বক্ত্রাহ্য, নহ্ব, নত, { কালাহ্মশারিবা, বক্ত, কুটিল, শঠ, জিহ্ব, দীপনপাদিক, বিনুত্র, কুষ্টিত, চক্র, ব্রাহ্মহর্ষণ, কালাহ্মসারক, পার্শ্বিষ, ক্ষত্র ও দীন }, এই সকল শব্দ তগরপাদ্যকার নাম, পিণ্ডতগর, চীন, কটু ও মহোরগ, এই শব্দ সমূহ পিণ্ডতগরের নাম । ইহা একপ্রকার তগরপাদ্যকার্য্যীয় পদার্থ বিশেষ । তগরপাদ্যকা—মধুররসযুক্ত, স্নিগ্ধবীৰ্য্য, উষ্ণ, তিক্তরসাত্মক, লঘু, ভূত (গ্রহ) নাশক এবং ইহা দ্বারা বিব, অগ্ননার, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ ও ত্রিদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে । কেহ কেহ ইহাকে শিউলীছোপ ও শিয়লীছোপড় বলেন ॥ ৬২-৬৩ ॥

গোরোচনার নাম ও গুণ ।

গোরোচনা, রুচি, গৌরী, রোচনা, পিঙ্গলা, মঙ্গল্যা, গোতমী, মেধ্যা, বক্ষা, গোপিত্তসম্ভবা, বক্ষনীয়া, বন্ধা, শোভনা, রুচিরা, শোভা, শুভ, রোচনা, পিঙ্গা,

রোচনা শীতলা বশ্যা গৰ্ভশ্রাবগ্রহাশ্রজিৎ ॥ ৬৫ ॥

নখদ্বয়নামগুণাঃ ।

নখাহ্রো নখরঃশুক্তিহনুর্নাগহনুঃ খুরঃ ।

শুক্তিশঙ্খো ব্যাশ্রনশ্চমশ্চদ্ব্যশ্রতলং পদম্ ॥ ৬৬ ॥

নখদ্বয়ং গ্রহশ্লেশ্ববাতাশ্রজ্বরকূষ্ঠজিৎ ।

লঘুষ্ণং শুক্রলং বল্যং হৃদ্যং স্নাত্ত্ব বিষাপহম্ ॥ ৬৭ ॥

পতঙ্গনামগুণাঃ ।

পতঙ্গ পটরাগং স্রাদ্রক্তকাষ্ঠং কুচন্দনম্ ।

সুরঙ্গকং জগত্যাশ্রং পত্নরং পটরঞ্জকম্ ।

পতঙ্গং মধুরং শীতং পিত্তশ্লেশ্বত্রণাশ্রজিৎ ॥ ৬৮ ॥

মঙ্গলা, শিবা, শীতা, গব্যা, চন্দ্রনীর, কাঞ্চনী, মনোরমা, শ্রামা ও রামা }, এই শব্দ সমূহ গোরোচনার নাম । গোরোচনা—শীতল, বশীকর এবং গৰ্ভশ্রাব, গ্রহ ও রক্তশ্রাব নিবারক ॥ ৬৩-৬৫ ॥

নখীর নাম ও গুণ ।

নখাহ্র (যে সকল শব্দে নখ বুঝায়, যেমন করজ, অঙ্গুলিসমুত্ত, ইত্যাদি) নখর, শুক্তি, হনু, নাগহনু, খুর, শুক্তিশঙ্খ, ব্যাশ্রনশ্চ, { কোলদল, ব্যালায়ুদ, নখরী, শঙ্খনখ, সিম্বী, শফ, চল, কোশী, বদরীপত্র, রূপ্য, পণ্যবিধাসিনী ও সন্ধিনাগ }, এই সকল শব্দ নখীর নাম । ব্যাশ্রতল, পদ { নখী, হনু ও হটবিলাসিনী }, এই শব্দ কয়েকটা শব্দ নখীর নাম । ঐবিধ নখ—গ্রহ, শ্লেশ্বা, বাত, রক্তদোষ, জ্বর ও কূষ্ঠ নাশক, লঘু, উষ্ণ, শুক্রবর্ধক, বলকর, হৃদ্য, মধুর ও বিবর । হিন্দীভাষায় ইহাকে “নহ” বলে ॥ ৬৬-৬৭ ॥

বকমকাষ্ঠের নাম ও গুণ ।

পতঙ্গ, পটরাগ, রক্তকাষ্ঠ, কুচন্দন, সুরঙ্গক, জগত্যাশ্র, পত্নর, পটরঞ্জক, { পত্রাজ, পতঙ্গ, সুরঙ্গক, পত্রাঢ্য, পটরঙ্গ, ভাৰ্য্যাবৃক্ষ, রক্তক, লোহিত, রঙ্গকাষ্ঠ, সুরঙ্গ, পটরঞ্জক ও রক্তদোষ }, এই সকল শব্দ বকমকাষ্ঠের নাম । বকমকাষ্ঠ—মধুর, শীতল এবং কফ, পিত্ত, ত্রণ ও রক্তদোষ নিবারণ করে ॥ ৬৮ ॥

লাক্ষ্যনামগুণাঃ ।

লাক্ষ্য নির্ভৎসরো রক্তা দ্রুমব্যাদিঃ পলঙ্কবা ।  
 ক্রিমিহা জতুদীপ্তাহা জাবকো লবকো মতঃ ॥ ৬৯ ॥  
 লক্ষ্য বর্ণা হিমা বল্যা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মাত্তপিত্তজিৎ ।  
 ত্রণোরঃকৃতবীসর্পক্রিমিকূষ্ঠগ্রহাপহা ।  
 অলক্তকো গুণৈস্তদ্বিংশৈষা দ্ব্যঙ্গনাশনঃ ॥ ৭০ ॥

পর্পটীনামগুণাঃ ।

পর্পটী রজনী কৃষ্ণা জাতকা জননী জনী ।  
 পর্পটী বর্ণদা শীতা কফপিত্তাকূষ্ঠজিৎ ॥ ৭১ ॥

লাক্ষ্য ও আনুতায় নাম ও গুণ ।

লাক্ষ্য, নির্ভৎসর, রক্তা, দ্রুমব্যাদি, পলঙ্কবা, ক্রিমিহা, জতু, দীপ্তাহা, জাবক, লবক, { যাব, রাঙ্কা, লাক্ষ্য অলক্ত, গবেধিকা, বদিরিকা, ক্রমাষয়, রজ-  
 মাতা, পলাশী, মুদ্রিণী, দীপ্তি, জতুকা, গন্ধমাদিনী, দ্রবরণা, নীলা, পিত্তারি,  
 কৃমিভা, জতুকা ও কুস্তুরী }, এই সকল শব্দ লাক্ষ্যের পর্যায় । অলক্তক,  
 { অলক্ত, জতুরস, লাক্ষ্যরস, রাগ, নির্ভৎসর, জনী, জননী, জনকরী, সম্পত্তা ও  
 চক্রবর্তিনী } এই সকল শব্দ আনুতায় নাম । লাক্ষ্য—বর্ণকর ( চিত্রকর ) শীতল,  
 বলজনক, স্নিগ্ধ, কফ ও রক্তপিত্তনাশী এবং ইহাচার্য্য ত্রণ, উরঃকৃত, বীসর্প,  
 কৃমি, কূষ্ঠ ও গ্রহদূরীকৃত হয় । আনুতা ও লাক্ষ্যের ত্রায় গুণ স্পষ্ট, অধিকন্তু  
 ব্যক্তরোগ নাশক । ঐচলিত বক্তব্যায় লাক্ষ্যকে লা, জো ও লাহা এবং হিন্দী-  
 ভাষায় “লাহ” বলে ॥ ৬৯-৭০ ॥

পর্পটীর নাম ও গুণ ।

পর্পটী, রজনী, কৃষ্ণা, জাতকা, জননী, জনী, { চক্রবর্তিনী, জতুকৃৎ, সংস্পর্শা,  
 জনি, জাতুকারী, তির্ধ্যাকফলা, নিশাক্তা, স্তম্ভজিকা, রাজপুত্রী, রাজবৃক্ষা, জলেষ্টা,  
 কপিকচ্ছকলোপমা, স্তম্ভবল্লী, ভ্রমরী, কৃষ্ণবল্লিকা, বিজুলিকা, কৃষ্ণকুহা, গ্রহি-  
 পর্ণ, স্তম্ভজিকা, ও দীর্ঘফলা }, এই সকল শব্দ পর্পটীর নাম । পর্পটী—বর্ণ-  
 কারক, শীতল এবং ইহাচার্য্য কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও কূষ্ঠরোগ নিদারিত হয় ।

## পদ্মিনীকৈরবিগীনামগুণাঃ ।

পদ্মিনী বিসিনী জ্যেষ্ঠা নলিনী সূর্য্যবল্লভা ।  
 কুমুদভী কৈরবিগী কুমুদিন্যড়ুপপ্রিয়া ॥ ৭২ ॥  
 পদ্মিনী শীতলা গুৰ্ব্বা পিতল্লেম্ববিষাশ্রজিৎ ।  
 রুক্ষা বিফলিনী স্বাদুস্তম্ভং কুমুদিনী মতা ॥ ৭৩ ॥

## পদ্মচারিগীনামগুণাঃ ।

পদ্মচারিণ্যতিচরা পদ্মাস্তা চারটী মতা ।  
 পদ্মা হিমা লঘুল্লেম্বকৃচ্ছ্রজিৎ স্তনদাহকৃৎ ॥ ৭৪ ॥  
 শ্বেতকমলনামানি ।  
 কমলং শ্বেতমস্তোজং সারসং সরসীরুহম্ ।  
 সহস্রপত্রং ত্রিগেহং শতপত্রং কুশেশধম্ ।  
 পঙ্কেরুহস্তামরসং রাজীবং পুষ্করাশ্রয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

## পদ্মিনীর ও কুমুদিনীর নাম ও গুণ ।

পদ্মিনী, বিসিনী, নলিনী, সূর্য্যবল্লভা, { কুলিনী, যুগালিনী, কমলিনী, পুট-  
 কিনী, পঙ্কজিনী, সরোজিনী, নীলিকিনী, অস্তোজিনী, অরবিন্দিনী, পুষ্করিনী,  
 অঘালিনী ও অজিনী }, এই সকল শব্দ পদ্মিনীর নাম । কুমুদভী, কৈরবিগী,  
 কুমুদিনী, উড়ুপপ্রিয়া ও { উৎপলিনী } এই সকল শব্দ কুমুদিনীর নাম । পদ্মিনী  
 ও কুমুদিনী—শীতল, গুরু, কফ, পিত্ত, বিষ ও বৃক্কদোষ বিনাশক, রুক্ষ, বিষ্টভী  
 এবং মধুর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় পদ্মিনীকে পদ্মলতা এবং কুমুদিনীকে কুমুদ-  
 লতা বলে ॥ ৭২-৭৩ ॥

## পদ্মচারিণীর নাম ও গুণ ।

পদ্মচারিণী, অতিচরা, পদ্মাস্তা, চারটী, { অব্যথা, পদ্মা ও সারদা } এই শব্দ  
 কয়েকটি পদ্মচারিণীর নাম । পদ্মচারিণী—শীতল, লঘু, কফ ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ  
 নাশক, স্তম্ভবর্দ্ধক এবং দাহজনক ॥ ৭৪ ॥

## শ্বেতকমলের নাম ।

শ্বেতকমল, অস্তোজ, সারস, সরসীরুহ, সহস্রপত্র, ত্রিগেহ, শতপত্র,  
 কুশেশধ, পঙ্কজ, ভাবরস, রাজীব, পুষ্করাশ্রয়, অজ, অস্তোজ, পদ্ম,  
 পুণ্ডরীক, পঙ্কজ, নল, সরোজ, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, { সিঁতাভোজ,  
 মহাপদ্ম, সিঁতাশ্রয়, শ্বেতপদ্ম, হরিনেত্র, সারদা } ৭৫ ॥

অজমস্তোরহং পদ্মং পুণ্ডরীকং চ পঙ্কজম্ ।  
নলং সরোজং নলিনমরবিন্দমহোৎপলম্ ॥ ৭৬ ॥

রক্তকমলনামানি ।

রক্তোৎপলং কোকনদং হল্লকং রক্তসন্ধিকম্ ॥ ৭৭ ॥

নীলোৎপলনামানি ।

নীলোৎপলং কুবলয়ং ভদ্রমিন্দীবরং মতম্ ।  
এতদেব সিতং কিঞ্চিৎ কুমুদং কৈরবং কুমুৎ ॥ ৭৮ ॥

কমলাদিগুণাঃ ।

কমলং শীতলং বর্ণ্যং মধুরং কফপিত্তজিৎ ।  
তৃষণাদাহাস্রবিস্ফোটবিষবীসর্পনাশনম্ ।  
তস্মাদল্লগুণং কিঞ্চিদন্যদ্রক্তোৎপলাদিকম্ ॥ ৭৯ ॥

শত্ৰুপল্লভ ও খেতবারিজ }, এই সকল শব্দ খেতকমলের নাম । ইহাকে খেতপল বুলি ॥ ৭৫-৭৬ ॥

রক্তোৎপলের নাম ।

রক্তোৎপল, কোকনদ, হল্লক, রক্তসন্ধিক, এই সকল শব্দ রক্তপলের নাম । ইহাকে রক্তকমল ও লুলু স্ত্রী বুলি ॥ ৭৭ ॥

নীলোৎপলের নাম ।

নীলোৎপল, কুবলয়, ভদ্র, ইন্দীবর, { উৎপলক, কন্দাখা, সৌগন্ধিক, পঙ্ক, কড়াক, অসিতোৎপল, কন্দোট, ইন্দীবর, ইন্দীবর ও নীলপত্র }, এই সকল শব্দ নীলোৎপলের নাম । ইহাকে নীলস্ত্রী ও নীল শাপলা বুলি । সিতোৎপল, কুমুদ, কৈরব ও কুমুৎ, ইহাদিগকে সাদাশাপলা, খেতস্ত্রী বুলি ॥ ৭৮ ॥

কমলাদির গুণ ।

কমল—শীতল, বর্ণের উজ্জলতাবিধায়ক, মধুর, কফর, পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিষ ও বীসর্পরোগ নাশক । রক্তোৎপলাদি—ইহা

কহ্লারনামগুণাঃ ।

কহ্লারং ব্রহ্মপাথোজং সৌম্যং সৌগন্ধিকং মহৎ ।

কহ্লারং গ্রাহি বিষ্ণুস্তি রুক্মং গুরু স্নশীতলম্ ॥ ৮০ ॥

কিঞ্জকনামগুণাঃ ।

কিঞ্জকঃ কেশরং গৌরমাগীতং কাঞ্চনাস্বয়ম্ ।

কিঞ্জকঃ শীতলো গ্রাহী রক্তার্শঃকফপিত্তজিৎ ॥ ৮১ ॥

পদ্মবীজনামগুণাঃ ।

পদ্মবীজং তু কালেয়ং পদ্মাক্ষং পদ্মকৰ্কটী ।

পদ্মবীজং হিমং স্বাদু গৰ্ভসংস্থাপনং গুরু ।

কফবাতহরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাস্তদাহজিৎ ॥ ৮২ ॥

মুণালনামগুণাঃ ।

মুণালং বিসমভ্রোজং নালঞ্চ নলিনীরুহম্ ।

পদ্মাদিমূলং শালুকং শালীনং করহাটকম্ ॥ ৮৩ ॥

কহ্লারের নাম ও গুণ ।

কহ্লার, ব্রহ্মপাথোজ, সৌম্য, সৌগন্ধিক ও মহৎ, এই কয়েকটি শব্দ কহ্লারের নাম । কহ্লার—মলরোধক, বিষ্টভী, রুক্ম, গুরু ও শীতল । ইহাকে সাদানাল ও স্নানি বলে ॥ ৮০ ॥

কিঞ্জকের নাম ও গুণ ।

কিঞ্জক, কেশর, গৌর, আগীত, কাঞ্চনাস্বয়, { মকরন্দ, স্নিতপত্রাগ ও কিঞ্জ }, এই সকল শব্দ কিঞ্জকের নাম । কিঞ্জক—শীতল, গ্রাহী এবং রক্তার্শঃ, কফ ও পিত্তনাশক । ইহাকে পদ্মকেশর বলে ॥ ৮১ ॥

পদ্মবীজের নাম ও গুণ ।

পদ্মবীজ, কালেয়, পদ্মাক্ষ, পদ্মকৰ্কটী, { কমলবীজ, গালোডা, কন্দলী, ক্রোধানলী, ক্রোকা, ভেণ্ডা ও শ্ৰামা }, এই সকল শব্দ পদ্মবীজের নাম । পদ্মবীজ—হিমবীৰ্য্য, যধুররসবিষিষ্ট, গৰ্ভসংস্থাপক, গুরু, কফর, বাতনাশক, বলকর, গ্রাহি এবং রক্তপিত্ত ও দ্বাহ বিনাশক । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে পদ্মবীজী ও কোঁপল এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “কমলগট্টা” বলে ॥ ৮২ ॥

মুণাল ও শালুকের নাম ও গুণ ।

মৃণালং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাত্মজিৎ গুরু ।

সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং শালুকমপি তদগুণম্ ॥ ৮৪ ॥

জাতীনামগুণাঃ ।

জাতী প্রিয়ম্বদা রাজ্ঞী মালতী স্তম্বনা মতা ।

পীতা সত্যপরা পীতপুষ্পা কাক্ষনপুষ্পিকা ।

জাতী লঘুমা মূর্দ্ধাক্ষিদস্তার্ভিভ্রণরক্তজিৎ ॥ ৮৫ ॥

মল্লিকানামগুণাঃ ।

মল্লিকা যোদিনী মুক্তবন্ধনা মদয়ন্তিকা ।

ম্লিকোষণ লঘুরগ্ন্যা বাতপিত্তাত্মরোগজিৎ ॥ ৮৬ ॥

তত্ত্বঃ, পদ্মশাল, মৃণালী, মৃণালিনী, পদ্মতন্তু ও বিসিনী }, এই সকল শব্দ মৃণালের নাম । ইহাকে মোলাম বলে । ইহা পানের ভাঁটা । মৃণাল—শীতল, বৃষ্য, পিত্ত, দাহ ও রক্তদোষ নিবারক, সংগ্রাহি, মধুর ও রুক্ষ । শালুক, শালীন, করহাটক, { শালু, শালুক, শালু, পদ্মপূর্ণ, গোপভজ, করহাট, মৃণালমূল, ভিয়াণ্ড ও লক্ষ্মামুক }, এই সকল শব্দ শালুকের নাম । ইহা পদ্মাদির মূল । ইহাও মৃণালের গায়ু গুণস্কৃত ॥ ৮৩-৮৪ ॥

জাতীর নাম ও গুণ ।

জাতী, প্রিয়ম্বদা, রাজ্ঞী, মালতী, স্তম্বনা, পীতা, সত্যপরা, পীতপুষ্পা, কাক্ষন-পুষ্পিকা, { চেতকী, স্তম্বপ্রিয়া, স্তম্বনারী, সন্ধাপুষ্পী, মনোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, জাতি, তৈলজ্যবিনী, জলেষ্ঠা ও জগুগন্ধা }, এই সকল শব্দ জাতীর নাম । জাতী—লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য এবং ইহাযারা শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, দস্তরোগ, ব্রণ ও হৃৎস্রব নষ্ট হয় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জাতীকুলের গাছ ও মালতী কুলের গাছ এবং হিন্দীভাষায় “চামেলী” বলে ॥ ৮৫ ॥

মল্লিকার নাম ও গুণ ।

মল্লিকা, যোদিনী, মুক্তবন্ধনা, মদয়ন্তিকা, { তৃণশূণ্ডা, তৃণদ্বী, শতভীক, শাত-ভীক, তদ্রবঙ্গী, বনচন্দ্রিকা, গৌরী, নারীষ্টা, প্রিয়া, সৌম্যা, মল্লী, গিরিজা, সিঁতা, মদয়ন্তী ও মল্লি }, এই লমুল্ল শব্দ মল্লিকার নামান্তর । মল্লিকা—উষ্ণবীৰ্য্য, তস্থ, বর্ধকর এবং বাত, পিত্ত ও রক্তগত রোগবিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায়



যুথিকানামগুণাঃ ।

যুথিকা হরিণী বালা পুষ্পগন্ধা শিখণ্ডিনী ।

স্বর্ণযুথী পরা পীতা গন্ধিকা স্বর্ণপুষ্পিকা ।

যুথী হিমাশ্রমূর্দ্ধাকিরোগজিৎ কফবাতকৃৎ ॥ ৮৭ ॥

কুঞ্জকানামগুণাঃ ।

কুঞ্জকা ভদ্রতরুণী বৃহৎপুষ্পা মহাসহা ।

শতপত্রী তরুণ্যুক্তা কর্ণিকা চারুকেশরা ।

রক্তা পরা রক্তপুষ্পা লাক্ষাপুষ্পাহতিমঞ্জুলা ॥ ৮৮ ॥

শতপত্রী হিমা হৃতা শ্রাহিণী শুক্রলা লঘুঃ ।

দোষত্রয়াশ্রজিঘর্ষং কুঞ্জকোহপি চ তদ্গুণঃ ॥ ৮৯ ॥

কেতকীস্বর্ণকৈতকীনামগুণাঃ ।

কেতকী সূচিকাপুষ্পো জম্বুকঃ ক্রকচচ্ছদঃ ।

যুথিকার নাম ও গুণ ।

যুথিকা, হরিণী, বালা, পুষ্পগন্ধা, শিখণ্ডিনী, { যুথী, অর্থটী, মাগধী, প্রহসন্তী, বালপুষ্পী, বাসন্তী, বহুগন্ধা, বালপুষ্টিকা ও ভূদানন্দা }, এই সকল শব্দ যুথিকার নাম । স্বর্ণযুথী, পীতা, গন্ধিকা, স্বর্ণপুষ্পিকা, { হেমপুষ্পা, সুরগন্ধী, সুবতীষ্টা, হেমযুথিকা, শিখণ্ডী, রক্তপুষ্প, নাগপুষ্পিকা, পীতিকা, হরিণী, পীতযুথী, কনকপ্রভা, মনোহরা, হৈমা, গন্ধাঢ্যা ও সুরযুথী }, এই সকল শব্দ স্বর্ণযুথীর নাম । যুথী—নীতল, রক্তদোষ, শিরোরোগ ও টঙ্করোগ নিবাহক, কফবর্জক ও বাতল । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে যুইফুল ও স্বর্ণযুই এবং হিন্দীভাষায় “যুই” বলে ॥ ৮৭ ॥

সেঁউতীকুলের নাম ও গুণ ।

কুঞ্জকা, ভদ্রতরুণী, বৃহৎপুষ্পা, মহাসহা, শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, { সেবতী, মহা, কুমারী, গন্ধাঢ্যা, সৌম্যগন্ধা, শিবজিরা, সুরক্তা, সুরমাঃ, শতদলা ও শিববল্লভা }, এই শব্দ সমূহ সেঁউতীর নাম । রক্তা, রক্তপুষ্পা, লাক্ষাপুষ্পা ও অতিমঞ্জুলা, এই সকল শব্দ রক্তসেঁউতীর নাম । বিবিধ সেঁউতী—নীতল, বলরোধক, শুক্রবর্জক, লঘু, জিহোবয়, রক্তপিত্তপ্রণাশক এবং বর্ণজনক । কেহ কেহ ইহাকে পাটলবর্ণ গোলাব বলে ॥ ৮৮-৮৯ ॥

স্বৰ্ণকেতকী চান্দা লঘুপুষ্পা স্নগন্ধিনী ।

কেতকী কটুকা স্বাদুর্লঘুস্তিত্তা কফাপহা ॥ ৯০ ॥

বাসন্তীনামগুণাঃ ।

বাসন্তী সারগী কুন্দা প্রহসন্তী বসন্তজা ।

বাসন্তী শীতলা লঘু তিত্তা দোষত্রয়াশ্রয় ॥ ৯১ ॥

নৈপালীনামগুণাঃ ।

নৈপালী গ্রৈয়িক লতা লাপিনী বনমল্লিকা ।

বার্ষিকী ত্রিপুটা ত্বন্যা শ্রীমতী মটপদপ্রিয়া ॥ ৯২ ॥

নেপালী শীতলা তিত্তা লঘু দোষত্রয়াপহা ।

কর্ণাশ্মিযুথরোগঘ্নী তদগুণা বার্ষিকী মতা ॥ ৯৩ ॥

কেতকীর ও স্বর্ণকেতকীর নাম ও গুণ ।

কেতকী, হুচিকাপুষ্প, জম্বুক, ককচচ্ছদ, { হুচিপুষ্প, হলৌন, জম্বুল, চামর-পুষ্প, কেতক, দিকলা, ভীক্ষুপুষ্পা, ধূলিপুষ্পিকা, কঁটদলা, মেখা, শিবষিটী, নৃপ-প্রিয়া, ককচা, দীর্ঘপত্রা, স্থিরগন্ধা, গন্ধপুষ্পা, ইন্দুকলিকা, মলপুষ্পা ও পাংশুলী }, এই সকল শব্দ কেতকীর নাম । লঘুপুষ্পা, স্নগন্ধিনী { স্বর্ণকেতকী ও ইম-কেতকী }, ইহাদ্বিগকে স্বর্ণকেতকী বলে । কেতকী—কটুরসাত্মক, মধুর, লঘু, তিত্তরসযুক্ত ও কফনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কেয়াকুল বলে ॥ ৯০ ॥

বাসন্তীকুলের নাম ।

বাসন্তী, সারগী, কুন্দা, প্রহসন্তী, বসন্তজা, { শীতসহা, মহাকাষ্ঠী, মধু ও বসন্ত-দ্রুতী }, এই সকল শব্দ বাসন্তীর নাম । বাসন্তী—শীতল, লঘু, তিত্তরসযুক্ত, ত্রিদোষ ও দুইরক্তশোধক । ইহাকে বাসন্তীকুল বলে ॥ ৯১ ॥

বনমল্লিকার নাম ও গুণ ।

নৈপালী, গ্রৈয়িক, লতা, লাপিনী, বনমল্লিকা, { নবমালিকা, মণ্ডলা, ভদ্রবর্ণা, দেবলতা, গ্রৌহভর্য, গ্রৌমী, অভিমোদা, সুরভি, গুচি, স্নগন্ধিনী, নবালী স্নগন্ধা ও শিবহিণী }, এই সকল শব্দ বনমল্লিকার নাম । বার্ষিকী, ত্রিপুটা, শ্রীমতী, মটপদপ্রিয়া, { জীপনী, নন্দা ও দুক্তবন্ধনা }, এই সকল শব্দ বার্ষিকীর নাম । বনমল্লিকা ও বার্ষিকী—শীতল, তিত্ত, লঘু, ত্রিদোষনাশক, কণরোগঘ্ন, চক্ষুরোগ-প্রণালী ও মূথরোগঘ্ন । প্রচলিত বঙ্গভাষায় বনমল্লিকাকে নেবালী, নেমালী ও

মাধবীনামগুণাঃ ।

মাধবী মণ্ডপঃ কামী পুষ্পোদ্ভোহভীর্গন্ধকঃ ।

মাধবী মধুরা শীতা লঘুর্দৌষত্রয়াপহা ॥ ৯৪ ॥

চম্পকনামগুণাঃ ।

চম্পকঃ কাচরো রম্যশ্চাম্পেয়ঃ সুরভিশ্চলঃ ।

চম্পকঃ শীতলঃ কৃচ্ছ্রকফপিত্তাশ্বাতজিৎ ॥ ৯৫ ॥

পুন্নাগনামগুণাঃ ।

পুন্নাগঃ পাটলীপুষ্পঃ কেশরঃ ষট্পদালয়ঃ ।

পুন্নাগো মধুরঃ শীতো রক্তপিত্তকফাপহঃ ॥ ৯৬ ॥

বকুলনামগুণাঃ ।

বকুলঃ কেশরো মধ্যগন্ধঃ সিংহো বিশারদঃ ।

মাধবীলতার নাম ও গুণ ।

মাধবী, মণ্ডপ, কামী, পুষ্পোদ্ভ, অভীষ্টগন্ধক, { অতিমুক্তক, পুণ্ডুক, বাসন্তী, লতা, অতিমুক্ত, মাধবীলতা, মাধবিকা, সুগন্ধা, ভ্রমরোৎসব, চন্দ্রবলী, ভৃঙ্গপ্রিয়া, ভজলতা, ভূমিমণ্ডপভূষণ, বসন্তদূতী, কামুক, বিমুক্ত, মণ্ডক ও লতামাধবী }, এই সকল শব্দ মাধবীর নাম । মাধবী—মধুর, শীতল, লঘু এবং ত্রিদৌষনাশক ॥ ৯৪ ॥

চাম্পকুলের নাম ও গুণ ।

চম্পক, কাচর, রম্য, চাম্পেয়, সুরভি, চল, { হেমপুষ্পক, কটু, উগ্রগন্ধ, কুসুমাবিরিট, নাগপুষ্প, পুণ্যগন্ধ, কুসুমাবিষ, স্বর্ণপুষ্প, ভৃঙ্গমোদী, সুভগ, শীতলচ্ছদ, শীতল, ভ্রমরাভিষি, অভিগন্ধক, দীপপুষ্প, স্থিরগন্ধ, হেমপুষ্প, স্থিরপুষ্প, হেমাক্ষ, বনদীপ, পীতপুষ্প ও সুকুমার }, এই শব্দ সমূহ চম্পকুলের নাম । চম্পক—শীতল এবং ইহা দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ, পিত্ত, রক্তদৌষ ও বাত নির্বারিত হইয়া থাকে । হিন্দীভাষার ইহাকে “চম্পা” বলে ॥ ৯৫ ॥

পুন্নাগপুষ্পের নাম ও গুণ ।

পুন্নাগ, পাটলীপুষ্প, কেশর, ষট্পদালয়, { পুরুষ, তুঙ্গ, দেববল্লভ, কেশরী, কাঞ্চোজ, নাগপুষ্প, কুষ্ঠীক, রক্তকেশর, পাণ্ডুনাগ, পুন্নাগা, পাটলক্রম, রক্তপুষ্প, রক্তরেণু, অরুণ, রক্তবৃক এবং পুরুবাধ্য }, এই শব্দ সমূহ পুন্নাগপুষ্পের নাম । পুন্নাগ—মধুর, শীতল এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক ॥ ৯৬ ॥

বকুলঃ শীতলঃ শ্লেষ্মাপিত্তদন্তমদাপহঃ ।

তৎফলং বাতলং গ্রাহি কফপিত্তহরং হিমম্ ॥ ৯৭ ॥

বুষনামগুণাঃ ।

বুষো বৃকঃ স্থূলপুষ্পো বস্ককশ্চিবশোধকঃ ।

বুষঃ শীতো বিষশ্লেষ্মপিত্তকৃচ্ছাশ্মদাহহৃৎ ॥ ৯৮ ॥

কুন্দনামগুণাঃ ।

কুন্দঃ শুক্রঃ সদাপুষ্পো ভৃঙ্গবক্স্মনোরমঃ ।

• কুন্দঃ শীতো লঘুঃ শ্লেষ্মাশিরোরুগ্নিষপিত্তজিৎ ॥ ৯৯ ॥

বকুলের নাম ও গুণ ।

বকুল, কেশর, মধ্যগন্ধ, সিংহ, বিশারদ, { কেশর, সিংহকেশর, বরগন্ধ, সৌধ-  
গন্ধ, মূল, মুকুল, স্রীমুখমধু, মধুপুষ্প, দোহল, সুরভি, জয়রানন্দ, হিরকুসুম,  
শারদিক, ককরক, শুভপুষ্পক, ধবী, মদন, মধ্যামোদ, চিরপুষ্প ও মধুগন্ধ } এই  
সমস্ত শব্দ বকুলের নাম । বকুল—শীতল এবং কফ, পিত্ত দন্তরোগ ও মর্ত্ততা-  
নাশক । ইহার ফল—বাতল, গ্রাহি, কফ, পিত্তনাশক ও শীতল ॥ ৯৭ ॥

বকুলের নাম ও গুণ ।

বৃক, বক, স্থূলপুষ্প, বস্কক, চিবশোধক, { শিববল্লী, পাণ্ডপত, একাঙ্গীল, বস্ক-  
হটক, শিববল্লী, কাকনামা, কাকশীর্ষ্য, শিবপ্রিয়, বস্কহট, স্প্রক, রক্তপুষ্প,  
মুনিভক, বস্কসেনক, অগস্তি, বস্কসেন, কনলী, অগস্ত্য, শীতপুষ্প, মুনিভক, দীর্ঘ-  
ফলক, ত্রপারি, বক্রপুষ্প, সুরপ্রিয়, শিবাপীড়, সুরভ, শিবাজ, শিবেষ্ট, ক্রমপূরক,  
শিববল্লি, শিবাল্লাদ, শান্তব }, এই শব্দ সমুদায় বকুলের নাম ও গুণ । বক—  
শীতল এবং বিষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী ও দাহনাশক ॥ ৯৮ ॥

কুন্দকুলের নাম ও গুণ ।

কুন্দ, শুক্র, সদাপুষ্প, ভৃঙ্গবক্স্মনোরম, { মাধ, শুক্রপুষ্প, দলাকাব, বরট,  
বোরট, মকরন্দ, মনোহব, মুক্তাপুষ্প, মহামোহ, তরপুষ্প, অটপুষ্পক, মদন,  
বনহাস ও মনোজ }, এই সকল শব্দ কুন্দকুলের নাম । কুন্দ—শীতল, লঘু এবং

মুচুকুন্দনামগুণাঃ ।

মুচুকুন্দঃ ক্ষেত্রবহুশ্চিবুকঃ প্রতিবিপ্লবুঃ ।

মুচুকুন্দঃ শিরঃপীড়াপিত্তাস্রমুখনাশনঃ ॥ ১০০ ॥

বিচচ্ছিন্ননামগুণাঃ ।

ভূমণ্ডলী বিচচ্ছিন্নো দ্বিপদাষ্টপদী তথা ।

শীতো-লঘুর্বিচচ্ছিন্নঃ কফপিত্তবিষাণহঃ ॥ ১০১ ॥

তিলকনামগুণাঃ ।

তিলকঃ ক্ষুরকঃ শ্রীমান্ বিচিত্রো মুখমণ্ডনঃ ।

তিলকঃ কফনুৎ কুষ্ঠহরোহৃত্যুষ্ণো রসায়নঃ ॥ ১০২ ॥

গণেরুকনামগুণাঃ ।

গণেরুকঃ কর্ণিকারঃ কর্ণশ্চ গণকান্নিকা ।

গণেরুকঃ শোধনঃ শোফল্লেস্রাস্রণকুষ্ঠনুৎ ॥ ১০৩ ॥

মুচুকুন্দফলের নাম ও গুণ ।

মুচুকুন্দ, ক্ষেত্রবহু, চিবুক, প্রতিবিপ্লবু, { চিত্রক, প্রতিবিষ্ক, বহুপুত্র, স্মৃল, স্মৃপুঙ্গ, হরিবল্লভ, অর্ঘ্যার্হ, লক্ষণক, ক্ষত্রবৃক্ষ ও রক্তপ্রসব }, এই শব্দ সমূহ মুচুকুন্দফলের নাম । মুচুকুন্দ—শিরঃপীড়া, রক্তপিত্ত ও মুখরোগনাশক । হিন্দী-ভাষায় ইহাকে “মেচকন্দ” বলে ॥ ১০০ ॥

চন্দ্রমল্লীলতার নাম ও গুণ ।

ভূমণ্ডলী, বিচচ্ছিন্ন, দ্বিপদা, অষ্টপদী, { চন্দ্রমল্লী ও চন্দ্রমল্লিকা }, এই শব্দ কতিপয় চন্দ্রমল্লীর নাম । চন্দ্রমল্লী—শীতবীৰ্য্য, লঘু এবং কফ, পিত্ত ও বায়ু-নাশক ॥ ১০১ ॥

তিলকপুষ্পের নাম ও গুণ ।

তিলক, ক্ষুরক, শ্রীমান্, বিচিত্র, মুখমণ্ডন, বিশেষক, মুখমণ্ডনক, { পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, স্থিরপুষ্পী, ছিন্নকহ, মৃতজীব, বাসন্তকুন্দর, তরুণীকটাক্কাম, অলম্বিভূষণ সংজ্ঞ, পুরাগ, রেচক, পুরুষ এবং ছিন্নপুষ্পক }, এই শব্দ সমূহ তিলকপুষ্পের নাম । তিলক—কফ, কুষ্ঠনাশক, অতুষ্ণ ও রসায়ন ॥ ১০২ ॥

কর্ণিকার পুষ্পের নাম ও গুণ ।

গণেরুক, কর্ণিকার, কর্ণ, গণকান্নিকা, গণেরুক, { বৃক্ষোৎপল ও পরিব্যাধ }, এই শব্দ কতিপয় কর্ণিকারের নাম । কর্ণিকার—মলশোধক এবং শোধ, কফ, কুষ্ঠরক্ত, ত্রণ ও কুষ্ঠনাশক ॥ ১০৩ ॥

বন্ধুকনামগুণাঃ ।

বন্ধুজীবঃ শরৎপুষ্পা বন্ধুবন্ধুকরন্তকঃ ।

বন্ধুকঃ কফকৃদ্ গ্রাহী বাতপিত্তহরো লঘুঃ ॥ ১০৪ ॥

জপাপুষ্পনামগুণাঃ ।

জপাপুষ্পং জপারন্তং ত্রিসন্ধ্যা অরুণাসিতা ।

জপা সংগ্রাহিণী কেশ্য ত্রিসন্ধ্যা কফপিত্তজিৎ ॥ ১০৫ ॥

সিন্দূরানামগুণাঃ ।

সিন্দূরী রক্তবীজা স্রাদ্রপুষ্পা স্নকোমলা ।

সিন্দূরী কফপিত্তাস্রতৃষণবাস্তিহরা হিমা ॥ ১০৬ ॥

বন্ধুকপুষ্পের নাম ও গুণ ।

বন্ধুজীব, শরৎপুষ্প, বন্ধু, বন্ধুক, রন্তক, { বন্ধুজীবক, বন্ধুল, বন্ধুজীবক, বন্ধুর, বন্ধুলি, স্ব্যভক্ত, স্ব্যভক্তক, ওষ্ঠপুষ্প, রক্তপুষ্প, অর্কবল্লভ, মধ্যান্নিন, রাগপুষ্প, হরিপ্রিয়, রক্ত ও মাধ্যাহ্নিক }, এই শব্দ সমূহ বন্ধুকপুষ্পের নাম । বন্ধুক—কফজনক, গ্রাহী, বাতর, পিত্তনাশক ও লঘু । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বাঁধুলী ও দোপাটা এবং হিন্দীভাষায় “দোপরিয়া” ও গেজুলিয়া বলে ॥ ১০৪ ॥

জবাকুলের নাম ও গুণ ।

জপাপুষ্প, জপারন্ত, ত্রিসন্ধ্যা, অরুণা, অসিতা, { জবা, জপা, ওড়, ওড়পুষ্প, রক্তপুষ্পী, অর্কপ্রিয়, রাগপুষ্পী, হরিবল্লভা ও প্রতিকা }, এই সকল শব্দ জবাকুলের নাম । জবা—সংগ্রাহী, কেশের ঔজ্জল্য বিধায়ক, কফ ও পিত্তনাশক ॥ ১০৫ ॥

সিন্দূরপুষ্পীর নাম ও গুণ ।

সিন্দূরী, রক্তবীজা, রক্তপুষ্পা, স্নকোমলা, { সিন্দূরপুষ্পী, বীরপুষ্পী, তৃণপুষ্পী, করচ্ছদা ও শোণপুষ্পী }, এই শব্দ সমূহ সিন্দূরপুষ্পীর নাম । সিন্দূরপুষ্পী—কফ, পিত্ত, জঠররক্ত, তৃষণ ও বমী নাশক এবং শীতল । হিন্দীভাষায়

## তুলসীনামগুণাঃ ।

তুলসী সুরসা গৌরী ভূতঘ্নী বহুমঞ্জরী ।

তুলসী কটুকা তিত্তা হৃদ্যোষণ দাহপিত্তকৃৎ ।

দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাশ্রপার্শ্বরুক্ষবাতজিৎ ॥ ১০৭ ॥

## মরুতনামগুণাঃ ।

মরুতমরুবকস্তীক্ষ্ণঃ ধবপুষ্পঃ ফণিজ্বাকঃ ।

মহদগ্নিপ্রদো হৃদ্যস্তীক্ষ্ণোষণঃ পিত্তলো লঘুঃ ।

বৃশ্চিকাদিবিষশ্লেষ্মবাতকুষ্ঠকৃমীন্ জয়েৎ ॥ ১০৮ ॥

## দমননামগুণাঃ ।

দমনো দমনা দান্তো দমো মনিস্থতো মূনিঃ ।

গন্ধোৎকটো দমনকো বিমীতাকুলপুত্রকঃ ।

দমনোহক্ষিপ্ৰকুষ্ঠাশ্রভেদকণ্ডুত্রিদোষজিৎ ॥ ১০৯ ॥

## তুলসীর নাম ও গুণ ।

তুলসী, সুরসা, গৌরী, ভূতঘ্নী, বহুমঞ্জরী, { সুভগা, ভীত্রা, পাবনী, বিষ্ণু-  
বল্লভা, সুরেজ্যা, কায়স্থা, সুরদুন্দুভি, সুরভি, বহুপত্রী, পর্ণাস, বৃন্দা, কঠিধর,  
কুঠেরক, বৈষ্ণবী, পুষ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃত্য, পদ্মপুষ্পা, সুগন্ধা, গন্ধহারিনী,  
সুরবল্লী, প্রেত্তরাক্ষসী, সুবহা, সুলভা ও গ্রাম্যা }, এই কতিপয় শব্দ তুলসীর  
পর্যায় । তুলসী—কটু, তিত্তা, হৃদ্য, উষ্ণ, দাহন, পিত্তনাশী, অগ্নিদীপক এবং  
কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃষ্টরক্ত, পার্শ্ববেদনা, কফ ও বাত নিবারক ॥ ১০৭ ॥

## মরুতাকুলের নাম ও গুণ ।

মরু, মরুবক, তীক্ষ্ণ, ধবপুষ্প, ফণিজ্বাক, মরুৎ, { মরুভক, ফণী, শ্রব্ধপুষ্প,  
সমীরণ, গন্ধপত্র, বহুবীৰ্য্য ও সুর্য্যর্চ }, এই সকল শব্দ মরুবকের নাম । মরুবক—  
অগ্নিদীপক, তৃপ্তিজনক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা দ্বারা  
বৃশ্চিকাদির বিষ, ক্ষয়, বাত, কুষ্ঠ ও কৃমি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০৮ ॥

## দোনার নাম ও গুণ ।

দমন, দমনা, দান্ত, দম, মনিস্থত, মূনি, গন্ধোৎকট, দমনক, বিনীত, কুল-  
পুত্রক, { কলাপত্র, পক্ষপাতক, চতুঃপত্র, কঠিধর, পুষ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃত্য, পদ্মপুষ্পা, সুগন্ধা, গন্ধহারিনী, সুরবল্লী, প্রেত্তরাক্ষসী, সুবহা, সুলভা ও গ্রাম্যা }, এই সকল শব্দ দোনার নাম । দমন—কটু, তিত্তা, হৃদ্য, উষ্ণ, দাহন, পিত্তনাশী, অগ্নিদীপক এবং ইহা দ্বারা  
বৃশ্চিকাদির বিষ, ক্ষয়, বাত, কুষ্ঠ ও কৃমি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০৯ ॥

বর্ষরীত্রয়নামগুণাঃ ।

বর্ষরী বর্জকঃ কুণ্ঠো বৈকুণ্ঠঃ শ্রাৎ কুঠেরকঃ ।

কপিথার্জক ইত্যন্যো বটপত্রঃ কটিঞ্জরঃ ।

কৃষ্ণার্জকঃ কালমাসঃ করালঃ কৃষ্ণমল্লিকা ॥ ১১০ ॥

বর্ষরীত্রিতয়ং রুক্ষং শীতং কটু বিদাহি চ ।

পিত্তলং কফবাতাশ্রদ্রাক্রিমিবিষাপহং ॥ ১১১ ॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্লঃ

স্তেন শ্রীমদননুপেণ নির্মিতেহত্র ।

এস্বেহভূমদনবিনোদনামি পূর্ণঃ

কপূরপ্রভৃতিস্নগন্ধিদ্রব্যাবর্গঃ ॥ ১১২ ॥

ইতি তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

পত্নী, ভাপসপত্নী, পবিত্রক, দেবশেখর, তপস্বিপুত্র, মুনিপুত্র, ভগোদন ও ব্রহ্মজটী, এই শব্দ সমূহ দোনার নাম । দোনা—অকিরোগ, কুষ্ঠ, দুইরক্ত, মেহ, কণ্ঠ, ত্রিদোষ নাশক ॥ ১০৯ ॥

বাবুইভুলসীর নাম ও গুণ ।

বর্ষরী, বর্জক, কুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, কুঠেরক, { অশ্রুস, বর্ষা, কবরী, ধরপুষ্পা, অজগন্ধা, বরা ও তুঙ্গী } , এই কতিপয় শব্দ বাবুইভুলসীর নাম । কপিথার্জক, বটপত্র ও কটিঞ্জর এই শব্দত্রয়, সাদা বাবুইভুলসীর নাম । কৃষ্ণার্জক, কাল-মাস, করাল, কৃষ্ণমল্লিকা, { পূর্ণাস, কালমাস ও মালুক }, এই শব্দ সমূহ কৃষ্ণ-ভুলসীর নাম । ত্রিবিধ বাবুই—রুক্ষ, শীতল, কটু, বিদাহী, পিত্তবর্জক এবং কফ, বাত, দুইরক্ত, দ্রাক্ষ, কৃমি ও বিষ নাশক ॥ ১১০-১১১ ॥

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ, প্রচণ্ডষোড়্ সম্পন্ন শ্রীমদ্রাজ্ঞ মদনপাল বিরচিত “মদনবিনোদ” নামক এস্বে পদ্যছন্দে ঐখিত কপূর প্রভৃতি স্নগন্ধি দ্রব্যাবর্গ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ।



## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

মঙ্গলাচরণং ।

যদ্বাঙ্কিয়া বিশ্বকৃতোহপি দেবা

ব্রহ্মাদয়ো যান্তি মুহূৰ্ত্তবন্তি ।

অচিন্ত্যকৃত্যং পুরুষং পুরাণং

গোপত্বমাণ্ডং তমুপাশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

সুবর্ণাঙ্গি-বর্ণঃ ।

স্বরর্ণনামগুণাঃ ।

সুবর্ণং কাঞ্চনং হেম 'হাটকং তপ্তকাঞ্চনম্ ।

চামীকরং শাতকুস্তং তপনীয়ং চ রুক্ষকম্ ॥ ২ ॥

জাম্বূনদং হিরণ্যং চ স্বরণং জাতরূপকম্ ।

সুবর্ণং শীতলং বৃষ্ণং বল্যং গুরু রসায়নম্ ॥ ৩ ॥

কান্তিকরং বিমোক্ষাদিত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ ।

কষায়ং তিস্তমধুরং সুবর্ণং গুরু লেখনম্ ॥ ৪ ॥

মঙ্গলাচরণং ।

বাহার ইচ্ছাহুসারে বিশ্বস্ত্রী ব্রহ্মাদি দেবগণ পুনঃ পুনঃ লয়প্রাপ্ত হন এবং মুহূৰ্ত্ত উদ্ভূত হইয়া থাকেন : এমন অচিন্তনীয়কল্পী, গোপত্বপ্রাপ্ত পুরাণ পুরুষকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১ ॥

সুবর্ণাঙ্গি-বর্ণঃ ।

সুবর্ণের নাম ও গুণ ।

সুবর্ণ, কাঞ্চন, হেম, হাটক, তপ্তকাঞ্চন, চামীকর, শাতকুস্ত, তপনীয়, রুক্ষক, জাম্বূনদ, হিরণ্য, স্বরণ, জাতরূপক, { স্বর্ণ, কনক, গাঙ্গের, ভস্ম, কর্কর, জাতরূপ, মহারজত, রুক্ষ, কার্ত্তস্বর, অষ্টোপদ, করহাটক, ঋক্ণ, সামসি, অকুপ্য, লোহোত্তম, ভূত্তম, পুরট, রেকন, শাতকৌস্ত, কর্কর, রুগ্ন, ভস্ম, ভূরি, পিঞ্জর, দ্রাবিণ, গৌরিক, চাম্পের, ভক, চক্ষ, কলধোভ, অভ্রক, অগ্নিবীজ, লোহবর, উর্জসারক, স্পর্শমণিপ্রভব, মুখ্যধাতু, শতধাতু, উজ্জল, কল্যাণ, মনোহর, অগ্নিবীৰ্বা, অগ্নি, ভাস্কর, পিঙ্গান, তেজঃ, দীপ্ত, অগ্নিভ, দীপ্তক, মঙ্গল্য, সৌমেরুক, ভূজার, জাম্বর, আগ্নেয়, নিক, তপনীয়ক, অগ্নিশিখ, চণ্ড, অয়ঃ, পেশ, কুশাল, লোহ, অমৃত, মক্ৰং ও দ্রজ }, এই সকল শব্দ সুবর্ণের নাম । সুবর্ণ—মিষ্টানল রসক রসবৎ

রূপ্যকনামগুণাঃ ।

রূপ্যকং রজতং রূপ্যং তারং খেতং বস্তুভমম্ ।  
 রূপ্যং শীতং সরং বাতপিভহারি রসায়নম্ ॥ ৫ ॥  
 লেখনঞ্চ কষায়ান্নং বিপাকে চাপন্নং সরম্ ।  
 বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং ধাতুনাং হিতমুচ্যতে ॥ ৬ ॥

তাম্রনামগুণাঃ ।

তাম্রং স্নেচ্ছমুখং শুভ্রং নৈপালং রবিনামকম্ ।  
 উদ্বহরং সূর্য্যপ্রিয়ং রক্তজং রক্তধাতুকম্ ॥ ৭ ॥  
 তাম্রং সরং লঘু স্নাতু শীতং পিত্তকফাপহম্ ।  
 রৌপ্যং পাণ্ডুকুর্জশঃশয়থুশ্চাসকাসজিৎ ॥ ৮ ॥

রসায়ন, কান্তিকর, বিব. উন্মাদ, ত্রিদোষ, জ্বর ও শোষণোগ নাশক, কষায় রসাত্মক, তিক্ত, মধুর এবং শোধক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সোণা বলে ॥২-৪॥

রৌপ্যের নাম ও গুণ ।

রূপক, রজত, রূপ্য, তার, খেত, বস্তুভম, { শুভ্র, ক্রিমির, বস্তুশ্রেষ্ঠ, চন্দ্রলোহক, মন্ডাশুভ্র, তপ্তরূপক, চন্দ্রভূতি, সিত, কলধূত, ইন্দ্রলোহক, রৌপ্য, ধৌত, সৌধ, চন্দ্রহাস, অকুপ্য, দুর্কর্ণক, খর্জুর, রাজবন্ধ, দুর্কর্ণ, লোহারাজক, রাজবন্ধ ও কল-ধৌত }, এই সকল শব্দ রৌপ্যের নাম । রৌপ্য—শীতল, সারক, বাতহর, পিত্তনাশক, রসায়ন, লেখন, কষায়রসাত্মক, বিপাকে অগ্নয়সমুজ্জ, বয়স্থাপক, স্নিগ্ধ ও শরীরের সর্ষধাতু পোষক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে রূপা ও রূপো বলে ॥ ৫-৬॥

তাম্রের নাম ও গুণ ।

তাম্র, স্নেচ্ছমুখ, শুভ্র, নৈপাল, রবিনামক, উদ্বহর, সূর্য্যপ্রিয়, রক্তজ, রক্ত-ধাতুক, { তাম্রক, ঘৃষ্ট, বরিষ্ঠ, উদ্বহর, কনীয়স, শুভ্র, ঘিষ্ট, ওঁড়ুহর, উদ্বহর, উদ্বহর, মুনির্পিত্তল, অর্ব, সূর্য্যাক্ষ, সূর্য্যসংজ্ঞ, ( সূর্য্যের যত নাম, যেমন রবি, বিকর্তন, বিভাকর, বিভাবসু ইত্যাদি ), লোহিতারস, লোহিতায়ঃ, তপনেষ্ঠ, অধক, অরবিক, রবিলোহ, রবিপ্রিয়, রক্ত, নৈপালিক ও রক্তধাতু }, এই সকল শব্দ তাম্র নামক । তাম্র—সারক, লঘু, মধুর, শীতল, পিত্তহর, কফনাশক, ত্রণাদি-  
 প্রচলিত বঙ্গভাষায়

কাংস্ত্রনামগুণাঃ ।

কাংস্ত্রং লোহং নিজজ্জোষং পঞ্চলোহং প্রকাশকম্ ।

কাংস্ত্রং গুরুষং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং সরম্ ॥ ৯ ॥

পীতলোহনামগুণাঃ ।

পীতলোহং সিংহলকং কপিলং সৌকুমারকম্ ।

বৰ্ভলোহং ত্রিলোহঞ্চ রাজবীতির্মাহেশ্বরী ।

পীতলোহং হিমং রুক্ষং কটুঞ্চং কফপিত্তনুৎ ॥ ১০ ॥

রঙ্গনামগুণাঃ ।

রঙ্গকং তীরকং বঙ্গং ত্রপু স্রাৎ করটীঘনম্ ।

রঙ্গং লঘু সরং রুক্ষমূষণং মেহকফক্রিমীন ।

নিহন্তি পাণ্ডুং সন্ধ্যাসদৃশ্যমীষৎ তু পিত্তলম্ ॥ ১১ ॥

কাংস্ত্রের নাম ও গুণ ।

কাংস্ত্র. লোহ, নিজজ্জোষ, পঞ্চলোহ, প্রকাশক, { কাংস, কংস, কাংসীয়, কংসান্তি, তাম্রাদি, প্রকাশ, রঙ্গশুদ্ধজ, বিজ্ঞাপ্ত্রিয়, ঘটাপক, অম্মুরাহ, সৌরাষ্ট্রক, ঘোষ, বহ্নিলোহক, দীপ্তলোহ, ঘোষযুগ, ঘোষপুষ্প ও দীপ্তি }, এই শব্দ সমূহ কাংস্ত্রের নাম । কাংস্ত্র—গুভ, উষ্ণবীৰ্য, চাক্ষুষ্য, কফ, পিত্তনাশক ও সারক । ইহা ভামা ও রাড, এই দুই ধাতুর মিশ্রণে উৎপন্ন হয় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কাঁসা বলে ॥ ৯ ॥

পীতলোহের ( পিত্তলের ) নাম ও গুণ ।

পীতলোহ, সিংহলক, কপিল, সৌকুমারক, বৰ্ভলোহ, ত্রিলোহ, রাজবীতি, মাহেশ্বরী, { অংরকট, রীতি, প্রতিকাবের, ত্রবাদাক, রীতি, মিশ্র, আর, ত্রম্মরীতি, কপিল, পিত্তলা, ক্ষুদ্রমূৰ্ঘ, সিংহল, পিত্তল, পীতনক, লোহিতক, পিত্তললোহ, পীতক }, এই সকল শব্দ পিত্তলের নাম । পিত্তল—হিম, রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, কফ ও পিত্তনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পিত্তল বলে । তাঁবা ও দস্তা, এই ধাতু দ্বয়ের মিশ্রণে ইহা জন্মে ॥ ১০ ॥

রঙ্গের নাম ও গুণ ।

রঙ্গক, তীরক, বঙ্গ, করটীঘন, { ত্রপু, অৰ্ণব, নাগজীবন, মূৰ্ঘজ, গুরুপত্র, বজ্রলংকার, জগাল

জসদনামগুণাঃ ।

জসদং রঙ্গসদৃশং দিতিহেতুশ্চ তন্মতম্ ।

জসদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৎ ।

চক্ষুশ্চ পৰুমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ১২ ॥

সীসনামগুণাঃ ।

সীসং ধাতুমলং নাগমূরগং পরিপীষ্টকম্ ।

জবনেষ্ঠং চ ভুজগবিস্থষ্টং কৃষ্ণকং বিদুঃ ।

সীসং রঙ্গগুণং জ্ঞেয়ং বিশেষাশ্মেহনাশনম্ ॥ ১৩ ॥

লোহনামগুণাঃ ।

লোহং শস্ত্রময়ঃ কুষ্ঠং ব্যঙ্গং পারাবতং ঘনম্ ।

কৃষ্ণায়স্তম্বলং কিটুং মণ্ডুরো লোহজং রজঃ ॥ ১৪ ॥

মধুর, হিম, কুরুপা, পিচ্চট, পুতিগন্ধ ও রঙ্গ } এই সকল শব্দ রঞ্জের নাম ।  
রঙ্গ—লঘু, সারক, কৃষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য, মেহ, কফ, কৃমি, পাণ্ডু, শ্বাস ও চক্ষুরোগ-  
নাশক এবং অন্ন পিত্তবর্দ্ধক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে রাঙা ও রঙ্গ বলে ॥ ১১ ॥

জসদের নাম ও গুণ ।

জসদ, রঙ্গসদৃশ ও দিতিহেতু, এই কতিপয় শব্দ জসদের নাম । জসদ কষায়-  
রস বিশিষ্ট, তিক্তরসযুক্ত, শীতল, কফ, পিত্তনাশক, চক্ষুরোগ নাশক এবং মেহ,  
পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ বিনাশ করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে দস্তা বলে ॥ ১২ ॥

সীসকের নাম ও গুণ ।

সীস, ধাতুমল, নাগ, উরগ, পরিপীষ্টক, জবনেষ্ঠ, ভুজগবিস্থষ্ট, কৃষ্ণক, { বপ্র,  
যোগেষ্ঠ, সীসক, সীসচক্ষক, গণ্ডপদভব, সিন্দুরকারণ, বর্দ্ধ, স্বর্ণারি, যবনেষ্ঠ,  
স্ববর্ণক, চীর, বঙ্গ, পিচ্চট, স্ববর্ণারি, ত্রপু, বর্দ্ধক, মহাবল, যাদুনেষ্টক, বহুমল,  
চীন, পিষ্ট, খেতব্রজ, জড়, কুঙ্গ, যজ্ঞকায়স, পদ্মতার, স্নিক্কর, শিরাবৃত্ত,  
বয়োরঙ্গ, চীনপিষ্ট ও চীনরঙ্গ }, এই সকল শব্দ সীসকের নাম । সীসক—রঞ্জের  
গুণসম্বন্ধ, অধিকন্তু শ্মেহনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সীসে বলে ॥ ১৩ ॥

লোহং সরং গুরু স্বাছু কষায়ং কফপিত্তনুৎ ।  
 শীতং নেত্রহিতং রুক্ষং বলদং বাতলং সরম্ ॥ ১৫ ॥  
 শোফকূষ্ঠপ্রমেহার্শোগর পাণ্ডুক্রিমীন্ জয়েৎ ।  
 তৎকিটং তঁদগুণং জ্যেয়ং বিশেষাৎ পাণ্ডুনাশনম্ ॥ ১৬ ॥

পারদনামগুণাঃ ।

পারদশ্চপলো হেমনিধিঃ সূতো রসোত্তমঃ ।  
 ত্রিনেত্রো রোষণঃ স্বামী হরবীজং রসঃ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥  
 রসেন্দ্রশ্চ ইতি খ্যাতো রসলোহং মহারসঃ ।  
 পারদঃ ক্রিমিকূষ্ঠঘ্নশ্চক্ষুশ্চোক্ষো রসায়নঃ ॥ ১৮ ॥

অভ্রকনামগুণাঃ ।

অভ্রকং স্বচ্ছমাকাশং পটলং বরপীতকম্ ।  
 অভ্রং গুরু হিমং বল্যং কূষ্ঠমেহত্রিদোষনুৎ ॥ ১৯ ॥

লৌহের নাম । লোহমল, কিটু, কণ্ডূর, লোহজ ও রজ, এই সকল শব্দ লৌহ মলের নাম । লৌহ—সারক, গুরু, মধুর, কষায়, বাতবর্দ্ধক, পিত্তগ্র, ক্ষীভল, চক্ষুরোগে হিতকর, রুক্ষ, বলজনক, তিক্ত এবং শোথ, কূষ্ঠ, প্রমেহ, অর্শ, গর, পাণ্ডু ও ক্রিমিনাশক । ইহার মল—লৌহের গুণসংযুক্ত, বিশেষতঃ পাণ্ডুরোগে অতীব হিতকর ॥ ১৫-১৬ ॥

পারদের নাম ও গুণ ।

পারদ, চপল, হেমনিধি, সুত, রসোত্তম, ত্রিনেত্র, রোষণ, স্বামী হরবীজ, রস, প্রভু, রসেন্দ্র, রসলোহ, মহারস, { রসরাজ, মহাতেজঃ, রসনাথ, মৃতরাট, জৈত্র, শিববীজ, শিব, অমৃত, তালকম্ব, দুর্ধর, কদ্রজ, হরতেজঃ, রসধাতু, মম্বিজ, খচর, অমর, স্কন্দভূ, দেহজ, স্তুত্যানাশক, স্কন্দাংশক, দেব, দিব্যরস, যশোদ, রসায়ন-শ্রেষ্ঠ, স্বভক, শিবধাতু, পারভ, রজম্বল, মূর্ত্তি, পার, শিবাহর্য্য ও শিববীৰ্য্য }, এই সকল শব্দ পারদের নাম । পারদ—ক্রিমিনাশক, কূষ্টগ্র, চক্ষুযা, উষ্ণ এবং রসায়ন । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পারা বলে ॥ ১৭-১৮ ॥

অভ্রের নাম ও গুণ ।

গগনং কৃমিকূষ্ঠমেহহা বিশদং শুক্রকরঞ্চ দীপনম্ ।

কথিতং মুনিভিঃ পূর্ণ জৈৰ্বলকৃৎ শুক্রকরঞ্চ সেবিতম্ ॥ ২০ ॥

গন্ধকনামগুণাঃ ।

গন্ধঃ সৌগন্ধকো লেখী গন্ধাশ্মা গন্ধপীতকঃ ।

লেলীতকো বলিবসা বৈগন্ধো গন্ধকো বলিঃ ॥ ২১ ॥

গন্ধকঃ কটুকঃ পাকে বীর্যোক্ষঃ পিত্তলঃ সরঃ ।

হস্তি কূষ্ঠক্ষরপ্লাহকফবাতরসাময়ান্ ॥ ২২ ॥

সুবর্ণমাক্ষিকনামগুণাঃ ।

মাক্ষিকং ধাতুমাক্ষীকং তাপ্যং তাপীজমুচ্যতে ।

মাক্ষিকং ভুবরং বৃষ্যং স্বৰ্য্যং লঘু রসায়নম্ ॥ ২৩ ॥

চক্ষুঃ কূষ্ঠশোকার্শোমেহবস্ত্যৰ্ভিপাণ্ডুতাঃ ।

ব্যবায়ি কটুকং হস্তি কুষ্ঠোদরবিষক্ষয়ান্ ॥ ২৪ ॥

অম্বর, অম্বরীক্ষ, বহুগত্র, খ, অনন্ত, গোরীজ ও গোরীজের }, এই সকল শব্দ অত্রের নাম । অত্র—গুরু, শীতল, বলকর, কৃমি, কূষ্ঠ ও ত্রিদোষনাশক, বিশদ, শুক্রকর ও দীপক । মুনিগণ বলিয়াছেন যে অত্রভক্ষ্য নিয়ত সেবন করিলে অতীব শুক্রবদ্ধিত হয় । • প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে অত্র ও আত্ এবং হিন্দিভাষায় “আভা” বলে ॥ ১৯-২০ ॥

গন্ধকের নাম ও গুণ ।

গন্ধ, সৌগন্ধিক, লেখী, গন্ধাশ্মা, গন্ধপীতক, লেলীতক, বলিবসা, বৈগন্ধ, গন্ধক, বলি, { গন্ধিক, সগন্ধিক, গন্ধপাষণ, পামারি, পামায়, গন্ধামোদন, শুষ্কারি, গন্ধী, বর, স্তগন্ধ, দিবাগন্ধ, রসগন্ধক, কূষ্ঠারিক, ক্রূরগন্ধ, কীটপ্ৰ ও শর-ভুমিজ } • এই সকল শব্দ গন্ধকের নাম । গন্ধক—পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য, পিত্ত-বর্দ্ধক, সারক এবং কূষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ, বাত ও চর্মরোগ নষ্ট করে ॥ ২১-২২ ॥

সুবর্ণমাক্ষিকের নাম ও গুণ ।

মাক্ষিক, ধাতুমাক্ষিক, তাপ্য, তাপীজ, { পীতক, তাপিজ, তাপ্যক, পীত-

## মনঃশিলানামগুণাঃ ।

মনঃশিলা শিলা গোলা নৈপালী কুনটী কুলা ।

দিব্যৌষধির্নাগমাতা মনোগুপ্তা মনোহস্মিকা ॥ ২৫

মনঃশিলা কৃচ্ছ্রহরা সরোষণ লেখনী কটুঃ ।

তিক্তা স্নিগ্ধা বিষখাসকাসভূতকফাস্রজিৎ ॥ ২৬ ॥

## হরিতালনামগুণাঃ ।

হরিতালমলং তালং গোদন্তং নটভূষণম্ ।

হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষণং বিষং জয়েৎ ।

কণ্ড কৃষ্ঠাশ্মরোগাংশ্চ কফপিত্তকচগ্রহান্ ॥ ২৭ ॥

স্বরপরিহারক, রসায়ন, চক্ষুয্য, ব্যাবারি (কামোৎপাদক), কটু এবং অর্শঃ, কৃষ্ঠ, শোথ, মেহ, বস্তিরোগ, পাণ্ডু, উদর, বিষ, চক্ষুরোগ ও ক্ষত বিনাশ কারক ॥ ২৩-২৪ ॥

## মনঃশিলার নাম ও গুণ ।

মনঃশিলা, শিলা, গোলা, নৈপালী, কুনটী, কুলা, দিব্যৌষধি, নাগমাতা, মনোগুপ্তা, মনোহস্মিকা, { মনোজ্ঞা, নাগজিহ্মিকা, কুনটী, মনোহা, নেপালিকা, কলাণিকা, রোগশিলা ও রসনেত্রিকা }, এই সকল শব্দ মনঃশিলার নাম । মনঃশিলা—মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক, সারক, উষ্ণবীৰ্য্য, ক্রান্তকারক, কটু, তিক্ত স্নিগ্ধ এবং বিষ, খাস, কাস, ভূতগ্রহ, কফ ও হৃষ্টরক্ত নিবারক । ইহা লক্ষ্মীর বীৰ্য্য । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মন্ডাল বলে ॥ ২৫-২৬ ॥

## হরিতালের নাম ও গুণ ।

হরিতাল, অল, তাল, গোদন্ত, নটভূষণ, { বিষগন্ধি, পিঞ্জর, পীতক, আল, হরিবীজ, সিদ্ধধাতু, পিঞ্জস, লোমহৎ, বংশপত্রক, নটমণ্ডল, বর্ণক, পীত, গোবোচ, পিঞ্জরক, তালক, বৈদল, কনকরস, কাঞ্চনক, বাড়ালক, চিত্রগন্ধ, পিঙ্গসার, পিঙ্গ ও গৌরীললিত }, এই সকল শব্দ হরিতালের নাম । হরিতাল—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, উষ্ণ এবং বিষ, কণ্ড, কৃষ্ঠ, মুখরোগ, কফ পিত্ত ও কচ (ওকরণ) নাশক ।

গৈরিকনামগুণাঃ ।

গৈরিকং রক্তপাষণং গিরিমূচ্চ গবেধুকম্ ।

स्वर्गवर्णं परं स्वर्गमञ्जलं स्वर्गगैरिकम् ॥ २८ ॥

গৈরিকং দাহশিত্ত্বাস্রকফহিক্কাবিম্বাপহম্ ।

চক্ষুশ্যমন্ত্ৰদ্বচ্চ বিশেষোদ্ধান্তিনাশনম্ ॥ ২৯ ॥

ଦୁଃଖନାମଗୁଣାଃ ।

তুখ কপূ'রিকা তুখময়তাসঙ্গমুচ্যতে ।

ময়ূরপ্রাবকং চান্যচ্ছিকণং চ তুথকম্ ॥ ৩০ ॥

•ତୁଷକଂ ଲେଖନଂ ହେତୁଦି କଞ୍ଚୁକୁଷ୍ଠବିଷାପହଂ ।

कफक्रिमिहरं तद्वदन्त्यक्षुष्यामुन्मत्तम् ॥ ३१ ॥

গৈৱিকৈৰ নামি ও শুণ ।

গৈরিক, রক্তপাষণ, গিরিমুৎ, গবেধুক, { রক্তধাতু, গিরিধাতু, ধাতু, স্রব-  
ধাতু, গিরিমুদ্গ, বনালক্ত, গবেধুক, প্রতাসা, লোহিতমুদ্ভিকা ও গিরিক } এই  
শব্দ সমূহ গৈরিকের নাম। স্বৰ্ণবর্ণ, স্বৰ্ণমণ্ডল, স্বৰ্ণগৈরিকক, { স্বৰ্ণগৈরিক,  
স্বৰ্ণধাতু, শিলাধাতু, সুরজক, ভক্ষ্যাও রক্তধাতু }, এই শব্দ সকল স্বৰ্ণগৈরিকের  
নাম। গৈরিক—দাহ, পিত্ত, জ্বৈরজ, কফ, হিকা ও বিষনাশক এবং চক্ষুযা।  
স্বৰ্ণগৈরিক—গৈরিকের শুণযুক্ত ও বসি নিবারক। ইহাকে গৈরিষাটী  
বলে ॥ ২৮—২৯ ॥

• তুথকের নান ও গুণ ।

তুখ, কর্পূরিকা, অনুভাসঙ্গ, ময়ূরগ্রীবক, { নীলাঞ্জন, তুখাঞ্জন, হরিতাম্র, তুখক, ভাঙ্গগর্ভ, অমৃতোদ্ভব, ময়ূরতুখ, বিভূষক, ময়ূরক, নীল, চূড়ক, মৃত্যুদ ও হেমসার }, এই সকল শব্দ তুখকের নাম। শিখিকর্ষ, তুখক, { শিখিগ্রীব ও মৃষাতুখ }, এই কতিপয় শব্দ অন্তবিধ তুখকের নাম। তুখ—লেখন, ছেদক এবং কণ্ঠ, কুষ্ঠ, বিষ, কফ ও ক্রিমিনাশক। অন্তবিধ তুখ—পূর্বোক্ত তুখকের গুণসম্বিত্ত্ব অধিকত্ব চক্ষুরোগে অতীব হিতকর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তুঁতে ও তুঁতিয়া বলে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

କାଶୀସେବ ନାମ ଓ ଶୁଣ ।

কাসীন, ধাতুকাসীন, খেচর, তপ্তলোমশ, { নেত্রৌষধ, পাংগুকাসীন.



## কাসীসনামগুণাঃ ।

কাসীসং ধাতুকাসীসং খেচরং তপ্তলোমশম্ ।  
 অপরং পুষ্পকাসীসং তুবরং বস্ত্ররাগধৃক্ ॥ ৩২ ॥  
 কাসীসদ্বয়ম্নোষঃ তিত্তঃ কেশ্যং দৃশে হিতম্ ।  
 হস্তি কণ্ডু বিষমিত্রমূত্রকৃচ্ছ কফানিলান্ ॥ ৩৩ ॥

## হিঙ্গুলনামগুণাঃ ।

হিঙ্গুলং দরদং শ্লেচ্ছং সৈকতং চূর্ণপারদম্ ।  
 হিঙ্গুলং পিত্তকফনুচক্ষুগ্যাং বিষকুষ্ঠহং ॥ ৩৪ ॥

## সিন্দূরনামগুণাঃ ।

সিন্দূরং নাগজ রক্তং শ্রীমচ্ছৃঙ্গারভূবর্ণম্ ।  
 বসন্তমণ্ডনং নাগরক্তং রক্তরজস্তথা ॥ ৩৫ ॥  
 সিন্দূরমুখং বীসর্প কুষ্ঠ কণ্ডুবিষাপহং ॥

মণীষম, হৃদয়, বিষদ ও নীলমুক্তিকা } , এই শব্দ করে ৪টি পুষ্পকাসীসের নাম ।  
 কাসীসদ্বয়—অম্লরসযুক্ত, উষ্ণবীৰ্য, তিত্ত, কেশের উজ্জলতাকারক, চক্ষুরোগে  
 হিতকর এবং কণ্ডু, বিষ, শ্বিত্র ( পাথর ) মূত্রকৃচ্ছ, কফ ও বাতনাশক । ধাতু-  
 কাসীস—হরিতবর্ণ ও লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট এবং পুষ্পকাসীস শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ  
 মিশ্রিতবর্ণ সংযুক্ত । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হিঙ্গাকস্ এবং হিঙ্গিতাষায়  
 “কৌসীস” বলে ॥ ৩২ ॥

## হিঙ্গুলের নাম ও গুণ ।

হিঙ্গুল, দরদ, শ্লেচ্ছ, সৈকত, চূর্ণপারদ, { হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি, হিঙ্গুলু, রক্ত,  
 মর্কটশীর্ষ, রস, হংসপদ, কাপশীর্ষ, উক, উল্ল, রসস্থান, রক্তপদ, বর্ষর, শ্মরঙ্গ,  
 শ্মগর, বঞ্জন, চিত্রাজ, চর্ম্মারক, মণিরাগ, রসোদ্ভব, রঞ্জক, রসগর্ভ, চর্ম্মার ও  
 বিভ্রাস }, এই সকল শব্দ হিঙ্গুলের নাম । হিঙ্গুল—পিত্তনাশক, কফর, চক্ষুব্য,  
 বিষয় ও কুষ্ঠপ্রণালী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হিঙুল বলে ॥ ৩৪ ॥

## সিন্দূরের নাম ও গুণ ।

সিন্দূর, নাগরক্ত, বসন্তমণ্ডল, নাগরক্ত, রক্ত-



## পুষ্পাঞ্জননামগুণাঃ ।

পুষ্পাঞ্জনং পুষ্পকেতুরীতিজং কুসুমাজ্জনম্ ।

পুষ্পাঞ্জনং ক্ষারমুষ্ণং কাচার্মপটলাপহম্ ॥ ৪১ ॥

## শিলাজতুনামগুণাঃ ।

শিলাজতুষ্ণজং শৈলং নির্যাসো গিরিশাহস্রম্ ।

শিলাহস্রং গিরিজং শৈলং শৈলেয়ং গিরিজহপি ॥ ৪২ ॥

শিলাজতুষ্ণং কটৃকং যোগবাহি রসায়নম্ ।

ছদ্দিপ্রমেহবাতার্শঃকুষ্ঠাশ্চোদরপাণ্ডুতাঃ ।

হস্তি শ্বাসক্ষয়োন্মাদরক্তশোফকফক্রিমীন্ ॥ ৪৩ ॥

## বোলনামগুণাঃ ।

বোলং গন্ধরসং বোরং নিরৌহং বর্ধরঞ্চলম্ ।

সুগন্ধি নালিকাপিপ্তং রসগন্ধক তদ্বিধা ॥ ৪৪ ॥

নামান্তর । রসাজ্জন—কটু, মূত্ররোগ ও চক্ষুরোগ নাশক । উষ্ণ, রসায়ন, তিক্ত-রসান্বক, ব্রণাদিচ্ছেদক ও ব্রণদোষ নিবারক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে রসবৎ বলে ॥ ৩২-৪০ ॥

## পুষ্পাঞ্জনের নাম ও গুণ ।

পুষ্পাঞ্জন, পুষ্পকেতু, রীতিজ, কুসুমাজ্জন, { কোমুস্ত, রীতিক, রীতিপুষ্প, পৌকক ও মদঞ্জন }, এই শব্দ কতিপয় পুষ্পাঞ্জনের নাম । পুষ্পাঞ্জন—ক্ষার, উষ্ণবীৰ্য্য এং কাচ, অম্ল ও পটল নামক চক্ষুরোগ বিনাশ করে ॥ ৪১ ॥

## শিলাজতুর নাম ও গুণ ।

শিলাজতু, উষ্ণজ, শৈলনির্যাস, গিরিশাহস্র, শিলাহস্র, গিরিজ, শৈল, শৈলেয়, গিরিজতু, { গৈবের, অর্থঃ অশ্বজ, শিলাজ, অগজ, অদ্রিজ, শীতপুষ্পক, শিলা-ব্যাধি, অশ্মোথ, অশ্মলাক্ষা ও জঘন্যক }, এই শব্দ সমূহ শিলাজতুর নামান্তর । শিলাজতু—উষ্ণ, কটু, যোগবাহি, রসায়ন এবং ইহাঘারা বসি, প্রমেহ, বাত, অর্শ, কুষ্ঠ, মূত্ররোগ, উদররোগ, পাণ্ডু, শ্বাস, ক্ষয়, উন্মাদ, দুষ্টরক্ত, শোথ, কফ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয় । ইহা পাহাড়ের একরূপ স্বাম । হিন্দীভাষায় ইহাকে “শিলাজিৎ” বলে ॥ ৪২-৪৩ ॥

## বোলের নাম ও গুণ ।

বোলং রক্তহরং শীতং মেধ্যং দীপনপাচনম্ ।

জ্বরাস্মারকুষ্ঠং গর্ভাশয়বিশোধনম্ ॥ ৪৫ ॥

স্ফটিকাখ্যানামগুণাঃ ।

স্ফটিকাখ্যা মৃতা বাষ্পা কাকী সৌরাষ্ট্রসম্ভবা ।

আঢ়কী তুবরা হুয়া ভূতিকা স্মরমৃত্তিকা ॥ ৪৬ ॥

স্ফটিকাখ্যা কষাটয়াষা কফপিত্তঘ্নিত্রণান্ ।

নিহন্তি শ্বিত্রবৌসর্পাংস্তবরী তদগুণা মতা ॥ ৪৭ ॥

সমুদ্রফেননামগুণাঃ ।

সমুদ্রফেনো হিণ্ডীরঃ ফেনো বারিকফো দ্বিজঃ ।

সমুদ্রফেনচক্ষুষ্যো লেখকঃ শমনঃ সরঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রবালনামগুণাঃ ।

প্রবালং বিজ্ঞমং সিন্ধু লতাগ্রং রক্তবর্ণকম্ ।

পুষ্টিকাশ্তিবলকরং বর্দ্ধনং বলশুক্ৰয়োঃ ॥ ৪৯ ॥

রসগন্ধ, { রক্তাণহ, মুণ্ড, স্মরস, বিষ, শিঙক, সৌরভ, রস, মহাগন্ধ, রক্তগন্ধক, শুভগন্ধক, বিশ্ব, বিশ্বগন্ধ ও ত্রণারি }, এই সকল শব্দ বোলের নাম । বোল—রক্তনাশক, শীতল, হেথাজনক, অরিত্তপক, পরিপাচক, জ্বরহ, অস্মারপ্রণালী, কুষ্ঠনিবারক ও গর্ভাশয়বিশোধক ॥ ৪৪-৪৫ ॥

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার নাম ও গুণ ।

স্ফটিকাখ্যা, মৃতা, বাষ্পী, কাকী, সৌরাষ্ট্রসম্ভবা, { মৃদাহুয়া সৌরাষ্ট্রী, পার্শ্বতী, কালিকা, গুপ্টি ও সতী }, এই শব্দ সমূহ সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার নাম । আঢ়কী, তুবরী, ভূতিকা, স্মরমৃত্তিকা, { মুৎসী, মসী, মৃত্তালক, হুয়াত, হুয়া ও সৌরাষ্ট্রী }, এই শব্দ সমূহ অপরবিধ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার নাম । সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও তুবরী—কষাট রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কফ, পিত্ত, বিষ, ত্রণ, শ্বিত্র ও বৌসর্পরোগ বিনাশ করে ॥ ৪৬-৪৭ ॥

সমুদ্রফেনের নাম ও গুণ ।

সমুদ্রফেন, হিণ্ডীর, ফেন, বারিকফ, দ্বিজ, { ডিণ্ডীর, হিণ্ডির, উদধিমল ও অর্ণবজ }, এই শব্দ সমূহ সমুদ্রফেনের নামান্তর । সমুদ্রফেন—চক্ষুযা, লেখক, শমন এবং সারক ॥ ৪৮ ॥

প্রবালের নাম ও গুণ ।

## মৌক্তিকনামগুণাঃ ।

মৌক্তিকং ভৌতীলা মুক্তাকলং মুক্তা চ শুক্তিজম্ ।

মৌক্তিকং মধুরং শীতং রোগঘ্নং বিষনাশনম্ ॥ ৫০ ॥

## মাণিক্যনামানি ।

মাণিক্যং পদ্মরাগং স্যাদ্ভ্রম্ রত্নং স্ত্ররত্নকম্ ॥ ৫১ ॥

## সূর্য্যকান্তমণিনামানি ।

সূর্য্যকান্তঃ সূর্য্যমণিসূর্য্যাক্ষো দহনোপলঃ ॥ ৫২ ॥

রক্তাদ, অভোষিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রক্তাকার ও লতামণি }, এই শব্দ সমূহ প্রবালের নামান্তর । প্রবাল—পুষ্টিকর, কাস্তিজনক, বলোৎপাদক, শুক্রবর্দ্ধক ও বলবর্দ্ধক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পলা ও মুলা বলে ॥ ৪৯ ॥

## মুক্তার নাম ও গুণ ।

মৌক্তিক, ভৌতীলা, মুক্তাকল, মুক্তা, শুক্তিজ, { শুক্তিবীজ, হারী, কুবল, সৌম্যা, শৌক্তিকের, তার, তারা, ভৌতিক, অভ্যুসার, শীতল, নীরজ, নক্ষত্র, ইন্দুরত্ন, লক্ষ্মী, বিন্দুকল, মুক্তিকা, শৌক্তিকর, শুক্তিমণি, শশিপ্রভ, স্বচ্ছ, হিম, হিমবল, লক্ষ, শশিপ্রিয়, হেমবত, ভূরুহ ও শৌক্তিক }, এই সমুদায় শব্দ মুক্তার পৰ্য্যায় । মুক্তা—মধুর, শীতল, সর্ববিষরোগঘ্ন ও বিষনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মুক্ত এবং হিন্দিভাষায় “মতি” বলে ॥ ৫০ ॥

## মাণিক্যের নাম ।

মাণিক্য, পদ্মরাগ, বস্ম, রত্ন, স্ত্ররত্নক, { শোণরত্ন, রত্নরাট, রবিরত্ন, তরপিরত্ন, শঙ্করী, রত্নমাণিক্য, রত্ননামক, তরুণ, রাগযুক্ত, শোণোপল, সৌগন্ধিক, লোহিতক, কুরুবিষ, লোহিত, কুরুবিষ ও লক্ষ্মীপুষ্প }, এই সমুদায় শব্দ মাণিক্যের নাম । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মাণিক্ বলে ॥ ৫১ ॥

## সূর্য্যকান্তমণির নাম ।

সূর্য্যকান্ত, সূর্য্যমণি, সূর্য্যাক, দহনোপল, { সূর্য্যাক্ষা, ভাপন, তপনমণি, দাহনোপল, রবিকান্ত, দীপ্তোপল, অগ্নিগর্ভ, জলনোশা ও অর্কোপল }, এই শব্দ সমূহ সূর্য্যকান্তমণির নাম । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চুণী ও জাতসপাথর

চন্দ্রকান্তমণিনামানি ।

চন্দ্রকান্তশ্চন্দ্রমণিঃ স্ফটিকঃ স্ফটিকোপলঃ ॥ ৫৩ ॥

গোমেদনামানি ।

গোমেদং স্তন্দরং পীতং রত্নং তৃণচরং তথা ॥ ৫৪ ॥

হীরকনামানি ।

হীরকং ভিছুরং বজ্রং সূচীবক্ত্রং বরার্কিকম্ ॥ ৫৫ ॥

নীলবৈদূর্য্যনামানি ।

নীলরক্তং নীলমণিঃ বৈদূর্য্যং বালবায়জম্ ॥ ৫৬ ॥

মরকতমণিনামানি ।

গারুত্মতং মারকতং দৃষদগার্ভহরিন্মণিঃ ॥ ৫৭ ॥

চন্দ্রকান্তমণির নাম ।

চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রমণি, স্ফটিক, স্ফটিকোপল, { চান্দ্র, চন্দ্রোপল, ইন্দুকান্ত, চন্দ্রাশ্মা, সংগ্রহোপল, শীতশ্মা, চন্দ্রিকাদ্রাব এবং শনিকান্ত }, এই শব্দ সমূহ চন্দ্রকান্তমণির নাম ॥ ৫৩ ॥

গোমেদমণির নাম ।

গোমেদ, স্তন্দর, পীতরত্ন, তৃণচর, { গোমেদক, বাহরত্ন, তমোমণি, স্বর্ভানব ও পিঙ্গস্ফটিক }, এই শব্দ সমূহ গোমেদমণির নাম ॥ ৫৪ ॥

হীরকের নাম ও গুণ ।

হীরক, ভিছুর, বজ্র, সূচীবক্ত্র, বরার্কিক, { হীর, বজ্রক, দধীচ্যমস্থি, সূচীমূখ, বরারক, রত্নমূখ্য, বজ্রপর্য্যায়ক ( বজ্রে যত নাম, যেমন কুলিণ, পনি, ইত্যাদি ), অভেদ, দুর্ভাঙ্গ, রাজপট, রাজ্যাবর্ত ও বিরাটজ } এই শব্দ সমূহ হীরকের নাম । ইহা শ্রেতবর্ণ । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হীরে বলে ॥ ৫৫ ॥

নীলমণির ও বৈদূর্য্য মণির নাম ।

নীলরক্ত, নীলমণি, { সৌরিরত্ন, নীলাশ্মক, নীলোৎপল, তৃণগ্রাহী, সন্দানীল ও স্তনীলক }, এই শব্দ সমূহ নীলমণির নাম । পারস্যভাষায় ইহাকে “নীলম্” বলে । বৈদূর্য্য, বালবায়জ, { বালমূর্য্য, বালমূর্য্যক, কৈতব, প্রাবুযা, অজরোহ, খরাকাকুট, বিচুর, বিতুর ও কেতুরগ্রহবল্লভ }, এই শব্দসমূহ বৈদূর্য্যমণির নাম । ইহা কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবর্ণ মিশ্রিত মণিবিশেষ । হিন্দিভাষায় ইহাকে “লহস্মনিয়া” বলে ॥ ৫৬ ॥

মরকতমণির নাম ।

মুক্তাশ্ফোটনামানি ।

মুক্তাশ্ফোটোহন্ধিমণ্ড কী শুভিস্মৌক্তিকমন্দিরম্ ॥ ৫৮ ॥

মুক্তিকান্তিনামানি ।

মুক্তিকান্তিঃ কটুকান্তিদীপনীয়বিনাশিনী ॥ ৫৯ ॥

প্রবালাদিগুণাঃ ।

প্রবালমুক্তিমাণিক্যসূর্যশীতকরোপলাঃ ।

গোমেদবজ্রবৈদূর্যনীলগারুত্মাদয়ঃ ॥ ৬০ ॥

চক্ষুয়া লেখনাঃ শীতাঃ কষায়া মধুরাঃ সরাসাঃ ।

মঙ্গল্যা ধারণা দাহদুষ্কগ্রহবিষাগহাঃ ॥ ৬১ ॥

অশ্মবজ্র, রক্তমল, গরুড়াস্থিত, যৌহিণেয়, অশ্মগর্ভজ, সৌপর্ণ, বুধরত্ন, 'গরলাহি, বাপবোল, গারুড়, গরুড়োত্তীর্ণ ও বাপ্রতাল }, এই শব্দসমূহ মরকত মণির নাম : ইহা হরিষর্গ মণিবিশেষ । প্রচলিত বজ্রভাষায় ইহাকে পান্না বলে ॥ ৫৭ ॥

কিঙ্করের নাম ।

মুক্তাশ্ফোট, অন্ধিমণ্ড কী, শুভি, মৌক্তিকমন্দির, {দুর্গালা, দীর্ঘকোষিকা, শুভিকা, দীর্ঘকোষিকা, পঙ্কশুভি, মুক্তাগার, মুক্তাপ্রস্থ, মহাশুভি, 'ভৌতিক, মৌক্তিকশুভি, মুক্তামাতা ও মুক্তাশ্ফোট। } এই শব্দ সমূহ কিঙ্করের নাম ॥ ৫৮ ॥

মুক্তিকান্তির নাম ।

মুক্তিকান্তি, কটুকান্তি ও দীপনীয়বিনাশিনী, এই শব্দত্রয় মুক্তিকান্তির নাম ॥ ৫৯ ॥

প্রবালাদিগুণ ।

প্রবাল, মুক্তা, মাণিক্য, সূর্য্যকান্তমণি, চক্ষু্যকান্তমণি, গোমেদমণি, হীরক, বৈদূর্য্যমণি ও মরকতমণি প্রভৃতি—চক্ষু্য, লেখন, শীতল, কষায়, মধুর, সারক,

শঙ্খনামগুণাঃ ।

শঙ্খকম্বুজলধরো বারিজো দীর্ঘনিঃস্বনঃ ।

শঙ্খো হি কটুকঃ পাকে কষায়ো মধুরো লঘুঃ ॥ ৬২ ॥

চক্ষুষ্যো লেখনঃ পঙ্ক্তিশূলপিত্তবিনাশনঃ ।

শঙ্খো নেত্রহিতঃ শীতো লঘুপিত্তকফাস্রজিৎ ॥ ৬৩ ॥

লঘুশঙ্খকপর্দনামগুণাঃ ।

শঙ্খো লঘুঃ শঙ্খনকঃ শম্বুকা বারিশুক্যঃ ।

কপর্দাঃ ক্ষুল্লকা জেয়াশ্চরাচরবরাটকাঃ ।

লঘুশঙ্খাদয়ঃ শীতা নেত্ররুক্ক্ষোটনাশনাঃ ॥ ৬৪ ॥

খটীগোড়গ্রাবনামগুণাঃ ।

খটী কপোলঃ খটিনী শ্বেতা নাড়ীতরঙ্গকঃ ।

শঙ্খের নাম ও গুণ ।

শঙ্খ, কম্বু, জলধর, বারিজ, দীর্ঘনিঃস্বন, { কম্বু, কম্বোজ, অবু, ত্রিরেখ, শঙ্খক, জলজ, অর্ণোভব, পাবনধ্বনি, অন্তঃকুটিল, মহানাদ, শ্বেত, পুত, মুখর, দীর্ঘনাদ, বহুনাদ ও হরিপ্রিয় }, এই শব্দ সমূহ শঙ্খের নাম । শঙ্খ—পাকে কটু, কষায়, মধুর, লঘু, চক্ষুষ্য, লেখন, পঙ্ক্তিশূল ও পিত্তনাশক, শীতল, কফ ও হৃষ্ট-রক্তনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শাঁখা বলে ॥ ৬২-৬৩ ॥

লঘুশঙ্খ ও কপর্দকের নাম ও গুণ ।

লঘুশঙ্খ, শঙ্খনক, শম্বুক, বারিশুক্য, { শম্বুক, শম্বুজক, শাম্বুক, শাম্বুক, জলভিষ, হৃষ্টর ও পঙ্কসম্ভূত }, এই শব্দ সমূহ লঘুশঙ্খের নাম । কপর্দ, ক্ষুল্লক, চরাচর, বরাটক, { কপর্দক, বরাট, উদ্বাহনী, বরাটিকা, বালকীড়ক ও বর্জ্য }, এই শব্দ সমূহ কপর্দকের নাম । লঘুশঙ্খ ও কপর্দ শীতল এবং নেত্ররোগ ও বিক্ষোভনাশক । চলিত বঙ্গভাষায় লঘুশঙ্খকে জোজ্জা এবং কপর্দকে কাড় বলে ॥ ৬৪ ॥

খটী ও গোড়গ্রাবের নাম ও গুণ ।

খটী, কপোল, খটিনী, শ্বেতা, নাড়ীতরঙ্গক, { খটীকা, ধবলমুত্তিক, শ্বেতধাতু,



তদ্বেন্দো গৌড়পাষণঃ কীরপাক উদাহৃতঃ ।

খটী দাহাত্মনুচ্ছীতা গৌড়গ্রাবাপি তদুগুণঃ ॥ ৬৫ ॥

পঙ্কবালুকানামগুণাঃ ।

পঙ্কঃ কর্দমকো জ্যেয়ো বালুকা সিকতা তথা ।

পঙ্কঃ দাহাত্মগিত্তার্থিশোথনঃ শীতলঃ সরঃ ।

বালুকা লেখনী শীতা ব্রংগোরঃক্ষতনাশিনী ॥ ৬৬ ॥

চুস্বকপাষণনামগুণাঃ ।

চুস্বকঃ কান্তপাষণোহয়োস্কান্তো লোহকর্ষকঃ ।

চুস্বকো লেখনঃ শীতো মেহোবিষগরাপহঃ ॥ ৬৭ ॥

কাচনামগুণাঃ ।

কাঁচঃ কৃত্রিমরত্নং স্ফাদ্ধিগুণঃ কাচতাজনম্ ।

কাচো বিদারণে ব্রণ্যশ্চক্ষুয়ো লেখনো লঘুঃ ॥ ৬৮ ॥

এই শব্দ সমূহ খটীর নাম । গৌড়পাষণ, কীরপাক ও গৌড়গ্রাব, এই শব্দত্রয় গৌড়গ্রাবের নাম । খটী ও গৌড়গ্রাব—দাহন, দুষ্টরক্তশোধক ও শীতল । খটীকে খড়ীমাটি ও গৌড়গ্রাবকে চাখড়ী বলে । এবং হিন্দিভাষায় খটীকে “খরী” বলে ॥ ৬৫ ॥

পঙ্ক ও বালুকার নাম ও গুণ ।

পঙ্ক, কর্দমক, { কর্দম, নিষদ্ধর, দম, সাদ ও জখাল }, এই শব্দ সমূহ কর্দমের নাম । বালুকা, সিকতা, { বালিকা, সিক্তা, শীতলা, সূক্ষ্মশর্করা, প্রবাহী, মহাসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম ও পানীয়বর্গিক }, এই শব্দ সমূহ বালুকার নাম । পঙ্ক—দাহ, রক্তপিত্ত, বেদনা ও শোথনাশক, শীতল ও শুক্ল । বালুকা—লেখন, শীতল এবং ব্রণ ও উরঃক্ষত নাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় পঙ্কে পাক ও কাঁচ এবং বালুকাকে বালী বলে ॥ ৬৬ ॥

চুস্বক পাষণের নাম ও গুণ ।

চুস্বক, কান্তপাষণ, অয়স্কান্ত, লোহকর্ষক, { কান্তলোহ, কান্ত, লোহকান্তক, কান্তায়স, কুস্কায়স, কুস্কালোহ ও মহালোহ }, এই শব্দ সমূহ চুস্বকের নাম । চুস্বক—লেখন, শীতবীৰ্য্য এবং মেহ ও বিষনাশক । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে চুস্বক পাষণ বলে ॥ ৬৭ ॥

কাচের নাম ও গুণ ।

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-  
স্তেন শ্রীমদননূপেণ নিখিঁতেহত্র ।  
এত্বেহভূমদনবিনোদনাম্মি পূর্ণ-  
শ্চিত্তোহয়ং ললিতপদৈঃ স্তবর্ণবর্ণঃ ॥ ৬৯ ॥  
ইতি চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

সমূহ কাচের নাম । কাচে—বিদারণ (অঙ্গাদিকর্তৃক) ত্রণব্রোণে ঐষোজ  
লেখন ও লঘু ॥ ৬৮ ॥

রাজগণের মুখতিলকস্বরূপ, প্রচণ্ডখোদসম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল কর্তৃক  
বিরচিত “মদনবিনোদ” নামক এত্বে পঞ্চাঙ্কে ঐষিত স্তবর্ণবর্ণ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

অথ পঞ্চমোধ্যায়ঃ ।

বটাদিবর্গঃ ।

মঙ্গলাচরণম্ ।

করেণ সংগৃহ্য কুর্চো মহিষ্যাঃ পয়ঃ পিবন্তং পুরুষং পুরাণম্ ।  
বিচিত্রলীলং পরিশুদ্ধলীলং তমাললীলং শিশুমাশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

মঙ্গলাচরণ ।

যিনি স্বীয় জননী নন্দরাজমহিষীর স্তনধর নিজকর দ্বারা ধারণ পূর্বক স্তন্য-

বটনামগুণাঃ ।

বটো রক্তপদা কীরী বহুপাদো বনস্পতিঃ ।

যক্ষাবাসঃ পদারোহী ত্র্যগ্রোধঃ ক্ষুদ্রজো ধ্রুবঃ ।

বটঃ শীতো গুরুগ্রাহী কফপিত্তত্রণাপহঃ ॥ ২ ॥

পিপ্ললনামগুণাঃ ।

পিপ্ললঃ শ্যামলোহৃৎখণ্ডঃ কীররক্ষো গজাশনঃ ।

হরিবাসশ্চলদলো মঙ্গল্যো বোধিপাদপঃ ।

পিপ্ললো দুর্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষ্মত্রণাত্তজিৎ ॥ ৩ ॥

পারিশাখ্যকনামগুণাঃ ।

পারিশোহৃৎ ফলীশঃ শ্র্যৎ কপিনূতঃ দপীতনঃ ।

পারিশাখ্যকো বৃহৎ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মকৃমিপ্রদঃ ॥ ৪ ॥

বটাদিবর্গঃ

বটের নাম ও গুণ ।

বট, রক্তপদ, কীরী, বহুপাদ, বনস্পতি, যক্ষাবাস, পদারোহী, ত্র্যগ্রোধ, ক্ষুদ্রজ, ধ্রুব, { বহুপাদ, নন্দী, গুরু, বৃহৎপাদ, বৈশ্রবণালয়, বৈশ্রবণোদয়, বৃক্ষ-নাথ, যমপ্রিয়, কন্দজ, রক্তকল, শুভ্রী, বৈশ্রবণাবাস, ভাগীল, রোহিণ, অবরোহী, বিটপী, ক্ষুদ্রকৃহ, মণ্ডলী, মহচ্ছায়, বৃক্ষতরু, পাদরোহণ, নীল, শিকারুহ ও বহু-পাদ }, এই শব্দ সমূহ বটের নাম । বট—শীতল, গুরু, সংগ্রাহী, কফ, পিত্ত-প্রণালী ও বিষনাশক ॥ ২ ॥

অখথের নাম ও গুণ ।

পিপ্লল, শ্যামল, অখথ, কীরবৃক্ষ, গজাশন, হরিবাস, চলদল, মঙ্গল্য, বোধি-পাদপ, { কেশবালয়, চৈতয়, বোধিতরু, কৃষ্ণাবাস, চৈতব্যক, নাগবন্ধু, দেবাস্ত্রা, মহাভ্রম, কপীতন, কৃষ্ণরশন, অচ্যুতাবাস, চলপত্র, পবিত্রক, শুভদ, যাজিক, জীমান্, বিপ্র, শুভপুষ্প, মেঘা, সহ, শুচিক্রম ও ধন্ববৃক্ষ }, এই সমূহের শব্দ অখথের নাম । অখথ—দুশ্চাচ্য, শীতল এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা, ত্রণ ও দুষ্করক নিবারক । হিন্দীভাষায় ইহাকে “পিপল” বলে ॥ ৩ ॥

পারীশবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

পারীশ, ফলীশ, কপিনূত, কপীতন, { কমণ্ডলু, গর্ভভাগ, কন্দরাল ও সুপার্ক }, এই সকল শব্দ পারীশবৃক্ষের নাম । পারীশ—বৃহৎ, স্নিগ্ধ, কফবর্জক

উদ্বাসরনামগুণাঃ ।

উদ্বাসরঃ ক্ষীরবৃক্ষো জন্তুবৃক্ষঃ সদাফলঃ ।

হেমদৃক্ষঃ কুমিফলো যক্ষাঙ্গঃ শীতবক্ষলঃ ।

উদ্বাসরো হিমো ব্রণ্যো কফপিত্তাস্রজিদ্ গুঁরুঃ ॥ ৫ ॥

কাকোদ্বাসরিকানামগুণাঃ ।

কাকোদ্বাসরিকা ফল্গুর্মলায়ুশ্চিত্রভেষজম্ ।

কাকোদ্বাসরিকা তদ্বদ্বিশেষাচ্ছিন্ননাশিনী ॥ ৬ ॥

প্লক্ষনামগুণাঃ ।

প্লক্ষঃ প্লবচারুবৃক্ষঃ সুপার্শ্বো গৰ্ভভাগুকঃ ।

বটী কমণ্ডলুযুপঃ পিপ্লবিশ্চারুদর্শনঃ ।

প্লক্ষঃ শীতো ব্রণশ্লেষপিত্তশোথবিসম্পর্জিৎ ॥ ৭ ॥

৬ কুমিজনক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গজছুও, পলাশপিণ্ডল ও পেঁপে এবং হিন্দী ভাষায় গগগুণ্ডী বলে ॥ ৪ ॥

যজ্ঞডুম্বরের নাম ও গুণ ।

উদ্বাসর, ক্ষীরবৃক্ষ, জন্তুবৃক্ষ, মহাফল, হেমদৃক্ষ, কুমিফল, বজ্রাঙ্গ, শীতবক্ষল, কালবৃক্ষ, যজ্ঞযোগ্য, যজ্ঞীয়, সুপ্রতিষ্ঠিত, শীতবৃক্ষ, যজ্ঞসার, পুষ্পশূত্র, পবিত্রক, সৌম্য, শীতফল, কুমিকটক, পাণ্ডিত্যক, পুষ্পগীম, ব্রহ্মবৃক্ষ, হেমদৃক্ষ, হেমদৃক্ষী, যজ্ঞোদ্বাসর, যজ্ঞফল ও স্তূচক্ষু, এই শব্দ সমূহ যজ্ঞডুম্বরের নাম । ইহাকে কোন কোন দেশে গজডুম্বর, যজ্ঞডুম্বর ও ধন্ বলে ॥ ৫ ॥

কাকোদ্বাসরিকার নাম ও গুণ ।

কাকোদ্বাসরিকা, ফল্গু, মলায়ু, চিত্রভেষজ, { কুমুদ্বাসরিকা, ধরুপত্রী, রাজিকা, ক্ষুদ্রোদ্বাসরিকা, কুঠরী, ফল্গুবাটিকা, অজাঞ্জী, ফল্গুনী, মলপু, ধাজ্জনায়ী ও অঘনফলা }, এই শব্দ সমুদায় কাকোদ্বাসরিকার নাম । ইহা যজ্ঞডুম্বরের গুণসংযুক্ত, অধিকন্তু ছিন্ননাশক । • প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ডুম্বর, কাকডুম্বরী এবং হিন্দীভাষায় “কটুধরী” বলে । এই ডুম্বর সদা সর্বদা লোকে ব্যাঞ্জনাদি সহ শাক করিয়া ভোজন করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

পাকুডবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

পঞ্চকীরবৃক্ষনামগুণাঃ ।

অগ্রোধোদ্ধমরোহস্থখপারিপ্লকাস্চ পাদপাঃ ।

পঠৈতে কীরিণঃ প্রোক্তান্তেষাং বৃক্ পঞ্চবন্ধনা ॥ ৮ ॥

বৃকপঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোধবিসর্পজিৎ ।

কেচিৎ তু পারিশস্থানে শিরীষং বেতসম্পরে ॥ ৯ ॥

কীরবৃক্ষা হিমব্রণ্যা যোনিদোষব্রণাপহাঃ ।

শোকপিত্তকফাস্রাঃ স্তন্যা ভগ্নাস্থিযোগদাঃ ॥ ১০ ॥

তেষাং পত্রং হিমং গ্রাহি কফবাতাস্রনুল্লয় ।

ফলং বিষ্টম্ভি সংগ্রাহি রক্তপিত্তকফাপহম্ ॥ ১১ ॥

নন্দীবৃক্ষনামগুণাঃ ।

নন্দীবৃক্ষোহস্থখভেদঃ প্ররোহী গজপাদপঃ ।

নন্দীবৃক্ষোহস্থখগুণো লঘুক্ষো গরগুণ পুনঃ ॥ ১২ ॥

শব্দ সমূহ পাকুড়বৃক্ষের নাম । পাকুড়—শীতল এবং ব্রণ, কফ, পিত্ত, শোথ ও বিসর্প নাশক । হিন্দীভাষায় ইহাকে “পাকুরি” বলে ॥ ৭ ॥

পঞ্চকীরবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

বট, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বখ, পারীশ ও পাকুড়, এই মিলিত পঞ্চবৃক্ষকে কীরবৃক্ষ বলে । ইহাদের বন্ধল সমূহকে পঞ্চবন্ধল বলে । পঞ্চবন্ধল—শীতল, গ্রাহী এবং ব্রণ, শোথ ও বিসর্পরোগ নাশক । কেহ কেহ পঞ্চকীরবৃক্ষের মধ্যে পারীশ স্থানে শিরীষ ও কেহ কেহ বেতস বলিয়া থাকেন । পঞ্চকীরবৃক্ষের ছাল—শীতল, ব্রণনাশক, যোনিদোষনাশক, শোথ, পিত্ত, কফ ও দুষ্টরক্ত বিনাশক, স্তন্যবদ্ধক এবং ভগ্নাস্থিসংযোজক । ইহাদের পত্র—শীতল, গ্রাহি এবং কফ, বায়ু ও দুষ্টরক্ত নাশক । ইহাদের ফল—বিষ্টম্ভজনক, সংগ্রাহি এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক ॥ ৮-১১ ॥

নন্দীবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

নন্দীবৃক্ষ, অস্থখভেদ, প্ররোহী, গজপাদপ, { হালীবৃক্ষ, কীরতরু, কীরী, বনস্পতি, কুবেরক, তুর, কুণি, কচ্ছ, কান্তলক, তুণি, নন্দিবৃক্ষ, কুণি, নন্দিক ও নন্দিবৃক্ষ }, এই সকল শব্দ নন্দিবৃক্ষের নাম । নন্দীবৃক্ষ—অস্থখবৃক্ষের গুণ সংযুক্ত, অধিকন্তু লঘু উষ্ণ ও জ্বরহর । হিন্দীভাষায় ইহাকে “বেলিরাপিপর”

কদম্বনামগুণাঃ ।

কদম্বো গন্ধবৎপুষ্পঃ প্রাবৃষেণ্যো মনোরতিঃ ।

অন্তো ধূলিকদম্বঃ শ্যাম্রৌপো রাজকদম্বকঃ ।

কদম্বঃ শীতলঃ শ্লেষ্মপিত্তরক্তগদাপহঃ ॥ ১৩ ॥

ককুভার্জুননামগুণাঃ ।

ককুভোহর্জুননামা শ্যামদো মঞ্জুঃ শঠদ্রুমঃ ।

ককুভঃ শীতলো ভগ্নক্ষতক্ষয়বিষাত্তজিৎ ॥ ১৪ ॥

শিরীষনামগুণাঃ ।

শিরীষঃ প্লবগো বিপ্রঃ শুকবৃক্ষঃ কপীতনঃ ।

মৃদুপুষ্পঃ শ্যামবর্ণো ভণ্ডীরঃ শঙ্খিনীফলঃ ।

শিরীষঃ শীতলো বর্ণেণ্যো বিষবাসপর্শোথজিৎ ॥ ১৫ ॥

কদম্ববৃক্ষের নাম ও গুণ ।

কদম্ব, গন্ধবৎপুষ্প, প্রাবৃষেণ্য, মনোরতি, { প্রিয়ক, হরিপ্রিয়, কাদম্ব, অশোকারি, ষট্পদেষ্ট, জাল, রক্তপুষ্প, সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদম্বর্ষা, মীধুপুষ্প, জীর্ণপর্ণ, মহাচা এবং কর্ণপূরক }, এই সকল শব্দ ধারাকদম্বের নাম। ধূলিকদম্ব, { কেশরাচা, কদম্বক ও বৃদ্ধপুষ্প }, এই শব্দ কতিপয় ধূলিকদম্বের নাম। নীপ, রাজকদম্ব, { নিপ, মহাকদম্ব ও বহুকল }, এই কয়টা শব্দ রাজকদম্বের নাম। কদম্ব—শীত ও রক্তপিত্তরোগনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কদম্ব বলে ॥ ১৩ ॥

ককুভার্জুনবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

ককুভ, অর্জুননামা, নদ, মঞ্জু, শঠদ্রুম, { নদীমর্জ, বীড়তরু, ইন্দ্রদ্রুম, ইন্দ্রদ্রুম, শাস্বর, পার্থ, চিত্রবোধী, ধনজন, নৈর্যাতক, ক্রিরাটী, গাণ্ডাবী, কর্ণারি, করবীরক, শিমুলক, সবাসাটী, ইন্দ্রহ্রদ, কোস্তের, গ্যণ্ডারী, বীরদ্রুম, কুম্ভসারথি, পৃথাক, কাস্তন, ধনী, বীর ও ধবল }, এই শব্দ সমূহ ককুভার্জুনবৃক্ষের নাম। অর্জুন—শীতল এবং ভগ্ন, ক্ষত, ক্ষয়, বিষ ও রক্তদোষনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে আজন্ এবং হিন্দীভাষায় “কৌহা” বলে ॥ ১৪ ॥

শিরীষবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

শিরীষ, প্লবগ, বিপ্র, শুকবৃক্ষ, কপীতন, মৃদুপুষ্প, শ্যামবর্ণ, ভণ্ডীর, শঙ্খিনী-

## আর্তগলনামগুণাঃ ।

আর্গটঃ স্তাদার্ভগলো বহুকণ্ঠঃ প্রঘর্ষণঃ ।

আর্গটস্তবরঃ শীতো ব্রণশোধনরোপণঃ ॥ ১৬ ॥

## বেতসনামানি ।

বেতসো বৃঞ্জলো নত্রো বানীরো দীর্ঘপত্রকঃ ।

নাদেয়ো মধ্যপুষ্পোহন্যস্তোয়কামো নিকুঞ্জকঃ ॥ ১৭ ॥

## জলবেতসনামানি ।

জলোকাসম্ভূতোহস্তোজো নিচুলো জলবেতসঃ ॥ ১৮ ॥

## ইজ্জলনামানি ।

ইজ্জলো হিজ্জলো গুচ্ছঃ ফলা স্রাৎ কচ্ছপোলিকা ॥ ১৯ ॥

কলিক, শুক্রতরু, লোমশপুষ্পক, কপীতরু, স্ত্রামল, মধুপুষ্প, বৃন্তপুষ্প, শিখিনীফল, ভণ্ডী ও শুকপ্রিয়, এই শব্দ সমূহ শিরিষের নাম । শিরীষ—শীতল, চৈত্ব্যকারক এবং বিষ, বিসর্প ও শোধানাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চট্কা বলে ॥ ১৫ ॥

## আর্ভগলের নাম ও গুণ ।

‘আর্গট, আর্ভগল, বহুকণ্ঠ, প্রঘর্ষণ, { আর্ভগল, নীলান্নান, বাল্য, আর্ভগলা, নীলপুষ্প, ছাদন ও দাসী }, এই শব্দ সমূহ আর্ভগলের নাম । আর্ভগল—কষায়, শীতল, ব্রণশোধক ও স্তম্ভপূরক ॥ ইহাকে হিন্দীভাষায় “কালাকোরাঠ” বলে ॥ ১৬ ॥

## বেতসের ও জলবেতসের নাম ।

বেতস, বৃঞ্জল, নত্র, বানীর, দীর্ঘপত্রক, নাদেয়, মধ্যপুষ্প, { বথ, অজ, পুষ্প, বিহুল, শীত, গন্ধপুষ্প, বৃঞ্জলপ্রিয়, বথাজ, বেতসী, নিচুল, কলন, মঞ্জরীজাল, স্নবেগগন্ধপুষ্পক }, এই সকল শব্দ বেতসের নাম । স্তোয়কাম, নিকুঞ্জক, জলোকাসম্ভূত, নিচুল, অস্তোজ, জলবেতস, { নিকুঞ্জক, পল্লিব্যাধি, নাদেয় } । এই সকল শব্দ জলবেতসের নাম ॥ ১৭-১৮ ॥

## ইজ্জলবৃক্ষের নাম ।

ইজ্জল, হিজ্জল, গুচ্ছ, ফলা, কচ্ছপোলিকা, { নিচুল, হিজ্জ, নদীকান্ত, শালিচুল, অম্বুজ, ধনক, কান্ত, জলজ, দীর্ঘপত্রক, নদীজ, রক্ত ও কামুক }, এই সকল শব্দ ইজ্জলবৃক্ষের নামান্তর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হিজল ও হিজ লে এবং হিন্দীভাষায় “ইজর” ও “জলানন্দ” নামে ৭ ১৯ ॥

বেতসাদিগুণাঃ ।

বেতসঃ শীতলো দাহশোফার্শোষোনিরুগ্ধ্রণান্ ।

হস্তি বীসপকৃচ্ছাঅপিভাশ্মরীকফানিলান্ ॥ ২০ ॥

জলজে। বেতসঃ শীতঃ সংগ্রাহী বাতকোপনঃ ।

ইজ্জলস্তদগুণঃ প্রোক্তে। বিশেষাধ্বিনাশনঃ ॥ ২১ ॥

শ্লেষ্মাস্তকনামগুণাঃ ।

শ্লেষ্মাস্তকঃ কর্করদারঃ পিচ্ছলো ভূতপাদপঃ ।

শেলুঃ শৈলুশ্চ শৈলুকঃ শৈলিকো দ্বিজকুৎসিতঃ ॥ ২২ ॥

শ্লেষ্মাস্তকো বিষক্ষোটত্রণবীসপকৃষ্ঠজিৎ ।

কেশোষস্তৎফলং ব্যাঘ্র বাতপিত্তক্ষয়াজিৎ ॥ ২৩ ॥

পিলুনাংগুণাঃ ।

পীলুঃ শতসহস্রাংশী তীক্ষ্ণস্ত করভপ্রিয়ঃ ।

সহস্রাঙ্গী গুড়ফলস্তৎফলং পীলু পীলুজম্ ॥ ২৪ ॥

বেতসাদির গুণ ।

বেতস—শীতল, এবং দাহ, শোথ, অর্শ, ষোনিরোগ, ত্রণ, বীসপ, মূত্রকৃচ্ছ, রক্তপিত্ত, অশ্মরী, কফ ও বাতনাশক । জলবেতস—শীতল, সংগ্রাহী ও বাত-প্রকোপক । ইজ্জল—জলবেতসের গুণযুক্ত এবং বিষনাশক ॥ ২০-২১ ॥

শ্লেষ্মাস্তকের নাম ও গুণ ।

শ্লেষ্মাস্তক, কর্করদার, পিচ্ছল, ভূতপাদপ, শেলু, শৈলু, শৈলুক, শৈলিক, দ্বিজকুৎসিত, { শ্লেষ্মাস্ত, শ্লেষ্মাস্তক, বহুবীর, পিচ্ছল, শীতফল, শাকট, গন্ধপুষ্প, বহুবীরক, উদ্ভাল, উদ্ভালক ও সেলু }, এই শব্দ সমূহ শ্লেষ্মাস্তকের নাম । শ্লেষ্মাস্তক, বিষ, বিক্ষোট, ত্রণ, বীসপ ও কৃষ্ঠনাশক, কেশের উপকারী ও উষ্ণ-বীৰ্য্য । ইহার ফল—ব্যাঘ্র এবং বাত, পিত্ত, ক্রয় ও দুইরক্তনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বহুয়ার ও বোরা, এবং হিন্দীভাষায় “লিমোড়া” ও “কছিয়া” বলে ॥ ২২-২৩ ॥

পীলুর নাম ও গুণ ।



পীলুঃ দৌপনং ভেদি রক্তপিত্তকরং লঘু ।

গুণ্যার্শঃ প্রৌহবাতাশ্বকফহারি রসায়নম্ ॥ ২৫ ॥

শাকনামগুণাঃ ।

শাকঃ খরচ্ছদো ভূমিসহো দীর্ঘচ্ছদো মতঃ ।

শাকঃ প্লেগ্মানিলাশ্রয়ো গর্ভসঙ্কানদো হিমঃ ॥ ২৬ ॥

শালনামগুণাঃ ।

শালঃ সর্জ্বরসঃ সর্জ্বঃ শ্রীকৃষ্ণারিষ্ট পত্রকঃ ।

শালো গ্রাহী ব্রণশ্লেষ্মদধ্বংসুথিষদ্বিমঃ ॥ ২৭ ॥

ফলের নাম পীলু, ও পীলুজ । পীলু—উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিপ্রদীপক, ভেদক, রক্ত বর্ধক, পিত্তজনক, লঘু এবং ইহা দ্বারা গুল্ম, অৰ্শঃ, প্রৌহা, বাত, অশ্মরী ও কফ নষ্ট হয়, অপিচ ইহা রসায়ন ॥ ২৪-২৫ ॥

শাকবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

শাক, খরচ্ছদ, ভূমিসহ, দীর্ঘচ্ছদ, { শাকাখ্য, অনিল, অৰ্ণ, মহাপত্র, শাক-তরু, শাকবৃক্ষ, শাকাখ্য, খরপত্র, অর্জুনোপন, ক্রকচপত্র, শরপত্র, অতিপত্র, মহী-কহ, শ্রেষ্ঠকটিভ, স্থিরসার ও গ্রাহকম }, এই সমুদায় শব্দ শাকবৃক্ষের পৰ্যায় । শাকবৃক্ষ—কফ, অনিল ও দুষ্টিরক্তনাশক, গর্ভসঙ্কায়ক এবং নীতল । প্রচলিত বহুভাষায় ইহাকে শেগুণ ও শাকুনগাছ বলে ॥ ২৬ ॥

শালবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

শাল, সর্জ্বরস, সর্জ্ব, শ্রীকৃষ্ণারি, পত্রক, { কাৰ্ধা, অশ্বকর্ণক, শস্ত্রশযর, সস্ত্র-শযর, উপমেত, দীর্ঘশাখ, জলদাশন, লভাভরু, লতাশাখ, শঙ্কুভরু, শঙ্কুবৃক্ষ, কল, কললজোন্তব, বঞ্জীবৃক্ষ, কিরপর্ণ, রালকাৰ্ধা, অজকর্ণক, অষ্টকর্ণ, কষায়ী, ললন, বংশ, গাছবৃক্ষক, রালনিৰ্ঘাস, দিব্যসার, সুরেষ্ঠক, অগ্নিবল্লভ, শূর, যক্ষবৃপ, সিদ্ধক, শস্ত্রশযর ও শাল }, এই শব্দ সমূহ শালবৃক্ষের নামান্তর । শালবৃক্ষ—গ্রাহী, ব্রণ, কফ, স্লেষ্মানিত বেদনা ও বিষনাশক এবং নীতল ।

তমালনামগুণাঃ ।

তমাল উক্তস্তাপিচ্ছঃ কালকঙ্কো সিতক্রমঃ ।

তমালস্তদগুণঃ শোথদাহবিস্ফোটিহং পুনঃ ॥ ২৮ ॥

খদিরনামগুণাঃ ।

খদিরো রক্তসারঃ স্যাৎ গায়ত্রী বালপত্রকঃ ।

খদিরঃ শ্বেতসারোহন্যঃ কান্মূকঃ কুজকণ্টকঃ ॥ ২৯ ॥

খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কুমিমেহজ্বরত্রণান্ ।

চিত্রশোথামপিত্তাস্রপাণ্ডুকূষ্ঠকফান্ জয়েৎ ॥ ৩০ ॥

নির্যাসস্তস্মৈ মধুরো বল্যঃ শুক্রবিবৰ্দ্ধনঃ ।

সারস্ত বিশদো বল্যো মুখরোগরূফাশ্রজিৎ ॥ ৩১ ॥

তমালবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

তমাল, তাপিচ্ছ, কালকঙ্ক, সিতক্রম, { তাপিঞ্জ, তাপিস্ব, কঙ্ককঙ্ক, তম, তমা, নীলতাল, তমালক, নীলধ্বজ, কালতাল ও মহাবল }, এই শব্দ সমূহ তমালের নামান্তর । তমাল—শালবৃক্ষের গুণবৃক্ষ, অধিকন্তু শোথ, দাহ ও বিস্ফোটনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তমালগাছ বলে ॥ ২৮ ॥

খদিরের নাম ও গুণ ।

খদির, রক্তসার, গায়ত্রী, বালপত্রক, { বালতমর, দন্তধাবন, পৰিভ্রম, তিত্ত-সার, কণ্টকীভ্রম, প্রসব, বৃপজ, বালপত্র, ককটী, জিহাশাল্য, কূষ্ঠহং, বলিপত্র, খণ্ডপত্রী, গিত্তিক্রম, স্মৃশল্য, চক্রকটক, বজ্রজ, হিহাশল্য, কণ্টী, সারক্রম, বহ-শলা, বহসার ও যাজ্ঞিক }, এই সকল শব্দ খদিরের নাম । ইহাকে খয়ের গাছ বলে । শ্বেতসার, কান্মূক, কুজকণ্টক, { কদর ও সোমবন্ধল }, এই কতিপয় শব্দ শ্বেত খদিরের নাম । ইহাকে পাপড়ীখয়ের বলে । খদির—শীতল, দন্ত-রোগে হিতকর এবং ইহা দ্বারা কুমি, মেহ, ত্রণ, শিথি { কূষ্ঠরোগ বিশেষ }-শোথ দাহ রক্তকিন্তে গায়ত্রী বাল পত্রক লিখাই যায় । ইহাও তিহাশল ( জাহা )

## ইরিমেদনামগুণাঃ ।

ইরিমেদো বিট্খদিরো গোধাস্কন্ধোহরিমেদকঃ ।

ইরিমেদঃ কষায়োষণে মুখদন্তগদাস্রনুৎ ।

হস্তি কণ্ডুযিষল্লেয়াক্রিমিকুষ্ঠত্রণান্ জয়েৎ ॥ ৩২ ॥

## বব্বলনামগুণাঃ ।

বব্বলঃ কিস্করালঃ স্রাৎ পীতকঃ পীতপুষ্পকঃ ।

বব্বলঃ কফনুদগ্রাহী কুষ্ঠক্রমিবিষাপহঃ ।

রক্তপিভীকষায়েণ পিবন্তি দিনসপ্তকম্ ॥ ৩৩ ॥

## বীজকনামগুণাঃ ।

বীজকোহশনকঃ সৌরী প্রিয়ঃ কাম্যোহলকপ্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বীজকঃ কুষ্ঠবীসর্পশিত্রমেহজ্বরক্রিমীন্ ।

হস্তি শ্লেষ্মাস্রপিষ্ঠানি ভ্রগ্যঃ কেশ্যো রসায়নঃ ॥ ৩৫ ॥

## বিট্খদিরের নাম ও গুণ ।

ইরিমেদ, বিট্খদির, গোধাস্কন্ধ, অরিমেদক, { অরিমেদ, বিট, দরিমদ, অসিমেদ, ক্রিমিশাক্ত, গরিমেদ, মরুক্রম, বালস্কন্ধ, রিমেদ, অশিমা, পুটিমেদ, ও অহিমেদক }, এই শব্দ সমূহ বিট্খদিরের নাম । বিট্খদির—কষায় হ্রস-বিশিষ্ট, উষ্ণবীৰ্য্য এবং মুখরোগ, দন্তরোগ, দূহরক্ত, কণ্ডু, বিষ, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ত্রণবিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শুয়েবাধলা বলে ॥ ৩২ ॥

## কব্বলের নাম ও গুণ ।

বব্বল, কিস্করাল, পীতক, পীতপুষ্পক, { যুগলাক, কটাল, তীক্ষকটক, গোশূঙ্গ, বর্ষর, পঙ্ক্তিবীজ, দীর্ঘকটক, কফাস্তক, দৃঢ়বীজ, অঃভক, বর্কোল, কিস্কিরাত, কিস্কিরাত, রক্ত, ঘটপল্লমোহিনী, বাবল, হৃঙ্গপত্র ও স্বর্ণপুষ্প }, এই শব্দ সমূহ বব্বলের নাম । বব্বল—কফনাশক, গ্রাহী, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষ-নাশক । ইহার ক্কাথ ৭ সাত দিবস মাত্র সেবন করিলে রক্তপিত্ত বিদগ্ধ হয় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বাবলা বলে ॥ ৩৩ ॥

## পীতসালবুকের নাম ও গুণ ।

বীজক, অশনক, সৌরী, প্রিয়, কাম্য, অলকপ্রিয়, { অশন, পীতসাল, পীতসালক, বঙ্ককপ্প, প্রিয়ক, সর্জক ও জাম্ববতী }, এই শব্দ সমূহ পীতসালবুকের নাম ।

তিনসনামগুণাঃ ।

তিনসঃ স্পন্দনো নেমী সর্বসারোহশ্যগন্ধকঃ ।

তিনসঃ শ্লেষ্মাপিত্তাশ্রমেদঃকুষ্ঠপ্রমেহনুৎ ॥ ৩৬ ॥

ভূজপত্রনামগুণাঃ ।

ভূজো ভূজো বহুপুটো মৃদুশ্লেষ্মাপত্রকঃ ।

ভূজো ভূতগ্রহশ্লেষ্মাকর্ণরুগ্রস্তপিত্তজিৎ ॥ ৩৭ ॥

পলাশনামগুণাঃ ।

পলাশঃ কিংশুকঃ কিম্বী যান্তিকো ব্রহ্মপাদপঃ ।

ক্ষীরশ্রেষ্ঠো রক্তপুষ্পঃ ছবৃতঃ সমিহুভমঃ ॥ ৩৮ ॥

পলাশো দীপনো ব্যাঃ সরোষণে ত্রণগুণ্যজিৎ ।

ভয়সন্ধানকৃদৌষগ্রহণ্যর্শঃক্ষিমীন্ হরেৎ ॥ ৩৯ ॥

রক্তপিত্ত রোগনাশক, চর্মরোগে হিতকর, কেশের উজ্জলতাবিধায়ক এবং রসায়ন । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পিয়াশাল এবং হিন্দীভাষায় “বিজয়াসার” বলে ॥ ৩৬-৩৮ ॥

তিনিশবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

‘তিনিশ, স্পন্দন, নেমী, সর্বসার, অশ্মাঙ্কক, { তিনিশ, তিনাশক, স্তাননক্রম, অক্ষক, চিত্রকম্বা, স্তানন, রথজ, অতিদ্রুতক, বজ্রল, চিত্রকৃত, চক্রী, শতাপ, শকট, ভয়গর্ভ, রথ, রথিক, মেঘী, জলধর ও স্তাননি }, এই সকল শব্দ তিনিশ বৃক্ষের নাম । তিনিশ—শ্লেষ্মা, পিত্ত, দুঃস্রব, মেদঃ, কুষ্ঠ ও মেদরোগ নাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তিনিশ বলে ॥ ৩৬ ॥

ভূজপত্রের নাম ও গুণ ।

ভূজ, ভূজ, বহুপুট, মৃদুত্বক, শ্লেষ্মাপত্রক, { ভূজপত্র, ভূজপত্রক, জনপত্র, বহুক্রম, স্তাননি, চিত্রক, বিন্দুপত্র, ব্রহ্মপত্র, বিচিত্রক, ভূত, মৃদুপত্র, মৃদুচর্মি, শৈলেন্দ্র, চর্মক্রম, ছত্রপত্র, শিবি, শিরোচ্ছদ, মৃদুত্বক, দলনির্বোঁক, ছয়সী, বিজাদল, পত্রপুষ্পক ও বহুত্বক }, এই সকল শব্দ ভূজপত্রের নাম । ভূজপত্র—ভূত, গ্রহ, শ্লেষ্মা, কর্ণরোগ ও রক্তপিত্ত নাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ভূজপত্র বলে ॥ ৩৭ ॥

পলাশের নাম ও গুণ ।

পলাশঃ কিংশুকঃ কিম্বী যান্তিকো ব্রহ্মপাদপঃ ক্ষীরশ্রেষ্ঠো রক্তপুষ্পঃ ছবৃতঃ সমিহুভমঃ ।

তৎপুষ্পং কফপিত্তাশ্রকৃচ্ছজিদ্ গ্রাহি শীতলম্ ।

ফলং লঘুফঃ মেহার্শঃ কৃমিছুষ্টকফাপহং ॥ ৪০ ॥

ধবনামগুণাঃ ।

ধবো নন্দিতকুর্গো রঃ শকটাক্ষো ধুরন্ধরঃ ।

ধরঃ শীতপ্রমেহাশ্রপাণ্ডুপিত্তকফাপহঃ ॥ ৪১ ॥

ধ্বননামগুণাঃ ।

ধ্বনো গোত্রবিটপী ধর্মণো গোত্রপুষ্পকঃ ।

ধ্বনঃ কফপিত্তাশ্রকামজিত্ববরো লঘুঃ ॥ ৪২ ॥

সর্জ্ঞনামগুণাঃ ।

সর্জ্ঞোহজকর্ণঃ শ্বেদশ্লো লতারক্ষঃ কুদেহকঃ ।

সর্জ্ঞো বর্ণ্যঃ কফশ্বেদমলপিত্তকৃমীন জয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

নামান্তর । পলাশ—অগ্নিদীপক, ইষা, সায়ক, উষ্ণ এবং ত্রণ, গুল্ম, ত্রিদোষ, গ্রহণী, অর্শঃ, ক্রিমিরোগ নাশক ও ভয়ানকসংহারক । ইহার পুষ্প—কফ, রক্ত পিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ নাশক, গ্রাহী এবং শীতল । ইহার ফল—লঘু, উষ্ণবীৰ্য এবং মেহ, অর্শ, ক্রিমি, দুইবাত ও কফ নাশক ॥ ৩৮-৪০ ॥

ধববৃক্ষের নাম ও গুণ ।

ধব, নন্দিতক, গৌর, শকটাক্ষ, ধুরন্ধর, { শাকটাক্ষ, দৃঢ়তরু, কষায়, মধুরবৃক্ষ, শুকবৃক্ষ, শুকাদ, পাণ্ডুর, ধবল, ঘট, স্থির ও ধৌর }, এই শব্দ সমূহ ধববৃক্ষের নামান্তর । ধববৃক্ষ—শীতল এবং প্রমেহ, দুইরক্ত, পাণ্ডু, পিত্ত ও কফ নাশক । হিন্দীভাষায় ইহাকে “ধাউয়া” ও “ধাউ” বলে ॥ ৪১ ॥

ধ্বনবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

ধ্বন, গোত্রবিটপী, ধর্মণ, গোত্রপুষ্পক, { পিচ্ছলতরু, রক্তহুম, ধবুবৃক্ষ, মহাবল, রক্তাসহ, পিচ্ছলক ও রক্তস্বাদুক }, এই শব্দ সমূহ ধ্বনবৃক্ষের নাম । ধ্বন—কফ, রক্তপিত্ত ও কাসনাশক, কষায়রস বিশিষ্ট ও লঘু । প্রচলিত বঙ্গ-ভাষায় ইহাকে ধাস্বি বলে ॥ ৪২ ॥

সর্জ্ঞবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

সর্জ্ঞ, অজকর্ণ, শ্বেদশ্ল, লতারক্ষ ও কুদেহক, এই শব্দ সমূহ সর্জ্ঞবৃক্ষের নাম । সর্জ্ঞ—বর্ণকারক এবং রক্ত, পিত্ত, কফ, মল ও ক্রিমি নাশক ।

শাখোটনামগুণাঃ ।

শাখোটঃ স্রাৎ পীতফলচ্ছাগী ক্ষীরবিনাশনঃ ।

শাখোটো বাতরক্তাশ্রকফবাতাসারজিৎ ॥ ৪৪ ॥

বরুণনামগুণাঃ ।

বরুণো বরুণঃ শ্বেতঃ শাকবৃক্ষঃ কুমারজঃ ।

বরুণঃ পিত্তলো ভেদী শ্লেষ্মকৃচ্ছাস্মারুতান্ ।

নিহন্তি গুল্মবাতাশ্রকৃমিশোথাস্চ দীপনঃ ॥ ৪৫ ॥

জিঙ্গীনাগুণাঃ ।

জিঙ্গী ভিজী জিজী স্তনির্যাস চ মোটকী ।

জিঙ্গী ব্রণহৃদ্রোগবাতাসারজিৎ কটুঃ ।

উষ্ণ তস্রাস্ত নির্যাসো ন স্রাদু বাহুব্যাথাপহঃ ॥ ৪৬ ॥

শাখোটক বৃক্ষের নাম ও গুণ ।

শাখোট, পীতফল, ছাগী, ক্ষীরবিনাশন, { পিণ্ডাচক্র, কর্কশচ্ছদ, শঙ্খিনীবাণ, ভূতবৃক্ষ, স্কট, অঙ্গধর, করচ্ছদ, গমাকী, ঘৃকানাস, শাখোটক, কক্ষগজ, পীত, কৈশিকোজঃ, ক্ষীরনাশ ও পীতফলক }, এই সকল শব্দ শাখোটক বৃক্ষের নাম । শাখোটক—বাতরক্ত, রক্তপিত্ত, কফ, বাত ও অতীসাররোগ নাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শাঁড়া ও শেঙড়া এবং হিন্দীভাষায় “সাহাড়া” বলে ॥ ৪৪ ॥

বরুণ বৃক্ষের নাম ও গুণ ।

বরুণ, বরুণ, শ্বেত, শাকবৃক্ষ, কুমারক, { সেতু, তিক্তশাক, কুমার, অঙ্গরীয়, সেতুক, বরুণ, শিখিমণ্ডল, শ্বেতবৃক্ষ, সৌধবৃক্ষ ও মারুতাপহ }, এই শব্দ সমূহ বরুণবৃক্ষের নাম । বরুণ—পিত্তবর্দ্ধক, ভেদক, অগ্নিপ্রদীপক এবং মূত্রকৃচ্ছ, হৃষ্টরক্ত, বাত, গুল্ম, বাতরক্ত, কৃমি ও শোথ বিনাশ করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বর্ণে ও বরুণগাছ বলে ॥ ৪৫ ॥

জিঙ্গীর নাম ও গুণ ।

জিঙ্গী, ভিজী, জিজী, স্তনির্যাস, মোটকী, { কিশী ও প্রমোদিনী }, এই শব্দ সমূহ জিঙ্গীর নাম । জিঙ্গী—ব্রণ, হৃদ্রোগ ও বাতাসার নাশক, কটু

শল্লকী নামগুণাঃ ।

শল্লকী বল্লকী মোচো গজভক্ষা মহারুহা ।  
গন্ধবীরা কুন্দুরুকী স্ত্রাবা বনকর্ণিকা ।  
শল্লকী ব্রগপিভাঅশ্লেগাপিত্তাসারজিৎ ॥ ৪৭ ॥

ইঙ্গুদনামগুণাঃ ।

ইঙ্গুদো ভল্লকো বৃক্ষঃ কণ্টকস্তাপসদ্রুমঃ ।  
ইঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদিগ্রহব্রণবিষকৃমীন্ ।  
হস্তাঘঃ শিত্রশূলয়ঃ তৎফলং কফবাতজিৎ ॥ ৪৮ ॥

কটন্তরনামগুণাঃ ।

কটন্তরশ্চাক্রশৃঙ্গী কটভী তৃণশৈগুণকঃ ।  
কটন্তরঃ প্রমেহাস্রনাড়ীব্রণবিষকৃমীন্ ॥ ৪৯ ॥

শল্লকীর নাম ও গুণ ।

শল্লকী, বল্লকী, মোচী, গজভক্ষা, মহারুহা, গন্ধবীরা, কুন্দুরুক, স্ত্রাবা, বন-  
কর্ণিকা, { সুরতি, রস, স্রবহা, মহেরুণা, হলাদিনী, গজপ্রিয়া, গজাণনা,  
গজভক্ষা, সুরভী, মহেরুণা, শিল্লকী, সল্লকী, সিঙ্ঘলকী, সিঙ্ঘলমিকা, অশ্বত্থী,  
কুষ্ঠী, অত্রফলা, করকা, মুখমোহ, সুগন্ধা, সুরভিঅবা, বলা ও হৃদ্যদা }, এই শব্দ  
সমূহ শল্লকীর নামান্তর । শল্লকী—ব্রণ, রক্তপিত্ত, কফ, পিত্ত ও অতীসার বিনাশ  
করে । হিন্দীভাষায় ইহাকে “শালই” বলে ॥ ৪৭ ॥

ইঙ্গুদের নাম ও গুণ ।

ইঙ্গুদ, ভল্লক, বৃক্ষ, কণ্টক, তাপসদ্রুম, { ইঙ্গুদী, তাপসতরু, ইঙ্গুল, ত্রিগুপ্ত,  
বিষকণ্ট, অনিলান্তক, দৌরভক, তল্পপত্র, শুলারি, বিসকট, ভৌককণ্ট, তৈলফল,  
পুতিগন্ধ, বিগন্ধক, ক্রোড়ফল, অজারবৃক্ষ ও ত্রিভুজক }, এই শব্দ সমূহ ইঙ্গুদবৃক্ষের  
নাম । ইঙ্গুদ—কুষ্ঠরোগ, ভূতাদিগ্রহ, ব্রণ, বিষ ও ক্রিমিরোগনাশক, উষ্ণবীৰ্য্য,  
শ্বিত্রনাশক ও শূলয় । ইহার ফল—কফ ও বাতপ্রণাশক । প্রচলিত বহুভাষায়  
ইহাকে ইজোট এবং কেহ কেহ জিরাপুতা বলিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

কটন্তরবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

কটন্তর, চাক্রশৃঙ্গী, কটভী, তৃণশৈগুণক, { কণ্টকশিরীষ, কিণিহি, খেতা,  
মহাখেতা ও যোহিনী }, এই শব্দ সমূহ কটন্তর বৃক্ষের নাম । কটন্তর—  
প্রমেহ, হৃষ্টরক্ত, নাড়ীরোগ, সিস্কন্ধিকামাশ্রয়

হস্ত্যক্ষঃ কফকুষ্ঠঃ তৎফলং কফশুক্ৰমুৎ ।

নির্যাসাহস্র গুরুবৃষ্ণো বলকৃদ্ধাতনাশনঃ ॥ ৫০ ॥

মুষ্ককনামগুণাঃ ।

মুষ্ককো মোক্ষকো ঘৃণ্টী শিখরী ক্ষুদ্রপাটলা ।

মোক্ষকঃ কফবাতয়ে গ্রাহী গুল্মবিষকৃমীন্ ॥ ৫১ ॥

হস্ত্যক্ষো বস্তিরুদ্ধগু স্তম্ভপুষ্পং কফপিত্তজিৎ ।

নির্যাসোহস্র পরং বৃষ্ণঃ শোষপিত্তানিলাপহঃ ॥ ৫২ ॥

পারিভদ্রনামগুণাঃ ।

পারিভদ্রো নিম্বরক্ষো রক্তপুষ্পঃ প্রভদ্রকঃ ।

কণ্টকী পারিজাতঃ স্যানন্দারঃ কটিকিংশুকঃ ।

পারিভদ্রঃ কৃমিল্লেশমেদঃ কফানিলাপহঃ ॥ ৫৩ ॥

ইহার ফল—কফ ও শুক্রনাশক ও চক্ষুরোগ নিবারক । ইহার নির্যাস—গুরু, হস্ত্য, বলকর এবং বাতনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কান্ধাশিরীষ, কড়ই ও ছুইকাটা বলে ॥ ৪৯-৫০ ॥

মুষ্ককবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

মুষ্কক, মোক্ষক, ঘৃণ্টী, শিখরী, ক্ষুদ্রপাটল, { মুষ্ক, মোচক, মুষ্কক, গোলিক, মেহন, ক্ষারবৃক্ষ, পাটলী, বিষাপহ, জটাল, জলবাসি, স্তম্ভীক্ষক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, গোলাট, কাটল, মোক্ষ, গোলিহু, ঘণ্টা, পাটলি, ঘণ্টাক, লাট, তীক্ষ, ঘণ্টক, কাঠপাটলি, কালাহালী, কাচস্থালী ও কালঘণ্টা }, এই সকল শব্দ মুষ্ককবৃক্ষের নাম । মুষ্কক—কফ ও বাত, গ্রাহী, গুল্ম, বিষ ও কৃমিনাশক, উষ্ণ এবং বস্তি-গতরোগ, কণ্ডু বিনাশক । ইহার পুষ্প—কফ ও পিত্তনাশক । ইহার আঠা—অত্যন্ত বলকর এবং শোষ, পিত্ত ও বাতব্যাধিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ঘণ্টাপারুল এবং হিন্দীভাষায় “মোবা” বলে ॥ ৫১-৫২ ॥

পারিভদ্রের নাম ও গুণ ।

পারিভদ্র, নিম্বরক্ষ, রক্তপুষ্প, প্রভদ্রক, কণ্টকী, পারিজাত, স্যানন্দ, কটিকিংশুক, { পারিভদ্রক, নিম্বরক্ষ, পারিজাতক, রক্তপুষ্পক, ক্রিমিশক, রক্তকৃষ্ণ, কৃমি, বহুপুষ্প ও রক্তকেশর }, এই শব্দ সমূহ পারিভদ্রের নামান্তর । পারি-



শাল্মলীনামগুণাঃ ।

শাল্মলী তুলিনী মোচা কুঙ্কটী রক্তপুষ্পিকা ।

কণ্টকাঢ্যা স্থূলদলা পিচ্ছলা চিরজীবিনী ॥ ৫৪ ॥

শাল্মলী শীতলা বৃষা বৃংহণী রক্তপিত্তজিৎ ।

নির্যাসোহস্ত্র পরং বৃষ্যঃ শোথপিত্তানিলাশ্রজিৎ ।

রসায়নবরা স্নিগ্ধ তৎপুষ্পং গ্রাহি পিত্তজিৎ ॥ ৫৫ ॥

ভুগিনামগুণাঃ ।

ভুগিঃ কুঠের আপীতস্তনুকো নন্দিপাদপঃ ।

ভুগিঃ গ্রাহী হিমো বৃষো ব্রণকুষ্ঠাশ্রপিত্তহঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপর্ণনামগুণাঃ ।

সপ্তপর্ণো গুচ্ছপুষ্প ছত্রী শাল্মলিপত্রকঃ ।

সপ্তপর্ণো ব্রণলোম্ববাতকুষ্ঠহরঃ সরঃ ॥ ৫৭ ॥

সীমুলগাছের নাম ও গুণ ।

শাল্মলী, তুলিনী, মোচা, কুঙ্কটী, রক্তপুষ্পিকা, কণ্টকাঢ্যা, স্থূলদলা, পিচ্ছলা, চিরজীবিনী, { শাল্মলিকা, শাল্মলি, শাল্মলিনী, পিচ্ছলা, তুলিফলা, পুরণী, স্থিরায়, ছরারোহা, শাল্মল, অপূরণী, নির্গন্ধপুষ্পী, শরতুলিনী, রক্তপুষ্পা, কণ্টকারী, মোচণী, শীমল, চণ্ডা, রুদলা, চিরজীবী, বক্তোৎপল, বম্যপুষ্প, বহুবীৰ্য, বদ্রুম, দীর্ঘদ্রুম, স্থিররুল, দীর্ঘদ্রু, কণ্টকাস্থ, শাল্মলি ও শাল্মলী }, এই সকল শব্দ সীমুলের নাম । সীমুল—শীতল, বৃষা, বীৰ্য্যজনক ও রক্তপিত্তনাশক । ইহার নির্যাস—অতিশয় বলকর, শোথ, পিত্ত, বাতনাশক, রসায়নশ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ । ইহার পুষ্প—গ্রাহি এবং পিত্তনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে 'সিমুল' ও 'পাকড়া' বলে ॥ ৫৪-৫৫ ॥

ভূবিবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

ভূবি, কুঠের, আপীত, তমুক, নন্দিপাদপ, { ভূবি, ভুল, ভুল, ব্রহ্মশাক, ব্রাহ্মশেঠ, পুষক, ব্রহ্মশাক, সুপুষ্প, সুরূপ, নীলবৃত্তক ও ঐমুক } এই শব্দ সমুদায় ভূবিবৃক্ষের নাম । ভূবি—মলরোধক, শীতল, বৃষা এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে 'ভুঁত' বলে ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপর্ণের নাম ও গুণ ।

সপ্তপর্ণ, গুচ্ছপুষ্প, ছত্রী, শাল্মলিপত্রক, সপ্তপর্ণ, ব্রণলোম্ববাতকুষ্ঠহরঃ ॥ ৫৭ ॥

## হারিদ্ৰকনামগুণাঃ ।

হারিদ্ৰকঃ পীতবর্ণঃ শ্রীমান্ গৌরদ্ৰুমো বরঃ ।

হারিদ্ৰকঃ কফহরো ত্রণশোধনরোপণঃ ॥ ৫৮ ॥

## করঞ্জনামগুণাঃ ।

করঞ্জো নক্তমালঃ স্রাৎ নক্তাহো দ্ব্যতবর্ণকঃ ।

পৃতীকোহস্তঃ পৃতীকর্ণঃ প্রকীর্ণশ্চিরবিষকঃ ॥ ৫৯ ॥

করঞ্জঃ কটুকস্তোক্ষো বীৰ্য্যোষণো যোনিদোষজিৎ ।

কুষ্ঠোদাবর্তগুণ্মার্শোত্রণকৃমিকফাপহঃ ॥ ৬০ ॥

তৎফলং কফবাতহরং মেহার্শঃকৃমিকুষ্ঠজিৎ ।

তৎপত্রং কফবাতার্শঃকৃমিশোথহরং পরম্ ॥ ৬১ ॥

করঞ্জী কাংকতিভা চ বয়স্যঙ্গারবল্লরী ।

করঞ্জিকোষবাতার্শঃকৃমিকুষ্ঠপ্রমেহনুৎ ॥ ৬২ ॥

নাশ, শূতিপর্ণ, ঐহানী, গুৎসপুচ্ছ, শক্তিপর্ণ, স্রপর্ণক, অযুকচ্ছদ, অযুগচ্ছদ, যুগ-পর্ণ, মুচ্ছিত, বহুলডক, গন্ধিপর্ণ, বহুপর্ণ ও মদগন্ধক }, এই শব্দ সমুদয় সং-পর্ণের নাম । সপ্তপর্ণ—ত্রণ, স্তোম্য, বাত ও কুষ্ঠনাশক এবং সায়ক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ছাতিম, ছেতেন এবং হিন্দীভাষায় “ছনিবন্” বলে ॥ ৫৭ ॥

## হারিদ্ৰকের নাম ও গুণ ।

হারিদ্ৰক, পীতবর্ণ, শ্রীমান্, গৌরদ্ৰুম ও বর, এই কয়েকটি শব্দ হারিদ্ৰকের নাম । হারিদ্ৰক—কফনাশক, ত্রণশোধনকারক এবং ইহা দ্বারা ত্রণ পুড়িয়া উঠে । ইহা একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ ॥ ৫৮ ॥

## করঞ্জের নাম ও গুণ ।

করঞ্জ, নক্তমাল, নক্তাহো ও দ্ব্যতবর্ণক, এই কয়েকটি শব্দ করঞ্জের নাম । পৃতীক, পৃতীকর্ণ, প্রকীর্ণ ও চিরবিষক, এই কয়েকটি শব্দ অগ্রপ্রকার করঞ্জের নাম । করঞ্জ ৬ প্রকার যথা—তহরকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, কাটাকরঞ্জ, মাকড়াকরঞ্জ, বিষকরঞ্জ ও অন্নকরঞ্জ । করঞ্জ—কটুরসায়ক, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, উষ্ণবীৰ্য্য, যোনিদোষ-নাশক এবং ইহা কুষ্ঠরোগ, উদাবর্ত, গুল্ম, অর্শ, ত্রণ, কৃমি ও কফ বিনাশ করে ।

## তিরিগিচ্ছিনামগুণাঃ ।

তিরিগিচ্ছির্গজকণ্টকঃ করঞ্জী ক্ষীরিণী দ্বিপঃ ।

তিরিগিচ্ছির্ব্বলাসার্শঃ কুমিকুষ্ঠপ্রমেহহৃৎ ॥ ৬৩ ॥

## শমীনামগুণাঃ ।

শমীতুঙ্গাশঙ্কুফলা পবিত্রা কেশহৃৎফলা ।

লক্ষ্মী শিবান্ধ্যাধিমতী ভূশমী শঙ্করাহুয়া ॥ ৬৪ ॥

শমী শীতা লঘুশ্বাসকুষ্ঠার্শঃ কফহৃৎ সর।

তৎফলং পিত্তলং রুক্ষং মেধ্যং কেশবিনাশনম্ ॥ ৬৫ ॥

## টিষ্ঠিণীনামগুণাঃ ।

শমীষিকা টিষ্ঠিণিকা দুর্ব্বলান্মুশিরীষিকা ।

টিষ্ঠিণী কফকুষ্ঠার্শঃ সন্নিপাতবিষাপহাঃ ॥ ৬৬ ॥

করঞ্জী, কাকভিজা, বয়স্কা, অজারবল্লরী, { উদকীর্ষা, ষড়্‌ঐহা, হস্তিবরুণী, মরুটী, বায়সী ও করঞ্জিকা }, এই সকল শব্দ করঞ্জিকার নাম । ইহা উষ্ণবাত, অর্শ, কুমি, কুষ্ঠ ও প্রমেহরোগ নিবারণ করে । ইহা একপ্রকার কঙ্জ বিশেষ : ইন্দ্রীভাষায় ইহাকে অরাবী খলে ॥ ৫৯-৬২ ॥

তিরিগিচ্ছির নাম ও গুণ ।

তিরিগিচ্ছি, গজকণ্ট, করঞ্জী, ক্ষীরিণী ও দ্বিপ, এই কয়েকটি শব্দ তিরিগিচ্ছির নাম । তিরিগিচ্ছি—কফ, অর্শ, কুমি, কুষ্ঠ ও প্রমেহ নাশক । ইহা বৃক্ষ বিশেষ ॥ ৬৩ ॥

শমীর নাম ও গুণ ।

শমী, তুঙ্গা, শঙ্কুফলা, পবিত্রা, কেশহৃৎফলা, - লক্ষ্মী, শিবা, { মুক্তফলা, কাকনাগি, শঙ্কুফলী, সজ্জুফলী, কচরিপফলা, কেশমুখনি, ঈশানী, তপনতনয়, ইষ্টা, শুভকরী, হবির্গন্ধা, মেঘা, দুর্জিতদমনী, সজ্জুফলি, সমুদ্রা, অগ্নিগর্ভা, সমীর, ঈশান, মঙ্গলা, সুরভি, পাপশমনী, ভজা, শঙ্করা, কেশহস্তী, শিবাফলা, সুপত্রা ও সুধদা }, এই সকল শব্দ শমীর নাম ।

আধিমতী, ভূশমী ও শঙ্করাহুয়া, এই শব্দত্রয় ভূশমীর নাম । শমী—শীতল, লঘুপাকী, শ্বাসনাশক, কুষ্ঠগ্র, অর্শনাশক, কফনাশক ও ভেদক । ইহার ফল—পিত্তবর্দ্ধক, রুক্ষ, মেধাজনক ও কেশনিবারক ॥ ৬৪-৬৫ ॥

টিষ্ঠিণীর নাম ও গুণ ।

শমীষিকা, টিষ্ঠিণিকা, দুর্ব্বলা, অমুশিরীষিকা, ও { টিষ্ঠিণী }, এই সকল শব্দ টিষ্ঠিণীর নাম । টিষ্ঠিণী—কফ, কুষ্ঠ, অর্শ, সন্নিপাত ও বিষনাশক । প্রচলিত

অরিষ্টকনামগুণাঃ ।

অরিষ্টকো গৰ্ভপাতো কুস্তবীৰ্য্যশ্চ ফেনিলঃ ।

কৃষ্ণবীজো রক্তবীজঃ পীতফেনোহৰ্ষসাধনঃ ।

অরিষ্টকস্ত্রিদোষন্ন উষোগৰ্ভগ্রহাপহঃ ॥ ৬৭ ॥

শিংশপানামগুণাঃ ।

শিংশপা কপিলা কৃষ্ণসারামণ্ডল পত্রিকা ।

অন্য কুশিংশপা ভস্মপিঙ্গলা স্নানসাদনী ॥ ৬৮ ॥

শিংশপোষণং হরেন্নোহান্ কুষ্ঠধ্বিত্রবমিকৃমীন্ ।

বস্তিরুগ্ভ্রণদাহাস্রগৰ্ভগূঢ়নিপাতিনী ॥ ৬৯ ॥

অগস্ত্যানামগুণাঃ ।

অগস্ত্যো বঙ্গসেনান্নঃ মধুশিগ্রু মূনিদ্রুমঃ ।

অগস্ত্যঃ পিত্তকফজিহ্নিদাঘশমনো হিমঃ ।

তৎপুষ্পং নীলমল্লোপিত্তনস্ত্যক্তানাশনঃ ॥ ৭০ ॥

অরিষ্টকের নাম ও গুণ ।

অরিষ্টক, গৰ্ভপাত, কুস্তবীৰ্য্য, ফেনিল, কৃষ্ণবীজ, রক্তবীজ, পীতফেন, অৰ্ষ-  
সাধন ও অরিষ্ট, এই সকল শব্দ অরিষ্ট করঞ্জের নাম । ইহা ত্রিদোষনাশক,  
উষ্ণবীৰ্য্য এবং গৰ্ভগ্রহনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে রীঠেকরঞ্জ এবং  
মেহ কেহ ভূরীঠে বলে ॥ ৬৭ ॥

শিংশপাবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

শিংশপা, কপিলা, কৃষ্ণসারা, মণ্ডলপত্রিকা, { পিচ্ছিলা, অশ্রু, ভস্মগৰ্ভা,  
অশ্রু, শিংশপা, যুগ্মপত্রিকা, কৃষ্ণা, পিপলা, বীরা, রান্নাফাৰ্ঘ্য, ধুমাত্রিকা ও  
শ্রামা }, এই সকল শব্দ শিংশপার নাম । কুশিংশপা, ভস্মপিঙ্গলা ও বসাদনী,  
এই শব্দত্রয় অন্ত্রবিধ শিংশপার নাম । শিংশপা—উষ্ণবীৰ্য্য এবং মেহ, কুষ্ঠ,  
ধ্বংসকুষ্ঠ, বমি, কৃমি, বস্তিরোগ, ভ্রণ, দাহ, রক্তদোষ ও মূঢ়গৰ্ভরোগ নিবাহক ।  
প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শিশুকাঠ এবং হিন্দিভাষায় “শীসব” বলে ॥ ৬৮-৬৯ ॥

বকপুষ্পবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

অগস্ত্য, বঙ্গসেনান্ন, মধুশিগ্রু, মূনিদ্রুম, { বক, অগস্তি, শিববল্লী, পাণ্ডপাত,

যো রাজ্যং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-

স্তেন শ্রীমদননুপেণ নিৰ্ম্মিতোহত্র ।

অন্যোহভূমদনবিনোদনামি পূর্ণ-

শিচত্রোহয়ং ললিতপদৈৰ্বটাদিবৰ্গঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি পঞ্চমোধ্যায়ঃ ।

বকবুদ্ধের নাম । বকবুদ্ধ—পিত্ত, কফ ও দাহনাশক এবং শীতল । ইহার পুষ্প --  
পীনস, কফ, পিত্ত ও রাত্ৰ্যক্ষতা নাশক ॥ ৭০ ॥

রাজগণের মুখতিলকস্বরূপ প্রচণ্ড বোদ্ধ সম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল বিরচিত  
মদনবিনোদ নামক গ্রন্থে পঞ্চদশে অধিভ বটাদিবৰ্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## অথ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।



মঙ্গলাচরণঃ !

ভ্রমোচ্ছলদ্বন্ধরিকাগ্রপিষ্ঠং মন্দস্মিতং বেণুনির্দারকৃতম্ ।

গোপালিকানাক্ষরতালিকাভিনৃত্যমহস্তং পরমং স্মরামি ॥ ১ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায় ।

মঙ্গলাচরণ ।

ভ্রমনৃত্যাহেতু উচ্ছলিত বন্ধরিকার (নুপুরের) অগ্রপেষক (অগ্রভাগাকর্ষক),  
বৃহদক্ষ হস্তকারী, বেণু নির্দারে অম্বরক্ত এবং গোপীগণের করতালীর সহিত  
নৃত্যকারী, এমন সেই পরম ভোজ্যস্বরূপ কৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥

দ্রাক্ষাদিবিধঃ ।

দ্রাক্ষানামগুণাঃ ।

দ্রাক্ষা মধুফলা স্বাদী হারহরফলোত্তমা ।

মৃদ্বীকা মধুযোনিষ্ঠ রসাল। গোস্তুনী গুড়া ॥ ২ ॥

দ্রাক্ষা পকা সরা শীতা চক্ষুগ্যা বৃংহণী গুরুঃ ।

হস্তি তৃষণাজ্বরশ্বাসবাস্তিবাভ্রকামলাঃ ॥ ৩ ॥

কৃচ্ছ্রাশ্রপিভ্রসন্মোহদাহশোষমদাত্যয়ান্ ।

আমা সাল্লগুণা গুব্বী সৈবান্না রক্তপিত্তকৃৎ ॥ ৪ ॥

নির্বীৰ্য্যাহন্যা লঘুদ্রাক্ষা গোস্তুনীসদৃশা গুণৈঃ ।

দ্রাক্ষাপর্ব্বতজা লঘু সাল্লশ্লেষ্মাল্পিত্তকৃৎ ॥ ৫ ॥

পকাপকশুষ্কান্নান্নানামগুণাঃ ।

অগ্নিশ্চূতো রসালোহসৌ সহকারোহতিসৌরভঃ ।

মাকন্দঃ পিকবন্ধুঃ শ্রাদ্রসালঃ কামবল্লভঃ ॥ ৬ ॥

দ্রাক্ষাফলাদিবিধঃ ।

দ্রাক্ষার নাম ও গুণ ।

দ্রাক্ষা, মধুফলা, স্বাদী, হারহর, ফলোত্তমা, মৃদ্বীকা, মধুযোনি, রসাল, গোস্তুনী, গুড়া, { কৃষ্ণা, চাক্ষুফলা, রসা, মধুরসা, স্বল্পরী, প্রিয়াল, তাপসপ্রিয়া, গুচ্ছফলা ও অশ্বকৃফলা }। এই লব্ধ দ্রাক্ষার নাম। পক দ্রাক্ষা—ভেদক, শীতল, চক্ষুরোগে হিতকর, বীৰ্য্যজনক, গুরু এবং তৃষণা, জ্বর, শ্বাস, বমি, বাতরক্ত, কামলা, মৃদুকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, সন্মোহ ( ভ্রমবোধ ), দাহ, শোষ ও মদাত্মরোগ বিনাশক। কাঁচাদ্রাক্ষা—পকদ্রাক্ষা অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত এবং গুরু। অন্ন-রসায়ক দ্রাক্ষা—রক্তপিত্তনাশক। গোস্তুনীদ্রাক্ষা—বীৰ্য্যকর, গুরু, কফর ও পিত্তনাশক। বীজহীন লঘু দ্রাক্ষা—গোস্তুনীর সদৃশ উপকারক। পর্ব্বত প্রদেশে সঞ্চারিত দ্রাক্ষা—অত্যন্ত লঘু কিন্তু তাহা অন্নরসসংযুক্ত হইলে কৃক ও রক্তপিত্ত-নাশক বলিয়া জানিবে। প্রচলিত বক্তব্যায় লঘু দ্রাক্ষাকে কিসমিল্ ও গোস্তুনীকে মনেজ্জা ( মতান্তরে আঙ্গুর ) এবং হিন্দীভাষায় দ্রাক্ষাকে “দাখ” এবং পারস্তভাষায় “আঙ্গুর” বলে ॥ ২-৫ ॥

আম্রের নাম ও গুণ ।

আত্মো গ্রাহী প্রমেহাস্রকফপিত্তব্রণান্ জয়েৎ ।

তৎফলস্থালমত্যয়ং রক্ষন্দোষত্রয়াশ্রজিৎ ॥ ৭ ॥

পক্কান্ত মধুরং রুগ্যং স্নিগ্ধং হৃগ্যং বলপ্রদম্ ।

গুরু বাতহরং রুচ্যং বর্ণ্যং শীতমপিভলম্ ।

রসসুস্থ্য সরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বলবর্গকৃৎ ॥ ৮ ॥

সহকারক বাতঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মাবিনাশনম্ ।

কষায়ং মধুরং রুগ্যং গুরু স্নিগ্ধং বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥

পকাত্মং জনয়েদায়ুর্মাংসশুক্রবলপ্রদম্ ।

শুক্রাত্তন্ত কষায়ান্নভেদনং কফবাতজিৎ ॥ ১০ ॥

জন্ম নাম গুণাঃ ।

মহাজন্ম, রাজজন্ম, মহাস্কন্ধা, বৃহৎফলা ।

ক্ষুদ্রজন্ম, বীরপত্রা মেঘাতা, কামবল্লভা ॥ ১১ ॥

বসন্তজন্ম পিকপ্রিয়, জ্বীপ্রিয়, গন্ধবন্ধু, অলিপ্রিয়, শরেষ্ট মদিরাশী, কেশবান্ধব, পরমাসব, কীরেষ্ট, কামশর, মাধবজন্ম, ভৃঙ্গাভীষ্ট, সীধুরস, মাধুগী, বসন্তদূত, অন্ন-ফল, মেদোধ্য, মন্থাখালয়, মধবাস, স্মৃদন, পিকরাগ, প্রিয়লু ও কোকিলা-বাস }, এই শব্দ সমূহ আত্মের নাম । আত্ম - গ্রাহী এবং প্রমেহ, দুষ্টরক্ত, কফ, পিত্ত ও ব্রণনাশক । ইহার কাঁচা কচিকল - অত্যন্ত অন্নরসাত্মক, রক্ষ এবং ত্রিদোষ ও রক্তদোষ নিবারক । পক-আত্ম - মধুর, বলকর, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিজনক, বলপ্রদ, গুরু, বাতনাশক, কঠিকর, বর্ণের ওজ্জ্বল্যাকারক, শীতল এবং অন্ন পিত্ত-বর্জক । ইহার রস - সারক, স্নিগ্ধ, কঠিকর, বলকর, ও কান্তিজনক । মিষ্ট আত্ম - বাত, পিত্ত ও কফনাশক, কষায় রসাত্মক, বলকর, গুরু, স্নিগ্ধ, বিশেষতঃ আয়ু, মাংস, শুক্র ও বলোৎপাদক । শুক্রাত্ম - কষায়, অন্ন, ভেদক, কফ ও বাত নাশক । প্রচলিত বক্তব্যায় আত্মকে আম ও আঁব এবং শুক্রাত্মকে আমদী ও আমচুর বলে ॥ ৬-১০ ॥

ত্রিবিধ জন্ম র নাম গুণ ।

মহাজন্ম, রাজজন্ম, মহাস্কন্ধা, বৃহৎফলা, { মহাজন্ম, স্বর্ণমাতা, পিক-প্রিয়, কোকিলেষ্টা, মহানীলী, জম্বুল, ফলেজ, নন্দ ও সুরভিপত্র } । এই শব্দ কয়েকটি মহাজন্মের নাম । ক্ষুদ্রজন্ম, বীরপত্রা, মেঘাতা, কামবল্লভা ।

নাদেয়ী স্রাৎ ক্ষুদ্রফলা তৎফলজম্বুজাম্ববম্ ।

জম্বুঃ সংগ্রাহিণী রুক্ষা কফপিত্তত্রণাস্রজিৎ ॥ ১২ ॥

রাজজম্বুফলং স্বাদু বিষ্টিস্তি গুরু রোচনম্ ।

ক্ষুদ্রজম্বুফলস্তদ্বৎ বিশেষাদাহনাশনম্ ॥ ১৩

নারিকেলনামগুণাঃ ।

নারিকেলো দৃঢ়ফলো মহারুক্ষো মহাফলঃ ।

তৃণরাজস্তু গফলস্তু গাহ্বো দৃঢ়বীজকঃ ॥ ১৪ ॥

নারিকেলফলং শীতং দুর্জ্বরং বস্তিশোধনম্ ।

বিষ্টিস্তি বৃংহণং বৃষ্যং বাতপিত্তাস্রদাহজিৎ ॥ ১৫ ॥

তস্মাভুঃ শীতলং হৃদ্যন্দীপনং শুক্রলং লঘু ।

তৎপাদপশিরোমজ্জা শুক্রলো বাতপিত্তজিৎ ॥ ১৬ ॥

নাদেয়ী, ক্ষুদ্রফলা, { ভূমিজম্বু, কাকজম্বু, শীতপল্লা, কাম্বপত্র, বনজম্বু ও জম্বু-  
জম্বুকা } এই সমুদায় শব্দ বনজম্বুর নাম । ইহার ফলকে জম্বু ও জাম্বব বলে ।  
রাজজম্বুফল—স্বাদু, বিষ্টিস্তি, গুরু ও রুচিকর । ক্ষুদ্রজম্বু—রাজজম্বুর গুণযুক্ত  
অধিকন্তু দাহনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় জম্বুকে জাম, রাজজম্বুকে বড় জাম ও  
জামকল বলে, ক্ষুদ্রজম্বুকে ক্ষুদ্রজাম এবং বনজম্বুকে বনজাম ও হামজাম  
বলে ॥ ১১-১৩ ॥

নারিকেলের নাম ও গুণ ।

নারিকেল, দৃঢ়ফল, মহারুক্ষ, মহাফল, তৃণরাজ, তৃণফল, তৃণাহ, দৃঢ়বীজক,  
পাল্লী, নারিকেল, নাড়িকেল, নারীকেলী, নারীকারী, নারিকেলী, মহাপুল্প,  
শিবরুক্ষ, মৃদুফল, পুটোদক, নালিকের, রসফল, সুভূজ, কুর্চশেখর, দৃঢ়নীল,  
নীলভক, মজল্য, উচ্চতরু, দাক্ষিণাত্যরু, ক্ষুদ্রতরু, হরারোহ, ত্রাশ্বকফল, শিরাকল,  
করকান্তাঃ, পয়োধর, মৎকুণ, কৌশিকফল, কলমুণ্ড, মুণ্ডফল, চটাকল, বিশ্বামিত্র-  
প্রিয়, নাড়ীকেল, নারিকের, সুভজ, ফলকেশর, বহুফল, কুর্চশীর্ষক, জম্বু ও  
জম্বুফল } এই শব্দ সকল নারিকেলের নামান্তর । নারিকেলফল—শীতল,  
হৃদ্য, বস্তিশোধক, বিষ্টিস্তি, বৃংহণ, বৃষ্য এবং বাত, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক ।  
ইহার জল—শীতল, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, পিত্তহারক এবং রসক ।



খর্জুরিকানামগুণাঃ ।

শ্রেণী খর্জুরিকাবৃক্ষঃ শ্রীফলা দ্বীপসম্ভবা ।  
 পিণ্ডখর্জুরিকা খর্জুর্দুঃপ্রধর্বা স্ককণ্টকা ॥ ১৭ ॥  
 অন্যা স্কন্ধফলা স্বাদ্বী দুর্ভাস্তেহমুদুচ্ছদা ।  
 ভূমিখর্জুরিকা কাককর্কটী কামুককর্কটী ॥ ১৮ ॥  
 খর্জুরিকাফলং শীতং স্বাদু স্নিগ্ধং ক্ষতাস্রজিৎ ।  
 বল্যং হস্তি মরুৎপিত্তং মদমুচ্ছামদাত্যয়ান্ ॥ ১৯ ॥  
 তস্মাদন্নগুণং জেয়মন্যং খর্জুরিকাফলম্ ।  
 তস্মাজ্জা মৃদ্বজঃ শীতো রঘ্যঃ পিত্তাস্রদাহজিৎ ॥ ২০ ॥

শিলেমানীনামগুণাঃ ।

শিলেমানী পরা লোকে মৃদুলা তিবরীফলা ।  
 শিলেমানী শ্রমভ্রান্তিদাহমুচ্ছাঅপিত্তনৃৎ ॥ ২১ ॥

ত্রিবিধ খর্জুরের নাম ও গুণ ।

শ্রেণী, খর্জুরিকাবৃক্ষ, শ্রীফলা, দ্বীপসম্ভবা, পিণ্ডখর্জুরিকা, খর্জুর্দুঃপ্রধর্বা, স্ককণ্টকা, { পিণ্ডখর্জুরী, রাজজম্ব, পিণ্ডী, ফলমুদারিকা, দীপ্যা, সপিণ্ডা, মধুরস্রবা, কলপুশা, দহভক্ষা, স্নাতুপিণ্ডা }, এই শব্দগুলি পিণ্ডখেজুরের নাম । স্কন্ধফলা, স্বাদ্বী, দুর্ভাস্তেহা, মুদুচ্ছদা, ভূমিখর্জুরিকা, কাককর্কটী, কামুককর্কটী, { খরস্কন্ধা, নিঃশ্রেণী, কষায়, সবনেষ্টা, হরিপ্রিয়া ও স্নাতুমুদ্রিকা }, এই সকল বস্ত্রখেজুরের নাম । গোস্তনাকার ছোহারা নামক অল্প এক প্রকার খেজুর আছে । দীপান্তরে অর্থাৎ আরবাবি দেশে জন্মে । পিণ্ডখেজুর পশ্চিম দেশে উৎপন্ন হয় । বনখেজুর প্রায় সর্বত্রই জন্মিয়া থাকে । পিণ্ডখেজুর ফল—শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, উষ্ণকৃত ও রক্তনাশক, বলকর এবং বাত, পিত্ত, মদাতার, মুচ্ছা ও মত্ততানাসক । সর্বত্রই বনখেজুর—পিণ্ডখেজুর অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট । ইহার মণ্ডকের মজ্জা ( মাষী )—শীতল, বলজনক, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক বলিয়া জানিবে ॥ ১৭-২০ ॥

শিলেমানীর নাম ও গুণ ।

শিলেমানী, মৃদুলা, তিবরীফলা, { সুনেশানী ও দলহীনফলা }, এই শব্দ কয়েকটি শিলেমানীর নামান্তর । শিলেমানী—শ্রম, ভ্রান্তি, দাহ, মুচ্ছা ও রক্তপিত্ত নাশক । ইহা এক প্রকার পিণ্ডখেজুর জাতীয় ॥ ২১ ॥

কদলীনামগুণাঃ ।

কদলি গ্রহিণী মোচা রস্তা বীরাযতচ্ছদা ।

কদলী বারগী পুষা রস্তামোচা মহাফলা ॥ ২২ ॥

কদলৌ যোনিদোষাশ্চরক্তপিত্তহরা হিমা ।

তৎকন্দঃ শীতলো বল্যঃ কেশ্যঃ পিত্তকফাশ্রজিৎ ॥ ২৩ ॥

তৎফলং মধুরং শীতং বিষ্টম্ভি কফকৃৎ গুরুঃ ।

স্নিগ্ধং পিত্তাশ্রুতদাহক্ষতক্ষয়সমীরজিৎ ॥ ২৪ ॥

দাড়িমনামগুণাঃ ।

দাড়িমী রক্তকুসুমা দন্তবীজা শুকপ্রিয়া ।

দাড়িমন্দীপনং হৃদ্যং রোচনং নাতিপিত্তলম্ ॥ ২৫ ॥

কদলীর নাম ও গুণ ।

কদলি, গ্রহিণী, মোচা, রস্তা, বীরা, আয়তচ্ছদা, কদলী, বারগী, পুষা, রস্তা-মোচা, মহাফলা, { বারগবুসা, অংশুমলফলা, কাষ্টীলা, কদল, বারগবুসা, বারবুসা, সুরফলা, সক্রুৎফলা, শুচ্ছকলা, সুরুমারা, নিঃসারহ, হস্তিবিষাণী, শুচ্ছদন্তিকা, রাজেষ্ঠী, বারাকপ্রিয়া, উরুভুজা, ভাহুফলা, বনলক্ষ্মী, মৎপত্রী, নগরৌষধি, মোচক, রোচক, লোচক, কদলক, বারগবল্লভা, চন্দ্রখতী, তন্তুবিগ্রহা, বারগা, অম্বুসারী, অংশমতীফলা }, এই শব্দ সমুদায় কদলীর নামান্তর । কদলী—যোনিদোষ, অশ্বরৌ ও রক্তপিত্তনাশক ও শীতল । ইহার কন্দ ( কলার এঁটে )—শীতল, বলকর, কেশের হিতকর ও পিত্ত, কফ ও দুষ্টরক্তনাশক । ইহার ফল ( কলা )—মধুর, শীতল, বিষ্টম্ভি, কফকর, গুরু, স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত, তৃকা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বাতনাশক সুবর্ণ, কদলী, মর্ত্তমান কদলী, অমৃতকদলী, চম্পককদলী, প্রভৃতি ভেদে কদলী বিবিধ প্রকার ; এই সকল কদলী অতীব গুণশালী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় কদলীকে কলা, যাবনিক ভাষায় কেলা, পারস্ত-ভাষায় কবেজ ও হিন্দীভাষায় কেত্রা এবং কদলীকন্দকে বঙ্গভাষায় কলারএটে ও হিন্দীভাষায় কেরাকন্দ বলে ॥ ২২-২৪ ॥

দাড়িমের নাম ও গুণ ।

দাড়িমী, রক্তকুসুমা, দন্তবীজা, শুকপ্রিয়া, { দাড়িম, পিওপুল্প, করক, দাড়িম, পর্কট, স্বাভয়, পিণ্ডীর, ফলশড়ব, শুকবল্লভ, মুখবল্লভ, রক্তপুল্প ডালিম, শূকাদন, দাড়িমীনার, ফলশাড়ব, ফলবাড়ব, রক্তবীজ, মধুফলা, কুচকল, রোচন, মণিবীজ, সুরফল, কদলফল, বৃত্তফল, সুনীল, নীলপত্র ও নীলপত্রক }, এই শব্দ সমূহ দাড়িমের নাম । দাড়িম—অগ্নি-

কষায়ানুরসঙ্গাহি দ্বিবিধা হৃদ্রবেতবৎ ।

তয়োঃ স্নাতু ত্রিদোষম্নম্নবাতবলাশ্রজিৎ ।

শুষ্কান্নং দাড়িমীসারঃ ফুট্রিতং কফবাতহৎ ॥ ২৬ ॥

কতকনামগুণাঃ ।

কতকশু ফলম্নেত্র্যং জলনির্মলকারকম্ ।

বাতশ্লেষ্মহরং শীতং মধুরং তুবরঙ্গুরূ ॥ ২৭ ॥

বদরী নামগুণাঃ ।

বদরী কর্কটী মোচা কোরন্টী যুগ্মকণ্টকা ।

অন্না স্নিগ্ধাচ্ছবক্রোশাফলা সৌবীরিকা পরা ॥ ২৮ ॥

হস্তিকোলিঃ পরা ত্বন্যা লঘ্বী কর্কন্ধুঃ কীধুকা ।

বদরী শীতলা তিত্তা রুক্ষা পিত্তকফাপহা ।

বদরন্তুপরং লোকে ফেনিলং কুবলং কুহম্ ॥ ২৯ ॥

দীপক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, ঈষৎ পিত্তবর্জক, অন্ন কষায় রসবিশিষ্ট ও মল-  
রোধক । ইহা স্নাতু ও অন্নভেদে দ্বিবিধ । তন্মধ্যে স্নাতু—ত্রিদোষর এবং অন্ন—  
কফ ও বাতনাশক । শুষ্ক অন্নদাড়িমের ছালের কাথ—কফর ও বাতনাশক ।  
প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ডালিম, হিন্দীভাষায় আনার এবং পারস্যভাষায়  
বেদানা বলে ॥ ২৬—২৬ ॥

কতকফলের নাম ও গুণ ।

কতক, কতকফল, { রক্ত, অম্লপ্রসাদ, তিস্তক, নিম্বাল্য, ফচ্য, ছেদনীর,  
শুষ্কফল ও তিস্তকময়িত } এই শব্দ সকল কতকফলের নামান্তর । কতকফল—  
চক্ষুরোগে হিতকর, জল নির্মলকারক, বাতনাশক, কফর, শীতল, মধুর, কষায়  
রসাস্বক ও শুক্ল । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে নির্মলী ফল বলে ॥ ২৭ ॥

বদরীর ( কুলের ) নাম ও গুণ ।

বদরী, কর্কটী মোচা, কোরন্টী ও যুগ্মকণ্টকী, { কোলা, কোলী, কুবলী,  
স্নাতুফল, গুণ্ডনঘী ও পিচ্ছলা }, এই শব্দ সকল বদরীর নাম । স্নিগ্ধা, ছবকো-  
শাফলা ও সৌবীরিকা, এই কয়েকটি শব্দ অত্রবিধ বদরীর নাম । হস্তি-  
কোলি, লঘ্বী, কর্কন্ধু, কীধুকা, { গোপঘোন্টী, বদরীচ্ছলা শৃগালকোলি,  
বাদির, ঘোন্টা ও গোপঘোন্টা } এই শব্দ সমূহ শৈয়াকুলের নাম । বদরী—  
শীতল, তিস্ত, রুক্ষ, পিত্তনাশক ও কফর । বদর, ফেনিল, কুবল,

কৰ্কশু হ্রস্ববদরং বরটঞ্চ ধুকক্ষুকম্ ।  
 পৰুমাংসঞ্চ মধুরং মতং সৌবীরকং মহৎ ॥ ৩০ ॥  
 বদরং লঘু সংগ্রাহি রুচ্যমুষ্ণং সমীরজিৎ ।  
 কফপিত্তকরং তদ্বৎ কোলং গুরু সরং স্মৃতম্ ॥ ৩১ ॥  
 সৌবীরং বদরং শীতং ভেদনং গুরু শুক্রলম্ ।  
 রুংহণং পিত্তদাহাশ্রকৃততৃষ্ণানিলাপহম্ ।  
 শুষ্কং ভেদ্যমিকৃৎ সৰ্ব্বং লঘু তৃষ্ণাক্রমাশ্রজিৎ ॥ ৩২ ॥  
 কৰ্কশুমধুরং স্নিগ্ধং গুরু পিত্তানিলাপহম্ ।  
 মরুৎপিত্তহরো মজ্জা বৃষ্যো বীৰ্য্যবলপ্রদঃ ॥ ৩৩ ॥

কীরীনামগুণাঃ ।

কীরী ক্ষত্রিয়রাজাহ্না রাজাদিনফলাশিনী ।  
 রাজন্তঃ স্তম্ভনোহন্যশ্চিবুকো মুচিলিষ্টকঃ ॥ ৩৪ ॥  
 কীরবৃক্ষফলং শীতং স্নিগ্ধং গুরু বলপ্রদম্ ।  
 তৃষ্ণামূচ্ছামদভ্রান্তিস্কয়দোষত্রয়াশ্রজিৎ ॥ ৩৫ ॥

কহ, কৰ্কশু, হ্রস্ববদর, বরট ও ধুকক্ষুক, এই সকল শব্দ অগ্নিবিধ ছোটকুলের নাম ।  
 কুল—পচ্যমানাবস্থায় মধুর হয় । বড়কুল—লঘু, সংগ্রাহী, রুচিজনক, বাতনাশক  
 এবং কফ ও পিত্তনাশক । ছোট কুল ও বড় কুলের গুণযুক্ত, অধিকন্তু গুরু ও  
 হ্রস্ব । সৌবীর বদর—শীতল, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর এবং পিত্ত,  
 দাহ, দুষ্টরক্ত, তৃষ্ণা ও বাতনাশক । সৰ্ব্ববিধ শুদ্ধকুল—ভেদক, অগ্নিজনক, লঘু  
 এবং তৃষ্ণা, ক্রম ও দুষ্টরক্তনাশক । শেরাকুল—মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, পিত্ত ও বাত-  
 নাশক । কুলের মজ্জা—বাতহর, পিত্তনাশক, বৃষ্য, বীৰ্য্যজনক ও বলপ্রদ ॥ ২৮-৩৩ ॥

কীরীবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

কীরী, ক্ষত্রিয়রাজাহ্না ও রাজাদিনফলাশিনী, এই কয়েকটি শব্দ কীরীবৃক্ষের  
 নাম । রাজন্ত, স্তম্ভন, অশ্চিবুক ও মুচিলিষ্টক, এই শব্দকতিপয় অগ্নিবিধ কীর-  
 বৃক্ষের নাম । কীরবৃক্ষের ফল—শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, বলপ্রদ এবং তৃষ্ণা, মূচ্ছা,  
 মত্ততা, ভ্রান্তি, কঁয়, শ্রিষোষ ও রক্তপিত্ত নাশক ॥ ৩৪-৩৫ ॥

## চারনামগুণাঃ ।

চারো ধনুঃপটঃ শালঃ প্রিয়ালো মূনিবল্লভঃ ।

চারঃ পিত্তকফাশ্লগ্নস্তৎফলং মধুরং গুরু ॥ ৩৬ ॥

শ্লিষ্ণং সরস্মরুত্পিত্তদাহতৃষ্ণাজ্ঞতাপহম্ ।

তন্মজ্জা মধুরো ব্যাঃ শুকলঃ পিত্তবালজিৎ ॥ ৩৭ ॥

## পরুষকনামগুণাঃ ।

পরুষকো মৃদুফলঃ পরুষো রোষণঃ পরঃ ।

পরুষকক্ষয়ান্নমামপিত্তকর লঘু ॥ ৩৮ ॥

পরুষ্ণ মধুরম্পাকে শীতঃ বিষ্টিস্তি বৃহণম্ ।

হৃগা তৃটপিত্তদাহাশ্লগ্নতজ্জয়সমীরনুৎ ॥ ৩৯ ॥

## তিন্দুকনামগুণাঃ ।

তিন্দুকঃ স্পন্দনঃ ক্ষুর্জাঃ কালসারশ্চ রাবণঃ ।

কাকপীলুঃ কুপীলুঃ সাদপরো বিমতিন্দুকঃ ॥ ৪০ ॥

## পিয়ালবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

চার, ধনুঃপট, শাল, প্রিয়াল, মূনিবল্লভ, { অখট, ললন, চারক, বহুবল্লভ, সমুদ্র, তাপসপ্রিয়, স্নেহবীজ, উপবট, মোক্ষবীর্ষ্য, ক্রমল্লক, খণ্ডক্ক, বহুলবল্লভ, রাজাদন, আপসেট, সন্নকট, ধত্পট, প্রিয়ালক, পিয়ালক, রক্তাতন, সন্নক্রম, ধনুঃ, পট ও কৃষ্ণনক }, এই সকল শব্দ পিয়ালের নামান্তর । পিয়াল—পিত্ত, কফ ও দুইনাশক । ইহার ফল—মধুর, গুরু, শ্লিষ্ণ, সারক এবং বাত, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ও ক্ষতনাশক । ইহার ফলের নাম চিরোজী ও চিরজী । ইহার মজ্জা—মধুর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত ও বাতনাশক ॥ ৩৬-৩৭ ॥

## পরুষকবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

পরুষক, মৃদুফল, পরুষ, রোষণ, পর, { নাগলোপম, গিরিপীলু, পরাবত, নীলচন্দ্র, নীলমণ্ডল, পরাপর ও অল্পাস্থি }, এই শব্দ সমূহ পরুষকের নামান্তর । কাঁচা পরুষকফল—কষায়, অন্ন, পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু । পক পরুষকফল—পাকে মধুর, শীতল, বিষ্টভজনক, বৃহণ, হৃগ এবং তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ, মজ্জাপিত্ত, উর্ব্বাক্ত, কষ ও বাত বিনাশ করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ফল্যা এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “ফল্লাবা” বলে ॥ ৩৮-৩৯ ॥

## তিন্দুকের নাম ও গুণ ।

তিন্দুক, স্পন্দন, ক্ষুর্জা, কালসার, রাবণ, { তিন্দুকী, তিন্দুকি, তিন্দুল, ক্ষুর্জক, কালকঙ্ক, শিতিসারক, কেলু, তিন্দু, অতিমুক্তক, নীলসার, খর্ষাক,

তিন্দুকো ব্রণবাতঘ্নস্তৎসারঃ পিত্তরোগজিৎ ।

আগ্নমশ্রু ফলং গ্রাহি বাতলং শীতলং লঘু ॥ ৪১ ॥

পকং পিত্তপ্রমেহান্ত্রশ্লেষ্ময়ং বিশদঙ্গুরু ।

কিতিন্দুকমপ্যেবং বিশেষাদ্ গ্রাহি শীতলম্ ॥ ৪২ ॥

কিঙ্কিণীনাগগুণাঃ ।

কিঙ্কিণীলো ব্যাভ্রপাদো দেবদারুঃ চরঃ কৃচিৎ ।

কিঙ্কিণী তুবরা তিত্তা পিত্তশ্লেষ্মহরা হিমা ।

তৎফলং বাতলং ত্রামম্পকং স্বাদু ত্রিদোষজিৎ ॥ ৪৩ ॥

আরু কনামগুণাঃ ।

আরু কং বীরসেনং তজ্জাত্তিভেদাচ্চতুর্বিধম্ ।

আরু কং জারকং বাতমেহার্শঃ ক্ষফনাশনম্ ॥ ৪৪ ॥

রাসণ ও ক্ষুর্জুন }, এই শব্দ সমূহ তিন্দুকের নাম । তিন্দুকবৃক্ষ—ব্রণনাশক ও বাতঘ্ন । ইহার সার—পিত্তরোগ নাশক । ইহার কাঁচাফল—মলরোধক, লঘু, বাতবর্দ্ধক ও শীতল । ইহার পাকাফল—পিত্ত, প্রমেহ, দুগ্ধরক্ত ও ক্ষফনাশক, বিষদ ও গুরু । কাকপীলু, কুপীলু, বিষভিন্দুক, { কাকভিন্দু, কাকপীলুক, কাকেন্দু, কলক, কাকাও, কাকক্ষুর্জ, কাকাহ্ন ও কাকবীজক }, এই শব্দ সমূহায় বিষ-ভিন্দুকের নাম । বিষভিন্দুক—পুষ্কোক্ত ত্রিন্দুকের গুণযুক্ত, অধিকন্তু ইহা গ্রাহী ও শীতল । প্রচলিত বঙ্গভাষায় তিন্দুককে গাব ও হিন্দীভাষায় “তৈঁহু” এবং বিষ-ভিন্দুককে মাকড়াগাব এবং হিন্দীভাষায় “মাকড়াতেঁহু” বলে ॥ ৪০-৪২ ॥

বিকঙ্কতবৃক্ষের নাম ও গুণ ।

কিঙ্কিণীল, ব্যাভ্রপাদ, দেবদারু, চর, { বিকঙ্কত, বৈকঙ্কত, পুত, কিঙ্কিণী, জীন্নব্রজপাদপ, দন্তকাঠ, হিমক, ক্ষবাক্রম, মুত্ফল, পিণ্ডার, গোপঘোণ্ট, বহুকল, কটপাদ, মধুপণী, ক্ষথারু, ব্যাভ্রপাৎ, গ্রাহুল, ক্ষবাবৃক্ষ, স্বাদুকটক, কটপত্র, ক্ষদারু, কিঙ্কিণী, কটকারী, ধুতিফল, বজ্রবৃক্ষ ও কটকী }, এই শব্দ সমূহ বিকঙ্কতবৃক্ষের নামান্তর । বিকঙ্কত—কষায়রনঘুক্ত, তিত্ত, পিত্ত, কক্ষনাশক ও শীতল । ইহার কাঁচাফল—বাতবর্দ্ধক । ইহার পাকাফল—স্বাদু ও ত্রিদোষর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বুঁচ এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “কাটাই” বলে ॥ ৪৩ ॥

জারক বৃক্ষের নাম ও গুণ ।

জারক, বীরসেনা, { বীরসেন, বীরসেনক, { বীরসেন, বীরসেনক, {

## মধুকনামগুণাঃ ।

মধুকো মধুকন্তীক্ষ্ণঃ সারশ্চ গুড়পুষ্পকঃ ।

গোলাফলো মধুকাষ্ঠো মধুকোষ্ঠো মধুক্রমঃ ॥ ৪৫ ॥

মধুকান্ধো হ্রস্বফলো মধুরো দীর্ঘপুষ্পকঃ ।

• মধুকঃ কফবাতঘ্নঃ কষায়ো ত্রণরোপণঃ ॥ ৪৬ ॥

তৎপুষ্পং মধুরম্বল্যং শীতলং গুরু বৃংহণম্ ।

ফলং শীতং গুরু স্নাত্ত্ব শুক্রলং বাতপিত্তজিৎ ।

অহৃৎ হন্তি তৃষাৎসদাঃ শ্বাসক্ষতক্ষয়ান্ ॥ ৪৭ ॥

## পনসনামগুণাঃ ।

পনসঃ কণ্টকিফলঃ শ্বাসহা গর্ভকণ্টকঃ ।

পনসং শীতলং পকং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্ ॥ ৪৮ ॥

আরুণ—পত্রপুষ্পাদিভেদে চতুর্বিধ জাতীয় । আরুণ—পরিপাচক এবং বাত, মেহ, অর্শ ও কফনাশক । এই বৃক্ষ হিমালয় প্রদেশে ৬মে । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে আরু বলে ॥ ৪৪ ॥

মধুক বৃক্ষের নাম ও গুণ ।

মধুক, মধুক, তীক্ষ্ণসার, গুড়পুষ্পক, গোলাফল, মধুকাষ্ঠ, মধুকাষ্ঠ, মধুক্রম, { বানপ্রস্থ, মধুগীল, মধু, মধুপুষ্প, মধুস্রব, মধুবার, মধুল, রোধপুষ্প, মাধব, জল-জোত্র ও মধুলক }, এই শব্দ সমূহ মধুক বৃক্ষের নাম । হ্রস্বফল, মধুর ও দীর্ঘ-পুষ্পক, এই শব্দত্রয় অত্রবিধ মধুকের নাম । মধুক—কফঘ্ন, বাতনাশক, কষায় ও ত্রণপূরক । ইহার পুষ্প—মধুর, বলকর, শীতল, গুরু ও বীৰ্য্যজনক । ইহার ফল—শীতল, গুরু, স্নাত্ত্ব, শুক্রজনক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, অর্শপ্তিকর এবং তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, দাহ, শ্বাস, উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগবিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মৌল ও মোয়া বলে ॥ ৪৫-৪৭ ॥

পনসের নাম ও গুণ ।

পনস, কণ্টকিফল, শ্বাসহা, গর্ভকণ্টক, { কণ্টাকল, আশ্রয়, সুরজফল, পনস, ফলস, চম্পকালু, চম্পাকোষ, চম্পালু, রসাল, মৃদঙ্গফল, মহাসর্জ, ফলিন, ফল-বৃক্ষক, সুল, মূলফলদ, অপুষ্পফল, পুত্ৰফল, পনশ, পনসভালিকা, অতিবৃহৎফল ও কণ্টকীফল }, এই সকল শব্দ পনসের নাম । একপনসফল—শীতল, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রজনক এবং পিত্ত, বাত, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক ।

বল্যং শুক্রপ্রদং হস্তি রক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্ ।

আমং তদেব বিষ্টিস্তি বাতলক্ষ্ণবরং লঘু ॥ ৪৯ ॥

লকুচনামগুণাঃ ।

লকুচঃ ক্ষুদ্রপনসো লিকুচো ঐস্থিমৎফলঃ ।

লকুচং গুরু বিষ্টিস্তি স্বাদ্বয়ং রক্তপিত্তকৃৎ ।

শ্লেষ্মকারি সমীরণমুষ্ণং শুক্রাগ্নিনাশনম্ ॥ ৫০ ॥

তালনামগুণাঃ ।

তালো ধ্বজো ছুরারোহস্ত্ গরাজো মহাক্রমঃ ।

তালঃ শীতো মরুৎপিত্তব্রণজিহাদশুক্রকৃৎ ॥ ৫১ ॥

তৎফলং শীতলম্ভল্যং স্নিগ্ধং স্বাদুরসং গুরু ।

বিষ্টিস্তি বাতপিত্তাক্ষক্ষতদাহক্ষতাপহম্ ।

বীজং মূত্রকরং বৃণ্যং বাতপিত্তহরং হিমম্ ॥ ৫২ ॥

ইহার কাঁচাকল ( ইচোড় )—বিষ্টভজনক, বাতবর্দ্ধক, কষায়রসায়ক ও লঘু ।  
প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কাঁঠাল এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “কটখর” বলে ॥ ৪৮-৪৯ ॥

লকুচ ফলের নাম ও গুণ ।

লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লিকুচ, ঐস্থিমৎফল, { লিকচ, ডহ, শুর, স্থলক্ষক, দৃঢ়-বন্ধল, কাশী, শাল, কষায়ী, নিকুচ, অল্পক, ও ঐরাবত }, এই শব্দ সমূহ লকুচের নাম । লকুচ—গুরু, বিষ্টভী, মধুর, অল্প, রক্তপিত্তজনক, কফজনক, বাতশ্ল, উষ্ণবীৰ্য, শুক্র ও অগ্নিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ডেও, ডাবল ও নদার এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে ডইর ও “ডইহার বলে ॥ ৫০ ॥

তালের নাম ও গুণ ।

তাল, ধ্বজ, ছুরারোহ, তুরাজ, মহাক্রম, { লেহপত্র, মহোরত্ত, তন্তুনির্ধ্যাস, আসবক্র, দীর্ঘক্র, করপত্রবান, তরুরাজ, শুষ্কপত্র, দীর্ঘপত্র, দীর্ঘপাদপ, ধ্বজক্রম, মলাঢ়া, মধুরস, দীর্ঘগত্র, পত্রী, দীর্ঘতরু, ভূমিপিশাচ, তালক্রম ও ক্রমেশ্বর }, এই শব্দ সমূহ তালবৃক্ষের নাম । তাল—শীতল, বাত, পিত্ত ও ব্রণনাশক এবং মত্ততা ও শুক্রজনক । ইহার ফল—শীতল, বলকর, স্নিগ্ধ, স্বাদুরসবৃদ্ধ, বিষ্টভী এবং বাত, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, দাহ ও ক্ষতনাশক । ইহার বীজ ( আঠারশাঁস )—মূত্রবর্দ্ধক, বলকর, বাতশ্ল, পিত্তনাশক ও শীতল ॥ ৫১-৫২ ॥



## খবুজ নামগুণাঃ ।

খবুজং ফলরাজং অমৃতাহং দশাঙ্গুলম্ ॥ ৫৩ ॥

খবুজং মূত্রলম্বল্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং গুরু ।

স্নিগ্ধং স্বাদুকরং শীতং বৃষ্যম্পিত্তানিলাপহম্ ॥ ৫৪ ॥

তেষু যচ্চাঙ্গমধুরং সক্ষারঞ্চ রসাত্তবেৎ ।

রক্তপিভকরন্তুং তু মূত্রকৃচ্ছহরম্পরম্ ॥ ৫৫ ॥

## সেব নামগুণাঃ ।

হিমং শ্রুন্দনকং স্নিগ্ধং মূত্রলং স্বাদু শাতলম্ ।

ত্বগ্দাহমন্তর্দাহঞ্চ হৃৎকম্পান্ পিত্তসন্তপান্ ॥ ৫৬ ॥

হরেত্তুং নক্ষিতমলং জ্বরশ্লথ বিষাপহম্ ।

মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সেবিফলং তথা ॥ ৫৭ ॥

ফলঞ্চ সিকি তাপূর্বং বাতপিভহরং গুরু ।

বৃংহণং কফকৃদ্ বৃষ্যং স্বাদু পাকরসং হিমম্ ॥ ৫৮ ॥

## খর্বুজের নাম ও গুণ ।

খর্বুজ, ফলরাজ, অমৃতাহ, দশাঙ্গুল, { ষড়্ভুজা, ষড়্ রেখা, তিক্তা, মধু-  
ফলা, বৃন্তককটী, তিক্তফলা, মধুপাকা ও যমুখা }, এই সকল শব্দ খর্বুজের  
নাম । খর্বুজ—মূত্রবর্দ্ধক, বলজনক, কোষ্ঠশুদ্ধিস্বর, স্নিগ্ধ, মধুর রসাত্মক,  
শীতল, বীৰ্য্যকর এবং পিত্ত ও বাতনাশক । বিবিধ খর্বুজের মধ্যে যে খর্বুজ  
অন্ন ও মধুরসসংযুক্ত ও সক্ষার, তাহা রক্তপিভ ও মূত্রকৃচ্ছজনক ॥ ৫৩-৫৫ ॥

## সেবিফলের নাম ও গুণ ।

মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব, সেবিফল ও সিকিতাফল ও { সেবিত }, এই শব্দ  
কয়েকটি সেবিফলের নাম । সেবিফল—বাতশ্ল, পিত্তনাশক, গুরু, বৃংহণ, কফ-  
কর, বীৰ্য্যজনক, পাকে মধুর, মধুরসাত্মক, হিমকর, শীতল, কফাদিশ্রাবক, স্নিগ্ধ,  
মূত্রবর্দ্ধক, স্বাদু, শীতবীৰ্য্য এবং ইহা দ্বারা গাত্রদাহ, অন্তর্দাহ, পিত্তসন্তপ হৃৎকম্প,  
নক্ষিত মল, জ্বর ও বিষ নিবারিত হইয়া থাকে । ইহা একপ্রকার কুলজাতীয়  
ফল বিশেষ । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে “সেও” বলে ॥ ৫৬-৫৮ ॥

অমৃতনামগুণাঃ ।

অন্যদন্তঃ ফলশাণ্ডো মহৎসিদ্ধিতিকাকলম্ ।

অমৃতং গুরু বাতঘ্নং স্বাদ্বন্মং রুচিশুক্রকৃৎ ।

অশারং সেবগুণকৃৎ বিশেষাৎ তু বরং হিমম্ ॥ ৫৯ ॥

অমৃতাহ্বং রুচিফলং লঘুবিল্বফলাকৃতি ।

অমৃতং গুরু বাতঘ্নং স্বাদ্বন্মরুচিশুক্রকৃৎ ॥ ৬০ ॥

বাদামনামগুণাঃ ।

বাদামং স্রফলং বাতবৈরি নেত্রোপমং মতম্ ।

বাদামমুখং স্নিগ্ধং বাতঘ্নং বলশুক্রকৃৎ ॥ ৬১ ॥

নিকোচক পিত্তনামগুণাঃ ।

নিকোচকং চারুফলং মকোটং গলকোজকং ।

পিত্তং মুকুলকং জেয়ং জন্তীফলসমাকৃতি ॥ ৬২ ॥

অমৃতফলের নাম ও গুণ ।

অমৃতাহ্ব, রুচিফল, লঘুবিল্বফলাকৃতি, অমৃত, অন্তোফল ও { অমৃতফল }, এই শব্দ কয়েকটি অমৃতফলের নামান্তর । অগ্র একপ্রকার অমৃতফল আছে, তাহাকে মহৎসিদ্ধিতিকাকল বলে । অমৃতফল—গুরু, বাতঘ্ন, মধুরওসবিশিষ্ট, অন্নরসযুক্ত, রুচিকর ও শুক্রবর্দ্ধক । মহৎসিদ্ধিতিকাকল—পূর্বোক্ত সেবফলের গুণসংযুক্ত এবং অত্যন্ত শীতবীৰ্য্য । অমৃতফলকে কাবুলদেশে নাম্পাতী বলে, ইহা মুদাল-দেশে অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে ॥ ৫৯-৬০ ॥

বাদামের নাম ও গুণ ।

বাদাম, স্রফল, বাতবৈরি, নেত্রোপম, { বাদাম, বাতাদ, বাতাম ও নেত্রোপম-ফল }, এই শব্দ সমূহ বাদামফলের নাম । বাদাম—উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, বলকর ও শুক্রজনক ॥ ৬১ ॥

নিকোচক ও মুকুলকের নাম ও গুণ ।

নিকোচক, চারুফল, মকোট ও গলকোজক, এই কয়েকটি শব্দ নিকোচকের নাম । পিত্ত, মুকুলক ও জন্তীফলসমাকৃতি, এই শব্দত্রয় পিত্তফলের নাম । নিকোচক—গুরু, স্নিগ্ধ, বৃষা, উষ্ণবীৰ্য্য, মধুর, বৃংহণ, রক্তপ্রসাদক, বলকর, বাতঘ্ন, কফবর্দ্ধক ও পিত্তজনক । পিত্ত-নিকোচকের গুণযুক্ত, এবং গুরু ও

নিকোচকং গুরু স্নিগ্ধং রম্যোষ্ণং স্বাদু বৃংহণম্ ।

রক্তপ্রসাদনং বল্যং বাতহ্নং কফপিত্তকৃৎ ।

তদ্বন্মুকুলকং জ্যেয়ং বিশেষাদ্ গুরু দুর্জ্জরম্ ॥ ৬৩ ॥

এলানামগুণাঃ ।

এলানামাম্বাতস্বম্নোষ্ণং গুরু রেচনম্ ।

পকং স্বাদু হিমং বল্যং বাতপিত্তবিনাশনম্ ॥ ৬৪ ॥

অল্লানামগুণাঃ ।

আল্ল কমন্ল ভল্ল কং ভল্ল রক্তফলং তথা ।

আল্ল কং রসতঃ শীতং স্বাদুষ্ণং বাতপিত্তকৃৎ ॥ ৬৫ ॥

অঞ্জীরনামগুণাঃ ।

অঞ্জীরং মজ্জলং জ্যেয়ং কাকোদুশ্বরিকাকলম্ ।

অঞ্জীরং শীতলং স্বাদু গুরু পিত্তাস্রবাতজিৎ ।

তস্মাদন্যগুণং জ্যেয়ং মঞ্জীরং লঘু বা গুণৈঃ ॥ ৬৬ ॥

কেহ কেহ নিকোচকে কুমুরকের বীজ এবং পিত্তকে পিত্তরাজের ফল বলে ॥ ৬২—৬৩ ॥

এলার নাম ও গুণ ।

এলা—আম্বাতনাশক, অন্নরসযুক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু ও রেচক । ইহার পক্ষফল—মধুর, শীতল, বলকর, বাতবর্দ্ধক এবং পিত্তকর । ইহা পর্বতপ্রদেশে উৎপন্ন হয় ॥ ৬৪ ॥

অল্লব নাম ও গুণ ।

আল্লক, অল্ল, ভল্লক, ভল্ল, ও রক্তফল, এই শব্দ কয়েকটা 'আলুর নাম' । আল্ল—মধুররসযুক্ত, শীতল, অন্নরসাত্মক, বাতবর্দ্ধক ও পিত্তকর । ইহা শ্রোণ্যক জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষবিশেষ ॥ ৬৫ ॥

পেয়ারার নাম ও গুণ ।

অঞ্জীর, মজ্জল ও কাকোদুশ্বরিকাকল, এই শব্দত্রয় পেয়ারার নাম । পেয়ারা—শীতল, স্বাদু, গুরু এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক । ইহা অপেক্ষা একজাতীয় ছোট পেয়ারা আছে, তাহাকে মঞ্জীর বলে । মঞ্জীর—পূর্বোক্ত পেয়ারা অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত অথবা বিপরীত গুণসংযুক্ত ॥ ৬৬ ॥

আক্কেটিনামগুণাঃ ।

আক্কেটো বৈধৃতফলং কন্দনাভঃ পৃথুচ্ছদঃ ।

আক্কেটং মধুরং বল্যং গুরুষং বাতহং সরম্ ॥ ৬৭ ॥

পালেবতনামগুণাঃ ।

পালেবতং সিতং পুষ্পাস্তিন্দুকঞ্চ ফলং স্ন্যতম্ ।

অগ্ন্যমানবকং জ্যেয়ং মহাপালেবতং তথা ॥ ৬৮ ॥

তদ্ব্যমানবকং হৃদ্যং তৃষ্ণান্নং মিষ্টমম্লকম্ ।

পালেবতং হিমং স্নাদু গুরুষং বহ্নিবাতিজিৎ ॥ ৬৯ ॥

ভূতনামগুণাঃ ।

ভুতং ভূদং ব্রহ্মকোষং ব্রাহ্মণ্যং ব্রহ্মদারু চ ।

ভুতং গুরু হিমং পকং স্নাদু পিত্তানিলাপহম্ ॥ ৭০ ॥

আখরোটর নাম ও গুণ ।

আক্কেট, বৈধৃতফল, কন্দনাভ, পৃথুচ্ছদ, { আক্কেড়, আক্কেড়ক, আক্কেটিক ও পার্শ্বভৌর পীলু }, এই শব্দ কতিপয় পৰ্ব্বদেশজ পীলুর নাম । ইহা মধুর, বলকর, গুরু, উষ্ণবীৰ্য্য, বাতনাশক এবং সারক ॥ ৬৭ ॥

পালেবত ও মহাপালেবতের নাম ও গুণ ।

পালেবত, সিতপুষ্প, তিন্দুক, ফল, { পালেবত ও বৈবতক }, এই সকল শব্দ পালেবতের নাম । ইহা সৈবদ্বয়সম্বৃত্ত এবং পক্যবস্থায় মাকালফলের স্যায় ও খেতপুষ্পবিশিষ্ট ফল স্বরূপবিশেষ । মানবক, মহাপালেবত, { মহাপালেবত, স্নগ-পালেবত, সাম্রাণিজ, খারিক, রক্তবৈবতক, বৃহৎ পালেবত, দ্বীপজ ও দ্বীপ-খর্জুরক }, এই সমুদায় শব্দ মহাপালেবত পর্যায়ক । ইহা রক্তবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট এবং অতীব মধুর । পালেবত—শীতল, স্নাদু, গুরু, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিমান্যজনক ও বাতনাশক । মহাপালেবত—হৃদ্য, তৃষ্ণানাশক, স্নিগ্ধ এবং অন্নরসযুক্ত ॥ ৬৮-৬৯ ॥

ভূতদফলের নাম ও গুণ ।

ভূত, ভূদ, ব্রহ্মকোষ, ব্রাহ্মণ্য, ব্রহ্মদারু, { ব্রহ্মকণ্ঠ, ব্রহ্মগণ্ঠ, পুষক, ভুল, স্বপুষ্প, স্বরূপ, নীলবৃত্তক, ক্রমুক, কাঠ, পূণ, মৃদলার, নুল, পলাশিক ও বৃষ }, এই সকল শব্দ ভূতদফলের নাম । পকভূত—গুরু, শীতল, মধুর, পিত্তর ও বাত-

গাঙ্গেরু নামগুণাঃ ।

গাঙ্গেরুকং কর্কটকং কারকং যুগলিগুকম্ ।

তোদনং ক্রন্দনঞ্চান্মৃগবিট্ সদৃশস্তথা ॥ ৭১ ॥

গাঙ্গেরু রেচনং পকং গুরু বাতাস্রজিন্মতম্ ।

তোদনং গ্রাহি মধুরং বাতপিত্তহরং লঘু ॥ ৭২ ॥

তুস্বর নামগুণাঃ ।

তুস্বরটিত্রিকং সান্নমুঞ্চমামন্তু পিত্তলম্ ।

কালায়নফলৈঃ পত্রৈঃ কেশরাভৈঃ সমুদ্রজৈঃ ॥ ৭৩ ॥

বৃক্ষস্তুস্বরকো জ্ঞেয়ো ভল্লাতকসমো গুণৈঃ ।

তুস্বরং কফজিৎ পাকে কটুঞ্চং ব্রণমেহকৃৎ ॥ ৭৪ ॥

বীজপূর নামগুণাঃ ।

বীজপূরো, মাতুলিজঃ কুশরী ফলপূরকঃ ।

বীজপূরফলং রুচ্যং রসায়নং দীপনং লঘু ॥ ৭৫ ॥

রক্তপিত্তকরং কণ্ঠাঞ্জিহ্বাহ্রুচ্ছোধনং পরম্ ।

তন্মাংসং বৃংহণং শীতং গুরুপিত্তসমীরজিৎ ॥ ৭৬ ॥

কাট্ আমলার ও তেঁদনফলের নাম ও গুণ ।

গাঙ্গেরুক, কর্কটক, কারক, যুগলিগুক, { কর্কট, কর্কফল, ক্ষুদ্রখাত্তী, গাঙ্গেরু ও ক্ষুদ্রামলক }, এই সকল শব্দ কাট্ আমলার নাম। তোদন, ক্রন্দন ও মৃগবিট্-সদৃশ, এই শব্দ ত্রয় তোদনফলের নাম। পাকাকাট্ আমলা—রেচক, গুরু ও বাতরক্তনাশক। তোদনফল—মলরোধক, মধু, বাতপিত্তনাশক ও লঘু ॥ ৭১-৭২ ॥

তুস্বরের নাম ও গুণ ।

তুস্বর ও টিট্রিক, এই শব্দদ্বয় তুস্বরের নাম। ইহার পাকাফল—অন্নরসযুক্ত ও উষ্ণবীৰ্য্য এবং ঝাঁচাফল পিত্তপ্রকোপক। তুস্বরক বৃক্ষ—ফল, অন্ন, ফল, পত্র, কেশর ও সমুদ্রজ হেতু ভল্লাতকের সমান গুণবিশিষ্ট। তুস্বর—সাধারণতঃ কফ-নাশক, পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য্য, ব্রণোৎপাদক ও মেহরোগজনক ॥ ৭৩-৭৪ ॥

বীজপূরের নাম ও গুণ ।

বীজপূর, মাতুলিজ, কুশরী, ফলপূরক, { অন্নকেশর, বীজপূর্ণ, পূর্ণবীজ, স্নকেশর, বীজক, কেশরান্ন, মাতুলজ, সুপূর, রুচক, বীজফল, জন্তর, দন্তরচ্ছদ,

কেশরং লঘু সংগ্রাহি শূলগুণোদরাপহম্ ।

বীজমুষ্ণং কৃমিল্লৈশ্ববাতজিহ্বাৰ্ভদং গুরু ॥ ৭৭ ॥

তৎপুষ্পং বাতলং গ্রাহি রক্তপিত্তহরং লঘু ।

শূলাজীর্ণবিবন্ধেষু মন্দাগ্নৌ কফমারুতে ।

অরুচৌ শ্বাসকাসেষু রসস্ত্যস্তোপদৃশ্যতে ॥ ৭৮ ॥

মধুকর্কটীনামগুণাঃ ।

মধুকর্কটিকা স্বাদুঃ লুপ্তী ঘণ্টালিকা ঘটা ।

মধুকর্কটিকা শীতা রক্তা পিত্তহরা গুরু ।

তন্মূলন্তু বিসৃচীন্নং কর্ণশোথবিনাশনম্ ॥ ৭৯ ॥

নারঙ্গীনামগুণাঃ ।

নারঙ্গী নাগরঙ্গঃ স্রাদেগোরক্ষো যোগসাগরঃ ।

নারঙ্গমল্লমত্যুষ্ণং পিত্তবাতহরং সরম্ ।

স্বাদুল্লমপরং হৃৎত্বং দুর্জরং বাতনাশনম্ ॥ ৮০ ॥

পুরক, বোচনফল ও কলপূরক }, এই শব্দত্রয় বীজপূরের নামান্তর । বীজপুর-  
কল—কুচিভ্রনক, অল্পরসযুক্ত, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, রক্তপিত্তকর, কর্ণরোগ ও  
জিহ্বারোগ নাশক এবং মলশোধক । ইহার মাংস ( কলের ছাল )—বৃংহণ,  
শীতল, গুরুপাকী, পিত্তনাশক ও বাতহর । ইহার কেশর—লঘু, গ্রাহী এবং শূল,  
গুণ্য ও উদর রোগনাশক । ইহার বীজ—উষ্ণবীৰ্য, কৃমি, কফ ও বাতনাশক;  
গর্ভদ ও গুরু । ইহার পুষ্প—বাতবর্জক, গ্রাহি, রক্তপিত্তহর ও লঘু । ইহার  
রস—শূল, অজীর্ণ, বিবন্ধ, মন্দাগ্নি, কফ, রক্ত, অরুচি, শ্বাস ও কাসরোগে অতীব  
হিতকর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে টাবালেবু, ছোলকানেবু ও ছোলননেবু  
এবং হিন্দীভাষায় “বিজোরা” বলে ॥ ৭৫-৭৮ ॥

মধুকর্কটিকার নাম ও গুণ ।

মধুকর্কটিকা, স্বাদু, লুপ্তী, ঘণ্টালিকা, ঘটা, { মধুর, কুশা, মধুকর্কটী ও মধু-  
খর্জুরী }, এই শব্দ সমূহ মধুকর্কটিকার নামান্তর । মধুকর্কটিকা—শীতল, রক্ত-  
পিত্তনাশক ও গুরু । ইহার মূল—বিসৃচীন্ন ও কর্ণশোথ বিনাশক । প্রচলিত  
বঙ্গভাষায় ইহাকে মউকুটী নেবু বলে ॥ ৭৯ ॥

নারঙ্গীর নাম ও গুণ ।

নারঙ্গী, নাগরঙ্গ, গোরঙ্গ, যোগসাগর, { মুখপ্রিয়, সুরঙ্গ, বগাক, ইরারত,  
বক্ত, বাস, যোগরঙ্গ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র ও বহিষ্ঠ }, এই শব্দ সমূহায় নারঙ্গীর নাম ।

## জম্বীরোনামগুণাঃ ।

জম্বীরকো দন্তশঠো জম্বীরো জঙ্গলো যতঃ ।

জম্বীরমম্নঃ শূলম্নঃ গুরুম্নঃ কফবাতজিৎ ।

আস্ত্রবৈরম্নঃ হংপীড়া বহ্নিমান্দ্যকুমীন্ জয়েৎ ॥ ৮১ ॥

## অম্লবেতসনামগুণাঃ ।

আম্লোহ্নম্লবেতসশ্চূক্রা বেতসঃ সরভেদকঃ ।

অম্লবেতসমভ্যুক্ষঃ ভেদনঃ লঘু দীপনম্ ।

হৃদ্রোগশূলগুল্মম্নঃ পিত্ততৃট্‌কফদূষণম্ ॥ ৮২ ॥

## সারাম্লনামগুণাঃ ।

সারাম্লকঃ সারগুলো রসালঃ সারপাদপঃ ।

সারাম্লম্নবাতম্নঃ গুরু পিত্তকফপ্রদম্ ॥ ৮৩ ॥

নারঙ্গী—অম্লরসযুক্ত, অত্যন্ত উষ্ণ, পিণ্ড, বাতনাশক ও সারক । অত্র একপ্রকার নারঙ্গী আছে, তাহা—মধুর রসায়ক, অম্লরসযুক্ত, ঔষিকর, হৃৎপাচ্য ও বাত-বিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে নারঙ্গীনেবু ও নারঙ্গানেবু বলে ॥ ৮০ ॥

জম্বীরের নাম ও গুণ ।

জম্বীরক, দন্তশঠ, জম্বীর, জম্বল, { জম্বির, দন্তশঠ, জম্ব, জম্বীর, জম্বক, জম্বর, কন্তর্হর্ষক, জম্বির, গম্বীর, রেবত, বক্রশোষী, দন্তহর্ষক, জম্বী, মুখশোষী, রোচনক ও জম্বারি }। এই শব্দ সমুদায় জম্বীরের নাম । জম্বীর—শূলম্ন, গুরুপাকী, উষ্ণবীৰ্য্য এবং ইহাঙ্গ'রা কফ, বাত, মুখের বিরসতা, হৃদ্রোগ, অগ্নিমান্দ্য ও কুমিরোগ বিনষ্ট হয় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জম্বীরলেবু বলে ॥ ৮১ ॥

অম্লবেতসের নাম ও গুণ ।

অম্ল, অম্লবেতস, চূক্র, বেতস, সরভেদক, { বোধি, রসাম্ল, বেতসাম্ল, গজবেষী, বেধক, ভীম, ভেদন, ভেদী, রাসাম্ল, অম্লভেদন, অম্লকৃশ, রক্তসার, ফলায়, অম্লনাশক, সহস্রবেষী, বীরাম্ল, গুল্মকেতু, বরাভিষ, শঙ্খজ্ঞাবী, মাংসজাবী, বরাজী ও শতবেষী }, এই সকল শব্দ অম্লবেতসের নাম । ইহা অত্যন্ত উষ্ণ, ভেদক, লঘু, অগ্নিপ্রদীপক, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও শূলনাশক এবং পিত্ত, তৃষ্ণা ও কফবিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে থৈকল ও থৈকড় এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "অম্লবেৎ" বলে ॥ ৮২ ॥

সারাম্লের নাম ও গুণ ।

সারাম্লক, সারগুল, রসাল, সারপাদপ ও সারাম্ল, এই সকল শব্দ সারাম্লের নাম । সারাম্ল—অম্ল, বাতম্ন, গুরু, পিত্তজনক ও কফবর্ধক ॥ ৮৩ ॥

### নিষু নামগুণাঃ ।

নিষুকং নিষুকং রাজনিষুকমপরং স্মৃতম্ ।

নিষুকমম্নং বাতম্নং পাচনংদীপনং লঘু ।

রাজনিষু ফলং স্বাদু গুরু পিত্তসমীরজিৎ ॥ ৮৪ ॥

### কর্ম্মরঙ্গনামগুণাঃ ।

কর্ম্মরঙ্গং নাগফলং ভব্যং পিচ্ছিলবীজকম্ ।

কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদুস্নং কফপিত্তজিৎ ॥ ৮৫ ॥

### অম্লীনামগুণাঃ ।

অম্লিকা চুক্রিকা চিঞ্চা তিত্তিড়ী শুক্তিচন্দ্রিকা ।

অম্লিকামা গুরুবীতহরা পিত্তকফাস্রজিৎ ॥ ৮৬ ॥

#### নিষুকের নাম ও গুণ ।

নিষু ক, নিষুক, { নিষাক, কোবফল, অম্লজম্বী, বাহু, দাগু, অম্লনার, বাহু-  
বাহু, দাগু, বাহু, শাখন, অম্লমারী, নিষু ও রোচন } এই শব্দ সমূহ নিষুকের  
নাম অথ আর একপ্রকার নিষুক আছে, তাহাকে রাজনিষুক বলে । প্রচলিত  
ভাষা নাম বাতাবীনেবু ও কাগজীনেবু । নিষুক—অম্ল, বাতম্ন, পরিপাক, অ-  
পিত্তদীপক ও লঘু । রাজনিষুক—মধুর, অম্ল এবং কফ পিত্তনাশক । প্রচলিত  
বঙ্গভাষায় নিষুককে গোড়ানেবু, পাভীনেবু ও কল্লানেবু বলে ॥ ৮৪ ॥

#### কর্ম্মরঙ্গের নাম ও গুণ ।

কর্ম্মরঙ্গ, নাগফল, ভব্য, পিচ্ছিলবীজক, { কর্ম্মরাক, কর্ম্মর, শিরাল, বৃহদ্র, রু-  
জাকর, কর্ম্মরক, পীতফল, কর্ম্মর, মুদার ও ধারফল }, এই শব্দ সমূহায় কর্ম্ম-  
রঙ্গের নাম । কর্ম্মরঙ্গ—শীতল, মলরোধক, মধুর, অম্ল, কফ ও পিত্তনাশক ।  
প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কামরঙ্গা ও কামরঙা বলে ॥ ৮৫ ॥

#### অম্লিকার নাম ও গুণ ।

অম্লিকা, চুক্রিকা, চিঞ্চা, তিত্তিড়ী, শুক্তিচন্দ্রিকা, { তিত্তিড়ীক, তিত্তিড়িক, তিত্তিড়ীক,  
আম্লিকা, আম্লীকা, তিত্তিলিকা, বৃক্ষাস, তিত্তিড়, তিত্তিলী, আম্লিকা,  
চুক্র, চুক্রা, অম্ল, অম্লম্বা, অম্লী, ভুজা, ভুজিকা, চারিঙ্গা, গুরুপত্রা, পিচ্ছিল,  
ষমদ্রুতিকা, চরিত্রা, শাকচুক্রিকা, সুচুক্রিকা ও সুতিত্তিড়ী }, এই শব্দ সমূহ  
অম্লিকার নাম । বাঁচা অম্লিকা—গুরু, বাতম্ন ও পিত্ত, কফ ও হৃষ্টরক্ত বিনাশক ।



পকা তদ্বৎসরা রুচ্যা বহিবন্তি বিশুদ্ধিকৃৎ ॥

শুষ্কা হৃতা শ্রমভ্রাস্তিতৃষ্ণাক্রমহরা লঘু ॥ ৮৭ ॥

তিস্তিভীনাং গুণাঃ ।

তিস্তিভীকন্তু বৃক্ষান্নমল্লশাকোহল্লপাদপঃ ।

তিস্তিভীকং সমীরন্নমামুষ্ণং পরং গুরু ।

তৎপকং লঘু সংগ্রাহি গ্রহণীকফবাতজিৎ ॥ ৮৮ ॥

করমর্দী নামগুণাঃ ।

করমর্দী স্রুষণা স্রাদন্ত্য কৃষ্ণফলা মতা ।

করমর্দী গুরুষ্ণান্নং রক্তপিত্তকফপ্রদম্ ।

তৎপকং মধুরং রুচ্যং লঘু পিত্তসমীরজিৎ ॥ ৮৯ ॥

বিশোধক ।—অল্লিকা, শুষ্ক, হৃতা, শ্রম, ভ্রাস্তি, তৃষ্ণা ও ক্রমনাশক এবং লঘু ।  
প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তেঁতুল এবং হিন্দীভাষায় “অখিলা” বলে ॥ ৮৬-৮৭ ॥

অল্লশাকের নাম ও গুণ ।

তিস্তিভীক, বৃক্ষান্ন, অল্লশাক, অল্লপাদপ, { শাকান্ন, গুরুান্ন, অন্নচূড়িকা, চিকান্ন, অন্নচূড় ও অল্লসার }, এই শব্দ সমূহ অল্লশাকের নামান্তর । অল্লশাক—অপকাবস্থায় বাতন্ত্র, উষ্ণবীৰ্য্য ও গুরু । পক অল্লশাক—লঘু, সংগ্রাহি এবং গ্রহণী, কফ ও বাতবিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চুকাপালড্ ও অন্নচুচাই বলে ॥ ৮৮ ॥

দ্বিবিধ করমর্দের নাম ও গুণ ।

করমর্দী, স্রুষণা { কৃষ্ণপাকফল, অবিগ্ন, করামর্দ, কৃষ্ণপাক, পাকফল, কৃষ্ণফল, করমর্দক, পাককৃষ্ণফল, কৃষ্ণফলপাক, পাককৃষ্ণ, ফলকৃষ্ণ, বলালক, করামুক, করামুক, চোল, বল, করমর্দী, বানকুদা, করান্ন, করান্নক, ও পাশিমর্দ }, এই সকল শব্দ করমর্দের নাম । কৃষ্ণফলা, { করমর্দী ও করমর্দিকা } এই শব্দ-ত্রয় ক্ষুদ্র খল বিশিষ্ট করমর্দের নাম । করমর্দত্বয়—পকাবস্থায় গুরু, উষ্ণবীৰ্য্য, অন্নরসযুক্ত, রক্তপিত্তকর ও কফজনক । পাকা করমর্দক—মধুর, কটিকর, লঘু, পিত্তনাশক ও বাতন্ত্র । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে করমর্চা এবং হিন্দীভাষায় “করোদা” ও “করোন্দী” বলে ॥ ৮৯ ॥

কপিথনামগুণাঃ ।

কপিথকো দধিফলঃ কপিথঃ সুরভিচ্ছদঃ ।

কপিথমামং সংগ্রাহি লঘু দৌষত্রয়াপহম্ ॥ ৯০ ॥

পকং গুরু তৃষাহিক্কাশমনং বাতপিভজিৎ ॥

স্বাদ্বল্লন্তুবরং কণ্ঠশোধনং গ্রাহি দুর্জরম্ ॥ ৯১ ॥

কপিথপত্রীনামগুণাঃ ।

কপিথপত্রী ফণিজা কুলজা জীবপত্রিকা ।

কপিথপত্রী তীক্ষ্ণোষণ কফমেহবিষাপহা ॥ ৯২ ॥

আত্মাতকনামগুণাঃ ।

আত্মাতকশ্চত্রবটঃ ফলী মোদঃ ফলঃ কপিঃ ।

আত্মাতমামবাতঘ্নং গুরুক্ষণং রূচিকৃৎ সরম্ ।

পকং স্বাদু হিমং ব্যাঘ্রং মরুৎপিভক্ষয়াজিৎ ॥ ৯৩ ॥

কপিথের নাম ও গুণ ।

কপিথক, দধিফল, কপিথ, সুরভিচ্ছদ, { দধিথ, গ্রাহী, ময়থ, পুষ্পফল, দন্তশঠ, কফিথ, কগিথ, দেবপাদাঢ্য, মালর, মঙ্গল্য, নীলমল্লিকা, গ্রাহিফল, চিরপাকী, গ্রাহিফল, কুচফল, কপীঠ, গন্ধফল, দন্তফল, করভবল্লভ, কাঠিগুফল ও করঞ্জফল } এই শব্দ সমূহকপিথফলের নাম । কপিথ কাঁচা অবস্থায়—সংগ্রাহী, লঘু ও ত্রিদৌষনাশক । ইহার পাকাফল—গুরু, তৃষানাশক, হিক্কাপ্রশমক, রক্তপিভনাশক, মধুর, অম্ল, কঁষায়, কণ্ঠশোধক, গ্রাহী ও দুষ্পাচ্য । প্রচলিত বঙ্গভাষায় “কৎবেল” এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “কৈথি” বলে ॥ ৯০-৯১ ॥

কপিথপত্রীর নাম ও গুণ ।

কপিথপত্রী, ফণিজা, কুলজা, জীবপত্রিকা, { বিরজা, চিরপত্রিকা ও সুরমা }, এই সকল শব্দ কপিথপত্রীর নাম । কপিথপত্রী—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, কফঘ্ন, মেহনাশক ও বিষবিনাশী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় কপিথানী ও গন্ধবিড়ো বলে ॥ ৯২ ॥

আত্মাতকের নাম ও গুণ ।

আত্মাতক, আত্মাট, কলী, মোদ, ফল, কপি, আত্মাত, { পীতল, কপীতন, বর্ষপাকী, মধুরান্নক, পীতনক, কপিচড়া, অভবাটিকা, ভঙ্গীফল, রসাঢ্য, ওষ্মকীর,

রাজাত্রনামগুণাঃ ।

রাজাত্রাহ্মণঃ কাত্রনামা কামাহো রাজপুত্রকঃ ।

রাজাত্রং মধুরং শীতং গ্রাহি পিত্তকফাপহম্ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চান্ননামগুণাঃ ।

বৃক্ষান্নং দাড়িমী চিঞ্চা কপিথৈশ্চতুরাত্রকম্ ।

অন্নবেতসবৃক্ষান্নং দাড়িমী বদরঃ কচিৎ ।

বীজপূরযুতৈরেতৈঃ পঞ্চান্নমুদিতং বুধৈঃ ॥ ৯৫ ॥

কোশাত্রনামগুণাঃ ।

কোশাত্রকো ঘনস্কন্ধো জন্তুবৃক্ষশ্চ কোশকঃ ।

কোশাত্রঃ কুষ্ঠশোথাস্রপিত্তব্রণকফাপহঃ ॥ ৯৬ ॥

তৎফলং গ্রাহি বাতশ্লম্নয়োষণং গুরু পিত্তলম্ ।

পকন্তদ্রূপনং রুচ্যং লঘুষ্ণং কফবাতজিৎ ।

মজ্জা পিত্তসমীরণঃ স্নাতুর্বল্যোহগ্নিদীপনঃ ॥ ৯৭ ॥

শব্দ সমুদায় আত্মাতকের নামান্তর । আত্মাতক—অপকাবস্থায় বাতনাশক, গুরু, উষ্ণবীৰ্য, কচিৎজনক ও সারক । পক আত্মাতক—মধুর, শীতল, বৃষ্য এবং বাত, পিত্ত, কফ, ক্ষত ও পিত্তনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে আমড়া বলে ॥ ৯৩ ॥

রাজাত্রের নাম ও গুণ ।

রাজাত্র, কাত্রনামা, কামাহো, রাজপুত্রক { অরাত্র, কোকিলোৎসব, রাজফল, মধুর, কোকিলানন্দ, কামেষ্ঠ, নৃপবল্লভ, টঙ্ক ও আত্মাত. }, এই শব্দ সমূহ রাজাত্রের নাম । রাজাত্র—মধুর, শীতল, মলরোধক, পিত্তগ্র ও কফনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মালদয়ে আঁব বলে ॥ ৯৪ ॥

চতুর্ন্ন ও পঞ্চান্নের নাম ।

ধৈকড়, দাড়িম, তেঁতুল ও কয়েদবেল, এই চারিটি, অথবা অন্নবেতস, তেঁতুল, দাড়িম ও কুল এই চারিটি অন্নদ্রব্য একত্রিত হইলে চতুর্ন্ন বলা যায় এবং উক্ত বিবিধ চতুর্ন্নের যে কোন একটির সহিত ছোলদ্রবের মিলিত করিলে পঞ্চান্ন হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

কোশাত্রের নাম ও গুণ ।

কোশাত্রক, ঘনস্কন্ধ, জন্তুবৃক্ষ, কোশক, কোশাত্র, { কুষ্ঠাত্র, কুম্বিক, অকোশক, জন্তুপাদপ, রসাত্র, রক্তাত্র, লাক্ষাবৃক্ষ এই সকল শব্দ কোশাত্রের নাম ।

পুগীফলনামগুণাঃ ।

ক্রমুকং ক্রমুকং পুগং পুগীফলমুদাহতম্ ।  
 পুগং গুরু হিমং রূক্ষং কষায়ং কফপিত্তজিৎ ॥ ৯৮ ॥  
 মোহনং দীপনং রুচ্যমাশ্রবৈরশ্রনাশনম্ ॥  
 আর্দ্রস্তদু গুর্বভিষ্যন্দি বহিদৃষ্টিহরম্পরম্ ॥ ৯৯ ॥  
 স্নিগ্ধং ত্রিদোষহং সর্বং পকং শুক্লস্ত বাতলম্ ।  
 পুগং শ্রাদ্ দৃঢ়মধ্যেচ্ছং তন্ধি নানাবিধং হিমম্ ॥ ১০০ ॥  
 পাকদেশবিভেদেন চিক্ৰণং সর্বদোষমুৎ ।  
 কুমিকুং পুগপুষ্পস্ত কষায়ং মধুরং গুরু ।  
 স্নিগ্ধস্ত্রিদোষহদ বল্যং তন্ত্বেদাংস্তদ্বাদিশেৎ ॥ ১০১ ॥

কোষাত্র—কুষ্ঠ; শোধ, রক্তপিত্ত, ত্রণ ও কফনাশক । ইহার কাঁচাফল—গ্রাহি, বাতনাশক, অন্ন, উষ্ণ, গুরু ও পিত্তনাশক । ইহার পাকাফল—অগ্নিদীপক, রুচিকর, অম্ল, উষ্ণবীৰ্য্য, কফর ও বাতনাশক । ইহার মজ্জা—পিত্তনাশক, বাতহর, মধুর, বলকর ও অগ্নিদীপক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কেঁড়ো ও কোশাম বলে ॥ ৯৮-১০১ ॥

পুগীফলের নাম ও গুণ ।

ক্রমুক, ক্রমুক, পুগ, পুগীফল, { ক্রমুকী, ক্রমুকফল, ক্রম, গুবাক, গুবাক, খপুর্, কণীতন, পুগবৃক্ষ, দীর্ঘপাদপ, দৃঢ়বল্ল, বন্ধতরু, চিক্ৰণ, অকোট, তন্তুসূর, শ্রবজ্ঞন, গোপদল, রাজতাল, উষ্মগ, চটাফল ও করমট }, এই সকল শব্দ পুগীফলের নাম । পুগীফল—গুরু, শীতল, রূক্ষ, কষায়, কফর, পিত্তনাশক, মত্তভাজনক, অগ্নিদীপক, রুচিকর ও মূত্রের বৈরাগ্যনাশক । অপক পুগীফল—গুরু, অভিষ্যন্দি (নাসিকা, চক্ষু ও মুখাদি হইতে জলস্রাবক), জঠরাগ্নিনাশক ও দৃষ্টিশক্তিবিনাশক । পকপুগ—ত্রিদোষর ও স্নিগ্ধ । শুকপুষ্প—বাতবর্দ্ধক । যে পুগীফলের মধ্যভাগ দৃঢ়, তাহাই সর্বকার্য্যে প্রযোজ্য ও বিবিধ হিতসাধক ও শীতবীৰ্য্য । পাক ও দেশভেদে পুগীফল নানাবিধ, তন্মধ্যে চিক্ৰণ পুগ সর্ববিধ দোষনাশক । পুগপুষ্প—কুমিজনক, কষায়, মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক

## তাম্বুলনামগুণাঃ ।

তাম্বুলবল্লী তাম্বুলী নাগিনী নাগবল্লরী ।

তাম্বুলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণাঞ্চস্তুবরং সরম্ ॥ ১০২ ॥

তিক্তক্ষারোষণং কামরক্তপিত্তকরং লঘু ।

বল্যং শ্লেষ্মাস্তদৌর্গন্ধ্য মলবাতশ্রমাপহম্ ॥ ১০৩ ॥

তাম্বুলং স্বর্ণবর্ণং ক্রমুকফলযুতং সর্বমগ্র্যগৃহীতং ।

কপূরেণাণ্ডজাভ্যাং কৃতখদিরবটীসৌরিভেণাতিচূর্ণম্ ।

চূর্ণং গ্রীবানুজাতং শিশিরিকিরণবৎ প্রোজ্জ্বলং তেন সাকং

দত্ত্বা বিপ্রায় পূর্ববৃন্দনু সুরপতিভক্ষয়েদাপ্তদত্তম্ ॥ ১০৪ ॥

চূর্ণং কফানিলহরং খদিরং কফপিত্তজিৎ ।

সংযোগতো দোষহরং সৌমনস্ভ্যং কৰোতি চ ।

তাম্বুলের নাম ও গুণ ।

তাম্বুলবল্লী, তাম্বুলী, নাগিনী, নাগবল্লরী, { নাগবল্লিকা, পর্ণলতা, সপ্তশিরা, সপ্তলতা, ফণিবল্লী, ভুজগলতা, ভক্ষপত্রা, তাম্বুলবল্লিকা, পর্ণবল্লী ও দিব্যভীরা }, এই শব্দ সমূহ পর্ণলতার নাম । তাম্বুল, { পর্ণ, তাম্বুল, মুখভুষণ ও গৃহাশ্রয় }, এই শব্দ কতিপয় তাম্বুলের নাম । তাম্বুল—বিশদ, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, কষায়রসাত্মক, সারক, তিত্ত, ক্ষার, কটু ( কাল ), কাম, রক্ত ও পিত্তজনক, লঘু, বলকর, কফ, মুখের দৌর্গন্ধ্য, মল, বাত ও শ্রমনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পাণ বলে ॥ ১০২—১০৩ ॥

তাম্বুল ভক্ষণবিধি ।

স্বর্ণবর্ণ অগ্রগৃহীত পুগফল, কপূর, কস্তুরী, সূচর্ণিত সুরভি খদির এবং প্রগুর-জাত চন্দ্রবৎ সজ্জ্বল চূর্ণসহ তাম্বুল সর্বাঙ্গে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া, পশ্চাৎ নর-পতি তাম্বুল ভক্ষণ করিবেন ॥ ১০৪ ॥

চূর্ণের ও খদিরের নাম ও গুণ ।

চূর্ণ, { চূর্ণক, সৌধভুষণ, স্রুধা, স্রুধাস্র ও কটুশর্করা }, এই শব্দ সমূহ চূর্ণের নাম । খদির, { খাদির, খাদিরসার, খদিরসার, খদিরনির্ঘাস, অমৃতসার, রক্ত, রক্ত ও সংসার }, এই শব্দ সমুদায় খদিরের পর্যায় । চূর্ণ—কফর ও বাত নিবারক এবং খদির—পিত্ত ও কফনাশক । চূর্ণ ও খদির উভয়ে সংযুক্ত হইলে, তাহা জিহ্বানাশক, মনস্তপ্তিকর এবং মুখের স্রবস্রতা, সৌগন্ধ্য, কান্তি ও শোভা

মুখবৈরশ্চসৌগন্ধ্যকান্তিশোভাকরঃ পরম্ ॥ ১০৫ ॥

লবলীলনামগুণাঃ ।

ঘনস্নিগ্ধা মহাপ্রাংশুঃ প্রপুন্নাটসমচ্ছদা ॥ ১০৬ ॥

সুগন্ধমূলা লবলী পাণ্ডুকোমলবন্ধলা ।

লবল্যাঃ ফলমুদ্দিষ্টঃ শ্যামং জ্যোৎস্নাফলং তথা ॥ ১০৭ ॥

লবলীফলমশ্মাশোঁবাতিপিত্তহরং লঘু ।

বিশদং রোচনং রুক্ষং হৃৎ পিত্তকফাপহম্ ॥ ১০৮ ॥

ফলং তুল্যগুণং সর্বং মজ্জানমপি নির্দিশেৎ ।

ফলং হিমামিছুর্ঝাতব্যালকীটাদিদূষিতম্ ॥ ১০৯ ॥

অকালজাতং নাস্তায়্যাপাকাভীমারভূমিজম্ ।

আমং দোষকরং প্রায়ঃ ফলং বিল্বং বিনাখিলম্ ॥ ১১০ ॥

যস্য যস্য ফলশ্চেহ বীৰ্য্যং ভবতি যাদৃশম্ ।

তস্য তস্যৈব বীৰ্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দিশেৎ ॥ ১১১ ॥

অন্যায় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় চূর্ণকে চূণ, খদিরকে খয়ের কুণ্ডখদিরসারকে নাগাই, খয়ের এবং পাণ্ডুখদিরসারকে পাপড়ী খয়ের বলে ॥ ১০৫ ॥

লবলীর নাম ও গুণ ।

ঘনস্নিগ্ধ, মহাপ্রাংশু প্রপুন্নাটসমচ্ছদা, সুগন্ধমূলা, লবলী, পাণ্ডু, কোমল বন্ধলী, { লবনী, ঐষজা ও অজ্রিমা } এই শব্দ সমুদায় লবলীর পর্যায় । লবলীর ফল, শ্যাম ও জ্যোৎস্নাফল, এই শব্দত্রয় লবলীর ফলের পর্যায় । লবলীর ফল—অশ্মরী, অর্শ, বন্ত ও পিত্তনাশক, লঘু, বিশদ, রোচক, রুক্ষ, হৃৎ, অন্ন ও কফনাশক । ইহা এক প্রকার আম্রফল বিশেষ । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে লোণা, নোয়ার ও নোয়াল বলে ॥ ১০৬—১০৮ ॥

ফলের ও মজ্জার গুণ ।

ফল ও মজ্জা (অংশীর্ণশাস) উভয়ে তুল্যগুণবিশিষ্ট । শিশির, অগ্নি, দূষিতবায়ু, সর্প, কীট প্রভৃতি দ্বারা দূষিত, অকালজাত এবং অযত্ন কারভূমিজাত পক্ষফল কদাচ ভক্ষণ করা কর্তব্য নহে । অপক বিষফল ব্যতীত প্রায়ই সর্ববিধ অপকফল অতীব দোষকর বলিয়া জানিবে । যে যে ফলের যেপ্রকার বীৰ্য্য উপপন্ন হয়, সেই সেই বীৰ্য্য দ্বারা তাহাদের মজ্জার গুণ নির্দেশ করিবে । যে কোন প্রকার ফল অকালজাত মজ্জা পণ্ডিত চক্ৰেণ যদ্যপি ভ্রান্ত্যে বাধ্যত (কোনপ্রকার

ব্যাদিতং কুমিজুষ্কং পাকাতীতমকালজম্ ।

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপৰ্য্যাগতমেব চ ॥ ১১২ ॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটীরমল্ল

স্তেন শ্রীমদন নৃপেণ নিৰ্ম্মিতে হত্ৰ ।

গ্রন্থেহভূমদনবিনোদনাম্বি পূৰ্ণে

বর্গেহয়ং বিবিধফলাদিযুক্তশ্চ ষষ্ঠঃ ॥ ১১৩ ॥

ইতি ফলাদিবর্গঃ ষষ্ঠঃ সমাপ্তঃ ।

তাহা নিশ্চয়ই পরিভাগ করিবে অর্থাৎ কদাচ তাহা ভক্ষণ করিবে না, কারণ  
এবধি দূষিত ফল ভক্ষণ করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা ॥ ১০৯-১১২ ॥

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ, প্রচণ্ডধোঁড় সম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল কর্তৃক  
বিরচিত “মদন-বিনোদ” নামক ঐহে ফলাদিবর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠবর্গ সম্পূর্ণ ।

## অথ সপ্তমোধ্যায়

মঙ্গলাচরণম্ ।

রাধাপদাজে নিপতন্ বিনোদী

মানাপনুতৈ জগদেকবন্দ্যঃ ।

কেনাপি কাগেন স গোপরূপী

পায়াদপায়াৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ ।

মান অপনয়নার্থ স্বীয় প্রিয়তমা রাধার পাদপদ্মে নিপতিত বিপিনবিহারী এ  
জগতে একমাত্র বন্দনীয় সেইছায় কোনপ্রকার লীলা হেতু গোপরূপধারী সেই  
পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বিপদ হইতে ভোগাঙ্গিকাকে বৎসার্য্য করতঃ ৭ ১ ॥

## শাকবর্গঃ ।

### কুম্ভাণ্ডনামগুণাঃ ।

সর্বশাকেষু জীবন্তী শ্রেষ্ঠা নিন্দ্যাক্ত সর্বপঃ ।  
 শাকং চতুর্দী তৎপুষ্পং ছদকন্দফলৈঃ স্মৃতম্ ॥ ২ ॥  
 কুম্ভাণ্ডকী পুষ্পফলী পচনালিষ্টচতুর্বিধঃ ।  
 কক্করাকলাকন্দী সাদারাককক্কটী ॥ ৩ ॥  
 কুম্ভাণ্ডং বৃংহণং শীতসূরু পিত্তাস্রুভাতজিৎ ।  
 বুল্যং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কককারকম্ ॥ ৪ ॥  
 পকং নাতিহিমং স্নাতু সক্ষারং দীপনং লঘু ।  
 বস্তিশুদ্ধিবরং রেতোরোগদোষত্রয়াপহম্ ॥ ৫ ॥  
 কুম্ভাণ্ডং নাতিমধুরং বাতাস্মরিকফাপহম্ ।  
 তন্মজ্জা পিত্তনুদ বৃষ্যো মধুরো বস্তিশোধনঃ ॥ ৬ ॥

### কুম্ভাণ্ড প্রভৃতি শাকবর্গঃ ।

#### কুম্ভাণ্ডের নাম ও গুণ ।

সর্বশাকের মধ্যে জীবন্তীশাক সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপশাক অতীব নিন্দনীয় । পুষ্প, পত্র, কন্দ ও ফলভেদে শাক চারিপ্রকার । কুম্ভাকী, পুষ্পফলী, পচনালি, এই শব্দত্রয় কুম্ভাণ্ড শাকের নাম । ইহা কক্কর, অফলাকন্দী, আক ও রাজকক্কটীভেদে ৪ প্রকার । কুম্ভাণ্ড, { যুগাবাস, জিম্বি, গ্রামকক্কটী, পুষ্পফল, কুম্ভাণ্ডক, কক্কর, শিখিবর্জক, কুম্ভাণ্ড, কুম্ভাণ্ডী, কক্কোটিকা, বৃহৎফলা, সূফলা, কুচকলা ও নাগপুষ্পফলা }, এই শব্দ সমূহায় কুম্ভাণ্ডের নাম । কুম্ভাণ্ড-শাক—বলকর, শীতল, শুষ্ক, রক্তপিত্তনাশক ও বাতহর । বাল ( আলি ) কুম্ভাণ্ড—পিত্তনাশক ও শীতল । মধ্যম ( বাতী ) কুম্ভাণ্ড—কফজনক । পককুম্ভাণ্ড—অল্প শীতল, মধুররসযুক্ত, ক্ষার, অগ্নিপ্রদীপক, লঘুপাকী, বস্তিশোধক, শুক্রদোষ ও সন্নিপাতনাশক । ইহার পুষ্প অনতিমধুর, বাতহর, অশ্মরী রোগনাশক ও কফ-বিনাশক । ইহার মজ্জা—পিত্তনাশক, বলকর, মধুররসযুক্ত ও বস্তিশোধক ।



## কর্কটীনামগুণাঃ ।

কর্কটী লোমশী ব্যালপত্রৈর্বীকরু বৃহৎফলা ।

কর্কটং শীতলং গ্রাহি রক্তপিত্তহরং গুরু ।

পকং পিত্তাশ্মিজননং স্ফারং শ্লেষ্মবাতজিৎ ॥ ৭ ॥

কর্কটী লোমশী ব্যালপত্রৈর্বীকরুবৃহৎফলা ।

কর্কটী শীতলা রুক্ষা গ্রাহিনী মধুরা গুরুঃ ॥ ৮ ॥

## কালিঙ্গনামগুণাঃ ।

কালিঙ্গং কৃষ্ণবীজং শ্ৰীং কালিন্দং ফলবর্তুলম্ ।

কালিঙ্গং গ্রাহি দৃকপিত্তশুক্রহৃদীতলং গুরু ।

পকন্তু সোষণং স্ফারং পিত্তলং কফবাতজিৎ ॥ ৯ ॥

## মিষ্টতুস্মীনামগুণাঃ ।

তুস্মী মিষ্টা মহাতুস্মী রাজালাবুরলাবনী ।

মিষ্টতুস্মীফলং বৃহৎ কফপিত্তহরং গুরুঃ ॥ ১০ ॥

## কর্কটীর নাম ও গুণ ।

কর্কটী, লোমশী, ব্যালপত্রা, একারু, বৃহৎফলা, { কর্কটিপীনসা, কটুফলা, মূত্রফলা, ত্রপুষা, হস্তিপর্ণী, লোমশফলা, বহুকক্ষা, কর্কটাক্ষ, ত্রপুষী, মূত্রলা, চির্ভটী, বালুস্কী ও শান্তহু }, এই সকল শব্দ কর্কটীর নাম । কর্কটী—শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, মধুররসযুক্ত ও গুরুপাকী । পককর্কটী—পিত্তবর্ধক, অগ্নিবর্ধক, ক্ষারযুক্ত, কফঘ্ন ও বাতনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কাঁকড় বলে ॥ ৭-৮ ॥

## কালিঙ্গের নাম ও গুণ ।

কালিঙ্গ, কৃষ্ণবীজ, কালিন্দ, ফলবর্তুল, { কালিন্দক ও কালিন্দক }, এই সকল শব্দ কালিঙ্গের নাম । কালিঙ্গশাক—মলরোধক, দৃষ্টিশক্তিনাশক, পিত্তনাশক, শীতল, শুক্রনাশক ও গুরুপাকী । ইহার পক্ষফল—উষ্ণবীৰ্য্য, ক্ষারসংযুক্ত, পিত্তবর্ধক, কফঘ্ন ও বাতনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তরমুজ এবং হিন্দীভাষায় “তরবুজ” বলে ॥ ৯ ॥

## মিষ্টতুস্মীর নাম ও গুণ ।

তুস্মী, মিষ্টা, মহাতুস্মী, রাজালাবু, অগাবু, { রাজালাবু ও রাজতুস্মী }, এই শব্দ সকল মিষ্ট তুস্মীর নাম । মিষ্টতুস্মীর ফল, বীৰ্য্যজনক, কক্ষ, পিত্তনাশক ও গুরুপাকী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মিঠালাউ, হিন্দীভাষায় মিঠালোকী এবং বাবনিকভাষায় মিঠাকড় বলে ॥ ১০ ॥

কটুতুষ্ণীনামগুণাঃ ।

কটুতুষ্ণী মিষ্টফলী রাজপুত্রী চ তুষ্ণিনী ।

কটুতুষ্ণী হিমা হৃদ্যা পিত্তকাসবিষাপহা ॥ ১১ ॥

ত্ৰপুষ্যনামগুণাঃ ।

ত্ৰপুষ্যং কণ্টকিলতা শুধাবাসোহপংরং কটুঃ ।

ছদ্দিপণী মূত্রফলা পিত্তকং হস্তিপর্ণিনী ॥ ১২ ॥

ত্ৰপুষ্যং মূত্রলং শীতং রূক্ষং পিত্তাশ্মকৃচ্ছনুৎ ।

তৎপকমুষণম্নম্ন শ্রাৎ পিত্তলং কফবাতজিৎ ॥ ১৩ ॥

চিৰ্ভটনামগুণাঃ ।

চিৰ্ভটং ধেনুহৃদ্যং শ্রাৎ জেয়ং গোরক্ষকৰ্কটী ।

চিৰ্ভটং মধুরং রূক্ষং গুরু পিত্তকফাপহম্ ॥ ১৪ ॥

শীতং বিষ্ণুস্তি সংগ্রাহি পকমুষন্তু পিত্তনুৎ ॥ ১৫ ॥

কটুতুষ্ণীর নাম ও গুণ ।

কটুতুষ্ণী, মিষ্টফলী, রাজপুত্রী, তুষ্ণিনী, { কটুতুষ্ণিনী, ফলিনী; পিণ্ডফলা, লম্বা, হৃদয়াকৃ, মহাফলা, কটুকালাব, নৃপাঙ্গজা, কটুভিত্তকা, ভিত্তক, কটুফলা, তুষ্ণিনী, বৃহৎফলা, ভিত্তফলা, ভিত্তবীজা ও তুষ্ণিকা }, এই শব্দ সমূহই কটুতুষ্ণীর নাম । কটুতুষ্ণী—শীতল, হৃদ্য, পিত্তনাশক, কাসর ও বিষনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তিৎলাউ, হিন্দীভাষায় “তিৎলোকী” ও “লোয়া” এবং বাবনিক ভাষায় ইহাকে ভিত্তাকছ বলে ॥ ১১ ॥

• • ত্ৰপুষের নাম ও গুণ ।

ত্ৰপুষ, কণ্টকিলতা, শুধাবাস, { ত্ৰপুষী, ত্ৰপুষীফলা, শীতপুষ্পা, কণ্ডাল, কণ্টাল, ত্ৰপুকৰ্কটী, বহুফলা, কোষফলা, তুন্দিলফলা, শুধাবাসা ও ত্ৰপুষা }, এই শব্দ সমূহই ত্ৰপুষের নাম । কটুত্ৰপুষ, ছদ্দিপণী, মূত্রফলা, পিত্তক ও হস্তিপর্ণিনী, এই শব্দ কয়েকটা কটুত্ৰপুষীর নাম । ত্ৰপুষ—মূত্রবর্দ্ধক, শীতবীৰ্য্য, রূক্ষ, পিত্তর, অশ্মরী-রোগনাশক ও মূত্রকৃচ্ছবিনাশী । ইহার পকফল—উষ্ণবীৰ্য্য, অন্নরসযুক্ত, পিত্ত-বর্দ্ধক, বাতনাশক ও কফর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শর্শা ও কীরই এবং হিন্দীভাষায় “কীরা” বলে ॥ ১২-১৩ ॥

চিৰ্ভটের নাম ও গুণ ।

চিৰ্ভট চিৰ্ভট চিৰ্ভট চিৰ্ভট চিৰ্ভট চিৰ্ভট চিৰ্ভট চিৰ্ভট চিৰ্ভট চিৰ্ভট

## বালুকনামগুণাঃ ।

বালুকং কাণ্ডকং বালু তচ্ছীতং মধুরং গুরু ।

রক্তপিভহরং ভেদি লঘুঞ্চং পকমগ্নিকৃৎ ॥ ১৬ ॥

## শীর্ণবৃন্তনামগুণাঃ ।

শীর্ণবৃন্তং চিত্রফলং বিচিত্রং পীতবর্ণকম্ ।

শাণবৃন্তং লঘু স্নাত্ত ভেদ্যঞ্চং বহ্নিপিত্তকৃৎ ॥ ১৭ ॥

## কোশাতকীনামগুণাঃ ।

কোশাতকী শতচ্ছিদ্রা জালিনী কৃতবেধসা ।

মৃদঙ্গফলকা জেরা ঘোটাকী কর্কশচ্ছদা ॥ ১৮ ॥

কোশাতকী লঘুস্তিক্তা রুক্ষামাশয়শোধনী ।

শোফপাণ্ডুদরপ্লীহকুষ্ঠার্শঃকফপিত্তজিৎ ।

তৎফলং ভেদনং শীতং লঘু মেহত্রিদোষজিৎ ॥ ১৯ ॥

কর্কচিৰ্ভিটা }, এই শব্দ সকল চিৰ্ভটের নাম । চিৰ্ভট—মধুররসযুক্ত, রুক্ষ, গুরু-  
পিত্ত, কফবিনাশী, শীতল, বিষ্টকর এবং মলারোধক । পক চিৰ্ভট—উষ্ণবীৰ্য্য  
ও পিত্তনাশক । ইহা একপ্রকার কাঁকড় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় চিৰ্ভিড়া ও বেল-  
সেদ বলে ॥ ১৪-১৫ ॥

বালুকের নাম ও গুণ ।

বালুক, কাণ্ডক, বালু, { বালুকী, বালুঙ্গী, বালুজিকা, বালুকী, বালুফলা,  
স্নিগ্ধফলা, ক্ষেত্রকর্কটী, ক্ষেত্রকহা, কাণ্ডিকা ও মূলা }, এই শব্দ সমুদায় বালুকের  
নাম । ইহা—শীতবীৰ্য্য, মধুররসযুক্ত ও গুরুপাকী । পকবালুক—রক্তপিভ-  
নাশক, ভেদক, লঘুপাকী, উষ্ণবীৰ্য্য ও অগ্নিবর্দ্ধক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে  
বালিকাঁকড় বলে ॥ ১৬ ॥

শীর্ণবৃন্তের নাম ও গুণ ।

শীর্ণবৃন্ত, চিত্রফল, বিচিত্র, পীতবর্ণক, { চেলনা, অন্নপ্রমাণক, স্রুধাশ, রাজ-  
তিনিষ, লতাপনস, নাটাজ, নেট, স্রুধাবাস, খট ও গোড়ু }, এই শব্দ  
সমুদায় শীর্ণবৃন্তের পর্যায় । শীর্ণবৃন্ত—লঘুপাকী, স্নাত্তরসাত্মক, ভেদক, উষ্ণবীৰ্য্য,  
অগ্নিজনক ও পিত্তবর্দ্ধক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বড়তরমুজ ও চেলান  
বলে ॥ ১৭ ॥

কোশাতকীর নাম ও গুণ ।

কোশাতকী, শতচ্ছিদ্রা, জালিনী, কৃতবেধসা, মৃদঙ্গফলকা, জেরা, ঘোটাকী,  
কর্কশচ্ছদা, { কৃতচ্ছিদ্রা, কোষাতকী, কৃতবেধনা, জ্যোৎস্নিকা, ক্ষেড়া, স্রুজিতা,

রাজকোশাতকীনাংগুণাঃ ।

রাজকোশাতকী মিষ্টা মহাজালিঃ সপীতকা ।

রাজকোশাতকী শীতা জ্বরহ্নী কফবাতলা ॥ ২০ ॥

মহাকোশাতকীনাংগুণাঃ ।

মহাকোশাতকী ত্বন্থ হস্তিঘোষা মহাফলা ।

মহাকোশাতকী শ্লিথ্বা মিষ্টা পিত্তানিলাপহা ॥ ২১ ॥

বৃন্তাকীনাংগুণাঃ ।

বৃন্তাকী বার্ভিকী বৃন্তা ভণ্টাকী ভণ্টিকা মতা ।

বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষং কটুপাকঞ্চ পিত্তলম্ ॥ ২২ ॥

ঘোষক, ঘণ্টালী, পটোল, মদাজী ও মদজফলিনী }, এই শব্দ সমুদায় কোশাতকীর নাম । কোশাতকীশব্দ—লঘুপাকী, তিক্তরসযুক্ত, রুক্ষস্বীৰ্য্য, আমাশয় শোধক এবং শোধ, পাণ্ডু, উদর, প্রীহা, কঠ, অর্শ, কফ ও পিত্তবিনাশক । ইহার ফল—ভেদক, শীতল, লঘু, মেহর ও ত্রিদোষ বিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বিষ্ণু, ক্ষুদ্রোদোলা ও তিৎপোলা এবং হিন্দীভাষায় “কিমনী” ও উড়িয়া ভাষায় “জন্নী” বলে ॥ ১৮-১৯ ॥

রাজকোশাতকীর নাম ও গুণ ।

রাজকোশাতকী, মিষ্টা, মহাজালি, সপীতকা, { রাজকোশাতকী, ধামার্গব, পীতপুষ্প, জালিনী, কৃতবেধন, কোশাফলা, কোষফলা, মহাজালী, পীতপুষ্পিকা ও হস্তিকর্ণিকা }, এই শব্দ সমুদায় রাজকোশাতকীর নাম । রাজকোশাতকী—শীতল, জরনাশক, কফবর্জক ও বাতল । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে একপ্রকার বিষ্ণু বা বিজ্ঞ বিশেষ এবং হিন্দীভাষায় “ঘিরাতোরই” বলে ॥ ২০ ॥

মহাকোশাতকীর নাম ও গুণ ।

মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, { ধামার্গব, কোষক ও হস্তিপর্ণ }, এই শব্দ সমুদায় মহাকোশাতকীর নাম । মহাকোশাতকী—নিষ্ণ, মিষ্টরসযুক্ত, পিত্তনাশক ও বাতহ্ন । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ঘোষাল, ঘোষক ও ঘোদাল এবং হিন্দীভাষায় “নেজুরান” বলে ॥ ২১ ॥

বৃন্তাকীর নাম ও গুণ ।

বৃন্তাকী, বার্ভিকী, বৃন্তা, ভণ্টাকী, ভণ্টিকা, বলাক, { সিংহী, হিজলী, বার্ভাকী,

কফবাতহরং হৃদং দীপনং শুক্রলং লঘু ।

জ্বরারোচককা স্নায়ং পকং তং পিত্তলং গুরু ॥ ২৩ ॥

শ্বেতবার্তাকুনাগুণাঃ ।

অপরঃ শ্বেতবার্তাকুঃ কুকুটাপ্তলোপমঃ ।

তস্মাদীনগুণঃ কিঞ্চিদর্শসঞ্চ হিতঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বীনাগুণাঃ ।

বিশ্বী রক্তফলা গোলা তুণ্ডী দন্তুচ্ছদোপমা ।

বিশ্বী বাস্তিপ্রদা হস্তি রক্তপিভাস্রকামলাঃ ॥ ২৫ ॥

মহাবৃহতী, বাতিগম, বঙ্গ, অঙ্গ, বের, কটপত্রাকী, কটাল, কটপত্রিকা, নিম্বাল, মাংসফলা, মাশাটিকা, চিৎফলা, কটকনী, মন্তী, কটফলা, মিশ্রবর্ণফলা, নীলফলা, রক্তফলা, নীলবৃষ, শাকশ্রেষ্ঠা, বৃন্তফলা ও নৃপপ্রিয়ফলা }, এই শব্দ সমুদায় বৃন্তাকীৰ নাম । বৃন্তাকী—মধুৱসমৃদ্ধ, তীক্ষ্ণগুণী, উষ্ণবীৰ্য, পাকে কটু, পিত্তবর্দ্ধক; কফ, বাতনিবারক, শুষ্ক, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, জ্বর, অরুচিনাশক ও কাসহর । ইহার পাকফল—অত্যন্ত পিত্তবর্দ্ধক ও গুরুপাকী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বেঙন, বাঙন, বাইঙন ও বেগোণ এবং হিন্দীভাষায় “ভন্টাহি” বলে ॥ ২২-২৩ ॥

শ্বেতবার্তাকুর নাম ও গুণ ।

শ্বেতবার্তাকু, কুকুটাপ্তলোপম, { শ্বেতবৃহতী, শ্বেতসিংহী, শ্বেতা, শ্বেতমাশাটিকা, শ্বেতফলা ও শ্বেতবার্তাকিনী }, এই শব্দ সমুদায় শ্বেতবার্তাকুর নাম । শ্বেতবার্তাকু—বার্তাকু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণবিশিষ্ট এবং অর্শোরোগে বিশেষ হিতজনক । ইহার সাদাকুল হয় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সাদাবেঙন বলে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বীর নাম ও গুণ ।

বিশ্বী, রক্তফলা, গোলা, তুণ্ডী, দন্তুচ্ছদোপমা, { বিশ্বিকা, বিশ্ব, বিশ্বক, বিশ্বজা, বিশ্বা, তুণ্ডিকেরী, ওষ্ঠী, পীলুপণী, তুণ্ডিকেরী, তুণ্ডীকেরিকা, তুণ্ডিকেশি, তুণ্ডা ও ওষ্ঠলোপমা }, এই শব্দ সমুদায় বিশ্বীর নামান্তর । বিশ্বীশাক—বমিকারক এবং রক্তপিত্ত, দুষ্টরক্ত ও কামলারোগবিনাশক । ইহার ফল—পীতল, মধুএবমবিশিষ্ট, গুরুপাকী, রক্তপিত্তনাশক, কাষয়,

তৎফলং শীতলং স্বাদু গুরু পিত্তাস্রদাহজিৎ ।

স্তম্ভনংলেখনং বাতবিবন্ধাধানকারকম্ ॥ ২৬ ॥

কারবেল্লনামগুণাঃ ।

কারবেল্লং কঠিল্লং স্নাদুঔকাণ্ডং স্রকাণ্ডকম্ ।

কারবল্লী.বারিবল্লী বৃহদ্বল্ল্যপরা স্মৃতা ॥ ২৭ ॥

কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিস্তমবাতলম্ ।

পিত্তাস্রকামলাপাণ্ডুকফমেহকুমীন্ জয়েৎ ॥ ২৮ ॥

কর্কোটকীনাংগুণাঃ ।

কর্কোটকী পীতপুষ্পা মহাজালিনিরুচ্যতে ।

তদ্রং কর্কোটক পুষ্পং কিলাসারুচিনাশনম্ ॥ ২৯ ॥

স্তম্ভনকারক, লেখন ( রসশোষক ) এবং ইহা দ্বারা বায়ু, পিষ্টক ও আত্মান প্রবর্তিত হইয়া থাকে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তেলাকুচ এবং হিন্দীভাষায় “কুন্দরী” বলে ॥ ২৭-২৬ ॥

কারবেল্লের নাম ও গুণ ।

কারবেল্ল, কঠিল্ল, ঔগকাণ্ড, স্রকাণ্ডক, { কঠিল্লক, কারবেল্লক, শুসবী, উল্লংগিত, তোরবল্লী, কাণ্ডকটুক, কণ্ডুর ও নামাসংবেদন }, এই শব্দ সমূহ কারবেল্লের নামান্তর । কারবল্লী, বারিবল্লী, বৃহদ্বল্লী, { কারবল্লিকা, কারবেল্লা ও বেল্লিকা }, এই শব্দ কতিপয় কারবল্লীর নাম । কারবেল্ল—শীতবীৰ্য্য, লঘু, ভেদক, তিক্ত, অল্প বাতবর্দ্ধক এবং ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, কামলা, পাণ্ডু, কফ, মেহ ও কুমিরোগবিনষ্ট হইয়া থাকে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় কারবেল্লকে, করলা উচ্রে এবং হিন্দীভাষায় “কারেলী” আর কারবল্লীকে ছোট উচ্ছে ও হিন্দীভাষায় “কিরেলী” বলে ॥ ২৭-২৮ ॥

কর্কোটকীর নাম ও গুণ ।

কর্কোটকী, পীতপুষ্পা, মহাজালিনি, { পীতপুষ্পী, মহাজালী, কর্কোটকা, কর্কোটিকা ও কর্কোটী }, এই শব্দগুলি কর্কোটকী লতার নাম । কর্কোটক, { কর্কোটী, কর্কোট, কিলাসর, তিস্তপত্র ও স্রগন্ধক } এই শব্দ সকল কর্কোটক ফলের নাম । কর্কোটক পুষ্পশাক এবং উহার ফল—উভয়ে সমগুণযুক্ত অর্থাৎ উহার কিলাস ( কুষ্ঠবাধি বিশেষ ), ও অরুচিরোগ বিনাশ করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কাররোল এবং হিন্দীভাষায় “খেংলা” বলে ॥ ২৯ ॥

## বক্ষ্যাকর্কোটকী নামগুণাঃ ।

বক্ষ্যাকর্কোটকী দেবী নাগারিবিষকণ্টকা ।

বক্ষ্যাকর্কোটকী তিত্তা বিষবীসর্পকাসজিৎ ॥ ৩০ ॥

## ডোড়িকানামগুণাঃ ।

ডোড়িকা বিষমুষ্টিঃ স্তাদ্ বিষগ্রন্থিঃ সমুষ্টিকা ।

ডোড়িকা কফপিভার্শঃ কুমিগুণ্যবিষাপহা ॥ ৩১ ॥

## ডিণ্ডিসনামগুণাঃ ।

ডিণ্ডিশো রোমশফলো তিন্দিসো মুনিনিশ্চিতঃ ।

ডিণ্ডিসো বাতলো রুক্ষো মূত্রলোহ্মরিভেদকঃ ॥ ৩২ ॥

## বক্ষ্যাকর্কোটকীর নাম ও গুণ ।

বক্ষ্যাকর্কোটকী, দেবী, নাগারি, বিষকণ্টকা, { বক্ষ্যা, নাগারাতি, মনোজ্ঞা, বক্ষ্যাকর্কোটী, পথ্যা, দিব্যা, প্রহ্লা, মকন্দা, কন্দবল্লী, ঈশ্বরী, ত্রীকন্দা, সুগন্ধা, সর্পকমণী, বিষকন্দকিনী, পরা, ভূতহরী ও কুমারী }, এই শব্দ সমূহ বক্ষ্যাকর্কোটকীর পথ্যায় । বক্ষ্যাকর্কোটকা—তিক্ত, বিষগ্র, বিসর্পনাশক ও কাসরোগ বিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বনকাকরোল এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে কনকথসা, কাঁকচটেল ও কাঁককরোল বলে ॥ ৩০ ॥

## ডোড়িকার নাম ও গুণ ।

ডোড়িকা, বিষমুষ্টি, বিষগ্রন্থি, সমুষ্টিকা, { ডোড়ী, কেশমুষ্টি, সমুষ্টি, রুণ-পুষ্টিকা, স্কুপাডোড়ি ও ডোবড়ী }, এই শব্দ সমূহ ডোড়িকার নাম । ডোড়িকা—কফ, পিত্ত, জ্বর, কুমি, গুণ্ডা ও বিষ বিনাশক । ইহাকে প্রচলিত বঙ্গভাষায় বিষ-দোড়ী ও তিব্বতে এবং হিন্দীভাষায় “কারুদা” বলে ॥ ৩১ ॥

## ডিণ্ডিসের নাম ও গুণ ।

ডিণ্ডিস, রোমশফল, তিন্দিস, মুনিনিশ্চিত, { ডিণ্ডিশ, টিণ্ডিশ ও ডিন্ডিশ }, এই শব্দ সকল ডিণ্ডিসের নাম । ডিণ্ডিস—বাতল, রুক্ষ, মূত্রবর্ধক ও অশ্মরিরোগ নাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে টাণ্ডশ ও টেড়ি এবং হিন্দীভাষায় ডিণ্ডিশ ও ডেঁড়ী বলে ॥ ৩২ ॥

কোলশিস্থীনামগুণাঃ ।

কোলশিস্থী কৃষ্ণফলা যড়বশীকরপাদিকা ।

কোলশিস্থী সমীরয়ী গুরুবামকফপিত্তকৃৎ ॥ ৩৩ ॥

শিস্থীনামগুণাঃ ।

শিস্থী কুশিস্থী কুৎসাশ্রশিস্থী পুঞ্জকশিস্থিকা ।

শিস্থী শীতা গুরুবল্যা প্লেথ্বলা বাতপিত্তজিৎ ॥ ৩৪ ॥

বাস্তুকনামগুণাঃ ।

বাস্তুকঃ শাকপত্রঃ স্র্যৎ কষীরস্তু প্রসাদকঃ ।

বাস্তুকঃ পাচনো রুচ্যো লঘুঃ শুক্রবলপ্রদঃ ।

সরঃ প্লীহাশ্রপিত্তার্শঃ কৃমিদোষভ্রয়াপহঃ ॥ ৩৫ ॥

কোলশিস্থীর নাম ও গুণ ।

কোলশিস্থী, কৃষ্ণফলা, যড়বশী, করপাদিকা, { কোলশিস্থী, কাকাডোলা, মপ্পী, খট্টা, শূকনপাদিকা, কাকাণ্ডা ও পর্যাকপাদিকা }, এই শব্দ সমুদায় কোলশিস্থীর নামান্বয় । কোলশিস্থী—বাতনাশক, গুরুপাকী, আমলনক, পিত্ত-হর ও ক্ষয়দ্রক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কটবাসিম্ ও শূয়ুরেসিম্ বলে ॥ ৩৩ ॥

শিস্থীর নাম ও গুণ ।

শিস্থী, কুশিস্থী, কুৎসাশ্রশিস্থী, পুঞ্জকশিস্থিকা, { শিস্থী, বীজগুপ্তি, পুস্তশিস্থী ও পুঞ্জকশিস্থিকা }, এই কতিপয় শব্দ শিস্থীর পর্যায় । শিস্থী জাতিভেদে দুই প্রকার । শিস্থী—নীতল, গুরুপাকী, বলকর, ক্ষয়দ্রক, বাতনাশক ও পিত্তহর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শিম্ এবং হিন্দীভাষায় “শেদি” বলে ॥ ৩৪ ॥

বাস্তুকশাকের নাম ও গুণ ।

বাস্তুক, শাকপত্রঃ, কষীর প্রসাদক, { বাস্ত, বাস্তক, বাস্তু, পাণ্ডপত্র, কশ্রেষ্ঠ, শাকবীর, কঙ্কর, ঘনাঘন, বস্ক, হিলমোচিক, রাজশাক, শাকরাজ, কেশরী, ক্ষারপত্র ও শাকরাট্ট }, এই শব্দ সমুদায় বাস্তুক শাকের নাম । বাস্তুক—পরিপাচক, কটিকর, লঘুপাকী, শুক্রজনক, বলপ্রদ, সারক, এবং ইহা দ্বারা শীতা, রক্তপিত্ত, অর্শ, কৃমি ও ত্রিদোষ বিনষ্ট ইহা থাকে । প্রচলিত বঙ্গভাষায়



## জীবন্তনামগুণাঃ ।

জীবন্তকঃ শাকবীরো রক্তনালঃ প্রণালকঃ ।

জীবন্তো বাতকৃৎ ক্ষারঃ স্বাদুপাকস্ত্রিদোষনুৎ ॥ ৩৬ ॥

## চিল্লীনামগুণাঃ ।

চিল্লী সর্পি লঘুঃ শীতা রুচ্যা মেধ্যাগ্নিদীপনী ।

বল্যা রুক্ষা হরেৎ প্লীহরক্তদোষত্রয়কুর্মান্ ॥ ৩৭ ॥

## কালশাকনামগুণাঃ ।

কালশাককালিকা স্রাৎ চুক্ষুকা চুক্ষুকোহপরঃ ।

কালশাকং সরং রুচ্যং বাতলং কফশোফজিৎ ॥ ৩৮ ॥

পিত্র্যং পবিত্রমায়ুগ্ধং নাতিপিত্তপ্রকোপনম্ ।

চক্ষুঃ শীতা সরা রুক্ষা স্বাদ্বীদোষত্রয়াপহা ॥ ৩৯ ॥

## জীবন্তশাকের নাম ও গুণ ।

জীবন্তক, শাকবীর, রক্তনাল, প্রণালক, জীবন্ত, { জীবন্তী, জীবন্ত, জীমা, জীবন্তিক, জীবিকা, প্রণালক, প্রণালিক, তাজপত্র, মেথক ও মন্থর } এই শব্দ সমূহ জীবন্তশাকের নাম । জীবন্ত—বাতবর্দ্ধক, ক্ষারযুক্ত, পাকে মধুর, এবং বিদোষ বিনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জীবই শাক বলে । ইহা গালব-  
দেশে উৎপন্ন হয় : কেহ কেহ উহাকে খোস্‌নো বলে ॥ ৩৬ ॥

## চিল্লীশাকের নাম ও গুণ ।

চিল্লী, { চিল্লিকা, তুলী, অগ্রলোহিতা, মুহুপত্রী, ক্ষারদলা, ক্ষারপত্রী, বাস্তুকী, বৃহৎলা ও গৌরবাস্তক }, এই শব্দ সমূহ চিল্লীশাকের পর্যায় । চিল্লীশাক—ভেদক, লঘুশাকী, শীতবীৰ্য, রুচিজনক, মেধাজনক, অগ্নিপ্রদীপক, বলকর, রুক্ষ এবং ইহা দ্বারা প্রীতি, রক্তপিত্ত ও মল্লিপিত্ত বিনষ্ট হয় । ইহা বাস্তকশাক জাতীয় এক প্রকার শাক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চিল্লী এবং হিন্দীভাষায় “চিলারী” বলে ॥ ৩৭ ॥

## কালশাকের ও চক্ষুশাকের নাম ও গুণ ।

কালশাক, কালিকা, { নাড়ীক, জাহ্নবীশাক ও বানক }, এই শব্দ কয়েকটী কালশাকের নাম । চক্ষু, চক্ষুশাক, চক্ষুবিজলা, কলভী, চিরপত্রিকা, চক্ষু, চক্ষুপত্র, কেশসম্বর, স্রুশাক, চিঞ্চা, চিঞ্চুকা, দীর্ঘপত্রী ও সাত্তিকিকা }, এই শব্দ সমূহ চক্ষুশাকের নাম । কালশাক—সারক, রুচিজনক, বাতবর্দ্ধক, তক্ষর, শোথ-

## তণ্ডুলীয়নামগুণাঃ ।

তণ্ডুলীয়ো মেঘনাদঃ কাণ্ডীরন্তুণ্ডুলীয়কঃ ।

বিষয়ঃ কদরোহন্তঃ স্রাৎ মারীষো মার্ষিকস্তথা ॥ ৪০ ॥

তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্তকফাস্রজিৎ ।

স্বকৃৎমূত্রমলো রুচ্যো দীপনো রক্তপিত্তহঃ ॥ ৪১ ॥

মারিষো রেচনঃ শীতো গুরুস্বদস্ত্রিদোষজিৎ ॥ ৪২ ॥

## ফোগনামগুণাঃ ।

ফোগো মরুদ্ভব শৃঙ্গী সূক্ষ্মপুষ্পঃ শশাদনঃ ।

ফোগঃ সংগ্রাহকঃ শীতো রক্তপিত্তকফাপহঃ ॥ ৪৩ ॥

নাশক, পিত্তশাক্রে প্রযোজ্য, পবিত্র, আয়ুর্কর্দক এবং অনতিপিত্তল । চক্ষুশাক—  
শীতল, ভেদক, রুক্ষ, মধুর ও ত্রিদোষনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কনকা  
য়াচ শাক ও লালশাক ও হিন্দীভাষায় “মরচা” এবং চক্ষুশাককে হিন্দীভাষায়  
“বেচনা” বলে, ইহা একপ্রকার পাটশাক বিশেষ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

## তণ্ডুলীয়শাক ও মারীষশাকের নাম ও গুণ ।

তণ্ডুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডীর, তণ্ডুলীয়ক, বিষয়, কদর, { তণ্ডুল, তণ্ডুলী, অল্প-  
মারীষ, ভণ্ডীর, ঐস্থিল, বহুবীর্ষ্য, ঘনস্নন, স্রশাক, পথ্যশাক, ক্ষুজ্জধু, স্বনিভাস্বয়-  
বীর, তণ্ডুলনামা, কীড়ের, তণ্ডুলের, তণ্ডুলেরক, তণ্ডুলদীজ ও তণ্ডুলবীর্ষ্য }, এই  
সকল শব্দ তণ্ডুলীয় শাকের নাম । { মারীষ, মার্ষ, মার্ষিক, কনককর, মারিষ  
ও তণ্ডুলীয় ভেদ } এই সকল শব্দ মারীষশাকের নাম । তণ্ডুলীয়ক শাক—  
লঘুপাকী, শীতবীর্ষ্য, রুক্ষ, পিত্ত, কফ, বৃক্তদোষনিবারক, মল ও মূত্র পরি-  
স্রাবক, কৃচ্ছিন্নক, অগ্নিপ্রদীপক ও রক্তপিত্তনাশক । মারিষশাক—রেচক,  
শীতল, গুরুপাকী, মস্তভাজনক ও ত্রিদোষয় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় তণ্ডুলীয়ক  
শাককে চাপানটেশাক এবং হিন্দীভাষায় চিরবাই ও অল্প মরুবা ও মারীষশাককে  
হিন্দীভাষায় “মরসা” বলে । ইহা একপ্রকার নটেশাক বিশেষ ॥ ৪০-৪২ ॥

## ফোগের নাম ও গুণ ।

ফোগ, মরুদ্ভব, শৃঙ্গী, সূক্ষ্মপুষ্প ও শশাদন, এই কতিপয় শব্দ ফোগের নাম ।  
ফোগ—মলরোধক, শীতবীর্ষ্য, রক্তপিত্তনাশক এবং কফয় । কেহ কেহ ইহাকে  
ধনশাক বলে ॥ ৪৩ ॥

## পটোলনামগুণাঃ ।

পটোলঃ পাণ্ডুকো জাতীফলকঃ কর্কশচ্ছদঃ ।

রাজীফলঃ পাণ্ডুফলো রাজীমানমৃত্যুফলম্ ॥ ৪৪ ॥

তিক্তোভ্রমা বীজগর্ভাহপরা রাজপটোলিকা ।

জ্যোৎস্নী পটোলিকা জালী নাদেয়ী ভূমিজম্বুকা ॥ ৪৫ ॥

পটোলং পাচনং হৃদয়ং বৃষ্যং লঘুগ্নিদীপনম্ ।

স্নিগ্ধোষং হস্তি বাতাস্তজ্বরদোষত্রয়কুশীন্ ॥ ৪৬ ॥

পত্রং পিত্তহরং শীতং তস্মৈ বল্লী কফাপহা ।

মূলং বিরচনং প্রোক্তং ফলং দোষত্রয়াপহম্ ॥ ৪৭ ॥

## চক্ষুড়নামগুণাঃ ।

চক্ষুড়ো বেষ্মাকুলোহন্তঃশ্বেতরাজী বৃহৎফলা ।

কিঞ্চিন্নয়নগুণস্তস্মাদ্বিশেষাচ্ছাষণো হিতঃ ॥ ৪৮ ॥

## পটোলের নাম গুণ ।

পটোল, পাণ্ডুল, জাতীফলক, কর্কশচ্ছদ, রাজীফল, পাণ্ডুফল, রাজীমান, অমৃতফল, { কুলক, তিক্তক, পটুক, পটু, কর্কশদল, রাজীমান, লতাফল, রাজফল, রাজপটোল, বরতিক্ত, তিক্তভস্কক, কটুজল, কটুক, কটু, রাজনামা, অমৃতফল, পাণ্ডু, বীজগর্ভ, নাগফল, কুটারি, কাসমর্দন, পঞ্জর, তিক্ত, রাজের ও ঐহীক }, এই শব্দ সমুদায় পটোলের নাম । তিক্তোভ্রমা, বীজগর্ভা, জ্যোৎস্নী, পটোলিকা, জালী, নাদেয়ী, ভূমিজম্বুকা ও জ্যোৎস্না, এই শব্দ সমুদায় পটোলীর নামান্তর । পটোল—পরিপাচক, হৃদয়, বৃষ্য, লঘুপাকী, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য এবং বাতরক্ত, জ্বর, ত্রিদোষ ও কুশীনাশক । ইহার পাতা—পিত্তনাশক ও শীতল । ইহার লতা—কফনাশক । ইহার মূল—বিরেচক এবং ইহার ফল—ত্রিদোষনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় পটোলকে পটোল, হিন্দিভাষায় “পেলবল” এবং পটোলীকে বঙ্গভাষায় পোরলী বলে ॥ ৪৪-৪৭ ॥

## চক্ষুড়ের নাম ও গুণ ।

চক্ষুড়, বেষ্মাকুল, শ্বেতরাজী, মহৎফল, { চচেণ্ডা ও চচেণ্ডকা } এই শব্দ কয়েকটা চক্ষুড়ের নাম । চক্ষুড়—পটোল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণী কিন্তু ইহা শোষরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চিচিড় ও চিচিড়া বলে ॥ ৪৮ ॥

পালক্যানামগুণাঃ ।

পালক্যা বাস্তৃকাকারা ছুরিকা চীরিতচ্ছদা ।  
পালক্যা বাতলা শীতা ভেদিনী শ্লেষ্মলা গুরঃ ।  
বিষ্ঠস্তিনৌ মদশ্বাসরক্তপিত্তকফাপহা ॥ ৪৯ ॥

পোতকীনামগুণাঃ ।

পোতকী পোতিকা প্রোক্তা মৎশ্যকালী সুরঙ্গিকা ।  
পোতকী শীতলা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তজিৎ ॥ ৫০ ॥  
অকণ্ঠ্যা পিচ্ছলা নিদ্রাশুক্রদী রক্তপিত্তমুৎ ।  
পোতক্যাপোদিকা দিব্যা শুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ ॥ ৫১ ॥

লোণীকুটীরনামগুণাঃ । : . .

লোণিকোক্তা বৃহচ্ছোটি কুটীরস্ত কুটিঞ্জরঃ ।  
দুন্দুরঃ স্রাৎ গুড়ীরীকঃ পিণ্ডী পিণ্ডীতকস্তথা ॥ ৫২ ॥

পালঙ্শাকের নাম ও গুণ ।

পালক্যা, বাস্তৃকাকারা, ছুরিকা, চীরিতচ্ছদা, { পালক, পালকী, পালকা, পালক্যা, পলক্যা, মধুরা, সুরপত্রিকা, সুপত্রা, স্নিগ্ধপত্রা, গ্রামোশা, গ্রামবল্লভা ও ছুরিকা } এই সকল শব্দ পালঙ্শাকের নাম । পালঙ্শাক—বাস্তবর্দ্ধক, শীতবীৰ্য্য, ভেদক, কফজনক, গুরুপাকী, বিষ্ঠেন্দ্ৰজনক এবং ইহা ঘাৱা মত্ততা, খাস, রক্তপিত্ত ও কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ .

পোতকীর নাম ও গুণ ।

পোতকী, পোতিকী, মৎশ্যকালী, সুরঙ্গিকা, { পুতকী, উপোদিকা, দিব্যা, শুক্রদা, রক্তপিত্তজিৎ, উপোদীকা, উপোদী, বৃশ্চিকপ্রয়া, অপোদিকা, পুতীকা, কলম্বী, পিচ্ছলা, পিচ্ছলচ্ছদা, মোদনী, মদশাক, বিশালা, বালপোদকী, মলনী ও অমৃতবল্লরী }, এই সকল শব্দ পোতকীর নাম । পোতকী—রক্তপিত্তনাশক, শীতল, স্নিগ্ধ, স্নেহাবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক, কণ্ঠস্বর নাশক, পিচ্ছিল, নিদ্রাজরক ও শুক্রবর্দ্ধক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পুঁই ও পুঁইশাক বলে ॥ ৫০-৫১ ॥

লোণিকা ও কুটীর শাকের নাম ও গুণ ।

লোণিকা, বৃহচ্ছোটি ও লোণী, এই শব্দ ত্রয় লোণী শাকের নাম । কুটীর, কুটিঞ্জর, কুটির, দুন্দুর, গুড়ীরীক, পিণ্ডী ও পিণ্ডীতক, এই শব্দ কয়েকটি কুটীর

লোগী রুক্ষা গুরুঃ শীতা সরা বিষ্টিস্তিনী পটুঃ ।

দোষলা মধুরা পাকে তদ্বৎ কুটীরহৃদ গুরু ।

লোগিকা বাতল্য শ্বাসকাসশ্লেষ বিষাপহা ॥ ৫৩ ॥

স্বমেণনামগুণাঃ ।

স্বমেণন্তু স্তম্ভিকঃ স্রাদ্ বলদস্তিলপর্ণিকা ।

স্বনিষধো হিমো গ্রাহী মেহদোষত্রয়াপহঃ ॥ ৫৪ ॥

তিলপণা হিমা রুচ্যা গ্রাহিণী কফপিত্তজিৎ ॥ ৫৫ ॥

সূক্ষ্মপত্রনামগুণাঃ ।

সূক্ষ্মপত্রস্তীক্ষ্ণশাকো ধনুঃপুষ্পঃ স্ববোধকঃ ।

চৌরকঃ কফবাতহঃ স্ত্রীক্ষো নাতিপিত্তলঃ ॥ ৫৬ ॥

টুটুকো বিটপো রুক্ষঃ থরপত্রভ্রুরণ্ডজঃ ।

টুটুকো বাতলো রুক্ষো বিষ্টিস্তা কফনাশনঃ ॥ ৫৭ ॥

শাকের নাম । 'লোগীশাক—রুক্ষ, গুরুপাকী, শীতবীৰ্য্য, ভেদক, বিষ্টভূজনক, বাতনাশক, লবণরসযুক্ত এবং ইহা দ্বারা শ্বাস, কাস, কফ ও বিষরোগ বিনষ্ট হয় অধিকন্তু ইহা দোষবদ্ধক ও পাকে মধুর রস বিশিষ্ট । কুটীরশাক—লোগী শাকের গায় গুণবিশিষ্ট এবং হৃদয়ের গুরুভাজনক ॥ ৫২-৫৩ ॥

স্বমিণী শাকের ও তিলানী শাকের নাম ও গুণ ।

স্বমেণ, স্তম্ভিক, স্বনিষধ, { স্বনিষধক, বিহর, চুচু, স্তম্ভপত্র, শিতিচার, স্তম্ভি-  
চক্রক, স্রাদ্ধাস, জীবারক, বক্র, কুরণ, কুক্কট, শ্বেতাবর, মেধাকৃত, গ্রাহক,  
শিতিবার, শিতিবর, সিতিবর ও বর্ণিক }, এই সকল শব্দ স্বমিণী শাকের নাম ।  
বলদ, তিলপর্ণিকা ও তিলপর্ণ, এই কয়েকটি শব্দ তিলানী শাকের নাম । স্বমিণী-  
শাক—শীতবীৰ্য্য, মলনাশক, মেহনাশক ও ত্রিদোষ বিনষ্ট করে । 'তিলানীশাক—  
শীতবীৰ্য্য, কটিকজনক, কফনাশক ও বাতহর ॥ ৫৪-৫৫ ॥

স্বিবিধ তুলসী শাকের নাম ও গুণ ।

সূক্ষ্মপত্র, তীক্ষ্ণশাক, ধনুঃপুষ্প, স্ববোধক ও চৌরক, এই শব্দগুলি সূক্ষ্মপত্র  
তুলসীশাকের নাম । ইহা ককর, বাতনাশক, অত্যন্ত তীক্ষ্ণবীৰ্য্য এবং অন্ন পিত্ত-  
বদ্ধক । টুটুক, বিটপ, রুক্ষ, থরপত্র ও বরগুজ, এই শব্দ কতিপয় অগ্রবিধ

বল্লীনামগুণাঃ ।

ঘনাগমভবা বল্লী প্রসিদ্ধো নাম বস্তিজঃ ।

ঘনাগমে ত্রিদোষঘ্নস্তৎপুষ্পং মধুরং সরম্ ॥

ফলং তস্মৈ সরং বৃক্ষ্যামাম্মিষ্টস্ত বাতলম্ ॥ ৫৮ ॥

নাড়ীশাকনামগুণাঃ ।

শাতবারঃ কুরগ্ণী স্তাম্মাড়ী তু নলিকা মতা ।

শাতবারঃ সরো বৃক্ষঃ শোথয়ো বাতপিত্তলঃ ॥ ৫৯ ॥

নাড়ী সরা লঘুঃ শীতা গিভনুৎ কফবাতলা ।

সর্ষপনামগুণাঃ ।

সর্ষপং সর্ষপোদ্ভূতং কৌশুম্বকুমোদ্ভবম্ ॥ ৬০ ॥

সর্ষপং বদ্ধবিন্মৃত্রং গুরুমঃ বা ত্রিদোষকৃৎ ।

কৌশুম্বং স্নাতু রুক্ষোমঃ কফজিৎ পিত্তলং লঘু ॥ ৬১ ॥

তুলসী ( বাবুই-তুলসী বিশেষ ) শাকের নাম । টুটুকশাক — বাতল, রুক্ষ, বিষ্ট-  
জনক ও কফনাশক ॥ ৫৬-৫৭ ॥

বল্লীশাকের নাম ও গুণ ।

• ঘনাগমভবা, বল্লী ও বস্তিজ, এই শব্দত্রয় বল্লীশাকের নাম । বল্লীশাক —  
ত্রিদোষঘ্ন । ইহার পুষ্প—মধুর ও সারক । ইহার কাঁচা ফল—ভেদক, বলকর  
এবং ইহার পাকা ফল—মিষ্ট ও বাতবর্জক ॥ ৫৮ ॥

বিবিধ নাড়ী শাকের নাম ও গুণ ।

শীতবার, কুরগ্ণী, { নাড়ীক, পটুশাক }, এই শব্দ কতিপয় মিষ্ট নাড়ীশাকের  
নাম । নাড়ী, নলিকা, { নলিক, নাড়ীশাক, নাড়ীক, কেচুক, পেচুলা, পেচু,  
বিশ্বরাচন, নাড়ীকশাক ও নলাবতী }, এই শব্দ সমুদায় তিক্ত নাড়ী শাকের  
নাম । মিষ্টনাড়ীশাক—ভেদক, বলকর, শোথন, বাতবর্জক ও পিত্তপ্রবর্তক ।  
তিক্তনাড়ীশাক—স্নানক, লঘু, শীতল, পিত্তনাশক, কফবর্জক ও বাতপ্রবর্তক ।  
প্রচলিত বঙ্গভাষায় মিষ্ট নাড়ীশাকে পাটশাক ও কোঠাশাক ও হিন্দীভাষায়  
“পটুয়া” এবং তিক্ত নাড়ীশাকে বঙ্গভাষায় নালুতেশাক বলে ॥ ৫৯ ॥

সরিষা শাকের ও কুম্ভশাকের নাম ও গুণ ।

সর্ষপ ও সর্ষপোদ্ভূত, এই শব্দদ্বয় সরিষাশাকের নাম । কৌশুম্ব, কুমোদ্ভব  
ও কুম্ভশাক, এই শব্দত্রয় কুম্ভশাকের নাম । সরিষা শাক—গুরুপাকী,

## চণককলায়চাঙ্গেরীনামগুণাঃ ।

চণক শাকমুদ্দিষ্টং দুৰ্জরং কফবাতনুৎ ।

কলায়শাকং ভেদি স্মাল্লঘু পিত্তকফাপহম্ ॥ ৬২ ॥

চাঙ্গেরী ত্রাণিকা চূক্রা ক্ষুদ্রাণিকা চতুশ্চদা ।

চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা লঘুশা কফবাতজিৎ ।

সপিভলা গ্রহণ্যঃ কুষ্ঠাভীসারনাশিনী ॥ ৬৩ ॥

## কাসমর্দনামগুণাঃ ।

কাসমর্দঃ কর্কশঃ স্মাদ্ গুঞ্জনাগজরসুখা ।

কাসমর্দো লঘুঃ কণ্ঠ্যঃ কাসদোষবিষাস্রজিৎ ॥ ৬৪ ॥

উষ্ণবীৰ্য্য, বিষ্ঠার বহুভাঞ্জনক, মূত্ররোধক ও ত্রিদোষপ্রবর্ধক । কুসুমশাক-  
মণ্ডী রসাস্বিত, ক্রক, উষ্ণবীৰ্য্য, কফনাশক, পিত্ত বর্ধক ও লঘু ॥ ৬০-৬১ ॥

## চণক কলায় ও চাঙ্গেরী শাকের নাম ও গুণ ।

চণক, { হরিমগ্ধ, হরিমগ্ধক, চণ, হরিমগ্ধ, স্নগন্ধ, কৃষ্ণচক্ষুক, বালভোজ্য, সকলপ্রিয়, বাজিভক্ষ্য, কঙ্কুী ও বালভোজ্য }, এই শব্দ সমুদায় চণকের নাম ইহার শাক—ভুশ্শাট্য, কফ ও বাতাবনানী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ছোনা ও বুট এবং হিন্দীভাষায় “চণা” ও চাণা বলে ।

কলায়, { সতীলক, হরেণু, বার্ভিক, ত্রিপুট, আনিবর্ভুক, সামন, যুক্তচণক, নীলক, কণ্টী, সতীল, হরেণুক, সতীলক, সতীলা, তিষ্ঠী ও নিঙিকা }, এই শব্দ সমুদায় কলায়ের নাম । কলায়শাক—ভেদুক, লঘু, পিত্ত ও কফনাশক প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মটর, বাঁটলামটর ও তেউড়ে বলে ।

চাঙ্গেরী, আণ্ডিকা, চূক্রা, ক্ষুদ্রাণিকা, চতুশ্চদা, { অল্পলোণিকা, দত্তশঠা, অমঠা, ক্ষুদ্রপত্রা, ক্ষুদ্রাণা, অল্পলোণী, চূক্রিকা, লোণাণা, চতুঃপণী, লাণা, বোড়া, অল্পপত্রিকা, অল্পবতী, অন্নী, শাখাণা ও অল্পপত্রী }, এই শব্দ সকল চাঙ্গেরী শাকের নাম । চাঙ্গেরী—অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকর, লঘুপাকী, উষ্ণবীৰ্য্য, কফ, বাতবিনাশী, পিত্তবর্ধক এবং ইহা দ্বারা গ্রহণী, অর্শ, কুষ্ঠ ও অতীসার রোগ বিগ্ৰহ ইহা থাকে ইহাকে আমরুল বলে ॥ ৬২-৬৩ ॥

## কাসমর্দের নাম ও গুণ ।

কাসমর্দ, কর্কশ, গুঞ্জনাগ, জর, { কালভূত, বিষর্দ, অবিষর্দ, কাশাস্রি, কাল, কনক, জরগ, দীপন ও কাসমর্দ }, এই সমুদায় শব্দ কাসমর্দের নাম । কাসমর্দ—

গৃঞ্জননামগুণাঃ ।

গৃঞ্জনঃ কটুকস্তীক্ষ্ণস্তিত্তোষণে দীপনো লঘুঃ ।

সংগ্রাহী রক্তপিভার্শোগ্রহণীকফবাতজিৎ ॥ ৬৫ ॥

মূলকনামগুণাঃ ।

মূলকং হৃন্তিদন্তঞ্চ বালমূলং কফান্তকম্ ।

মূলকং বাতলং কৃচ্যং স্বর্যোক্ষং পাচনং লঘু ॥ ৬৬ ॥

হন্তি ত্রিদোষজং শ্বাসগদাক্ষিগলপীনসম্ ।

স্নিগ্ধসিদ্ধং তদেব স্রাৎ দোষত্রয়বিনাশনম্ ॥ ৬৭ ॥

শুকন্তদ্বি বিশোথয়ং লঘু দোষত্রয়াপহম্ ॥ ৬৮ ॥

লঘুপাকী, কুষ্ঠরোগনাশক এবং কাসরোগ, বিষ ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশ করে।  
প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কালকাস্তনে এবং হিন্দীভাষায় “কসৌন্দী” বলে ॥ ৬৪ ॥

গৃঞ্জনের নাম ও গুণ ।

গৃঞ্জন, { শিখাল, সবনেষ্ট, বকুল, গ্রীষ্মমূল, শিখাকন্দ, কন্দ ও তিণ্ডীর-  
মোদক }, এই সকল শব্দ গৃঞ্জনের নাম । গৃঞ্জন—কটুকমুক্ত, তাক্তবীৰ্য্য, তিক্ত,  
উষ্ণগুণী, অগ্নিপ্রদীপক, লঘুপাকী, মলরোধক এবং ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, অর্শ,  
গ্রহণী, কফ ও পিত্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সাল্গম্ ও  
সল্গম বলে ॥ ৬৫ ॥

মূলকের নাম ও গুণ ।

মূলক, হৃন্তিদন্ত, { রাজালুক, মহাকন্দ, হৃন্তিদন্তক, নীলকণ্ঠ, মূলক, দীর্ঘ-  
বলক, দীর্ঘপত্রক, মুৎকার, কন্দমূল, পিত্ত, শম্মমূল, হরিৎপর্ণ, কুচির, দীর্ঘকন্দক ও  
কৃষ্ণরক্ষারমূলক }, এই সকল শব্দ মূলকের নাম । বালমূলক—কফনাশক ।  
গাতীমূলক—বাতবর্জক, কুচিকর, শ্বরপরিষ্কারক, উষ্ণবীৰ্য্য, পরিপাচক, লঘুপাকী  
এবং ত্রৈদোষিক শ্বাসরোগ, চক্ষুরোগ, গলরোগ ও শ্বীনশ্বরোগ বিনাশক । সিদ্ধ-  
মূলক—স্নিগ্ধবীৰ্য্য, পুষ্কোক্ত বাতীমূলাব গুণসমুজ্জ এবং ত্রিদোষহর । শুকমূলক—  
ত্রিদোষনাশক, লঘুপাকী ও শোথহর । ইহার পুষ্প—কফ ও পিত্তনাশক এবং  
ইহার বীজ—বাতহর ও কফনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মূলা ও মুলো  
এবং হিন্দীভাষায় “মুকই” বলে ॥ ৬৬-৬৮ ॥



## পলাণ্ডু নামগুণাঃ।

পলাণ্ডুর্ধবলাখ্যশ্চ দুর্গন্ধো মুখদূষকঃ।

পলাণ্ডুস্তদগুণৈস্তল্যঃ কফকৃন্নাতিপিত্তলঃ।

অনুষ্ণং কেবলং বাতং স্বাদুঃ পাকে রসান্ জয়েৎ ॥ ৭৭ ॥

## গৃঞ্জন নামগুণাঃ।

গৃঞ্জনঃ পিত্তলো গ্রাহী তীক্ষ্ণোহর্শোরোগনাশনঃ।

গন্ধাকৃতিরসৈস্তল্যঃ সূক্ষ্মনালঃ পলাণ্ডুবৎ ॥ ৭৮ ॥

## সুরণব্রয় নামগুণাঃ।

সুরণঃ কন্দলঃ কন্দী গুদাময়হরোহপরা।

বল্লকন্দঃ সুরেন্দ্রঃ স্রাব্ধোহিহ্মশ্চিত্রকন্দকঃ ॥ ৭৯ ॥

বুদ্ধিপ্রদ, এবং ইহা দ্বারা কফ, শ্বাস, কাশ, গুল্ম, জ্বর, অরুচি, শোথ, প্রমেহ, অশ্ম, কুষ্ঠ, শূল, বাত, ও ক্রমিরোগ বিনষ্ট হয়। ইহার পত্র—মধুররসাবিত ও ক্ষারযুক্ত এবং ইহার নাল ( ডাঁটা )—মধুররসাত্মক ও পিত্তবর্দ্ধক ॥ ৭৪—৭৬ ॥

## পলাণ্ডুর নাম ও গুণ।

পলাণ্ডু, ধবলাখ্য, দুর্গন্ধ, মুখদূষক, { স্নিকন্দক, মিক্কেতন, নীগভোজ্য, লোহভকন্দক, ভীক্ষুগন্ধ, উষ্ণ, শূদ্রাপ্রিয়, দাঁপন, ক্রামর, মুখগন্ধক, বহুপত্র, বিদ্ধ-গন্ধ, রোচন, স্নিকন্দ, স্নিকুলক, মুকন্দক ও যবনেষ্ট }, এই সকল শব্দ পলাণ্ডুর নাম। পলাণ্ডু—রস্মনের গুণবিশিষ্ট, কফকর, অল্পপিত্তল, ঈষচ্ছৃষ্ণ, পাকে মধুর, স্বাদু এবং বাতবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পৈয়াজ্, প্যাজ্ ও পেজ্ এবং হিন্দীভাষায় “পিয়াজু” বলে ॥ ৭৭ ॥

## গৃঞ্জনের নাম ও গুণ।

গৃঞ্জন—পিত্তবর্দ্ধক, মলরোধী, তীক্ষ্ণবীষ্য ও অর্শরোগনাশক। ইহা পলাণ্ডুর ত্রায় গন্ধ, আকৃতি ও রসবিশিষ্ট এবং সূক্ষ্মনাল ( সরু ডাঁটা ) সংযুক্ত। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে “গাঁজর” বলে ॥ ৭৮ ॥

## সুরণ, বজ্রকন্দ ও বনসুরণের নাম ও গুণ।

সুরণ, কন্দল, কন্দী, গুদাময়হর, { অর্শোন্ন, সুরণকন্দ, ক্র্যাকন্দ, বহুকন্দ, কন্দবর্দ্ধন, ভীত্রকণ্ঠ, কন্দার্ক, কন্দসুরণ, সুরবৃত্ত, বাতাসি, তুর্নামারি, স্থলকন্দক, স্নিকন্দী, কণ্ডল, কণ্টাল, ওল, ওল্ল ও কন্দ }, এই শব্দ সমুদায় সুরণকন্দের নাম। বজ্রকন্দ, সুরেন্দ্র, { ষণ্ডকন্দ, ষণ্ডকর্ণ, ষণ্ডালু ও ষণ্ডকালু }, এই

শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কটুকগু কৃৎ ।  
 বিষ্টস্ত্রী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘু ॥ ৮০ ॥  
 নালং শূরণকং রুচ্যং কফবাতহরং লঘু ।  
 অর্শসান্ত্ত বিশেষেণ হিতং কামাগ্নিদীপনম্ ॥ ৮১ ॥  
 শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ ।  
 তদ্বন্যো বজ্রকন্দঃ কফঘ্নঃ পিত্তরক্তকৃৎ ॥ ৮২ ॥

অস্থিশৃঙ্গালিকানামগুণাঃ ।

অস্থিশৃঙ্গালিকা বজ্রী গ্রন্থিমানস্থিসংহতিঃ ।  
 অস্থিশৃঙ্গালিকা রুগ্না শ্লেষ্মলা মধুরা হিমা ।  
 অস্থিসন্ধানকৃদ্ বল্যা পিত্তরক্তলিপহা ॥ ৮৩ ॥

সকল শব্দ বজ্রকন্দের নাম । চিত্রকন্দক, { বনশূরণ, বগ্ন, পিত্তশূরণ, বনকন্দ, বনশূরণ, বনজ, শ্বেতশূরণ ও বনকুণ্ডল }, এই শব্দ সকল বনশূরণের নাম ।  
 শূরণ—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কষায়রসবিশিষ্ট, কটু, কণ্ডুজনক ( গাত্রাদিতে লাগিলে  
 চুলকায় ), বিষ্টজনক, বিশদ, রুচিকারক, কফঘ্ন, অর্শোনাশক এবং লঘু । ইহার  
 নাল ( ওলের ডাঁটা )—রুচিজনক, কফঘ্ন, বাতবিনাশী, লঘুপাকী, অর্শোরোগে  
 অত্যন্ত হিতকর, কামোদীপক ও অঠন্নাগ্নি প্রদীপক । বনশূরণ ও বজ্রকন্দ—  
 শূরণের সদৃশ গুণবিশিষ্ট, অধিকন্তু কফঘ্ন, পিত্তজনক ও রক্তোৎপাদক । প্রচলিত  
 বক্তব্যায় শূরণকে ওল, বনশূরণকে বুনোওল ও বাগাওল এবং বজ্রকন্দকে শকর-  
 কন্দ আলু বলে ৬ ৭২-৮২ ॥

অস্থিশৃঙ্গালিকার নাম ও গুণ ।

অস্থিশৃঙ্গালিকা, বজ্রী, গ্রন্থিমান, অস্থিসংহতি, { অস্থিসংহার, অস্থিসংহারিকা  
 অস্থিসংহারী, অস্থিসংহৎ, অস্থিসন্ধিক, অস্থিসংহারক, অস্থিশৃঙ্গালা, বজ্রবল্লী,  
 কুণ্ডলিশ, অমর, শিরালক, বজ্রাদী ও অস্থিকৃৎ }, এই শব্দ সমুদায় অস্থিশৃঙ্গালিকার  
 নাম । অস্থিশৃঙ্গালা—বীৰ্য্যজনক, কফবর্জক, মধুররসবিশিষ্ট, মীতল, অস্থিসংবোজক,  
 লেপকর, রক্তপিত্তনাশক ও বাতঘ্ন । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে হাড়োচ, হাড়-  
 যোড়া ও হাড়ভাঙ্গা এবং হিন্দীভাষায় “হাড়শকরী” বলে ৮৩ ॥

## বারাহীনামগুণাঃ ।

বারাহী মাগধী গৃষ্টিস্তৎকন্দঃ সৌকরঃ কিটিঃ ।

সৌকরঃ পিত্তলোবর্ণাঃ স্বাস্থ্যস্তিত্তো রসায়নঃ ।

আয়ুঃশুক্রাণিক্রম্যেহকফকুষ্ঠানিলাপহঃ ॥ ৮৪ ॥

## মুসলীনামগুণাঃ ।

মুসলী তালপত্রী স্যাৎ খলিনী তালমূলিকা ।

মুসলী বৃংহণী বল্যা বার্ঘ্যোক্ষাশৌনিলাপহা ॥ ৮৫ ॥

## কঙ্কুকীনামগুণাঃ ।

কঙ্কুকী পীলুনী পীলুঃ ফেলুকা দলশালিনী ।

কঙ্কুকং বাতলং গ্রাহি দৌপ্নং কফপিত্তনুৎ ॥ ৮৬ ॥

## বারাহীকন্দের নাম ও গুণ ।

বারাহী, মাগধী, গৃষ্টি, সৌকর, কিটি, { বিষক্সেনপ্রিয়া, দ্রুষ্টি, বদন্তা, কচ্ছা, বনমালিনী, বিশ্বম্ভা, শূকরা, ক্রোড়কণ্ঠা, বারাহী, কোমারী, ব্রহ্মপত্রী, ত্রিনেত্রা, ক্রোড়ী, কণ্ঠা, বনবাসী, কুশনাশন, বলা, অমৃত, মহাবীৰ্য্য, শতরকন্দ, বরাহকন্দ, ব্রাহ্মকন্দ, বীজ, মহৌষধ, সুরকন্দ, বুদ্ধিদ, ব্যাধিহতা ও চন্দ্রকারালুক }, এই শব্দ সমুদায় বারাহীকন্দের নামান্তর । বারাহীকন্দ—পিত্তবর্দ্ধক, বর্ণকর, মধুর, তিত্ত, রসায়ন, আয়ুর্বর্দ্ধক, শুক্রোৎপাদক, অগ্নিজনক এবং মেহ, কফ, কুষ্ঠ ও বাতবিনাশক । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে চামালু ও চুবড়ী আলু এবং হিন্দী-ভাষায় ইহাকে “গেটী” বলে ॥ ৮৪ ॥

## তালমূলীর নাম ও গুণ ।

মুসলী, তালপত্রী, খলিনী, তালমূলিকা, { তালমূল, তালপত্রিকা, তালপণী, তালপত্রিকা, তালিকা, তালী, মুসলী, মুসলী, অশৌয়ী, খলনী, গোষণদী, হেম-পুশী, ভূতালী ও দীর্ঘকন্দিকা }, এই শব্দ সমুদায় তালমূলীর নাম । তালমূলী—বৃংহণ, বলকর, উষ্ণবীৰ্য্য অশৌয় ও বাতবিনাশক, হিন্দীভাষায় ইহাকে “মুসলী” বলে ॥ ৮৫ ॥

## কঙ্কুকীর নাম ও গুণ ।

কঙ্কুকী, পীলুনী, পীলু, ফেলুকা, দলশালিনী ও কঙ্কুক, এই সকল শব্দ কঙ্কুকীর নাম । কঙ্কুক—বাতবর্দ্ধক, গ্রাহী, অগ্নিপ্রদীপক, কফর ও পিত্তনাশক । কেহ কেহ ইহাকে ক্ষীরসাগর গাছ বলিয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

ভূচ্ছত্রনামগুণাঃ ।

ভূচ্ছত্রং পৃথিবীকন্দঃ শিলীক্লং বলকং মতম্ ।

ভূচ্ছত্রং শীতলং বল্যং গুরুভেদি ত্রিদোষজিৎ ॥ ৮৭ ॥

স্থূলকন্দমানকন্দনামগুণাঃ ।

স্থূলকন্দো গ্রাম্যকন্দো মানকন্দো মহাচ্ছদঃ ।

স্থূলকন্দো গুরুঃ শ্লেষ্মীবাতলঃ পিত্তশোধজিৎ ।

মানকঃ শীতলো স্নাতুঃ পিত্তরক্তহরো গুরুঃ ॥ ৮৮ ॥

কসেরুনামগুণাঃ ।

কসেরুকং স্বল্পকন্দং বৃহদ্রাজকসেরুজম্ ।

শৃঙ্গাটো জলকন্দঃ স্রাৎ ত্রিকোণস্ত্রিকটুঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৯ ॥

পাতাল কৌড়ের নাম ও গুণ ।

ভূচ্ছত্র, পৃথিবীকন্দ, শিলীক্ল, বলক ও ( ভূকন্দ ), এই শব্দ সমুদায় পাতাল কৌড়ের নাম । পাতালকৌড়—শীতল, বলকর, গুরুপাকী, ভেদক ও ত্রিদোষহর ॥ ৮৭ ॥

গ্রাম্যকন্দের এবং মানকন্দের নাম ও গুণ ।

স্থূলকন্দ ও গ্রাম্যকন্দ, এই শব্দদ্বয় ওলের নাম । মানকন্দ, মহাচ্ছদ, { মলক, গুলপল্ল, বিড়ীর্ণপর্ণ, মাণ, বৃহচ্ছল ও ছত্রপত্র }, এই শব্দ সমুদায় মান কচুর নাম । স্থূলকন্দ—গুরুপাকী, কফবর্ধক, বাতপ্রকোপী, পিত্তনাশক ও শোধয় । মানকন্দ—শীতবীৰ্য্য, মধুর, পিত্তনাশক, দুষ্টরক্তশোধক ও গুরুপাকী । প্রচলিত বক্তব্যায় স্থূলকন্দকে ওল ( অগ্নিবিশ ) এবং মানকন্দকে কচু, মানকচু ও মানগিরি বলে ॥ ৮৮ ॥

কসেরু, রাজকশেরু ও শৃঙ্গাটকের নাম ও গুণ ।

বসেরু, স্বল্পকন্দ, { কসেরুক, কশেরু ও কশেরুক }, এই সকল শব্দ কসেরুর নাম । বৃহৎকসেরু, রাজকসেরু, { বৃহৎকশেরু ও রাজকশেরু, বৃহৎকশেরুক ও রাজকশেরুক }, এই শব্দ সকল রাজকশেরুর নাম । শৃঙ্গাট, জলকন্দ, ত্রিকোণ, ত্রিকটু, { শৃঙ্গাটক, জলহুচি, সংঘাটিকা, বারিকন্টক, গুরুহুহ, কারিকুবুক, ক্ষীর-গুরু, জলকন্টক, শৃঙ্গক্লহ, জলবল্লী, জলাশয়, শৃঙ্গকন্দ, শৃঙ্গমূল, বিঘালী, জলফল ও ত্রিকোণফল }, এই সকল শব্দ শৃঙ্গাটকের নাম । কসেরু—বলকর ও রক্তোদ্বীপক, শীতল, স্নাতু, গুরুপাকী, রক্তপিত্তহর, দাহনাশক, মলসংরোধক, পিত্তবর্ধক ও কফপ্রকোপী । কসেরুকে—কেশর ও খেবুর, রাজকসেরুককে ভাঙ্গলে-

কসেরুকং হিমং স্বাদু গুরু পিত্তাস্র দাহজিৎ ।

গ্রাহি পিত্তানিলশ্লেষ্মপ্রদং শৃঙ্গাটকস্তথা ॥ ৯০ ॥

পিণ্ডালুমধ্বালুশঙ্খালুহস্তালুরক্তালুনাগুণাঃ ।

পিণ্ডালুকং বৃষ্যগন্ধঃ মধ্বালুঃ স্রাৎ তু রোমসম্ ।

শঙ্খালুশ্চিত্রসঙ্কাশ কাষ্ঠালুঃ স্বল্পকাষ্ঠকম্ ॥ ৯১ ॥

• হস্তালুকং মহাকাষ্ঠং রক্তকন্দং মহাকলম্ ।

আলুকং শীতলং সগ্গঃ বিষ্টিস্তি মধুরং সরম্ ॥ ৯২ ॥

সূক্ষ্মং মূত্রময়ং রূক্ষং দুৰ্জ্বরং রক্তপিত্তনুৎ ।

কফানিলকরং বল্যং বৃষ্ণং স্তন্যবিবর্জনম্ ॥ ৯৩ ॥

পিণ্ডালুকমভিশ্যন্দি তৌক্তোক্ষং দোষলং গুরু ।

মধ্বালুকং পিত্তকরং কটু পাকে কফাপহম্ ॥ ৯৪ ॥

মুখা এবং শৃঙ্গাটককে পানীকল, শিজেড়া, নিকড় ও শিঙ্গুড় ও হিন্দীভাষায় “শিজবাড়া” বলে ॥ ৮৯-৯০ ॥

পিণ্ডালু, মধ্বালু, শঙ্খালু, কাষ্ঠালু, হস্তালু ও রক্তালুর নাম ৩.৬৭ ।

পিণ্ডালুক, { পিণ্ডালু, গ্রাহিল, পিণ্ডকন্দ, গ্রহি, ভাঙ্গুলপত্র ও পিণ্ডক }, এই সকল শব্দ পিণ্ডালুর নাম । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গোল আলু ও বিলাতী আলু এবং হিন্দীভাষায় পেড়ালু ও সুধালী বলে । মধ্বালু, রোমশ, { রোমকন্দ, রোমালু, লালকন্দ ও মধ্বালুক }, এই শব্দ সকল মধ্বালুর নাম । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মউ আলু বলে । শঙ্খালু, চিত্রসঙ্কাশ ও { শঙ্খালুক }, এই শব্দ সকল শঙ্খালুর নাম । শঙ্খালুকে—প্রচলিত বঙ্গভাষায় শাঁকআলু বলে । কাষ্ঠালু, স্বল্পকাষ্ঠক ও { কাষ্ঠালুক }, এই সকল শব্দ কাষ্ঠালুর নাম । ইহা এক প্রকার কঠিন আলু বিশেষ । হিন্দীভাষায় ইহাকে “কঠারু” বলে । হস্তালুক, মহাকাষ্ঠ ও { হস্তালু } এই শব্দত্রয় অত্যন্ত কঠিন দৌর্ধাকৃতি বিশিষ্ট আলু বিশেষ । রক্তকন্দ, মহাকল, { রক্তালু, রক্তালুক, রক্তপিণ্ডালু, রক্তপিণ্ড, লোহিত ও লোহিতালু }, এই সকল শব্দ রক্তালুর নাম । রক্তালুকে প্রচলিত বঙ্গভাষায় লাল আলু ও রাঙা আলু বলে । আলু সাধারণতঃ—নীভল, স্ফোবিষ্টভজনক, মধুরসবিশিষ্ট, সারক, সূক্ষ্ম, মূত্রবর্ধক, রূক্ষ, দুশ্চাচ্য, দুজ্জপিত্তর, কফবর্ধক, পিত্তপ্রকোপী, বলকর, বীৰ্যজনক ও স্তন্যদুহক প্রবর্ধক । পিণ্ডালু—অতিবাস্কী, ভীক, উষ্ণবীৰ্য্য, ত্রিদোষবর্ধক ও গুরুপাকী । মধ্বালু—পিত্তবর্ধক, পাকে কটু এবং কফনাশক ॥ ৯১-৯৪ ॥

কেয়ুরনামগুণাঃ ।

কেয়ুরং স্তম্ভবিটপং কন্দলঃ স্নাতুকন্দকঃ ।

কেয়ুরং শীতলং গ্রাহি পিত্তলং কফবাতজিৎ ॥ ৯৫ ॥

অতিজীর্ণমকালোথং রুক্ষং স্নিগ্ধমভূমিজম্ ।

জাঠরঃ কোমলং বাতশীতপিত্তানিলাপহম্ ॥ ৯৬ ॥

শুষ্কং শাকঞ্চ সকলং নান্মীয়ান্ মূলকৈর্বিবিনা ॥ ৯৭ ॥

যো রাজ্যং মুখতিলকঃ কটারমল্ল ।

স্তেন শ্রীমদননুপেণ নিশ্চিতেহত্র ।

এত্বেহভূমদনবিনোদনান্মি পূর্ণঃ

কুশ্মাণ্ড প্রভৃতিরয়ঞ্চ শাকবর্গঃ ॥ ৯৮ ॥

ইতি সপ্তমবর্গঃ ।

কেয়ুরের নাম ও গুণ ।

• কেয়ুর, স্তম্ভবিটপ, কন্দল ও স্নাতুকন্দক, এই সকল শব্দ কেয়ুরের নাম ।

কেয়ুরঃ—শীতল, গ্রাহি, পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও বাতনাশক ॥ ৯৫ ॥

অত্যন্ত জীর্ণ, অকালজাত, রুক্ষ, স্নিগ্ধ ও অভূমিজাত, ( অর্থাৎ বনজাত ) শাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কোমল এবং বাত, শীতলতা, পিত্ত ও বায়ুনাশক । সর্ববিধ শুষ্কশাক সেবন অবিপ্রেয় কিন্তু শুষ্ক মূল্যশাক ভক্ষণ করা বাইতে পারে ॥ ৯৬-৯৭ ॥

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ প্রচণ্ড বোদ্ধ সম্পন্ন শ্রীমদ্ রাজামদনপাল কর্তৃক বিবচিত্র মদনবিনোদ নামক এত্বে কুশ্মাণ্ড প্রভৃতি শাকবর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

ইতি সপ্তমবর্গ সম্পূর্ণ ।

## অথ অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

করেণ সংগৃহ্য কুচৌ কপোলে মাত্রাস্থলীভিম্বদ্বিবাচমানম্ ॥

মুক্তস্তুরা জাম্বুবলেন পানং নমামি কৃষ্ণং নবনীতচৌরম্ ॥ ১ ॥

পানীয়ং জীবনং নীরং কলীলমমৃতং জলম্ ।

আপোহস্তন্তোয়মুদকং পাথাহম্বুঃ সলিলং পরং ॥ ২ ॥

পানীয় শীতলং হৃদ্যং হস্তি পিত্তবিষভ্রমম্ ।

দাহাজীর্ণ শ্রামচ্ছর্দিমদমূচ্ছর্মিদাত্তয়ান্ ॥ ৩ ॥

### মঙ্গলাচরণ ।

বিনি জনমীর স্তনমূল হস্তধারা ধারণপূর্বক শ্রীয কপোলদেশে প্রদান করায় মাতা কর্তৃক ভাঙিত হইয়া শব্দর স্তনপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন নবনীতচৌর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

### পানীয় নাম বিশেষণ বর্ণন ।

#### জলের নাম ।

পানীয়, জীবন, নীর, কালাল, অমৃত, জল, অপ, অন্তঃ, তোয়, উৎক, পাথ, অম্বু, সলিল, পরং, { মেঘপ্রসব, বার, বারি, কমল, ভুবন, চল, কবন্ধ, পুন্দর, সর্বতোমুখ, অর্ণঃ, ক্ষীর, শাশ্বর, মেঘপুন্প, ঘনরস, প্রজাহিত, প্রাণদ, আপ, সলিল, মল, জল, ক, অক্ষ, কমন্ধ, উদ, দক, নার, অত্রপুন্প, শব্দর, স্তন, পাথ, কৃষ্ণ, পৃষ্ঠা, পীথ, যাদোনিবাস, জীবনী, কলীলস, কলীন, পিঙ্গল, কশ, বিষ, কাণ্ড, কপীট, সবার, সর, চাক্ষাস, সলন, কর্কর, বোম, সম, সবঃ, ঠেরা, বাজ, তামর, কমল, সন্মন, সম্বল, জলপীথ, ক্ষীর, ঋত, উর্জ, কোসল, সোম, নারা, কুৎস, কোল, সন্না, নভঃ, পূরীষ, মধু, রেতঃ, কশ, জল, বুধক, বৃহ, তুগ্যা, বর্কর, সুর্য্যেয়, বরুণ, সুর্য, অরবিন্দানি, ধর্ম্মকৃত্ত জামি, আম্রধানি, ক্ষণ, অহি, একর, শ্রোত, তৃপ্তি, রহস, রস, ভেদজ, সহ, শব, বহ, ওজঃ, বৃধ, ক্ষত্র, বয়ঃ, শুভ, ভূত, ভবিষ্যৎ, মহৎ, যণঃ, মহঃ, সগৌক, সতীল, স্তম্বীক, গহন, গফোল, গন্তল, সহ, অন্ন, হবিঃ, মাস, বোনি, অস্ত্রবোনি, সভা, বরি, সৎ, পূর্ণ, সন্ধ, অকিত, বর্হি, নাম, সপি, অপ, পবিত্র, ইন্দু, হেম, স্বঃ, স্বর্গঃ, ওজঃ, ত্রয়, অম্ব, বপুঃ, তেজঃ, শ্বধা, দর্ভ ও জলাষ }, এই শব্দগুলি জলের নাম ॥ ২ ॥

#### শীতলজলের গুণ ।

শীতলজল—তৃপ্তিকর এবং পিত্ত, বিষ, ভ্রম, দাহ, অজীর্ণ, শ্রম, বদী, মত্ততা, মুচ্ছা ও মদাত্ম্য রোগবিনাশক । কিন্তু ইহা মদ্যায়, গলরোগ, নবজ্বর, ঐহবী-

শীতলং স্তিমিতে কোষ্ঠে গলরোগে নবজ্বরে ।  
 গ্রহণীপীনসাখ্যানহিকাণ্ডলোষু বিদ্রবো ॥ ৪ ॥  
 কাসমেহ রুচিশ্বাসপাণ্ডুবাভাময়েষু চ ।  
 প্লব্বশূলে স্নেহপীতে সত্ত্বঃ শুদ্ধে ন শস্ত্যতে ॥ ৫ ॥  
 দিব্যং তুষারজঙ্কার করি হৈমমিতি স্মৃতম্ ।  
 চতুর্বিধং বরঙ্কার লঘুভাৎ তৎ পুনর্দ্বিধা ॥ ৬ ॥  
 গাঙ্গং সমুদ্রজ্জপেতি গাঙ্গং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতম্ ।  
 আশ্বিনে মাসি সামুদ্রং গণৈর্গাঙ্গবদাচরেৎ ॥ ৭ ॥  
 স্থাপিতে হেমজে পাত্রে রাজতে মৃগ্যয়েহপি বা ।  
 তজ্জলং শীতলং জেয়ং দোষত্রয়বিদ্যাপহম্ ॥ ৮ ॥  
 তদগাঙ্গং সর্বদোষহং পেয়ং সামুদ্রমথবা । : :  
 সঙ্কারং লবণং মিশ্রং শুক্রদৃষ্টিবলাপহম্ ॥ ৯ ॥

পীনস, উদরাখান, হিকা, গুল্ম, কাস, মেহ, রুচি, শ্বাস, পাণ্ডুরোগ ও বাতবাশি,  
 পার্শ্বশূল, এই সকল রোগে, স্নেহপানি ব্যক্তির পক্ষে এবং বিরেচক ঔষধাদি দ্বারা  
 মল বা রক্তমোক্ষণাদি দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে অতীব অহিতকর বলিয়া  
 জানিবে ॥ ৩-৪

#### আন্তরীক্ষ ও ভৌমজলের গুণ ।

জল দ্বিবিধ, আন্তরীক্ষ ও ভৌম । আন্তরীক্ষ বা দিব্য জল (যে জল আকাশ  
 হইতে হয়) আবার চারিপ্রকার । যথা—তুষারজ জল (বরফের জল), ধার-  
 জল (বৃষ্টির জল), কারক (করক) অর্থাৎ শিলা বৃষ্টির জল) এবং হৈমজল  
 (নীহারজাত জল) । ধারজল আবার লঘু ও অগুরু দুই প্রকার । যথা—  
 গাঙ্গজল (আকাশ গঙ্গার যে জল দিগ্গজগণ কর্তৃক বাহিত হইয়া বৃষ্টি-  
 রূপে ভূমিতে পতিত হয়), এবং সমুদ্রজ (সমুদ্রে হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া  
 যে জল বৃষ্টিরূপে পতিত হয়) । আশ্বিন মাসে সামুদ্রজ গাঙ্গজলের সমান  
 গুণবিশিষ্ট জানিবে । আন্তরীক্ষ জল বর্ষণ সময়ে ঋণপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে অথবা  
 মৃগ্যপাত্রে ধরিয়া রাখিলে তাহাকে শীতল জল বলা যায় ; ইহা ত্রিদোষ ও  
 বিষনাশক । এবল্লিখ বিষ্টিকালীন বৃজ্জল গাঙ্গ (আকাশ গঙ্গা সমুদ্র) হইলে  
 সর্বদোষ নাশক ও স্নেপের বলিয়া জানিবে । কিন্তু সামুদ্রে হইলে তাহা সর্কার,  
 লবণ মিশ্রিত, শুক্রনাশক, দৃষ্টিশক্তি নাশক, বলবিধানী, রসায়ন এবং তৃষ্ণা,



রসায়নং তৃষামুচ্ছাতিদ্রাদাহরুগাপহম্ ।

সৌম্যং রসায়নং দিব্যং মহানিদ্রাত্রিদোষজিৎ ॥ ১০ ॥

আশ্বাসজননং হ্রাদি শ্রময়গতিবুদ্ধিরুৎ ।

তদেব ভূমিপুতিতং ভৌমমিত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

দিব্যাভাকৈ'তু তৎ তোয়ং পবিচার্যা গুণাগুণাঃ ।

কৌপং শ্লেষহরং ফারং পিত্তলং দীপনং লঘু ॥ ১২ ॥

তাড়াগং বাতলং স্নাতু ত্ববরং কটুপাকি চ ।

বাপ্যং পিত্তকরং ফার কটু বাতকফাপহম্ ॥ ১৩ ॥

মৈব'রং লেখনং হৃদয়ং কফয়ং দীপনং লঘু ।

হ্রাদঞ্চ ল'ঘু পিত্তশ্লষবিদাহাতিদীপনম্ ॥ ১৪ ॥

চৌণ্ডমগ্নিপ্রদং রুক্ষং স্নাতু শ্লেষকরম চ ।

নাদেয়ং দীপনং রুক্ষ বাতলং লঘু লেখনম্ ॥ ১৫ ॥

সারসং মধুরং বল্যং তৃষণাল্প্তবরং লঘু ।

কৈদারং স্নাতুভিগ্নান্দি বিপাকে গুরু দোষলম্ ॥ ১৬ ॥

মুচ্ছা, তদ্রা.. দাঃ ও ক্রমনিবারক হয় । সর্ববিধ দিব্যজল—সাধারণতঃ সৌম্য, রসায়ন, মহানিদ্রা ও ত্রিদোষনাশক, আশ্বাসজনক, আহ্লাদকর, শ্রময় ও অতিবুদ্ধিজনক । পুষ্কোক্ত আন্তরীক্ষ জল গুত না হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে, তাহাকে ভৌমজল বলা যায় । এই ভৌমজল আন্তরীক্ষ জলের অভাবে উহার গুণাগুণ বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ৬-১১ ॥

### কৌপজলাদির গুণ

কৌপজল ( পাত্'করার জল )—কফনাশক, কারষূক্ত, পিত্তবর্জক, অগ্নিদীপক ও লঘু । তাড়াগজল ( তাড়াগ অর্থাৎ বিলের জল )—বাতবর্জক, মধুর, কষায় ও কটুপাকি । বাপ্যজল ( বাপীর অর্থাৎ দীঘীর জল )—পিত্তজনক, কারষূক্ত, কটু, কফয় ও বাতনাশক । মৈব'রজল ( কর্ণার জল )—লেখন ( রসশোষক ), তপ্তিকর, কফনাশক, অগ্ন্যাদীপক ও লঘুপাকী । হ্রাদ ( হ্রদের ) জল—লঘু, কফয়, অন্নবিদাহী ও অন্ত্যন্ত অগ্নিদীপক । চৌণ্ডজল ( পর্বত ও লতাদি হারা শম্ভির জল )—অগ্নিপ্রদ, রুক্ষ, মধুর, কফনাশক ও লঘুপাকী । নাদেয় জল ( নদীরজল )—অগ্নিদীপক, রুক্ষগুণী, বাতবর্জক, লঘুপাকী ও লেখন । সারস-

পান্নলং তদ্বদুদ্ভিষ্টং বিশেষাৎ সর্বদোষকৃৎ ।  
 তৌষারং বাতলং শীতং রুক্ষং পিত্তকফাপহম্ ॥ ১৭ ॥  
 ধারং ভূমাবপতিতং দিব্যং তৎসর্বদোষনুৎ ।  
 নৈবারণং গুরু বৈপ্রোক্তং বিশদং কফবাতনুৎ ॥ ১৮ ॥  
 হৈমং গুরুতরং শীতং পিত্তনুদ্ বাতবর্ধনম্ ।  
 চন্দ্রকান্তজলং রুক্ষং লঘু পিত্তবিষাশ্রনুৎ ॥ ১৯ ॥  
 দিবাকরকরৈজুষ্টিং নিশি শীতকরাংশুভিঃ ।  
 জ্যেষ্ণং হংসোদকনাম স্নিগ্ধন্দোষত্রয়াপহম্ ॥ ২০ ॥  
 অনভিঘ্যান্দি নির্দোষমন্তীরকজলোপমম্ ।  
 বন্যং রসায়নং মেধাৎ শীতং লঘু স্নেহোপমম্ ॥ ২১ ॥  
 বর্ষাশ্চ দিব্যং, পানীয়গৌদ্ভিদং বা প্রশস্ত্যতে ।  
 শরৎপ্রসন্নমুদকমগস্ত্যোদয়নির্বিষম্ ॥ ২২ ॥

জল ( সরোবরের ) অর্থাৎ পুষ্করিণীর জল ।—মধুরসযুক্ত, বলকর, ভয়ানাশক, হৃদয় ও লঘু । কৈলাস জল ( ক্ষেত্রেব আলির জল )—স্নাদ্য, অভিঘ্যান্দি, বিপাকে, প্রত্যেক বিবিধ দোষজনক । পান্নজল ( অল্পকৃতি সরোবরের জল )—কৈলাস জল প্রায় তদ্বদুদ্ভিষ্ট, অবিকল্প সর্ববিধ দোষোৎপাদক । তৌষার জল ( বরফের জল )—বায়ুবর্ধক, শীতল, রুক্ষ, পিত্ত ও কফনাশক । ভূমিতে অপতিত ( পতি ) হস্তরীক্ষ ধারজল—সর্বপ্রকার দোষনির্ধারক । কারকজল ( শিলাপ্তির জল )—কৃপাকী, বিশদ, কফর ও বাতবিনাশক । হৈমজল ( শিশিরের জল )—তাড়িত গুরুপাকী, শীতল, পিত্তনাশক ও বাতবর্ধক । চন্দ্রকান্ত জল—( চন্দ্রকান্ত ) সজ্জাত জল, ) রুক্ষ, লঘু, পিত্তর, বিষবিনাশক ও রক্তপিত্তনাশক ॥ ১৭—১৯ ॥

হংসোদকের নাম ও গুণ ।

যে জল দিব্যভাগে স্বর্ষ্যকিরণ ও রাত্ৰিকালে চন্দ্রকিরণ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে হংসোদক বলে । অংশুচক উহার নামান্তর । এই হংসোদক—স্নিগ্ধ, ত্রিদোষর, অনভিঘ্যান্দি, দোষহীন, অন্তরীক্ষ জল সদৃশ, বলকর, রসায়ন, মেধাজনক, শীতল, লঘু এবং স্নেহোপম ॥ ২০—২১ ॥

ঋতুভেদে জলগ্রহণ ।

বর্ষাকালে অ্যন্তরীক্ষজল অথবা ঔষ্ণিজল ( ভূমি বিলীর্ণ করিয়া যে জল প্ৰতিষ্ঠ করা যায় ) প্রশস্ত । শরৎকালে অগস্ত্যোদক নামক ( অগস্ত্যের )

হেমন্তে সারসস্তোয়ন্তুড়াগং বা গুণামহম্ ।  
 বসন্তগ্রাস্তয়োঃ কৌপ্যং বাচ্যং নৈকীরমেব চ ॥ ২৩ ॥  
 প্রারুষি প্রবরঞ্চৌগুনবিন্দিষ্টকারি চ ॥ ২৪ ॥  
 নগ্নঃ শীত্ৰবহা লঘুঃ সৰ্ব্বা যাস্চামলোদকাঃ ।  
 মন্দগাঃ ফলুমা গুৰ্বেষ্য যাস্চ শৈবালসেবিতাঃ ।  
 হিমবৎপ্রভবাঃ পথ্যা নদ্যোশ্মাহতপাথসঃ ॥ ২৫ ॥  
 গঙ্গাশতক্রসরযূমুনাগা গুণোত্তমাঃ ।  
 ঈষৎপিভকরাঃ স্বচ্ছাঃ পুণ্যা বাতকফাপহাঃ ॥ ২৬ ॥  
 মলয়াচলজা নদ্যো লঘুঃ শীত্ৰবহা হিতাঃ ।  
 কৃতমালাত্মপর্ণীপ্রমুখা বিমলোদকাঃ ॥ ২৭ ॥  
 স্থিরাপস্তুৎপ্রভাবা য়ে কুৰ্বন্তি স্লীপদাপচীঃ ।  
 শোথপাদশিরঃকণ্ঠগলরোগার্কবুদকুমীন্ ॥ ২৮ ॥  
 সগ্নঃ শৈলভবা নদ্যো বেণীগোদাবরীমুখাঃ ।  
 কুৰ্বন্তি প্রায়শঃ কুষ্ঠমামঘাতকফাপহাঃ ॥ ২৯ ॥  
 বিক্ষাচলে ভবাঃ শি পারাবাগাঃ পাণ্ডুকুষ্ঠদাঃ ।  
 পারিযাত্রোদ্ভবাঃ প্রোক্তা দ্বিধা চর্মথতীমুখাঃ ॥ ৩০ ॥

উদয়-কালে গহীত সরোবরাদির) প্রসন্ন (পরিষ্কার) জল অতীব উপকারী ।  
 হেমন্তকালে সরোবরের ও তটদেশের জল অতীব গুণবহু । বসন্ত ঋতুতে ও গ্রীষ্ম  
 ঋতুতে কুপের জল, দীঘীর জল ও নগার জল উপকারী । এবং গ্রাবৃট্ কালে  
 চৌওজল সর্বপ্রায়, কারণ তৎকালে উক্তজল আদৌ বিষ্টন্ত উৎপাদন করিতে  
 পারে না ॥ ২২-২৪ ॥

নাদেয়াদি বিবিধ জলের গুণ ।

যে সকল নদী দ্রুত প্রবাহিনী ও নিম্নল জলবিশিষ্টা, সেই সকল নদীরজল  
 ঐত্যন্ত লঘুপাকী । যে সমস্ত নদী ধীরপ্রবাহিনী, মলিনজল বিশিষ্টা এবং শৈবাল  
 (শেওলা) সমাচ্ছন্ন, তাহাদের জল অত্যন্ত গুরুপাকী । হিমালয় পর্বত প্রস্তুত  
 ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড সংযুক্ত গঙ্গা, শতদ্রু, সরযু, যমুনা প্রভৃতি নদী সকলের  
 জল অতীব সুপা এবং সর্বোত্তম গুণশালিনী । যে দ্রুত উৎসাহের জল ভালপিত্ত-

পথ্যাস্তভাগজাস্তত্র ত্রিদোষন্ত্যো বলাপহাঃ ।  
 দরীজাঃ কুষ্ঠকবহিল্পৈশ্চশ্লীপদরোগদাঃ ॥ ৩১ ॥  
 প্রাচ্যাবস্ত্যপরাঃ পশ্চাৎ গুদজাদি প্রকুর্ষতে ।  
 মরুজা মধুরা বল্যা লঘবোহগ্নিপ্ৰদাঃ পরম্ ॥ ৩২ ॥  
 পশ্চিমাশ্তোধি পতিতাঃ গোমতীনর্মদাদয়ঃ ।  
 পথ্যা বাতাশ্চপিত্তন্ত্যো বল্যাঃ কণ্ডূকফাপহাঃ ॥ ৩৩ ॥  
 দক্ষিণাঙ্গিগতা বল্যাঃ পিত্তন্ত্যঃ কফবাতদাঃ ।  
 পূর্বাশ্তোধিবহা নগো মন্দগা গুরবো ঘনাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 ভৌমানামস্তসাং প্রাতিঃ সর্বেষাং গ্রহণে বরম্ ।  
 নৈর্মল্যং তত্র শৈত্যং তন্তেষাং স চ পরে গুণঃ ॥ ৩৫ ॥

বিমল জলবিশিষ্টা কৃতমালা ও তাম্রপর্ণীপ্রমুখা নদী সকলের জল অত্যন্ত লঘু ।  
 স্থিঃজলবিশিষ্টা ( স্রোতবিহীনা ) যে সকল নদী, জাহাদের জল পান করিলে  
 শ্লীপদ, অশ্বপটী, শোথ, পাদরোগ, শিরোরোগ, কণ্ঠরোগ, গলরোগ, অর্শ্বাদ ও কৃমি-  
 রোগ উৎপন্ন হয় । সত্ত্ব শৈলসম্বৃত বেণী, গোদাবরীপ্রমুখা নদী সকলের জল  
 পান করিলে প্রায়ই কুষ্ঠ, অগ্নিবায়ু ও কফ বিনষ্ট হয় । বিজ্জাচল সমুৎপন্ন শিপ্রা,  
 রেবাতি নদী সকলের জল পান করিলে পাণ্ডু ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয় । পাহিবার  
 সম্বৃত চূর্ণীপ্রমুখা নদী সকল বিবিধ । তদাগ সম্বৃত জল অত্যন্ত সুপথ্য, যেহেতু  
 ইহা দ্বারা ত্রিদোষ বিনষ্ট হয় এবং বল বর্দ্ধিত হয়। থাকে । দরী ( পূর্বভাগ )  
 সম্বৃত নদীর জল কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কফ ও শ্লীপদ রোগ উৎপাদন করে । প্রাচ্য  
 ( পূর্বদিকভব ) ও অবস্তীদেশোদ্ভূত নদী সমূহের জলে গুদজরোগ ( অর্শ্ব, ভগন্দর  
 প্রভৃতি রোগ ) উৎপন্ন হয় । মরুদেশ উদ্ভূতা নদী সমূহের জল মধুর, বলকর,  
 লঘু ও অতীব অগ্নিজনক । পশ্চিম সমুদ্রে পতিত গোমতী, নর্মদা প্রভৃতি নদী  
 সমূহের জল অতীব সুপথ্য, যেহেতু ইহা পান করিলে বাতরক্ত, পিত্ত, কণ্ডু ও  
 কফ বিনষ্ট হয় এবং সাময়িক বল বর্দ্ধিত হয়। থাকে । দক্ষিণ সাগরে পতিত  
 নদী সমূহের জল অত্যন্ত বলকর, পিত্তনাশক, কফবর্দ্ধক ও বায়ুপ্রকোপক এবং  
 পূর্বসাগরগা নদী সকল মন্দগামিনী হেতু উহাদের জল, গুরু ও ঘন ॥ ২৫-৩৪ ॥

সর্বপ্রকার ভৌমজল গ্রহণের সময় ।

ভুক্তাদৌ সলিলং পীতং কাশ্যং মন্দাগ্নিদোষকৃৎ ।  
 মধ্যেহগ্নিদীপনং শ্রেষ্ঠমস্তে শৌল্যকফপ্রদম্ ॥ ৩৬ ॥  
 জীবন্তী জীবনা জীবা জগৎ সর্বস্তু তন্ময়ম্ ।  
 ততোহত্যন্ততয়া স্তজৈর্ন কচিদ্ধারি বার্য্যতে ॥ ৩৭ ॥  
 পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণা বিশ্বমেব হি তন্ময়ম্ ।  
 অতোহত্যন্তনিমেদেহপি ন কচিদ্ বারি বার্য্যতে ॥ ৩৮ ॥  
 পানীয়ং ন তু পানীয়ং পানীয়ঞ্চ প্রদেশয়েৎ ।  
 অজীর্ণে কথিতং চামে পকেজীর্ণে চ তন্নরৈঃ ॥ ৩৯ ॥  
 তৃষিতস্ত বিদগ্ধেহস্মে যঃ পিবেৎ শীতলং জলম্ ।  
 বিদাহঃ প্রশমং যাতি শেষমন্নঞ্চ জীৰ্য্যতে ॥ ৪০ ॥

উচিত, কারণ প্রাতঃকালে পুষ্করিণী প্রভৃতির জল সান্ত্বিত্য নির্মল ও শীত থাকে। হেতু উহা অতীব শুণ্ণশালী হয় ॥ ৩৫ ॥

ভোজনকালে জলপানবিধি ।

ভোজন করিবার পূর্বে জলপান করিলে শরীরের ক্লান্ততা ও অগ্নিমান্দ্য অথবা ভোজনের মধ্যভাগে জলপানে অত্যন্ত অগ্নিপ্রদীপ্ত হয় এবং ভোজনের শেষে জলপান করিলে শরীরের স্কুলতা ও কফ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

জল অনিবেদ্য ।

জল জীবদিগের জীবস্বরূপ এবং সমস্ত জগৎ জলময়, একারণ অত্যন্ত নিবেদ্য থাকিলেও কোন অবস্থায় জল বারণ করিবে না । হায়ীত মুনিও বলিয়াছে যে, পানীয় ( জল ) প্রাণিদিগের প্রাণস্বরূপ এবং বিশ্বও তন্ময় ( জলময় ), এ হেতু অত্যন্ত নিবেদ্য থাকিলেও কোন অবস্থাতেও জল বারণ রাখা কর্তব্য নহে যেহেতু তৎকালে তৎক্ষণাৎ রোগীকে বা তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিকে জল পান করিতে ন দিলে নিমেষের মধ্যেই মৃত্যু হইতে পারে ; এই নিমিত্ত সকল অবস্থাতেই তৃষিত ব্যক্তিকে জল পান করিতে দেওয়া অতীব কর্তব্য ॥ ৩৭-৩৮ ॥

জল প্রয়োগ বিধি ।

আমাজীর্ণ অবস্থায় কদাচ জলপান করা উচিত নহে, কিন্তু পকাজীর্ণ অবস্থায় দীর্ঘকাল ভাবে জল পান করা অতীব কর্তব্য । তৃষিত ব্যক্তি জলের বিদগ্ধপাত হইলে যতৃপিত্রীজলাজালাপিতা নদীনাং নদীনাং চৈব জলং পান্যম্ ॥ ৩৯ ॥

আকুপন্দোষকুদ্বারি প্রায়োহভিষ্মন্দি নিন্দিতম্ ।  
 জাঙ্গলং হান্তি সকলন্দোষমগ্নিপ্রদীপনম্ ।  
 সাধারণং হিমং স্বাদু তৃষণায়ং হর্ষদং লঘু ॥ ৪১ ॥  
 বর্ষাস্ত্র যোহবগাহেত পিবেদথ নবং পয়ঃ ।  
 পর্ণাদিছুক্টং লভতে স বাহ্যভ্যন্তরায়মান্ ॥ ৪২ ॥  
 কলুষং ছন্নমস্তোজপর্শনীলতৃণাদিভিঃ ।  
 চুক্টগন্ধাদিসংসৃক্টং সূর্য্যাচন্দ্রমসংশুভিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ব্যাপন্নমিতি জানীয়াৎ সর্বদোষপ্রকোপকৃৎ ।  
 তোয়ন্তদ্বর্জয়েৎ সর্বং যচ্চামর্তু সমুদ্ভবম্ ॥ ৪৪ ॥  
 ব্যাপন্নমিতি পানীয়ং কথিতং সূর্য্যতাপিতম্ ।  
 তপ্তায়ঃ সূর্য্যসিকতাপ্রাবাদিস্থ ধারিতম্ ॥ ৪৫ ॥

### নানাবিধ জলের গুণাগুণ ।

পূর্বোক্ত ভৌমজল হইতে পাঙ্গুল জল পর্যন্ত সর্ববিধ জলই সর্বপ্রকার দোষ-  
 জনক, প্রায়ই অভিষ্মন্দি ও অতীব নিন্দিত। জাঙ্গলজল (জাঙ্গল দেশোদ্ভূত  
 জল অর্থাৎ যে দেশে অল্প বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয় ও অল্প পরিমাণে জল থাকে, সেই  
 দেশের জলকে জাঙ্গলজল বলা যায়) — সর্ববিধ দোষনিবারক ও অগ্নি প্রদীপক।  
 সাধারণ জল (সাধারণ দেশোদ্ভূত জল অর্থাৎ যে দেশে বৃক্ষাদি ও জল উপযুক্ত  
 পরিমাণে থাকে, সেই দেশকে সাধারণ দেশ ও তাহার জলকে সাধারণ জল বলা  
 যায়) — শীতল, স্বাদু, তৃষ্ণানিবারক, হর্ষজনক এবং লঘু। যে ব্যক্তি বর্ষাকালে  
 সরোবরাদির দূষিত জলে অবগাহন করে এবং পর্ণাদিচুষ্ট নুতন জল পান করে,  
 সে বাহ ও অভ্যন্তর সর্ববিধ রোগে আক্রান্ত হয়। পানী, নীলাগাছ, তৃণাদি  
 দ্বারা আচ্ছন্ন, তৃষ্ণকর, সূর্য্য চন্দ্রের কিরণ অগ্রাণু মলিন জলকে ব্যাপন্ন জল  
 (নিশ্চিত, অব্যবহায্য জল) বলা যায়, যে হেতু এই জল পান করিলে সর্ববিধ  
 দোষ প্রকুপিত হয়, একারণ উক্ত জল এবং ঋতুসত্ত্ব (আন্তরীক্ষ) কাঁচাজল  
 সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত জলকেও ব্যাপন্ন জল  
 বলিয়া জানিবে ॥ ৪১-৪৪ ॥

### উষ্ণজলের গুণ ।

তপ্ত লৌহপাত্রে, তাম্রপাত্রে, বালুকায়ুক্ত যন্ত্রপাত্রে অথবা শস্ত্রপাত্রে গৃহ্যতঃ

কপূরপূরপুমাগপাটলাদিম্বাসিতম্ ।

স্বচ্ছং কনকমুক্তাট্টৈঃ শীতন্দোষায় ন কচিৎ ॥ ৪৬

তৎ কাণ্ড্যমানং নিষ্ফেগং নির্বেগং নিম্নলং জলম্ ।

তৎ সর্বদোষশমনং দীপনং পাচনং লঘু ॥ ৪৭ ॥

উষ্ণমৃদুদগ্নিজননং লঘুতদগ্নিশোধনম্ ।

পার্শ্বরূপীনসাখ্যানহিকানিলকফাপহম্ ॥ ৪৮ ॥

তৎ পাদহীনং বাতস্মমর্দহীনঞ্চ পিত্তজিৎ ।

ত্রিপাদহীনং শ্লেষস্বং সংগ্রাহয়িত্বাদং লঘু ॥ ৪৯ ॥

নিহন্তি শ্লেষসজ্জাতং মারুতঞ্চাপি কষতি ।

অজীর্ণং জরয়ত্যাশু পীতমুষ্ণোদকং নিমি ॥ ৫০ ॥

পাদাবশেষং সলিলং গ্রাস্তে শরদি শস্ত্যতে ।

হেমন্তে শিশিরে বর্ষাস্বর্দহীনমথাপিচ ॥ ৫১ ॥

মুক্তাদি সহযোগে নিম্নলীকৃত শীতল জল কোনপ্রকার দোষ উৎপাদন করিতে পারে না । এবিধ শীতল জল পাক করিয়া নিষ্ফেগ, নির্বেগ ও নিম্নল হইতে তাহা কাণ্ড্যমান জল বলিয়া জানিবে । অর্থাৎ উক্ত জলের সহিত কাণ্ড প্রভৃতি করিয়া পান করিলে, তদ্বারা বিশেষ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই জল সর্বদোষ প্রশমক, অগ্নিদীপক, পরিপাচক ও লঘু । এই জল উষ্ণ করিয়া পান করিতে অগ্নির উত্তীর্ণন, লঘুপাকী, মল্যগ্নির শোধন এবং পার্শ্ববেদনা, পীনস, উদরাদান, হিকা, বায়ু ও কফ বিনষ্ট হয় । পাদহীন উষ্ণজল (যে জল পাক করিয়া চতুর্থাংশ শুক করা হয়)—বাতনাশক । অর্দ্ধহীন উষ্ণজল (যে জল অগ্নিসংযোগে পাক পূর্বক অর্ধেক পরিমাণে শুক করা যায়) পিত্তর এবং ত্রিপাদহীন উষ্ণজল (যে জল পাক করিয়া ৩ ভাগ শুক করিয়া ১ ভাগ অবশিষ্ট রাখা যায়) কফর, সংগ্রাহক, অগ্নিজনক ও লঘুপাকী । রাজিতে উষ্ণজল পান করিলে কফ, বাত ও অজীর্ণদোষ দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৪৬-৫০ ॥

• ঋতুভেদে উষ্ণজল প্রয়োগ ।

শৃতশীতং সদা পথ্যং লঘু নীরস্ত্রিদোষনুৎ ।

তচ্চ পর্যুষিতং নিম্নমল্লীভুতস্ত্রিদোষকৃৎ ॥ ৫২ ॥

দিবা শৃতং পয়ো রাত্রৌ গুরুতামধিগচ্ছতি ।

রাত্রৌ শৃতন্দিবা পীতং তথা দোষকরং পরমু ॥ ৫৩ ॥

সাধারণপানীয়নামগুণাঃ ।

দুগ্ধং প্রস্রবণং ক্ষীরং নৌম্যং সঞ্জীবনং পয়ঃ ।

দুগ্ধং বলকরং শীতং মধুরং বাতপিত্তজিৎ ॥ ৫৪ ॥

স্নিগ্ধং রসায়নং মেধ্যং জীবনং ধাতুবর্দ্ধনম্ ।

চেতোরক্তগদশ্বাসক্ষয়ার্শোভ্রমনুদ্ গুরু ॥ ৫৫ ॥

বালবৃদ্ধকৃশাদীনাং স্ত্রীসক্তানাং প্রশস্ততে ।

প্রায়ঃ প্রাণভূতাং সাম্যং বিশেষাদোক্তসে হিতম্ ॥ ৫৬ ॥

গোদুগ্ধগুণাঃ ।

গোক্ষীরং মধুরং শীতং গুরু স্নিগ্ধং রসায়নম্ ।

রংহণং স্তন্যকৃদ্রণ্যং জীবনং বাতপিত্তনুৎ ॥ ৫৭ ॥

উষ্ণজলের গুণ ।

পাককরা শীতল জল নিয়তই সুপথ্য, লঘু ও ত্রিদোষনাশক কিন্তু পর্যুষিত (বাসী) হইলে অত্যন্ত অস্বাদু ও ত্রিদোষপ্রকোপন হয়। দিবাকালের পাক করা জল রাত্রিতে পান করিলে শরীরের গুরুতা জন্মে এবং রাত্রিকালীন পাক করা জল পরদিন দিবাকালে পান করিলেও শরীরের গুরুতা উৎপাদিত হইয় থাকে ॥ ৫২-৫৩ ॥

দুগ্ধের সাধারণ নাম ও গুণ ।

দুগ্ধ, প্রস্রবণ, ক্ষীর, নৌম্য, সঞ্জীবন, পয়ঃ, { পীযুষ, বালজীবন, অমৃত, উষ্ম, দোহজ, অনদোহ ও দোহাপনয় }, এই শব্দ সকল দুগ্ধ শব্দের পর্যায়। দুগ্ধ—বলকর, শীতল, মধুর, বাতজ, পিত্তজ, স্নিগ্ধ, রসায়ন, মেধ্যজনক, জীবন-বর্দ্ধক, ধাতুবর্দ্ধক এবং মানসিক রোগ, রক্তগতরোগ, শ্বাস, ক্রম, অর্শ ও ক্রম-নাশক ও গুরুপাকী। ইহা বালক, বৃদ্ধ, কৃশ ও স্ত্রীপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে



কৃষ্ণগবাং বরং ক্ষীরং খেতানাং শ্লেষ্মলস্কুরং ।

বালবৎসাবিবৎসানাস্তবাক্ষীরস্ত্রিদোষকৃৎ ।

পিণ্যাকাগশনাজ্জাতং ক্ষীরং গুরু কফাপহম্ ॥ ৫৮ ॥

অজ্ঞানদুগ্ধনামগুণাঃ ।

আজ্ঞাস্তব্যগুণং গ্রাহি বিশেষাদীপনং লঘু ।

হস্তি ক্ষয়ার্শোহতীসারপ্রদরাশ্রমজ্বরান্ ॥ ৫৯ ॥

অজ্ঞানামল্লকায়ত্নাৎ কটুতিক্তাদিভক্ষণাৎ ।

স্তোকাশুপানাদ্ ব্যায়ানাৎ পয়ঃ সর্বমদাপহম্ ॥ ৬০ ॥

আবিকদুগ্ধগুণাঃ ।

আবিকং মধুরং কেশ্যং স্নিগ্ধং বাতকফাপহম্ ।

গুরু কাসেহনিলোদ্ভূতে কেবলে চানিলে বরম্ ॥ ৬১ ॥

গোদুগ্ধের গুণ ।

গোদুগ্ধ ( গাভীর দুগ্ধ )—মধুর, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, রসায়ন, বৃংহণ, শুণ্ণবর্ধক বর্ণপ্রসাধক, জীবনরক্ষক, বাতহর ও পিত্তহর । কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ—সর্বশ্রেষ্ঠ । বিশেষ হিতকর, খেতবর্ণা গাভীর দুগ্ধ বলজনক ও গুরু, বালবৎসা ( যে গাভী শাবক শিশু ) ও বিবৎসা ( যে গাভীর শাবক জন্মে না অথবা জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছে ) গাভীর দুগ্ধ—ত্রিদোষজনক এবং পিত্তাকাদি ( বৈল প্রভৃতি ) ভক্ষিত গাভীর দুগ্ধ—গুরুপাকী ও কফনাশক ॥ ৫৭-৫৮ ॥

ছাগদুগ্ধের গুণ ।

ছাগদুগ্ধ—গবাদুগ্ধের সমস্ত গুণবিশিষ্ট এবং গ্রাহি, অত্যন্ত অগ্নিপ্রদীপ লঘুপাকী এবং ক্ষয়রোগ, অর্শঃ, অতীসার, প্রদর, রক্তপিত্ত, জ্বর ও জ্বর নিবারক, অল্প শরীরতা, কটু তিক্তাদি ভক্ষণ, অল্প জলপান ও ব্যায়াম প্রযুক্ত ছাগাদিগের দুগ্ধদ্বারা সর্ববিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৯-৬০ ॥

ঘেঘীদুগ্ধের গুণ ।

মহিবীহুগুণাঃ ।

মাহিষং মধুরং গব্যং স্নিগ্ধং গুরু বলপ্রদম্ ।

নিদ্রাশুকরং শীতং মলাভিষ্যান্দি বহ্নিমুৎ ॥ ৬২ ॥

নারীহুগুণাঃ ।

নার্যা লঘু পয়ঃ শীতন্দীপনং বাতপিত্তজিৎ ।

চক্ষুঃশূলাভিঘাতঘ্নং নশ্বাশ্চেচ্যাতনয়োর্ববরম্ ॥ ৬৩ ॥

হস্তিনীহুগুণাঃ ।

হস্তিন্যাঃ স্বাদু বলকৃৎ চক্ষুশ্চ, শীতলং গুরু ॥ ৬৪ ॥

ঔষ্ট্রীহুগুণানামগুণাঃ ।

ঔষ্ট্রং স্বাদুরসং রুক্ষং লবণং লঘু দীপনম্ !

কুমিকূষ্ঠকফানাহশোথোদরহরং সরম্ ॥ ৬৫ ॥

দুগ্ধসামান্যনামগুণাঃ ।

আশ্বমুদ্রং পয়ো রুক্ষং বল্যং বাতকফাপহম্ ।

লবণান্নং লঘু স্বাদু সর্বমেকশফন্তথা ॥ ৬৬ ॥

মাহিষ দুগ্ধের গুণ ।

মহিবীর দুগ্ধ—গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, বলকর, নিদ্রাজনক, শুক্রোৎপাদক, শীতল, মলপ্রস্রাবী ও অগ্নিমান্দ্যজনক ॥ ৬২ ॥

নারীদুগ্ধের গুণ ।

নারীদুগ্ধ—লঘু, শীতল, অগ্নিদীপক, বাতর, পিত্তর, চক্ষুঃশূল ও অভিঘাতজর নিবারক এবং নশ্ব ও আশ্চেচ্যাতনকার্য্যে (চক্ষুঃপ্রসাদক ক্রিয়া বিশেষে) অতীব হিতকর ॥ ৬৩ ॥

হস্তিনীদুগ্ধের গুণ ।

হস্তিনীদুগ্ধ—মধুর, বলকর, চক্ষুশ্চ, শীতল ও গুরু ॥ ৬৪ ॥

ঔষ্ট্রীদুগ্ধের গুণ ।

ঔষ্ট্রীদুগ্ধ—মধুরসাস্বক, রুক্ষ, লবণরসাবিভ, লঘুপাকী, অগ্নিদীপক, কুমি, কূষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও উদররোগ নাশক এবং ভেদক ॥ ৬৫ ॥

ধারোষ্ণুদীপনং বল্যং লঘু শীতং ত্রিদোষহুৎ ।

মুহূর্ত্তত্রিতয়াদূৰ্দ্ধং পয়ো ভবতি বিক্রিয়ম্ ।

তদেব দ্বিগুণে কালে বিষবদ্ধন্তি মানবম্ ॥ ৬৭ ॥

তন্মাং শীতগুণং তৎস্যাৎ পয়স্তাৎকালিকং পিবেৎ ।

সুধাসমমুদেব স্যাৎ ধারাসীতস্ত্রিদোষকৃৎ ॥ ৬৮ ॥

ধারোষ্ণুঃ শস্ত্রতে গব্যাক্ষারাসীতস্তু মাহিষম্ ।

স্বতোষ্ণমাবিকং পথ্যং স্ততশীতমজ্ঞাপয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

স্ততশীতজ্বয়েৎপিত্তং স্ততোষ্ণং কফমারুতো ।

অতিপকং গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যমূলবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ৭০ ॥

আমমামপ্রদং ক্ষীরমভিগ্ৰ্যন্দকরঙ্গুরা ।

আমমেব স্ত্রিয়াঃ ক্ষীরং পথ্যং পকন্তু দোষকৃৎ ॥ ৭১ ॥

রসায়ক, লঘুপাকী ও মধুর রসাবিত । অত্যন্ত সর্কবিধ একশক (এক স্কর বিশিষ্ট) প্রাণিসমূহের দুগ্ধ ও অম্লদুগ্ধের গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৬৬ ॥

ধারাদুগ্ধের গুণ ।

ধারোষ্ণুদুগ্ধ (দোহনকালীন স্বাভাবিক উষ্ণদুগ্ধ) অগ্নিদীপক, বলকর, লঘু, শীতল ও ত্রিদোষনাশক । দুগ্ধ দোহনস্তর তিন মুহূর্ত্তপরে (দুইদণ্ডপরে) বিকৃত হয় । এবং ইহা ১২ বার দণ্ডপরে বিষবৎ অপকারী হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত দোহন মাত্রেই ধারোষ্ণু দুগ্ধপান করায়, ইহা দ্বারা সুধাসম উপকার সাধিত হইয়া থাকে । আর ধারাসীতল দুগ্ধ ত্রিদোষ রদ্ধন করে । সর্কপ্রকার ধারাদুগ্ধের মধ্যে গব্যদুগ্ধ ধারোষ্ণু উপকারী এবং মাহিষ দুগ্ধ ধারাসীতল অবস্থায় উপকারী জানিবে ॥ ৬৭-৬৯ ॥

পকদুগ্ধের গুণ ।

পাক করা মেঘীর দুগ্ধ উৰ্ব্ব অবস্থায় এবং পাককরা ছাগীর দুগ্ধ শীতল অবস্থায় সুপথ্য বলিয়া জানিবে । পাককরা উষ্ণদুগ্ধ পিত্তবিনাশক এবং পাককরা শীতল দুগ্ধ কফ ও বায়ুকে বিনাশ করে । অত্যন্ত পকদুগ্ধ—গুরুপাকী, স্নিগ্ধ, বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক ও বলপ্রবৰ্দ্ধক ॥ ৭০ ॥

আমদুগ্ধের গুণ ।

প্রাতাতিকং পয়ঃ প্রায়ো বিষ্ঠন্তি গুরু বৃংহণম্ ।  
 রাত্রৌ চন্দ্রগুণাধিক্যাদ্ ব্যায়াম পরিবর্জনাৎ ॥ ৭২ ॥  
 প্রদোষশ্রমনুদ্ বল্যং চক্ষুশ্চ বাতপিত্তকৃৎ ।  
 দিলাকরকরাঘাতাদ্ ব্যায়ামানিলসেবনাৎ ॥ ৭৩ ॥  
 বিবর্ণমল্লদুর্গন্ধি লবণং গ্রস্থিতং পয়ঃ ।  
 বর্জয়েদম্ললবণযোগাৎ কুষ্ঠাদিদোষকৃৎ ॥ ৭৪ ॥  
 সান্তানিকং পরং রুক্ষং স্ততদুদ্বোপরি শ্বতম্ ।  
 সান্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃগ্যা পিত্তাশ্রবাতনুৎ ॥ ৭৫ ॥  
 সপ্তরাত্রাৎ পরং ক্ষীরমপ্রসন্নস্ত মৌরটম্ ।  
 নষ্টদুগ্ধং ভবেন্নষ্ট মৌরটং জৈজ্জটৌহত্রবীৎ ॥ ৭৬ ॥

কাঁচা অবস্থাতেই বিশেষ হিতকর, কিন্তু উহা পক হইলে নানাবিধ দ্রোণ উৎপাদন করে ॥ ৭১ ॥

প্রাতাতিক ও ত্রৈদোষিক দুগ্ধের গুণ ।

রাত্রিকালে স্বাভাবিক চন্দ্রগুণাধিক) ( শীতল ) এবং এইকালে পশুগণ ব্যায়াম করিতে পারে না, একারণ প্রাতাতিকালীন দুগ্ধ প্রায়ই বিষ্টস্তকারক, গুরু ও শীতল । কিন্তু দিবাকালে সূর্য্যের উষ্ণকিরণসংস্পর্শ হেতু এবং পশুগণ স্বাভাবিক ব্যায়াম ও বায়ুসেবন করে, বলিয়া প্রাদোষিক ( সন্ধ্যাকালের ) দুগ্ধ শ্রমনাশক, লবণ, চক্ষুরণ্ডকে বিশেষ হিতসাধক, বাতশ্র এবং পিত্তনাশক ॥ ৭১-৭৩ ॥

অম্লদুগ্ধ ।

অম্ল সংযুক্ত দুগ্ধ বিবর্ণ ও দুর্গন্ধি হয় এবং লবণ সংযুক্তদুগ্ধ গ্রস্থিত হয় এবং অম্ল ও লবণ, এই উভয় সংযুক্তদুগ্ধ একেবারে পরিভ্যাগ করিবে অর্থাৎ কদাচ পান করিবে না, যে হেতু ইহা পান করিলে কুষ্ঠাদি বিবিধ মহাব্যাধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

দুগ্ধসন্তানিকার গুণ ।

পকদুগ্ধের উপরি আঙটানয় যে ঘন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সন্তানিকা

ক্ষীরস্তুৎকাল সূতায়াঃ পীযুষঘনমুচ্যতে ।

পাকং দধা সমং ক্ষীরং বিজ্ঞেয়া দধিকূট্টিকা ॥ ৭৭ ॥

তক্রৈণ তক্রকূট্টিকা তয়োঃ পিণ্ডঃ কিলাটকঃ ।

পাকং বিনাস এব স্মাৎ ক্ষীরমুক্তসিতাবিতঃ ॥ ৭৮ ॥

মোরটস্তু সপীযুষঃ কূট্টিকা দধিতক্রয়োঃ ।

কিলাটক্ষীরশাকাভ্যামেতে নিদ্রাম্পুষ্টিদঃ ॥ ৭৯ ॥

গুরুবঃ শ্লেষ্মলা বৃথা হৃতা বাতগ্নিনাশিনী ।

বাতলা দুৰ্জ্জরা রক্ষা গ্রাহিণী তক্রকূট্টিকা ॥ ৮০ ॥

দধিনামগুণাঃ ।

দধি স্ত্যানং পয়ঃ সম্যক্ স্ত্যানমীষৎ তু মন্দকম্ ।

তগ্নিফটমল্পমত্যল্প মধুরাল্পমিতি স্মৃতম্ ॥ ৮১ ॥

দধুষৎ দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসঙ্গুর ।

পাকেহস্নং গ্রাহি পিত্তাশ্রশোফমেদঃ কফপ্রদম্ ॥ ৮২ ॥

মূত্রকুচ্ছে প্রতিষ্ঠায়ে শীতকে বিষমেজ্বরে ।

অতীসারেহরুচৌ কার্শ্যে শস্ত্রতে বলবর্দ্ধনম্ ॥ ৮৩ ॥

মোরটাদির গুণ ।

সপ্তরাত্রির বাসী দুগ্ধকে মোরট এবং নষ্টদুগ্ধকে মস্তম্বেলে কিন্তু ভেজ্জট ম্বেলে নষ্ট মস্তকেই অর্থাৎ নষ্টদুগ্ধকেই মোরট বলা যায় । এসবকালীন দুগ্ধকে পীযুষঘন বলে । দধির সহিত পাককরা দুগ্ধকে দধিকূট্টিকা, তক্রের সহিত পাক করা দুগ্ধকে তক্রকূট্টিকা এবং দধি ও তক্র একত্র মিশ্রিত করতঃ পাক না করিয়া চিনিসহ পিণ্ডাকৃতি করিলে তাহাকে কিলাটক । মোরট, পীযুষঘন, দধিকূট্টিকা ও তক্রকূট্টিকা, এই সকল স্তব্য কিলাটক ও ক্ষীরশাক । (অপকনষ্ট দুগ্ধ) অপেক্ষা নিদ্রাজনক, আমজনক, পুষ্টিকর, গুরুপাকী, ককবর্দ্ধক, বীৰ্য্যজনক, স্তন্যবাতনাশক ও অগ্নিনাশক এবং তক্রকূট্টিকা বার্তবর্দ্ধক, দুশ্শাচ্য, রক্ষ ও মলরোধক ॥ ৭৬-৮০ ॥

দধিবর্ণের নাম ও গুণ ।

সংহত অর্থাৎ ঘনত্বপ্রাপ্ত দুগ্ধকে দধি বলে, আর দৈবৎ ঘনত্ব প্রাপ্ত দধিকে

মন্দং ত্রিদোষজননং মধুরং বাতপিত্তজিৎ ।  
 অম্লং পিত্তাকফকৃদত্যম্লং রক্তপিত্তদম্ ।  
 মধুরাম্লং গুণৈর্গ্নিপ্রৈর্দধি পূর্ববদাদিশেৎ ॥ ৮৪ ॥  
 গব্যং দধ্যুভমং বল্যং পাকে স্বাদু রুচিপ্ৰদঃ ।  
 পবিত্রং দৌপনং স্নিগ্ধং পুষ্টিকৃৎপবনাপহম্ ॥ ৮৫ ॥  
 আজং দধ্যুভমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহমু ।  
 শস্যতে শ্বাসকাসার্শঃ ক্ষয়কার্শ্যে দৌপনম্ ॥ ৮৬ ॥  
 অভিঘান্দিরসং পাকে স্বাদু প্রায়েণ দোষলম্ ॥ ৮৭ ॥  
 মাহিষং দধি স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ ।  
 বৃগ্যং বিপাকে মধুরং গুরু রক্তপ্রদূষণম্ ॥ ৮৮ ॥  
 নারী দধি ত্রিদোষঘ্নং চক্ষুগ্ধং তর্পণং গুরু ।  
 বল্যং বিপাকে মধুরং স্নিগ্ধং বহ্নিকরং শরম্ ॥ ৮৯ ॥  
 হস্তিন্য দধি বোর্যোমং কটু পাকে হৃগ্নিনাশনম্ ।  
 কষায়ানুরসং বর্চোবর্দ্ধনং কফবাতজিৎ ॥ ৯০ ॥  
 ঔষ্ট্রং বিপাকে কটুকং ভেদি ক্ষারাম্লকং দধি ।  
 নিহন্ত্যদরকুষ্ঠাংশূলবক্ষানিলকুমীন্ ॥ ৯১ ॥

মেহ ও কফজনক, মৃতকৃচ্ছ, প্রতীক্షায়, শীতজ্বর, বিষজ্বর, অতীসার, অরুচি ও  
 কার্শ্যরোগে হিতকর এবং বলবর্দ্ধক । মন্দদধি—ত্রিদোষজনক, মধুর রসবিশিষ্ট,  
 বাতর ও পিত্তনাশক । অম্লদধি—রক্তপিত্ত ও কফজনক । অভ্যম্লদধি—রক্ত-  
 পিত্তজনক । মধুরাম্লদধি—সর্বশ্রেষ্ঠ, বলকর, পাকে মধুর, রুচিজনক, পবিত্র,  
 অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও বাতনিবারক । চূর্ণদধি—অত্যুৎকৃষ্ট, গ্রাহি, লঘু,  
 ত্রিদোষনাশক, শ্বাস, কাস, অর্শ, ক্ষয় ও কার্শ্যরোগে হিতকর এবং অগ্নিদীপক ।  
 মৈষদধি—অর্শ, কৈক ও বাতপ্রবর্দ্ধক, অভিঘান্ধী, মধুর, পাকে স্বাদু এবং প্রায়ই  
 দোষবর্দ্ধক { মাহিষদধি—স্নিগ্ধ, কফকর, বাতনাশক, পিষ্টক, বীর্ঘজনক,  
 বিপাকে মধুর, গুরু ও রক্তপ্রদোষক । নারীদুগ্ধের দধি—ত্রিদোষঘ্ন, চক্ষুঘ্য,

অশ্বাত্থক শফ রুক্ষং দধ্যতিয়ান্দি দৌষলম্ ।

দীপনং স্বাদু চক্ষুগ্যং বাতকৃৎকফমূত্রনুৎ ॥ ৯২ ॥

সর্বেষু দধিষু শ্রেষ্ঠং গব্যমেব গুণাবহম্ ।

গালিতং দধি সন্নিগ্ধং বাতঘ্নং শ্লেষ্মলং গুরু ॥ ৯৩ ॥

বলপুষ্ঠিকরং রুচ্যং মধুরং নাতিপিত্তকৃৎ ।

স্বতক্ষীরভবং রুচ্যং দধি স্নিগ্ধং গুণোত্তমম্ ॥ ৯৪ ॥

পিত্তানিলাপহং সর্বং ধাত্বগিবলবর্দ্ধনম্ ॥ ৯৫ ॥

অসারং দধি সংগ্রাহি কষায়ং বাতলং লঘু ।

বিষ্টিস্তি দীপনং রুচ্যং গ্রহণীরোগনাশনম্ ॥ ৯৬ ॥

সশর্করং দধি শ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহনুৎ ।

সগুড়ং বাতনুদ্ রুচ্যং বৃংহাং তর্পণং গুরু ॥ ৯৭ ॥

বসন্তে শরদি গ্রীষ্মে দধি প্রায়েণ নিন্দিতম্ ।

হেমন্তে শিশিরে শস্তং বর্ষাস্ত চ গুণাবহম্ ॥ ৯৮ ॥

শস্ত্যতে দধি নো রাত্রৌ শস্তঞ্চাসুঘৃতাশ্রিতম্ ।

দধ্যন্তরো দধিস্নেহো দধ্যগ্রঃ কটুকঃ সরঃ ॥ ৯৯ ॥

শূল, বিবন্ধ, আয়ু ও কুস্মিনাশক । অশ্ব প্রভৃতি একশফ বিশিষ্ট পুণ্ড্রিগের দ্বন্দ্ব—  
রুক্ষ, বাতকর, অভিষান্দি, ত্রিদোষবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, স্বাদু, চক্ষুগ্য, কফঘ্ন ও  
মূত্রকৃচ্ছুরোগ নিবারক । সর্ববিধ দধির মধ্যে গব্যদধিই সমধিক গুণশালী,  
গালিতদধি (যে দধি বহুদ্বারা ছাকিয়া লওয়া যায়)—স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, কফবর্দ্ধক,  
গুরুপাকী, বলজনক, পুষ্ঠিকর, রুচিজনক, মধুর এবং অন্নপিত্তজনক । পক্ষুদ্বৈর-  
দধি—রুচিজনক, স্নিগ্ধ, সর্ববিধ দধি অপেক্ষা অধিক গুণশালী, পিত্তঘ্ন, বাতনাশক,  
সর্ববিধ ষাভূপৌষক অগ্নিজনক ও বলবর্দ্ধক । অসারদধি (যে দ্বন্দ্ব ইহাতে মাখন  
ডালিয়া লইয়া দধি করা যায়)—মলরোধী, কষায়, বাতল, লঘু, বিষ্টন্তী, অগ্নি-  
দীপক, রুচিকর ও গ্রহণীরোগঘ্ন । চিনিঃস্বস্তদধি—সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তৃষ্ণা, পিত্ত,  
রক্তদোষ ও দাহ নিবারণ করে । গুড়স্বস্ত দধি—বাতনাশক, বৃষ্য, বৃংহণ, তর্পণ ও  
গুরু । বসন্ত, শরৎ ও গ্রীষ্মকালে দধি সেবন করা উচিত নয় । হেমন্ত, শিশির

দধঃ সরো গুরুবৃষ্যো বাতবহ্নিপ্রণাশনঃ ।

বস্তেবিশোধনশ্চান্নঃ পিত্তশ্লেষ্মবিবৰ্দ্ধনঃ ॥ ১০০ ॥

মস্তু ক্রমহরং বল্যং লঘু ভক্তাভিলাষকং ।

শ্রোতোবিশোধনং হ্লাদি কফতৃষ্ণানিলাপহং ।

আরুগ্যং শ্রীণনং শীত্ৰং তিনন্তি মলসংগ্রহনং ॥ ১০১ ॥

তক্রবর্ণনামগুণাঃ ।

দণ্ডাহতং কালপেয়ং গোরসজ্জং বিলোড়িতম্ ॥ ১০২ ॥

সরসং নির্জলং ঘোলং মথিতং সরবর্জিতম্ ।

সমোদকং শ্বেতুমথ মুদশ্চিত্ত্বর্দ্ধবারিকম্ ॥ ১০৩ ॥

পাদোদকং ভবেত্তক্রমর্দ্ধাস্তোহবভামিরে ।

তক্রং গ্রাহি কষায়ায়ং মধুরং দাপনং লঘু ॥ ১০৪ ॥

কটুর ও সর, এই কয়েকটা শব্দ দধির সরের নাম । দধির সর—গুরুপাকী, বৃণা, নাতর, অগ্নিশাক, মূত্রাশয়বিশোধক, অন্ন, পিত্তবর্দ্ধক ও কফজনক । মস্তু ( দধি-মণ্ড বা দধির মাং )—ক্রান্তিহর, বলকর, লঘু, কটিকারক, শ্রোতোবিশোধক, স্রীতিকর, কফনাশক, তৃষ্ণার, বাতহারক, অন্নবীর্ধ্যজনক, আনন্দবর্দ্ধক ও শীত্র মলের কাঠিগ্র বিনাশ করে ॥ ৮১-১০১ ॥

তক্রবর্ণের নাম ও গুণ ।

দণ্ডাহত, কালপেয়, গোরসজ্জ, বিলোড়িত, { অন্ন, অরিষ্ট, ঘোল, উদম্বিৎ, মথিত, জব, কটুর, কটুর প্রমথিত, কটুর ও অম্বর }, এই সকল শব্দ তক্রের নামান্তর । এই তক্র সরসংযুক্ত নির্জল হইলে ঘোল, সরবর্জিত হইলে মথিত, সমানজল সংযুক্ত হইলে খেত, অর্ধেক জলযুক্ত হইলে উদম্বিৎ এবং চতুর্থাংশ জল সমন্বিত হইলে তক্র বলা যায় । কেহ কেহ অর্ধেক পরিমিত জলযুক্তকেও তক্র বলিয়া থাকেন । তক্র—মলরোধক, কষায় রসায়ক, অন্ন, মধুর, অগ্নি প্রদীপক, লঘু, উষ্ণবীর্ধ্য, বলকর, রুক্ষ, স্রীতিকর, বাতর এবং ইহা দ্বারা শোথ, গরলোম, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেহ, গ্রহণী, অর্শ, বহুমূত্র, ভগন্দুর, গুল্ম, অভী-সার, শূল, প্লীহা, কফ, কৃমি, শিথ্র, কোষ্ঠরোগ, কফরোগ, বৃষ্ঠ, তৃক্ষা, উদর ও অপচীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । নিদ্রাকাল ও শরৎকালে, দৌর্বল্য, ভ্রম, মুচ্ছা, রক্তপিত্ত, মল ও শোথরোগে কদাচ তক্র প্রয়োগ করিবে না । শীতকালে,



বীৰ্য্যোষ্ণং বলদং রূক্ষং গ্রীণনং বাতনাশনম্ ।  
 হস্তি শোথগরচ্ছর্দি স্রসেকবিষমজ্বরান্ ॥ ১০৫ ॥  
 পাণ্ডুমেদোগ্রহণ্যর্শোমূত্রগ্রহভগন্দরান্ ।  
 মেহং গুল্মামতীসারং শূলপ্লীহকফকৃমীন্ ।  
 শ্বিত্রকোষ্ঠরূক্ষব্যাদিকুষ্ঠভৃষণোদরাপচীঃ ॥ ১০৬ ॥  
 শক্রং নিদাঘে শরদি দৌর্বল্যে ভ্রমমূর্ছয়োঃ ।  
 পিত্তাশ্রমদশোফেষু কদাচিন্ন প্রশস্ততে ॥ ১০৭ ॥  
 শীতকালে গ্রহণ্যর্শঃ কফবাতাময়েষু চ ॥ ১০৮ ॥  
 শ্রোতোনিরোধে মন্দাগ্নৌ তক্রমেবামৃতোপমম্ ।  
 তক্রস্ত মধুরং সর্বং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তমুৎ ॥ ১০৯ ॥  
 অন্নং বাতহরং তক্রং রক্তপিত্তপ্রকোপনম্ ।  
 বাতেহন্নং সৈন্ধবোপেতং স্বাদু পিভে সশর্করম্ ॥ ১১০ ॥  
 পিবেৎ তক্রং কফে রূক্ষং ব্যোষকারসমম্বিতম্ ।  
 সমুদ্রতস্মতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ ॥ ১১১ ॥  
 স্তোমোক্লান্তস্মতং তস্মাদ্ বৃষ্যং গুরু কফাপহম্ ।  
 অনুদ্রুতস্মতং শীতং গুরু পুষ্টিকফপ্রদম্ ॥ ১১২ ॥  
 যানু্যন্তানি দধীন্মৃচৌ তদগুণং তক্রমাদিশং ।  
 সরসং নির্জলং ঘোলং মথিতং রসবর্জিতম্ ॥ ১১৩ ॥

উপকারী জানিবে । সর্ববিধ তক্রই মধুর, কফবর্জক, বাতপিত্ত নাশক । অন্ন-  
 তক্র—বাতনাশক ও রক্তপিত্ত প্রকোপক । সৈন্ধবলবণসংযুক্ত অন্নতক্র বাত-  
 রোগে, শর্করাংশংযুক্ত মধুর তক্র পিত্তরোগে এবং ত্রিকটুচূর্ণ ও যবক্ষার সংযুক্ত  
 রূক্ষ তক্র কফরোগে হিতকর বলিয়া জানিবে । সমুদ্রায় সারগৃহীত তক্র—স্বপথ্য  
 ও লঘু । অন্ন বৃত্তোপিত তক্র—সমুদ্রায় সারগৃহীত তক্র অপেক্ষা বলকর, গুরু ও  
 কফনাশক । অনুদ্রুত স্ত তক্র—শীতল, গুরু, পুষ্টিকর ও কফবর্জক । গুরু যে  
 প্রকার অষ্টবিধ দধির বিবর বলা হইয়াছে, অষ্টপ্রকার তক্রও তক্রপ গুণবিশিষ্ট  
 জানিবে । ঘোল ও মথিত অলসংযুক্ত, দধি অপেক্ষা কিকিৎ লঘু বলিয়া

দধিবদ্যালমথিতে কিঞ্চিৎ তু লঘু নীরতঃ ।

মণ্ডতক্রা লঘুতক্রা কুচ্চিকা দধিসম্ভবা ॥ ১১৪ ॥

নবনীতবর্ণনামগুণাঃ ।

হৈয়ঙ্গবীনং সরজং নবনীতস্তু মন্থনম্ ।

নবনীতং লঘু গ্রাহি সগন্ধং স্নাতু শীতলম্ ॥ ১১৫ ॥

মধ্যমীষৎকষায়ান্নং বৃগ্ম্যং পিত্তানিলাপহম্ ॥

অবিদাহ্মিকুম্ভেত্র্যঙ্কুয়াশৌত্রিণকাসজিৎ ॥ ১১৬ ॥

নবনীতং চিরোদ্ভূতং গুরু মেদঃকফপ্রদম্ ।

শোথঘ্নং বলকৃদবৃগ্ম্যং বিশেষাদন্নতং শিশৌঃ ॥ ১১৭ ॥

ক্ষীরোথং তদতিস্নিগ্ধং চক্ষুশ্চ রক্তপিভজিৎ ।

বৃগ্ম্যং বলকরং গ্রাহি মধুরং শীতলং পরম্ ॥ ১১৮ ॥

জানিবে । মণ্ডতক্রা, লঘুতক্রা, কুচ্চিকা ও দধিসম্ভবা, এই শব্দ কয়েকটি তক্রুকুচ্চিকা পর্যায়ক ॥ ১০২-১১৪ ॥

১ নবনীত বর্ণের নাম ও গুণ ।

হৈয়ঙ্গবীন, সরজ, নবনীত, মন্থন, { নবোদ্ধৃত, নবনী, মন্থজ, দধিসার, কল-  
ছুট, দধিজ, সার ও হৈয়ঙ্গবীনক }, এই সকল শব্দ নবনীত পর্যায়ক । প্রচলিত  
বক্তব্যায় ইহাকে ননী ও মাখন বলে । সগন্ধ নবনীত ( সগু উদ্ধৃত মাখন )—  
লঘুপাকী, মলসংরোধক, স্বাস্থ্যসাধ্যক এবং শীতল । মধ্য নবনীত ( কিঞ্চিৎ  
পুরাতন নবনীত )—অন্ন কষায় ও অন্নরসবিশিষ্ট, বীৰ্যজনক, পিত্তর, বাতর, অবি-  
দাহী, অঠরাগ্নির উদ্দীপক, নেত্ররোগে প্রযোজ্য, কফ ( যক্ষ্মা বা শোষণরোগ )  
নাশক, অর্শোর, ত্রণনিবারক এবং কাসরোগ বিনাশক । 'চিরোদ্ভূত নবনীত  
( অত্যন্ত পুরাতন মাখন )—গুরুপাকী, মেদোবর্দ্ধক, কফপ্রদ, শোথর, বলকর,  
বৃগ্ম্য, বিশেষতঃ ইহা শিশুদিগের পক্ষে অমৃতের ত্রায় উপকারী জানিবে । ক্ষীরোথ,  
নবনীত ( দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত মাখন )—অত্যন্ত স্নিগ্ধ, চক্ষুশ, রক্তপিভ ব্যাধি  
নিবায়ক । কীৰ্ণাজনক, নলবর্দ্ধক, গলাসংরোধক, শরীরসাম্যকরিত্তি দেয়, সমাগিরক

## স্বতনামগুণাঃ ।

স্বতমাজ্যং হবিঃ সপিরাদারমমুতাহবয়ম্ ।

স্বতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুস্যং গুরু দীপনম্ ॥ ১১৯

শীতবর্ষ্যং বিষালক্ষ্মীবাতপিত্তানিলাপহম্ ।

অত্যভিষ্যন্দি কান্ত্যোজস্তেজোলাবণাবুদ্ধিকৃৎ ॥ ১২০ ।

উদাবর্ত্তজরোন্মাদশূলানাহত্রগান্ জয়েৎ ।

স্নিগ্ধং কফপ্রদং রুক্ষং ক্ষয়বীসর্পরক্তজিৎ ॥ ১২১ ॥

স্বর্ষ্যং কতহরং প্রায়ঃ শস্তাতে বালবৃদ্ধয়োঃ ।

স্বতং ক্ষীরভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগজিৎ ॥ ১২২

নিহস্তি পিত্তদাহান্দ্ৰমদমূচ্ছান্দ্ৰমানিলান্ ।

পুরাণং কটুকং পাকে সর্পির্দোষত্রয়্যাপহম্ ॥ ১২৩ ॥

শ্রোত্রনেত্রশিরঃ শূলকুষ্ঠাপস্মারশোথজিৎ ।

যোনিরোগজ্বরশ্বাসকুষ্ঠার্শোগুল্মপীনসান্ ॥ ১২৪ ॥

## স্বতবর্ণের নাম ও গুণ ।

স্বত, আজ্য, হবিঃ, সপিঃ, আধার, অমৃতাহবয় (অমৃতনামক, যেমন মধু, শীঘ্র ইত্যাদি), { পুরোভাস, আজ্য, বহিভাস, পীপ, পবিত্র, নবনীতক, অভিষার, হোম্য, আয়ুঃ ও তেজস }, এই সমুদায় শব্দ স্বতের নাম । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে ঘি বলে । স্বত—রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুস্য, গুরু, অগ্নিদীপক, শীতবর্ষ্য, বিষ, অলক্ষ্মী ( দারিদ্ৰ্য ও অভুত ), বায়ুরোগ, পিত্ত ও বায়ুনাশক, অত্যভিষ্যন্দি, কান্তি, ওজোবাহু, তেজ, লাবণ্য ও বুদ্ধিকারক, উদাবর্ত্ত, জর, উন্মাদ, শূল, অনাহ ও ত্রণরোগ নিবারক, স্নিগ্ধ, কফোৎপাদক, রুক্ষ, ক্ষয়, বীসর্প ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশক, স্বস্বরভাবিধারক, ক্ষয়নাশক, এতদ্ ইহা বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অতীর্ঘ হিতকারী । ক্ষীরভব স্বত ( সুস্বাদুত্ব দ্বি. )—গ্রাহী, শীতল, চক্ষুরোগে প্রযোজ্য এবং পিত্ত, দাহ, রক্তপিত্ত, মদ, মূচ্ছা, ভ্রম ও বাত বিনাশ করে । পুরাতন স্বত—পাকে কটু, ত্রিণোষ্য এবং কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, শিরো-রোগ, শূল, কুষ্ঠ, অপস্মার, শোথ, যোনিরোগ ( কন্ড, উপদংশ প্রভৃতি ), জ্বর,

নিহস্তি দীপনং বস্তিনস্তপ্তিঃ প্রশস্ততে ।

স্বতমশোহপি স্বতবদ্ গুণৈস্তীক্ষ্ণো লঘুঃ সরঃ ॥ ১২৫ ॥

দশবর্ষাৎপরং সর্পিঃ কৌস্তমিত্যভিদীয়তে ।

রক্ষোন্নং লঘু তস্মাৎ তু গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং মহাস্বতম্ ॥ ১২৬ ॥

স্বতস্ত গুণদোষৌ তু কীরতুল্যৌ সমাদিশেৎ ।

সর্বেষু গুণকুৎ গব্যামাবিকং নিন্দিতং পুনঃ ॥ ১২৭ ॥

### তৈলনামগুণাঃ ।

তৈলমুষ্ণং গুরু শৈথ্র্যং বলবর্ণকরং সরম্ ।

বৃগ্মং বিকাশি বিশদং মধুরং রসপাকয়োঃ ॥ ১২৮ ॥

সোষ্ণং কষায়ানুরসং তিক্তং শ্লেছানিলাপহম্ ।

বিপাকে মধুরং তীক্ষ্ণং বৃহৎ রক্তপিভজিৎ ॥ ১২৯ ॥

বস্তিকর্ষে ও নস্ত্রকর্ষে প্রশস্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত । স্বতমণ্ড । স্বতের সারভাগ )—  
স্বতবৎ গুণশালী এবং তীক্ষ্ণ, লঘু ও সরক । দশবৎসরাভীত পুরাতন স্বতকে  
কৌস্তস্বত বলে । ইহা রক্ষোন্ন ও লঘু । ইহা অপেক্ষা অধিক কালের পুরান  
স্বতকে মহাস্বত বলে, উহা সর্বাপেক্ষা সমধিক গুণশালী । স্বতের গুণ ও দোষ  
স্বতের সমান, অর্থাৎ গব্য প্রভৃতি স্বতের যে গুণাগুণ নির্দিষ্ট আছে, তজ্জাত গব্যাদি  
স্বতও তদগুণ বিশিষ্ট বলিয়া জানিবে । সর্ববিধ স্বতের মধ্যে গব্যস্বত অতীব  
উপকারী এবং মেবীস্বতের স্বত অতীব ক্ষণকারী জানিবে ॥ ১২৫-১২৭ ॥

### তৈলের নাম ও গুণ ।

তৈল, { তক্ষণ, স্নেহ, অভ্যাজন ও অভ্যঙ্গ } এই সকল শব্দ তৈলের নাম ।  
তৈল ( তিলতৈল )—গুরুপাকী, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক,  
ভেদক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, বিকাশি ( শরীরে প্রবেশ হইয়া সর্বদেহ বাণী হইয়া ), ক্ষিপক  
( পরিকারক ), মধুররসায়ক, পাকে মধুর, উষ্ণবীৰ্য্য, কষায় রসায়ক, তিক্ত,

শ্লেষ্মলং কটু বিণ্ম ত্রৈলোক্যগর্ভাশয়শোধনম্ ।

দীপনং মতিদং কেশ্যং ব্যায়ামত্রণমেহনুৎ ॥ ১৩০ ॥

শোত্রৈয়োনিশিরং শূলনেত্ররোগবিনাশনম্ ।

মুখিতাচ্যুতবিচ্ছিন্নভগ্নব্যালবিষাদিষু ।

কৃত্তেহ্মিদন্ধে তৎপথ্যং পানাত্যঙ্গাদিভিঃ সদা ॥ ১৩১ ॥

স্বতমস্কাৎপরং পক্বং হীনবীর্য্যং প্রজায়তে ।

তৈলং পক্বমপক্বং বা চিরস্থায়ি গুণাধিকম্ ॥ ১৩২ ॥

### এরও তৈলনামগুণাঃ ।

এরও তৈলং মধুরমুষ্ণং দীপনশোধনম্ ।

বম্যন্ত্যচ্যং বয়ঃস্থাপি মেধাকীন্তিবলপ্রদম্ ।

কষায়ানুরসং সুক্ষ্মং যোনিশুক্রাবশোধনম্ ॥

হস্তি বাতোদরানাহগুন্মাষ্ঠীলাকটিগ্রহান্ ।

বাতশোণিতশূলাদিত্রণশোথামবিদ্রধীন ॥ ১৩৩ ॥

শ্রম, ত্রণ ও মেহনাশক এবং ঠেঁচা কর্ণরোগ, যোনিরোগ, শিরোরোগ, শূলরোগ, নেত্ররোগ বিনাশ করে, অধিকন্তু ইহা মতিত (আমৃত্যাদি: কর্তৃক চক্ষ বা অস্থি পেষিত হওয়া), আচ্যুত (চক্ষ বা অস্থি স্থানীয় ব্রষ্ট হওয়া), বিচ্ছিন্ন (চক্ষ বা অস্থি ছিঁড়িয়া যাওয়া), ভগ্ন (আঘাতাদি দ্বারা অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়া), ব্যাভ্র, কৃকর, সর্পাদির লংশন জনিত বিষ, কৃত্ত (পচা ত্রণ বা প্রচুতি) এবং অগ্নিদন্ধে লক্ষণ পান বা অভ্যঙ্গাদিক্রমে প্রয়োগ করা অতীব কর্তব্য বলিয়া জানিবে। পক্ব-স্বত বৎসরাভীত হইলে হীনবীর্য হয়, কিন্তু তৈল পক্বই হউক, বা অপক্বই হউক, যকু বেশী পুষ্কতন হইবে, তত বেশী গুণশালী হইয়া থাকে ॥ ১২৮-১৩২ ॥

### এরও তৈলের নাম ও গুণ ।

এরও তৈল (১) ভবেণ্ডার তৈল, ক্যাষ্টর আইল, রেডীর তৈল) — মধুর, উষ্ণ; অগ্নিদীপক, শোধক (বলশ্রাবক), বয়ঃস্থাপক, মেধাজনক, কীন্তিবর্দ্ধক, বলপ্রদ, কষায়রসবিশিষ্ট, সুক্ষ্ম, যোনি ও শুক্রাশয় বিশোধক এবং ইহা দ্বারা বাহু, উদর, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটিগ্রহ, বাতরক্ত, শূল, ত্রণ-শাখ, আম ও বিভিন্নরোগক বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩৩ ॥

কটুতৈলনামগুণাঃ ।

পৃথ্বীকামূলজীমূতাদম্ভীকবচশিগুজম্ ।

নিম্বাতসীকরঞ্জার্কহস্তিকর্ণেঙ্গদীভবম্ ॥ ১৩৪ ॥

শঙ্কিনীনিস্বকং তৈলং তৈলং জ্যোতিষ্মতীকৃতম্ ।

কুশুম্বসর্বপৌন্ডৃতং তৈলং সৌবর্চলস্তথা ॥ ১৩৫ ॥

বিপাকে কটুকং তীক্ষ্ণংমুষ্ণং তিক্তং সরং লঘু ।

হস্তি কুষ্ঠাময়ং শ্লেষ্মমেহমূচ্ছাময়কুমীন ॥ ১৩৬ ॥

নিম্বতৈলগুণাঃ ।

নিম্বতৈলং জয়েৎ কুষ্ঠং ব্রণশ্লেষ্মজ্বরকুমীন ॥ ১৩৭ ॥

অতসীতৈলগুণাঃ ।

অতসীতৈলমায়েয়ং স্নিক্কাষং কফপিত্তনুৎ ।

কটুপাকমচক্ষুষ্ণং বল্যং বাতহরং গুরু ॥ ১৩৮ ॥

কটু তৈলের নাম ও গুণ ।

পৃথ্বীক ( জীরক ), মূল ( মূল ), জীমূত ( ঘোষাকল ), দন্তবীজ, সঙ্খনা-  
বীজ, নিম্বফল, তিসি, আকন্দ, হস্তিকর্ণপলাশের বীচি, ইন্দ্রনী, শঙ্কিনীবীজ,  
নিম্ববীজ, গাঁধিভাটবীজ, জ্যোতিষ্মতী, কুশুম্বফল, সর্বপ ও সচল লবণ, ইহাদের  
তৈলকে কটুতৈল বলে । এই সকল কটুতৈল—বিপাকে কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য,  
তিক্ত, স্নায়ক, লঘু এবং কুষ্ঠব্যাধি, কফ, মেহ, মূচ্ছারোগ ও কুমিরোগ বিনাশ  
করে ॥ ১৩৪-১৩৬ ॥

নিম্বতৈলের গুণ ।

নিম্বতৈল—কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ, জ্বর ও কুমিরোগ বিনাশ করে ॥ ১৩৭ ॥

অতসীতৈলের গুণ ।

অতসীতৈল—আয়েয় ( উষ্ণবীৰ্য্য ), স্নিক্কা, উষ্ণ, রক্তপিত্ত নাশক, কটুপাকি,  
চক্ষুরোগ হারক, বলকর, বাতহর ও গুরু ॥ ১৩৮ ॥

## সার্বপতৈলনামগুণাঃ ।

সার্বপং কুমিনুং তৈলং কুষ্ঠকণ্ডুচরং লঘু ।

পিত্তাশ্রদূষণং হস্তি মেহকর্ণশিরোগদান্ ॥ ১৩৯ ॥

## কুশুম্ভতৈলগুণাঃ ।

কৌশুম্ভং কটুকং তৈলমচক্ষুগ্ধং বলপ্রদম্ ।

কেবলানিলমুত্তীক্ষ্ণং বিদাহু ক্ষুঃ দ্বিদোষকৃৎ ॥ ১৪০ ॥

## জ্যোতিষ্মতীতৈলগুণাঃ ।

জ্যোতিষ্মতীভবং তৈলং পিত্তলং স্মৃতিবুদ্ধিদম্ ॥ ১৪১ ॥

## নারিকেলতৈলগুণাঃ ।

অক্ষোটিকাতিমুক্তাক্ষনারিকেলভবং হরেৎ ।

তৈলং পিত্তানিলং কেশ্যং গুরু শ্লেষ্মকরং হিমম্ ॥ ১৪২ ॥

## শিংশপাতৈলগুণাঃ ।

শিংশপাণ্ডুরগণ্ডীরসালামরদারুজম্ ।

তৈলং কষায়ং কটুকং তিস্তং দুষ্কত্রণাপহম্ ।

বাতরক্তবিষশ্লেষ্মকণ্ডুকুষ্ঠানিলান্ জয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥

## সরিষারতৈলের গুণ ।

সার্বপতৈল—কুমিনাশক, কুষ্ঠ, কণ্ডুনিবারক, গিঘু, পিত্ত ও রক্তদূষক এবং ইহাঘারা মেহ, কর্ণরোগ ও শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩৯ ॥

## কুশুম্ভতৈলের গুণ ।

কুশুম্ভতৈল—কটু, চক্ষুর পক্ষে অপকারী, বলকর, কেবল বায়ু, ভীক, বিদাহী, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কফ ও পিত্ত প্রবৰ্দ্ধক ॥ ১৪০ ॥

## জ্যোতিষ্মতীতৈলের গুণ ।

জ্যোতিষ্মতীতৈল—পিত্তবৰ্দ্ধক, স্মৃতিজনক ও বুদ্ধিবৰ্দ্ধক ॥ ১৪১ ॥

## অক্ষোটিকাদির তৈলের গুণ ।

অক্ষোট, অতিমুক্ত ( তিলাশ ), বহেড়া ও নারিকেল, ইহাদের তৈল—পিত্ত, বাতনাশক, কেশের পক্ষে উপকারী, গুরুপাক, কফবৰ্দ্ধক ও শীতল ॥ ১৪২ ॥

## শিংশপাদির তৈলের গুণ ।

শিণ্ডকার্ঠ, অণ্ডকন্দল, গণ্ডীর ( শশা ), ইক্ষু ও দেবদারুকার্ঠ, ইহাদের

ভল্লাতকতৈলগুণাঃ ।

ভল্লাতকশ্চৌবরকং বীৰ্য্যোক্ষং স্বাদু তিক্তকম্ ।  
কুষ্ঠোৰ্দ্ধাধস্ত্রিদোষাত্রমেদোমেহকৃমীন্ হরেৎ ॥ ১৪৪ ॥

পালাশমাধুকপাটলতৈলগুণাঃ ।

তৈলং পালাশমাধুকপাটলাফলসম্ভবম্ ।  
কষায়ং মধুরং দাহপিভ্লেদ্রগদান্ হরেৎ ॥ ১৪৫ ॥

ত্রপুষাদিতৈলগুণাঃ ।

কুশ্মাণ্ডত্রপুষৈৰ্দ্ধারুতুস্বীকালিঙ্গতিক্তকৈঃ ।  
রুতং প্রিয়ালজীবন্তীশ্লেষ্মান্তকভবন্তথা ॥ ১৪৬ ॥  
তৈলং গুরু স্বাদুপাকং শীতং মূত্রপ্রবর্তকম্ ।  
অদৌপনমভিষ্যন্দি কফদং বাতপিত্তজিৎ ॥ ১৪৭ ॥

একৈষিজতৈলগুণাঃ ।

একৈষিজং হিমং তৈলং পিত্তঘ্নং শ্লেষ্মবাতকৃৎ ॥ ১৪৮ ॥

ভল্লাতক—কষায় রসায়ন, কটুরসবিশিষ্ট, তিক্তরস সংযুক্ত এবং হৃষ্টব্রণ, বাতরক্ত, বিষ, কফ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বাতবিনাশ করে ॥ ১৪৩ ॥

ভল্লাতকতৈলের গুণ ।

ভল্লাতকতৈল—কষায় রসযুক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, মধুর রসায়ন, তিক্ত, সৰ্ববিধকুষ্ঠ, ত্রিদোষ, রক্তপিত্ত, যেহ, মেদ ও কৃমি নিবারক ॥ ১৪৪ ॥

পালাশ, মাধুক ও পাটলতৈলের গুণ ।

পালাশবীজ, মধুক ও পাকুল, ইহাদের তৈল—কষায়, মধুর এবং দাহ, পিত্ত ও কফরোগ বিনাশ করে ॥ ১৪৫ ॥

কুশ্মাণ্ড প্রভৃতির তৈলের গুণ ।

কুশ্মাণ্ড, ত্রপুষ, ঐক্ষাক, তুস্বী, কালিঙ্গ, তিক্তক, প্রিয়াল, জীবন্তী ও শ্লেষ্মান্তক, ইহাদের বীজের তৈল—গুরু, স্বাদুপাকি, শীতল, মূত্রপ্রবর্তক, অদৌপন, অভিষ্যন্দি, কফজনক, বাতনাশক ও পিত্তর ॥ ১৪৬-১৪৭ ॥

জাকনাদীর তৈলের গুণ ।

জাকনাদীর তৈল—শীতল, পিত্তনাশক, কফর ও বাতনাশক ॥ ১৪৮ ॥



যবতিক্তোদ্রুততৈলগুণাঃ ।

যবতিক্তোদ্রুবং তৈলমীষং তিক্তং রসায়নম্ ।

দীপনং লেখনং মেধ্যং পথ্যং দোষত্রয়াপহম্ ॥ ১৪৯ ॥

আত্মতৈলগুণাঃ ।

আত্মতৈলমনাজিক্তং মধুরং নাতিপিত্তকৃৎ ।

কফবাতহরং রুক্ষং স্নিগ্ধকি বিশদং পরম্ ॥ ১৫০ ॥

স্নেহবর্ণনামগুণাঃ ।

স্বাবরা বাতশমনা স্নেহাঃ প্রোক্তান্ত তৈলবৎ ।

গৌণমেতেষু তৈলত্বং বলবর্ণকরং পুনঃ ॥ ১৫১ ॥

মেদোমজ্জাবসা জ্জেষা ঐন্ম্যানুপৌদকৌদ্ভবাঃ ।

গুরবো মধুরাশ্চোষণাঃ সমীরণবিনাশনাঃ ॥ ১৫২ ॥

জাঙ্গলৈকশফাদীনাং সক্রব্যাকাং কষায়কাঃ ।

লঘবঃ শীতলা জ্জেষা রক্তপিত্তনিবর্হণাঃ ॥ ১৫৩ ॥

যবতিক্ততৈলের গুণ ।

যবতিক্তের তৈল—ঐষৎতিক্ত, রসায়ন, অগ্নিদীপক, লেখন, মেধাজনক, স্নপথ্য ও ত্রিদোষহর ॥ ১৪৯ ॥

আত্মতৈলের গুণ ।

আত্মতৈল—ঐষৎতিক্ত, মধুর, অনতিপিত্তজ, কফর, বাতনাশক, রুক্ষ, স্নিগ্ধকি ও অন্ত্যন্ত বিশদ ॥ ১৫০ ॥

স্নেহবর্ণের নাম ও গুণ ।

সর্বপ্রকার স্বাবর স্নেহ (তিলতৈলাদি) বাতপ্রশমক এবং তিলতৈলের ত্রায় গুণবিশিষ্ট, তৈলবৎপিচ্ছিল, বলকর ও কাস্তিজনক। ঐন্ম্যা, আনুপ ও ঔদক-জন্তর শরীর হইতে সন্মুৎপন্ন মেদ, মজ্জা ও বসা গুরুপাকী, মধুর, উষ্ণ ও বাতনাশক। জাঙ্গলজন্ত, অশ্বাদি একশক জন্ত ও ব্যাঘ্রাদির মেদ, মজ্জা ও বসা—কষায়রসযুক্ত, লঘুপাকী, শীতবীৰ্য্য এবং রক্তপিত্তরোগ নিবারক। ঐহুদ ও বিকির আত্মীয় পক্ষিসমূহের মেদ, মজ্জা ও বসা—কফনাশক। ঘৃত, তৈল, বসা, মেদ ও মজ্জা, এই সকল স্নেহ প্রত্যেকই বাতনাশক এবং উত্তরোত্তর মধুর রসবিশিষ্টে অর্থাৎ হৃত

প্রভূদ বিক্ষিরাদীনাং জ্ঞাতব্যঃ কফরুস্তনাঃ ।

ঘৃততৈলবসামেদোমজ্জানো বাতনাশনাঃ ।

যথোত্তরং পরিজেয়া বিপাকে স্বাদবঃ পরম্ ॥ ১৫৪ ॥

### মগ্ধভেদনামগুণাঃ ।

মগ্ধং হালা স্তূরা শুণ্ডা মদিরা বরুণাস্থজা ।

সীতা গন্ধোত্তমা কল্যা দেবস্ফটা চ বারুণী ॥ ১৫৫ ॥

মগ্ধং পিত্তকরং প্রায়ং সরং রোচন দীপনম্ ।

বিদাহি স্ফটবিন্মূত্রং তীক্ষ্ণং বাতকৃফাপহম্ ॥ ১৫৬ ॥

বৃবিধান্নযুতং পীতঃ তস্মাদদ্রুতসম্ভিতম্ ।

অন্যথ্য কুরুতে রোগানতিপীতং বিষোপমম্ ॥ ১৫৭ ॥

দ্রাক্ষোথমবিদাহিত্বাদ্রুতপিত্তেষু শস্ত্র্যন্তে ।

বলপুষ্টিকরং মগ্ধং রক্তার্শোহারি দীপনম্ ॥ ১৫৮ ॥

অপেক্ষা তৈল মধুর, তৈল অপেক্ষা বসা মধুর, বসা অপেক্ষা মেদ মধুর এবং মেদ অপেক্ষা মজ্জা সুমধুর বলিয়া জানিবে ॥ ১৫১-১৫৩ ॥

### বিবিধ মগ্ধের নাম ও গুণ ।

মগ্ধ হালা, শুণ্ডা, স্তূরা, মদিরা, বরুণাস্থজা, সীতা, গন্ধোত্তমা, কল্যা, দেব-স্ফটা, বারুণী, { হলিগ্রিয়া, পরিস্রুতা, এসলা, ইরা, কাছঘরী, পরিস্রুতা, কশু, প্রবল্লোহা, বাহিনকা, কপিনী, গন্ধমাদিনী, মাধবী, কতোয়, মদ, কপিশায়ন, কপি-শিকা, মতা, চপ্পা, কামিনীপ্রিয়া, মদগন্ধা, মাধবীক, মধু, সন্ধান, আসব, অনুভা, বীরা, মেধাবী, মহনী, স্নুপ্রতিভা, মনোজ্ঞা, বিধাতা, মাদনী, হলী, গুণারিষ্ট, সরত, মদুলিকা, মদোৎকটা, মহানন্দা, সীধু, মৈরেয়, বলবল্লভা, কারণ, ভব, মদেষ্ঠা, পরিপ্লুতা, কল্প, সাধুগণা, হাহর, মজ্জীক, বলনা, কাপিশা ও অন্ধিআ }, এই সকল শব্দ মগ্ধের নাম । মগ্ধ—পিত্তজনক, ভেদক, কটিকর, অগ্নিপ্রদীপক, বিদাহকারক, বিষ্ঠা ও মূত্র নিঃসারক, তীক্ষ্ণ, ককর ও বাতনিবারক । মগ্ধ বিবিধ অন্ত্রের সহিত ( নানাপ্রকার সুখাত চাটের সহিত ) সেবন করিলে অন্ত্রের দ্বার উপকারী হয় কিন্তু ঋতু খাদ্য বিনা পানে বিবিধবোগ ও অতিরিক্ত পান করিলে বিষবৎ অপকার হইয়া থাকে । দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত মগ্ধ অবিদাহি, রক্তপিত্ত-রোগে প্রশস্ত, বলকর, পুষ্টিকর, রক্তজার্শোরোগ নাশক ও অগ্নিদীপক ।

মাধ্বী কল্যণ্ণা কিঞ্চিৎ খৰ্জুরমনিলপ্রদম্ ।

তদেব বিশদং রুচ্যং শ্লেষ্মন্য কর্ষণং লঘু ॥ ১৫৯ ॥

শালিমষ্টিকপিষ্টাদিকৃতং মত্তং সুরা মতম্ ।

সুরা গুব্বী বলস্তন্যপুষ্টিমেদঃকফপ্রদা ।

গ্রাহিণী শোথগুণ্মার্শোগ্রহণীমূত্রকৃচ্ছ্রনুৎ ॥ ১৬০ ॥

পুনর্নবা শালিপিষ্টৈর্বিহিতা বারুণী মতা ॥ ১৬১ ॥

সুরাবদ্বীরুণী লঘ্বী পীনসাখ্যানশূলনুৎ ।

প্রসন্না স্মাৎ সুরামগুস্তস্মাৎ কাদম্বরী ঘনা ॥ ১৬২ ॥

জঙ্গলস্তদধঃ প্রোক্তো জঙ্গলান্মেদকো ঘনঃ ।

পকশো জঙ্গলঃ সারঃ সুরাবীজস্তু কিণ্ডুকম্ ॥ ১৬৩ ॥

প্রসন্নানাহংগুণ্মার্শচ্ছর্দ্যরোচক বাতজিৎ ।

দীপনাখ্যানহং কুক্ষিতোদশূল প্রণাশিনী ॥ ১৬৪ ॥

কাদম্বরী গুরুবর্ষা দীপনো বাতকৃৎসরা ।

জঙ্গলঃ কফনুদ্ গ্রাহী শোফার্শোগ্রহণীহরঃ ॥ ১৬৫ ॥

মাধ্বীমত্ত (যে মদ মৌলপুষ্প হইছে প্রস্তুত হইয়া থাকে) — কিঞ্চিৎ কল (মধুর) গুণ বিশিষ্ট । খৰ্জুরসের মত্ত — বাতনাশক, বিশদ, রুচিকর, কফনাশক কৃশভাংকারক ও লঘু । শালিমাষ ও মষ্টিক ধাতুর তণ্ডুলকৃত পৈষ্টিক মত্তকে (যেনো মদকে) সুরা বলে । ইহা — গুরুপাকী, স্তন্যবর্দ্ধক, বলকর, পুষ্টিজনক, মেদো-বর্দ্ধক, কফপ্রবর্দ্ধক, মলরোধক এবং শোথ, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনাশক । পুনর্নবা ও শালি তণ্ডুলকৃত মত্তকে বারুণীমত্ত বলে, ইহা — সুরার ত্রায় গুণশালী, লঘু এবং পীনস, আখ্যান ও শূলরোগ নিবারক । সুরামগুকে (সুরার উপরিভন স্বচ্ছভাগকে) প্রসন্না বলে, প্রসন্না অপেক্ষা ঘন ভাগকে কাদম্বরী বলে, কাদম্বরীর নিম্নতন ঘন ভাগকে জঙ্গল, জঙ্গলান্মেদা ঘন ভাগকে মেদক, প্রসন্নার স্বচ্ছভাগকে পকশ এবং সুরাবীজকে কিণ্ডুক (বাধর) বলে । প্রসন্না — আনাহ, গুল্ম, অর্শ, অকৃচি, বমী, বাত, কুক্ষিবেদনা ও শূলরোগ নাশক ও অগ্নিপ্রদীপক । কাদম্বরী — গুরু, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, বমিকর ও ভেদক । জঙ্গল মত্ত — কফনাশক, মলরোধক, এবং শোথ, অর্শ ও গ্রহণী ব্যাধি বিনাশক । মেদকমত্ত — মধুর, বলকর, স্তন্যজনক, শীতল ও গুরুপাকী । পকশমত্ত —

মেদকো মধুরো বল্যন্তুস্তনঃ শীতলো গুরুঃ ।

পকশো হতসারহাদ্ বিষ্ণুস্তী বাতবর্জনঃ ।

কিণ্ডুকং বাতশমনমহাদ্যং দুর্জ্বরং গুরু ॥ ১৬৬ ॥

আক্ষিকী সা সূরা যা শ্রাদক্ষত্বে কালিতপুলৈঃ ॥ ১৬৭ ॥

আক্ষিকী পাণ্ডুশোফাশঃ পিত্তাস্রকফকুষ্ঠনুৎ .

কিঞ্চিদ্বাতকরো রুক্ষা দোপনী রেচনী লঘুঃ ॥ ১৬৮ ॥

যবপিষ্টকৃতং মদ্যং প্রোক্তং যবসূরা চ সা ।

কাকোলিকী হলী জ্ঞেয়া মৈরেয়া ধাতুজাসবঃ ॥ ১৬৯ ॥

আসবশ্চ সূরা যাশ্চ দ্বয়োরপ্যেকভাজনম্ ।

\*সাধনং তদ্বিজানীয়া মৈরেয়মুভয়াঙ্গকম্ ॥ ১৭০ ॥

কচিভু ধাতুকীপুষ্ণং গুড়ধান্যামুসাধিতম্ । :

গুর্বো যবসূরা রুক্ষা শ্রাদ্বিষ্টস্ত্রিদিদোষকৃৎ ॥ ১৭১ ॥

কাকোলী বৃহনী বৃষা দৃষ্টিমান্দ্যপ্রদা গুরুঃ ।

মৈরেয়ং বৃহৎ বৃষ্যং গুরু সন্তপর্ণং সরম্ ॥ ১৭২ ॥

মদ্যং সর্বব্রসং জাতং মধূলকমুদীর্যতে ।

মধূলকং গুরু স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্লকফপ্রদম্ ॥ ১৭৩ ॥

সারবিহীন হেতু বিষ্টেকারক ও বাতবর্জক । এবং কিণ্ডুকমত্ত—বাতপ্রশমক, অমৃত, তৃপ্যাত্মক ও গুরু ॥ ১৬৬-১৬৮ ॥

আক্ষিকী প্রভৃতি বৃন্তের নাম ও গুণ ।

বহেড়ার ছাল ও শালিতুলকৃত মদ্যকে আক্ষিকী মদ্য বলে । ইহা—পাণ্ডু, শোণ, অৰ্ণ, রক্তপিত্ত, কফ ও কুষ্ঠনাশক, কিঞ্চিদ্বাতবর্জক, রুক্ষ, অগ্নিপ্রদীপক, কচিৎকাংক, ও লঘুশাকী । যব দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে যবসূরা, কাকোলী দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে হলী এবং ধাতুজ আসবকে (মদ্যকে) মৈরেয় বলে । আক্ষিক ও সূরা, এই দুই প্রকার মদ্য একজাতীয় ও উহাদের পাকপ্রণালীও সমান জামিবে । এই দুই প্রকার মদ্য একত্র হইলে তাহাকে মৈরেয় বলা যায় । কেহ কেহ ধাইফুল, গুড় ও ধাতামু (কাজিক) দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে মৈরেয় বলিয়া থাকেন । যব-সূরা—রুক্ষবীৰ্য, বিষ্টেকারক ও ত্রিদোষবর্জক । হলীসূরা—বৃহৎ, বৃষ্য,

শর্করা দীপনঃ স্বাদুঃ পাঁচনো রোচনো লঘুঃ ।

জীবিলাসকরো বাতশোষবস্তিবিকারনুৎ ॥ ১৭৪ ॥

মধ্বাসযো লঘু রুক্ষঃ কুষ্ঠমেহবিষাপহঃ ।

গৌড়ীহ্মিবর্দ্ধনো বর্ণবলকৃৎপর্ণঃ কটুঃ ।

তিষ্ঠকো বৃংহণঃ স্বাদুঃ স্ফটবিগ্ন ত্রমারুতঃ ॥ ১৭৫ ॥

ইক্ষোঃ পক্করসঃ পকঃ সীধুঃ পক্করসঃ স্মৃতঃ ।

আসৈঃ স এব বিহিতো বৃধৈঃ শীতরসো মতঃ ॥ ১৭৬ ॥

সীধুঃ পক্করসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ ।

বাতপিত্তকরো হৃদ্যঃ স্নেহনো রোচনো জয়েৎ ।

বিবন্ধমেহশোফার্শঃ কফোদরকৃতাযমান্ ॥ ১৭৭ ॥

তস্মাদল্লগুণঃ শীতঃ সয়ঃ সংলেখনঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭৮ ॥

জাম্ববঃ ক্ষোসম্ভূতঃ জস্মূরসগুড়োদ্ভবঃ ।

জাম্ববো বদ্ধনিস্তন্দঃ কষায়োহ্নিলকোপনঃ ॥ ১৭৯ ॥

দৃষ্টিশক্তির হীনতা বিধায়ক ও গুরু । মৈত্রেয় মদ্য—বৃংহণ, বৃষ্য, গুরু, স্তম্ভপর্ণ ও ভেদক । সর্জ্বরস ( খারীমূল ) হইতে প্রস্তুত মদ্যকে মধুলক বলে, ইহা—গুরু, স্ফট, স্নিগ্ধ, গুজ্জলনক ও কফবর্দ্ধক । শর্করা সম্ভূত মদ্য—অগ্নিদীপক, মধুর রসাস্বাদু, পরিপাচক, ক্রুরিকারক, মধুপাকী, জীর্ণগের বিলাসোৎপাদক এবং বাত, শোষ ও বস্তিপিত্ত রোগ নিবারক । মধু হইতে প্রস্তুত মদ্য—লঘুপাকী, রুক্ষ, কুষ্ঠর, মেহনাশক ও বিষপ্রণাশক । গুড় দ্বারা প্রস্তুত মদ্য—অগ্নিবর্দ্ধক, বর্ণবলক, বলকর, ভর্ণণ, গুরুপাকী, তিক্ত, বৃংহণ, মধুর এবং বিষ্ঠা, মূত্র ও অলোখায়ু নিঃসারক । ১৬৭-১৭৯ ।

সীধুপ্রভৃতির নাম ও গুণ ।

ইক্ষুর পক্করস দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে সীধু ( সীধু ) এবং পক্করস ও ইক্ষুর কাঁচা রস দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে শীতরস বলা যায় । সীধু সর্বাশ্রেষ্ঠ, স্নায়ুরত্নকারী, অগ্নি-জনক, বলবর্দ্ধক, কাণ্ডিজনক, বাতপিত্তকর, হৃদ্য, স্নিগ্ধ, ক্রটিকর এবং বিবন্ধ, বেদ, শোথ, উদর ও কফরোগ বিনাশক । শীতরস—সীধু অগ্নেকা অন্ন গুণযুক্ত, ভেদক ও অত্যন্ত কৃশতাকারক । মধু, জম্বুরস ও গুড় দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে জাম্বব বলা য়ে । ইহা—প্রভীতায়ুরোধক, কষায় রসযুক্ত ও বায়ুপ্রকোপক । ১৭৬-১৭৯ ॥

অরিষ্ঠাসবসীধুনাং গুণান্ কার্য্যাণি চাদিশেৎ ।

বুদ্ধ্যা যথাস্বস্কারমবেক্ষ্য কুশলো ভিষক্ ॥ ১৮০ ॥

সান্দ্ৰং বিদাহি দুর্গন্ধি বিরসং কৃমিসঙ্কুলম্ ।

অহৃদ্যং তরুণং রুক্ষমুষ্ণং দুর্ভাজনে স্থিতম্ ॥ ১৮১ ॥

অল্লৌষধং পযু্যমিতমত্যর্থং পিচ্ছলঞ্চ যৎ ।

কফপ্রকোপি তন্মদ্যং দুর্জ্জরঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৮২ ॥

পিত্তপ্রকোপি বহুলং তীক্ষ্ণমুষ্ণং বিদাহি চ ।

অহৃদ্যং পেশলং পৃষিকর্ষিদং বিরসং গুরু ॥ ১৮৩ ॥

তথা পযু্যমিতং বাপি বিন্দ্যাদানলকোপনম্ ।

সর্বদোষৈরুপেতম্ সর্বদোষপ্রকোপনম্ ॥ ১৮৪ ॥

চিরস্থিতং জাতরসং দীপনং ক্ষেপবাতজিৎ ।

রুচ্যং প্রসন্নং সুরভি মেধ্যং সেব্যং মহাবলম্ ॥ ১৮৫ ॥

তস্মান্নেকপ্রকারস্য মদ্যস্য রসবীৰ্য্যনাৎ ।

সমৌক্ষ্যাদৌষ্যবাতত্বাচ্ছিকশিত্তাদগ্নিকরং ॥ ১৮৬ ॥

সমেত্য হৃদয়ং প্রাপ্য ধমনীরুর্দ্ধমাগতঃ ।

বিষ্ফুভোন্দ্ৰিয়চেতাংসি মদয়ত্যাশু বীৰ্য্যতঃ ॥ ১৮৭ ॥

বিচক্ষণ চিকিৎসক হারিট, আসব ও সীধু, ইহাদের গুণ ও ক্রিয়া, উহাদের  
পাকপ্রণালী প্রথাবেক্ষণপূর্বক নির্দেশ করিবেন। ঘন, বিদাহি, দুর্গন্ধি, বিরস,  
কীট সংযুক্ত, অহৃদ্য, তরুণ, রুক্ষ, উষ্ণ, মন্দপাক্তে অবস্থিত, অল্প-ঔষধি দ্বারা  
অস্বস্ত, পর্যুষিত এবং অত্যন্ত পিচ্ছল মদ্য—অত্যন্ত কফপ্রকোপক এবং সর্ষিক  
হৃদ্যাচ্য। তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বিদাহীমত্ত—অত্যন্ত পিত্তপ্রকোপী। অহৃদ্য, পেশল  
(ট্যাটকা), দুর্গন্ধযুক্ত, কীটযুক্ত, বিরস, গুরু ও বাসী মদ্য—অত্যন্ত বায়ু প্রকো-  
পক। সর্বদোষযুক্ত মদ্য—সর্বদোষ (বাত, পিত্ত ও কফ, ও ত্রিদোষ) প্রকো-  
পক। বহুকাল স্থায়ী মদ্য—সুরস, অগ্নিদীপক, কফর, বাতনাশক, রুচিকর,  
তৃপ্তিকর, সুরভি, মেধাজনক এবং নিয়ন্ত সুরনিয়মে সেবন করিলে অত্যন্ত বল  
সম্বন্ধিত হয়। মত্তের রস, বীৰ্য্য, দৌন্দ্র্য, উষ্ণবাত ও বিকাশিতগুণ থাকে প্রযুক্ত,  
ইহা নিশ্চয়ই মন্দাগ্নিনাশক ॥ ১৮০-১৮৬ ॥

চিরেণ শ্লেষ্মকে পুংসি পাতনো জায়তে মদঃ ।  
 অচিরাদ্বাতিকে দৃষ্টিং পৈত্তিকে শীত্রেমেব চ ॥ ১৮৮ ॥  
 নবং মদ্যমভিষ্যন্দি ত্রিদোষজনকং সরম্ ।  
 অরিষ্টং বৃংহণং দাহি দুর্গন্ধি বিশদং গুরু ॥ ১৮৯ ॥  
 জীর্ণং তর্দৈব রোচিষু কুমিশ্লেষ্মানিলাপহম্ ।  
 হৃদ্যং স্নগন্ধি স্নগুণং লঘু শ্রোতোবিশোধনম্ ॥ ১৯০ ॥  
 সাত্ত্বিকং গীতহাস্তাদি রাজসং সাহসাদিকম্ ।  
 তামসে নিন্দ্যকর্মাণি নিদ্রাদি কুরুতে তদা ॥ ১৯১ ॥  
 চূক্রং কফঘ্নং তীক্ষ্ণোষং লঘু রোচন পাচনম্ ।  
 পাণ্ডুকৃমিহরং রুক্ষং ভেদনং রক্তপিভকৃৎ ॥ ১৯২ ॥  
 পৌড়াদিরসযুক্তানি মদ্যেযুক্তানি যানি চ ।  
 যথাপূর্বং গুরুতরাণ্যভিষ্যন্দকরাণি চ ॥ ১৯৩ ॥  
 স্রাৎকাজিকস্ত সৌবীরমারনাং তু দোষকৃৎ ।  
 কাজিকং শিশিরস্পর্শং পাচনং রোচনং লঘু ॥ ১৯৪ ॥

মদ্যের মডত্বাকরণ ।

মদ্য সেবন মাত্র নিজবীৰ্য্যগুণে হৃদয়কে আশ্রয় পূর্বক ধমনী ( শিরা ) সহ-  
 যোগে উর্দ্ধগামী হইয়া, ইজিয় সমূহ ও চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করতঃ মডত্বা জন্মায় ।  
 মদ্য-শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির অতিবিলম্বে, বাতপ্রধান ব্যক্তির শীঘ্র এবং পিত্ত-  
 প্রধান ব্যক্তির অতিশীঘ্র অধোগামী হইয়া থাকে ॥ ১৮৭-১৮৮ ॥

নুতনমদ্য—অভিষ্যন্দি, ত্রিদোষজনক ও ভেদক । অরিষ্ট—বৃংহণ, দাহজনক,  
 দুর্গন্ধ, বিশদ ও গুরু । জীর্ণ ( পুরাতন ) মদ্য—কটিকর, কুমিবিনাশক, কফর,  
 বাতনাশক, হৃদ্য, স্নগন্ধি, উত্তম গুণযুক্ত, লঘুপাকী ও শ্রোতসমূহ বিনাশক ।  
 সাত্ত্বিক মদ্য—গীতহাস্তাদি, রাজসিকমদ্য—সাহসাদি এবং তামসিক মদ্য—  
 নিন্দ্যকর্মসকল ও নিদ্রাদি জন্মায় ॥ ১৮৯-১৯১ ॥

চূক্র ( কাঁজ বিশেষ )—কফর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, কটিকর, পরিপাচক, পাণ্ডু-  
 রোগ নাশক, কুমির, রুক্ষ, ভেদক এবং রক্তপিভ প্রকোপক । পৌড়াদি-  
 রস সংযুক্ত যে সকল মদ্য পূর্বে কথিত হইয়াছে, তাহা যথাপূর্বে গুরুপাকী ও

তুযোদকং যবৈরামং সতুযৈঃ সকলৈঃ কৃতম্ ।  
 সৌবীরকং কৃতস্ত্যমৈঃ পৰ্কেৰ্বা নিস্ত্যমৈষ্যৈঃ ॥ ১৯৫ ॥  
 সৰ্বৈরসৈরসাম্নং স্ত্যং সৌবীরকমিতি কচিৎ ।  
 তুযান্ম দীপনং হৃদ্যং পাণ্ডুরুমিগদাপহম্ ॥ ১৯৬ ॥  
 সৌবীরকং গ্রহণ্যর্শোনাশনং ভেদি দীপনম্ ।  
 ধান্যাম্নং ধান্যায়োনিহ্নাৎ শ্রীণনং লঘু দীপনম্ ॥ ১৯৭ ॥  
 স্পর্শদাহকরং পানাত্ পাচনং শ্লেষ্মনাশনম্ ।  
 গণ্ডুযান্মুখবৈরস্তুদৌর্গন্ধ্যকফকৃন্তনম্ ॥ ১৯৮ ॥

গোহস্তিমহিষমুত্রনামগুণাঃ ।

মূত্রং 'গোনাগন্নহিষীহয়াজাবিখরোষ্ট্রজম্ ।  
 নরাণাঞ্চ ভবেৎ সর্বং পাচনং দীপনং লঘু ॥ ১৯৯ ॥'

অভিযানকারক\* বলিয়া জানিবে । কাঞ্জিক, সৌবীর ও আরনাল, এই শব্দ ত্রয় কাঞ্জির নাম । ইহার মধ্যে আরনাল (কাঁচাগোবৃষের কাঁজি) . দোষজনক । কাঞ্জিক (ভাতের কাঁজি)—শীতল, পরিপাচক, কটিকর ও লঘু । তুযযুক্ত ববের কাঁজিকে তুযোদক বলে, কাঁচা অথবা পাকা । তুযযুক্ত ববের কাঁজিকে অথবা ইক্ষু-প্রভৃতির অন্নরস যুক্ত কাঁজিকে সৌবীরক বলে । তুযান্ম (তুযোদক)—অগ্নি-দীপক, হৃদ্য, পাণ্ডুরোগনাশক ও কুমিরোগগ্র । সৌবীরক—গ্রহরোগ নিবারক, অর্শোনাশক, ভেদক ও অগ্নিপ্রদীপক । 'যাত্ন' (ধানের কাঁজি)—যাত্ন হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহা ভেদক, লঘুপাকী, অগ্নিদীপক, স্পর্শে দাহজনক, পানে পরিপাচক ও শ্লেষ্মনাশক এবং গণ্ডুষ ধারণ করিলে মূত্রে বিরসতা, মুখের দৌর্গন্ধ্য ও কফ নিবারণ করে । ১৯২-১৯৮ ॥

মূত্রের নাম ও গুণ ।

মূত্র, { প্রস্রাব, অর্ষ, অরবণ, শুহনিষাদ ও মেহন }, এই সকল শব্দ মূত্রের পর্যায় । গো, হস্তী, ষ্টিহিষ, ঘোটক, ছাগ, মেষ, উষ্ট্র ও মহুয়া, এই সকল জীবের মূত্র সমস্তই—অগ্নিপ্রদীপক, লঘুপাকী, লবণ রসযুক্ত, তিক্ত, দ্রব, স্রোতোবি-শোধক, পিত্তবর্দ্ধক, কটুরসযুক্ত, হৃদ্য, ভেদক, বায়ুর অজলোমকারক এবং



লবণানুরসং তিস্তং রুক্ষং শ্রোতোবিশোধনম্ ।

পিত্তলং কটুকং হৃদ্যস্তেদি বাতানুলোমনঃ ॥ ২০০ ॥

নিহন্তি বাতগুণ্মার্শঃশোফোদরকককুমৌন ।

কুষ্ঠপাণ্ডুগদামাহবিষশূলারুচীন্তথা ॥ ২০১ ॥

গোমূত্রং তেষু সর্বেষু মূত্রযোগে প্রশস্ততে ।

হস্তিমূত্রং বিষার্শোদ্রং কুষ্ঠগুণ্মৌনজয়েৎ ।

মাহিষং শোফগুণ্মার্শঃ পাণ্ডুমেহেষু যোজয়েৎ ॥ ২০২ ॥

আশ্বমূত্রগুণাঃ ।

আশ্বং ভেদি বিশেষেণ কফদ্রাক্রিমীন্ হরেৎ ॥ ২০৩ ॥

আজমূত্রগুণাঃ ।

আজস্কুল্যবিষশ্বাসকামলাপাণ্ডুদোষজিৎ ॥ ২০৪ ॥

আবিকমূত্রগুণাঃ ।

আবিকং শোফকুষ্ঠার্শোগেহবর্চোগ্রহাপহম্ ॥ ২০৫ ॥

ইহা দ্বারা পাণ্ডু, আনাহ, বিষ, গুল্ম, বাত, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, উদর, কৃক, ক্রিমি, শূল ও অরুচিরোগ বিনাশ করে ॥ ১৯৯-২০১ ॥

গোমূত্রের গুণ ।

সর্ববিধ মূত্রের মধ্যে গোমূত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বরোগে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে ।

হস্তিমূত্রের গুণ ।

হস্তিমূত্র—বিষ, অর্শ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও ক্রিমিরোগ নাশক । মাহিষ মূত্র—শোথ, গুল্ম, অর্শ, পাণ্ডু ও মেহ বিনাশক ॥ ২০২ ॥

অশ্ব মূত্রের গুণ ।

ঘোটকের মূত্র—ভেদক এবং কফ, দ্রাক ও ক্রিমিনাশক ॥ ২০৩ ॥

ছাগ মূত্রের গুণ ।

ছাগমূত্র—গুল্ম, বিষ, শ্বাস, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক ॥ ২০৪ ॥

মেহ মূত্রের গুণ ।

মেহমূত্র—শোথ, কুষ্ঠ, মেহ, অর্শ, ও ক্লববদ্ধতা নষ্ট করে ॥ ২০৫ ॥

গর্দভমূত্রগুণাঃ ।

গর্দভঃ গ্রহণীমেহকূষ্ঠোন্মাদকুম্বান্ জয়েৎ ॥ ২০৬ ॥

উষ্ট্রমূত্রগুণাঃ ।

উষ্ট্রমূত্রাদশোফার্শঃ কুমিগলোদরাপহন্ ॥ ২০৭ ॥

নরমূত্রগুণাঃ ।

নরমূত্রং সরং হস্তি স্লেবিতং স্তুরসায়নন্ ॥ ২০৮ ॥

গোহজাবিমহিষীণাঞ্চ স্ত্রীণাং মূত্রং প্রশস্ততে ।

থরোষ্ট্রেভনরাশ্বানাং পুংসাং মূত্রং হিতং যতন্ ॥ ২০৯ ॥

ইতি শ্রীমদনপালবিরচিতো মদনবিনোদনান্নি নির্ঘণ্টো

পানীয়নাগবিশেষবর্ণোহক্টমঃ ।

গর্দভ মূত্রের গুণ ।

গর্দভ মূত্র—গ্রহণী, মেহ, কূষ্ঠ, উন্মাদ ও কুমিরোগ নাশ করে ॥ ২০৬ ॥

উষ্ট্র মূত্রের গুণ ।

উষ্ট্রমূত্র—উন্মাদ, শোথ, অর্শ, কুমি, শূল উদররোগ বিনাশ করে ॥ ২০৭ ॥

মহুষ্য মূত্রের গুণ ।

মহুষ্যমূত্র—ভেদক ও রুসায়ন ॥ ২০৮ ॥

। মূত্র গ্রহণ বিধি ।

গো, ছাগ, মেঘ ও মহিষ, এই সকল জন্তুর জীবাতির মূত্র গ্রহণ করা অর্থাৎ ইহাদের পুরুষজাতির মূত্র কদাচ পান করিবে না । এবং গর্দভ, উষ্ট্র, হস্তী, মহুষ্য ও অশ্ব, এই জন্তু সকলের পুরুষজাতির মূত্র গ্রহণ করা উচিত অর্থাৎ ইহাদের জীবাতির মূত্র কদাচিৎ পানাসিতে প্রয়োগ করিবে না ॥ ২০৯ ॥

রাজগণের মুখতিলক অঙ্কণ, প্রচণ্ডবাক্ সম্পন্ন শ্রীমন্তাজা মদনপাল কর্তৃক বিরচিত “মদন বিনোদ” নামক গ্রন্থে পানীয় বর্ণ সমাপ্ত ॥ ২১০ ॥

ইতি অষ্টমবর্গ সম্পূর্ণ ।

## অথ নবমোহধ্যায়ঃ ।

—◆—  
মঙ্গলাচরণং ।

স্বদ্রুক্ষিতানেন রুষেতি বক্তে  
প্রসারিতে বীক্ষ্য ততো জগন্তি ।  
সবিস্ময় সাদরমীক্ষ্যমাণং  
যশোদয়া নন্দসুতং নমামি ॥ ১ ॥

### ইক্ষুাদিবর্গঃ ।

ইক্ষুভেদনামগুণাঃ ।

ইক্ষুমহারসো বেগুর্নিঃসৃতো গুড়পত্রকঃ ।  
তৃণরাজো মধুতৃণো গণ্ডীরো মৃতপুষ্পকঃ ॥ ২ ॥

---

যিনি লীলাচ্ছলে গোপগৃহে জয়প্রদীপ পূর্বক শৈশবকালে মৃত্তিকা ভক্ষণ  
করত মাতা কর্তৃক ভাঙিত হইয়া মুখব্যানন করিলে, ভগ্নভা যশোদা সেই বদন  
বধ্যে সবিম্বর আদরের সহিত ত্রিজগৎ দেখিয়া ছিলেন, সেই নন্দসুত  
শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

ইক্ষুর নাম ও গুণ ।

ইক্ষু, মহারস, বেগুর্নিঃসৃত, গুড়পত্রক, তৃণরাজ, মধুতৃণ, গণ্ডীর, মৃতপুষ্পক,  
{ মধুবন্তি, বিপুলরস, গুড়লাক, রসাল, কোশকার, ইক্ষুর, অসিপত্রক, পয়োধর,  
দীর্ঘছিন্ন, তুরিঙ্গ, গুড়মূল, কর্কোটক, বংশ, কান্তার, স্কুমারক, অসিপত্র,  
ব্যা, গুড়তৃণ, মৃত্যুপুষ্প ও অসিপত্র }, এই সকল শব্দ ইক্ষুর পর্য্যায় । প্রচ-  
লিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে আক্ ও কুশির এবং “উক্” বলে । ব্রহ্মল,  
লোহিতেক্স ও রক্তেক্স, এই শব্দ জয় রক্তেক্সর নাম । প্রচলিত বঙ্গ ভাষায়  
ইহাকে চীনের বা. ধোদাই আক্ বলে । পৌণ্ড্রিক, রসাল, স্কুমার, { পৌণ্ড্র,  
পুণ্ড্র, পুণ্ড্রেক্স, ইক্ষুবাটী, ইক্ষু বানি, রসলা, রসদালিকা ও করঙ্গশালি },  
এই সকল শব্দ পুণ্ড্রক ইক্ষুর নামান্তর । প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে পুঁড়ি  
আক্ বলে । কুক্ষেক্ষু, ভীক্ক, { কোদিলাক্ক, কোকিলেক্স, জামলেক্স ও

হ্রস্বমূলো লোহিতেশুঃ পৌণ্ড্রিকঃ পৌণ্ড্রিকোহপরঃ ।  
 রসালঃ স্কুমারোহপি কৃষ্ণেশুভীককো মতঃ ॥ ৫ ॥  
 ইক্ষুঃ স্বাদুগুরুঃ শীতো রুচ্যঃ স্নিগ্ধো বলপ্রদঃ ।  
 জীবনো বাতপিভয়ঃ কুর্য্যান্মূত্রকফকুমীন্ ॥ ৬ ॥  
 সমূলে মধুরোহত্যর্থঃ মধ্য মধুর এব চ ।  
 অগ্রগ্রস্থিষু বিজ্ঞেয়ো লবণো মুত্রলস্তথা ॥ ৭ ॥  
 লোহিতেশুগুরুঃ শীতো দাহপিভ্যাক্ষুচুঃ ॥  
 পৌণ্ড্রিকঃ শীতলঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ কফকং সরঃ ॥ ৮ ॥  
 কৃষ্ণেশুস্তংগুণো বংশঃ ক্ষারঃ কিঞ্চিৎ তু তৎসমঃ ।  
 \*বংশচ্ছতপোরোহপি কিঞ্চিদুষ্ণঃ সমীরজিৎ ॥ ৯ ॥  
 কান্তারতাপসৌ তদ্বৎ কাঠেশু বাতলো হিমঃ ।  
 কোশকারো গুরুঃ শীতো রক্তপিভক্ষ্যাপহঃ ॥ ১০ ॥

কান্তারক }, এই শব্দ সমুদয় কৃষ্ণেশুর নাম । প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে কাজলী আক্ এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “ভোরবী” বলে ॥ ২-৩ ॥

ইক্ষু—ব্রাহ্ম, গুরু, শীতল, বীৰ্য্যজনক, স্নিগ্ধ, বলকর, জীবনপ্রদ, বাতনাশক, পিত্ত, মুত্রপ্রবর্তক, কফবর্দ্ধক ও কুমিসজনক । ইক্ষুর মূলের রস—অত্যন্ত মধুঃ; মধ্যভাগের রস—মধুর এবং অগ্রভাগের রস ও গ্রন্থির ( গিরয় ) রস—লবণ রসযুক্ত এবং মূত্র প্রবর্তক । রক্তেশু—গুরু, শীতল, এবং দাহ, রক্ত পিত্ত ও মুত্রকৃচ্ছুরোগ বিনাশক । পুণ্ড্রিক আক্—শীতল, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, কফকর ও তেজক । কৃষ্ণেশু—পুণ্ড্রিক আকের গুণবিশিষ্ট ।

বংশ ও { বংশক }, এই শব্দ দুই বাঁশাই, সোমসাদা, সামসাদা, বোমাই বা বাধলা আকের নাম । ইহা—ক্ষারযুক্ত এবং বৎসিং পুণ্ড্রিক আকের গুণবিশিষ্ট, শতপোর, { শতপোরক ও শতপরি }, এই শব্দ দুই শতপোরক ইক্ষুর নাম । ইহা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং প্রায় শতপরিমাণ ।

ইহা কান্তারক গুণবিশিষ্ট এবং অরোক্ষ ও বাতর । কান্তার { কান্তারক, কান্তারী ও কান্তারিকা }, এই শব্দসমূহ কাজলী আকের নাম । হিন্দী ভাষায় ইহাকে “কান্তার” বলে । তাপস ও { তাপসেশু }, এই শব্দ দুই তাপসেশুর নাম । ইহাও একপ্রকার আক্ বিশেষ । কান্তার ইক্ষু ও তাপসেশু শতপোরক ইক্ষুর গুণবিশিষ্ট । কাঠেশু—বাতবর্দ্ধক ও শীতল । কোশকার ইক্ষু—গুরু,

সূচীপত্রো নীলপরো নৈপালো দীর্ঘপত্রকঃ ।

বাতলঃ কফপিত্তঃ সৰ্বস্যোহতিদাহনুৎ ॥ ৯ ॥

ক্ষুরসগুণাঃ ।

দন্তনিষ্পীড়িতস্তেষাং রসঃ পিত্তাস্রনাশনঃ ।

শর্করাসমবীৰ্য্যং স্রাদবিদাহৌ কফপ্রদঃ ।

গুরুবিদাহৌ বিষ্টম্ভী যাদ্রিকস্ত প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥

মৎস্যগুণাঃ ।

সিতা মৎস্যগুণিকা পল্লী মৃগাণ্ডী বলকস্তথা ।

অন্যা বিষপলদাক্ষা শিগ্রুকা কৃত্তিকামলা ॥ ১১ ॥

খণ্ডমন্যৎ খণ্ডসিতা মাধবী মধুশর্করা ।

যবাসশর্করাইন্যা সপ যবাসর্করাথসম্ভবা ॥ ১২ ॥

অন্যা পুষ্পসিতা প্রোক্তা পুষ্পসংসৃতশর্করা ।

ফাগিতং ক্ষুদ্রগুড়কে গুড়স্তিক্ষুরসোদ্ভবঃ ।

মৎস্যগুণী গ্রাহিণী বল্যা গুরুঃ পিত্তানিলাপহা ॥ ১৩ ॥

শীতল, রক্তপিত্ত ও কষরোগ নাশক । সূচীপত্র, নীলপর, নৈপাল ও দীর্ঘ-  
পত্রক, ইহারও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ইক্ষু বিশেষ । এই সকল আকৃ-বাত-  
প্রকোপী, কফ, পিত্তনাশক, কষায় রসযুক্ত এবং অতিদাহ নিবারক ॥ ৯-১০ ॥

ইতি ইক্ষুরসের নাম ও গুণ ।

দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস—রক্তপিত্ত, শর্করার সমান বীৰ্য্যালী, অবিদাহী ও  
কফ জনক । বস্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস—বিদাহী ও বিষ্টম্ভী ॥ ১০ ॥

চিনি প্রভৃতির নাম ও গুণ ।

সিতা, মৎস্যগুণিকা, পল্লী, মৃগাণ্ডী, বলক, বিষপলদাক্ষা, শিগ্রুকা, কৃত্তিকা,  
অমলা, খণ্ড ও খণ্ডসিতা, এই সকল ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত হয় । ইহার মধ্যে সিতাকে  
চিনি, মৎস্যগুণিকে মিশ্রি, পল্লীকে পাটালী, বলককে বাভালী, খণ্ডকে খাড়  
এবং খণ্ডসিতাকে খাড়ের চিনি (গোঁড়ের চিনি) বলে । এবং মধু হইতে উৎ-  
পন্ন চিনিকে মাধবী, যবাসের (জ্বালভার) কাথ দ্বারা প্রস্তুত চিনিকে যব-  
শর্করা, পুষ্প হইতে প্রস্তুত শর্করাকে পুষ্পসিতা, ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত মাধুগুড়  
পদার্থকে ফাগিত ও ক্ষুদ্রগুড় (ফেরী) ও ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত পদার্থকে গুড়

সিতোপলাগুণাঃ ।

সিতোপলা সহা গুব্বা বাতপিভহরা হিমা ॥ ১৪ ॥ .

ଅନ୍ତରାଳ ।

খণ্ডমপ্যেবমুদ্ভিষ্ঠং রুচ্যং পুষ্টিবলপ্রদম্ ॥ ১৬ ॥

अधुनैकरात्राः ।

माधवी शर्करा रुक्मा कफपित्तहरा गुरुः ॥ १७ ॥

यदा मशर्कता गुणाः ।

যবাসশর্করা শীতা বাতনা কফপিভ্রজিৎ ॥ ১৭ ॥

পুষ্পসিতাশৰ্করাংগাঃ ।

সিতা পুষ্পসিতা হৃদ্যা রক্তপিত্তহরা গুরুঃ ॥ ১৮ ॥

## ফাগিত গুণাঃ ।•

কাণ্ডিতং গুৰ্বভিম্যন্দি দোষলং মূত্রশোধনমু ॥ ১৯ ॥

লে। মৎস্যভী—(কলোচিনি) মলবোধক, বলকর, শুকপাকী, পিষ্টনাশক  
 বায়ু। ১২-১৩।

সিহোপসার ( চিনি বা মিশ্রিত ) গুণ ।

সিঁতোপলা—অত্যন্ত গুরুপাকী, ব্যাধি, পিত্তনাশক ও দীপকবীৰ্য্য ॥ ১৪ ॥

ସ୍ବାଧେୟ ଶ୍ରମ ।

খাড়াগড়—সিতোপনার গুপযুক্ত এবং কুটিলজনক, পুষ্টিকর ও বলকর । ১৫৮

যধুপক্ৰমঃ ৬৭।

मधुशर्करा—कलरु, ककल, पिखनाशक ७ शुकपाकी ॥ १७ ॥

• यवामणकद्राव ७७ ।

ষবাসধূৰ্কা—শ্ৰীভঙ্গ, বাতধূৰ্কা, কফপ্ৰ ও পিত্ত ৫৭ শক ॥ ২৭ ॥

পুষ্পসিঁতা শর্করার ৩৭।

पुष्पमिहा नर्कस्य—सुखमग्राही, सुकृतिस्तद्गोचरं नाशकं च उरुपाकी । १८ ।

କାବିହେତ୍ର ଓଷ ।

মধুকণ্ঠাঃ ।

মধুকং ফাণিতং বস্তিদূষণং বাতপিত্তলম্ ॥ ২০ ॥

গুড়নামগুণাঃ ।

গুড়ঃ ক্ষারো গুরুঃ স্বাদুর্বাভাপভামিকৃৎসরঃ ।

বল্যঃ কৃমিল্লেশ্বকরো মূত্ররক্তবিশোধনঃ ।

জীর্ণো হৃদ্যো লঘুঃ পথ্যো নাভ্যন্দ্যমিপুষ্টিকৃৎ ॥ ২১ ॥

ইক্ষুবর্গঃ ।

ইক্ষোর্বিকারান্ বিমলান্ যথা কুয্যুগ্ধং গান্তথা ।

তৃড্ দাহমূচ্ছা পিত্তাস্ববিষমেহহরা হিগাঃ ।

গুরবো মথুরা বল্যাঃ স্নিগ্ধা বাতহরাঃ সরাঃ ॥ ২২ ॥

মধুনামগুণাঃ ।

মধু পুষ্পাসবঃ পুষ্পরসে মাক্ষকমীরিতম্ ।

মাক্ষিকং পৈত্তিকং ক্ষৌদ্রং ভ্রামর মধুবিস্তরাৎ ॥ ২৩ ॥

মধুক ফাণিতের গুণ ।

মৌলপুষ্পের ফাণিত ( ফল )-- বস্তিদূষক, বাতঃক্ষক ও পিত্ত প্রকোপী ॥ ২০ ॥

গুড়ের গুণ ।

গুড়—ক্ষারযুক্ত, গুরুপাকী, মধুর, বাতপ্রকোপক, পিত্তঃক্ষক, অঠরাগ্নিবর্ধক, ভেদক, বলকর, কৃমিজনক, কফজনক, মুষ্ণুশোধক ও রক্তপারকারক । পুরাতন গুড়—কৃষ্ণগুরু, লঘুপাকী, মৃণমা, অনভিব্যক্তি, অগ্নিদীপক ও পুষ্টিবর ॥ ২১ ॥

ইক্ষুর রস হইতে যে প্রকার বিমল অব্যাক্তি করা যাইবে, তাহাদের গুণও তদ্রূপ হয় জানিবে । অর্থাৎ নিম্নলিখিত বস্তু সকল তৃষ্ণা, দাহ, মূচ্ছা, রক্তপিত্ত, বিষ ও মেহরোগ নাশক, শীতল, গুরুপাকী, মধুর, বলকর, স্নিগ্ধ, বাতনাশক ও ভেদক ॥ ২২ ॥

ইতি ইক্ষুবর্গ সমাপ্ত ।

মধুর নাম ও গুণ ।

মধু, পুষ্পাসব, পুষ্পরস, মাক্ষিক, { মাক্ষিক, ক্ষৌদ্র, কুম্ভাসব, পিত্ত্য, পবিষ, পুষ্পসাক্ষর, মাধৌক, সরস, } মাক্ষিকবাস্ত, বরটীবাস্ত, ভূমিবাস্ত ও

মাক্ষিকং তৈলসঙ্কাশং পৌত্তিকং স্নাতসন্নিভম্ ।

ক্ষৌদ্রং কপিলবর্ণং স্রাৎ ভ্রামরং স্ফটিকোপমম্ ॥ ২৪ ॥

মধু শীতং লঘু স্বাদু রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্ ।

চক্ষুঃ দীপনং স্বৰ্য্যং ত্রণশোধনরোপণম্ ॥ ২৫ ॥

বর্ণং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং জয়েৎ ।

কুষ্ঠার্শঃ কাসপিভ্রাসৃক্কফমেহক্লমকৃমীন ॥ ২৬ ॥

মদতৃষণাবিশ্রাসহিকাতীসারহৃদগ্রহান্ ।

দাহক্ষতক্ষয়ান্তস্ত যোগবহ্নয়বাতলম্ ॥ ২৭ ॥

মাক্ষিকং মধুশ্রেষ্ঠেন্নৈত্রাময়হরং লঘু ।

পৌত্তিকং মধু রুক্ষোক্ষং পিত্তদাহাস্রবাতকৃৎ ॥ ২৮ ॥

ক্ষৌদ্রং মাক্ষিকমপ্যেবং বিশেষমাগ্নেহনাশনম্ ।

ভ্রামরং রক্তপিত্তহ্নয়ং গূত্রজাড্যকরং গুরুং ॥ ২৯ ॥

পুষ্পাসোহস্যঃ, এই সকল শব্দ মধুর নাম। প্রস্তুত বস্তুভাষায় ইহাকে ফুলের মৌ, মধু ও মৌ বলে। মাক্ষিক, পৌত্তিক, ক্ষৌদ্র ও ভ্রামর, এই চারি পুষ্পের মধুর মধ্যে ভ্রামর মধুতে মধুরভাগ অধিক পরিমাণে থাকে। মাক্ষিক মধু তৈলসদৃশ, পৌত্তিকমধু স্নাতসদৃশ, ক্ষৌদ্রমধু কপিলবর্ণ (ছেয়ে রং) এবং ভ্রামর মধু স্ফটিকের তায় শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট জালিবে ॥ ২৪-২৪ ॥

মধু—শীতল, লঘুপাকী, স্বাদুরসায়ক, রুক্ষ, মনরোধক, বিলেখন (রস-শোধক), চক্ষুরোগে হিতকর, অগ্নিপ্রদীপক, স্মৃতিবৃত্তি বিষায়ক, ত্রণ শোধক, ত্রা পূরক, বর্ণের উজ্জ্বলতা কারক, মেধাজনক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, বিশদ, রুচিকারক এবং কুষ্ঠ, অর্শ, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, মেহ, ক্রান্তি, কৃমি, মত্ততা, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস, হিক, অন্তীসার, স্বঃপ্রোগ, দাহ, উরঃক্ষত, ক্ষয় ও রক্তদোষ এই সকল ব্যাধি বিনাশক, যোগবাহী (সকল জ্বরোর সহযোগে ব্যবহার্য্য এবং সেব্য ঔষধের সহিত প্রয়োগ করিলে ওৎক্ষণৎ সর্কশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে) এবং অন্ন বাতপ্রাকোপক ॥ ২৫-২৭ ॥

মাক্ষিক মধু—সর্ববিধ মধুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চক্ষুরোগ নাশক এবং লঘুপাকী। পৌত্তিক মধু—রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য এবং পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণাজ্ঞ ও বাতনাশক। ক্ষৌদ্র-মধু—মধুর গুণবিশিষ্ট এবং মেহনাশক। ভ্রামরমধু—রক্তপিত্ত রোগ সংহারক, মনরোধক শক্তিরোপক জনক এবং গুরুপাকী। নূতন মধু—অভিব্যক্তি,



নবীনং মধ্বভিষ্যন্দি স্নিগ্ধং শ্লেষ্মহরং সরম্ ।

পুরাণং গ্রাহি তদ্রক্ষং মেদোন্নমতিলেখনম্ ॥ ৩০ ॥

বিষাদ্ধিহুস্তপুষ্পভ্যঃ সবিষা মক্ষিকাদয়ঃ ।

মধু চিহ্নস্তি তস্মাত্তৎ স্বভাবাৎ সবিষং স্মৃতম্ ॥ ৩১ ॥

তস্মাদগ্ন্যাতপাত্তপ্তং তদ্বুক্তং হস্তি মানবম্ ।

উষ্ণে কালে চ দেশে চ দ্রব্যৈরুষ্ণৈশ্চ যোজিতম্ ॥ ৩২ ॥

নিরুহে ছর্দনে তজ্জৈন্তস্তদ্বুক্তং ন নিবার্যতে ।

তস্মাৎপাকমলকৈব তয়োস্তধিনিবর্ততে ।

আমাময়ে জলেনাপি তদ্ দ্রবে ন নিরুধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ইতি মধুনাশুপাঃ ।

মদনং মধুজং সিক্ধং মধুচ্ছিষ্টং মধুলিতম্ ।

মদনং মধু স্নিগ্ধস্তৃতস্নং ত্রণরোপণম্ ।

ভগ্নসন্ধানকৃদ্ধাতকুষ্ঠবীসর্পরক্তজিৎ ॥ ৩৪ ॥

১. স্নিগ্ধ, কফনাশক ও ভেদক । পুরাতন মধু—মলসংরোধী, রক্ষ, মেদনাশক ও অভিলেখন (অত্যন্ত রসশোষক) ॥ ২৭—৩০ ॥

বিষাক্ত মক্ষিকাদি কীট, বিষাদি দ্বারা হৃষ্টপুষ্প হইতে মধু চরন করে, একা উহাদের দ্বারা রচিত মধু স্বাভাবিক বিষাক্ত বলিয়া জানিবে । এই মধু দ্বারা ও অর্ধাভপ দ্বারা সন্তপ্ত করিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ গীতবাক্তির সু হইয়া থাকে । এবং উষ্ণকালে, উষ্ণদেশে ও উষ্ণ জব্য সংযোগে মধু সেবন ব কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে জানিবে । নিরুহ বস্তুতে ও বমন করাইবার নিমিত্ত প্রয়োগ করা বাইতে পারে, কিন্তু উহার পরিণাম ফল দর্শন না করিয়া প্রয়োগে নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ কোন ফল হইল না বলিয়া অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিবে না । আমাশয় রোগে জলের সহিত এবং ত্রবজব্য সংযোগে মধু নিবেদন নহে ॥ ৩১—৩৩ ॥

ষোড়শের নাম ও গুণ ।

মদন, মধুজ, সিক্ধ, মধুচ্ছিষ্ট, মধুলিত, { মদন, সিক্ধক, শিক্ধ, শিক্ধ মধুসত্ত্ব, কাচ, বিষল, উচ্ছিষ্টমোদন, পীতরাগ, কোস্তের, মক্ষিকামল, নি

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটোরমল  
স্তেন শ্রীমদননুপেণ নিৰ্ম্মিতেহত্ৰ ।  
এহেহভূমদনবিনোদনান্নি পূর্ণো  
বর্গোহয়ং মধুরসৈরিক্ষুকাদিঃ ॥ ৩৫ ॥  
ইতি নবমবর্গঃ ।

শব্দ মোমের নাম । মোম—মৃদু, স্নিগ্ধ, ভূতনাশক, ত্রণপূরক, ভয়ান্ধিসংযোজক  
এবং বাত, কুষ্ঠ, বীসর্প ও রক্তপিত্ত রোগ নিবারক ॥ ৩৪ ॥

রাজগণের মুখতিলকস্বরূপ, প্রচণ্ড ষোড়শ সঙ্গম শ্রীমদ্রাজা মদনপাল কর্তৃক  
বিরচিত “মদন-বিনোদ” নামক গ্রন্থে ইক্ষুকাদি মধুরবর্গ : পাণ্ড ৩ ॥

ইতি নবম বর্গ সম্পূর্ণ ।

## অথ দশমোঃধ্যায়ঃ ।

### মঙ্গলাচরণং ।

অজন্মমৃত্যুং বহুজন্মমৃত্যুং তমালভাসং গ্রিশদপ্রকাশম্ ।  
মুক্তিপ্রদং বদ্ধমুখলেন ত্রৈলোক্যাতাতং শিশুমাপ্রয়ামি ॥ ১ ॥

প্রান্তবর্গঃ ।

শাল্যাদিনামগুণাঃ ।

শালয়ো রক্তশালাঢাঃ ত্রীহয়ঃ ষষ্ঠিকাদয়ঃ ।

মুদগাদি বৈদলং পৈলং কঙ্কাদি তৃণধান্যকম্ ॥ ২ ॥

মঙ্গলাচরণ ।

যিনি জন্ম ও মৃত্যুরহিত, লীলাহেতু বহু জন্মধারী, তমাল সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট,  
পরিকার প্রভাশালী, জীবগণের মুক্তিপ্রদ এবং যিনি নন্দগৃহে শৈশবকালে মাতা  
যশোদা কর্তৃক উদ্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছিলেন ; এমন সেই ত্রিলোকের পিতা শিশু  
ঐক্যংক আমি প্রার্থনা করি ॥ ১ ॥

প্রান্তবর্গঃ ।

শালি প্রভৃতি ধাতুবর্ণের নাম ।

ভোগ্য, ভোগ্যর্হ, অন্ন, আদ্য, জীবসাধন, ভক্ষকরি, ত্রীহি ও ধাতু এই সকল

ক্ষুদ্রধান্যং কুধান্যস্ত শূকধান্যং যবাদিকম্ ।  
 রক্তশালিলোহিতঃ স্রাদ্ গরুড়ঃ শকুনীহতঃ ।  
 স্রগন্ধিকো মহাশালিঃ কলমস্ত কলামকঃ ॥ ৩ ॥  
 রক্তশালির্দীর্ঘশূকঃ পুণ্ড্রো মহিষমস্তকঃ ॥ ৪ ॥  
 পূর্ণচন্দ্রো মহাশালিঃ পুণ্ডরীকঃ প্রমাদকঃ ।  
 পুষ্পাণ্ডকঃ শীতভীরুঃ কাকনঃ শকুনাহতঃ ॥ ৫ ॥  
 পাণ্ডুগোরঃ শারিবাখ্যো বোধ্রপুষ্পঃ স্রগন্ধকঃ ।  
 হায়নো দীঘলাতশ্চ মহাদূষকদূষকৌ ॥ ৬ ॥  
 শালয়োঃ মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যাশ্চ বদ্ধবর্চসঃ ।  
 পিত্তস্নান্নানিলকফা মূত্রলা লঘবো হিমাঃ ॥ ৭ ॥  
 রক্তশালির্বরস্তেষাং যল্যো বর্ণ্য স্ত্রিদোষজিৎ ।  
 চক্ষুণ্যো মূত্রলঃ স্রব্যঃ শুক্রলস্তৃজ্বরাপহঃ ॥ ৮ ॥

প্রভৃতি শালিধান্য, ত্রীহিধান্য ও যষ্টিকধান্য, এই ত্রিবিধ ধান্য জানিবে। শালি-  
 ধান্য—হেমন্তকালে জন্মে, ইহাকে জামন ধান বলে। ত্রীহিধান্য—বর্ষাকালে  
 জন্মে, ইহাকে আউশধান বলে এবং যষ্টিকধান্য গ্রীষ্মকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে,  
 ইহাকে যেঠেধান বলে। মুদগাদি বৈদল ধান্যকে শমীধান্য বলে। কঙ্গু প্রভৃতিকে—  
 তুণধান্য বলে, ইহা পর্বত প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নীবার (উড়ীধান্য)  
 প্রভৃতি ক্ষুদ্র ধান্যকে কুধান্য বলে। যবাদিকে শূকধান্য বলা যায়। রক্তশালিকে  
 লোহিত (লোহিতক), শকুনাহতকে গরুড়, মহাশালিকে স্রগন্ধিক এবং বলম  
 ধান্যকে কলামক বলা যায় ॥ ২-৩ ॥

শালিধান্যের নাম ।

রক্তশালি, দীর্ঘশূক, পুণ্ড্র, মহিষমস্তক, পূর্ণচন্দ্র, মহাশালি পুণ্ডরীক, প্রমাদক,  
 পুষ্পাণ্ডক, শীতভীরু, কাকন, শকুনাহত, পাণ্ডু, গোর, শারিবাখ্য, বোধ্রপুষ্প,  
 স্রগন্ধক, হায়ন, দীর্ঘলাত, মহাদূষক, দূষক প্রভৃতিকে শালিধান্য বলিয়া  
 জানিবে ॥ ৪-৬ ॥

শালিধান্যের গুণ ।

শালিধান্য সকল—মধু রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, বলকর, বলবদ্ধতাকারক, পিত্ত-  
 স্নান্ন বাত ও কফোৎপাদক, মুত্র প্রবর্তক, লঘুপাকী এবং শীতল। সর্বপ্রকার  
 শালিধান্যের মধ্যে রক্তশালি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা বলকর, বর্ণের উজ্জ্বল্য বিধায়ক,

বিষত্রণহরঃ কিঞ্চিৎস্মাদল্লগুণাঃ পরে ।  
 মহাশালির্ঘ্যো বল্যো রক্তশালিগুণৈঃ সমঃ ॥ ৯ ॥  
 কাশ্মুকঃ পীত আমোদো কাকলকো মুকুন্দকঃ ।  
 মহাযষ্টিককেদারঃ পুষ্পাকুরুবকাদয়ঃ ॥ ১০ ॥  
 যষ্টিকা মধুরাঃ শীতা লঘবো বদ্ধবর্চসঃ ।  
 বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শলীনাং সদৃশা গুণৈঃ ॥ ১১ ॥  
 যষ্টিকঃ প্রবরস্তেষাং লঘুঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষজিৎ ।  
 পাকে স্নাতুমুদুগ্রাহী শৈথিল্যকারী বলপ্রদঃ ॥ ১২ ॥  
 রক্তশালিগুণৈস্তল্যাস্তস্মাদল্লগুণাঃ পরে ।  
 কৃষ্ণত্রীহিস্তুরিতকঃ কুরুটাণ্ডকপাটলঃ ॥ ১৩ ॥  
 শলায়ুশ্চ রাজীবাক্ষো নন্দী জন্তুমুখাদয়ঃ ।  
 ত্রীহয়ো মধুরাঃ শীতাঃ যষ্টিকানাং গুণৈঃ সমাঃ ॥ ১৪ ॥

বর্দ্ধক, তৃণ, জ্বরসংহারক, বিষঘ্ন ও ত্রণনাশক । অত্যাগ্ৰ শালিধাতু সমূহ ইহা  
 অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট । মহাশালি—বীৰ্য্যজনক বলকর এবং রক্তশালি  
 গুণযুক্ত ॥ ১-২ ॥

যষ্টিক ধাতুর নাম ।

কাশ্মুক, পীত, আমোদ, কাকলক, মুকুন্দক, মহাযষ্টিক, কেদার, পুষ্প ও কুর-  
 বক এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যষ্টিক ধাতু ॥ ১০ ॥

যষ্টিক ধাতুর গুণ ।

সর্বপ্রকার যষ্টিকধাতু—মধুর, শীতল, লঘুপাকী, মলবদ্ধতাকারক, বাত-  
 পিত্তপ্রশমী এবং শালিধাতুর গুণসংযুক্ত । কাশ্মুকাদি সর্ববিধ যষ্টিক ধাতুর  
 মধ্যে মহাযষ্টিক সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহা লঘুপাকী, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, পাকে মধুর,  
 গ্রাহি, মৃদু, শীতের দৃঢ়ভাজনক, বলকর এবং রক্তশালি গুণযুক্ত । অত্যাগ্ৰ  
 যষ্টিক ধাতু ইহা অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১১-১২ ॥

ত্রীহি ধাতুর নাম ।

কৃষ্ণত্রীহি, তুরিতক, কুরুটাণ্ডক, পাটল, শলায়ু, রাজীবাক্ষ, নন্দীমুখ, জন্তুমুখ  
 প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীর ত্রীহিধাতু বলা যায় ॥ ১৩ ॥

ত্রীহি ধাতুর গুণ ।

কৃষ্ণব্রীহির্বরস্তেবাং তস্মাদল্পগুণাঃ পরে ।

শালয়ো দন্ধভূমিজা লঘুরূক্ষা কফাপহাঃ ॥ ১৫ ॥

শূলজাঃ শ্বাদবঃ পিত্তকফঘ্না বাতবহ্নিদাঃ ।

কেদারা বাতপিত্তঘ্না গুরবঃ কফশুক্ৰলাঃ ॥ ১৬ ॥

রৌপ্যাতিরৌপ্যা লঘবো মূত্রলাস্তে গুণোত্তরাঃ ।

ছিন্নরূঢ়া হিমা রূক্ষাঃ পিত্তঘ্না লঘুপাকিনঃ ॥ ১৭ ॥

পুরাণং নেত্রমক্ষানাং কোবাৎস্বত্রং প্রগল্পতঃ ।

পুনর্বিবিশোষিতং সম্যগ্ ঘর্ষে রূক্ষং লঘু স্মৃতম্ ॥ ১৮ ॥

দীপনং পাচনং মেধ্যং বাতশ্লেষ্মহরং পরম্ ।

ব্রীহিত্বং যষ্টিকস্তাপি ভিন্নত্বং শীত্ৰপাকতঃ ॥ ১৯ ॥

গোধূমনামগুণাঃ ।

গোধূমঃ স্মমনঃ ক্ষুদ্রো মধুলী রূপশীতলা ।

নন্দীমুখোহল্লগোধূমো লোকেশী পাসিকোচ্যতে ॥ ২০ ॥

সংসৃত । ব্রীহিধাতু সমূহের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি সর্বোৎকৃষ্ট এবং অন্তান্ত ব্রীহি সকল  
উদপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট ॥ ১৪ ॥

দন্ধ ভূমিজাত শালি ধাতু সকল লঘুপাকী, রূক্ষ ও কফনাশক ! শূলজাত  
শালি ধাতু সকল—( আকৃষ্ট ভূমিজাত আগ্নেয়ধান )—মধুর রসবিশিষ্ট, পিত্ত-  
নাশক, কফঘ্ন, বাতবর্জক ও অগ্নিজনক । কৈদার ধাতু—( কৃষ্ট ভূমিজাত ধান )—  
বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, গুরুপাকী, কফবর্জক ও শুক্রোৎপাদক । রৌপ্যাতিরৌপ্য  
ধাতু সকল ( রৌপ্যধান )—লঘুপাকী, মূত্রবর্জক ও অল্প গুণবিশিষ্ট । ছিন্নরূঢ়  
ধাতু—শীতল, রূক্ষ, পিত্তঘ্ন ও লঘুপাকী । পুরাতন ধাতু—অক্ষুণ্ণের চক্ষুরূপ  
অর্থাৎ ইহা দ্বারা অন্ধতা বিনষ্ট হইয়া থাকে । যে শুষ্ক ধাতু প্রথমতঃ জলে  
ভিজাইয়া অগ্নিসংযোগে সিদ্ধ করতঃ পুনরীকৃত স্বরূপে শুষ্ক করিয়া লওয়া  
বায়ু, তাহার অন্ন রূক্ষ, লঘু, অগ্নিদীপক, পরিপাচক, মেধাজনক, বাতঘ্ন ও কফ-  
প্রণালী । যষ্টিক ধাতু অগ্নিবিশ ও শীত্ৰপাকী হইলে তাহাকেও ব্রীহি ধাতু বলা  
যায় ॥ ১৫-১৯ ॥

গোধূমের নাম ও গুণ ।

গোধূম, স্মমনঃ, ক্ষুদ্র, { স্মমনঃ, অপূপ, বহুদুহ, রসাল, স্নেহভোজন ও  
নিম্বেষকর }, এই সকল শব্দ গোধূমের সাধারণ নাম । গোধূম ক্রিবিধ এক

গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিভরো গুরুঃ ।

কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধসন্ধানকৃৎসরঃ ॥ ২১ ॥

জীবনো বৃংহণো বর্ণ্যঃ শ্রুন্দী রুচ্যো স্থিরত্বকৃৎ ।

মধুলী শীতলা স্নিগ্ধা পিত্তঘ্না মধুরা লঘুঃ ॥ ২২ ॥

শুক্রলা বৃংহণী পথ্যা তদ্রসনদীমুখী মতা ।

এতস্মাৎ স্থূলগোধূমাৎ ক্ষুদ্রো হীনতরো গুণৈঃ ॥ ২৩ ॥

যবনামগুণাঃ ।

যবঃ শুচিস্তীক্ষ্ণশূকো নিঃশূকোহস্তিযবোহপরঃ ।

যবঃ কষায়ো মধুরঃ শীতঃ পিত্তকফাস্রজিৎ ॥ ২৪ ॥

ত্রণেষু তিলবৎ পথ্যো রুক্ষোমেধাগ্নিবর্ধনঃ ।

লেখনো বদ্ধনিশ্রুন্দঃ স্যর্য্যো মেহতৃষাপহঃ ॥ ২৫ ॥

লকা, এই দুই প্রকার স্থূলাকারবিশিষ্ট। তৃতীয় প্রকার নন্দীমুখ, ইহার  
মাঝের ভাগগোধূম, লোকেশী, পালিকা, { নিঃশূক }। ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট।  
হাগোধূম পশ্চিমদেশে জন্মে। মধুলী—মধ্যদেশে উৎপন্ন হয় এবং নন্দীমুখ  
তন্ন তন্ন দেশে জন্মে। প্রচলিত বক্তব্যের ইহাকে গম্ এবং হিন্দীভাষায়  
‘গোহ’ বলে। প্রথম গোধূম—মধুর বসবিশিষ্ট, শীতবীৰ্য্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক,  
ধরুপাকী, কফবর্জক, শুক্রজনক, বলকর, স্নিগ্ধ, ভগ্নাঙ্গিলংঘোজক, ভেদক,  
মীষক, বৃংহণ, বর্ণজনক, অভিষান্ধ, কটিকারক এবং সৈধ্যাকর। মধুলী—শীতল,  
স্নিগ্ধ, পিত্তঘ্ন, মধুর রসযুক্ত, লঘুপাকী, শুক্রবর্জক, বৃংহণ, স্পথ্যা। নন্দীমুখ  
গোধূম—মধুলীর গুণযুক্ত। স্থূল গোধূম অপেক্ষা ক্ষুদ্র গোধূম হীন গুণবিশিষ্ট  
জানিবে ॥ ২০-২৩ ॥

যবের নাম ও গুণ।

যব, শুচি, তীক্ষ্ণশূক, { সিতশূক, সিতশুক, যবক, হরপ্রিয়, খেতশুক,  
প্রবেট, শীতশূক, মেঘা, দিবা, অরুত, বঞ্জী, ধাতুরাজ, তুরগপ্রিয়, তুরঙ্গপ্রিয়,  
শঙ্কু, হরেষ্ট ও পরিজ্ঞাত }, এই সকল শব্দ যবের নাম। নিঃশূক ও অস্তিযব  
এই দুইটি শব্দ শূক (গুরা, হল) বিহীন বৃহদাকৃতি বিশিষ্ট যবের নাম। যব—  
কষায় রসবিশিষ্ট মধুর রসাত্মক, শীতবীৰ্য্য, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, শুক্রদোষ নিবা-

বহুবাতমলঃ শৈব্যবর্ণকারী স পিচ্ছলঃ ।

অস্মাদতিষবঃ কিঞ্চিদ্ গুণৈর্নূনতরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥

নিম্ননামগুণাঃ ।

শিখী মুদগাশ্চণো মাষঃ সতীনঃ সকলায়কঃ ।

মম্বরশ্চক্রমঙ্গল্যো মকুষ্ঠত্রিপুটাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥

বৈদলা মধুরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ ।

বাতলা কফপিত্তজা বদ্ধগূত্রবলা হিমাঃ ॥ ২৮ ॥

ধাতো মুদগামসূরাভ্যামন্থে স্বাখ্যানকারকাঃ ।

শিখা বিষ্টিস্তিনোমেহদৃষ্টিজা বাতপিত্তলাঃ ॥ ২৯ ॥

বিশদা গুরবো হৃদ্যা রুক্ষাঃ কটুবিপাকিনঃ ।

সিতাসিতাদিভেদেন বহুধাত্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৩০ ॥

মুদগানামগুণাঃ ।

মুদগো বলাঢ্যো মঙ্গল্যো হরিতঃ শারদোহপরঃ ।

পীতঃ প্রচেতা বলাকো মাধবঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৩১ ॥

অভীষ মলবর্দ্ধক, শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক, উত্তম বর্ণ বিধায়ী ও পিচ্ছল । অতি  
যব ইহা অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট ॥ ২৪-২৬ ॥

বৈদল বা শমীধাত্তের নাম ও গুণ ।

শিখী ( শিম ), মদা ( মগ ), চণ ( যুট বা ছোলা ), মাষ ( মাষকলাই  
সতীন ( মটর ), কলায় ( টিকুরা কলাই ), মম্বর ( মম্বরী ), চক্র ( কুশখি কলাই  
মঙ্গলা ( ক্ষুদ্রজ তীর মম্বরী ), মকুষ্ঠে ( বনমুগ ), ত্রিপুট্র ( খেঁদারী ), প্রভা  
শমী ধাত্তকে বৈদল প্রবা বলা যায় । বৈদল সকল—মধুর রসবিশিষ্ট, রুক্ষ  
কষায় রসযুক্ত, পাকে কটু, বায়ুবর্দ্ধক, কফনাশক, পিত্তজ, মলের অবরোধজন্য  
মূত্রের বদ্ধতাভারী এবং শীতল । মুদা এবং মম্বর ব্যতীত অন্যান্য সর্বপ্রক  
বৈদল প্রবা উদর আখ্যান কারক ॥ ২৭-২৯ ॥

শিখের গুণ ।

সর্ববিধ শিখ—বিষ্টভকারক, মেহনাশক, দৃষ্টিশক্তির শীনতাবিধায়ক, বাত  
বর্দ্ধক, পিত্তজনক, বিশদ, গুরুশাকী, হৃদ, রুক্ষ ও বিপাকে কটু । ইহা খেত  
ও কৃষ্ণবর্ণভেদে বহুপ্রকার আনিবে ॥ ৩০ ॥

মুদগ নাম ও গুণ ।

বনমুদগাস্তবরকো রাজমুদগাস্ত খণ্ডকঃ ।

মুদগো রুক্ষো লঘুগ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ ॥ ৩২ ॥

স্বাহুরল্লানিলো নেত্র্যো বর্ণোহপ্যেতদ্গুণঃ স্মৃতঃ ।

হরিতঃ প্রবরস্তেযাং তচ্ছাকং তিক্তমুত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥

### মাষনামগুণাঃ ।

মাষো জীর্ণকরো ধারী ধবলো রাজমাষকঃ ।

মাষো গুরুঃ স্বাহুপাকঃ শ্লিথো বৃগ্যোহনিলাপহঃ ।

উষ্ণঃ স তর্পণো বলাঃ শুক্রলো বৃংহণঃ পরম্ ।

ভিন্নমূত্রকফস্ত্যমেদঃপিত্তকফপ্রদঃ ॥

গুদকীলাদিতৃশ্বাসপণ্ড্তিশূলানি নাশয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

ভোজন ও হরিনামা }, এই সকল শব্দ যুগের সাধারণ নাম । •মুদগ, বলাচা, মঙ্গলা, হরিত ও আর্য এই কয়েকটি শব্দ সোণামুগের নাম । পীত ও প্রাচোতা, এই দুইটি শব্দ পীত মুদগের নাম । বলাক, মাধব, { বাসন্ত, কৃষ্ণমূল ও সুরাষ্ট্রজ }, এই কয়েকটি শব্দ কৃষ্ণমুগ বা কালমুগের নাম । বনমুদগ, ভুবরক, রাজমুদগ, খণ্ডক, { বংক, নিগুটক, কুলীনক, খণ্ডী, মুদগষ্টক, মদগষ্টক, মধুষ্টক, সপষ্টক, মধুষ্টক, মধুষ্টক ও মগষ্টক }; এই সমূহ বনমুগের নাম । মুগ—জল, লঘুপাকী, গ্রাহী, কফ, পিত্তনাশক, শীতল, অল্প বাতবর্দ্ধক, মধুর রসবিশিষ্ট, চক্ষুরোগে হিতকর এবং বর্ণের উজ্জল সাধক । সর্বপ্রকার মুগের মধ্যে সোণামুগ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে । ইহার শাক—তিক্ত ও স্নিগ্ধ ॥ ৩২-৩৩ ॥

### মাষকলাইয়ের নাম ও গুণ ।

মাষ, জীর্ণকর, ধারী, { বীজহ্র, বলী, কৃষ্ণবিল, ধাতবীর, বৃষাকর, মাংসল, পিত্তা, পিত্তভোজন ও বলাচা }, এই সকল শব্দ মাষকলাইয়ের নাম । হিন্দী ভাষায় ইহাকে “উশ্বিদ” বলে । মাষকলাই—গুরুপাকী, পাকোমধুর, স্নিগ্ধ, বৃষা, বাত, উষ্ণবীর্য, তর্পণ, বলকর, শুক্রজনক, বৃংহণ, মূত্রপ্রবর্দ্ধক, কফপ্রাণী, শুভ্রপ্রবর্তী, যক্ষোবর্দ্ধক, পিত্তজনক, কফোৎপাদক এবং গুদকীল ( অর্শ ), অর্শিত ( যে বায়ুরোগে দুধ বৃদ্ধ হইয়া থাকে ), শ্বাস ও পক্ষিশূল ( পরিণাম শূল



## রাজমাষনামগুণাঃ ।

রাজমাষঃ স্বাদুরূক্ষঃ কষায়স্তপ্ণো লঘুঃ ।

গ্রাহী বাতকফস্তম্ভবহ্বৰ্চোরুচিপ্রদঃ ॥ ৩৬ ॥

## মসূরনামগুণাঃ ।

মসূরিকা মসূরঃ স্যাম্লিপ্পাবো বল্লকঃ স্মৃতঃ ।

মসূরো বাতলো গ্রাহী কফপিত্ত হরো গুরুঃ ।

বাস্তিজিহ্মধুরঃ পাকে কৃগিকৃজ্জ্বর নাশনঃ ॥ ৩৭ ॥

## নিষ্পাবনামগুণাঃ ।

নিষ্পাবোহনিলপিভাস্মুত্রস্তম্ভকরঃ সরঃ ।

বিদাহু ষেণা গুরুঃ শ্লেষ্মাশেফকৃচ্ছ ক্রমাশনঃ ॥ ৩৮ ॥

## রাজমাষের নাম ও গুণ ।

ধবল, রাজমাষক, রাজমাষ, { বকট, মরুৎকর, মহামাষ, চপল, বল, সিতমাষ, বৃষোচিত, নৃপমাষ, নীলমাষ ও দ্বিজসপ্ত }, এই সকল শব্দ রাজমাষের নামান্তর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বরবটী ও বোরা এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “বেরাভরী” বলে । রাজমাষ—স্বাদু, রূক্ষ, কষায়, তপ্তিজেনক, লঘু, মলরোধক, বলবর্দ্ধক, কফজনক, স্তম্ভপ্রবর্তক, অত্যন্ত মলবর্দ্ধক ও রক্তোৎপাদক ॥ ৩৬ ॥

## মসূরীর নাম ও গুণ ।

মসূরিকা, মসূর, { মজলাক, ত্রীহিকাঞ্চন, গভোলিক, ভাস্কুলগাগ, লাসক, মসূরা, মসূরী, রাগলালি, মজলা, পৃথ্বীজক, শূদ্র, কল্যাণবীচ, শুড়বীজ, মসূরক ও মজলা }, এই সকল শব্দ মসূরীর নামান্তর । মসূর—বাতজনক, গ্রাহী, কফপিত্তর, গুরুপাকী, বমিনাশক, পাকে মধুর, কৃমির ও জ্বরবিনাশক ॥ ৩৭ ॥

## নিষ্পাবের নাম ও গুণ ।

নিষ্পাব, বল্লক, { রাজশিখী ও শ্বেতশিখিক }, এই শব্দ চতুষ্টয় নিষ্পাবের নাম । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে রাজশিখ ও সাধা সাঁঘের বীজ এবং হিন্দীভাষায় “ভেটরাখু” বলে । নিষ্পাব—বাতজনক, পিত্তকর, রক্তকারক, মূত্রপ্রবর্তক, স্তম্ভোৎপাদক, ভেদক, বিদাহী, উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাকী, কফবর্দ্ধক, শোথকারক ও শুক্রনাশক ॥ ৩৮ ॥

সতীননামগুণাঃ ।

বৰ্ত্তুলস্ত সতীনঃ স্নান্নরেণুঃ স্নান্নবৰ্ত্তুলঃ ।  
বৰ্ত্তুলঃ শীতলো গ্রাহী কফপিত্তহরো লঘুঃ ।  
বিপাকে মধুরো রূক্ষো হরেণুস্তদগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯ ॥

কলায়নামগুণাঃ ।

কলায়ঃ খণ্ডিকঃ প্রোক্তিস্থিগুটঃ ক্ষুদ্রখণ্ডিকঃ ।  
কলায়ঃ কফপিত্তহরো গ্রাহী শীতোহতিবাতলঃ ।  
ত্রিগুটোহপি গুণৈরেবং তচ্ছাকং কফপিত্তজিৎ ॥ ৪০ ॥

চণকনামগুণাঃ ।

চণকো হরিমন্মঃ স্নান্নাজিমন্মশ্চ জীবনঃ ।  
চণক শীতলো রূক্ষো রক্তপিত্তকফাপহঃ ।  
লঘুঃ কষায়ো বিষ্টভী বাতলঃ কুষ্ঠনাশনঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিবিধ মটর কলায়ের নাম ও গুণ ।

বৰ্ত্তুল, সতীন, { সতীনক, সতীন, সতীলক, কলায় ও ত্রিগুট }, এই সকল শব্দ বৰ্ত্তুল কলায়কে (সাধা মটরকে) বুঝায় । হরেণু ও স্নান্ন বৰ্ত্তুলকে কলায়-কার মটর বুঝায় । মটর— শীতল, মলসারোধী, কফর, পিত্তনাশক, লঘু, বিপাকে মধুর ও রূক্ষ । ছোট মটরও এই প্রকার গুণবিশিষ্ট ॥ ৩৯ ॥

দ্বিবিধ খেলারীর নাম ও গুণ ।

কলায় ও খণ্ডিক, এই শব্দদ্বয় পাটনাই খেলারীর নাম । ত্রিগুট ও ক্ষুদ্র-খণ্ডিক, এই শব্দদ্বয় ছোট জাতীর খেলারীর বা তেউড়ের নাম । খেলারী— কফর, পিত্তনাশক, মলসারোধক, শীতল, অত্যন্ত বাতবর্জক । ইহার শাক— কফর ও পিত্তনাশক ॥ ৪০ ॥

বুটের বা ছোলার নাম ও গুণ ।

চণক, হরিমন্ম, বাজিমন্ম, জীবন, { চণ, হরিমন্মজ, হরিমন্মক, কৃষ্ণচক্ষু, বালভৈবজ্য, স্নগন্ধ, বাজিভক্ষ্য ও সকলপ্রিয় } এই সকল শব্দ বুটের নাম । হিন্দীভাষায় “চণা” ও “চাণা” বলে । চণক— শীতল, রূক্ষ, রক্তপিত্ত ও কফ-নাশক, লঘু, কষায়, বিষ্টভী, বাতল ও কুষ্ঠনাশক ॥ ৪১ ॥

## মসূরিনামগুণাঃ ।

মসূরিকারিস্মসূরিস্মঙ্গল্যা পাণ্ডুরাপলা ।

মসূরিস্মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ ।

কফপিত্তাজিদ্ বল্যঃ তচ্ছাকং লঘু তিক্তকম্ ॥ ৪২ ॥

## কুলথনামগুণাঃ ।

কুলথশ্চক্রকশ্চক্রঃ কুলালী বনজঃ পরঃ ।

অপরা দৃক্‌প্রসাদা চ চক্ষুগ্যা চ কুলথিকা ॥ ৪৩ ॥

কুলাক্ষী লোচনহিতা কুস্তকারী মলাপহা ।

কুলথঃ কটুকঃ পাকে কষায়ো রক্তপিত্তজিৎ ৪৪ ॥

লঘুর্বিদাহী বীৰ্য্যোক্ষঃ শ্বাসকাসকফানিলান্ ।

হস্তি হিকাশ্মরীশুক্রদৃগানাহান্ সপীনসান্ ॥ ৪৫ ॥

শ্বেদসংগ্রাহকো গুল্মভেদঃ কৃমিহরঃ সরঃ ।

বন্তো বিশেষতঃ শীতো নেত্রোন্ময়বিষাপহঃ ॥ ৪৬ ॥

## ক্ষুদ্রজাতীয় মসুরীর নাম ও গুণ ।

মসূরিকাধি, মসুরি, মঙ্গল্যা, পাণ্ডুলা, পলা, { মসূরিকা ও মঙ্গল্যা }, এই শব্দ সমুদায় ক্ষুদ্রজাতীয় মসুরীর নাম । ইহা—পাকে মধুর, সংগ্রাহী, শীতল, লঘু-পাকী, কফ, রক্তপিত্তরোগ-বিনাশক ও বলকর । ইহার শাক—লঘুপাকী ও তিক্তরসাস্বক ॥ ৪২ ॥

## কুলথকলায়ের নাম ও গুণ ।

কুলথ, চক্রক, চক্র, { কুলথিকা, পিত্তেত্তর, তাম্রবীজ, তাম্রবৃন্ত, বালবৃন্ত ও তাম্রবৃক } । এই শব্দ সমুদায় কুলথকলায়ের পর্যায় । কুলালী, কুলাক্ষী, দৃক্‌-প্রসাদ, চক্ষুগ্যা কুলথিকা, কুলানী, লোচনহিতা, কুস্তকারী, মলাপহা, { কুলথা, বনকুলথ, বনকুলাপী, বনকুলথিকা, অরণ্যকুলথিকা, কুস্তকারিকা, কল্যাণ ও কুল-বিষক } এই শব্দ সমুদায় বনজ কুলথকলায়ের নাম । কুলথ—পাকে কটু, কষায়সমুজ্জ, রক্তপিত্তরোগনাশক, লঘুপাকী, বিদাহী, উষ্ণবীৰ্য্য, শ্বেদনিরোধক, ধক, ভেদক, এবং শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, হিকা, অশ্মরীরোগ, গুল্ম নামক চক্ষু-রোগ, অনাহা, শীতল, গুল্ম, মেদঃ ও কৃমিরোগ বিনাশ করে বনকুলথ—অতি-লঘু শীতল এবং চক্ষুরোগ ও বিবনিবারক । প্রচলিত, বজ্রভাষায় কুলথঃ ক কুলথি-কলাই এবং বনকুলথকে বনকুলথী বলে ॥ ৪৩-৪৬ ॥

তিলনামগুণাঃ ।

তিলশৈবতৈলফলস্তিলপিঞ্জোহপরঃ সিতঃ ।

জাতিলো বনজাতঃ শ্রাদাঢকী তুবরী মতা ॥ ৪৭ ॥

তিলঃ কষায়ো মধুরস্তিক্তকঃ কটুকো রসে ।

তিলঃ গ্রাহী গুরুঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোহস্রকফপিভজঃ ॥ ৪৮ ॥

বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্থচ্যো ত্রণহিতঃ পুরম্ ।

বন্যোহল্লমূত্রকৃদ্ধাতুনাশনোহগ্নিমতিপ্রদঃ ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেবু শুক্রলো মধ্যমঃ সিতঃ ।

অন্যে হীনতরাঃ প্রোক্তাস্তজ্জৈ রক্তাদয়স্তিলাঃ ॥ ৫০ ॥

তুশ্বরানামগুণাঃ ।

আঢকী তুবরী বর্ষা করবীরভূজা চ সা ।

তুবরী গ্রাহিণী শীতা লঘুঃ কফবিমাস্রজিৎ ॥ ৫১ ॥

তিলের নাম ও গুণ ।

‘তিল, তৈলফল, { পুতধাতু, পাপয়, পিতৃতর্পণ, হোমধাতু, পবিত্র ও স্নেহ-ফল }, এই সকল শব্দ বৃক্ষতিলের নাম । ‘তিলপিঞ্জ, ইহা খেততিলের নাম । এবং বনজাত তিলকে জাতিল বলে । ‘তিল—কষায় রসযুক্ত, মধুর, তিক্ত, কটু, গ্রাহী, গুরু, স্বাদু, স্নিগ্ধ, রক্তবর্দ্ধক, কফজনক, পিত্তোৎপাদক, বলকর, কেশের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদক, শীতল, চর্মের হিতকর এবং ত্রণরোগে প্রযোজ্য । বস্ত্তিল—অন্ন মূত্রবর্দ্ধক, খাতুনাশক, অগ্নিপ্রদীপক ও বভিপ্রদ । সর্বপ্রকার তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিল অত্যুৎকৃষ্ট, ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, খেত তিল মধ্যম । ইহা ভিন্ন অন্যান্য রক্তবর্ণাদি তিল অতীব হীনগুণবিঃ ১২ ॥ ৪৭-৫০ ॥

অড়হরের নাম ও গুণ ।

আঢকী, তুবরী, বর্ষা, করবীরভূজা, { বৃদ্ধবীজা, পিতৃপূজা, বৃদ্ধাল, কাকী, বৃৎস, তুবরিকা, বৃদ্ধালক, শ্রাদ্ধৈজ ও বৃদ্ধালক }, এই শব্দ লঘুদ্বার অড়হরের পর্যায় ॥ অড়হর—সংগ্রাহী, শীতল, লঘুপাকী, কফ, বিষনাশক ও বৃষ্টরক্ত-

## অতসী নামগুণাঃ ।

অতসী মন্থণা নীলপুষ্পাচেলুভমা ক্ষুমা ।

অতসী শুক্রদৃষ্টিম্রী স্নিগ্ধা বাতাস্রজিদ্ গুরুঃ ॥ ৫২ ॥

## কুশুম্ভনামগুণাঃ ।

কুশুম্ভঃ বার্কিকী পীতমলক্ৰং বস্ত্ররঞ্জনী ।

তরীজং কিরটী লঘী শুক্রপয়োত্তরা তথা ॥ ৫৩ ॥

কুশুম্ভঃ বাতলং কৃচ্ছ্ রক্তপিভকফাপহম্ ।

কিরট্যতসীবহুদিক্টি বিশেষাঘ্নিনাশিনী ॥ ৫৪ ॥

## সর্ষপনামগুণাঃ ।

সর্ষপঃ কটুকস্নেহো ভূতঘ্নো রক্ষিতাফলঃ ।

তুর্ভুভোহ্ন্যঃ স উদিক্টিঃ সিদ্ধার্থঃ ষ্ণেতসর্ষপঃ ॥ ৫৫ ॥

রাজিকা বাম্বরী রাজী স্নতীক্ষ্ণঃ কৃষ্ণসর্ষপঃ ।

সর্ষপঃ কফবাতঘ্ন স্তীক্ষ্ণোষণো রক্তপিভকৃৎ ॥ ৫৬ ॥

## অতসীর নাম ও গুণ ।

অতসী, মন্থণা, নীলপুষ্পা, চেলুভমা, ক্ষুমা, { চণকা, উষা, কোমী, কুড়পটী, শুবর্জলা, পিচ্ছিলা, দেবী, মহাগন্ধা, মলোৎকটা, হৈমবতী, সুনীলা, নীলপুষ্পিকা ও পার্কতী }, এই সকল শব্দ অতসীর নামান্তর । অতসী—শুক্রনামক চক্ষুরোগ-নাশক, স্নিগ্ধ, বাতরক্ত নাশক ও গুরুপাকী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে 'মলিন' ও 'ভিনী' বলে ॥ ৫২ ॥

## কুশুম্ভুলের ও বীজের নাম ও গুণ ।

কুশুম্ভ, বার্কিকী, পীত, মলক, বস্ত্ররঞ্জনী, { গ্রাম্যকুসুম, কমলোত্তম, বহ্নিশিখ, মহারজন, কুটুশিখ, পাক, রক্ত, পদ্মোত্তর ও লোহিত }, এই সকল শব্দ কুশুম্ভুলের নামান্তর । কিরটী, লঘী, শুক্রপয়োত্তরা, { বরটা ও বস্ত্রটিকা }, এই শব্দ স্নতীর কুশুম্ভুলের নাম । কুশুম্ভুল—বাতবর্জক, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ নাশক, রক্তপিত্ত রোগঘ্ন ও কফঘ্ন । ইহার বীজ—মলিনার গ্রাম গুণ বিশিষ্ট । বিশেষতঃ বিষনাশক ॥ ৫৩-৫৪ ॥

## সর্ষপের নাম ও গুণ ।

সর্ষপ, কটুকস্নেহ, ভূতঘ্ন, রক্ষিতাফল, তুর্ভুভ, { তুন্ড, বহুদিক্টি, সর্ষপ, কনক, লিখট, বহুদিক্টি, তুন্ড, রাজকবক, কন, ক্ষুণ্ডাজজনক, কটিক ও কৃষ্ণসর্ষপ }, এই সকল শব্দ কৃষ্ণসর্ষপের পর্যায় । সিদ্ধার্থ, ষ্ণেতসর্ষপ, পৌর,

কিঞ্চিদ্ভক্ষোহগ্নিদঃ কণ্ডু কুষ্ঠকোষ্ঠক্রিমীন্ হরেৎ ।  
 রাজিকাস্তদগুণা জ্ঞেয়স্তীক্ষ্ণাস্তীত্রা বিশেষতঃ ॥ ৫৭ ॥

শণনামগুণাঃ ।

শণঃপ্রোক্তো মাতুলানী জন্তুতন্তুর্মহাশণঃ ।  
 শণো হিমো 'গুরুগ্রাহী তৎপুষ্পং প্রদরাস্রজিৎ ॥ ৫৮ ॥

কোদ্রবাদিনামগুণাঃ ।

কঙ্কুশ্যামাকনীবারবরকোদ্রালনভ্রুকাঃ ।  
 বরটিকা তোদপর্ণীকোদ্রবশ্চ মধূলিকা ॥ ৫৯ ॥  
 নন্দীমুখী বেণুযবাণপ্রিয়ঙ্গুঃ কোরদূষকঃ ।  
 গবেধুকা নলো নালী মুকুন্দং বারিকাদিকম্ ॥ ৬০ ॥

গনধা, সিদ্ধার্থক, ভূতনাশক, কটুস্নেহ, গ্রাহয়, কণ্ডু, রাজিকাকল, গুরু, ভীক্ষক, রাধর্ষ, রক্ষোয়, কুর্মানাশন, সিদ্ধপ্রয়োজন, সিদ্ধসাধন ও সিদ্ধসর্ষপ }, এই কয়েকটা শব্দ খেতসর্ষপের নাম । রাজিকা, আম্রবী, রাজী, স্ত্রীক্ষ, রক্তদর্ষপ, রক্তিকা, ব্রীক্ষগন্ধা, মধূলিকা, কবক, কুন্তক ও কব, এই সকল শব্দ রাজিকার নাম । কঙ্কুসর্ষপ ও খেতসর্ষপ—ককয়, বাতনিবারক, ভীক্ষ, উক, রক্তপিপ্তজনক, কিঞ্চিৎক্ষ, অগ্নিপ্রদীপক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্য ও কুমিযোগ্য নাশক । রাজিকা—উক্ত সর্ষপের গুণযুক্ত, অধিকন্তু অত্যন্ত ভীক্ষ, অতিশয় ভীক্ষগন্ধশালী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় কঙ্কুসর্ষপকে কালসর্ষে, খেতসর্ষপকে সাদাসর্ষে ও রাজিকাকে হাইসর্ষে এবং হিন্দীভাষায় সর্ষপকে “পিররী” ও “সরীষো” বলে ॥ ৫৫-৫৭ ॥

শণের নাম ও গুণ ।

শণ, মাতুলানী, জন্তুতন্তু, মহাশণ, { বমন, মালপুষ্প, নিশাবন, কটুভীক্ষক, ঔক্ষার, বীর্ণশাখ ও দীর্ঘপল্লব }, এই সমূহায় শব্দ শণের নাম । শণ—গীতল, মলরোধক ও গুরুপাকী । ইহার শাক—প্রদর ও রক্তপিপ্তনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শোণ বলে ॥ ৫৮ ॥

তৃণধাত্তের নাম ও গুণ ।

কঙ্কু, শ্যামাক, নীবার, বরক, উদ্ভাল, নর্ভক, বরটিকা, তোদপর্ণী, কোদ্রব, মধূলিকা, নন্দীমুখী, বেণুযবা, প্রিয়ঙ্গু, কোরদূষক, গবেধুকা, নল, নালী, মুকুন্দ, বারিক প্রভৃতিতে তৃণধাত্ত বলা যায় । পীতকঙ্কুকে প্রিয়ঙ্গু ও কবটী, খেতকঙ্কুকে নলটী, রক্তকঙ্কুকে শোধিফা, কাককঙ্কুকে চীনাক এবং শণকঙ্কুকে শ্যামাক বলা

তৃণধান্তঃ লঘু স্নাত্ত্ব কটুপাকি বিলেখনম্ ।

রুক্ষোষ্ণঃ বন্ধনিস্তন্দং বাতপিত্তপ্রকোপনম্ ॥ ৬১ ॥

শীততণ্ডূলিকা কঙ্গুঃ প্রিয়ঙ্গুঃ কর্কটী মতা ।

সিতকঙ্গুস্তম্বস্টি রক্তকঙ্গুস্ত শোধিকা ।

চীনাঙ্কঃ কাককঙ্গুঃ স্নাত্ত্ব শ্যামাকঃ শণকঙ্গুঃ ॥ ৬২ ॥

শাল্যাদয়ঃ কঙ্গুভেদাঃ কোদ্রবঃ কুইসঃ স্মৃতঃ ।

কোদ্রবঃ কোরদূষঃ স্নাত্ত্ব উদ্ধালো বনকোদ্রবঃ ॥ ৬৩ ॥

প্রিয়ঙ্গুঃ পিত্তজিদ্‌ বৃষ্যো ভগ্নসন্ধানকৃদ্‌ গুরুঃ ।

শ্যামাকঃ শোষণঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্তকফাপহঃ ।

কোদ্রবঃ শীতলো গ্রাহী বিষপিত্তকফান্‌ জয়েৎ ॥ ৬৪ ॥

নীবারনামগুণাঃ ।

নীবার উটিকানাড়ী মুনিত্রীহিস্মুনিপ্রিয়ঃ ।

নীবারঃ শীতলো গ্রাহী পিত্তয়ঃ কফবাতকৃৎ ॥ ৬৫ ॥

যায় । শাখিধান্ত সকল কঙ্গু বিশেষ দ্বানিবে । কোদ্রবকে কুইস, কোরদূষকে কোদ্রব এবং বনকোদ্রবকে উদ্ধাল বলে । সর্ব বধ তৃণধান্ত—লঘুপাকী, মধুর রসাস্বিত, কটুপাকী, রসশোধক, রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, স্রাবরোধক, বাতল ও পিত্ত-প্রকোপক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় কঙ্গুকে কান্ধনী, শ্যামাককে শামাধান, নীবারকে উড়ীধান ও হিন্দীভাষায় “তিলী”, বরককে চীনেধান, উদ্ধালকে বনকোদ্রোধান, নর্দককে নাচক্‌, বরট্টিকাকে কুম্ভমীর্জ, কোদ্রবকে কোদ্রোধান, বেণ্ডুয়াকে বাঁশের চাউল, প্রিয়ঙ্গুকে পীতকান্ধনীধান, কোরদূষকে কোদ্রোধান এবং, গবেধুয়াকে গড়গড়ে দেধান ও কাকনীধান এবং হিন্দীভাষায় “গবেড়ুরা” বলে ॥ ৬২-৬৩ ॥

প্রিয়ঙ্গু, শ্যামাক ও কোদ্রবের গুণ ।

প্রিয়ঙ্গু—পিত্তনাশক, বীৰ্য্যজনক, ভগ্নাস্থিসন্ধায়ক ও গুরুপাকী । শ্যামক—রসশোধক, শীতল, রুক্ষ, পিত্তয় ও কফনাশক । কোদ্রব—শীতল, গ্রাহী, বিষয়, পিত্তলংহারক ও কফনাশক ॥ ৬৪ ॥

যবনালনামগুণাঃ ।

যবনালে। দেবধান্যজুহো'নিজু'হ্নলোহ্ননঃ ।

যবনালঃ স্বাদুঃশীতো বাতলঃ কফপিত্তজিৎ ॥ ৬৬ ॥

গবেধুকানামগুণাঃ ।

গবেধুকা কর্ণগী স্রাৎ গোজিহ্বা কর্ণগী মতা' ।

গবেধুকা কটুঃ স্বাদ্বী কাশ্যকৃৎ কফনাশিনী ॥ ৬৭ ॥

তুষ্টিতুষ্টিধান্যং ।

অপর্যাপ্তং ব্যাধিহতমনার্তবমভূমিজম্ ।

নবং জল্লাদিভিজু'ক্‌ৎ ন ধাত্যং গুণবস্মতম্ ॥ ৬৮ ॥

ধান্যং নবমভিষ্মিন্দী গুরু স্বাদু কফপ্রদম্ ।

বর্ষোষিতং সর্বধান্যং গৌরবং পরিসুষ্ণতি ॥ ৬৯ ॥

নীবারের নাম ও গুণ ।

নীবার, উটকা, নাড়ী, মুনিব্রীহি, মুনিপ্লিয়, { বনব্রীহি, তৃণধান্য, অরণ্যধান্য, মুনিধান্য, তৃণোদ্ভব, অরণ্যশালি, প্রসাধিকা ও তৃণাস্ত }, এই সকল শব্দ নীবারের নাম । নীবার—শীতল, গ্রাহী, পিত্তপ্র, কফবর্ধক ও বাতজনক ॥ ৬১ ॥

যবনালের নাম ও গুণ ।

যবনাল, দেবধান্য, জুহু, নিজু'হ্নল, অনন, { যোনাল, ভূর্ণাস্বয়, জোস্তালা, নিজপুশ্পিকা, পবনাল, চূর্ণাস, জুহল, জুলুল ও পুশ্পগন্ধ }, এই সকল শব্দ যবনালের নাম । যবনাল—স্বাদু, শীতল, বাতল, কফপ্র, ও পিত্তনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জনারুণদেধান্য ও দেধান এবং হিন্দীভাষায় পোনরী, জুহল ও জোয়ার বলে ॥ ৬৬ ॥

গবেধুকার নাম ও গুণ ।

গবেধুকা, কর্ণগী, গোজিহ্বা, কর্ণগী, { গবেধু, গবেড়ু, গবেড়ুকা, কুন্ত, কুন্ডা, গুজ্জ ও গুথ }, এই সকল শব্দ গবেধুকার নাম । গবেধুকা—কটুগন্ধ, মধুর, কণ্ঠস্বাদক ও কফনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গড়গড়ে ও হিন্দীভাষায় ইহাকে "গবেড়ুয়া" বলে ॥ ৬৭ ॥

গুণহীন, নুতন ও পুরাতনাদি ধাত্বের বিষয় ।

অন্নপুংক, বসধিহন্ত, অকালজাত, অভূমিজ, নুতন ও কীট ভক্ষিত ধাত, সকল গুণহীন বলিয়া জানিবে । নুতন ধাত—অভিষ্মানি, গুরুপাকী, স্বাদুসবুজ ও



ন মুঞ্চতি তদা বীৰ্য্যং ক্রমান্বুক্ত্যতঃ পরম্ ।  
 বিদাহি গুরু বিষ্ণুস্তি বিরূঢ়ঃ দৃষ্টিদূষণম্ ॥ ৭০ ॥  
 এতেষু যবগোধূমতিলমাষা নবা হিতাঃ ।  
 রুঢ়াঃ পুরাণবিরসা ন তথা গুণকারিণঃ ॥ ৭১ ॥  
 যৌ রাজ্ঞাঃ মুখতিলকঃ কটোরমল্ল  
 স্তেন ত্রীমদন নৃপেণ নির্মিতৈহত্ৰ ।  
 গ্রন্থেহভূমদনবিনোদ নাম্নি পূর্ণঃ  
 শালি যষ্টিকাদি ধান্যবর্গো দশমঃ ॥ ৭২ ॥

ইতি ধান্যবর্গো দশমঃ ।

ককজনক । বৎসরাতীত ধান্য — গুরুতা পরিভ্যাগ করে অর্থাৎ অত্যন্ত লঘুণাকী হয় । কিন্তু কোন বীৰ্য্য পরিভ্যাগ করে না অর্থাৎ অত্যন্ত সমস্ত গুণ বর্ত্তমান থাকে । এক বৎসরের পত্র হইতে ধান্য সকল বীৰ্য্যবিহীন হইতে থাকে । রোয়াধান—বিদাহী, গুরুপাকী, বিরূঢ়ী ও দৃষ্টিদূষক । সর্কপকার ধানের মধ্যে যব, গোধূম, তিল ও মাষকলার নুতন অবস্থায় অতীব হিতকর । রোয়াধান পুরাণ হটলে বিরস হয় এবং গুণবিহীন হইয়া থাকে ॥ ৬৮-৭১ ॥

রাজগণের মুখতিলক বক্রপ, প্রচণ্ড ষোড়শঙ্গর ত্রীমদ্রাজ্য মদনপাল বিরচিত মদনবিনোদ নামক গ্রন্থে সর্কবিধ ধান্যবর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ইতি দশম বর্গ সম্পূর্ণ ।

## অথ একাদশোহধ্যায়ঃ ।

মঙ্গলাচরণং ।

রাধাস্থ হরিং চরণয়োঃ পুতিতং কৰ্মাভ্যাসং

কোপাজ্জঘান তমুদীক্ষ্য পুনর্ইসন্তম্ ।

তৎপাদয়োঃ সমপতচ্চকিতাভিষতো- ।

মুখাপয়ন্ জয়তি কৈতবগোপবেশঃ ॥ ১ ॥

অন্নবর্ণঃ ।

আহারনামগুণাঃ

আহারো ভোজনং জঙ্ঘিন্‌তিত্যশো জীবনং তথা ।

আহারো বলকৃৎ সগঃ শ্রীগচ্চনা দেহধারকঃ ।

ওজস্তেজঃস্বরোৎসাহধৃতিস্মৃতিমতিপ্রদঃ ॥ ২ ॥

ভক্তনামগুণাঃ ।

ভক্তমন্ধস্তু ভিৎসোহহঙ্করন্দীদিবিরোদনঃ ।

ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং মৃত্বলং লঘু ॥ ৩ ॥

মঙ্গলাচরণং ।

রাধা স্বীয় চরণযুগলে নিপতিত হরিকে কোপ সহকারে করষয় ঘাৱা বিক্ষিপ্ত করিয়া ও পুনর্বার হাস্তকারী দেখিয়া, চকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ত্রিকুণ্ডলের পদতলে পতিত হইলে, তখন যিনি চরণপতিতা স্বামিনী রাধাকে উপিত করিয়াছিলেন; সেই লীলাময় গোপবেশধারী ত্রিকুণ্ডল আশাভগের জয় বিধান করুন ॥ ১ ॥

আহারের নাম ও গুণ ।

আহার, ভোজন, জঙ্ঘি, জীবন, { লেপ, নিষস, ত্রাদ, জঘন, বিষস, প্রত্যব-  
লান, জ্ঞান, অভ্যবহার, ভক্ষণ, ঘেদন ও নিগর }, এই শব্দ সকল আহারের  
নাম । আহার—স্বভোজক, তৃপ্তিকারক, দেহধারী এবং ওজঃ, তেজঃ, স্বর,  
উৎসাহ, ধৃতি, স্মৃতি ও মতি প্রদান করে ॥ ২ ॥

ভক্তের নাম ও গুণ ।

ভক্ত, মন্ধঃ, ভিৎস, অহঙ্কর, দীর্ঘিবি, ওদন, { অর, ভিয়া, ভিস্মা, কলিপু,  
জীবাতু, জীবনক, কৃ, আশুপিক, জীবহি, প্রসাদন ও ক্রূর }, এই সকল শব্দ

## বিবিধৌদননামগুণাঃ ।

স্বধৌতং প্রস্তুতক্ষোষণং বিশদং গুণবস্মতম্ ।

অধৌতমশ্রুতং শীতং গুরু বৃণ্যং কফপ্রদম্ ।

ভৃষ্টতণ্ডুলকং রুচ্যং সুগন্ধি কফজিল্লঘু ॥ ৪ ॥

ভক্তং মাংসং ফলং ক্ষীরং বৈদলান্নাদিসাধিতম্ ।

স্নেহশাকৈঃ গুরুতরং বৃণ্যং বল্যং কফপ্রদম্ ॥ ৫ ॥

রসৌদনো গুরুবৃষ্যো বল্যো বাতজ্বরপহঃ ।

ঘোলং ভক্তং গ্রহণ্যর্শঃ শ্রমঘ্নং পাচনং হিমম্ ॥ ৬ ॥

অভ্যুষ্ণং বলহরং শীতমৃণ্মধু দুর্জরম্ ।

অতিক্রিন্নং গ্লানিকরং দুর্জরং তণ্ডুলান্বিতম্ ॥ ৭ ॥

সৌমনস্যং বলং পুষ্টিমুৎসাহঃ হর্ষণং সুখম্ ।

স্বাদু সজ্জনয়েদন্নঃ হিমাশ্মাদুঃপর্য্যরম্ ॥ ৮ ॥

## পেয়াদিলক্ষণম্ ।

যবাগুঃ ষড়্গুণে তোয়ে সংসিক্তা বিরলদ্রবা ।

চতুর্গুণে তু সংসিক্তা বিলেপী ঘনসিক্খিকা ॥ ৯ ॥

অন্নের নাম । অন্ন—অগ্নিকর, সুপথ্য, তপন, মূত্রপ্রবর্তক ও লঘু । জলধৌত অন্ন—উষ্ণ, বিশদ ও অতীব গুণশালী । অধৌত অন্ন—প্রসেক নিরোধক, শীত-বীৰ্য্য, গুরুপাকী, বীৰ্য্যাকর ও কফজনক । ভৃষ্ট তণ্ডুলের অন্ন—কটিকর, সুগন্ধি, কফনাশক ও লঘুপাকী । মাংস, ফল, দুগ্ধ, বৈদল, অন্ন ও স্নেহ এবং শাকাদি সহ প্রস্তুত অন্ন—গুরুপাকী, বীৰ্য্যজনক, বলকর ও কফপ্রদ । মূলান্নাদির যুগ্মযুক্ত অন্ন—গুরুপাকী, বীৰ্য্যাকর, বলকারক ও বাতজ্বরনাশক । ঘোলান্ন—গ্রহণী নাশক, অর্শোর, শ্রমনিবারক, পরিপাচক এবং শীতল । অভ্যাস্ত উষ্ণ অন্ন—বল-নাশক । শীত এমন উষ্ণ অন্ন—দুশ্চাচ্য । অতিক্রিন্ন অন্ন—গ্লানিকারক । তণ্ডুল যুক্তান্ন—দুশ্চাচ্য । মাংসসহ প্রস্তুত অন্ন ( পলান্ন, পোলো )—মনের প্রীতি, বল, পুষ্টি, উৎসাহ, হর্ষ ও সুখ উৎপাদন করে এবং মধুর রস বিশিষ্ট ॥ ৩-৮ ॥

## পেয়াদির লক্ষণ ।

ছয়গুণ জলে সিদ্ধ জ্ববিহীন অন্নকে যবাগু বলে । চারিগুণ জলে সিদ্ধ ঘন

পেয়া সিক্খান্নিতা তোয়ে চতুর্দশগুণীকৃত্য ।

মণ্ডশচতুর্দশগুণে সিদ্ধান্তোয়ে ত্বসিক্খকঃ ॥ ১০ ॥

যবাগুণ্ডণাঃ ।

যবাগুণ্ডাহিণী তৃষণজ্বরশ্চী বস্তিশোধনী ॥ ১১ ॥

বিলেপীগুণাঃ ।

বিলেপী দীপনী বল্যা হৃদ্যা সংগ্রাহিণী লঘুঃ ।

ত্রণাকিরোগিনাং পথ্যা তর্পণী তৃট্জ্বরপহা ॥ ১২ ॥

পেয়াগুণাঃ ।

পেয়া কৃষ্ণিগদক্রান্তিজ্বরস্তস্তাতিসারজিৎ ।

রুচ্যাগ্নিক্লম্বুদৌষমলশ্বেদানুলোমিনী ॥ ১৩ ॥

মণ্ডগুণাঃ ।

মণ্ডো গ্রাহী লঘুঃ শীতো দীপনো ধাতুসাম্যকৃৎ ।

স্রোতোমর্দিবকৃৎ পিত্তজ্বরশ্লেষ্মশ্রমাপহঃ ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধ (সিটে) সংযুক্ত অন্নকে বিলেপী বলে। চতুর্দশ গুণ জলে সিদ্ধ সিটে-  
যুক্ত অন্নকে পেয়াবলে এবং চৌদ্দগুণ জলে সিদ্ধ সিটে বিহীন-তরল-পদার্থকে  
মণ্ড বলা যায় ॥ ১০—১০ ॥

যবাগুণ্ডণাঃ ।

যবাগু—মলরোধক, তৃষণনাশক, জ্বরে ও বস্তিশোধক ॥ ১১ ॥

বিলেপী গুণাঃ ।

বিলেপী—অগ্নি প্রদীপক, বলকর, হৃদ্য, সংগ্রাহী, লঘুপাকী, ত্রণরোগীর ও  
ক্লিরোগীর সুপথ্য, তর্পণ, তৃষ্ণা সংহারক ও জ্বর নিবারক ॥ ১২ ॥

পেয়া গুণাঃ ।

পেয়া—কৃষ্ণিযোগ, ক্রান্তি, জ্বর, ঝুঁকুস্ত ও অতীশারোগ নিবারক, কটিকারক,  
অতীশারোগনাশক, লঘুপাকী এবং ইহা দ্বারা বাতাদি হিমোষের, মলের ও  
ঘর্মের অহ্নলোমহয় ॥ ১৩ ॥

মণ্ড গুণাঃ ।

মণ্ড—সংগ্রাহক, লঘুপাকী, শীতবীর্ষ্য, অতীশারোগনাশক, ধাতুর সাম্য-  
কারক, স্রোতোগণের মূহুতাবিধায়ক, পিত্তজ্বরনাশক, কফনিবারক এবং  
শ্রমনাশক ॥ ১৪ ॥

যাব্যমণ্ডলাজমণ্ডনামণ্ডণাঃ ।

যাব্যমণ্ডো যবৈভৃ কৈলাজমণ্ডস্ত শালিভিঃ ॥

যাব্যমণ্ডো লঘুগ্রাহী শূলানাহত্রিদোষজিৎ ॥ ১৫ ॥

নবজরেহপি পথোহয়ং পটোলমাগধানিতঃ ।

লাজমণ্ডো লঘুগ্রাহী সগ্গঃ পাচনদোপনঃ ॥ ১৬ ॥

অষ্টগুণমণ্ডনামণ্ডণাঃ ।

তণ্ডুলৈরর্কমুদগাংশৈঃ কিকিদ্ভৃকৈস্ত পাচিভৈঃ ।

হিস্মিন্ধুখধনিকাপত্রিকটুমংস্কৃতঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রেয়ঃ সোহক্টগুণো মণ্ডো জরদোষত্রয়াপহাঃ ।

রক্তঃ সূদ্বোধকঃ প্রাণা দীপনঃ শীতলো লঘুঃ ॥ ১৮ ॥

মুদগযুষ্যনামণ্ডণাঃ ।

যুষঃ স্মৃতো বৈদলানামক্টাদশগুণেহস্তসি

মুদগানামভ্রমো যুষো দীপনঃ শীতলো লঘুঃ ।

ত্রিগোন্ধজন্তুরুগ্ধাহকফপিত্তজ্বরাস্রজিৎ ॥ ১৯ ॥

যাব্যমণ্ডের ও লাজমণ্ডের নাম ও গুণ ।

ভূত্ববৈর মণ্ডকে যাব্যমণ্ড বলে । শালিধান্তের লাজ (ধৈ) বরা প্রস্তুত মণ্ডকে লাজমণ্ড বলা যায় । যাব্যমণ্ড—লঘুপাকী, মলসংরোধক, শূলরোগ বিনাশক, আনাহ নিবারক, ত্রিদোষ প্রশমক এবং ইহা পটোল ও পিপুল সহ নবজরে প্রয়োগ করা যায় । লাজমণ্ড—লঘুপাকী, গ্রাহী সত্তাই পরি-পাচক ও অগ্নীদীপক ॥ ১৫-১৬ ॥

অষ্টগুণমণ্ডের নাম ও গুণ ।

কিকিৎ ভূত্ব অর্ধেক পরিমাণ যুগের দাউল ও তণ্ডুল এবং হিং, লৈলবলবণ, ধনে, তেজপত, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত মণ্ডকে অষ্ট-গুণ মণ্ড বলা যায় । ইহা—জ্বর, ত্রিদোষ প্রশমক, রক্তোৎপাদক, সূষোধক, প্রাণপ্রদ, অগ্নিপ্রদীপক, শীতল ও লঘুপাকী ॥ ১৭-১৮ ॥

মুদগযুষ্যের নাম ও গুণ ।

বৈদল দ্রব্য মুদগাদির দাউল আঠাব গুণ জলে পাক করিলে তাহাকে যুষ বলা যায় । সর্ষপাকর যুষের মধ্যে যুগে। যুষ অত্যাৎকৃষ্ট, অগ্নিদীপক, শীতল, লঘুপাকী, এবং ইহা দ্বারা ত্রণ, শীতের উষ্ণকরোগ, কৃমিরোগ, দাহ, কফ, পিত্তজ্বর ও রক্তপিত্তরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

দাড়িমামলকযুষ্মনমণ্ডণাঃ ।

দাড়িমামলকৈযুষ্মঃ পিত্তবাতহরো লঘুঃ ॥ ২০ ॥

মুদগামলকযুষ্মনামণ্ডণাঃ ।

মুদগামলকৈযুষ্মস্ত ভেদনঃ কফপিত্তজিৎ ।

তৃড্‌দাহশমনঃ শীতো মূচ্ছাশ্রমমদাপহঃ ॥ ২১ ॥

কুলথযুষ্মনামণ্ডণাঃ ।

কুলথযুষ্মো গুল্মার্শঃ কফবাতাশ্মশৰ্করাঃ ।

তুনীপ্রতুনীমেদাংসি নিহন্তি জ্বগ্নিকৃৎসরঃ ॥ ২২ ॥

সূপ্যমূলকযুষ্মনামণ্ডণাঃ ।

সূপ্যমূলকজো যুষ্মো গলগ্রহকফজ্বরান্ ।

হন্তি শ্বাসপ্রতিশ্যায়কাসমেদোহরুচিক্রমোন্ ॥ ২৩ ॥

দাড়িমামলক যুষ্মের নাম ও গুণ ।

দাড়িম ও আমলকী একত্র করিয়া যুষ্ম প্রস্তুত করিলে, তাহাকে দাড়িমামলক যুষ্ম বলে । ইহা পিত্তনাশক, বাতহর ও লঘু ॥ ২০ ॥

মুদগামলক যুষ্মের নাম ও গুণ ।

মুগেরদাইল ও আমলকী, একত্র করিয়া যুষ্ম প্রস্তুত করিলে, তাহাকে মুদগামলক যুষ্ম বলে । ইহা ভেদক, কফহর, পিত্তনাশক, তৃষ্ণানিবারক, দাহশ্রমক, শীতল, মূচ্ছানাশক, শ্রমহর ও মত্ততানিবারক ॥ ২১ ॥

কুলথ যুষ্মের নাম ও গুণ ।

কুলথি কলায়ের যুষ্মকে কুলথ যুষ্ম বলে । কুলথি কলায়ের যুষ্ম—গুল্ম, অর্শ, কফ, বাত, জন্মরী ( পাথর বা কল ), শৰ্করা ( শিশু দিয়া চিনির তার খাতু নির্গত হওয়া ), তুনী ( বাতব্যাদি বিশেষ ), প্রতুনী ( বাতব্যাদি বিশেষ ) ও বেলেরোগ নাশক, জঠরাগ্ন প্রদীপক ও ভেদক ॥ ২২ ॥

সূপ্যমূলক যুষ্মের নাম ও গুণ ।

সিমেরবীজ ও মূলা একত্র করিয়া যুষ্ম প্রস্তুত করিলে, তাহাকে সূপ্যমূলক যুষ্ম বলা যায় । ইহা—গুল্মরোগ, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, কাস, মেদ, অরুচি ক্রমিরোগ বিনাশ করে ॥ ২৩ ॥

## চণযূষনামগুণাঃ ।

চণকৈর্বিহিতো যুষোহুক্ষস্তবরকো লঘুঃ ।

রক্তপিত্তপ্রতিশায়কাসপিত্তকফপহঃ ॥ ২৪ ॥

## মকুষ্ঠযূষনামগুণাঃ ।

মকুষ্ঠযূষঃ সংগ্রাহী পিত্তশ্লেষ্মজ্বরপহঃ ।

লঘুঃ সন্তপণঃ পথ্যো হৃদ্য পীনসকাসজিৎ ॥ ২৫ ॥

## কৃতাকৃতযূষনামগুণাঃ ।

যূষঃ কৃতার্থোহলবণঃ স্নেহকৃদ্বারিসাধিতঃ ।

অকৃতশ্চৈর্বিনা সিদ্ধঃ ক্রমাদ্ গুরুলঘু চ ভৌ ॥ ২৬ ॥

## যূষসামান্যনামগুণাঃ ।

যূষা গৌরমপাত্মাশ্লেফলাদিভিরন্বিতাঃ ।

যথোত্তিরং গুরুতরা বাতঘ্না রুচিকারিণঃ ॥ ২৭ ॥

## চণক যূষের নাম ও গুণ ।

বুটের যূষকে চণক যূষ বলে । ইহা—ঈষৎক, কষায় রূপশিষ্ট, লঘুপাকী এবং রক্তপিত্তরোগ, প্রতিশায়, কাসরোগ, পিত্ত ও কফ নিবারণ করে ॥ ২৪ ॥

## মকুষ্ঠ যূষের নাম ও গুণ ।

বহুগুণের যূষকে মকুষ্ঠযূষ বলা যায় । ইহা—মলবোধক, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নাশক, লঘুপাকী, তপ্তিকর, স্নেহা, হৃদ্য, পীনসরোগ নাশক ও কাসঘ্ন ॥ ২৫ ॥

## কৃতযূষের ও অকৃতযূষের নাম ও গুণ ।

অন্নলবণ ও অন্নস্নেহ (যুত চাউল) সংযুক্ত অন্নদ্বারা প্রস্তুত যূষকে কৃতযূষ বলে । লবণ ও স্নেহবিহীন কেবলমাত্র অন্নদ্বারা প্রস্তুত যূষকে অকৃতযূষ বলা যায় । কৃতযূষ—গুরুপাকী এবং অকৃতযূষ—লঘুপাকী ॥ ২৬ ॥

## যূষ সামান্যের নাম ও গুণ ।

জ্বর, কাঁজি ও তেঁতুলাদি সহ প্রস্তুত যূষ সকল ক্রমশঃ গুরুপাকী অর্থাৎ হৃৎসান্বিত যূষ অপেক্ষা কাঁজি দ্বারা প্রস্তুত যূষ গুরুতর এবং কাঁজিক সাধিত যূষাপেক্ষা তেঁতুল সহ প্রস্তুত যূষ গুরুপাকী এবং বাতঘ্ন ও রুচিজনক । যে প্রকার অন্ন ও ঔষধাদি সহ যুগাদি প্রস্তুত করা যাইবে,

বৈরম্মৈরৌষধৈর্ধেষ্চ কৃতা যশাদয়ো বুধৈঃ ।

বিচার্য তদগুণানেনাত্যন্তদগুণানেন নিদ্दिशेৎ ॥ ২৮ ॥

সূপ্যনামগুণাঃ ।

সূপ্যস্ত সূপ্যকো ভূফৈঃ শিশ্বজৈর্নিম্বমৈঃ কৃত্ত্বঃ ॥ ২৯ ॥

সূপ্যং বিকৃন্তি রূপং স্রাৎ নিরন্নস্ত বিশেষতঃ ।

নিম্বমং ভূমিসিদ্ধং তন্ম্রাঘবং স্রতরাং ব্রজেৎ ॥ ৩০ ॥

কুশরানামগুণাঃ ।

কচিৎ সমাধৈঃ কাপ্যেবং কুশরা তিলতণ্ডুলৈঃ ।

কুশরা বলকৃদ্ গ্রাহা সিদ্ধা তণ্ডুলবৈদলৈঃ ॥ ৩১ ॥

কুশরা শুক্রলা বীল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদাঃ ।

হৃজ্জীরা পৃষ্ঠিবক্ৰান্তমলহ্রদ্রাতনাশিনী ॥ ৩২ ॥

ক্ষিপ্ৰানামগুণাঃ ।

ক্ষিপ্ৰাপি তদগুণা সৈমা স্রধান্নগুণকারিণী ॥ ৩৩ ॥

যশাদি সেই সকল অন্ন ও ঔষধের গুণের সমুদয় বলিয়া জানিবে ॥ ২৭—২৮ ॥

সূপ্যের নাম ও গুণ ।

ছুই ও নিম্ব শিশুজের প্রস্তুত সুপকে সূপ্য বলে । সূপ্যক উহার নামান্তর । সূপ্যাবিষ্টতা ও রূক । নিরন্নসূপা—অন্নসূপ্য অপেক্ষা অধিকতর বিষ্টকারণক ও সমধিক রূক । ভূবাবহান ভজিত ( সান্তলান ) সূপ্য—সর্ল্যাপেক্ষা লঘুপাকী ॥ ২৯—৩০ ॥

কুশরার নাম ও গুণ ।

তণ্ডুল ও মাষকলাই একত্র পাক করিলে অথবা তিল ও তণ্ডুল একত্র পাক করিলে ( কেহ কেহ বলেন মুগাদি যে কোন দাইল ও তণ্ডুল একত্র পাক করিলে ) তাহাকে কুশরা ( গিচুড়ী ) বলা যায় । দাইল ও তণ্ডুল সহ প্রস্তুত কুশরা—বলকর ও মলসংরোধক । তিল ও তণ্ডুলের কুশরা—গুরু-বর্ধক, বলকর, গুরুপাকী, পিত্তজনক, কফপ্রাবক, হৃশাচা, পৃষ্টিকর, বিষ্টক-কারক, মলনাশক ও বাতনাশক ॥ ৩১—৩২ ॥

ক্ষিপ্ৰা ও স্রধান্ন নাম ও গুণ ।

ক্ষিপ্ৰা ( কুশরার ত্রায় প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ )—কুশরার ত্রায় গুণবিশিষ্ট । স্রধান্ন—( লক্ষ্য বিশেষ )—ক্ষিপ্ৰা হইতে ভিন্নগুণবিশিষ্ট ॥ ৩৩ ॥



## ক্ষীরনামগুণাঃ ।

ক্ষীরেয়ী পরমামং স্নাতং পায়সং ক্ষীরতণ্ডুলৈঃ ।  
 ক্ষীরেয়ী দুর্জ্জরা বল্যা ধাতুপুষ্টিপ্রদা গুরুঃ ।  
 বিষ্টস্তিহী হরেৎ পিত্তরক্তভৃগুগ্নিমারুতান্ ॥ ৩৪ ॥

## রাজখণ্ডবাদিনামগুণাঃ ।

গুড়াদিপকং কথিতমাসমায়ফলং পুনঃ ।  
 স্নেহৈলানাগরৈর্যুক্তৈঃ স্নাতব্যো রাজখণ্ডবঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সিতারুচকসিদ্ধুত্থৈঃ সুবৃক্ষায়পন্নবটৈঃ ।  
 নিম্বফলরসৈর্যুক্তো রাগো রাজিকয়া কৃতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 খাণ্ডবা মধুরান্নাদিরসসংযোগসংভবাঃ ।  
 দীপনা বৃহণা বন্যাস্তীক্ষ্ণা দৃঢ়াঃ শ্রমাপহাঃ ॥ ৩৭ ॥

## খণ্ডাত্রখণ্ডামলকনামগুণাঃ ।

আত্মামলকলেহাণ্ডা দৃঢ়া বুদ্ধিবলপ্রদাঃ ।  
 ভপণা রোচনাঃ স্নিগ্ধা মধুরা গুরুবস্তৃথা ॥ ৩৮ ॥

## পায়সের নাম ও গুণ ।

ক্ষীরেয়ী, পরমাম ও পায়স, এই শব্দত্রয় পায়সের নাম । ইহা তৃষ্ণ ও তপ্তস একত্র করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় । পায়স—ছপাচো, বলকর, ধাতু বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, গুরুপাকী, বিষ্টভী এবং রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, অগ্নি ও বাত-বিনাশ করে ॥ ৩৪ ॥

## রাজখণ্ডবাদির নাম ও গুণ ।

সিদ্ধ কাচো আম গুড়াদি সহ পাক করিয়া স্নেহ ও শুষ্ঠীচূর্ণ সহ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে রাজখণ্ডব বলা যায় । চিনি, ছোলপনেবুর রস ও সৈন্দব লবণ সহ রাইসরিষার ফোড়ন দ্বারা পাককরা তেঁতুল ও পল্লবফল, নেবুর রস সহ মিশ্রিত করিলে রাজখণ্ডব বলা যায় । সর্ষপিষ খাণ্ডব-মধুর, কষ্ট প্রভৃতির রস সংযোগে প্রস্তুত, অগ্নিদীপক, বৃহণ, কটিকারী, ভীক্ষ, শ্রুত ও শ্রমর ॥ ৩৫—৩৭ ॥

## খণ্ডাত্র ও খণ্ডামলকের নাম ও গুণ ।

খণ্ড (চিনি) সহ পাককরা লেহবৎ আমকে খণ্ডাত্র এবং আমলকীকে

রসালানামগুণাঃ ।

সমিতং দধি মপ্নাজ্যমরিচৈচলাদিসংস্কৃতম্ ।  
 মথিতং কান্তমানিত্যা কপূরপার্বাসিতম্ ॥ ৩৯ ॥  
 রসাল্লা শিখরা প্রোক্তা মার্জিকা মাজিকা বুধৈঃ ।  
 রসাল্লা শুক্রল্লা বল্যা রোচনী বাতপিপ্তজিৎ ॥ ৪০ ॥  
 স্নিগ্ধা গুরুঃ প্রতিশ্যায়ঃ বিশেষেণ বিনাশয়েৎ ॥ ৪১ ॥

পাননামগুণাঃ ।

দ্রাক্ষাল্লিকাপরুষাদিজলং খণ্ডাদিমিশ্রিতম্ ।  
 মরিচার্দ্ধককপূরখাভূতাতাদিসংস্কৃতম্ ॥ ৪২ ॥  
 পানকং দ্বিবিধন্তস্মাদিয়ান্নাবভেদতঃ ।  
 দ্রাক্ষাখণ্ডজ্বরকাশর্য্যাসমধুকপক্লমকঃ ॥ ৪৩ ॥  
 পঞ্চসারাভিধং পানং চন্দ্রসূর্য্যাধিবাসিতম্ ।  
 পানকং নূত্রলং হৃগং গ্রীণনন্তু শ্রমাপহন ॥ ৪৪ ॥

যণ্ডামলক বলে। এই সকল-দ্রব্য-সমুহ, বুদ্ধিজনক, বলপ্রদ, তপণ, কৃচিকর, স্নিগ্ধ, মধুর ও শ্রমহর । ৬৮ ।

রসালার নাম ও গুণ ।

চিনি, দধি, মধু, হৃত, মরিচ, এল্যাচি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত, কামিনী দ্বারা মথিত কপূরবাসিত পদার্থকে রসাল বলে। শিখরা, মার্জিকা, মাজিকা, শিখরিণী ও মার্জিতা, এই শব্দ কয়েকটা উহার নামান্তর। রসাল—শুক্র-বলক, বলকর, ক্ষয়িদীপক, ক্রাচকর, বাতর, পিত্তনাশক, স্নিগ্ধবীৰ্য্য, গুরুপাকী এবং প্রতিশ্যায়রোগ বিনাশক ॥ ৩৯-৪১ ॥

পানকাদির নাম ও গুণ ।

দ্রাক্ষা, তেঁতুল ও পঞ্চকল প্রভৃতির রস চিনির সহিত মিশ্রণ পূর্বক মরিচ, মার্জিক, কপূর ও চাতুর্জাতিকাদি দ্বারা সংস্কৃত পদার্থকে পানক বলে। প্রচলিত লক্ষণাব্যাহার ইহাকে পান্য ও বাবনিক ভাষায় মন্ববৎ বলে। অন্ন ও অনন্নভেদে পানক দুইপ্রকার। দ্রাক্ষা, খেজুর, পাভারী, মৌল পুষ্প ও পরুষক, এই পঞ্চ দ্রব্যের মজ্জা একত্র করিয়া কপূর ও জাকরণ সহ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে পঞ্চসার পানক বলে। পানক—স্বাভাবিক মূত্রপ্রবর্তক, দৃঢ়, গ্রীভিকর ও শ্রমহর। যে দ্রব্য দ্বারা যে পানক প্রস্তুত হইবে, সেই দ্রব্যের গুণানুসারে উহার

যথা দ্রব্যগুণস্তৎ তু গুরু লঘুদি নির্দিশেৎ ।

পঞ্চসারাভিধং পিত্ততৃষ্ণদাহশ্রমাপহম্ ॥ ৪৫ ॥

মৃদ্বীকং শ্রমদাহশ্রপিত্তক্লমতৃষাপহম্ ।

রুক্ষাণাং কোমলং হৃদ্যং পাচনঞ্চ বলপ্রদম্ ॥ ৪৬ ॥

অগ্নিকার্যাঃ রসস্তৃষ্ণাকৃমিদাহশ্রমাপহঃ ॥ ৪৭ ॥

নদকনামগুণাঃ ।

নিঃস্নেহং দধি নির্মথ্য পচেৎ শর্করয়াবিতম্ ।

সর্বোষদাড়িমাজাজিঃ সন্দকোহয়মদাহতঃ ॥ ৪৮ ॥

সন্দকো রোচনঃ স্বর্ষাঃ পিত্তানিলহরো গুরুঃ

দীপনস্তপ্ণণো বলাঃ শ্রমক্লমতৃষাপহঃ ॥ ৪৯ ॥

পোলিকানামগুণাঃ ।

কুকুলকর্ণ টড্রাক্ষাকণ্টকারিবিপাচিতাঃ ।

মণ্ডকাঢ়া যথাপূর্বং গুরবো বৃহংগা মতাঃ ॥ ৫০ ॥

গুরু, লঘু প্রভৃতি গুণাগুণ নির্ণয় করিবে । পঞ্চসার পানক—পিহ, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রম বিনাশক । স্বাক্ষাক্ষ পানক—লগ্ন, দাহ, বর্ত্তপিত্ত, কফ ও তৃষ্ণা-বিনাশক । পঙ্কবফলকৃত পানক—কোমল, হৃদ্য, পাচক ও বলকর । হেতুলের পান্য—তৃষ্ণা, কৃমি, দাহ ও শ্রম বিনাশ করে ॥ ৪২-৪৭ ॥

সন্দকের নাম ও গুণ ।

স্নেহবিহীন দধি চিনির সহিত পাক করিয়া ত্রিকটুচূর্ণ, দাড়িমের রস ও জীরাচূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া লইলে, তাহাকে সন্দক খাওয়া যায় বলে । ইহা—কচিম-ক, শ্রমরত্নাকারক, পিত্তর, বাতর শক, কফ হারী, অগ্নিসম্পীক, তপ্পন, বলকর, শ্রমনাশক, কৃমিনিবারক ও তৃষ্ণানিবারক ॥ ৪৮-৪৯ ॥

মণ্ডকাঢ়ির নাম ও গুণ ।

যুঁটের আঙন, ভুঁইয়ের আঙন, বহুধণ্ডের আঙন, স্বাক্ষার আঙন ও কটকানীর আঙন দ্বারা প্রস্তুত মণ্ডকাঢ়ি যথাপূর্ব গুরুশাকী ও বৃহৎ । মণ্ডক—৮টার জায় পাভ করিয়া ওপরাতিতে ( মরা খোলা প্রভৃতিতে ) ঢালিয়া প্রস্তুত করিতে হয় । যতক অগ্নিকা পাড়লা কটীকে পুপালিকা বা পোলিকা বলে ।

দ্ব্যনামাধিত দ্ব্যংগ ১ ।

মণ্ডকঃ সূচিতঃ সূক্ষ্মঃ কর্পূরাদিষু পাচিতঃ ।

স এব কিকিচ্ছু ক্ষুদ্র বৃধৈঃ পূপালিকা মতা ॥ ৫১ ॥

অঙ্গারকর্কটী সৈব বিজ্ঞেয়াঙ্গারপাচিতঃ ।

অত্যুষ্ণো মণ্ডকঃ পথ্যঃ শীতঃ স গুরুরুচ্যক্ ॥ ৫২ ॥

অঙ্গারমণ্ডকো গ্রাহী লঘুর্দোষত্রয়াপহঃ ।

পোলিকা কফকৃদ কল্যা পিত্তলা বাতশূদ্ গুরুঃ ॥ ৫৩ ॥

অঙ্গারকর্কটী বল্যা বৃংহণী শুক্রলা লঘুঃ ।

দীপনী কফজদ্রোগপীনসম্বাসবাতাজ্জ ॥ ৫৪ ॥

শালিভক্ষ্যনামগুণাঃ ।

শালিপিষ্টকৃতা ভক্ষ্যা নাতিবল্যা বিদাহিনঃ ।

অরুণা গুরুবঃ শ্লেষ্মকফপিত্তপ্রকোপনাঃ ॥ ৫৫ ॥

গোধূমভক্ষ্যনামগুণাঃ ।

গোধূমবিহিতা ভক্ষ্যা বল্যাঃ পিত্তানিলাপহাঃ ।

বৈদলা বাতলা ভক্ষ্যা গুরুনস্তবরা হিমাঃ ॥ ৫৬ ॥

অজানাগ্নিসংযোগে পাককরা মণ্ডকে অঙ্গারকর্কটী বলে । অত্যন্ত উষ্ণ মণ্ডক—  
সুপথ্য । শীতল মণ্ডক—গুরুপাকী । অজানাগ্নি সংযোগে প্রস্তুত মণ্ডক—  
মলরোধক, লঘুপাকী ও ত্রিলোবনাশক । পোলিকা—কফকর, বলজনক, পিত্ত-  
বর্ধক, বাতনাশক ও শুক্রপাকী । অঙ্গারকর্কটী—মলকারক, বৃংহণ, শুক্রবর্ধক,  
লঘুপাকী, অঠরাগ্নিসম্পাদক এবং কফ, জদ্রোগ, পীনস, বাস ও বাতনিবারক  
। ৫০-৫৪ ।

শালিভক্ষ্যের নাম ও গুণ ।

শালিভাষ্মের ততুলকৃত ভক্ষ্য ভ্রব্যকে শালিভক্ষ্য বলে । ইহা অল্প বলকর,  
নিদ্রাহি, অল্প বীর্ধ্যবর্ধক, গুরুপাকী, শ্লেষ্মজনক, কফপ্রবর্ধক ও পিত্তপ্রকোপী  
। ৫৫ ।

গোধূমভক্ষ্যের নাম ও গুণ ।

গোধূম ( গম ) কৃত ভক্ষ্য ভ্রব্যকে অর্থাৎ ময়লা বা মুলী দ্বারায় প্রস্তুত ভক্ষ্য  
ভ্রব্যকে গোধূমভক্ষ্য বলা যায় । ইহা—বলজনক, পিত্তর ও বাতনিবারক ।

শামভক্ষ্যনামগুণাঃ ।

শামপিষ্টকৃতা ভক্ষ্যা বল্যাঃ পিত্তকফপ্রদাঃ ॥ ৫৭ ॥

গুড়যুক্তভক্ষ্যনামগুণাঃ ।

বিচার্য্যামগুণান্ ভক্ষ্যানন্তানপি বিনির্দ্দেশেৎ ।

গোড়িকা গুরবো ভক্ষ্যা বাতহ্নাঃ কফশুক্ৰলাঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্রতপকভক্ষ্যনামগুণাঃ ।

ব্রতপাচিতভক্ষ্যাস্ত বল্যাঃ পিত্তকফাপহাঃ ॥ ৫৯ ॥

তৈলপকভক্ষ্যনামগুণাঃ ।

তৈলজা দৃকসমীরস্নাস্তৃ ফাপিত্তাস্রদূষণাঃ ॥ ৬০ ॥

দুগ্ধভক্ষ্যনামগুণাঃ ।

দুগ্ধালোড়িতগোধুমশালিপিষ্টাদিনির্মিতাঃ ।

বাতপিত্তহরা ভক্ষ্যা ক্ষুণ্ণাঃ শুক্ৰবলপ্রদাঃ ।

বিচার্য্যামগুণান্ ভক্ষ্যানন্তানপি বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ৬১ ॥

বৈদলভক্ষ্যের নাম ও গুণ ।

মুগ, মসুর প্রভৃতি বৈদল দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত ভক্ষ্যকে বৈদলভক্ষ্য বলে। ইহা—বাতবর্দ্ধক, গুরুপাকী, কষায়রসবিশিষ্ট ও লীহল ॥ ৫৬ ॥

শামভক্ষ্যের নাম ও গুণ ।

শামকলাই দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষ্যকে শামভক্ষ্য বলে। ইহা—বলকর, পিত্ত-বর্দ্ধক ও কফপ্রদ ॥ ৫৭ ॥

গুড়যুক্ত ভক্ষ্যের গুণ ।

গুড়যুক্ত খাদ্য দ্রব্য সকল—গুরুপাকী, বাতনাশক, কফবর্দ্ধক ও শুক্ৰজনক ॥ ৫৮ ॥

ব্রতপক ভক্ষ্যের গুণ ।

ব্রত দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য সকল—বলকর, পিত্তনাশক ও কফর ॥ ৫৯ ॥

তৈলপক ভক্ষ্যের গুণ ।

তৈল সহযোগে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য সকল—দৃষ্টিশক্তিবিনাশক, বাত, উষ্ণবীৰ্য্য এবং পিত্ত রক্তদূষক ॥ ৬০ ॥

দুগ্ধভক্ষ্যের নাম ও গুণ ।

দুগ্ধসহ আলোড়িত গোমুখ ও তুলসাদি দ্বারা প্রস্তুত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল—বাতশিথারক, পিত্তর, ক্ষুণ্ণ, শুক্ৰজনক ও বলপ্রদ। প্রস্তুতকরণক দ্রব্য সকলের ভেদভেদে কলাসে খাদ্য দ্রব্য সমূহের গুণাগুণ নির্দেশ করিবে ॥ ৬১ ॥

দ্রুতপূরনামগুণাঃ ।

ক্ষীরেণ মদ্বিতং চূর্ণং গোধূমানাং স্ফালিতম্ ॥ ৬২ ॥  
 বিস্তার্য সর্পিষা যুক্তং ততঃ শ্বেতবিমিশ্রিতম্ ।  
 দ্রুতপূরোহয়মুদ্ভিক্তং কপূরমরিচাবিতং ॥ ৬৩ ॥  
 সমিতো মদ্বিতঃ ক্ষীরনারিকেলসিতাদিভিঃ ।  
 অবগাহো দ্রুতপকে দ্রুতপূরোহপরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৪ ॥  
 দ্রুতপূরো গুরুব্রজো হৃদঃ পিত্তানিলাপহঃ ।  
 স্নগঃ প্রাণপ্রদো বল্যঃ ক্ষতজিহ্বরুংহণঃ পরঃ ॥ ৬৫ ॥

সমিতাসংযাবনামগুণাঃ ।

সমিতাং সর্পিষা ভূক্টাং শ্বেতাং মরিচমিশ্রিতাং ।  
 এলালবঙ্গকপূরচূর্ণাদিপরিসংস্কৃতাম্ ॥ ৬৬ ॥  
 ক্ষিপ্তান্নসমিতালম্বপুটেষু স্মরতে পচেৎ ।  
 ততঃ খণ্ডে ন্যসেৎ পকং সংনীবোহয়মুদ্ভিক্তং ॥ ৬৭ ॥

দ্রুতপূরের নাম ও গুণ ।

দ্রুতপূরক, { পিঠপূর, দ্রুতপূর, 'দ্রুতবর' ও 'ভার্তিক' }, এই সকল শব্দ দ্রুতপূরের নাম । সুক্ষ্ম গোধূম চূর্ণ ক্ষীর ( দুগ্ধ ) সহ মর্দন পূর্বক ঘন হইলে দ্রুত মিশ্রণ পূর্বক প্রসারিত করিয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া মরিচ চূর্ণ ও কপূর দ্বারা সুবাসিত হইলে, তাহাকে দ্রুতপূর ( চতুপুলী ) বলা যায় । কেহ কেহ বলেন— দুগ্ধ, নারিকেলকোরা ও চিনি একত্র করিয়া ময়লা সহ মিশ্রণ পূর্বক দ্রুত সহ পাক করিয়া লইলে, তাহাকে দ্রুতপূর বলা যায় । ইহা—গুরুপাকী, বায়াজনক, দ্রুত, পিত্তনাশক, বাত্‌কর, স্নগঃ প্রাণপ্রদ, বলকর, ক্ষতনাশক ও অন্যান্য ব্রহ্মণ ॥ ৬২-৬৭ ॥

সমিতাসংযাবের নাম ও গুণ ।

সমচূর্ণ দ্রুত দ্বারা ভূজিত পূর্বক চিনি ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তৎসহ এলাচি, লবঙ্গ ও কপূরচূর্ণ মিলিত করিবে । তৎপরে ইহা ময়লায় কটীকরো

সমিতা মধুচুর্নেন মদয়িত্বা স্ত্রশোভনম্ ।

পচেদ্ যতোস্তরে খণ্ডে ত্র্যসেৎ পাকে নবে ঘটে ॥ ৬৮

ততো মরিচচূর্ণৈলাথ গুচূর্ণাবচূর্ণিতম্ ।

কুর্ধ্যাৎ কর্পূরসংযুক্ত সংগাবমযতোপমম্ ॥ ৬৯ ॥

খণ্ডনামগুণাঃ ।

মর্দয়িত্বা তু সমিতামপ্পাস্তনবঃ রুতাঃ ।

পক্ত্বা স্নাতেহসিতে পাকে মণ্ডিতা মধুশীষিকা ॥ ৭০ ॥

স্বতেন মর্দিতাস্তোষৈঃ সমিতাং যুচ্ছ মর্দয়েৎ ।

মাতুলুঙ্গম্ভ্রা খণ্ডিপকেনাদ্রিকপরিতম্ ॥ ৭১ ॥

বিধায় প্পকং বৃত্তং গন্ধাঢ্যং কেশরাবিতম্ ।

পক্ত্বা সর্গিমি খণ্ডে চ বলিতো মধুশীষিকঃ ॥ ৭২ ॥

সমিতানামগুণাঃ ।

সমিতাং শুভতোয়েন মেলয়িত্বা স্ত্রগালিতম্ ।

স্নাতে বিস্তার্য বিপচেৎ স্বরতান্ যদুপ্পকান্ ॥ ৭৩ ॥

পুরিত্বা স্নাতে পাক করতঃ চিনির রসে ফেলিয়া লইবে । ইহাকে সমিতাসংগাব বলা যায় । অথবা ময়লা, মধু ও চুর্ন সহ মর্দিত করতঃ স্নাত ভক্তন পূর্বক চিনির রসে পাক করিয়া নূতন ঘট মধ্যে সংস্থাপন পূর্বক তাহাকে মরিচচূর্ণ, লব চিচূর্ণ ও কর্পূর চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে । ইহাকেও সমিতাসংগাব বলা যায় ॥ ৬৮-৬৯ ॥

মণ্ডিতার নাম ও গুণ ।

ময়লা অলসহ মর্দন পূর্বক পাভ্ লা রুটি প্রস্তুত করতঃ কেবলমাত্র স্নাতে পাক করিয়া লইলে তাহাকে মণ্ডিতা ও মধুশীষিকা বলা যায় । অথবা ময়লা স্নাত সহ মর্দিত করতঃ অল সহ অল্প মর্দন পূর্বক ছোলসনেবু ছোল চূর্ণ ও আদার রস সহ মিশ্রণ পূর্বক নাগকেশর চূর্ণ মিলিত করিয়া পোলাকৃতি পিঠা প্রস্তুত করতঃ স্নাতে পাক পূর্বক চিনির রসে ফেলিয়া লইলেও তাহাকে মণ্ডিতা বা মধুশীষিকা বলা হইতে পারে ॥ ৭০-৭২ ॥

সমিতার নাম ও গুণ :

ময়লা, শুভ ও অল সহ মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রধারা চর্চাকিয়া তদারা যুচ্ছ

দধিপূপকনামগুণাঃ ।

শালিপিষ্ঠং যুতং দধা মর্দয়িত্বা যুতে পচেৎ ।  
বেষ্টয়েৎ পক্থংগুণে ন স্তব্ধতান্ দধিপূপকান্ ॥ ৭৪ ॥  
সংযাবা মধুশীর্ষাঢ্যাঃ পূপকা দধিসম্ভবাঃ ।  
গুরবো বৃংহণা বৃষ্যা হৃদ্যাঃ পিত্তানিলাপহাঃ ।  
এতে সংস্কারভেদেন বিবিধাস্তেহপি তদগুণাঃ ॥ ৭৫ ॥

বিস্তন্দননামগুণাঃ ।

দধিকীরসমে পক্ত্বা স্বর্দ্ধভাগাবশেষিতে ॥ ৭৬ ॥  
অপচেদ্রক্তশালীনাং তণ্ডুলান্ তিলসংযুতান্ ।  
প্রিয়ালপনসাদীনাং বীজমুষ্টিং সমাপচেৎ ॥ ৭৭ ॥  
কীরতুল্যং যতকৈব শর্করা চৈব তৎসমা ।  
সিক্তজ্বিকটুকোপেতঃ কপূরেণাধিবাসিতঃ ॥ ৭৮ ॥

নরম) পিঠা প্রস্তুত করতঃ যুতে ভাজিয়া নইলে, তাহাকে সমিতা  
কো যায় ॥ ৭৩ ॥

দধিপূপকের নাম ও গুণ ।

শালিও তুলের চূর্ণ দধিসহ মিশ্রণ পূর্বক গোলাহুতি কটী প্রস্তুত করতঃ যুতে  
পাক করিয়া পক্টিচিনির রসে বেষ্টিত করিয়া অর্গাৎ মাখাইয়া নইলে, তাহাকে  
দধিপূপক বলা যায় ॥ ৭৪ ॥

সংযাবাদির ভব ।

সংযাব (মমিতাসংযাব), মধুশীর্ষকা (মমিতা) ও দধিসম্ভূত পিষ্টক  
সকল গুরুপাকী, বৃংহণ, জ্বর, বীৰ্য্যজনক, পিত্তর ও বাতবিনাশক । এই  
জকার পিষ্টকাদি বিবিধ খাদ্য দ্রব্য সকল পাক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট  
হয় ॥ ৭৫ ॥

বিস্তন্দনের নাম ও গুণ ।

দধি ও তুণ্ড স্ফভাগে গ্রহণ পূর্বক অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া স্বর্দ্ধভাগা-  
বশিষ্ট থাকিতে নাখাইবে । উপরে উহার সহিত রক্তশালি ধাতের, তণ্ডল  
পাণ্ডুল, গোধূম, পিঠা ও পয়স : কঠিন পদার্থের নীচে একত্র করিয়া



এষ বিস্মন্দনো নাম দেবলোকেহপি দুর্লভঃ ।  
 যস্মাৎ পকেহপি হি দ্ব্যতং স্মন্দতে সর্ববতোমুখম্ ॥ ৭৯ ॥  
 তস্মাৎ সূপবিধানৈর্জৈর্বিস্মন্দো বিধিবৎ স্মৃতঃ ।  
 বিস্মন্দো বৃংহণো দ্ব্যতঃ পিত্তানিলহরো গুরু ॥ ৮০ ॥

### লক্ষ্মীনামগুণাঃ ।

সমিতাঃ ভজ্জয়েৎ তপ্তে স্নাতে শ্বেতা ততো মসেৎ ।  
 বারিমজ্জাদিসংযুক্তাং পায়সা যোজয়েৎ ॥ ৮১ ॥  
 ঐমৈলাদিযুতা তজ্জৈলপ্সিকা ললিতা মতা ।  
 লপ্সিকা বৃংহণী বৃষা বাতপিত্তহরা গুরুঃ ॥ ৮২ ॥

### ফেনীনামগুণাঃ ।

ফেনিকা পুটিনী শুভ্রা বাতপিত্তহরালঘুঃ ।  
 লক্ষণং ফেনিকাদীনাম্ সূপশাস্ত্রাদ্বিধানয়েৎ ॥ ৮৩ ॥

ভ্রূংহের সমান খুভ ও শর্করা সহ পাক করিয়া ত্রিকটু চূর্ণ সহ মিশ্রণ পূর্বক  
 কপূর সহযোগে সুবাসিত করিয়া লইলে, তাহাকে বিস্মন্দন বলা যায় ।  
 ইহা দেবলোকেও দুর্লভ অর্থাৎ অতীত্র গুণাবলি বিশিষ্ট ঐচ্ছিকব্য । এই ঐচ্ছিক-  
 জ্ঞান ভোজন কালে উহার দ্ব্যত মুখের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় অতীব  
 রসাল হয়, একারণ পাকবিধানজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাকে বিস্মন্দ (বিস্ম-  
 ন্দন) বলিয়া থাকেন । বিস্মন্দন—বৃংহণ, দ্ব্যত, পিত্ত, বাতনাশক ও  
 গুরুপাকী ॥ ৭৬-৮০ ॥

### লক্ষ্মীর নাম ও গুণ ।

মুজী অথবা ময়লা তপ্ত দ্ব্যত ভজ্জন পূর্বক তিন, ত্রল ও মজ্জাদি সহ  
 পাক করিয়া দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া লইলে, তাহাকে লক্ষ্মী বা লপ্সিকা  
 বলা যায় । লপ্সিকা—বৃংহণ, বৃষা, বাত, পিত্তনাশক ও গুরুপাকী ॥ ৮১-৮২ ॥

### ফেনিকার নাম ও গুণ ।

ফেনিকা—পুটিনী (স্থল ২ ছিদ্রবিশিষ্ট), শুভ্র, বাত, পিত্তনাশক এবং

মোদকনামগুণাঃ ।

মোদকা লড্ডুকাঃ প্রোক্তান্তে চানেকবিধা মতাঃ ।  
 তেষামন্নত্বপ্রাপ্তানাং ত্রাসেদ্ গোধূমগালিতাম ॥ ৮৪ ॥  
 অধি কীর গুষ্টিজুফং সমিতা সাম্পিষ্টিকঃ ।  
 সূরণার্জককুস্মাংশালুকামিষমংস্ত্রকাঃ ॥ ৮৫ ॥  
 ইত্যাদিভির্বহুবিধাঃ কল্পান্তে স্পশাস্ত্রতঃ ।  
 দ্রব্যং বিচার্য্য মতিমান্ তদগুণানপি নির্দিশেৎ ।  
 মোদকা দুর্জরা বষা বল্যাঃ প্তিতানিলাপহাঃ ॥ ৮৬ ॥

মামবটকনামগুণাঃ ।

মামমুদগাদিপিষ্টৈখাঃ বটকাঃ বটিকাদয়ঃ ॥  
 তৎকারণগুণান্ জ্ঞান্না তদগুণানপি নির্দিশেৎ ॥ ৮৭ ॥  
 মাষাণাং বটকো জ্ঞাতো বল্যো বাতহরো গুরুঃ ।  
 বিকটস্তী ঘোলবটকো বিদাহী পবনাপহঃ ॥ ৮৮ ॥

মোদকাদির নাম ও গুণ ।

মোদক ( মোরা ), লড্ডু ( লড্ডু ) প্রভৃতি আনাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই খাদ্য সমূহ স্নেহ প্রাপ্ত হইলে ময়দার আটাসহ মিলন পূর্বক দধি ভৃঙ্গাদি সহ একত্র আলোড়িত করিয়া লইবে । মাষকলায় সমিতা ( ময়দা ) সহ মিশ্রণ পূর্বক দধি বা ভৃঙ্গ সহ পাক করিলে মাষপিষ্টক ( সফটাকলী ) বলা যায় । 'সূরণ', 'আর্জক', 'কুমুড', 'শালুক' ( পদ্মাদির মূল ), 'মাংস' ও 'মংস্ত্রাদি' সহযোগে প্রস্তুত বিবিধ ষাণ্ডগত্যা সমূহের গুণ প্রস্তুতকরণক দ্রব্য সকলের গুণানুসারে নির্ণয় করিবে । মোদকাদি— অম্পাণ্ড, বষা, বলকারক, পিত্তর ও বলা-  
 বিনাশক ॥ ৮৪-৮৬ ॥

মাষবটকাদির নাম ও গুণ ।

মাষকলাই, মৃগ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত বটক ( বড় ) সকল প্রস্তুত করণক দ্রব্যসমূহের গুণের সমতুল্য জানিবে । মাষকলাই দ্বারা প্রস্তুত বটক—  
 স্তম্ভ, বলকর, বাতনাশক ও গুরুপাকী । ঘোল দ্বারা প্রস্তুত বটক—বিদাহী  
 বায়ানিগ্রাহক ॥ ৮৭-৮৮ ॥

## শাণ্ডকবটকনামগুণাঃ ।

শাণ্ডবটকো দৃষ্টিনাশনো দোষলো গুরুঃ ॥ ৮৯ ॥

## ভুষান্ধবটকনামগুণাঃ ।

ভুষান্ধবটকো রুচ্যঃ পিত্তলঃ কফবাতজিৎ ।

ইণ্ডলী শুক্রলা রুক্ষা বিষ্টস্তো কফবাতকৃৎ ॥ ৯০ ॥

## সোমালিকানামগুণাঃ ।

সোমালিকা গুরুৰ্গা রোচনী পিত্তনাশিনী ॥ ৯১ ॥

## কুণ্ডলিকানামগুণাঃ ।

দ্বিপ্রস্থঃ শুদ্ধসমিতাঃ শ্ৰুৎ গোধূমগালিতম্ ।

বিমর্দ্য পয়সা স্থাপ্যঃ ব্রজেদ্যবত্তদয়তীম্ ॥ ৯২ ॥

সচ্ছিদ্রে নারিকেলস্ত পাত্রে নিক্ষিপ্য নির্মলে ।

পরিভ্রাম্য যতঃ তপ্তে মন্দাগৌ ভূ বিপাচয়েৎ ॥ ৯৩ ॥

কপূরবাসিতে পক্ষে বিজ্জগা নৃপবল্লভা ।

স্বপকাং কঙ্কণাকারাং সিংতালেহে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৯৪ ॥

## শাণ্ডকবটকের নাম ও গুণ ।

শাণ্ডকবটক—দৃষ্টিশক্তিবিনাশক, ত্রিদোষবর্জক ও গুরুপাকী । ৮৯ ।

## ভুষান্ধবটকের নাম ও গুণ ।

ভুষাণ্ড ( কাঁজিবিশেষ ) সহ প্রস্তুত বটককে ভুষাণ্ডবটক বলে । ইহা কটিকারক, পিত্তবর্জক, কফর ও বাতনাশক । ইণ্ডলী ( পত্রা বিশেষ ) - গুরুবর্জক, রুক্ষ, বিষ্টস্তো, কফনিবারক ও বাতবিনাশক । ৯০ ॥

## সোমালিকার নাম ও গুণ ।

সোমালিকা—গুরুপাকী, রুচ্য, কটিকারক ও পিত্তর ॥ ৯১ ॥

## কুণ্ডলিকার নাম ও গুণ ।

চারি সের সমিতা ( বেশম ) ও দুইসের মহলায় আটা একত্র জনক-মর্দনপূর্বক অল্প হওয়া পর্যন্ত একটা শায়ে রাখিয়া দিবে । তৎপরে উহা সচ্ছিন্ন নারিকেলের ঝালার মধ্যে রাখিয়া ফুটা দিয়া তপ্ত তৃতে ছাড়িয়া দিয়া সম্যকপ্রকারে কঙ্কণাকারে পাক করতঃ কপূরবাসিত ছিনির বলে ফেলিয়া লইলে । তাহাকে কুণ্ডলিকা বলা যায় । প্রচলিত বঙ্গভাষায়

সঃ তু কুণ্ডলিকা নাম পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা ।

ধাতুবুদ্ধিকরী বৃক্ষা হৃষ্টা চেন্দ্রিয়তর্পণী ॥ ৯৫ ॥

তন্মামল্লত্বমাশ্রয়ং ত্র্যসেদোদ্ধূমগালিতাম্ ॥ ৯৬ ॥

কুল্মাষনামগুণাঃ ।

গোধূমাশ্রান্ত কুল্মাষা অর্দ্ধসিমা র্বতাঃ কচিৎ

কুল্মাষা গুরবো রূক্ষা বাতলা ভিন্নবর্চসঃ ॥ ৯৭ ॥

শক্তুনামগুণাঃ ।

নবীননিম্বমোদ্ভূতা যবচূর্ণক শক্তবঃ ॥ ৯৮ ॥

মন্তাদিনামগুণাঃ ।

\* শক্তবস্ত স্নাতাভ্যন্তাঃ শীতবারিবিলাড়িতাঃ ।

নাতিদ্রবো নাতিষাদ্ভেদে। নম্রঃ সন্ধিঃ প্রকীর্তিভঃ ॥ ৯৯ ॥

মন্তো বলকরঃ সগঃ পরিণামে বলাবহঃ ।

মোহতৃষণাক্ষয়চ্ছদিকুষ্ঠদাহশ্রমান্ জয়েৎ ॥ ১০০ ॥

ইহাকে অমৃতী ও জিলিগী বলে । ইহা পুষ্টিকারী, কাহ্নজনক, বলকর, ধাতু বুদ্ধিকর, বৃক্ষা, হৃষ্ট ও ইন্দ্রিয়তর্পক । ইহা অম্ল হইলে ময়দার আঠা সহ মিশ্রিত করিয়া পুনর্বার চিনির রসে পাক করিয়া লইবে ॥ ৯২-৯৬ ॥

কুল্মাষের নাম ও গুণ ।

অর্দ্ধসিমা (অর্দ্ধশিক) গোধূম, ছেলা প্রভৃতির খাতকে কুল্মাষ বলে । ইহা—গুরুপাকী, রূক্ষ, বাতবর্ধক ও মলভেদক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তাজা ও হি কুল্মাষায় যুবুনীদানা বলে ॥ ৯৭ ॥

শক্তুর নাম ও গুণ ।

নূতন, নিম্বম ভজিত যবের চূর্ণকে শক্ত বলে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ছাতু বলে ॥ ৯৮ ॥

মন্তাদির নাম ও গুণ ।

শক্ত যুতসহ মিশ্রিত করতঃ শীতল জলসহ আলোড়িত করতঃ অল্প জল ও অল্প ঘন করিয়া লইলে, তাহাকে মন্ত বলে । মন্ত—বর্গকণ ও পরিপাক হইলে অত্যন্ত বলবর্ধিত হইয়া থাকে, অধিকন্তু ইহা মোহ, তৃষ্ণা, ক্ষয়, বম্বা, ক্রম্ভ, দাহ ও শ্রম বিনাশ করে । চিনি ও ইক্ষুদ্রস সহ পাককরা জ্বালা (কিন্মিল), রক্তপিত্ত ও দাহ নাশক । মধু সংযুক্ত জ্বালা—বলকর, কফঘ্ন, শ্রমঘ্ন ও মন্ততা নিবারক । দ্রিৎপু (ত্রিকটু) সংযুক্ত জ্বালা বাতাদি ত্রিদোষ ও মলের অল্প লোম্বন করে ॥ ৯৯-১০১ ॥

দ্রাক্ষা সিতেকুম্বরসৈমিশ্রা পিত্তাশ্রপাহজিৎ ।

দ্রাক্ষা মধুযুতা বল্যা কফশ্রমমদাপহা ।

বর্গত্রয়সমাবুক্তা দোষবর্জোহনুলোমতঃ ॥ ১০১ ॥

শক্ত নামগুণাঃ ।

শক্তবো মবজাঃ শীতা দীপনা লঘবঃ সরাঃ ।

কফপিত্তহরা রুক্ষা লেখনাঃ পানতস্তু তে ॥ ১০২ ॥

সত্ত্বো বলপ্রদা পথ্যা ঘর্ম্মাদিক্রান্তদেহিনঃ ।

নিদ্রনৈর্ভাজিতৈঃ পিষ্টৈশ্চৈকৈঃ সযবৈঃ কৃতাঃ ॥ ১০৩ ॥

শক্তবঃ শর্করাসপিযুক্তা গ্রীষ্মেহতিপূজিতাঃ ।

পিণ্ডীপ্রোক্তা গুরুস্তেমাং দ্রবস্থাল্লেখিকা লঘুঃ ॥ ১০৪ ॥

ন ভুক্তা ন রবৌ স্থিহা ন নিশায়াং ন বা বহুন্ ।

ন জলান্তরিতান্ তদ্ধি শক্তনত্মা কেবলান্ ॥ ১০৫ ॥

যবোদ্রবলাজনামগুণাঃ ।

ভৃক্টশাল্যাদিজা লাজা ধাতুভৃক্টযবোদ্রবাঃ ।

লাজা লঘুতরাঃ শীতা বল্যাঃ পিত্তকফচ্ছিদাঃ ।

ছর্দ্যতীসারদাহাশ্রমেহমেদস্তৃমাপহাঃ ॥ ১০৬ ॥

বিবিধশক্তুর নাম ও গুণ ।

যবের ছাতু—শীতল, অগ্নিসন্ধীপক, লঘুপাকী, ভেৎক, কফয়, পিত্তনাশক, রুক্ষ, লেখন এবং ঘর্ম্মাক্তব্যাক্ত ইহা পান করিলে সচই তাহার বল বৃদ্ধি হয় । নিম্বব ভিজিত ছোলার গুঁড়া ও যবের গুঁড়া একত্র করিয়া চিনি ও ঘৃতসহ মিশ্রণ পূর্বক যে ছাতু প্রস্তুত করা যায়, ইহা গ্রীষ্মকালে প্রযোজ্য । ইহা ঘন হইলে পিণ্ডী বলে, তাহা গুরুপাকী ও অল্প তরল হইলে লেহিকা বলে, তাহা লঘু । আহারান্তে তাম্রপাত্রে রাখিয়া, রাত্রিকালে বহু পরিমাণে স্নলবিনা অর্পণ কেবল নাত্র শক্ত কণাচ ভোজন করিবে না ॥ ১০২-১০৫ ॥

লাজের নাম ও গুণ ।

শালিয়ার প্রকৃতি ও যবের লাজ (যে)—লঘুপাকী, শীতল, বল্য, পিত্তহর, কফনাশক এবং বমি, পিত্তহার, দাহ, কৃত্তপিত্ত, মেহ, মেদ ও কৃষ্ণ নিঃসরণ হ্রাসক ॥ ১০৬ ॥

দ্রব্যানামগুণাঃ ।

৩০৩

খান্যনামগুণাঃ ।

খান্য বিন্টিলিনো রূক্ষ কফনেদোহরা গুরুঃ ॥ ১০৭ ॥

পৃথুকনামগুণাঃ ।

পকাদ্রী ব্রীহয়ঃ সম্যক্ পীড়িতাঃ পৃথুকা মত্তাঃ ।

পৃথুকা গুরুবো বল্যাঃ শ্লেষ্মলা বাতনাশনাঃ ॥ ১০৮ ॥

হোলনামগুণাঃ ।

শিবধানৈররূপকৈঃ স্তম্ভৈর্হোলকো মতঃ ।

হোলকোহল্লানিলো মেদঃকফপ্রদা পকুভাবতঃ ॥ ১০৯ ॥

লম্বীনামগুণাঃ ।

অপকুভূর্ভৈর্গোধৈর্মরুলফোলকলম্বিকা ।

লম্বী কফপ্রদা বল্যা লঘুপিষ্ঠানিলাপহা ॥ ১১০ ॥

খাত্তর নাম ও গুণ ।

খাত্তা—বিষ্টভকারক, রূক্ষ, কফর, মেদোনাশক ও গুরুপাকী ॥ ১০৭ ॥

পৃথুকের নাম ও গুণ ।

খাত্ত সকল সিদ্ধ করতঃ আর্দ্র অবস্থায় চেকীষারা পীড়ন করিয়া লইলে তাহাকে পৃথুক বলা যায় । পৃথুক—গুরুপাকী, বলকর, শ্লেষ্মাবর্ধক ও বাতনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চিপটক অর্থাৎ চিড়ে বলে ॥ ১০৮ ॥

হোলকের নাম ও গুণ ।

মৃগ, মটর, বুট প্রভৃতি শবীষাণ্ড অর্দ্ধসিদ্ধ করতঃ উত্তমরূপে ভাঙিয়া লইলে তাহাকে হোলক বলা যায় । ইহা—অল্পবাতকর, মেদোবর্ধক ও কফপ্রদ । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হোড়া পোড়া এং হিন্দীভাষায় “হোরহা” বলে ॥ ১০৯ ॥

লম্বীর নাম ও গুণ ।

অপকু ভূট গোষ্ঠাদিক্কে লম্বী বলা যায় । লম্বী—কফবর্ধক, বলকর, লঘুপাকী, শিতর ও বাতনাশক ॥ ১১০ ॥

## পরিশুদ্ধনামগুণাঃ ।

হিঙ্গু পক্ষে ঘৃতে দত্তা মাংসমালোড্য ভিজ্জিতম্ ।

মাত্রায়াম্বু নিক্টিপ্য পচেৎসম্যচ্চিকণঃ ॥ ১১১ ॥

মরিচার্কসংযুক্তং স্নগন্ধিদ্রব্যবাসিতম্ ।

গতদ্রবং স্খ্যাতুল্যং পরিশুদ্ধন্তুচ্যতে ॥ ১১২ ॥

পরিশুদ্ধং স্থিতং স্নিগ্ধং রোচনং তর্পণং গুরু ।

বলমেধাগ্নিমাংসৌজঃশুক্ৰবৃদ্ধিকরং পরম্ ॥ ১১৩ ॥

## প্রদীপ্তনামগুণাঃ ।

বনদ্রব্যোল্লিগুবত্তং প্রদীপ্তমিতি কীর্ত্যতে ।

প্রদীপ্তং বাতজিদ্ বল্যং গুরু শুক্ৰবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১১৪ ॥

## উল্লিপ্তমাংসনামগুণাঃ ।

তদেবোল্লিগুপিষ্টত্বাল্লিগুং পরিকীর্ত্যতে ।

উল্লিপ্তং গুরুপথ্যং তৎ পরিশুদ্ধ সমংগুণৈঃ ॥ ১১৫ ॥

## পরিশুদ্ধের নাম ও গুণ ।

প্রথমতঃ মাংস সকল হিঙ্গু সংযুক্ত ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, তৎপরে উহাতে উপযুক্ত পরিমাণে উক্লেঙ্গ প্রদান পূর্বক উত্তমরূপে পাক করিয়া মরিচ, অঙ্গা ও ভেদ্যপত্র, ছোট এলাচি প্রভৃতি স্নগন্ধি দ্রব্যের বাটনা সহ মিশ্রিত করতঃ নামাইবে । ইহা প্রস্তুতকরণক জন্য সকলের গন্ধ পরিভ্যাগ পূর্বক স্খ্যার দ্বারা স্নান বিশিষ্ট হয় । ইহাকে পরিশুদ্ধ (মাংসের বাঞ্জন-বিশেষ) বলা যায় । পরিশুদ্ধ—বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, তর্পণ, গুরুপাকী এবং ইহা দ্বারা বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজঃ ও শুক্ৰ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ১১১-১১৩ ॥

## প্রদীপ্তমাংসের নাম ও গুণ ।

উল্লিপ্তমাংস নামক বাঞ্জনের মাংসাদি দ্রব্য ঘন হইলে, তাহাকে প্রদীপ্তমাংস বলা যায় । ইহা বাতনাশক, বলকর, গুরু ও শুক্ৰবর্দ্ধক ॥ ১১৪ ॥

## উল্লিপ্তমাংসের নাম ও গুণ ।

পরিশুদ্ধকোক্ত মাংস সকল বাটিনা পিষ্টকাকার করতঃ বাঞ্জন পাক করিলে, তাহাকে উল্লিপ্ত মাংস বলা যায় । ইহা গুরুপাকী ও পরিশুদ্ধকোক্ত দ্রব্য সংযুক্ত বিশিষ্ট ॥ ১১৫ ॥

অব্যানাম্বিতদ্রব্যগুণঃ ।

৩:৫

সরস শূল্যমাংসনামগুণাঃ ।

রসেন যুক্তং সরসং শূল্যং শূলেণ সংস্কৃত ॥ ১১৬ ॥

সরসং তদগুণং জেষ্যং বিশেষায়িত্ব দীপনম্ ।

প্রোতং শূলেণ পিশিতং সৌরভাণ্ডমুনা বহু ॥ ১১৭ ॥

লিপ্তং বিধুমৈরঙ্গারৈঃ পাচিতং শূল্যমুচ্যতে ।

শূল্যং সর্কোত্তমং মাংসং লঘু পথ্যোত্তমং মতম্ ॥ ১১৮ ॥

অঙ্গারপ্রতপ্তমাংসনামগুণাঃ ।

অঙ্গারাদিষু যৎপকং প্রতপ্তং তদুদাহৃতম্ ॥ ১১৯ ॥

পিষ্টমাংসনামগুণাঃ ।

মাংসং দাড়িমসিঞ্চুৎ সৌরভাদিসমম্বিতম্ ।

পিষ্টু। পূপাদিসঙ্কল্পপকং পিষ্টমিতি স্মৃতম্ ॥ ১২০ ॥

দ্ব্যতাদিসাধিতমাংসনামগুণাঃ ।

ভজ্জিতং স্যাদ্ দ্ব্যতাদৌ তু ভুক্তমাংসাধিতং পুনঃ ॥ ১২১ ॥

• শূল্যমাংস ও সরসমাংসের নাম ও গুণ ।

• কুম্বাদিযুক্ত অথবা জলসহ বাটা মাংস শূলে (কৌশলাকার) লেপন পূর্বক নির্ধূর অঙ্গারগ্নিতে পাক করিলে, তাহাকে শূল্যমাংস বলা যায়। শূল্যমাংস সংস্কৃত বলিয়া তাহাকে শূল্য এবং ইন্দ্রিয়যুক্ত মাংসকে সরস মাংস বলা যায়। শূল্যমাংস সর্কোত্তম, ইহা—লঘুপাকী ও স্পৃহা। সরসমাংস—শূল্যমাংসের সমান গুণশালী, বিশেষতঃ লঘুপাকী এবং অষ্টাঙ্গিসঙ্গীপক ॥ ১১৬-১১৮ ॥

অঙ্গার প্রতপ্তমাংসের নাম ।

অঙ্গারগ্নিতে পকমাংসকে অঙ্গারপ্রতপ্ত মাংস বলে ॥ ১১৯ ॥

পিষ্টমাংসের নাম ।

দাড়িমরস, লেছুরলবণ ও জাকরণ প্রভৃতি দ্বারা সংযুক্ত মাংস পেষণ পূর্বক পিটার আকার করিয়া পাক করিলে, তাহাকে পিষ্টমাংস বলা যায় ॥ ১২০ ॥

দ্ব্যতাদিসাধিতমাংসের নাম ।

যে মাংস একবার ভাজিয়া পুনর্বার দ্ব্যতাদিতে ভাজিয়া লওয়া যায়, তাহাকে দ্ব্যতাদিসাধিত মাংস বলে ॥ ১২১ ॥



তন্দুপকমাংসনামগুণাঃ ।

মাংসং সৌরভসংলিপ্তং তন্দুপকং মধুপ্রভম্ ॥ ১২২ ॥

তৈলপকমাংসনামগুণাঃ ।

প্রদিক্ সন্নম্ পকং ভর্জিতং মৃদুপাচিতম্ ।

প্রতপ্তং পরিপুষ্কং শূল্যং যচ্চাত্তদীদৃশম্ ॥ ১২৩ ॥

মাংসং তৈলেন সিদ্ধন্তদ্ বীৰ্য্যোক্ষং গুরু পিত্তলম্ ॥ ১২৪ ॥

মৃতপকমাংসনামগুণাঃ ।

মৃতপকং তদেব স্ম্যাং লঘু রুচ্যমপিত্তলম্ ।

অত্যুষ্ণং বীৰ্য্যবলদং হৃদ্যং দৃষ্টিপ্রসাদনম্ ॥ ১২৫ ॥

তক্রাদিপকমাংসনামগুণাঃ ।

গোরসম্নেহধান্নফলান্নকটুকাদিভিঃ ।

সিদ্ধং মাংসং ভবেদ্ বলাং রোচনং দীপনং গুরু ॥ ১২৬ ॥

তন্দুপকমাংসের নাম ।

যে মাংস সৌরভ ( আকর্ষণ ) যুক্ত এবং গুরু করিলে তাহুর স্তায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তাহাকে তন্দুপক মাংস বলে ॥ ১২২ ॥

তৈলপকমাংসের নাম ও গুণ ।

প্রদিক্, সন্নম্, পক, ভর্জিত, মৃদুপাচিত, প্রতপ্ত, পরিপুষ্ক, শূল্য অথবা অল্প যে প্রকার মাংসই হউক, তাহা তৈল দ্বারা পাক করিয়া লইলে, তাহাকে তৈলপক মাংস বলা যায় । ইহা—উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাকী ও পিত্তবর্দ্ধক ॥ ১২৩—১২৪ ॥

মৃতপকমাংসের গুণ ।

মৃতপকমাংস—লঘুপাকী, রুচিকর, অন্নপিত্তবর্দ্ধক, অত্যন্ত উষ্ণ, বীৰ্য্যজনক, বলকর, হৃদ্য ও দৃষ্টিপ্রসাদক ॥ ১২৫ ॥

তক্রাদিপকমাংসের গুণ ।

তক্র, কাঁজি, তেঁতুল ও কটুকাদি ( তিক্তাদি ) সহ পাকমাংস—বলকর, হৃদ্যজনক, পরিপাকক ও অরুচিপাকী ॥ ১২৬ ॥

দ্রব্যমাংসতদ্রব্যগুণঃ ।

৩০৭

স্থির্ম্মাংসনামগুণাঃ ।

মাংসমতিরসং রূক্ষং স্থির্ম্মং বাতলং গুরু ॥ ১২৭ ॥

বেসবারনামগুণাঃ ।

গতাস্থিমাংসং স্থির্ম্মং পুনর্দৃ যদি পেষয়েৎ ।

ব্যোষাদিসংস্কৃতং কুহ্মা পচেদ্ ভূয়ো যুতান্নিতম্ ।

বেসবারোহয়মুদ্ভিক্টো বল্যো বাতহরো গুরুঃ ॥ ১২৮ ॥

সৌরভনামগুণাঃ ।

স্থির্ম্মুদগাদিকল্লোহপি বেসবারোহপরঃ স্মৃতঃ ।

হরিদ্রাব্যোষসিক্কং থহিঙ্গুধান্যকদাড়িমৈঃ ॥

সাজাজিভির্বেসবারঃ সৌরভোহয়মুদাহৃতঃ ॥ ১২৯ ॥

মাংসরসসৌরভনামগুণাঃ ।

মুদগাদিবেসবারস্ত যথা দ্রব্যগুণান্ বদেৎ ।

পিষ্টমাংসমুদ্ভূতঃ স্মৃতো মাংসরসো রসঃ ।

সৌরভঃ স্রসঃ স্মৃতো সৌ রসো লবণান্নিতঃ ॥ ১৩০ ॥

স্থির্ম্মাংসেন গুণ ।

স্থির্ম্ম (অত্যন্তদৃঢ়) মাংস—সমৃদ্ধিকরসাল, রূক্ষ, বাতবর্ধক এবং গুরু-  
কী ॥ ১২৭ ॥

বেসবারের নাম ও গুণ ।

অস্থিবিহীন সিদ্ধ মাংস শিলায় পেষণ পূর্বক ত্বত ও ত্রিকটু প্রভৃতি সহ পাক  
করা হইলে তাহাকে বেসবার বলে । ইহা বলকারক, বাতঘ্ন ও গুরুপাকী  
১২৮ ॥

সৌরভের নাম ও গুণ ।

সিদ্ধ মুদগাদি পেষণ করিয়া লইলেও তাহাকে বেসবার বলা যায় । এই  
সবায় হরিদ্রা, ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, হিং, ধনে, দাড়িম ও জীরাচূর্ণ মিশ্রিত  
করিলে, তাহাকে সৌরভ বলা যায় ॥ ১২৯ ॥

মাংসরস ও সৌরভের নাম ।

মুগাদি বেসবার, প্রস্তুতকরণক দ্রব্যসমূহের গুণশালী জানিবে । পিষ্ট  
করা হইলে যে রস বর্ত্তিত হয়, তাহাকে মাংসরস বলে । এই মাংসরস লবণ  
সহ মিশ্রিত করিলে সৌরভ নামক দ্রব্য প্রস্তুত হয় ॥ ১৩০ ॥

## স্বানিক্ণামগুণাঃ

সংযুক্তো বেসবারেণ রসঃ স্বানিক্ণমুচ্চ্যতে ॥ ১৩১ ॥

## মাংসরসনামগুণাঃ

রসো হৃদঃ শ্রমশ্বাসবাতপিত্তক্ষয়্যাপহ ।

শ্রীণনো দ্রুণযুক্তানাং ক্ষীণানামল্লরতসাম্ ॥ ১৩২ ॥

বিল্লিষ্টভগ্নসন্ধীনাং শুদ্ধানাং শুদ্ধকর্ষজ্জিগাম্ ।

শস্ত্রতে স্বরহীনানাং দৃঢ়্যায়ুঃশ্রবণার্থিনাম্ ॥ ১৩৩ ॥

## দাড়িমযুক্তমাংসরসনামগুণাঃ ।

সদাড়িমাদির্বলদো দোষঘ্নস্ত কৃতস্ত সঃ ॥ ১৩৪ ॥

## সৌবীরাদিনামগুণাঃ ।

সৌবীরঃ শ্রীণনঃ স্রোতো মুখশোষশ্রম্যাপহঃ ।

দীপনঃ ক্লমবাতঘ্ন সর্ব্বধাতুবিবর্দ্ধনঃ ॥ ১৩৫ ॥

স্বানিক্ণস্ত গুরুঃ পথ্যো দীপ্তায়ীনাং বিশেষতঃ ।

অল্লমাংসাদিসংযুক্তো লবণাস্মুবিপাচিতঃ ॥ ১৩৬ ॥

দক্কাচণিকা জেয়া রসাত্মা লঘবো মতাঃ ।

তর্জাদিক্কাথসম্ভূতাঃ কথিতা কথিতা বৃধৈঃ ॥ ১৩৭ ॥

## স্বানিক্ণের নাম ।

বেসবার সহ মাংসরস সংযুক্ত করিলে, তাহাকে স্বানিক্ণ বলে ॥ ১৩১ ॥

## মাংসরসের গুণ ।

মাংসরস—হৃদ, শ্রম, শ্বাস, বাত, পিত্ত ও ক্ষয়রোগ নাশক, তৃপ্তিকর এবং ত্রণরোগী, শ্রীণ ব্যক্তি, অল্প ও ক্রযুক্ত ব্যক্তি, বিল্লিষ্টসন্ধি, ভগ্নসন্ধি, শুদ্ধ, শুষ্ক, কাঙ্ক্ষী, স্বরহীন, দর্শনশক্তিপ্রার্থী, আয়ুর্কর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষী ও শ্রবণশক্তিবহীন ব্যক্তি-  
দিগের পক্ষে অতীব প্রশস্ত ॥ ১৩২-১৩৩ ॥

## দাড়িমযুক্ত মাংসরসের গুণ ।

দাড়িমযুক্ত মাংসরস—বলকর ও ত্রিদোষনাশক ॥ ১৩৪ ॥

## সৌবীরাদির নাম ও গুণ ।

সৌবীর (কাঁজি বিশেষ, ইহার লক্ষণ পূর্বে কথিত হইয়াছে)—শ্রীতিকর, শীতল, মুখশোষ ও শ্রমনাশক, অগ্নিসমীপক, ক্রান্তি ও বাতাবিনাশক ও সর্ব্বধাতু-  
বর্দ্ধক । স্বানিক্ণ—অক্লমপাকী ও দীপ্তিগুণ বজির পথ্য কাঙ্ক্ষীর পোষণক । দক্কা

কথিতা পাচনী হস্তা রুচ্যা বহিঃপ্রদা লঘুঃ ।

কফানিলবিবন্ধয়ী বিকিৎ পিত্তপ্রকোপনী ॥ ১৩৮ ॥

কথিতনামগুণাঃ ।

শুকং তক্রাদিভিঃ সম্যক্ সাধিতং কথিতং যতম্ ।

কথিতং দীপনং রুচ্যং বাতশ্লেষ্মার্শমাপহম্ ।

ত্যক্তা স্বহেতুশাকস্ম গুণানৈতদগুণং ভবেৎ ॥ ১৩৯ ॥

পর্পটনামগুণাঃ ।

পর্পটা লঘবো রুচ্যা লঘীয়ান্ ক্লারপর্পটঃ ॥ ১৪০ ॥

পিণ্যাকপললনামগুণাঃ

পিণ্যাকস্তিলকিটঃ শ্রাৎ পললং তিলপিষ্টকম্ ।

পিণ্যাকো লঘুরক্ষশ্চ বিকটভী দৃষ্টিদূষণঃ ॥ ১৪১ ॥

পললং বৃংহণং স্নিগ্ধং কফপিত্তকরং গুরু ॥ ১৪২ ॥

সাদি সহ লবণাদু ( লবণসংযুক্ত জল ) পাক করিলে তাহাকে দলকাচর্ণকা  
ল । এবশ্যকায় লবণবিধ রস সকল লঘুপাকী বলিয়া জানিবে । তক্রাদি সহ  
করয়া মাংসকাথকে কথিতা বলে । ইহা—অগ্নিপ্রদীপক, লঘুপাকী, কফর,  
তিনাশক, বিবর্ধনকারক এবং কিকিৎ পিত্তপ্রকোপনী ॥ ১৩৮—১৩৮ ॥

কথিতের নাম ও গুণ ।

তক্রাদি সহ শাক পাক করিলে, তাহাকে কথিত বলা যায় । ইহা—অগ্নি-  
দীপক, রুচিকারক, বাতর, কফনাশক ও শ্রমর । এই কথিত শাকের গুণ  
বিত্যাগ করিয়া এই সকল গুণ ধারণ করে ॥ ১৩৯ ॥

পর্পটের নাম ও গুণ ।

পর্পট ( পাণ্ডুর ভাঙ্গা )—লঘুপাকী ও রুচিকারক এবং ক্লারপর্পট অত্যন্ত  
লঘুপাকী ॥ ১৪০ ॥

পিণ্যাক ও পললের নাম ও গুণ ।

তিলকক্কে ( তৈলকে ) পিণ্যাক এবং তিলচূর্ণকে পলল বলা যায় ।  
পিণ্যাক—লঘুপাকী, রুক্ষ, বিষ্টভী ও দৃষ্টিদূষক । পলল—বৃংহণ, স্নিগ্ধ, কফর,  
কফনাশক ও গুরু ॥ ১৪১—১৪২ ॥

গুণাগুণ নির্ণয়ঃ ।

দ্রব্যকালক্রিয়াযোগদেহাদীনি বিচার্য্য তু ।

অন্তেষামপ্যনুত্তরানামেষামপি গুণান্ বদেৎ ॥ ১৪৩ ॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-

স্তেন-শ্রীমদননুপেণ নিৰ্ম্মিতেহত্র ।

গ্রহেহভূমদনবিনোদ নান্নি পূর্ণো

ধাত্বাদিনামান্নবর্গোহয় মেকাদশঃ ॥ ১৪৪ ॥

অথ দ্বাদশোহধ্যায়িঃ ।

মঙ্গলাচরণং ।

মুখেন্দু পদ্মপ্রতিবোধলুৰুং বিধুস্তদালিভ্রমমাদধানম্ ।

লক্ষ্যকপোলপ্রতিবিস্তিতাঙ্গং নীলাজনীলং কলয়ামি তেজঃ ॥ ১৪৫ ॥

গুণাগুণনির্ণয়ঃ ।

দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া, যোগ ও দেহাদি বিচার পূৰ্ব্বক অলাভ অহৃত্ত দ্রব্য  
সমূহের গুণাগুণ নির্ণয় করিবে ॥ ১৪৩ ॥

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ, প্রচণ্ড যোদ্ধৃসম্পন্ন শ্রীমন্তাজা মদনপাল বিরচিত  
মদনবিনোদ নামক গ্রন্থে ধাত্বাদি অন্নবর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৪ ॥

ইতি একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

মঙ্গলাচরণ ।

মুখ চন্দ্রস্বরূপ পদ্ম প্রফুল্টনে লুক্ক রাহুরূপ মধুকরের ভ্রমজনক, লক্ষ্য-  
কপোলে প্রতিবিস্তিতাঙ্গ নীলপদ্ম সদৃশ নীলবর্ণঃ (কুব্জাখ্য) তেজকে আকি-  
র্ষিত করি ॥ ১ ॥

মাংসবর্গঃ ।

হস্তিনামগুণাঃ ।

হস্তী মতঙ্গজো দন্তী মাতঙ্গোহনেকপঃ করী ।

সিন্দূরঃ কুঞ্জরঃ পদ্মী বারণো দ্বিরদো দ্বিপঃ ॥ ২ ॥

ইভো দন্তাধলো নাগঃ কুন্তী স্তম্ভেরম্মো গজঃ ।

হস্তিনী ধেনুকা প্রোভা করেণুঃ করিণী চ সা ।

হস্তী কফানিলৌ হস্তাছুষ্কপিত্তাক্রকোপনঃ ॥ ৩ ॥

ঘোটকনামগুণাঃ ।

ঘোটকঃ সৈন্ধবো বাজী তুরঙ্গস্তুরগো হয়ঃ ।

তুরঙ্গমোহম্বো গন্ধর্বো বাহঃ সপ্তির্য়জুর্জবী ॥ ৪ ॥

মাংসবর্গঃ ।

হস্তীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

হস্তী, মতঙ্গজ, দন্তী, মাতঙ্গ, অনেকপ, করী, দ্বিরদ, দ্বিপ, সিন্দূর, কুঞ্জর, পদ্মী, বারণ, ইভ, দন্তাধল, নাগ, কুন্তী, গজ, { মতঙ্গ, পীলু, বরাজ, পুচ্ছরী, জল-  
কক, মহামুগ, স্তম্ভ, শূর্পকর্ণ, দিকুর, সামজ, কটী, অন্তঃশ্বেদ, দীর্ঘমাক্রত, বিলোম-  
জিহ্ব, করোটি, পিণ্ডপাদ, গিবিমান্, মহামদ, পেচকী, কটকী, দ্বিহা, শঙবালধি,  
নির্কর, দ্বিপারী, পুণ্ড্রকৃষ্ণ, শুণ্ডালু, চক্রপাদ, চন্দ্র, কাজর, কাজার, শক্তি, শক্তি,  
ভদ্র, যষ্টিহারন, ক্রমারি, বিযাবী, মহাবল, রদনী, কন্নভী, দ্বিহদন, চন্দ্রি, কবু,  
পেচিল, লভালক, জলাকাজ্জী, রাজীব, লজ্জী, সামঘোনি, লিবর, করিকী,  
করেণু, শৃঙ্গারী, সমাজ, পুঞ্চনথ, সিন্দূর, তিলক, নগজ, বনজ, মহাকায়, স্থল-  
পাদ, সূচিকাক্ষ, বিমানী, রণমত্ত, মত্তকোশ, দ্বিরাপ, দীর্ঘবজ্র ও যষ্টিমত্ত }, এই  
সকল শব্দ হস্তীর নাম । হস্তিনী, ধেনুকী, করেণু, করিণী, { পিলু, পুচ্ছরী,  
গজপত্রী, বসা, জলাকাজ্জী, ইভী, মাতঙ্গী, রেণুকা, বসা, কুঞ্জরী, গণেক, করেণু,  
করেণুকা, বাসিতা, বাম্বা, কটম্বরা, গণিক, কচা, প্রজযোষি ও পান্ননী } এই শব্দ  
সকল হস্তিনীর নাম । হস্তীর মাংস—কফর, বাতনাশক, উষ্ণ, পিত্তপ্রকোপক ও  
রক্তদূষক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় হস্তীকে হাতী ও হস্তিনীকে মেহেহাতী  
বলে ॥ ২-৩ ॥

ঘোটকের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

ঘোটক, সৈন্ধব, বাজী, তুরঙ্গ, তুরগ, হয়, তুরঙ্গম, অশ্ব, গন্ধর্ব, বাহ, সপ্তি,  
যজু, জবী, { শীতি, অর্কী, কযোজ, ঘোট, পীতী, পীথি, ডাকী, হরি, ব্রোজ,

ଘୋଟିକା ବଡ଼ବା ବାମୀ ପ୍ରସୂତାନ୍ଧା ଚାଞ୍ଚିନୀ ।

ଘୋଟକଃ କଟୁକଃ ପାକେ ଦୀପନଃ କର୍ଯ୍ୟପିତୃଃ ॥ ୫ ॥

ବାତହୃଦ୍ ବୃହଣୋ ବଳାଞ୍ଚକ୍ଷୁଷ୍ଣୋ ମଧୁରୋଽମ୍ଳୟଃ ॥ ୬ ॥

ଅନ୍ଧତରନାମଗୁଣାଃ ।

ତଞ୍ଜେ। ଘୋଟ୍ୟାମନ୍ଧତରୋ ଶୀଘ୍ରବେଗୋଽଞ୍ଜପୂଜିତଃ ।

ବଲ୍ୟାମନ୍ଧତରଃ ମାଂସଂ ବୃହଣଂ କର୍ଯ୍ୟପିତୃଲମ୍ ॥ ୭ ॥

ଉଷ୍ଣିନାମଗୁଣାଃ ।

ଉଷ୍ଣଃ କ୍ରମେଳକୋ ବକ୍ରଶ୍ରୀବଃ ଶାଞ୍ଚାଶନୋ ମୟଃ ।

ଶୂଞ୍ଚଳଃ କରତୋ ଦୀର୍ଘଜଞ୍ଜୋ ଧୂତ୍ରୋ ମରୁଃପ୍ରିୟଃ ॥ ୮ ॥

ସିଂହାଧିକ୍ରାନ୍ତ, ରାଜବାହ, ବୁଢ଼ସାର, କୀଟକ, କେନ୍ଦ୍ରୀ, ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରୟାଗ, କିନ୍ଧୀ, କ୍ରାନ୍ତ, ବଞ୍ଚପଣ୍ଡ, ମୁଦାହୁକ, ମାଲିହୋଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁତ୍ର, ପ୍ରକୀର୍ଦ୍ଧକ, ବାହାୟନ, ଶ୍ରୀପୁତ୍ର, ଚାନ୍ଦ୍ରୀ, ହେର୍ବା, ଶାଲିହୋଜୀ, ରାଜକ୍ଷୁଦ୍ର, ମରୁଜ୍ୟ, ହରିଦ୍ରାଜ, ଏକକ, କିନ୍ଧୀ, ଲଲାନ, ବିଶ୍ଵାନକ, ଅତ୍ୟ, ବହ୍ନି, ଦକ୍ଷିଣା, ଦକ୍ଷିଣା, ଦକ୍ଷିଣାବା, ଏତ୍ୟ, ଏତ୍ୟ, ଶୈବ, ଯୋଗ୍ୟ, ଉଚ୍ଚେନ୍ଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ଵ, ଶ୍ରୀ, ଅକ୍ରମ, ମାଂସଜ, ଅବାଧାୟ, ଶ୍ଵେନାସ, ମର୍ମାଃ ପତକ, ନର, ହଂସାନ୍ତ, ସିରାଟ, ହୁଦ୍ଗାଭୋଜୀ, ଜଗନ, ଜିତ୍ତବ, ବାହନଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅମୃତସୋଦର ଓ ଶ୍ରୀଭାତା ।, ଏହି ସକଳ ଶବ୍ଦ ଘୋଟକେର ନାମ । ଘୋଟିକା, ବଡ଼ବା, ପ୍ରସୂତା, ଅନ୍ଧା, ବାଞ୍ଚିନୀ, { ପ୍ରସୂକା, ପ୍ରସୁ, ଘୋଟକୀ, ଘୋଟା, ଦୁରଜୀ, ଅନ୍ଧୀ }, ଏହି ସକଳ ଶବ୍ଦ ଘୋଟକୀର ନାମ । ଘୋଟକେର ମାଂସ—ପାକେ କଟୁ, ଅଗ୍ନିଦୀପକ, କର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ, ପିତ୍ତୋଽପାଦକ, ବାତନାଶକ, ବୃହଣ, ବଳକର, ଚକ୍ଷୁଷ୍ୟ, ସ୍ଵର ଓ ଲଘୁପାକୀ । ପ୍ରଚଳିତ ବଞ୍ଚଭାଷା ଘୋଟକେ ଘୋଡ଼ା, ଟାଟୁ, ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଘୋଟକୀକେ ବୁଢ଼ୀ, ମେଢ଼ୀ ଘୋଡ଼ା, ମାନ୍ଦନ ଓ ସେଇ ଘୋଡ଼ା ବଳେ ॥ ୫-୬ ॥

ଅନ୍ଧତରର ନାମ ଓ ତାହାର ମାଂସର ଗୁଣ ।

ଗର୍ଦ୍ଧଭେର ଓଠେ ଘୋଟକୀର ଗର୍ଭେ ଯେ ପଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥ ହର, ତାହାକେହି ଅନ୍ଧତର ବଳେ । ଦୀର୍ଘବେଗ, ଅମ୍ଳପୂଜିତ ଓ { ବେସର }, ଏହି କয়েକଟୀ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ଧତରର ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ତାହାର ମାଂସ—ବଳକର, ବୃହଣ, କର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଏବଂ ପିତ୍ତକ୍ରାକୋପୀ । ପ୍ରଚଳିତ ବଞ୍ଚଭାଷା ତାହାକେ ଧନ୍ତର ଓ ଧନ୍ତର ବଳେ ॥ ୭ ॥

ଉଷ୍ଣିର ନାମ ଓ ତାହାର ମାଂସର ଗୁଣ ।

ଉଷ୍ଣ, କ୍ରମେଳକ, ବକ୍ରଶ୍ରୀବ, ଶାଞ୍ଚାଶନ, ମୟ, ଶୂଞ୍ଚଳ, କରତଃ, ଦୀର୍ଘଜଞ୍ଜ, ବୁଢ଼, ମରୁଃପ୍ରିୟ, { ମହାଜ, ଦୀର୍ଘଜଞ୍ଜ, ବଳୀ, ଦାସେରକ, ବୁଢ଼, ଲଘୋର୍ଦ୍ଧ, ବରଣ, ଜବୀ, ଆଦିଷ୍ଠକ, ଦୀର୍ଘ, ଶୂଞ୍ଚଳକ, ମହାମାନ, ମହାଧରଣ, ମହାଶ୍ରୀବ, ମହାଘନ, ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରୀବୀ, ବଳିଷ୍ଠ, ଧନ୍ତ, ବୁଢ଼କ, କ୍ରମେଳ, କଟକାଶନ, ଭୋଳା, ବହ୍ନକର, ଅକ୍ଷୟ,

উষ্ট্রমাংসং লঘু স্বাদু চক্ষুগ্ধ্যমনিলাপহম্ ।

দোষত্রয়প্রশমনং মেদঃপিত্তকফপ্রদম্ ॥ ৯ ॥

গর্দভনামগুণাঃ ।

গর্দভো রাসভো ভারবাহী দূরগমঃ খরঃ ।

গর্দভং পিত্তলং বল্যং বৃংহণং কফপিত্তকৃৎ ।

কটু পাকে লঘু শ্রেষ্ঠং তস্মাদ্ভ্যর্থকং রোহিতবন্ ॥ ১০ ॥

মহিষনামগুণাঃ ।

মহিষঃ সৌরভঃ শৃঙ্গী বাহবৈরী ঘনাঘনঃ ।

কাংসরো গবলো দংশী লুলায়ঃ কালবাহমঃ ॥ ১১ ॥

মহিষং মধুরং মাংসং স্নিগ্ধোষ্ণং বাতনাশনন্ ।

নিদ্রারেতোবলন্তত্যন্তদুর্দার্যকরঙ্গুরু ।

তদ্বদারণ্যজং বিন্দ্যাদ্বিশেষাচ্ছেদ্যধিণে হিতম্ ॥ ১২ ॥

মকুষিণ, বাসন্ত, কুলনামা, দীর্ঘগীষ, মকুপ্রিয়, ষিককুৎ, দাসের, হৃগলজ্বন, ভূতঙ্গ, কেলিকীর্ণ, কুবাহন, বর্ণিথহ ও দীর্ঘাধরগ }, এই শব্দ সমুদায় উষ্ট্রের নাম । উষ্ট্রমাংস—লঘুশাকী, মধুরসাম্রক, চক্ষুবা, বাতন্ত্র, ত্রিদোষপ্রশমক, স্নেদোবর্দ্ধক, পিত্তপ্রকোপী এবং কফবর্দ্ধক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে উট বলে ॥ ৯-১২ ॥

গর্দভের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

গর্দভ, রাসভ, ভারবাহী, দূরগম, খর, { রাসভ, বেশর, বেশর, চক্রীবান, বালের, ধুলর, অরুম্বা, চিরবেহী, পণ্ডচারী, চোরপুন্ড, চারট, গ্রাম্যাক, শক্কর্ণ, শুকজঙ্গ, ভূগিগম, ভারক ও ধূসরাধরগ }, এই শব্দ সমুদায় গর্দভের নাম । গর্দভের মাংস—পিত্তবর্দ্ধক, বলকর, বৃংহণ, কঁফজনক, পিত্তোৎপাদক, পাকে কটু ও লঘুশাকী । গ্রাম্য গর্দভের মাংস অপেক্ষা বহু গর্দভের মাংস শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানবে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গাঙ্গা ও গাধা বলে ॥ ১০ ॥

মহিষের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

মহিষ, সৌরভ, শৃঙ্গী, বাহবৈরী, ঘনাঘন, কাংসর গবল, দংশী, লুলায়, কালবাহন, { লুলাপ, বাহবিন, কাসর, সৈরিত, ধীরঙ্গক, পৃষ্ঠশৃঙ্গী, স্বকশৃঙ্গ, স্বববাহন, বংশভীক, 'রজস্বল', কালীতনয়, লালিক, কৃষ্ণশৃঙ্গ, অখারি, অনপ, রজাক, ক্রোমী, কলুষ মস্ত, বিবাণী, গবলী, বলা, পীনঙ্গক ও কৃষ্ণকায় } এই



## ভল্লুকগণ্ডকনামগুণাঃ ।

ঋক্ষোহচ্ছভল্লো ভল্লুকঃ খড়্গী খড়্গশঙ্খ গণ্ডকঃ ।

ঋক্ষঃ স্নিগ্ধো গুরুবৃগ্যঃ স্বাদুফঃ পবনাপহঃ ॥ ১৩ ॥

গণ্ডকো বহুবিশ্বত্রঃ পবিত্রোহনিলনাশনঃ ॥ ১৪ ॥

## সিংহশার্দূলনামগুণাঃ ।

সিংহঃ পঞ্চাননো দৃপ্তো যুগেন্দ্রঃ কেশরী হরিঃ ।

শার্দূলঃ স্রাৎ পঞ্চনখো যুগনাথঃ সক্রুৎপ্রজঃ ।

শব্দ সমুদায় মহিষের নাম । মহিষ মাংস—মধুবৎসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, বাতনাশক, নিদ্রাজনক, গুরুত্ব, বলকর, 'স্বত্বপ্রবর্তক', শরীরের দৃঢ়তাকারক ও গুরুপাকী । বহু মহিষের মাংস ও এবিধ গুণবিশিষ্ট অধিকন্তু শোষরোগীর পক্ষে অতীব হিতকর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মধু ও ভঁৰ বলে ॥ ১১-১২ ॥

ভাল্লুকের এবং গণ্ডারের নাম ও উহাদের মাংসের গুণ ।

ঋক্ষ, অচ্ছভল্ল, ভল্লুক, { ভল্ল, মশলা, হৃদ্য, চিরায়ু, পৃষ্ঠদৃষ্টি, দীর্ঘদৃষ্টি, দীর্ঘাকশ, ত্বগ, দীর্ঘদশী, ভালুক, ভালুক, ভল্লক, দীর্ঘরোমা } এই শব্দ সমুদায় ভাল্লুকের নাম । খড়্গী, খড়্গ, গণ্ডক, { খজ্জামুগ, ক্রোড়ী, যুগ, তুঙ্গমুখ, বলা, বজ্রচর্খা, বাক্বীনখ, যনোৎসাহ, একচর, গণোৎসাহ ও গণ্ড }, এই শব্দ সমুদায় গণ্ডকের নাম । ভল্লুকমাংস—স্নিগ্ধ, গুরুত্ব, বৃষ্য, মধুর, উষ্ণবীৰ্য্য ও বাতনাশক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ভাল্লুককে ভালুক এবং গণ্ডকে গণ্ডার, গাণ্ডার ও গাঁড়ার বলে ॥ ১৩-১৪ ॥

সিংহের ও শার্দূলের নাম ও উহাদের মাংসের গুণ ।

সিংহ, পঞ্চানন, দৃপ্ত, যুগেন্দ্র, কেশরী, হরি, { পঞ্চাস্ত্র, হৃদ্যক্ষ, কেশরী, গজমাচল, যুগবিপু, গজারি, পশুরাজ, ভীষ্মনাদ, বিসম্ভঙ্গ, ইভমাচল, কলঙ্ক, গজমোটন, রক্তজিহ্বা, বলরাজ, মুক্তচক্ষু, ভীষ্মবিক্রান্ত, কামাচল, করভীর, খেতপিজল, কঠীরব, পঞ্চশিখ, শৈলাট, ভীষ্মক্রম, সটাক, যুগরাট, যুগরাজ, সক্রুৎপ্রব, কেশী, লম্বোকা, কামদারক, নৈলের, মহাবীর, খেতপিজ, যুগাণি, ইভারি, নখগাম্ব, যুগপতি, মহানাদ, পারিগ্র, পারীজ, পঞ্চমুখী, নখী, মানী,

সিংহশার্দূলয়োর্গাংসমুষ্ণং বাতাকিরোগজিৎ ॥ ১৬ ॥

ব্যাঘ্রনামগুণাঃ ।

ব্যাঘ্রো মৃগারিষ্মৃগহা ব্যালো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ১৭ ॥

চিত্রকনামগুণাঃ ।

চিত্রকো বেগবাংশ্চিত্রো দ্বীপী শ্রাদ্ধাংস্চৈকঃ ॥ ১৮ ॥

বৃকনামগুণাঃ ।

বৃকদেহো বৃকঃ কোকন্তরক্ষুর্জু মৃগাদনঃ ॥ ১৯ ॥

ক্রবাদ, মৃগাধিপ, শূর, বিক্রান্ত, ছিরদাস্তক, বহুবল, দৌণ্ড, বিক্রমী, বলী ও দৌণ্ডপিঙ্গল }, এই সকল শব্দ সিংহের নাম । শার্দূল, মৃগনাথ, পঞ্চনথ ও স্কৃৎপ্রজ্ঞ ও { শরভ }, এই কয়েকটা শব্দ শার্দূলের নাম । সিংহমাংস—উষ্ণবীৰ্য্য, বাতঘ্ন ও চক্ষুরোগ নাশক । শার্দূলমাংস—সিংহমাংসের ত্রায় গুণ-বিশিষ্ট । প্রচলিত বঙ্গভাষায় সিংহকে সিংহ ও সিংগির এবং শার্দূলকে শরভ-বৃগ বলে ॥ ১৫-১৬ ॥

ব্যাঘ্রের নাম ।

ব্যাঘ্র, মৃগারি, মৃগহা, ব্যাল, ভীমপরাক্রম, { শার্দূল, দ্বীপী, পুষ্কল, বনখা, চিত্রক, পুণ্ডরীক, কর্কর, ভয়ানক, হিংস্রপশু, ব্যাড, হিংস্রক, হংসাক, স্বাপন, বিচিত্রাঙ্গ, পঞ্চনথ, গুণ্ডাশয়, তীক্ষ্ণদৃষ্ট, ভীক ও নখামুখ }, এই সকল শব্দ ব্যাঘ্রের নামান্তর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বাঘ বলে ॥ ১৭ ॥

চিত্রক ব্যাঘ্রের নাম ।

চিত্রক, বেগবান, চিত্র, দ্বীপী, দৌণ্ডক, { চিত্রকায়, উপব্যাঘ্র, মৃগাস্তক, শূর, ক্ষুদ্রশার্দূল ও চিত্রব্যাঘ্র }, এই শব্দ সমূহায় চিত্রকব্যাঘ্র, পর্যায়ক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চিত্তেবাঘ বলে ॥ ১৮ ॥

বৃকের ও তরক্ষুর নাম ।

বৃকদেহ, বৃক, কোক, { দেহামৃগ, বিক্রম, গোবৎসাদী, বৎসাদন, ছাগভোজী, ছাগলাস্ত্রী, জমাশন ও দেহাবৃক }, এই কয়েকটা শব্দ বৃকের নাম । তরক্ষু, মৃগাদন, { তরঙ্গ, তরঙ্গু, তর্ক, তরঙ্গু ও তরঙ্গক }, এই কয়েকটা শব্দ তরক্ষুর পর্যায় । প্রচলিত বঙ্গভাষায় বৃককে ঘোষ ও তরঙ্গুকে নেড়েবাঘ এবং হিন্দী-ভাষায় বৃককে হুগার বলে ॥ ১৯ ॥

## ব্যাস্ত্রাদিনামগুণাঃ ।

ব্যাস্ত্রচিত্রতরঙ্গুণা বুকানাং পললং গুরু ।

উষ্ণং বাতহরং স্বৰ্য্যং হিতমগ্নিবিকারিণাম্ ॥ ২০ ॥

কুকুরশুকরনামগুণাঃ ।

কুকুরঃ শুনকঃ শ্বা স্রাৎকৌলেয়ঃ শুনকঃ শুনঃ ।

সারমেয়ঃ কৃতত্বচ্চ ভক্ষণে মৃগদংশকঃ ॥ ২১ ॥

শুকরো রোমশঃপোত্ৰী কোলঃ ঘোণিঃ কিরিঃ কিটিঃ ।

দংষ্ট্রী ক্রোষ্ঠী স্তূৰ্দ্ধরোমা ভূদারশ্চ বরাহকঃ ॥ ২২ ॥

শৌকরং পিশিতং স্বাদু বল্যং বাতাপহং গুরু ।

ম্নিক্ষোষণং শুক্ললং রুচ্যং নিদ্রাস্থলতদার্যকৃৎ ॥ ২৩ ॥

## ব্যাস্ত্রাদির মাংসের গুণ ।

ব্যাস্ত্র, চিত্রকব্যাস্ত্র, তরঙ্গু ও বুক, ইহাদের মাংস—গুরুপাকী, উষ্ণবীৰ্য্য, বাতনাশক, স্তম্ভরতাজন ও চক্ষুরোগে হিতকর ॥ ২০ ॥

## কুকুরের নাম ও গুণ ।

কুকুর, শুনক, শ্বা, কোলেয়, শুনক, শুন, সারমেয়, কৃতজ, ভক্ষণ, মৃগদংশক, শয়াল, শূর, মৃগারি, ঘাঘামৃগ, কালেরক, রাত্রিভাগর, বুকারি, বজ্রলাঙ্গল, ভল্লক, ভবণ, খান, শুনি, কক্কুব, ভষক, শুনক, কোলেয়ক, দীর্ঘচেতন, শয়কাম্য, শিবারাতি, শরৎকামী, বুকদংশ, চক্রবালধি, রসনালিট, অস্থিভুক, বুকারাতি, বশাগায়ী, দ্বাদশায়ু, দূতিহরি, পরোগতি, জিস্ত্রালিট, ভষ, প্রামীণ, অলিপক, অস্থিভক্ষ ও ইন্দ্রমহাকাযুক }, এই সকল শব্দ কুকুরের বর্ণনায় । কুকুর—বহু ভোজনকারী, অল্প খাদ্যদ্রব্যে সন্তুষ্ট, স্তম্ভিত ( শব্দ মাত্রে চৈতন্য হয় ), দীর্ঘচেতন ( অনেক রাত্রি জাগিয়া থাকে ), প্রভুভক্ত ও বলবান, এই ছয়টি গুণ বিশিষ্ট ।

## শুকরের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

শুকর, রোমশ, পোত্ৰী, কোল, ঘোণি, কিরি, কিটি, দংষ্ট্রী, ক্রোষ্ঠী, উর্দ্ধরোহ, ভূদার, বরাহক, { শুকর, গুটি, ঘাবী, ক্রোড়, স্বরাশোমা, কির, মুস্তাদ, মুখলাঙ্গু, স্থলনাসিক, দস্তাশুঘ, বক্রবজ্র, দীর্ঘতর, আখানক, ভূক্ষিৎ, বাওস্থ, হুচীরোহ, স্থলনাস, ভলেকণ, গুটী, দূচরোমা, পঙ্কজীড়, বক্রদংষ্ট্র, বলী, পৃথুক্ষ, ভেদ, শূর, পোত্রায়ুব, বঙ্গপতা, বঙ্গায়ুব, বরাহ, বিটচর, বিটবরাহ, বিকল ও দারক

ছাগনামগুণাঃ ।

ছাগী গলন্তনৌ মঞ্জা সর্বভক্ষ্যা ভুজা ভুজা ।

বর্করশ্ছাগলশ্ছাগৌ বস্ত্রয়ঃ কালকঃ পশুঃ ॥ ২৪ ॥

ছাগমাংসং গুরু স্নিগ্ধং লঘু পকং ত্রিদোষজিৎ ।

অদাহি বৃহৎ নাতিশীতং গীনসনাশনম্ ।

দেহধাতুসমানহাদনভিঘ্নান্দি বৃহৎ ॥ ২৫ ॥

গোনামগুণাঃ ।

বলীবর্দন্ত বৃষভ ঋষভশ্চ তথা বৃষঃ ।

সৌরভেয়োহনড়ান্ শৃঙ্গী পুঙ্গবো গন্ধর্মৈধুনঃ ॥ ২৬ ॥

দ্রোক্ষী ভদ্রা সৌরভেহী জগতী শুরী ধেনুঃ ।

সুরভী রোহিণী গাভী গাতা মাহেন্দ্রী বাহয়ী ।

গোমাংসং পৃথগায়ুঃ শ্রময়ঃ বাতনাশনং ॥ ২৭ ॥

এই সকল শব্দ শৃঙ্গের পর্যায় । শৃঙ্গমাংস—স্নান, বলকর, বাতহর, গুরুপাকী, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্ণ, শুক্লবর্দ্ধক, কটিকারক, নিদ্রাকারক এবং দেহের স্থলতা ও দৃঢ়তা, বিধায়ক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শূয়ার, শোর ও বরা বলে ॥ ২১-২৩ ॥

ছাগের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

বর্কর, ছাগল, ছাগ, বস্ত্রয়, কালক, পশু, { যজ্ঞপশু, পরিক্রমসহ, পালচর, বস্ত্র, ছাগলক, অজ, শুভ, ছাগ ছাগল শুভ, শুভ, শুভক, লঘুকার, ক্রয়দশ, পর্ণভোজন, লক্ষ্যকর্ণ, মেননাদ, বৃচ্চ, অন্নায়ু, শিবাশ্রয়, অবুক, পয়সল ও মেঘ }, এই সকল শব্দ ছাগের নাম । ছাগী, গলন্তনৌ, মঞ্জা, সর্বভক্ষা, অজা, ভুজা, { পয়সিনী, ভীক, মেঘা, গলন্তনৌ, মঞ্জা, ছাগিকা, চুলুপা, বজা, সজা, সূখ-বিনুষ্ঠিকা ও ছেলিকা }, এই সকল শব্দ ছাগীর নাম । ছাগমাংস—গুরু, স্নিগ্ধ, লঘু, স্নান, ত্রিদোষ নাশক, অদাহি, বৃহৎ, অনভিঘ্নাতল, গীনস নাশক, দেহের ও ধাতুর সমতা হেতু অনভিঘ্নান্দি এবং বীর্ণাভনক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ছাগকে ছাগল ও পাঠা এবং ছাগীকে বকরী, পাটি ও ধাড়ীছাগল বলে ॥ ২৪-২৫ ॥

গরুর নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

বলীবর্দ, বৃষভ, ঋষভ, বৃষ, সৌরভেয়, অনড়ান্, শৃঙ্গী, গন্ধর্মৈধুন, পুঙ্গব, { শাস্ত্রীর, বহত, ঋষোষণ, শিশুী ষণ্ড, গোনাম, গোপ্রিয়, মহোক, বৃৎসন ও ভদ্র }, এই সকল শব্দ বৃষের (বাড়ের) নাম । দোক্ষী, ভদ্রা, সৌরভেয়ী,

## মেঘমেদঃপুচ্ছনামগুণাঃ ।

মেঘো ভেড়ো হড়ো মেট উরভ উরগোহবিকঃ ।

উর্গায়ুরেড়কো বৃক্ষির্মেদঃপুচ্ছস্ত দুষকঃ ॥ ২৮ ॥

মেঘমাংসং গুরু স্নিগ্ধং বল্যং পিত্তকফপ্রদম্ ।

মেদঃপুচ্ছামিষং বৃগ্মং কফপিত্তকরং গুরু ॥ ২৯ ॥

## এণনামগুণাঃ ।

হরিণস্তাত্রবর্ণঃ স্রাং কুরঙ্গশ্চারুলোচনঃ ।

সারঙ্গো জিনঘোনিশ্চ বাতায়ুশ্চপলো মৃগঃ ॥ ৩০ ॥

এণঃ কৃষ্ণোহপরঃ কৃষ্ণকুরঙ্গঃ কৃষ্ণসারকঃ ।

এণমাংসং হিমং রুচ্যং গ্রাহি দোষত্রয়াপহম্ ।

ষট্রসং বলদং পথ্যং লঘু হৃগ্ং জ্বরাশ্রাজং ॥ ৩১ ॥

গভী, শকরী, খেয়, স্রবতি, যোহিনী, গাভী, মাতা, সাহেজী, বাহেয়ী, { উষা, শৃঙ্গিনী, অর্জুনী, অগ্না, গৌরী, বহলা, ময়ী, ইলা, ইজা, অনভূহী, কলানী ও পাবনী }, এই সকল শব্দ গাভীর নাম । গব্য মাংস—পবিত্র, আয়ুর্কৃৎকর, ও বাতনাশক ॥ ২৬-২৭ ॥

মেঘের ও মেদঃপুচ্ছের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ ।

মেঘ, ভেড়, হড়, মেট, উরভ, উরগ, অবিক, উর্গায়ু, ওড়ক, বৃক্ষি, { পৃথুর, বহরোমা, এড়, শৃঙ্গিণ, অবি, এলক, গৌর, ভেড়, ভেড়ক, মেঘ, হড়, মেহ, নক্ষাল ও মেট }, এই সকল শব্দ মেঘের নাম । মেদঃপুচ্ছ, দুষক, { মেদঃপুচ্ছক ও দুষ }, এই শব্দ সকল মেদঃপুচ্ছের নাম । মেঘমাংস—গুরুপাকী, স্নিগ্ধ, বলকর, পিত্তপ্রকোপী ও কফোৎপাদক । মেদঃপুচ্ছমাংস—বীর্ণজনক, কফজনক, পিত্তপ্রকোপক ও গুরুপাকী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় মেঘকে ভেড়া ও মেদঃপুচ্ছকে দুয়া বলে ॥ ২৮-২৯ ॥

হরিণের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

হরিণ, তাত্রবর্ণ, কুরঙ্গ, চারুলোচন, সারঙ্গ, জিনঘোনি, বাতায়ু, চপল, মৃগ, এণ, { অজিনঘোনি, মূড়ীক, চলম, ভীকৃৎসর, ময়ু, কুরঙ্গ, কুৎসর, ঋষা, ঋজু, রিয়া, রিক্ত, সারঙ্গ, এণক, ক্রব্যঘাতন, কৃষ্ণসার, শুলোচন ও পৃথক }, এই সকল শব্দ হরিণের নাম । কৃষ্ণকুরঙ্গ, কৃষ্ণসারক, { কৃষ্ণসারক, কৃষ্ণসার ও কৃষ্ণসার } এই শব্দ সমুদায় কালসারের নাম । হরিণমাংস—জীতল, কটিকর, গ্রাহী ত্রিদোষ নাশক, ছয়রসযুক্ত, স্পৃশ্য, বলকর, লঘুপাকী, হৃগ্ং, জ্বর ও রক্তপিত্ত

গোকর্ণশস্যরনামগুণাঃ ।

গোকর্ণোহবিকটঃ শৃঙ্গী বিড়ুদ্ধোন্তু শস্যরঃ ।

গোকর্ণশস্যরৌ শীতো গুরুম্লিক্ণৌ কফপ্রদৌ ।

রসে পাকে চ মধুরৌ রক্তপিত্তবিনাশনৌ ॥ ৩২ ॥

গবয়নামগুণাঃ ।

রূক্ষো নীলাণ্ডকো নীলো গবয়শ্চারুদর্শনঃ ।

গবয়ো মধুরো বুধ্যঃ স্নিগ্ধোক্ষঃ কফপিত্তলঃ ॥ ৩৩ ॥

কন্তুরীমুগুনীমুগনামগুণাঃ ।

কন্তুরী হরিণী গন্ধী মুগুনী মুগমাতৃকা ।

কন্তুরীহরিণঃ স্নাত্ত্বর্বদ্ধবিট দীপনো লঘুঃ ।

মুগুনী জ্বরকাসাশ্ফয়খাসাপহা হিমা ॥ ৩৪ ॥

গোকর্ণ ও শস্যর মুগের নাম ও তাহাদের মাসের গুণ ।

গোকর্ণ, অবিকট, শৃঙ্গী ও বিড়ুদ্ধ, এই কয়েকটী শব্দ গোকর্ণ মুগের (গোহরিণের) নাম । এবং শস্যরকে অন্য একপ্রকার হরিণ বলে । ইহাদের মাংস—শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, কফজনক, পাকে ও রসে মধুর ও রক্তপিত্তবিনাশক ॥ ৩২ ॥

গবয়ের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

রূক্ষ, নীলাণ্ডক, নীল, গবয়, চারুদর্শন, { গোসদৃশ, গবালুক, বনগো, লভঙ্গ ও মহাগজ }, এই শব্দ সকল বনগরুর নাম । ইহার মাংস—মধুর, বুধ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কফপ্রকোপী ও পিত্তবর্দ্ধক ॥ ৩৩ ॥

কন্তুরীমুগের এবং মুগুনীমুগের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ ।

কন্তুরীহরিণ, গন্ধী ও { কন্তুরীমুগ }, এই শব্দত্রয় কন্তুরীমুগের নাম । ইহার নাভিদেশে কন্তুরী উৎপন্ন হইয়া থাকে । মুগুনী ও মুগমাতৃকা, এই শব্দদ্বয় জলমুগ বিশেষের নাম । কন্তুরীমুগ—স্নাত্ত্ব, মলবদ্ধভাজনক, অগ্নি-প্রদীপক ও লঘুপাকী । মুগুনীমুগ—জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও খাসরোগনাশক এবং শীতল ॥ ৩৪ ॥

কৃতমালবাতপ্রমীচ্ছিকারনামগুণাঃ ।

কৃতমালো বর্ণচরঃ পৃষতো বিন্দুচিত্রকঃ ।

বাতপ্রমীর্কবাতমৃগঃ ছিকারঃ কৃষ্ণপুচ্ছকঃ ॥ ৩৫ ॥

কৃতমালাদিজং মাংসং মধুরং গ্রাহি দোপনম্ ।

লঘু শীতং লঘু শ্বাসজ্বরদৌষত্রয়াশ্রজিৎ ॥ ৩৬ ॥

রুক্ষগনামগুণাঃ ।

রুক্ষঃ শরশ্মুক্তমৃগো তৃক্ষুর্বহুবিষাগকঃ ।

রুরোমাংসং গুরু স্বাদু বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্ ।

তৃক্ষুঃ স্বাভুলঘুর্বল্যো বৃগ্যো দৌষত্রয়াপহঃ ॥ ৩৭ ॥

শশনামগুণাঃ ।

শশঃ শূলী রোমকর্ণো লম্বকর্ণো বিলেশযঃ ।

শশঃ শীতো লঘুঃ স্বাদুগ্রাহি পথ্যোহগ্নিদীপনঃ ।

সন্নিপাতজ্বরশ্বাসরক্তপিত্তকফাপহঃ ॥ ৩৮ ॥

কৃতমাল, বাতমৃগ ও ছিকারের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ ।

কৃতমাল, বর্ণচর, পৃষত, বিন্দুচিত্রক { শরশ্মপৃষ্ঠক ও চক্ষুবিন্দু }, এই শব্দ কয়েকটা ঋতুচন্দ্রিক্ত মৃগের নাম । বাতপ্রমী, বাতমৃগ ও { বাতমজ }, এই শব্দ সকল বাওটহরিণের নাম । ছিকার ও কৃষ্ণপুচ্ছক, এই শব্দদ্বয় কৃষ্ণপুচ্ছক-হরিণের নাম । এই ত্রিবিধ হরিণের মাংস—মধুর, গ্রাহী, অগ্নিসন্দীপক, স্বাদু, শীতল, লঘুণাকী এবং শ্বাস, জ্বর, ত্রিদৌষ ও রক্তপিত্তরোগ নিবারক ॥ ৩৫-৩৬ ॥

রুক্ষ ও তৃক্ষুর্মৃগের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ ।

রুক্ষ, শরৎ ও মজ্জমৃগ, এই শব্দদ্বয় রুক্ষমৃগের নাম । তৃক্ষু ও বহুবিষাগক, এই শব্দদ্বয় বহুশূলযুক্ত হরিণের নাম । রুক্ষমাংস—গুরু, স্বাদু, বৃষ্য, পিত্তর ও বাতনাশক । তৃক্ষুমাংস—স্বাদু, লঘু, বলা, বৃষ্য ও ত্রিদৌষরূপ ॥ ৩৭ ॥

শশকের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ ।

শশ, শূলী, রোমকর্ণ, লম্বকর্ণ, বিলেশয, { শূলিক, বৃহলোমক, বনাশু ও শশক }, এই শব্দ সকল শশকের নাম । শশকমাংস—শীতল, লঘু, স্বাদু, গ্রাহী, সুপাক, অগ্নিদীপক এবং সন্নিপাত, জ্বর, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও কফনাশক । প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ইহাকে খরগোষ, খররা, খরী ও শশক বলে ॥ ৩৮ ॥

মহামৃগলক্ষণঃ ।

কাশ্মীরদেশে সরসোহৃৎপাৎস্রাৎ

উৎসাহযুক্তশ্চতুর্দ্বিপাদঃ ।

উষ্ট্রপ্রমাণঃ সম্ভাবিবাণঃ

খ্যাতো বনস্থঃ স যুগো মহাখ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

শল্লকনামগুণাঃ ।

শল্লকঃ শললী স্বাবিট্‌খরা মেধাস্রাৎসূচিনীঃ ।

শল্লকঃ শ্বাসকাসাশ্রশোফদৌষত্রয়াপহঃ ॥ ৪০ ॥

মেধা তথৈব বিজ্ঞেয়া বিশেষাদ্‌লবর্দ্ধনী ॥ ৪১ ॥

বিড়ালনকুলনামগুণাঃ ।

বিড়ালকস্তু মার্জ্জারো বিষদংশুক আখুভুক্‌ ।

নকুলঃ পিঙ্গলো বক্রঃ সর্পারিঃ সর্বভক্ষকঃ ॥ ৪২ ॥

মার্জ্জারো মধুরঃ স্নিগ্ধো বীর্যোন্মঃ কফবাত্তিজিৎ ।

কশতাস্বাসকাসঘ্নো নকুলোহপি সমো'ণ্ডগৈঃ ॥ ৪৩ ॥

মহামৃগের লক্ষণ ।

কাশ্মীরদেশে সরস, অষ্টপাদবিশিষ্ট, উৎসাহযুক্ত, চারিপাদ উর্দ্ধগত, উষ্ট্র-  
প্রমাণ ও মহাবিবাণযুক্ত একপ্রকার বনজাত মৃগ আছে, তাহাকে মহামৃগ  
বলে ॥ ৩৯ ॥

শল্লকের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

শল্লক, শললী, স্বাবিট্‌, { শল্যকণ্ঠ, শূল্য, শলাকা, ক্রকচপাদ, ছেলার,  
শূল্যমৃগ, বজ্রশল্য ও বিলেণর }, এই শব্দ সমুদায় শল্লকের নাম । মেধা,  
সূচিনী ও খরা, ইহাও অতুবিধ শল্লকের নাম । শল্লক—শ্বাস, কাস, বক্তপিত্ত,  
শোথ ও ত্রিদৌষনাশক । মেধা—শল্লকের গুণযুক্ত এবং বলকর । হিন্দী-  
ভাষায় ইহাকে “সাললী” বলে ॥ ৪০—৪১ ॥

বিড়ালের ও নকুলের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ ।

বিড়ালক, মার্জ্জার, বিষদংশুক, আখুভুক্‌, { বিড়ারক, বিড়াল, বিরাল,  
বিরালক, বিলাল, বিলালক, ওতু, দীপ্তাক, নক্তকারী, নক্তকর, নক্তচারী,  
জাহক, ত্রিশঙ্ক, জিহ্মাপ, মেনাদ, হৃচক, মুষিকারাত, শালায়ক, মারাবী,



## বানরনামগুণাঃ ।

বানরো মর্কটঃ কীশো বনৌকাশ্চ বলীমুখঃ ।

হরিঃ শাখামৃগঃ প্রাবী প্রবঙ্গঃ প্রবগঃ কপিঃ ।

বানরো পবনশ্বাসমেদঃপাণ্ডুকমীন্ জয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

## শৃগালনামগুণাঃ ।

শৃগালো জম্বুকঃ ফেরুর্গোমায়ুঃ ফেরবঃ শিবঃ ।

শিবেশো বঞ্চকঃ ক্রৌঞ্চৌর্নেপালঃ স্বল্পজম্বুকঃ ।

শৃগালো বলদো বৃহ্যঃ সর্ববাতক্ষয়াপহঃ ॥ ৪৫ ॥

দীপ্তলোচন, কাহল, নেত্রপিণ্ড, পয়স্ক, মন্দির পণ্ড, ব্যাঘ্রস্ত ও মার্জারীয় }। এই সকল শব্দ বিড়ালের নামান্তর । নকুল, পিঙ্গল, বক্র, সর্পারি, সর্কভক্ষক, কোটির, সর্পভূণ, সূচীবদন, লোহিতানন, স্থলপুচ্ছ, রক্তনেত্র ও বক্রদেহ }। এই সকল শব্দ নকুলের পঞ্চায় । বিড়ালমাংস ও নকুলমাংস—মধুররসবিশিষ্ট, মিশ্র, উষ্ণবীৰ্য, কক্ষ, বাতবিনাশক, কুশতানাসক, শ্বাসনিবারক ও কাসহ । প্রচলিত বঙ্গভাষায় বিড়ালকে বেহাল, বিরাল ও বিরেল ; যাবনিক ভাষায় মেকুর এবং হিন্দীভাষায় “বিল্লী” বলে । এবং নকুলকে বঙ্গভাষায় বেজী ও নেউল বলে ॥ ৪২-৪৩ ॥

বানরের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

বানর, মর্কট, কীশ, বনৌকাঃ, বলীমুখ, হরি, শাখামৃগ, প্রাবী, প্রবঙ্গ, প্রবগ, কপি, বলিমৃগ, বনর, মর্ক, প্রব, প্রাজম, প্রবঙ্গম, গোলাঙ্গুল, কপিপাস্ত, দংশিশোণ, ওরুমৃগ, নগাটন, হরি, বাম্পা, কাম্পাক, কলিভিয়, কিথি, শালাবৃক, কৃশাক, কৃষাকু, কৃষ্ণবস্ত্র ও বৃক্ষাকট }, এই সকল শব্দ বানরের নামান্তর । ইহার মাংস—বাত, শ্বাস, মেহ, পাণ্ডু ও কুম্মিরোগ বিনষ্ট করে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় বাঁকর ও বানর বলে ॥ ৪৪ ॥

শৃগাল ও ক্ষুদ্রশৃগালের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ ।

শৃগাল, জম্বুক, ফেরু, গোমায়ু, ফেরব, শিব, শিবেশ, বঞ্চক, ক্রৌঞ্চ, শৃগাল, হৃগাল, ক্রৌষ্ঠা, মৃগধূর্ত, মৃতকাস্তক, লোপাশক, শালামৃগ, মৃতমস্ত, মৃতমস্তক, মৃতমস্ত, কুব, পোররাসন, বলখা, ফের, শ্বধূর্ত, শালামৃগ, ভূরিষায়, মৃগধূর্তক, গোমী, কটখাদক, কটখাদির, মৃগয়, শিবালু, কেরণ্ড, ত্র্যক্ষা প্রভীক, লোপাপক ও ব্যাভ্রনায়ক }, এই সকল শব্দ শৃগাল পঞ্চায়ক । নেপাল, স্বল্পজম্বুক, ক্ষুদ্র-শৃগাল, লঘুশৃগাল, কিথি, কিথী, কিথ, কিথী ও স্বল্পশৃগাল }, এই শব্দ সকল ক্ষুদ্রশৃগালের নাম । শৃগালমাংস—বলকারক, বীৰ্যজনক, সর্কবিধ বাতব্যাহ-

মূষকনামগুণাঃ ।

মূষকঃ খনকঃ স্তেয়ী বৃষ উন্দুররাখুকঃ ।

মূষকো বন্ধবিধুঃ পত্নী, বল্যো বৃগ্যোহনিলাপহঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি চতুস্পদঃ ।

পক্ষিনামগুণাঃ ।

পক্ষী বিহঙ্গমঃ পত্নী শকুন্তিবিহঙ্গঃ খগঃ ।

অণ্ডজো বিঃ পত্নরথঃ পত্নী শকুনিবিহঙ্গঃ ॥ ৪৭ ॥

বিনাশক ও ক্ষয়রোগবিনাশক । প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শৃগালকে শিয়াল, শেয়াল, শেল ও শাল এবং ক্ষুদ্র শৃগালকে খ্যাকশিয়াল ও খেকশেল বলে ॥ ৪৬ ॥

ইহুরের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

মূষক, খনক, স্তেয়ী, বৃষ, উন্দুর, আখুক, মূষীক, চণ্ড, মুচিক, বুঘলোচন, কুহন, বজ্রহংশন, পিঙ্গ, উন্দুরক, নখী, নিলকারী, ধাতারি, বজ্রগ্রজ, মূষী, বিশেষ-বাহন, মহাজ, শঙ্খমারী, উন্দুর, ইন্দুর, উন্দু ক, মুষ, বজ্র, আখনিক, বুঘা, মূষীক, মুঘা, মুঘিকা, বিলেশ্বর, চিক্র, শুবিদ, বেখানকুল, চিক্র, গিঁকো, হালাহলা ও পঞ্জিকা), এই সকল শব্দ ইহুরের নামান্তর । ইহার মাংস—মলরোধক, মূত্র-রোধক, বলকর, বীৰ্যজনক ও বাতশ্ল ॥ ৪৬ ॥

ইতি চতুস্পদ জন্তরবিবরণ সমাপ্ত ।

পক্ষীনাং নাম ।

পক্ষী, বিহঙ্গম, পত্নী, শকুন্তি, বিহঙ্গ, খগ, অণ্ডজ, বি, পত্নরথ, পত্নী, শকুনি, বিজ, বিহঙ্গ, বিহায়া, শকুন্ত, শকু, পত্ন, পত্নগ, পত্ন, নগোকাঃ, বাজী, বিকর, বিকর, পত্নি, নীড়োন্তব, গুরুয়ান, পঞ্জল, নভসঙ্গম, কণ্ঠায়, নাড়ীচরণ, অগোকাঃ, চণ্ড, জুঘণ্ড, সরণ্ড, পিপতিবু, পত্নবাদ, হুগ, কুলায়স্থ, কালয়, চক্ৰযান, জিহ্বারদ, কুরুশায়ী, নীজ, পত্নম, পত্ন, বিহায়ল, চব্যাম-চারী ও কাণ্টাচারী), এই সকল শব্দ পক্ষী নামান্তর ॥ ৪৭ ॥

## তিত্তিরি নামগুণাঃ ।

তিত্তিরিচ্চিত্রপক্ষঃ স্যাৎ কৃষ্ণো গৌর কপিঞ্জলঃ ।

তিত্তিরির্বর্ণদো গ্রাহী হিকাদোষত্রয়াপহঃ ।

শ্বাসকাসহরঃ পথ্যস্তস্মাদ্ গোঁরোহথিকো গুণৈঃ ॥ ৪৮ ॥

## বর্তির নামগুণাঃ ।

বর্তিঃ, বর্তিকা চিত্রস্ততোহল্লবর্তিকা মতা ।

বর্তিরোহমিকরঃ শীতো জ্বরদোষত্রয়াপহঃ ॥ ৪৯ ॥

## লব নামগুণাঃ ।

লাবচ্চিত্রশ্চিত্রতনুঃ স চতুর্ধা মতো বৃধৈঃ ।

পাংশুলো গৈরিকোহন্যস্ত পৌণ্ড্রকো দর্ভরস্তথা ॥ ৫০ ॥

লাবা হৃদ্যা হিমাশ্লান্নিকা গ্রাহিণো বাহিনীপনাঃ ।

পাংশুলঃ শ্লেষ্মালস্তেষাং বীৰ্য্যোক্ষোহনিলনাশনঃ ॥ ৫১ ॥

## তিত্তির পক্ষীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

তিত্তিরি, চিত্রপক্ষ, { তিত্তির, লঘুমাংস, খরকোণ, তিত্তির, তৈত্তির ও সাজুযোদয় }, এই কয়েকটা শব্দ কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিপক্ষীর নাম । কপিঞ্জল, গৌর, তিত্তির, { তেজস ও কপিঞ্জল }, এই শব্দ কতিপয় চিত্ররেখাযুক্ত গৌরবর্ণ তিত্তির পক্ষীর নামান্তর । কৃষ্ণতিত্তিরি পক্ষীর মাংস—বর্ণদ, গ্রাহী, হিকায়, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও সুপথ্য । গৌরতিত্তির পক্ষীর মাংস ইহা অপেক্ষা অধিক গুণশালী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তিত্তির, বসন্ত গৌর ও পাচ নাচা পাখী বলে ॥ ৪৮ ॥

## বাবুই পাখীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

বর্তির, বর্তিকা, চিত্র, { বার্তিক, বর্তী, গাজিকায়, বর্তীর ও বর্তীক } এই সকল শব্দ বাবুই পাখীর নাম এবং ক্ষুদ্র বাবুই পাখীকে বর্তিকা বলে । বাবুই মাংস—অগ্নিদীপক, শীতল, 'জ্বর' ও 'জিহোষ' নাশক ! ক্ষুদ্র বাবুই মৃদু, মধুর, শীতল, রূক্ষ, বকস্র ও পিত্তনাশক ॥ ৪৯ ॥

## লাবপক্ষীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

লাব, চিত্র, চিত্রতনু, { লাবক, লঘুজল ও লব }, এই ক্ষুদ্র-লাব পক্ষীর নামান্তর । লাবপক্ষী—পাংশুল, গৈরিক, পৌণ্ড্রক সকল প্রকারে পরিষ্কার । সর্বপ্রকার লাবপক্ষীর মাংস—সামান্যভাবে

গৈরিকঃ কফবাতস্নো রূক্ষো বহুপ্রদঃ পরম্ ।

পৌণ্ড্রকঃ পিত্তকৃৎ কিকিল্লঘুঃ শ্লেষ্মানিলাপহঃ ॥ ৫২ ॥

দৰ্ভরো রক্তপিত্তঘ্নঃ হৃদাময়হরো হিমঃ ॥ ৫৩ ॥

চটকনামগুণাঃ ।

চটকঃ কলবিষ্কঃ স্নাদন্তো গ্রাম্যস্ত পুণ্ড্রকঃ ।

চটকঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্নাত্তঃ শুক্রকফপ্রদঃ ।

সন্নিপাতহরো বেশাচটকঃ শুক্রলঃ পরম্ ॥ ৫৪ ॥

বার্তিকনামগুণাঃ ।

‘বার্তিকো মধুরঃ পীতঃ সরসঃ কফপিত্তঘ্নঃ ॥ ৫৫ ॥

শীতল, স্নিগ্ধ, মলসংরোধক এবং অগ্নিসম্ভীপক । ‘পাণ্ডুললাবপক্ষীর মাংস—কফবর্দ্ধক, উষ্ণবীৰ্য ও বায়ুনাশক । গৈরিক লাবপক্ষীর মাংস—কফঘ্ন, বাত-নাশক, রূক্ষ ও অগ্নিপ্রদীপক । পৌণ্ড্রক লাবপক্ষীর মাংস—কিকিল্প পিত্তজনক, লঘুপাকী, শ্লেষ্মণ ও বাতনিবারক । দৰ্ভল্লাবপক্ষীর মাংস—রক্তপিত্ত রোগঘ্ন, হৃদ্রোগনাশক ও শীতল । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে লাওয়া ও ছাতারা বলে ॥ ৫১-৫৩ ॥

চটকপক্ষীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

চটক, কলবিষ্ক, { চিত্রপৃষ্ঠ, গৃহনীড়, বুয়ায়ণ, বহুশত্রু, কামুক, কালকণ্ঠক, কলাবিকল, কামচারী, মীলকণ্ঠক, কুলিঙ্গক, ও গৃহবলিভুক }, এই সকল শব্দ গ্রাম্য চটকের নাম । পুণ্ড্রক, { বৃন্দর ও ভূমিশয় }, এই সকল শব্দ আরণ্য চটকের নাম । চটক মাংস—শীতল, স্নিগ্ধ, স্নাত্ত, শুক্রপ্রদ, কফবর্দ্ধক এবং সন্নিপাত (শ্লেষ্মা) নাশক । দ্বিবিধ চটকের মধ্যে গৃহচটক মাংস সমধিক শুক্রবর্দ্ধক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় গ্রাম্য চটককে চড়া ও চড়ুই ও হিন্দীভাষায় “গবুইয়া” এবং আরণ্য চটককে বনচড়া, গুড়ুগুড়ু ও নাগর ভড়ুই বলে ॥ ৫৪ ॥

শকুনি, হি

বার্তিকপক্ষীর নাম ও গুণ ।

বার্তী, বার্কি, { বর্তী, গাজিকায়, বর্তিক, বর্তিকা, বর্তীয়া, বর্তীক ও চিত্র } এই নাড়ীচরণ্য বা বার্তিকপক্ষীর নাম । ইহার মাংস—মধুর, শীতল, রূক্ষ, কফঘ্ন ও কালঘ্ন, চক্ষুঃ । বঙ্গভাষায় ইহাকে বালুই, বটের ও বাবুই পাখী এবং এবং হিন্দী-চারী ও কাণটর বলে ॥ ৫৫ ॥

## পারাবতাদিনামগুণাঃ ।

পারাবতঃ কলরবো মঞ্জুষোষো মদোৎকটঃ ।

কপোতো ঘূষুকুৎ পাণ্ডুরন্থঃ কাণঃ কপোতকঃ ॥ ৫৬ ॥

পারাবতো গুরুঃ স্নিগ্ধো রক্তপিভানিলাপহঃ ।

সংগ্রাহী শুক্ললঃ শীতঃ কপোতোহপি সমো গুণৈঃ ।

কিঞ্চিল্লুঃ পরংকামঃ কপোতঃ সর্বদোষকুৎ ॥ ৫৭ ॥

## ময়ূরনামগুণাঃ ।

ময়ূরশ্চন্দ্রকো কেকী মেঘরাবো ভুজঙ্গভূক্ ।

শিখী শিলাবলো বহী শিখণ্ডী নীলকণ্ঠকঃ ॥ ৫৮ ॥

শুক্লাপাঙ্গঃ কলাপী চ মেঘনাদস্ত লাসকঃ ।

ময়ূরো বৃহৎ শ্রোত্রশিরোরুখাতশোষজিৎ ॥ ৫৯ ॥

পারাবত, বনকপোত ও কাণকপোতের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ ।

পারাবত, কলরব, মঞ্জুষোষ, মদোৎকট, কপোত { ঘরপ্রিয়, ছেফকট, বিল্লী-  
কণ্ঠ, কপোতক, রক্তলোচন, মদন, কাকুরব, কলধনি, পারাবত, অরুণলোচন,  
কাঁসী, রক্তকণ্ঠ, মদনমোহন, কাকবিলাসী, কণ্ঠীরব, গৃহকপোত, গৃহকাপোতক,  
আসাদকুকুট, ছেফ, রক্তদৃক্ ও গৃহকুকুট } এই কয়েকটা শব্দ পারাবতপক্ষীর  
(গৃহকপোতপক্ষীর) নামান্তর। ঘূষুকুৎ, পাণ্ডু { চিত্রকণ্ঠ, কোকদেব, ধূমর,  
বৃন্দলোচন, দহন, অগ্নিসহায়, গৃহনাশন ও ভীষণ }, এই সকল শব্দ বনকপোতের  
নাম। অন্য একজ্ঞকার কপোত আছে, তাহাকে কাণকপোত ও কাণকপোতক  
বলে। গৃহকপোত মাংস—গুরু স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তর, বায়নাশক, সংগ্রাহী, গুরু-  
বর্দ্ধক ও শীতল। বনকপোত মাংস—গৃহকপোত মাংসের গুণবিশিষ্ট। কাণকপোত  
মাংস—কিঞ্চিল্লু লঘু ও সর্বদোষজনক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় গৃহকপোতকে  
পায়রা, কইভর ও কউভর এবং হিন্দীভাষায় পরেবা ও কবুভর; বনকপোতকে  
বঙ্গভাষায় ঘুঘু এবং কাণকপোতকে কাগাড়ুয়া, রামঘুঘু ও কালকুকা বলে ॥ ৫৬-৫৭ ॥

ময়ূরের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

ময়ূর, চন্দ্রকী, কেকী, মেঘরাব, ভুজঙ্গভূক্, শিখী, শিখাবল, বহী, শিখণ্ডী,  
নীলকণ্ঠক, শুক্লাপাঙ্গ, কলাপী, মেঘনাদ, লাসক, { বহিঃ, নীলকণ্ঠ, মেঘ-  
নাশক, কলধনি, কান্তপক্ষী, গুরুভূক্, কোকদেব, চিত্রমেঘল,

উষো বলায়ুর্মেধাগ্নিকৈশদৃগ্‌বরবর্ণদঃ ।

সেব্যং ময়ূরজং মাংসং হেমন্তে শিশিরে মধো ।

ন শরৎগ্রাসায়োঃ পথ্যং বর্ষাশ্রপ্যাহিতক্ষণাৎ ॥ ৬০ ॥

কুকুটনামগুণাঃ ।

কুকুটো বিকিরঃ শৌণ্ডী কালজ্ঞঃ চরণায়ুধঃ ।

রুকবাকুস্তাত্রূড়ঃ স্মাদন্যোহরণ্যকুকুটঃ ॥ ৬১ ॥

কুকুটো বৃংহণঃ স্নিগ্ধো বীৰ্য্যোষণোহনিলজিদ্‌ গুরুঃ ।

চক্ষুশ্চ শুল্ককফকৃদন্যো রূক্ষঃ কষায়কঃ ।

পানীয়কুকুটঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ স্নৈশ্বলো গুরুঃ ॥ ৬২ ॥

মার্জারক, ঘনপাষণ্ড, রাজসারস, বর্ষায়দ, মেঘমুহূর্ত, সর্পাশন, শুক্রাঙ্গ, কুমার-  
বাহী, বারদ্রহ, দীপ্তাজ, মার্জারকর্ষ, বিচিত্রাজ, শিখাধর, শিখাধর, প্রচলাকী,  
সিতাপাঙ্গ, ধ্বজী, মেঘানন্দী, চিত্রপিচ্ছিক, ভূজগভোজী ও কলাপী }, এই সকল  
শব্দ ময়ূরের নামান্তর । ময়ূরমাংস—বৃংহণ, কর্ণরোগগ্র, শিষ্যবোপনাশক, বাতগ্র,  
শোষণ, উষ্ণ, বলকর, আয়ুর্বিদ্যক, মেধাজনক, অগ্নিপ্রদীপক, কেশের ওজ্জ্বল্য-  
বিধায়ক, দৃষ্টিপ্রসাদক এবং উত্তম বর্ণজনক । হেমন্তকালে, শিশির ঋতুতে এবং  
বসন্তকালে ময়ূরমাংস সেবন করা কর্তব্য, কারণ এই ঋতুত্রে ইহার সর্পভক্ষণ  
না করার, উহার মাংস বিষাক্ত হয় না । কিন্তু শরৎকালে, গ্রীষ্মকালে ও বর্ষা-  
কালে কদাচ ময়ূরের মাংস ভোজন করা উচিত নয়, যেহেতু এই কালত্রে  
ইহার সর্প ভক্ষণ করে বলিয়া উহাদের মাংস বিষময় প্রযুক্ত মাংসভোজি ব্যক্তির  
বিশেষ অনিষ্ট ঘটয়া থাকে, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ইহবার বিশেষ সম্ভাবনা ।  
প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাদ্রুপ ময়ের বলে ॥ ৫৮-৬০ ॥

কুকুটের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

কুকুট, বিকির, শৌণ্ডী, কালজ্ঞ, চরণায়ুধ, রুকবাকু, তাত্রূড়, { কাবুক,  
কুহকুহ্মন, নিশাবেদী, বিবুতাক, কুহুম্বর, নিশাকর, একাশকজ্ঞতা, যামঘোষ,  
কসাধিক, রাজিবেন্দী, বিকির, দক্ষ, নখরায়ুধ, যামনাদী, শিখাওক, তাম্রশিখী,  
রাজিবেন্দ, উষাকর, যুভাক ও কাহল }, এই সকল শব্দ কুকুটের পর্যায় । অরণ্য-  
কুকুট ও বনকুকুট শব্দে আরণ্য কুকুটকে বুঝায় । পানীয় কুকুট, { জলকাক,  
জলকুকুট, দাভাহ ও কালকর্ষক }, এই সকল শব্দ পানীয় কুকুটের নাম । কুকুট  
মাংস— বৃংহণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বীৰ্য্য, বাতগ্র, গুরুপাকী, চক্ষুষ্য, শুক্রবর্দ্ধক ও কফজনক ।  
আরণ্যকুকুট মাংস—রূক্ষ ও কষায় রসবিশিষ্ট । পানীয় কুকুটমাংস—স্নিগ্ধ,

শুকো রক্তমুখঃ কীরো বাগ্মী স্তন্দরদর্শনঃ ।

সারিকা রসিতা দূতী স্তমতিঃ প্রিয়বাসিনী ॥ ৬৩ ॥

শুকঃ শীতো লঘুগ্রাহী ক্ষতকাসক্ষয়্যাপহঃ ।

রুক্ষস্তদ্ব্যতা সারী স্নিগ্ধা বুদ্ধিবল্যমিকৃৎ ॥ ৬৪ ॥

কোকিলনামগুণাঃ ।

কোকিলঃ কলকণ্ঠঃ স্র্যং পরপুষ্টো বনপ্রিয়ঃ ।

পিকঃ পরভূতাহারী তাড্রাক্ষো মধুদূতকঃ ।

কোকিলো দীপনো গ্রাহী চক্ষুয়ঃ ক্ষয়্যকাসজিৎ ॥ ৬৫ ॥

বংহং, শ্লেষবর ও শুকপাকী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় কুকুটকে, কুহুড়, মৃগী, মোরগ ও ইংরাজী ভাষায় ফাউল, ; আরণ্যকুকুটকে বনকুহুড় এবং পানীয় কুকুটকে পানীকোড়ী ও পানকোড়ী বলে ॥ ৬১-৬২ ॥

শুক ও সারীর নাম ও মংসের গুণ ।

শুক, রক্তমুখ, কীর, বাগ্মী, স্তন্দরদর্শন, { বক্রনখ, রক্তপাদ, বক্রচক্ষু, বুদ্ধ-  
ত্বং, চিহ্নি, চিহ্নিক, মেধাবী, দাড়িমপ্রিয়, শূক, প্রিয়দর্শন এবং মঞ্জুপাঠক }, এই  
সকল শব্দ শুকপক্ষীর নাম । শারিক, রসিতা, দূতী, - স্তমতি, প্রিয়বাসিনী,  
{ শারিকা, সারী, শারী, মধুরালাপী, মেধাবিনী, গোমতিকা, গোকিরাটী,  
গোরিকা, কলহপ্রিয়া, চিত্রনেত্রী, চিত্রপাত, শারি, সারি, মদনশারিকা, পীতপালা  
ও শলাকা }, এই সকল শব্দ শারিকাপক্ষীর নাম । শুকমাংস—লীতল, লঘু,  
গ্রাহী, উরঃক্ষত নাশক, কাসহ, ক্ষয়নিবারক ও রুক্ষ । সারীমাংস—শুকমাংসের  
গুণযুক্ত এবং স্নিগ্ধ, বুদ্ধিপ্রদ, বলকারক ও জঠরাগ্নি সঙ্গীপক । প্রচলিত বঙ্গ-  
ভাষায় শুককে—টিয়া, ভুয়া ও তোতা এবং হিন্দীভাষায় “ওগা” এবং শারিকাকে  
সালিক ও ( কোন মতে ) ময়না বলে ॥ ৬৩-৬৪ ॥

কোকিলের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

কোকিল, কলকণ্ঠ, পদপুষ্ট, বনপ্রিয়, পিক, পরভূতাহারী, তাড্রাক্ষ, মধুদূতক,  
{ পরভূত, কাকপুচ্ছ, কলামোষ, অলিম্বক, কামজাল, পঞ্চমাস্ত, মধুসর, কুহুকণ্ঠ,  
মোষরিহু, কলধ্বনি, পাত, অলিম্বক, অস্তভূত, অলিপক, মধুবর, কামজাল,  
অচলহিট, কাকপুষ্ট, মধুকণ্ঠ, কুহুম্ব, ধাক্ষপুষ্প, মধুমোষ, বনমোষী, কাল,

কাকনামানি ।

কাকো ধ্বাজ্জা গূঢ়কামী বলিপুষ্ঠঃ সক্রুৎপ্রজঃ ।

বায়সো বলিভুকাণঃ করটচতুরো দ্বিজঃ ॥ ৬৬ ॥

ভাসনামানি ।

ভাসঃ সিখোবান্ধমতো গৃধ্রাকারো রজঃপ্রজঃ ॥ ৬৭ ॥

কাকভাসমাংসগুণাঃ ।

কাকভাসভবং মাংসং চক্ষুগ্ৰ্যং দীপনং লঘু ।

আয়ুগ্ৰ্যং বৃংহণং বল্যং ক্ষতদোষক্ষয়্যাপহম্ ॥ ৬৮ ॥

বসন্তদন্ত, গন্ধর্ক, মধুগায়ন, বাসন্ত, কামার, কাকলীরব, কুহুরব, অন্তপুঠ, মন্ত  
মহনপাঠক ও কলহি }, এই সকল শব্দ কোকিলের নামান্তর । কোকিল মাংস-  
অগ্নিপ্রদীপক, মলরোধক, চক্ষুযা, কক্ষর ও কাসনাশক ॥ ৬৫ ॥

কাকের নাম

কাক, ধাজ্জ, গূঢ়কামী, বলিপুষ্ঠ, সক্রুৎপ্রজ, বায়স, বলিভুক, কাণ, করট,  
চতুর, দ্বিজ, { মলিষ্ট, বলিপুষ্ঠ, আয়ুষোষ, পংভুৎ, বাতজব, বৃল, কৃক, সূচক,  
শ্রামিণ, দীর্ঘায়ু, পিণ্ডন, কটখানক, কাগ, গৃহবলিভুক, একদুক, অগ্ন্যভুৎ, লুকারি,  
একাক, কাণক, কান্নব, নগরীক, সত্যবাক, পরমুভু, শত্রজ, বুলিভুজ,  
নিমিত্তকৃৎ, কোশিল্পারতি, কোশিকারি, খর, মুখর, চিরাম্ব, চলাচল, মহালোল,  
চিরঞ্জীবী, গূঢ়মৈধন, নাগবীরক, করটক, লুটীক, শ্রাবক, মলভুক, যমদন্তক,  
দিককার, অগ্রকৃষ্ট, বীজজ্বর ও কটখনির }, এই সকল শব্দ কাকের নাম ।  
প্রচলিত বন্ধভাষায় ইহাকে কাগ বলে ॥ ৬৬ ॥

ভাসপক্ষীর নাম ।

ভাস, সিখী, বান্ধমত, গৃধ্রাকার, রজঃপ্রজ, { ভাব, ভাসন্ত ও শকন্ত }, এই  
সকল শব্দ ভাসপক্ষীর নাম ॥ ৬৭ ॥

কাকমাংস ও ভাসমাংসের গুণ ।

কাকমাংস ও ভাসমাংস—চক্ষুযা, অগ্নিপ্রদীপক, লঘুপাকী, আয়ুযা, বৃংহণ,  
বলকারক, ক্ষতনাশক, ত্রিদোষহ ও ক্ষয়রোগবিনাশক ॥ ৬৮ ॥



গৃধ্রঃ স্তূদৃকঃ শকুনী বক্রদৃষ্টিশ্চ দূরদৃক্ ।

গৃধ্রস্য কাকবস্মাংসং বিশ্লেষান্নৈত্ররোগজিৎ ॥ ৬৯ ॥

হংসাঃ শ্বেতগরুত্মানোঃ মানসৌকাজানপাদঃ ।

রাজহংসঃ সূতঃ কৃষ্ণৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রোহর্থ মালিকঃ ॥ ৭০ ॥

মলিনৈঃ কলহংসস্ত পীতৈঃ কাদম্ব উচ্যতে ।

কারগুবঃ প্লবো মদগুবঃ হংসযোষিতঃ ॥ ৭১ ॥

হংসঃ স্নিগ্ধো গুহ্যৈর্বাণ্যৈ বীৰ্য্যোক্ষঃ স্বরবর্ণকৃৎ ।

বাতাস্পিত্তশমনো বৃংহণো বলবহ্নিদঃ ॥ ৭২ ॥

গৃধ্রপক্ষীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

গৃধ্র, স্তূদৃক, শকুনী, বক্রদৃষ্টি, দূরদৃক্, { দাক্ষাৰ্ঘ্য, বক্রভুজ, দূরদর্শন, দীর্ঘদর্শী, দীর্ঘদৃষ্টি ও দূরদর্শী }, এই সকল শব্দ গৃধ্রপক্ষীর নাম । ইহার মাংস—কাকের মাংসের গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ নেত্ররোগে ক্ষতীব হিতকর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শকুন, শগুণ ও গৃধিনী বলে ॥ ৬৯ ॥

হংসের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

হংস, শ্বেতগরুৎ, মানসৌকাঃ, জালপাদ, { চক্রাঙ্গি, কলকণ্ঠ, সিতচ্ছদ, বক্রাঙ্গ, সিতপক্ষ, সরঃকাক, পুরুষাশক, সিদ্ধিপক্ষ, সিদ্ধিচ্ছদ, জালপাদ, শ্বেতপক্ষ, ধবলপক্ষ, মানমালয়, বরট ও মরাল }, এই সকল শব্দ হংসের নাম । রাজহংস, ধার্ত্তরাষ্ট্র, কলহংস ও কারগুব ভেদে হংস চারি প্রকার । ধার্ত্তরাষ্ট্রহংস কৃষ্ণবর্ণ চরণ চক্ষুসংযুক্ত । কলহংস মলিন পীতবর্ণচক্ষু ও চরণ সংযুক্ত । কারগুব, কাবণ্ড, প্লব ও মস্ত, এই শব্দ চতুষ্টয়ের কারগুবের নাম । যেহেতু—হংসকে বরটা বলে । প্রচলিত বঙ্গভাষায় হংসকে হাঁস, রাজহংসকে রাজ হাঁস, কলহংসকে বালিহাঁস, কারগুবকে ডুইহাঁস এবং বরটাকে মেয়েহাঁস বলে । সর্গবিধ হংস মাংস—স্নিগ্ধ, গুরুপাকী, বীৰ্য্যজনক, উষ্ণবীৰ্য্য, স্তম্ভরতাকারক, বর্ণের ক্ষয়কারক, বাতরক্ত ও পিত্তনাশক, বৃংহণ, বলকারক ও অগ্নিসন্দীপক ॥ ৭০-৭২ ॥

সারসচক্রবাককঙ্কনামানি ।

সারসো লক্ষণো রক্তমূর্দ্ধা স্রাৎ পুষ্করাঙ্ঘরঃ ।

চক্রবাকঃ পত্ররথশ্চক্রশ্চক্রী স্রকামুকঃ ॥ ৭৩ ॥

রুণাস্রনামা কোকোহথ কঙ্কঃ স্রাল্লোহপৃষ্ঠকঃ ॥ ৭৪ ॥

বকনামানি ।

বকো বকোটো ধবলো বলাকা বিশকণ্ঠিনী ॥ ৭৫ ॥

আড়িনাগগুণাঃ ।

আড়িঃ শরারিরাতিশ্চ বিচিত্রজলচারিণী ॥ ৭৬ ॥

সারস, চক্রবাক ও কঙ্কপক্ষীর নাম ।

সারস, লক্ষণ, রক্তমূর্দ্ধ, পুষ্করাঙ্ঘর, { পুষ্কর, কুলাঙ্কর, গোনর্দ, নক্করহ, নাঙ্কর, সরসীক, সারসী, সরসোৎসব, রসিক এবং কামী }, এই সকল শব্দ সারস-পক্ষীর পর্যায় । চক্রবাক, পত্ররথ, চক্র, চক্রী, স্রকামুক, রথাজনামা, কোক, { কাবুক, বিরোগী, ভূমিপ্রোষা, বৃন্দচারী, সহায়, কানু, কামী, রাজ্রিবিপ্লবগামী ও কামুক }, এই সকল শব্দ চক্রবাক পক্ষীর নামান্তর । কঙ্ক, লোহপৃষ্ঠক, { কোমলপুচ্ছ, কমলচ্ছদ, দীর্ঘপাৎ, দীর্ঘপাদ, কালপৃষ্ঠ, লোহপৃষ্ঠ, কিশোর, আশ্বপ্রিয়, অরিত্ত, ক্রুর, বর্ণালঙ্করণ, সন্দংশবদন ও ধর }, এই শব্দ সমুদায় কঙ্কপক্ষীর নামান্তর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় চক্রবাককে চকাচকী ও রামচকা এবং কঙ্কপক্ষীকে কাঁকপাখী ও মতান্তরে হাড়গিলে বলে ॥ ৭৩-৭৪ ॥

বকপক্ষীর নাম

বক, বকোট, ধবল, { দান্তিক, নিশ্চলাঙ্গ, মীনঘাতী, মুবাখায়ী, তাপস, তীর্থসেবী, শিখী, চক্রবিহঙ্গ, নিশৈত, কার, গৃহবলিপ্রিয়, দীর্ঘজীব, শুক্রবায়স, করকঙ্ক ও ছারবলিভুক }, এই সকল শব্দ বকের নামান্তর । বলাকা, বিশকণ্ঠিনী, { অলালরা, মেঘানন্দা, ঘনাস্তকামুকী, খেতা, শুকালী, দীর্ঘকঙ্করা, বনাকী, বিষকণ্ঠী, বিষকণ্ঠা, বক্করকা, পিজলিকা ও কয়রিকা }, এই সকল শব্দ বলাকা বকের নাম ॥ ৭৫ ॥

আড়ি পক্ষীর নাম ।

আড়ি, শরারি, আড়ি, বিচিত্রজলচারিণী, { আড়ী, আড়িকা, আটি, শরাটি, শরাড়ি, শরারি, শরারিকা, শরালি, শরালিক, সারালী, শরাড়ী, শরালী, হাপুজী ও রাজপুজিকা }, এই সকল শব্দ আড়িপক্ষীর নাম । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শরালপাখী এবং হিন্দী ভাষায় সিন্দু বলে ॥ ৭৬ ॥

সারসচক্রাদিমাংসগুণাঃ ।

সারসচক্রকঙ্কাদিমাংসং স্নিগ্ধং হিমং গুরু ।

মধুরং হৃৎবিণ্মাত্রং বাতপিভ্রাশ্রনাশনম্ ॥ ৭৭ ॥

কৃষ্ণগামগুণাঃ ।

কারেডুকঃ কর্করেটু করকঃ কৃষ্ণগন্তথা ।

কৃষ্ণগো বৃংহণো বল্যো বাতপিভ্রহরো লঘুঃ ॥ ৭৮ ॥

খঞ্জরীটনীলকণ্ঠনামানি ।

খঞ্জরীটঃ খঞ্জনকশ্চায়নামা কিকীদিবিঃ ॥ ৭৯ ॥

চাতকনামানি ।

চাতকস্ত ঘনরবঃ সারঙ্গস্তোককো ভ্রমঃ ॥ ৮০ ॥

সারসাদি পক্ষীর মাংসের গুণ ।

সারস, চক্রবাক, কক, বক, বলাকা ও শরারি পক্ষীর মাংস—স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাকী, মধুর, বল ও মূত্রশ্রাবক, এবং বাত ও রক্তপিত্ত রোগনাশক ॥ ৭৭ ॥

কর্করেটু পক্ষীর নাম ও মাংসের গুণ ।

কারেডুক, কর্করেটু, করক, কৃষ্ণ { করেটু, কর্করেটু, করটু ও কর্করাটুক }, এই সকল শব্দ কর্করেটু পক্ষীর নাম । ইহার মাংস—বৃংহণ, বাতপিত্ত নাশক ও লঘু । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কর্কটিয়া পাখী বলে ॥ ৭৮ ॥

খঞ্জনপক্ষীর ও নীলকণ্ঠ পক্ষীর নাম ।

খঞ্জরীট, খঞ্জনক, { কনাটিল, কাকছদ্দি, খঞ্জরেন, খুনিপুত্রক, তদ্রনামা, রক্ত-নিধি, খঞ্জরেট, গুটনীড়, কাকজল, চণ্ডক, চর, ভণ্ড, নেত্রোপম, কনাটীর, কনাটীরক ও খঞ্জরীটক }, এই সকল শব্দ খঞ্জনপক্ষীর নাম । চায়নামা, কিকীদিবি, { চাষ, চাস, নীলকণ্ঠ, নীলাজ্ঞ ও পুণ্ডার্বন }, এই সমূহের শব্দ নীলকণ্ঠ পক্ষীর নামান্তর ॥ ৭৯ ॥

চাতক পক্ষীর নাম ।

চাতক, ঘনরব, সারঙ্গ, স্তোকক, ভ্রম, { বর্ষাভূ, পারিপ্লবত, শারঙ্গ, করকা-প্রিয়, মেঘাচিন্তক, স্তোকক, মেঘজীবন, স্তোক, কালাহুনাদী, ঘনস্তোল ও বর্ষা-প্রিয় }, এই সকল শব্দ চাতকপাখীর পর্যায় । এই পাখী “কটিকজল ফটিকজল” বলিয়া থাকে । হিন্দীভাষায় ইহাকে “ডেকা” বলে ॥ ৮০ ॥

ভরদ্বাজনামানি ।

ভরদ্বাজঃ বকরাটো ব্যাত্রাটোহিকুটিঃ পরঃ ॥ ৮১ ॥

খঞ্জুরীটাদিমাংসগুণাঃ ।

খঞ্জুরীটো ভরদ্বাজশচাষঃ শ্লেষ্মানিলাপহঃ ।

বাতলোহনিলপিভ্রয়ো ভরদ্বাজঃ কফাস্রজিৎ ॥ ৮২ ॥

শ্চেনুচিরী নামগুণাঃ ।

শ্চেনঃ শশাদনঃ পত্নী চিরীশ্চিল্লী চিরিল্লিকা ।

শ্চেনচীরীভবং মাংসং প্রাপ্যো দোষকরং গুরু ॥ ৮৩ ॥

উলুকনামগুণাঃ ।

উলুকঃ কোশিকঃ কাকবৈরী ধূকো নিশাচরঃ ।

উলুকপললং ভ্রান্তিকরং বাতপ্রকোপনম্ ॥ ৮৪ ॥

ভরদ্বাজ পক্ষীর নাম ।

ভরদ্বাজ, বকরাট, ব্যাট, অহিকুটি, { ভরদ্বাজক, ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজক }, এই সকল শব্দ ভরদ্বাজ পক্ষীর নাম । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ভাকুই পাখী বলে ॥ ৮১ ॥

খঞ্জুরী পক্ষীর মাংসের গুণ ।

খঞ্জন, চাষ ও চাতক পক্ষীর মাংস—বাতশ্লেষ্মানাশক, বাতবর্ধক ও বাতপিত্ত-নাশক এবং ভরদ্বাজপক্ষীর মাংস—কফ ও রক্তপিত্তর ॥ ৮২ ॥

শ্চেনপক্ষী ও চিল্লীপক্ষীর নাম ও মাংসের গুণ ।

শ্চেন, শশাদন, পত্নী, { শশাদ, কপোতারি, পতঙ্গী, গাতিপক্ষী, গ্রাহক, মারক, কুব্যাতি, কুব, হৈরী, ঘুগাওক, নীলপিচ্ছ, ককাল, লম্বকর্ণ, রণপ্রিয়, পিচ্ছবাণ, রণপক্ষী, স্থলনীল, ভঙ্কর এক শশদাতক }, এই সকল শব্দ শ্চেনপক্ষীর নাম । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সঙ্কাল, বাজ ও শিকিরে পাখী বলে । চিরী, চিল্লী, চিরিল্লিকা, { চিল্ল, চীল্ল, আতাপী, আতায়ী, শকুনী, পুভ্রান্তি, কণ্ঠপীড়ক, চিরভণ ও বিদ্যচারী }, এই সমুদায় শব্দ চিল্লীপক্ষীর নামান্তর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চিল বলে । শ্চেনমাংস ও চিল্লীমাংস—আয়ুর্বিবিধ দোষজনক এবং গুরুপাকী ॥ ৮৩ ॥

উলুকপক্ষীর নাম ও মাংসের গুণ ।

উলুক, কোশিক, কাকবৈরী, ধুক, নিশাচর, { ভামল, দিবাকক, কুশি, মজ্জকর, নিশাট, কাকারি, উলূপ, ঘোরদর্শন, বায়সারাত্তি, শকাট, বক-

## চকোরনামগুণাঃ ।

চকোরশচন্দ্রিকাপায়ী জীবজীবঃ স্থলোচনঃ ।

চকোরো বৃংহণো বল্যঃ স্নিক্ধোষণো বাতনাশনঃ ॥ ৮৫ ॥

## ক্রৌঞ্চাদিনামগুণাঃ ।

ক্রৌঞ্চকঃ পেচকোহন্যস্ত পুচ্ছাধোভাগলোহিতঃ ।

বক্রোশঃ কুররোহথান্যঃ কোষষ্টিষ্টিটিভিস্তথা ॥ ৮৬ ॥

ক্রৌঞ্চঃ পিতানিলহরো পেচকঃ কফবাতজিৎ ।

কুররঃ ক্রৌঞ্চবৎ জেয়ঃ টিষ্টিভোহল্লমরুৎকরঃ ॥ ৮৭ ॥

## মৎস্ত রোহিতাদিমৎস্তনামগুণাঃ ।

মৎস্তো ঋষস্তিমির্মীনঃ কণ্ঠী বৈসারিণো দ্রবঃ ।

পুষ্কুরোমাভিসারঃ স্যাদিসারঃ শকুলী তথা ॥ ৮৮ ॥

নাসিক, हरिनेत्र, दिवाशी, नखाशी, पीछ, शर्षर, बाकशी, नक्तगारी, रूप-  
নাশন, রক্তনাসিক, ভাকক, আল এবং উলক }, এই সকল শব্দ উলূকের নাম :  
ইহার মাংস—জাতিকর ও বাতপ্রকোপক । প্রচলিত বঙ্গভাষার ইহাকে পেঁচা,  
হুতুম পেঁচা ও কালপেঁচা বলে । ইহারা রাত্রিতে গৃহস্থবাটার সন্নিকটে আসিয়া  
“ভুত ভুতুম” ও “না দিবি না বউদিবি” বলিয়া ডাকে ॥ ৮৫ ॥

চকোর পক্ষীর নাম ও মাংসের গুণ ।

চকোর, চন্দ্রিকাপায়ী, জীবজীব, স্থলোচন, { চকোরক, জীবজীব, চলচক, জীবজীবক, বিষদর্শনমুতাক, জ্যোৎস্নাগ্রিয় এবং কোমলীজীবন }, এই সকল শব্দ চকোর পক্ষীর নামান্তর । এই পক্ষী চন্দ্রিকা ( জ্যোৎস্না ) পান করে । ইহার মাংস—বৃংহণ, বলকারক, স্নিক্ধ, উষ্ণ ও বাতহর ॥ ৮৬ ॥

ক্রৌঞ্চাদি পক্ষীর নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ ।

ক্রৌঞ্চক, { ক্রৌঞ্চ, ক্রুৎ, ক্রুঞ্চক, ক্রুঞ্চা, ক্রৌঞ্চ, কালিক, কলিক, কালীক }, এই সকল শব্দ ক্রৌঞ্চকের নাম । পুচ্ছের অধোভাগ লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট একপ্রকার পেঁচা আছে, তাহাকে ক্রুৎপেঁচা এবং কেহ কেহ ছাত্তার বলে । উৎকোশ, কুরর, { কুরল, খরশব্দ, ক্রৌঞ্চ, পঙ্কজিচর ও খুর }, এই কয়েকটা শব্দ কুররপক্ষীর নাম । প্রচলিত বঙ্গভাষার ইহাকে কুল, কেহ কেহ মাচাল এবং হিল্লীভাষার করাকুর বলে । কোষষ্টি, { শিখরী ও জলককুভী

রক্তোদরো রক্তমুখো রোহিতো মৎস্তপুঙ্গবঃ ।

সহস্রদংষ্ট্রঃ পাঠীনঃ কৃষ্ণবর্ণো মহাশিরাঃ ॥ ৮৯ ॥

শকরঃ ক্ষুদ্রমৎস্তঃ স্রাৎ প্রৌষ্ঠী তু শকরী স্রুতা ।

নল্লমীনশ্চিলিচিমস্তিমিঃ খ্যাতঃ সমুদ্রজঃ ॥ ৯০ ॥

ইহাকে কোঁড়া পাখী বলে । টিট্টিভ, { টিটিভ, টিটিভক, টিটিভক, টিটিভ, টিটিভক, টিটিভক ও কোষটিক }, এই শব্দ সমুদায় টিটিভ পক্ষীর নামান্তর । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে টিটি ও টেটী পাখী বলে । কোঁচবকের মাংস—পিত্তর ও বাত-নাশক । কুলপাখীর মাংস—পিত্তর ও বাতনাশক এবং টেটীপক্ষীর মাংস—অল্প বাতবর্ধক ॥ ৮৫-৮৭ ॥

ইতি পক্ষিবর্গ সমাপ্ত ।

মৎস্তের নাম ।

মৎস্ত, কষ, ভিমি, মৌন, কষ্ঠী, বৈসাদ্বিপ, জব, পুথুরোমা, অভিসার, বিসার, শকুলী, { বস, অণ্ডজ, শকলী, শকলী, আত্মনাশী, মধুর, মূক, অলেশর, কণ্টকী, শকী, মচ্ছ, আমিষ, স্থিরজিহ্ব, বারিচর, জলবাস, শুঙ্গী, অণ্ডালু, জলবন্ধু ও মৎস্ত }, এই সকল শব্দ মৎস্তের নাম । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মাছ ও মচ্ছি বলে ॥ ৮৮ ॥

১ রোহিত মৎস্তর ও বোদাল মৎস্তের নাম ।

রক্তোদর, রক্তমুখ, রোহিত, মৎস্তপুঙ্গব, { রোহিষ, মৎস্তরাজ, রোহিৎ, রক্তাক, রক্তপঙ্কতি, কৃষ্ণপক্ষ ও কসশ্রেষ্ঠ }, এই কয়েকটি শব্দ রোহিত মৎস্তের নাম । সহস্রদংষ্ট্র, পাঠীন, কৃষ্ণবর্ণ, মহাশিরাঃ, { বোদাল, বোদালক, সহস্রদংষ্ট্রী ও বদালক }, এই সকল শব্দ বোদাল মৎস্তের নাম । প্রচলিত বঙ্গভাষায় রোহিত মৎস্তকে কইমাছ এবং বোদাল মৎস্তকে বোয়াল ও বোলমাছ বলে ॥ ৮৯ ॥

শকরী, নল্লমীন ও তিমি মৎস্তের নাম ।

শকর, ক্ষুদ্রমৎস্ত, প্রৌষ্ঠী, শকরী, { খেতাকাল, শকরী, শকর, প্রোষ্টিকা ও প্রোষ্ঠ }, এই সকল শব্দ পুঁটী মাছের নাম । নল্লমীন, চিলিচিম, { চিলীচিম, চিলীচীম, জলমীন, চেলীচী, চিলীম, চিনিমীনক, চিলিচীমি, কবল ও বিনোটক }, এই সকল শব্দ বেলে গড়পুড়ে মাছের নাম । ভিমি, { ভিমী }, ইহা সমুদ্রজ সর্পায়াজ মৎস্ত ॥ ৯০ ॥

মৎস্তা বলপ্রদা বৃষ্যা গুরবঃ কফপিত্তলাঃ ।

উষ্ণাভিষ্যন্দিনঃ স্নিগ্ধাঃ বৃংহণাঃ পবনাপহাঃ ॥ ৯১ ॥

নাদেয়া বৃংহণা মৎস্তা গুরবোহনিলনাশনাঃ ।

কৌপ্যা বৃগ্যাঃ কফাষ্টীলা মূত্রকুষ্ঠবিবন্ধদাঃ ॥ ৯২ ॥

তাড়াগঃ গুরবো বৃষ্যাঃ শীতলা বলমূত্রদাঃ ।

তড়াগবন্নিব রজা বলায়ুর্মতিদৃকরাঃ ॥ ৯৩ ॥

সুরোজা মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বাতনিবহনাঃ ।

সামুদ্রা গুরবো নাতিপিত্তলাঃ পবনাপহাঃ ॥ ৯৪ ॥

তত্রাপি লবণাক্তোজা গ্রাহিণো দৃষ্টিনাশনাঃ ।

হৃদোদ্ভবা বলকরা ন তু স্বচ্ছজলোদ্ভবাঃ ॥ ৯৫ ॥

হেমন্তে কূপজা মৎস্তাঃ শিশিরে সারসা হিতাঃ ।

মধুগ্রীষ্মাস্থকালেষু নদীচূঙ্গীতড়াগজাঃ ৯৬ ॥

• মৎস্ত ও মাংসের গুণ ।

সর্কবিধ মৎস্ত মাংস—সাধারণতঃ বলকারক, বীৰ্য্যজনক, গুরুপাকী, কফজনক, পিত্তপ্রকোপক, উষ্ণ, অভিষ্যন্দী, স্নিগ্ধ, বৃংহণ ও বাতনাশক ॥ ৯১ ॥

নদী, কূপ প্রভৃতি জলাশয়জাত মৎস্তের গুণ ।

নাদেয় (নদীজাত) মৎস্ত—বৃংহণ, গুরুপাকী ও বাতহর । কূপজাত মৎস্ত—বীৰ্য্যজনক এবং কফ, অষ্টীলা, মূত্ররোগ, কুষ্ঠ ও বিবন্ধ রোগ জনক । তাড়াগ (বিল) জাতমৎস্ত—গুরুপাকী, বৃষ্যা, শীতল, বলকর ও মূত্রপ্রবর্তক । নিররজাতমৎস্ত তড়াগজাত মৎস্তের গুণাবিশিষ্ট এবং বলকারক, আয়ুর্করক, মতিজনক ও দৃষ্টিশক্তিপ্রসাধক । সুরোজ (পুকুরীজাত) মৎস্ত—মধুর, স্নিগ্ধ, বলকর ও বাতনাশক । সামুদ্রমৎস্ত—গুরুপাকী, অল্প পিত্তবর্ধক ও বাতনাশক । সমুদ্রের মধ্যে লবণাক্ত জলবিশিষ্ট সমুদ্রের মৎস্ত—মলরোধক ও দৃষ্টিনাশক । হৃদজাত মৎস্ত—বলকারক, কিন্তু স্বচ্ছজলযুক্ত হৃদের মৎস্ত বলকারক নহে ॥ ৯২-৯৫ ॥

ঋতুভেদে মৎস্তগ্রহণ ।

হেমন্তকালে কূপজাত মৎস্ত, শিশিরকালে পুকুরিীর মৎস্ত, বসন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে নদী, চূঙ্গী ও তড়াগজাত মৎস্ত এবং শরৎকালে নিররজাত মৎস্ত হিতকর । সর্কবিধ বর্ষাধনিত মৎস্ত—সর্কবিধ দেহজনক, সুতরাং অতীব

শরৎস্থ নৈবরাঃ সর্বৈ বর্ষোথাঃ সর্বদোষদাঃ ॥ ৯৬ ॥

রোহিতঃ প্রবরস্তেষু নাতিপিত্তকরোহলযুঃ ॥

কষায়ানুরসো বল্যঃ পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ ॥ ৯৭ ॥

ক্ষুদ্রমংশ্রমংশ্রাণ্ডনামগুণাঃ ।

ক্ষুদ্রমংশ্রাঃ স্মারসা দোষত্রয়নির্হণাঃ ।

সূক্ষ্মাঃ পরং পুংস্করা রুচ্যাঃ কাসানিলাপহাঃ ॥ ৯৮ ॥

ত্রিদোষকুচ্চিলিচিমংশ্রা বল্যঃ পরং মতঃ ।

মংশ্রগর্ভঃ পরং বৃগ্যঃ স্নিগ্ধঃ স্বেদ্যকরো গুরুঃ ।

কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিক্রম্বেহনাশনঃ ॥ ৯৯ ॥

শিশুমারনামগুণাঃ ।

শিশুমারো দৃতেস্থল্যো মকরস্তিমিদ্ভুকঃ ।

শিশুমারো গুরুবৃগ্যঃ কফকৃদাতনাশনঃ ।

বৃংহণো বলদঃ স্নিগ্ধস্তদ্বন্মকরমাদিশেৎ ॥ ১০০ ॥

রোহিত ও পাঠীন মংশ্রের গুণ ।

সর্বপ্রকার মংশ্রের মধ্যে রোহিত মংশ্র - অত্যাৎকষ্ট । ইহা, অল্প পিত্ত-প্রকোপক, গুরুপাকী, অল্প কষায়রসায়ক ও বলকারক । বোয়াল মংশ্র - কফবর্জক ও গুরুপাকী ॥ ৯৭ ॥

ক্ষুদ্র মংশ্র ও মংশ্রাণ্ডের গুণ ।

সর্ববিধ ক্ষুদ্র মংশ্র - মধুর, ত্রিদোষপ্র, তৃপ্ত, বীজাজনক, কৃচ্চিকারক, কাসপ্র ও বাতনাশক । ইহার মধ্যে চি'লি'ম মংশ্র - ত্রিদোষজনক এবং বলকর । মংশ্রগর্ভ ( মংশ্রভিষ, মংশ্রাণ্ড অর্থ ২ মা'ছর ডিম্ব ) অত্যন্ত বীজাজনক, স্নিগ্ধ, শরীর দৃঢ়কর, গুরুপাকী, কফজনক, মেদোবর্জক, বলকারক, গ্লানজনক ও মেহ-রোগ বিনাশক ॥ ৯৮-৯৯ ॥

শিশুমার ও মকরের নাম ও মাংসের গুণ ।

শিশুমার, দৃতিভূলা ও { শুভক } এই শব্দদ্বয় শিশুমারের পর্য়ায় । মকর, তিমিদ্ভুক ও { পঙ্কজীহ } এই শব্দ দুই মকরের নামান্তর । শিশুমার মাংস - গুরু, বৃগ্য, কফকর, বাতপ্র, বৃংহণ, বলক ও স্নিগ্ধ । মকর মাংস - শুভক মাংসের গুণের সমতুল্য । প্রচলিত বক্তব্যায় শিশুমারকে শুভক ও শেণ এবং মকরকে হিন্দীভাষায় মক বলে ॥ ১০০ ॥



কচ্ছপনামগুণাঃ ।

কচ্ছপো গুটপাৎ কৃষ্ণঃ কমঠো দৃঢ়পৃষ্ঠকঃ ।

কচ্ছপো বলদঃ স্নিগ্ধো বাতজিৎ পুংস্বকারকঃ ॥ ১০১ ॥

মণ্ডুকনামগুণাঃ ।

মণ্ডুকঃ শব্দগো ভেকো বর্ষাভূর্দর্দরো হরিঃ ।

মণ্ডুকঃ স্নেহলো নার্তিপভলো বলকারকঃ ॥ ১০২ ॥

কর্কটনামগুণাঃ ।

কর্কটঃ কুর্কটিল্লঃ শ্রাৎ কুলীরঃ ষোড়শাজি কঃ ।

কর্কটো বৃংহণো বৃষাঃ শীতলোহৃদ্রাপহঃ ॥ ১০৩ ॥

সর্পনামানি ।

সর্পো ভূজঙ্গো ভূজগঃ ফণীভোগী ভূজঙ্গমঃ ।

কুণ্ডলী কঞ্চুকী চক্রী পন্নগঃ পবনাশনঃ ॥ ১০৪ ॥

কচ্ছপের নাম ও মাংসের গুণ ।

কচ্ছপ, গুটপাৎ, কৃষ্ণ, কমঠ, দৃঢ়পৃষ্ঠক, { ক্রোড়পাদ, চতুর্গতি, দৌলৈয়, গুটপাৎ, ধরণীধর, কচ্ছটে, পলাবাস, কঠিনপৃষ্ঠক, মাষাদ, পঞ্চগুণ, ক্রোড়াক, জলবিস্ত, উভট, ক্রোড়াজি, পীবর, পঞ্চাঙ্গগুণ, পঞ্চনখ ও হৃদ, গুল্য }, এই সকল শব্দ কচ্ছপের নামান্তর। কচ্ছপমাংস—বলকর, স্নিগ্ধ, বাতহর ও বীৰ্য্যজনক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কচ্ছপ্ ও কাছিম্ বলে ॥ ১০১ ॥

ভেকের নাম ও মাংসের গুণ ।

মণ্ডুক, প্রবঙ্গ, ভেক, বর্ষাভূ, দর্দর, হরি, { শালুর, প্রব, বৃষ্টিভূ, শালুর, প্রবঙ্গম, প্রবঙ্গ, শল্ল, নকন, গুটবর্চাঃ, অঞ্জল, অর্জিঙ্গ, অলিঙ্গক, 'জঙ্গমোহন, কুণ্ডালয়, নম্বক, বেক, অলিঙ্গক, বও, লুলুক, ললক, শালুক ও কটুংব } এই সকল শব্দ ভেকের নাম। ইহার মাংস—কফপ্রকোপী, জল পিত্তপ্রকোপক ও বলকর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ব্যাড্ ও বেড্ বলে ॥ ১০২ ॥

কর্কটার নাম ও মাংসের গুণ ।

কর্কট, কুর্কটিল্ল, কুলীর, ষোড়শাজি, { অপত্যশত্রু, বহিস্কর, কর্কটক, কুলীরক, শব্দশক, পঙ্কবাস, তিব্গঙ্গাবী ও বহিঃকুটারগ }, এই সকল শব্দ কর্কটার নাম। ইহার মাংস—বৃংহণ, বৃষা, শীতল ও প্রদররোগ নাশক ॥ ১০৩ ॥

সর্পের নাম ।

গুটপাছুরগো নাগো জিহ্মগশ্চ সরীসৃপঃ ।

চক্ষুঃশ্রবা দীর্ঘপৃষ্ঠো ব্যাল আশীবিস্ত্রহিঃ ॥ ১০৫ ॥

দব্বীকরো বিষধরো দন্দশৃকো বিলেশয়ঃ ।

কুন্তীনসঃ পৃদাকুঃ শ্রাদ্ দংশ্ট্রী কাকোদরো বিষী ॥ ১০৬ ॥

ডিগুভনামানি ।

ডুগুভো রাজিলঃ প্রোক্তোহজগরো বাহসঃ শংযুঃ ।

জলসর্পোহলগর্দঃ শ্রাৎ তিলিৎশ্রো গোনসঃ শ্রুতঃ ॥ ১০৭ ॥

পবনাশন, গুটপাৎ, উরগ, নাগ, জিহ্মগ, সরীসৃপ, চক্ষুঃশ্রবা, দীর্ঘপৃষ্ঠ, ব্যাল, আশীবিস্ত্রহি, দব্বীকর, বিষধর, দন্দশৃক, বিলেশয়, কুন্তীনস, পৃদাকু, দংশ্ট্রী, কাকোদর, বিষী, { পুঙ্গব, মারুতান, শরানক, বিলশয়, দ্বিমন, তেকজুক, শনোৎপক, ফণাধর, ফণধর, ফণাবান, ফণাবান, ফণাকর, ফণকর, মরকোল, বাড, বিষাক্ত, গোকর্ণ, উরজয়, উরজ, গুটপাদ, বিলবাসী, বিলবাসী, হরি, ভোগ, দব্বীভূৎ, প্রচলাকী, দ্বিজিল, জলকুণ্ড, ভূজ, চিকুর, বিশয়, শর, চক্রধর, দন্দু, ভোগবান, বিলোম, কচাকু, বিবার, বিবনট, বিষমজুক, দীর্ঘমন, কর্ণ-বর্জিত, দীর্ঘজিহ্বা, লভারসন, শমনাশন, ফণকুৎ, দৃককর্ণ, লভাজিহ্বা, কুহন, গুণজ্ঞী, পাতালনিলয়, বক্রাজ, বজ্রাজ ও বায়ুভক }, এই সকল শব্দ সর্পের নাম । ১০৪-১০৬ ।

ডুগুভ, অজগর, জলসর্প, অলগর্দ, তিলিৎশ্র

ও গোনস সর্পের নাম ।

ডুগুভ, রাজিল, { ডুগুভ, হুগুভ, নাগভূৎ ও ধোড় }, এই সকল শব্দ ডুগুভ-সর্পের নাম । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে চৌচামাপ বলে । অজগর, বাহসঃ ও শংযু এই শব্দজ অজগরের নাম । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে বজ্রাগর নাম (বহৎ নাম বলে) । জলসর্প, { জলপাল, অলগর্দ, অলগর্দ ও জলধোড় } এই সকল শব্দ জল সর্পের নাম । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে জলধোড়া বলে । অলগর্দ, { কালকু ও কালকলক }, এই শব্দজ অলগর্দের নাম । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে কেউটেরা ও কেউট নাম বলে । তিলিৎশ্র, { তিলিৎশ্র, গোনস, গোনাস, ঘোনস }, এই সকল শব্দ তিলিৎশ্র সর্পের নাম । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে গোখুঁসা বলে । গোনস, { গোনাস, মণ্ডলীকোড় ও বোড্র }, এই সকল শব্দ গোনস সর্পের নাম । প্রচলিত বক্তব্যায় ইহাকে মণ্ডলীকোড়া বলে ॥ ১০৭ ॥

## সর্পমাংসগুণাঃ ।

সর্পাণাং স্নেহনং মাংসং চক্ষুশ্চ বৃংহণং শুষ্কং ।

ভূষীবিষকুমিহরং মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥ ১০৮ ॥

## গোধানামগুণাঃ ।

গোধা ঘোরফটা পঞ্চমুখরা জ্বনিপস্তুথা ।

কৃষ্ণসর্পেণ গোধেয়ো গোধেরঃ স্তম্ভাগুণাঃ ।

গোধাগ্নিজননী বল্যা বৃহা পিত্তানিলাপহা ॥ ১০৯ ॥

## সত্তোহতমাংসগুণাঃ ।

সত্তোহতং ভজেন্নমাংসং ব্যাধিবারি বিষেহমৃতম্ ।

বয়স্শুমকুশং বল্যমমৃতম্ পরিবর্জয়েৎ ॥ ১১০ ॥

## সর্পমাংসের গুণ ।

সর্পমাংস—নিষ্ককাদক, চক্ষুযা, বৃংহণ, শুষ্কপাকী, দূষীবিষ ( হাবর ও জঙ্গম-বিষ, অতি পুরাতন বা বিষয় ঔষধ দ্বারা হতবীৰ্য্য কিম্বা দাবাগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যাতপ দ্বারা শোষিত অথবা স্বভাবতঃ ব্যবসাদি দশবিধ বিষগুণের কোন কোন গুণে হীন হইলে, তাহাকে দূষীবিষ বলা যায় । এই বিষ দেশ, কাল, দিবা ও নিবাসপ্রাদি দ্বারা দূষিত থাকুকে পুনঃ পুনঃ দূষিত করে বলিয়ঃ ইহাকে দূষীবিষ বলে ) বিনাশক, কুমিয়, মেধাজনক, অগ্নিচীপক ও বলকারক ॥ ১০৮ ॥

## গোদা ও গোধেয়ের নাম ও মাংসের গুণ ।

গোদা, ঘোরফটা, পঞ্চমুখরা জ্বনিপ, { গোদিকা, গোধি, নিহিকা ও দাক্ষ-মুখাস্তা }, এই সকল শব্দ গোদাসর্পের নাম । গোধের, গোধের, { গোধেরক, গোধেরক, গোদাধা, গোদিকাত্মজ, গোদার ও গোধের }, এই সকল শব্দ গোধেয়ের নামান্তর । গোদাসর্পমাংস—অগ্নিপ্রচীপক, বলকর, বীৰ্য্যজনক, পিত্ত-নাশক ও বাতহর । প্রচলিত বক্তব্যায় গোদাকে গোসাপ্, গুইসাপ্, ও গুই হাড়কেলসাপ্ এবং হিন্দীভাষায় গোদী বলে এবং গোধেরকে কৃষ্ণসর্পতুল কুজ্জাভীর গোসাপ্ বলে । ইহা শিশুসম আকার বিশিষ্ট এবং বৃক্ষকোট্রে বাস করে । প্রচলিত ভাষায় ইহাকে ভোকে বলে । ইহা জাতিভেদে নানাপ্রকারে বিভবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ১০৯ ॥

## সত্তোহত মাংসের গুণ ।

সত্তোহত মাংস ( টাইফাইড )—সবল করাই বর্জ্য । ইহা অল্পকালের স্থায় সর্পপ্রাণের দ্বারা নিমিত্ত হইলে সর্পপ্রাণের দ্বারা নিমিত্ত হইলে সর্পপ্রাণের দ্বারা নিমিত্ত হইলে সর্পপ্রাণের দ্বারা নিমিত্ত হইলে

বালবৃদ্ধ্যুত্তগৰ্ভাদিমাংসগুণাঃ ।

বৃদ্ধানাং দোষিলং মাংসং বালানাং বলদং গুরু ।

চ্যুতগৰ্ভাগুরুষোষিদগৰ্ভা গৰ্ভবতী তথা ॥ ১১১ ॥

স্বয়ংমৃতমাংসগুণাঃ ।

স্বয়ংমৃতমবল্যং শ্রাদতিসারকরং গুরুঃ ॥ ১১২ ॥

অথাগ্নমাংসগুণাঃ ।

বিষাশুরকৃ মৃতং মৃত্যুদোষত্রয়রুগাবহম্ ॥ ১১৩ ॥

বিহগেষু পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী চতুষ্পাদজাতিষু ।

পশ্চাৎ লঘু পুংসাং শ্রীণাং পূর্বাঙ্গিমাदिशेৎ ॥ ১১৪ ॥

এবং অতীব বলকারক । মীথোহত মাংসে ব্যতীত-বাসোমাংস ভক্ষণ করা উচিত নহে, যেহেতু তাহাতে বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১১০ ॥

• বৃদ্ধ ও বাল মাংস এবং চ্যুতগৰ্ভাদির মাংসের গুণ ।

বৃদ্ধ জন্তুর মাংস বিবিধ গোবর । শিশুজন্তুর মাংস ( কচিমাংস ) বলকারক ও গুরুপাকী । চ্যুতগৰ্ভার মাংস ( যে জন্তুর গৰ্ভশ্রাব হইয়াছে সেই জন্তুর মাংস ) এবং যোষিদগৰ্ভাগৰ্ভবতীর মাংস ( যে জন্তুর গৰ্ভে স্ত্রীশিশু থাকে, তাহার মাংস ) — অতীব গুরুপাকী ॥ ১১১ ॥

স্বয়ংমৃতমাংসের গুণ ।

স্বয়ংমৃতমাংস ( যেজন্তু আঘাত বা রোগাক্রান্তে বরিয়া যায়, তাহার মাংস ) — বলনাশক, অতিসাররোগজনক এবং গুরুপাকী ॥ ১১২ ॥

অথাগ্ন মাংসের গুণ ।

বিষ, জল ও রোগ দ্বারা যে জন্তুর মৃত্যু হয়, তাহার মাংস ভক্ষণ করা কদাচ কর্তব্য নহে; যেহেতু তাহা দ্বারা মৃত্যু, ত্রিদোষের প্রকোপ এবং বিবিধ রোগ হইয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

বিবিধ মাংসের গুণ ।

পক্ষিসিঙ্গের শূলকজাতির মাংস এবং চতুষ্পদ জন্তুর স্ত্রীজাতির মাংস ভোজন করাই বিধেয় । এবং পুরুষজাতির দেহের পশ্চাদ্ভাগের মাংস ও স্ত্রীজাতির গর্ভীরের পূর্বাঙ্গের মাংস গ্রহণ করাই উচিত । শূলকায় জন্তুর শূলকজাতির ক্ষুদ্রদেহ বিশিষ্ট জন্তুর মাংস এবং ক্ষুদ্রকার জন্তুর পক্ষ শূলকদেহ বিশিষ্ট জন্তুর মাংসই হিতকর বলিয়া জানিবে । অঙ্গলজন্তুর মাংস ( যে সকল জন্তু গৰ্ভদা

তলাজাতী স্কুলদেহো মহানিবেশে প্রজিতঃ।

‘দ্বাদ’ত্ব শাস্ত্রে তথৈব স্মৃতে হনঃ ॥ ১১৫ ॥

১. নৈবিক্কাং, পরং মাংসগনসেভো লঘু স্মৃতম্ ।

देहमध्याङ्गुरा प्रायः सर्वेषां प्रणिनां भवम् ॥ ११७ ॥

• ক্ষোঃ ক্ষেপাদ্বিহস্তানাং তদেব সময় যতে ।

॥ कणाक्षानि सर्वेषां गलत्रावपि प्रक्षणां ॥ ११७ ॥

যে মৃগা বিহগা স্তোয়দ্রাবাসপ্রাণকাঃ ।

୧୦ ା ଭୟାନିନ୍ଦ୍ର ସର୍ବେ ବିପରୀତା ଶ୍ଚନୋହିୟା ॥ ୧୧୮ ।

জ। অমৃতনাথঃ সর্বের জলানুপচাৰ্য্যে ।

ଓ.ରୁ.କ୍ଷା। ଓ.ରୁ.ତ.ରଂ ତେଷାଂ ମାଂସସୁଦାଈତମ୍ ॥ ୧୧୯ ॥

‘‘স্বৈৰপ্ৰতিপ্ৰচাৰাণাং লঘু শ্ৰাল্লঘুভোজিনাম্ ১২০ ॥

উরুস্কাছাদরং মূর্দ্ধা পাণিপাদৌ কটি তথা ।

শৃঙ্গত্বক্ যকৃদজ্রাণি গুরুণি হি যথোক্তরম্ ॥ ১২১ ॥.

একই নং ও স্থান বার আটটি প্রতিবিম্ব। বার নং, তৎসংক্রান্ত মাংস অপেক্ষা  
 'চৌদ্দ' নং উচ্চ ১/২ স (যে মবল জন্তু মবল ২৪ ব', তৎসংক্রান্ত মাংস) এবং  
 নিম্নতম ১/২ সৎসংক্রান্ত কন্তে বাসিয়া অর্থাৎ ২৪টা উচ্চ ১/২ সৎসংক্রান্ত ডান্ডর  
 সকাল। হস্তায় পক্ষিভাণ্ডের মাংস- লম্বুণী বান্ধি ৭ ডান্ডির প্রাপ্ত সর্ব-  
 প্রকার উচ্চ মোহর মধ্যভাগের মাংস ও তৎসংক্রান্ত (হস্তসংক্রান্ত) মাংস এবং  
 পক্ষিময় হস্ত গলেও ৬ প্রকারভাণ্ডের মাংস উচ্চপাণ্ডী। ১০-১১।

যে সকল যুগ ও পক্ষী জলাশয় হটতে দু-তিন বসন্ত কাতে ও সঞ্চেদ করিয়া  
বেড়ায়, তাহা ১২ বাৎস অতিশয় কষ্টের ইহাও বিশেষ হটল অর্থাৎ যে  
যুগ ও পক্ষী সমূহ জলাশয় সঙ্কট বসন্ত ১৬ চ ১৮ করিয়া বেড়ায়,  
তাহাদের বাস অত্যন্ত কারক বলিয়া জানবে । ৮ ।

যে সকল জন্তু সর্বদা ভার্গে ও অনুভবো (অলপ্প্রাণিত্বস্থানে) উৎপন্ন হয়  
এবং বা এক, অশ্লিষে সকল জন্তু নিঃশব্দ ও রুদ্রা ভব করে, তাহাদের  
স্বাংল ও রুদ্রাকীঃ ১২।

৩১. যে সমস্ত প্রাণী মনুষ্যের জ্ঞান ও তাক শব্দচর্য্য কার এবং বাচারা লঘু দ্রব্য  
জ্যোত- কং, সেহ সকল ভীবেক বাস লঘু-কী-লগ্না ত্যনিবে । ১২০ ।

প্রাণগণের উক (উক), কুক (কুক), উক (উক), বুক (বুক), মক (মক),

যো মুখতিলকঃ কটাকরাল স্তন  
 মদনম্পেগ নির্মিতেন্ত্রৈ ।  
 গ্রন্থেহভুন্নাদনবিনোদ নাম্নি পর্ণো  
 বিবিধপ্রাণিনাং মাংসবর্ণোদ্বাদশঃ ॥ ১২২ ॥  
 ইতি মাংসবর্ণো দ্বাদশঃ ।

পাণি ( হস্ত, হাত ), পাণ ( পা ), কটী, ( দেহের ), পৃষ্ঠ ( পিঠ ), বক ( বক্ষ ),  
 বকুৎ ( বস্ত্রাধার, লিভার ), এনং অন্ত্র ( অঁত্ৰুড়ি ), এই সকল স্থানের মাংস  
 যথাক্রমে গুরুতম আনিনে অর্থঃ উক্তদেশঃ মাংসাপেক্ষা দৃঢ়দেশেব মাংস  
 গুরুতর, স্বল্পের মাংসাপেক্ষা উদ্বের মাংস গুরুতর ইত্যাদিঃ ॥ ১২১ ॥

রাজগণের মুখতিলকস্বরূপ, প্রচণ্ড যোদ্ধা সম্পন্ন ত্রিমস্ত্রাভ্যা মদনপাল কর্তৃক  
 বর্ণিত “মদনবিনোদ” নামক গ্রন্থে মাংসবর্ণ সমাপ্তঃ ১২২ ॥

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ ।

## অথ ত্রয়োদশোঃ অধ্যায়ঃ ।

মঙ্গলাচরণং ।

গোপালবালৈঃ সহ মল্লবিজা-

বিনোদদক্ষং ধৃতকাকপক্ষম্ ।

উপাস্মহে বাঞ্ছনসাত্তিদূরং

মহঃ পরং নীলমচিস্তনীয়ম্ ॥ ১ ॥

মিশ্রবর্গঃ ।

বাতোহমুপানং স্নিগ্ধোষ্ণং রুক্ষোষ্ণং শ্লেষ্মণি শ্মৃতম্ ।

পিত্তে স্নিগ্ধং হিতং স্নেহপানে তোয়মশীতলম্ ॥ ২ ॥

ভল্লাতক স্নেহমূছ্র্যাব্যাপ্তানাং শীতলং জলম্ ।

শালিমুদগাদিভক্ষ্যাণাং যুষো মংসরসস্তুথা ॥ ৩ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

মঙ্গলাচরণ ।

গোপাল বালকগণ সহ মল্লবিজায় চক্ষ, কাকপক্ষ ( কাণপাটা, জুলুপি ) ধারণ-  
কারী, বাতের ও মনের অতীত, অচিস্তনীয়, সেই নীলবর্ণ ( কৃষ্ণাখ্য ) পক্ষ  
ভেদকে আমরা উপাসনা করি ॥ ১ ॥

মিশ্রবর্গ ।

বিবিধ পানাদির ভণ ।

বাতরোগে ও বাতপ্রধান রোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অমুপান ( যে দ্রব্য ঔষধের  
সহিত অথবা ঔষধ সেবনের পশ্চাৎ সেবন করা যায়, তাহাকে অমুপান বলা  
যায় ), কফরোগে অথবা কফপ্রধান রোগে রুক্ষ ও উষ্ণ অমুপান পিত্তরোগে  
এবং পিত্তপ্রধান রোগে স্নিগ্ধ অমুপান এবং স্নেহপীত ব্যক্তি অমুপানে উষ্ণজল  
প্রয়োগ করিবে ॥ ২ ॥

ভল্লাতক স্নেহপানি ব্যক্তিকে এবং মূছ্র্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শীতল জল অমু-  
পানার্থে প্রদান করিবে । শালিতণ্ডুলের অন্নভোজী এবং মুদগাদি ভক্ষণকারী  
ব্যক্তিদিগকে যুষ ও বাংসরস, বাংস ভোজনকারি ব্যক্তিগণকে কাঁজি, বণ্ড  
( দধির-বাৎ ) অথবা দধি ; শোষরোগী, দিবার্ত ও অগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে

মাংসাদভাজিনা অস্তু ধাত্বান্নং দধি বা স্মৃতম্ ।  
 মত্তং শৌষিবিষার্ভানাগম্মায়িনাঞ্চ শস্যতে ॥ ৪ ॥  
 কান্তানামুপবাসাধভারস্ত্রীস্বরতাদিভিঃ ।  
 পুয়ঃ স্বেদাসমঃ প্রোক্তং ক্ষীণানাং রক্তপিভিনাম্ ॥ ৫ ॥  
 অসাত্যং দোষলং শীতমতিমাত্রমথো গুরু ।  
 উক্তানুপানতো ভুক্তং স্বখমন্নং প্রজীৰ্য্যতে ॥ ৬ ॥  
 তদাদৌ কৰ্ম্মায়েৎ পীতং স্থাপয়েন্মধ্যসেবিতম্ ।  
 পশ্চাৎ পীতং বৃংহয়তি তৎ সমীক্ষ্য প্রয়োজয়েৎ ॥ ৭ ॥  
 ন পিবেচ্ছাসকাসার্শোজন্তুরোগক্ষতাতুরঃ ।  
 শীত্ৰাভিভাষ্যাদ্যয়মনিদ্রাং ন ত্বরয়া ভজেৎ ।  
 তৎকফানিলপিভেষু চৈকদ্বিভিপলোম্নিতম্ ॥ ৮ ॥

২৩ এবং উপবাস, পঞ্চপঞ্চাটন, ভারবাহন ও স্বাস্থ্যবাস প্রযুক্ত ক্রান্ত ব্যাক্ত-  
 দিগকে দুগ্ধপান করিতে দিবে । অপিচ ক্ষীণ ব্যক্তি এবং রক্তপিত্তরোগীর পক্ষে  
 দুগ্ধ স্বেদাসদৃশ উপকারী বলিয়া জানিবে ॥ ৩-৫ ॥

শীতবীৰ্য্য অল্পপান অর্থাৎ শীতল জল অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, তাহা  
 অসাধ্যকর, বিবিধ দোষজনক ও গুরুপাকী হয় । পূর্বোক্ত নিম্নস্বাদুস্বাদে  
 অল্পপান সেবন করিলে ভুক্ত অন্ন অতি সহজে জীর্ণ হইয়া যায় । এই  
 অল্পপান অর্থাৎ শীতল জল ভোজনের আদিতে পান করিলে শরীর কৃশ হয়,  
 মধ্যভাগে পান করিলে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় এবং ভোজনের পশ্চাৎ  
 পান করিলে শরীর স্থলত্বানিশিষ্ট হইয়া থাকে । অতএব বিচক্ষণ চিকিৎসক  
 প্রয়োজনানুসারে রিবেচনাপূর্বক ভোজনকালীন সময়ানুযায়ী অল্পপান প্রয়োগ  
 করিবেন ॥ ৬-৭ ॥

খাস, কাস, অর্শঃ, ক্রিমি ও কয়রোগীর পক্ষে শীতল জল অতীব অনিষ্টকর,  
 একারণ এবাধিহ রোগবিশিষ্ট রোগী কদাচ অল্পপান সেবন করিবে না । আর  
 অল্পপান সেবনান্তে কদাচ উচ্চেষ্টায় কখন, অগ্নয়ন ও নিদ্রাসম্বলন করিবে না ।  
 কফপ্রধান রোগে শীতল জল অল্পপানার্থে—১ একপল অর্থাৎ ৮. ভোলা, পিত্ত-  
 প্রধান রোগে ২ দুইপল ( ১৬ বোলভোলা ) এবং বায়ুপ্রধান রোগে অল্পপানার্থে  
 শীতল জল ৩ তিনপল অর্থাৎ ২৪ চব্বিশ ভোলা পরিমাণে পানকরা বিশেষ  
 বলিয়া জানিবে ॥ ৮ ॥



বারি শস্ত্রমুখঃকালে দৃষ্টিকারি রসায়নম্ ।

বলীপলিতবৈশ্বধাপীঃসংস্থাসশোষজিৎ ॥ ৯ ॥

পানীয়প্রস্তুতরকৌ যঃ পিবেদরুণোদয়ে ।

স জরাব্যাদিনিমুক্তো জীবের্দ্ধর্ষশতং সুখী ॥ ১০ ॥

ধান্যেষু মাংসে সকলেষু চৈবৎ

শাকেষু চানুত্তমিহ প্রমদাৎ ।

আশ্বাদিতো ভূতগুণৈর্গৃহীত্বা

তদাদিশেদু দেবামনল্পবুদ্ধিঃ ॥ ১১ ॥

যজ্ঞিকা যবগোধূমা লোহিতা যাশ্চ শালয়ঃ ।

মুদগাঢ়কীমসূর্য্যশ্চ ধান্যেষু প্রবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥

ভুক্তোপখিশিতস্তন্নিঃ বলমুত্তানশায়িনঃ ।

আয়ুর্বামকটিস্থস্তা মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ ॥ ১৩ ॥

প্রার্থনাকারক, রসায়ন এবং বলী (অজ্ঞানকেশপক্ষা), পলিত (বুদ্ধিকালীন অথবা বয়সাত্মিক প্রযুক্ত চর্মেয় শিথিলতা), বিশ্বরতা, পীড়ন, শাস ও শোবরোগ বিনাশ করে। গ্রন্থান্তরে বিশেষরূপে উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ অতি প্রত্যয়ে ৮ প্রস্থতি প্রমাণ অর্থাৎ ১৬ পল (১২৮ তোলা) পানীয় পান করে, সে ব্যক্তি জরা ও ব্যাধি হইতে নিমুক্ত হইয়া পরমসুখে শতবর্ষ জীবন ধারণ করিতে পারে ॥ ৯-১০ ॥

পথ্যাদি নির্ণয় ।

গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে দ্রাঘ্য সকল, মৎস্য সমূহ ও বিবিধ শাকের মধ্যে রোগাহারে পথ্য ও অপথ্য হিঃ করিয়া দেওয়া হইল না, অতএব বুদ্ধিমান চিকিৎসকগণ উহাদের গুণ ও অবধারণ পূর্ব্বক রোগ বিবেচনায় স্তম্ভরূপে প্রয়োগ করিবেন। ব্রীহিখণ্ড সমুচ্চবং মাংসা বহুতরাত্ত ও বক্তশালিশাত্ত, শূক্ৰশাক্তের মধ্যে যব ও গোমুখ এবং শরীষ্যকোঃ মাংসা দগ, আঢ়কী ও মশুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ১১-১২ ॥

ভোজনানন্তর উপবেশনাদির গুণ ।

যে ব্যক্তি আহারের অন্তর্বহিত পরে উপবেশন করে তাহার ভূক্তি অর্থাৎ শরীরের স্থলতা, উত্তানভাব (চিৎ হইয়া) শয়ন করে তাহার বল, কামপার্থে শয়ন করে তাহার অমুখিত্ব এবং যে ব্যক্তি ভোজনান্তে তৎক্ষণাৎ দোড়ায় মৃত্যু

রাত্রৌ জাগরণং ক্লান্তং স্নিগ্ধং প্রস্রবনং দিবা ।  
 ন তেবাং স্বপতান্দোষো জাগ্রতাকোপজায়তে ॥ ১৪ ॥  
 ভোজনানন্তরং নিদ্রা বাতরৌ কফপুষ্টিকৃৎ ॥ ১৫ ॥  
 কফমেদোবিযার্ভানাং রাত্রৌ জাগরণং হিতম্ ।  
 দিবাশ্বপশু তৃট্শূলহিকাজীর্ণাতিস্মারিণঃ ॥ ১৬ ॥  
 দন্তধাবনমুদিক্তমাশ্রুতবৈশাগ্ভারকম্ ।  
 প্রসেকারুচিদৌর্গন্ধ্যমলপিত্তকফাপকম্ ॥ ১৭ ॥  
 মদাতুরঃ ক্লশঃ শ্রান্তো দন্ততাদোষ্ঠরোগবান্ ।  
 হিকাচ্ছদ্দিশিরঃপীড়ামুচ্ছাশোষা ন তচ্চরেৎ ॥ ১৮ ॥  
 মুখপ্রক্ষালনং শীতপয়সা রক্তপিপ্তাজৎ ।

#### রাত্রিজাগরণাদির গুণ ।

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে নিদ্রা না বাইয়া জাগরণ করে, তাহার শরীর ক্লান্ত হয় এবং যে ব্যক্তি দিবাকালে নিদ্রা গিয়া থাকে, তাহার শরীর স্নিগ্ধ হয় । কিন্তু রাত্রি জাগরণকারী ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা অথবা দিবানিদ্রাকারী ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিকালে জাগরণ অনিষ্টকর নহে ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি ভোজনের অব্যবহিত পরে নিদ্রাগত হয়, তাহার বায়ুনাশ, কফ-বৃদ্ধি ও পুষ্টিবর্ধিত হইয়া থাকে । কফরোগী, শ্বেলোরোগী এবং বিষপীড়িত ব্যক্তিদিগের রাত্রিজাগরণ হিতকর । এবং তৃষ্ণা, শূল, হিকা, অজীর্ণ ও অভিসার রোগীদিগের পক্ষে দিবানিদ্রা অতীব হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ১৫-১৬ ॥

#### দন্তধাবনের গুণ ।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন দন্তধাবন করে অর্থাৎ দাঁত বাজিয়া জল দ্বারা ধুইয়া ফেলে, তাহার মুখ পরিষ্কার হয় এবং প্রসেক, অরুচি, মুখের দৌর্গন্ধ, দস্তের ও মুখের বল (বল্লা), পিত্ত ও কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু মদাতুর, ক্লশ, পরিশ্রান্ত, দন্তরোগী, তাজরোগী, ওষ্ঠরোগী, হিকারোগী, কশিরোগী, শিরঃপীড়ায়ুক্ত ব্যক্তি, মুচ্ছারোগী ও শোথরোগী কদাচ দন্তধাবন করিবে না ॥ ১৭-১৮ ॥

#### মুখপ্রক্ষালন ও পক্ষপ্রক্ষালনের গুণ ।

অত্যন্তীভ্রম্ জলদ্বারা, মুখপ্রক্ষালন করিলে অর্থাৎ মুখ ধুইলে, রক্তপিপ্তরোগ এবং অর্ধজাত পীড়কা, শোথ, শীলিকা ও ব্যস্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এবং

মুখস্থ পিড়কাশোষনালিকাব্যঙ্গনাশনম্ ।

পাদপ্রক্ষালনং দৃষ্টিকরং বৃষ্টিং শ্রমাপহম্ ॥ ১৯ ॥

পাদাভ্যঙ্গঃ সদা বৃষ্টিা বলোৎসাহবিবর্ধনঃ ।

নিদ্রাস্থখকরঃ স্নাপ্তশ্রমেন্দ্ররূপাপহঃ ॥ ২০ ॥

স্নেহগণ্ডবন্ধারণং মুখশোষদ্বিজাময়ান্ ।

স্বরসাতৌষ্ঠপাক্ষ্যরক্তবাতান্ বিনাশয়েৎ ॥ ২১ ॥

স্বথোষদকগণ্ডুষঃ কফারুচিমলাহঃ ॥ ২২ ॥

বিষমূচ্ছামিদার্তানাং শোষণাং রক্তপিত্তিনাম্ ।

কুপিতানামলক্ষীগাং রুক্ষাণাং ন প্রশস্ততে ॥ ২৩ ॥

অঞ্জনগুণাঃ ।

অঞ্জনং মৈত্র্যনৈর্মল্যং দৃষ্টিকারি রূপাপহম্ ।

রাজৌ জাগরিতঃ শান্তঃ ছদ্দিতো ভুক্তবাংস্তথা ।

জ্বরাতুরঃ শিরঃস্নাতঃ কদাচিন্ন তদাচরেৎ ॥ ২৪ ॥

প্রতিদিন শীতল জলদ্বারা পাদপ্রক্ষালন করিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি, বীৰ্য্যবৃদ্ধি ও শ্রমনাশ হইয়া থাকে । ১৯ ॥

পাদাভ্যঙ্গর গুণ ।

প্রতিদিন সন্ধ্যা পাদাভ্যঙ্গ করিলে অর্থাৎ পদতলে তৈলমর্দন করিলে বীৰ্য্য, বল ও উৎসাহ বর্ধিত হয়, স্থখে নিদ্রা হইয়া থাকে এবং স্নাপ্ত (পদাদির কদাভতা), শ্রম ও নেত্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । ২০ ॥

গণ্ডুবন্ধারণের গুণ ।

প্রতিদिवস স্নেহের গণ্ডুব্ধারণ করিলে অর্থাৎ তৈলাদি দ্বারা কুলি করিলে মুখশোষ, দগ্ধরোগ, স্নানভঙ্গ, ওষ্ঠের পাক্ষ্য ও বাতরক্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে । এবং স্নেহগণ্ডুব্ধারণ করিলে কফ, অরুচি ও দৃষ্টাদির বল নষ্ট হইয়া থাকে । বিষার্ত, মূচ্ছারোগী, মদাত্মরোগী, শোষরোগী, রক্তপিত্ত-রোগী, কুপিতব্যক্তি, দ্রব্রব্যক্তি ও কক্ষব্যক্তিবিশেষ পক্ষে গণ্ডুবন্ধারণ প্রশস্ত নহে । ২১-২৩ ॥

অঞ্জনের গুণ ।

অঞ্জন (চক্ষুত কাজল দেওয়া)—চক্ষু পরিকারক, দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক এবং চক্ষু-রোগাদি নাশক । বিষ্ণু রাত্রিজাগরিত, শান্ত, বহির, ভুক্ত, জরাতুর ও শিরস্নাত

ব্যায়ামঃ কৰ্মসামর্থ্যস্থৈৰ্য্যদোষক্ষয়াক্ষিকৃৎ ।

স সদা গুণমাধতে বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যায়ামদৃঢ়চিত্তানাং ব্যাধিনাস্তি কদাচন ॥ ২৬ ॥

বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রঞ্চ পচ্যতে ।

ভবন্তি শীঘ্রং বৈ তস্মৈ বলীশিথিলিতাজরাঃ ॥ ২৭ ॥

বসন্তে শীতসময়ে স্নাত্ত্বাং স মতো হিতঃ ।

অন্যদাপি স কৰ্ত্তব্যঃ শক্ত্যৰ্হেন বলাবলম্ ॥ ২৮ ॥

তনুং সমীক্ষ্য বা শ্বেদী কৰ্ণে গ্রীবাললাটয়োঃ ।

ভুক্তবান্ কৃতসংবোগঃ কাসী শ্বাসী ক্ষয়ী কৃশঃ ॥ ২৯ ॥

বক্তাপিত্তী ক্ষতী শোষা ন তং কুর্যাৎ বিচক্ষণঃ ।

অতিব্যায়ামতঃ কাসো হ্রস্বচ্ছুৰ্দ্দিশ্চ জায়তে ॥ ৩০ ॥

মৰ্দনং শ্রমবাতস্বং নিদ্রাপুষ্টিবলপ্রদম্ ।

কেশশ্রবণনখানাঞ্চ কৰ্ত্তনং শুচিরূপকৃৎ ॥ ৩১ ॥

### ব্যায়ামের গুণ ।

• ব্যায়াম ( কৃষিকরা )—কৰ্মে সামর্থ্যজনক, শরীরের স্থৈৰ্য্যকারক, ত্রিদোষের ক্ষয়কারক ও জঠরাগ্নিসান্নীপক । ব্যায়াম-বলবান্ ও স্নিগ্ধভোজনকারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমধিক শুণ্ণশালী । ব্যায়াম কর্তৃক দৃঢ়াঙ্গ ব্যক্তিদিগের কদাচ কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয় না, বিকৃত অঙ্গ বা বিদগ্ধ অঙ্গ শীঘ্র পরিণাক পায় এবং অকালে বলী ও জরা উৎপন্ন হয় । একারণ বসন্তকালে ও শীতকালে ব্যায়াম অভ্যাস করাহিতকর বলিয়া জানিবে । অগ্রকালে শক্তির অর্ধেক পরিমাণে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য । কর্ণ, গ্রীবা, ললাট অথবা সর্কশরীরে ঘর্ষ ঘুটে হইলে, ভ্ৰুক্ষণাৎ ব্যায়াম পরিভ্যাগ করিবে । ভুক্ত ব্যক্তি, বিলাসী, কাসরোগী, শ্বাসরোগী, ক্ষয়রোগী, কৃশ, রক্তপিত্তরোগী, উরঃকৃতরোগী এবং শোষণরোগীদিগের পক্ষে ব্যায়াম হিতজনক নহে । অত্যন্ত ব্যায়াম করিলে কাস ও বমি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৫-৩০ ॥

• মৰ্দনের ও কেশাদি কৰ্ত্তনের গুণ ।

মৰ্দন ( পাতাদি ভজন বা টেপন )—শ্রম, বায়ুনাশক, নিদ্রাজনক, পুষ্টি-কারক, ও বলকর এবং কেশ, ( মস্তকের চুল ), শাঙ্গ ( দাড়ি ) ও নখের কৰ্ত্তন পবিত্রাজনক ও রূপজনক ॥ ৩১ ॥

অভ্যঙ্গো বাতরোগশ্চো ধাতুসাম্যং বলং সুখম্ ।

নিদ্রারণং মুহুত্বানি কুরুতে দৃষ্টিপুষ্টিকৃৎ ॥ ৬২ ॥

কেশপ্রসাধনী কেশ্যা রজোজন্তুমলাপহা ।

শিরোহৃত্যঙ্গঃ শিরস্তৃপ্তিকেশদার্ট্যাক্ষিপুষ্টিকৃৎ ॥ ৩৩ ॥

উর্দ্ধেঃশ্রবণবাধিৰ্যমলমত্মাহনুগ্রহান্ ।

কদাপি কর্ণরোগাণাং কুরুতে কর্ণপূরণম্ ॥ ৩৪ ॥

সিক্তস্মান্তির্যথা মূলে তরুণাং পল্লবাদয়ঃ ।

বর্দ্ধন্তে হি তথা নৃণাং স্নেহসিক্তস্য ধাতবঃ ।

#### অভ্যঙ্গের গুণ ।

অভ্যঙ্গ ( সাত্তাদিতে তৈলাদি মর্দন )—বাতরোগের, ধাতুসমূহের সমতা-  
লাপক, বলকারক, সুখজনক, নিদ্রোৎপাদক, বর্ণকারক, শরীরের মুহুতা-  
বিধারক, দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর ॥ ৩২ ॥

#### কেশপ্রসাধনী ও শিরোভ্যাঙ্গের গুণ ।

কেশপ্রসাধনী ( চিরুণ্যাঙ্গি দ্বারা মস্তকের চুল আঁচড়াইয়া তাহার পার্শ্বপাটা  
করা )—কেশের ঔজ্জ্বল্যবিধারক এবং ঘুলি, জন্ত ( উকুন প্রভৃতি কীট ) ও মত  
( মস্তকের ধূস্রী প্রভৃতি ময়লা ) নাশক । শিরোভ্যাঙ্গ ( মস্তকে তৈলাদি মর্দন )—  
মস্তকের তৃপ্তিকারক, কেশের দৃঢ়তাভাবক এবং চক্ষুর দীপ্তি ও পুষ্টিসাধক ॥ ৩৩

#### কর্ণ পূরণের গুণ ।

কর্ণ পূরণ দ্বারা কর্ণরোগীদিগের কোন কোন স্নায়ু উচ্চশব্দশ্রবণ ( শ্রবণ  
শক্তির অল্প হীনতা প্রযুক্ত মুহুত্বের গুণিতে না পাওয়া ), বধিরতা, কর্ণস্রবো মত  
সংকীর্ণ তড়িয়া, মত্তাবোধনা ও অনুবেদনা হইয়া থাকে মাত্র । এতদ্বিত্ত অত্য কো-  
উপগ্রব ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৩৪ ॥

#### স্নেহাবগাহনের গুণ ।

যেমন বৃক্ষ সমূহের মধ্যে যে বৃক্ষের মূলে নিয়ত অগ্নি লেচন করা যায়, বসন্ত  
কালে অন্তান্ত বৃক্ষপেক্ষা সেই বৃক্ষের পল্লবাদি নিরতিশয় সতেজ ও স্নিগ্ধ বলিয়া  
বোধ হয়, তদ্রূপ স্নেহসিক্ত ব্যক্তির রসাদি ধাতু সমূহ অত্যন্ত জ্বলের দ্য  
অপেক্ষা সমধিক স্নিগ্ধ ও তেজস্বী হইয়া থাকে । অগ্নিচ নিয়ত স্নেহাবগাহ

স্নেহাবগাহনং বাতশমনং ধাতুপুষ্টিদম্ ॥ ৩৫ ॥

মাত্রাভিস্রিচতুঃপঞ্চষড়সপ্তাষ্টভিরাত্রজেৎ ।

রসরক্তমাংসমেদোমজ্জাধাতুন্ যথাক্রমম্ ॥ ৩৬ ॥

বাস্তো নবজ্বরীহজ্জীর্ণী বিরিক্তঃ কেবলামরুক্ ।

নিরুহতর্পণং যচ্চ স্নেহাভ্যঙ্গাদি বর্জয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

উদ্বর্তনং বাতহরং ভ্রাজকানলদীপনম্ ।

গাত্রস্থিরদ্রব্ধুখিতাস্বকপ্রসাদমুদ্বহকৃৎ ॥ ৩৮ ॥

স্নানাদিগুণাঃ ।

স্নানং বাতশ্রমালক্ষ্মীপামাকণ্ডমলাপহম্ ।

হুতাং কাসকরং কহিসর্বেন্দ্রিয়বিবোধনম্ ॥ ৩৯ ॥

শারীরিক রসাদি সপ্তধাতুর পরিমাণ ।

শরীরের রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সপ্তধাতু বৃণাক্রমে তিন, ৪ চারি, ৫ পঞ্চ, ৬ ছয়, ৭ সাত, ৮ আট এবং ৯ নয় গুণ মাত্রা বলিয়া নিবে । অর্থাৎ রসধাতু তিন, রক্তধাতু চারিগুণ, মাংস ধাতু পাঁচগুণ ইত্যাদি ৩৬ ॥

স্নেহাভ্যঙ্গাদির নিষেধ ।

বাস্ত (বাহাকে বশীকরান হইয়াছে), নবজ্বরী, অজীর্ণরোগী, বিরিক্ত (বাহাকে পুষ্টি করান হইয়াছে) এবং কেবলামরুক্, (মাহার কেবল মাত্র আশাশয় রোগ আছে), এই সকল ব্যক্তির পক্ষে নিরুহবস্তি (চুঁচুকাষ্ম ও তৈল একত্র করিয়া শুষ্ক করাইবার ক্ষুদ্র গুহ্বার দিয়া যে পিচুকারী দেওয়া যায়, তাহাকে নিরুহবস্তি লে), তর্পণ (চক্ষুরোগে অক্ষরূপ ক্রিয়া বিশেষ), স্নেহাভ্যঙ্গ (পাত্রে তৈলাদি ইন) প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে ॥ ৩৭ ॥

উদ্বর্তনের গুণ ।

উদ্বর্তন (শরীর নিম্নলোকরণার্থ গাত্রাঙ্গিতে গজদ্রব্যাদি লেপন) — বাতনাশক, জ্বকপিত্তের (যে পিত্ত দ্বারা শরীরের কান্তি বর্ধিত হয় এবং লেপ, অভ্যঙ্গাদির রিপাক হয়, তাহাকে জ্বক পিত্ত বলে), উদ্বীপক এবং শরীরের স্থিতি, স্বা, শর প্রসন্নতা ও মুদুভাজনক ॥ ৩৮ ॥

স্নানের গুণ ।

স্নান (জলে অবগাহন করা) — বাত, অলক্ষ্মী (অভুচি), পামা (কুষ্ঠরোগ-শেষ), কণ্ঠ (চলকানী) ও গাত্রাঙ্গির মলনাশক হুতা কাসজনক অলিগালীপক

ন তদ্বক্ষেন শিরসো যোজ্যং নেত্রাহিতং যতঃ ।

কক্ষবাতপ্রকোপে তু ভেষজার্থং তদাচরেৎ ॥ ৪০ ॥

তচ্চাতিসারজ্বরিতকর্ণশূলানিলার্ভিষু ।

আগ্নানামোচকাজীর্ণভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্ ॥ ৪১ ॥

অনুলেপ্তং বায়ুচ্ছর্দৌর্গন্ধ্যশ্রমবাতজিৎ ।

সৌভাগ্যতেজঃপ্রখণ্ডপ্রীত্যোজোবলবর্দ্ধনম্ ॥ ৪২ ॥

কুসুমাস্তররত্নানাং ধারণং কান্তিকারকম্ ।

পাপরক্ষোগ্রহহরং কামৌজঃশ্রীবিবর্দ্ধনম্ ।

পাদদ্রব্য ধারণং নেত্র্যমায়ুস্যাং পাদরোগনুৎ ॥ ৪৩ ॥

উষ্ণীষছত্রগুণাঃ ।

উষ্ণীমঃ শুচিদং কেশং রজোবাততিপাপহম্ ।

এবং সর্বেশ্বরবোধক । উক্তজল দ্বারা স্নান করা কর্তব্য। নহে, যেহেতু উহাতে চক্ষুর পক্ষে অনিষ্ট ঘটয়া থাকে, তবে কক্ষ ও বায়ুর প্রকোপে ঐষধরূপে গম্ভীর স্নানার্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অপিচ অভিসাররোগী, জ্বররোগী, নিরাস বাতরোগী, কর্ণশূলরোগী, আগ্নান, অকুচি, অজীর্ণরোগী ও ভুক্তব্যক্তিদ্বিগের পক্ষে উক্তজলে স্নান অভিশয় গর্হিত বলিয়া জানিবে ॥ ৩৮-৪১ ॥

অনুলেপনের গুণ ।

অনুলেপ ( গাত্রে চন্দনাদি শৃঙ্গছি দ্রব্য লেপন করা )—তৃষ্ণা, মুচ্ছা, গাত্রাদি দৌর্গন্ধ্য, শ্রম ও বাতনাশক এবং সৌভাগ্য, তেজঃ, চক্ষের সুবর্ণতা, প্রীতি, জ্যোতিষ ও বলবর্দ্ধক ॥ ৪২ ॥

কুসুম, বস্ত্র, রত্ন ও গাছকাঙ্গি ধারণের গুণ ।

কুসুম অর্থাৎ পুন্দ্রমালা, অম্বর অর্থাৎ পরিধান বস্ত্র, জায়া ও ওড়না প্রভৃতি বসন এবং রত্ন অর্থাৎ হীরাজি—অঙ্গাদিতে ধারণ করিলে অর্থাৎ ব্যবহার করিলে কান্তি জন্মে, পাপ, রক্ষা ও গ্রহদোষ দূরীভূত হয় এবং কাম, ওজঃ ও শ্রী বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

পদবস্ত্রী অর্থাৎ জুতা, সোজা প্রভৃতি ব্যবহার করিলে চক্ষুর দীপ্তি ও আর বর্দ্ধিত হয় এবং পাদবস্ত্র রোগ সকল নষ্ট হয়, অপিচ পাদবস্ত্রে কোন প্রকার রোগ

ছত্রধারণমোজস্তং চক্ষুঃ হিমবর্ষজিৎ ॥ ৪৪ ॥

ব্যজনগুণাঃ ।

বালব্যজনমোজস্তং মক্ষিকাদিনিবারণম্ ।

ব্যজনস্থানিলঃ শোধমুচ্ছ্রীশ্বেদশ্রমাপহঃ ॥ ৪৫ ॥

যষ্টিধারণগুণাঃ ।

যাষ্টধারণমুৎসাহশ্চৈর্য্যাবিকটন্তবীৰ্য্যকৃৎ ।

রক্ষঃসর্পাদিত্যজিদ্ বিশেষাৎ স্থবিরে মতম্ ॥ ৪৬ ॥

অঙ্গ্যাস্থৌল্যরুচিল্পেত্রসৌকুমার্য্যসুখপ্রদম্ ।

যন্ত্ৰচক্ষুঃমণং নাপি দেহপীড়াকরং তবৎ ।

তদ্যুর্বলমেধাগ্নিপ্রদম্বিন্দ্রিয়বোধনম্ ॥ ৪৭ ॥

উকীষ ও ছত্রধারণের গুণ ।

উকীষ ধারণ করিলে অর্থাৎ মস্তকে টুপী, পঙ্গড়ো প্রভৃতি ব্যবহার করিলে, ই পবিত্র থাকে, কেশের ওজ্জ্বল্য বর্ধিত হয় এবং মূলি, বায়ু ও আতপ (দ্রোণ) বারিত হইয়া থাকে ।

ছত্রধারণ করিলে অর্থাৎ ছাতা মাথায় দিলে ওজোবাতুর বৃদ্ধি হয়, চক্ষুর ত সাধিত হয় এবং শিশির ও রৌদ্র নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ব্যজনের গুণ ।

বালব্যজন অর্থাৎ চামরের বায়ু সেবন দ্বারা ওজোবাতু বর্ধিত হয় এক মক্ষিকাদি (মাছী, মশা প্রভৃতি) নিবারণিত হইয়া থাকে । এবং ব্যজন বায়ু র্থাৎ পাখার বাতাস সেবন দ্বারা শোষ, মুচ্ছ্রী, বর্ষ ও শ্রম বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

যষ্টিধারণের গুণ ।

যষ্টিধারণ করিলে অর্থাৎ সর্বদা লাঠি ব্যবহার করিলে উৎসাহ, দেহের যত্ন, অবিশ্রান্ত (জড়ীভাব দূর হওয়া) ও বীৰ্য্য জন্মে এবং রক্ষঃ ও সর্পাদির দূর হয় । যষ্টি—বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতীব উপকারক, রেছেতু উহারি বৃদ্ধদিগের অঙ্গের অস্থৌল্য (শিথিলীভাব দূর হওয়া), রুচি, কক্ষ, কুম্ভার্ধ্য ও সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে । বীরে ধীরে যাতায়াত করিলে অতি তবগে চলিতে হয় না বলিয়া দেহের বেদনাদি কোন প্রকার পীড়া জন্মে না, কারণ উহাতে আয়ু, বল, মেধা ও অগ্নি বর্ধিত হয় ও ইন্দ্রিয় সকল প্রশস্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৬-৪৭ ॥



শয্যাদিগুণাঃ ।

ত্রিদোষশমনী শয্যাভুলী বাতকফাপহা ।

সুখশয্যাসমং নিদ্রাপুষ্টিদ্রিয়বলপ্রদা ॥ ৪৮ ॥

আতপঃ খেদমূচ্ছাশ্রুতৃষ্ণাদাহশ্রমক্লমান্ ।

কুরুতে পিত্তবৈবর্ণ্যসেদান্ ছায়াং ব্যপোহতি ॥ ৪৯ ॥

অগ্নিঃ শীতানিলস্তম্ভকফবেপথুনাশনঃ ।

রক্তপিত্তপ্রদূষী শ্বাদামাভিষ্যন্দপাচনঃ ॥ ৫০ ॥

ধূমঃ পিত্তানিলৌ কুর্যাদবশ্যায়ঃ কফানিলৌ ।

জ্যোৎস্না শীতানিলৌস্তম্ভপ্রদা তৃট্ পিত্তদাহজিৎ ॥ ৫১ ॥

তমো ভয়াবহং মোহকফপিত্তক্লমপ্রদয়্ ।

বৃষ্টিবৃষ্টি হিমা নিদ্রাভিষ্যন্দালশ্রকুরিণী ॥ ৫২ ॥

শয্যার গুণ ।

শয্যা—সাধারণতঃ ত্রিদোষ নাশক । ভুলী (ভোষক ও গলী)—বাতকফনাশক, সুখশয্যাসম, নিদ্রাকর্ষক, পুষ্টিকর, ইন্দ্রিয়ের প্রশস্ততা জনক এবং বলজনক ॥ ৪৮ ॥

আতপের গুণ ।

আতপ (রোদ্র)—খেদ (ক্লান্তি), মূচ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম ও ক্লমজনক পিত্তোৎপাদক, শরীরের বিবর্ণতাজনক, শ্বাশ্বোৎপাদক এবং ছায়া দূরীকারক ॥ ৪৯ ॥

অগ্নির গুণ ।

অগ্নি—শীতল, বাত, স্তম্ভ, কফ ও কন্মনাশক, রক্ত ও পিত্তপ্রদূষক এবং আমরশ ও অভিষ্যন্দ পাচক ॥ ৫০ ॥

ধূমের, হিমের ও জ্যোৎস্নার গুণ ।

ধূম—পিত্তোৎপাদক ও বৈষ্মজনক । অসঙ্কায় (শিশির)—কফ ও বাত জনক । জ্যোৎস্না—শীত ও বাতস্তম্ভ জনক, পিপাসাজনক, পিত্ত ও দাহ নিবারক ॥ ৫১ ॥

অন্ধকারের ও বৃষ্টির গুণ ।

অন্ধকার—ভয়জনক, মোহজনক, কফপ্রকোপী, পিত্তোৎপাদক ও ক্লান্তিকারক । বৃষ্টি—বীৰ্যজনক, শীতল, নিদ্রাকর্ষক, অভিষ্যন্দী এবং আলস্যজনক ॥ ৫২ ॥

প্রবাতং রূক্ষবৈবর্ণ্যন্তু কৃদ্ধাপিতনুৎ ।  
 স্বেদমুচ্ছাপিপাসান্নমপ্রবাতমতোহৃৎথা ॥ ৫৩ ॥  
 সূখং প্রবাতং সেবেত গ্রাস্মে শরদি চান্তরা ।  
 নিবাতমাযুসে' সেব্যমারোগ্যায় চ সর্বদা ॥ ৫৪ ॥  
 সত্তোমাংস নবং চান্নং বাল্যে স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্ ।  
 দ্ব্যতম্বুধোদকে স্নানং সত্তাঃ প্রাণকরাণি যট্ ॥ ৫৫ ॥  
 পুতিমাংসং স্ত্রিয়ো' বৃদ্ধা বালার্কিস্তুরগং দধি ।  
 প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সত্তাঃ প্রাণহরাণি যট্ ॥ ৫৬ ॥  
 অন্নাদ্যকুণ্ডলং পিষ্টং পিষ্টাদ্যকুণ্ডলং পয়ঃ ।  
 পয়সোহ্যকুণ্ডলং মাংসং মাংসাদ্যকুণ্ডলং দ্ব্যতম্ ।  
 দ্ব্যতাদ্যকুণ্ডলং তৈলমভ্যঙ্গো ন তু ভোজনৈঃ ॥

প্রবাতের ও নিবাতের গুণঃ ।

প্রবাত (প্রবল বায়ু)—রূক্ষভাজনক, বিবর্ণতা ও স্তম্ভকারক এবং দাঃ-  
 পিত্ত, স্বেদ, মুচ্ছা ও পিপাসা নাশক । কিন্তু অপ্রবাত অর্থাৎ অল্প বায়ু প্রবাত  
 অপেক্ষা বিপরীত গুণশালী । তবে গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে প্রবাত সুখকর  
 বলিয়া এই দুই ঋতুতে সেবন করা যাউতে পারে । নিবাত সেবন অর্থাৎ বায়ু  
 শূন্য স্থানে অবস্থান—আয়ু ও আরোগ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে  
 ১২৩-৫৪ ॥

সত্তাঃ প্রাণকর ।

সত্তোমাংস, নূতন অন্ন, বাল্যাদী, দুগ্ধপান, দ্ব্যত ও উষ্ণোদকে স্নান, এই ছয়টির  
 উপভোগে সত্তাই বজাতি বঞ্চিত হয় ॥ ৫৫ ॥

সত্তাঃ প্রাণহর ।

পচ্যমাংস, বৃদ্ধাদী, প্রভাতকালীন সূর্যাতপ, নূতন দধি, প্রত্যবে মৈথুন ও  
 প্রভাতকালে নিদ্রা, এই ছয়টির উপভোগে সত্তাই প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে ॥ ৫৬ ॥

অন্নাদির গুণ ।

অন্ন, পিষ্টক; দুগ্ধ, মাংস, দ্ব্যত ও তৈল, এই সকল দ্রব্য উত্তরোত্তর চ অষ্ট  
 গুণ অধিক গুণশালী অর্থাৎ অন্ন অপেক্ষা পিষ্টক চ গুণ বেশী গুণশালী,  
 পিষ্টক অপেক্ষা দুগ্ধ চ অষ্ট গুণ অধিক বলশালী ইত্যাদি । কিন্তু ইহার মধ্যে তৈল  
 অভ্যঙ্গ ব্যতীত ভোজন হইয়া চ গুণ অধিক গুণপ্রদ নহে ॥ ৫৭ ॥

লজ্বনং কফমেদোন্নমামজ্বরহরং লঘু ॥ ৫৮ ॥

পাচনং দীপনং বাতহরং শূলাতিসারজিৎ ।

তন্ম যুক্তং নবে বালে গভিগ্যাং স্থবিরে কৃশে ॥ ৫৯ ॥

শোককামভয়ক্রোধমার্গশ্রমচিরজ্বরে ॥ ৬০ ॥

পূর্বানিলো গুরুঃ স্নাত্ত্বঃ স্নিগ্ধঃ পিত্তাশ্রবর্ধনঃ

রোগহৃৎ বিষজুফীনাং ক্ষতত্রণবিলাসিনাম্ ।

বিদাহী বাতজঃ শ্রান্তকফশোফবতাং হিতঃ ॥ ৬১ ॥

দক্ষিণঃ পবনঃ স্নাত্ত্ব রক্তপিভহরো লঘুঃ ।

অবিদাহপ্রদো বল্যঃ চক্ষুশ্চো ন চ বাতলঃ ॥ ৬২ ॥

পশ্চিমঃ পবনো রুদ্ধস্তীক্ষ্ণঃ স্নেহবলাপহঃ ।

বিশদঃ শোষণো নৃণাং কফমেদোহরো লঘুঃ ॥ ৬৩ ॥

#### লজ্বনের গুণ ।

লজ্বন (উপবাস)—কফর, মেদোনাশক, আমরসের পরিপাচক, জ্বরর, শরীরের লঘুভারক, পাচক, অগ্নিপ্রদীপক, আশ্বাত্তনাশক, শূলরোগর ও অভিসাররোগ নিবাহক । কিন্তু নবজাত শিশু, গর্ভিণী, বৃদ্ধ, কৃশ, শোকাহীন, কামার্ভ, ভীত, ক্রুদ্ধ, পঞ্চ পর্যটনে ক্রান্ত ও পুরাতন জ্বর রোগী ব্যক্তিদিগের লজ্বন দেওয়া কর্তব্য নহে ॥ ৫৮-৬০ ॥

#### পূর্ববায়ুর গুণ ।

পূর্ববায়ুর বায়ু—গুরু, মধুর, স্নিগ্ধ, পিত্ত ও রক্তবৃদ্ধক, বিষপীড়িত, ক্ষত, রণরোগী ও বিলাসিদিগের পীড়াজনক, বিদাহী, বাতবর্ধক এবং শ্রান্ত, কফার্ভ ও শাখরোগীর পক্ষে হিতকর ॥ ৬১ ॥

#### দক্ষিণবায়ুর গুণ ।

দক্ষিণবায়ুর বাতাস—স্নাত্ত্ব, রক্তপিভরোগর, লঘু, অবিদাহী, বলকারক, ক্ষুধা এবং বাতবর্ধক ॥ ৬২ ॥

#### পশ্চিমবায়ুর গুণ ।

পশ্চিমবায়ুর বায়ু—রুদ্ধ, ভীক্ষু, স্নেহ ও বলনাশক, বিশদ, শরীরের রস-নাশক, কফর, মেদোনাশক ও লঘু ॥ ৬৩ ॥

উত্তরো মারুতঃ শীতঃ স্নিগ্ধদোষপ্রকোপকঃ ।

ক্লেদনঃ প্রকৃতিস্থানাং বলদো মধুরো মৃদুঃ ।

ক্ষয়ক্ষীণবিষার্তানাং বিশেষাদ্ গুণকারকঃ ॥ ৬৪ ॥

রসো মধুরকঃ শীতো ধাতুস্তন্যবলপ্রদঃ ॥ ৬৫ ॥

চক্ষুশ্চো, বাতপিত্তঃ কুর্যাৎ শৌল্যকফক্ষীণ ।

সোহতিযুক্তো জ্বরশ্বাসগলগণ্ডার্বদাদিকৃৎ ॥ ৬৬ ॥

রসোহম্লঃ পাচনো রুচ্যঃ পিত্তশ্লেষ্মকরো লঘুঃ ।

লেখনোষণে বহিঃশীতঃ ক্রমদঃ পবনাপহঃ ।

সোহতিযুক্তঃ পরং দেহে রক্তপিভাদিরোগকৃৎ ॥ ৬৭ ॥

কটুরঃ পিত্তলঃ শ্লেষ্মকৃমিকণ্ডুবিষাপহঃ ॥ ৬৮ ॥

আগ্নেয়ো, বাতলস্তন্যমেদঃশৌল্যহরো গুরুঃ ।

সোহতিযুক্তো ভ্রমাসৌল্যতালুশোষাতিদাহদঃ ॥ ৬৯ ॥

### উত্তরদিগের বায়ুর গুণ ।

উত্তরদিগের বায়ু—শীতল, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষ প্রকোপক, ক্লেদক, বলকারক, মধুর ও মৃদু এবং ইহা ধাতুক্ষীণ ও বিষার্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতীব গুণ-কারক ॥ ৬৪ ॥

### মধুরসের গুণ ।

মধুরস—শীতল, ধাতু, স্তন্য ও বলপ্রদ, চক্ষুষ্য, বাতপিত্ত এবং শরীরের স্থলতা, কফ ও কৃমি উৎপাদন করে। এই মধুরস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অৰ্কৃদাদি রোগ উৎপন্ন হয় ॥ ৬৫-৬৬ ॥

### অম্লরসের গুণ ।

অম্লরস—পরিপাচক, কটিকারক, পিত্তশ্লেষ্মজনক, লঘু, লেখন, উষ্ণ, বাহ্যিক শীতজনক, ক্রান্তিদ এবং ধাতনাশক। এই অম্লরস অধিকমাত্রায় সেবন হারা রক্তপিভাদি বিবিধরোগ জন্মে ॥ ৬৭ ॥

### কটুরসের গুণ ।

কটুরস—পিত্তবর্ধক, কফ, কৃমি, কণ্ডু ও বিষনাশক, অগ্নিগুণ বিশিষ্ট, বাত-বর্ধক, স্তন্য, মেদ ও শৌল্যনাশক এবং গুরু। এই কটুরস অধিক মাত্রায় সেবন

তিক্তঃ শীতস্থম্ভাঘূচ্ছাঙ্গিরপিভকফান্ জয়েৎ ।

বাতলোহ্মিকরঃ স্তন্যশোধনঃ শোষণো লঘুঃ ।

মোহতিযুক্তঃ শিরঃশূলমন্তাস্তভ্রমার্তিকৃৎ ॥ ৭০ ॥

লবণঃ শোষণো রুচ্যঃ পাচনঃ কফপিভদঃ ॥ ৭১ ॥

পুংস্ত্রবালহরঃ কামঃ কায়ৈশৈথিল্যকারকঃ ।

মোহতিযুক্তোহক্ষিকাস্রপিভকোষ্ঠাক্ষিতাপকৃৎ ॥ ৭২ ॥

কষায়ো শ্লোপণো গ্রাহী শোষণো বাতকোপনঃ ।

মোহতিযুক্তো গ্রহাধানজংগীড়াক্ষেপণাদিকৃৎ ॥ ৭৩ ॥

প্রসন্নাদৃষ্টির্দৃঢ়দন্তকেশঃ

শশাক্ষরক্তঃ পলিতৈব্বিহীনঃ ।

পিস্কান্তকণ্ঠঃ কমল্যস্তগন্ধো

তস্যোপসেবী ভবতীহ মর্ত্যঃ ॥ ৭৪ ॥

তিক্তরসের গুণ ।

তিক্তরস—শীতল, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, জ্বর, পিত্ত ও কফনাশক, বাতবর্ধক, অগ্নি-  
জনক, স্তন্যশোধক ও লঘুপাকী । এই তিক্তরস অধিকমাত্রায় সেবন করিলে  
শিরঃশূল, স্তন্যাস্তভ্র ও ভ্রমরোগ জন্মে ॥ ৭০ ॥

লবণরসের গুণ ।

লবণরস—শোষক, কঠিকারী, পরিপাকক, কফজনক, পিত্তল, পুংস্ত্রজনক,  
বাতঘ্ন, কামোদ্দীপক এবং দেহের শিথিলভাৱকারক । এই লবণরস অধিকমাত্রায়  
সেবন করিলে চক্ষুগত রক্ত ও পিত্তদোষ, কোষ্ঠ ও চক্ষুস্ত্যাপ উৎপন্ন হয় ॥ ৭১-৭২ ॥

কষায় রসের গুণ ।

কষায়রস—ত্রণাকিরোপক, মলরোধক, রসাদিশোষক ও বাতপ্রকোপক ।  
এই কষায় রস অধিকমাত্রায় সেবন করিলে গ্রহ, আগ্নান, অজ্রোগ, জ্বাক্ষেপণাদি  
বাতরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

উপসেবা ।

যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত দৃষ্টিশালী, দৃঢ় দন্ত ও কেশ সমন্বিত, চক্ষুর দ্বারা নিম্নলিখিত  
প্রভাবিশিষ্ট মুখবিশিষ্ট, পুরুষেশাদি পরিশূত্র, কোকিলের স্বরসম্পন্ন এবং মুখে  
শদগন্ধশালী বলিয়া জানিবে, মহত্ব্য এতাদৃশ ব্যক্তির উপসেবা (পরিচর্যা)  
করিতে পারে অর্থাৎ ঈদৃশ জনই উপসেবনীয় বলিয়া নির্দিষ্ট ॥ ৭৪ ॥

বমনং শ্লেষ্মাপিত্তব্লং বিরেকো রক্তপিত্তহা ।

বস্তিকর্বাৎহরা জ্ঞেয়া য়েদে মান্দোহপকারকঃ ॥ ৭৫ ॥

কাশোপলেপঃ স্বরভেদনিদ্রা

তথাস্তদৌর্গন্ধ্যবিষোপসর্গঃ ।

কফপ্রসেকো গ্রহণীপ্রদোষা

ভবন্তি জন্তোর্ব্বমিতেন নূনম্ ॥ ৭৬ ॥

বুদ্ধেঃ প্রসাদং বলমিন্দ্রিয়াণাং

পাতুঃ স্থিরত্বং বলমগ্নিদীপ্তিম্ ।

চিরাচ্চ পাকং বয়সঃ কুরোতি

বিরেচনং সম্যগুপাস্ত্রমানম্ ॥ ৭৭ ॥

বাস্তিকর্বাতে চ পিত্তে চ কফে রক্তে চ শৃংগতে ।

সংসর্গে সন্নিপাতে চ বস্তিরেব হিতং সদা ॥ ৭৮ ॥

মূলে নির্বিষ্টো হি যথা দ্রুমঃ স্রাৎ

নাংলচ্ছদঃ কোমলপল্লবাগ্রঃ ।

কালে বৃহৎপুষ্পফলপ্রদশ্চ

তথা নরঃ স্রাদনুবাসনেন ॥ ৭৯ ॥

পঞ্চকর্ম্মের গুণ ।

বমন, বিরেচন, মির্রহণ, অম্মবাসন ও নস্ত, শারীরিক এই পাঁচটি ক্রিয়াকে পঞ্চকর্ম্ম বলে । ইহার মধ্যে বমন—রুক্ষণ ও পিত্তনাশক এবং বস্তি-বাতনাশক এবং শ্বেদে ও অগ্নিমান্দ্যরোগে অপকারী । সুমাক্ প্রকার বমন করান হইলে কাসোপলেপ ( গলার ভিতর কফলিপ্ততারোধ ), স্বরভঙ্গ, নিদ্রা, মুখের দৌর্গন্ধ্য, পীত বিষের ক্রিয়া প্রকাশ, কফপ্রাব ও গ্রহণীদোষ জন্মে না এবং সুমাক্ প্রকারে দান্ত কষ্টান হইলে বুদ্ধির প্রসন্নতা ইন্দ্রিয়গণের বল, খাত্তুর স্থিরতা, বল, অগ্নির দীপ্তি এবং বহুকাল দেহের জীর্ণতা জন্মে । বমন—বাত, পিত্ত, কফ ও রক্ত-গত রোগ এবং বস্তি-বলজ ও সান্নিপাতিকরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে । যে প্রকার মূলে মূলসিক্ত ঋক্ সলক নভেজ স্বন্দর পল্লব, ফল, পুষ্পাদি দ্বারা শোভিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অম্মবাসন দ্বারা মম্বব্য নীরোগ হইয়া নির্মল মুখপ্রাপ্ত হইয়া

ভ্রূগ্‌দোষা গ্রন্থয়ঃ শোফা রোগাঃ শোণিতসম্ভবাঃ ।  
 রক্তমোক্ষণশীলানাং ন ভবন্তি কদাচন ॥ ৮০ ॥  
 সংহর্ষাৎ কুপিতা ভবন্তি হি মলা বর্ষাস্ত বাতাদয়ঃ ।  
 ক্লিন্নহৃদা বপুষোহনলে ক্লেশতরে বৈগ্‌য়েন দেয়ং ততঃ ।  
 অম্লং দীপনপাঁচনঞ্চ মলস্থং ক্লেদাপহোষদ্রবং ।  
 রূক্ষং নাতি কষায়িত্তকটুকঃ স্নিগ্ধঞ্চ কিকিদ্‌রসৈঃ ॥ ৮১ ॥  
 দিব্যং চৌস্ত্যমথাস্থ তপ্তশিশিরং সক্ষৌদ্রম্ন্নং পিবেৎ ।  
 গচ্ছন্ত্যেদাং ধ্যায়ো বিদাহময়িকং তারুণ্যবোগাতদা ।  
 ন্যায়ামার্কমরীচিমৈথুনস্তথাবশ্যাবর্জেৎ ততঃ ।  
 ভূবাস্পানুভূজঙ্গদংশমশকৈর্বর্জেৎ শয়ীতালয়ে ॥ ৮২ ॥

পিত্ত এবং অপরাহু সূত্রে প্রয়োগ করিলে বাত নিবারণ করিয়া থাকে । ইহা  
 অতীব উৎকটরোগে রাজিকালেও প্রয়োগ করা বাইতে পারে ) ॥ ৭৫-৭৯ ॥

### রক্তমোক্ষণের উপায় ।

রক্তমোক্ষণরূপ ব্যক্তিদেগের চর্ম্মরোগ, প্রহি, শোফ ও রক্তদোষজনিত  
 কোনপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ৮০ ॥

### ঋতুচর্যা এবং বর্ষা ঋতুচর্যা ।

বর্ষাকালে বাতাদি দোষত্রয় ( বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ ) সংহর্ষ  
 ( পরস্পর স্পর্ধা শীলতা ) প্রযুক্ত অভ্যন্ত প্রকুপিত ও শীলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ;  
 একারণ ক্লিন্নতা প্রযুক্ত ( শরীরাত্ম্যস্তর স্নিগ্ধ হওয়া বশতঃ ) কায়াগ্নি ( শারীরিক  
 অগ্নি ) ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া যায় । এই নিমিত্ত বৈজ্ঞান্য এই কালে  
 তপ্ত চৌস্ত্যপক, পরিপাক, মলমূত্রক, ক্লেদাপহারক, উষ্ণ অথচ ত্রব, রূক্ষ, অল্প  
 কষায় তিক্ত কটুরসযুক্ত ও স্নিগ্ধ সরল অন্ন ভোজন এবং আন্তরীক্ষ অথবা চৌস্ত্য-  
 জল উষ্ণ করিয়া শীতল করতঃ অল্প পরিমাণে মধুলহযোগে পান করিতে বিশ্রাম  
 দিবেন । এই কালে ওষধি সকল তারুণ্যপ্রযুক্ত অতিশয় বিদাহ ও প্রাণ  
 হইয়া থাকে জানিবে । এই বর্ষা ঋতুতে মানবগণ বায়াম, রৌদ্রসেবন, মৈথুন,  
 স্নান ও শিশিরভোগ পরিত্যাগ করিবে । এবং ভূবাস্প, মল, মূত্র, মক্ষিকা, মশা

শীতোর্দ্ধিতে বাতরুষ্টির্জনতে সাক্ষারযানে গৃহে ।  
 নির্ব্বাতে ক্রিতিপঃ শয়ীত মধুরং কিঞ্চিচ্চ পীত্বাসবন্ ।  
 কাম্মীরাগুরুলেপভূষিততনুর্নামাস্তনাভিব্রজেৎ ।  
 যত্নাচ্চ ব্যজ্ঞনাবগাহনরতিং স্বাপন্দিবা চ ত্যজেৎ ॥ ৮৩ ॥  
 সেব্যঃ স্বাদুকষায়তিক্তবিশদা বর্ষে ত্যজেজ্জাদ্রবন্ ।  
 দ্রাক্ষাক্ষীরসিতেক্ষুশালিমধুরা গোধূমমুদগাদয়ঃ ।  
 নৈর্ম্মল্যাদখিলং জলং লঘুতরং বাসঃ শ্রজশ্চন্দনং ।  
 সেবেতেন্দুকরান্ প্রদোষসময়ে গম্ভেত সাজং সরঃ ॥ ৮৪ ॥  
 বর্ষাসূপচিতং বিরেচবিধিনা পিত্তং হরেদ্ বুদ্ধিমান্  
 কুস্তা রক্তবিমোক্ষণে ন হবিষস্তিক্তশ্চ পানং তথা ।  
 রাত্রৌ জাগরণং ব্যবায়মধিকং বর্ম্মং তুষ্ণারং দধি-  
 ক্ষারাম্লোক্ষবিদাহি তীক্ষ্ণকটুকং মিত্রাং দিবা চ ত্যজেৎ ॥ ৮৫ ॥  
 হেমশ্চে লবণাম্লতিক্তকটুকা ক্ষারোৎকটং বৃংহণং  
 সর্পিষ্টৈলসমেতমুষ্ণমশনং তীক্ষ্ণখনি পানানি চ ।

শরৎকাল চৰ্চ্যা ।

শরৎকালে নৃশৃতি, কিঞ্চিৎ মধুর আসুব (মত্ত বিশেষ) পান করতঃ বায়ু ও  
 পি পারিহীন এবং নির্ঝাত গৃহে খট্টোপরি শয়ন করিবেন এবং কুঙ্কর ও অশুক  
 লবন দ্বারা বিভূষিত হইয়া বরাদনাগণ সহ বিহার করিবেন । এই কালে  
 ব্যজন বায়ু প্বেদন, অবগাহন, দিবা মিত্রা ও জাদল মাংস পরিভোজন করা  
 কর্তব্য । মধুর, কষায় ও তিক্তরসযুক্ত বিশদ দ্রব্য সকল, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, চিনি,  
 ক্ষু, শালি তণ্ডুলের অনাদি, মধুর রসাত্মক দ্রব্য লম্ব, গোধূম, মুগ, নির্ম্মল  
 প্রযুক্ত সর্বপ্রকার জল, লঘু বসন, পুষ্পমালা চন্দন, চন্দ্রকিরণ এবং সন্ধ্যাকালে  
 প্রময় সরোবরে অবগাহন এই সকল শরৎকালে অতি হিতকর বলিয়া জানিবে ।  
 বুদ্ধিমান্ বৈভগণ এইকালে বিরেচন (জোলাপ প্রয়োগ), রক্তমোক্ষণ অথবা  
 তিক্তরস পান দ্বারা সর্বাঙ্গকালীন সঞ্চিত পিত্তকে নিঃসারিত করিয়া বিনাশ  
 করিবেন । রাত্রি জাগরণ, অত্যন্ত শৈথন্য, রোদ্রসেবন, শিশির, দধি, ক্ষারদ্রব্য,  
 মল্লরসাত্মক দ্রব্য, উষ্ণবীৰ্য্য বস্ত্র সকল, বিদাহজনক দ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, কটুরসযুক্ত  
 বস্ত্র সকল এবং দ্রিবাশিত্রা, এই সকল শরৎকালে পরিভোজন করা অতীব কর্তব্য



সেবেতাণ্ডরুরূষিতোহুশু শিশিরঙ্গাহেত তৈলপ্লুতঃ ।  
 কৌশেয়াস্তরণে শয়ীত শয়নে সঙ্গারয়ানে গৃহে ॥ ৮৬ ॥  
 শ্যামাপীনপয়োধরোরুজঘনামাল্লিষ্য ধন্যোহঙ্গনাং  
 বাহ্লীকাণ্ডরুলেপভূষিতবপুঃ সেবেত বলৈর্যসৈঃ ।  
 কর্তব্যঃ শিশিরেহয়মেব নিতরাং শীতাধিকত্বাদিধিঃ ॥ ৮৭ ॥  
 তীক্ষ্ণক্ষারকষায়ীকক্ষকটুকং কোষং বসন্তেহশতং  
 তন্মগ্ধং মধুমুদাজাঙ্গলযবপ্রায়ং হিতং চান্দ্রবম্ ।  
 ব্যায়ামং বিপিনঞ্চ কোকিলকলালাপাকুলং কামিনী  
 স্নানোদ্বর্তনচন্দনানি নৃপতিঃ সেবেত রম্যা স্রজঃ ॥ ৮৮ ॥  
 হেমন্তে নিচিঠঃ প্রকুপ্যতি কফো ভানোঃ করৈরারত  
 তস্মাং তীক্ষ্ণশিরোরিবৈরেকলমনগণ্ডযধূপাদিভিঃ ।

হেমন্ত ঋতুচর্যা ও শিশির ঋতুচর্যা ।

হেমন্তকালে লবণ, অন্ন, তিল ও কটুরসযুক্ত দ্রব্য, সক্ষার বৃংহণ দ্রব্য, এবং  
 দ্রুত তৈলসংযুক্ত উষ্ণদ্রব্য ভোজন, তীক্ষ্ণপানীয় পান, গাঙ্গে অঙ্কুরচন্দন লেপন,  
 সর্কাক তৈলপ্লুত করিয়া শীতল জল অবগাহন, রেশমী বস্ত্রাচ্ছাদিত শয্যা ও  
 নির্কলাত শুষ্ক গৃহে শয়ন, কোমল উচ্চকূচ, উরু ও জঘনসংযুক্তা ও বুদ্ধিম  
 অর্ধক চন্দন দ্বারা বিভূষিতকরা স্ত্রীয়া কামিনীকে আলিঙ্গন, অত্যাংকুষ্ঠে ধূপ  
 প্রদান ও শীতপান পূর্বক মহোন্মাদে বৈধুন সমধিক উপকারী বলিয়া জানিবে ।  
 শিশিরকালেও শীতাধিক্য প্রযুক্ত হেমন্তকালীন বিধি অবলম্বন করাই কর্তব্য  
 বলিয়া জানিবে ॥ ৮৬-৮৭ ॥

বসন্ত ঋতুচর্যা ।

বসন্তকালে, তীক্ষ্ণ, ক্ষার, কষায়, কঁক, কটু ও জঘন্যদ্রব্য ভোজন, মজ্জ,  
 মধু ও মূল্যবৎ পান, জাজল বস্ত্র ও পশুর মাস ও বব সেবন এবং জ্যোৎস্নার  
 উপভোগ অতীব হিতজনক । এই কালে নৃপতি ব্যায়াম, কোকিলের  
 নবুরালাপ পরিপূর্ণ কাননে ভ্রমণ, কামিনীর উপভোগ, স্নান, উদ্বর্তন (শরীর  
 নির্কলীকরণার্থ—অগ্নি দ্রব্য গাঙ্গে অঙ্কুরচন্দন ) গাঙ্গে উদ্ভবের প্রলেপন এবং  
 স্রম্য পুষ্পমালাদি ধারণ করিবেন । “হেমন্তকালীন সঞ্চিত কক্ষ ত্ব্যাকিরণে  
 আবৃত থাকি প্রযুক্ত এই কালে প্রকুপিত হয়, একারণ বুদ্ধিমান চিকিৎসক  
 তীক্ষ্ণ শিলেবিরেচন ( নস্ত ), বমন, গণ্ড, ব ও ধূপ প্রয়োগ দ্বারা শুষ্ঠী অথবা

তৎ প্রাজ্ঞো বিজয়েদ্ বিশ্বজলদক্কাথৈরথোম্মুতিঃ  
 শীতলমিন্ধগুরুদ্রবান্নমধুরং নিদ্রাং দিবা চ ত্যজেৎ ॥ ৮৯ ॥  
 গ্রাস্মৈ শীতগৃহান্ সুরাংসি সরিতো বাপীর্বনাং স্রজো  
 হারান্ শীতলতালবৃন্তং বনান্ সেবেত নিদ্রাং দিবা ।  
 বাসাংস্রচ্ছল্লধূন্যনুফলমধুর কান্নং সসর্পির্দ্রবং  
 মন্থক্ষীরস্বরা কানি চ সিতান্নিকান্নশীতান্যপি ॥ ৯০ ॥  
 শুভ্রে হৃদ্যতলে শয়ীত শয়নে প্রত্যগ্রপুষ্পাঙ্কিতে  
 বাতৈশ্চন্দনচন্দ্রচর্চিততনুঃ সংস্পৃশ্যমানঃ স্বর্থেঃ ।  
 ব্যায়ামং পরিশান্নিমৈধুনরতিং বস্মাং তথোষ্ণং রসা-  
 ন্নাগ্নেয়ান্ পরিত্যজ্যৈশ্মতিমতো বৈদ্যস্য বাক্যে রতঃ ॥ ৯১ ॥  
 টীকান্বয়ে মতি ভূমিভূজাং বিশুদ্ধে  
 কাছেতি নাম নগরং জয়তি প্রসিদ্ধম্ ।

এই কাণ্ড উন্মাদব্যাধি পান করাইয়া উক্ত কুপিত কক্ষকে বিনাশ করিবেন ।  
 এই বসন্ত ঋতুতে শীতল, মিষ্ট, গুরু, দ্রব, অন্ন ও মধুর রসাত্মক দ্রব্য ভোজন এবং  
 দিবানিদ্রা পরিত্যজ্য বলিয়া জানিবে । ৮৮-৮৯ ।

গ্রীষ্ম ঋতু চর্য্যা ।

শ্রীশীতলগৃহে বাস, সরোবর, নদী ও দীঘীর জল পান ও উক্ত জলাশয়ে  
 অবগাহন, উষ্ণানে বিহার, পুষ্পমালা ও বস্ত্রাদি ঔষিহতার ধারণ, তালবৃন্তের  
 শীতলবায়ু সেবন, দিবানিদ্রা, নিশ্বল ও সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান, উষ্ণ, মধুর, স্বত্বযুক্ত  
 অন্নভোজন, মধু ( ঘৃত, ছাতু ও শীতল জলময় প্রস্তুত দ্রব অথচ ঘন দ্রব্য বিশেষ ),  
 দুগ্ধ, চিনি সংযুক্ত অথবা চিনি বিহীন পানক ( সুরবৎ ), শুভ্র হৃদ্যতলে ও পুষ্প-  
 পল্লবাদি সমাজ্জাদিত শয্যাশয়ন, শীতল বায়ু সেবন এবং সর্বাঙ্গে চন্দ্রনের  
 প্রলেপন; এই সকল গ্রীষ্মকালে সাতিশয় হিতকর বলিয়া জানিবে । এই কালে  
 ব্যায়াম, রসশোধক দ্রব্য ভোজন, মৈধুন, রৌদ্রসেবন এবং উষ্ণ ও প্রাজ্ঞের  
 রসাত্মক দ্রব্য সকল পরিত্যাগ করা কর্তব্য বলিয়া জানিবে । ৯০-৯১ ।

ঔষধকারের পরিচয় ।

টীকাংগীর্ষ্যভূমিগণের রাজ্যাভ্যাস্তরিক বিশুদ্ধ নগর সমূহের মধ্যে কাছা

যদ্বৈধসা বিহিতমাদরতঃ স্বসৃষ্টে-

রুৎকুক্ততাতিশয়পুঞ্জদিদৃক্ষয়েব ॥ ৯২ ॥

তত্র ক্রীরত্বপালঃ সমজনি জনতানন্দরূদ্দৈককন্দঃ

কুন্দেন্দুঃ স্বচ্ছকীর্তিঃ পরমদদলনোদানদীক্ষৈকদক্ষঃ ।

বস্তুাকর্ষণপ্রভূতং প্রাথিতগুণগণং কর্ণসাকল্যভাজে

দৈবং নিন্দিত লোকা নয়নবিফলতাখেদমাবেদয়ন্তঃ ॥ ৯৩ ॥

জননয়নসুধাংশুসুশ্রু শুদ্ধস্তুনুজো

জগতি ভরণপালে ক্ষৌণিপালৌ বভূব ।

সকলসকলবাঞ্ছাসিদ্ধির্হেতোর্বিধাতা

স্বরতরুবারচক্রে যৎকরচ্ছদানৈব ॥ ৯৪ ॥

হরিশ্চন্দ্রঃ সজনি জনানন্দজননো

হরিশ্চন্দ্রো লোকে পরদ্রব্যপরিতাপজ্বলনঃ ।

পরং বিশ্বামিত্রেষ্বহিতময়মাদত্ত মতিমান্

বিশিষ্টে নৈতস্মাজ্জগতি মহিতোহন্যঃ স্মৃতিনঃ ॥ ৯৫ ॥

যেই যেই নিজ সৃষ্টির উৎকৃষ্টাতিশয়া দর্শন মানসেই উক্ত কাছানগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই কাছানগরে শ্রীমদ রত্নপাল নামক রাজা জন্ম গ্রহণ করেন : এই প্রসিদ্ধ রাজা মানবগণের অতীব অনন্দবর্দ্ধক, রত্ন ও চন্দ্রের তায় স্বচ্ছ-কীর্তিশালী, পরপরাক্রম দমনকারী ও পর প্রতিপালন রূপ দীক্ষার শ্রদ্ধা ছিলেন এবং ইহার এতাদৃশ গুণ সমূহ ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, তৎকালে অনেকে তাঁহার উপ-মহিমা শ্রবণ পূর্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে না পারিয়া “আমাদের বিফল নয়ন” বলিয়া সর্বদা খেদ সহকারে আক্ষেপ প্রকাশ করিত। তৎপরে এই রত্নপালের পুত্র ক্ষৌণিপাল নামক রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সুধাংশুবৎ জনগণের নয়নানন্দজনক, বিমুগ্ধ ও জগন্তের পালক স্বরূপ ছিলেন এবং বিধাতা যঃ সকলেই সর্বপ্রকার বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত কর্তব্যকর তায় ইহাকে ব্রহ্মস্বৈক্য করিয়াছিলেন ; তদনন্তর এই ক্ষৌণিকপালের পুত্র হরিশ্চন্দ্র নামক রাজা জন্ম গ্রহণ করেন ; এই হরিশ্চন্দ্র রাজাপ্রসিদ্ধ সুধাবংশীয় হরিশ্চন্দ্র রাজার তায় তৎকালীন জনগণের আনন্দবর্দ্ধক, বিপুল পরাক্রমশালী, বিশ্বামিত্র স্ববিকে রাজ্যাদি সর্বস্বদান হেতু অসংখ্য কষ্ট সহনশীলের তায় অজস্র কষ্ট সহ্য করিয়া

তস্মাদভূতদুতকৃত্যমান্যঃ

সাধারণো ভূমিপতির্বদান্যঃ ।

দারিদ্র্যমুন্মূল্য পুনঃ স্ববৈরি-

স্বস্থাপি কামং রূপয়েব যেন ॥ ৯৬ ॥

কামো ধর্মমহেশমান্য উদয়ো নাস্তং প্রয়াতঃ কচিৎ

কচিন্মোদানং মধুপঃ প্রিয়ন্তনমনঃ সন্তাপকং স্মরতী ।

স চক্রাতিবিচিত্রমিত্রস্থিতাবুদ্ধিপ্রদা চন্দ্রদা ।

চাতুর্যেণ মহেন্দ্রতা কবিমনাঃ কিঞ্চিন্ন যস্যাদভূতম্ ॥ ৯৭ ॥

অজনি সহজপালস্তস্য পূর্বস্তনুজঃ

সকলগুণনিধানঃ শাস্ত্রধর্মৈকব্রোতা ॥

প্রথিতপুরুষরত্নং যং সমালোক্য লোকাঃ

বহুবিস্ময় বিধাতুঃ কান্ততাং মন্যতেস্ম ॥ ৯৮ ॥

যো রাজ্যং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-

দনং স্ত্রীমদননুপেণ নিশ্চিতেহত্র ।

কেহই ছিল না । ইহার পুত্র আবার সহজ পাল নামক রাজা জন্মিয়াছিলেন, এই সহজপালরাজ্যে অভূতপূর্বকার্য্য ও ঘাত্তবিশিষ্ট, সাধারণে সমানশী, বদান্ত এবং যেন রূপা করিয়াই শর্তগণকে স্বরাজ্য মধ্যে সম্মানপ্রদ ছিলেন । ইহার সময়ে কখন কখন কাম, বীষ, প্রধান মাত্ত ও হৃদয়ের অন্তবিহীন উদয় এবং কখন কখন শানহীনতা, মধুপারিগণ প্রিয়ন্তন মানসিক সন্তাপকারী ও স্মরতা, (পাণ্ডিত্য) সংঘটিত হইত এবং বাহ্য আচর্য্য ক্ষিত্য, স্মৃতিম্পন্নতা, উদ্ভবোত্তর বর্জনশীল চক্রেয় জ্ঞান ও ভ্রুকীর্ত্তি, চতুরতার ইত্যেব সমতুল্যতা এবং কবিমনাঃ (কবির জায় কার্য্যকারিতা) এই সকল কিছুমাত্র অভূতজনক ছিল না । ইহারই জ্যেষ্ঠপুত্র মদনপাল নামক রাজা জন্মগ্রহণ করেন ; যিনি সর্ববিধগুণের নিধান, অতীব ধার্মিক ও শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন এবং তৎকালে বাহার অসীম গুণ ও স্বকান্তি অবলোকন পূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া বিধাতার অসংখ্য বলিয়া ব্যাখ্যান করিত ।

গ্রন্থেহস্মিন্ মদনবিনোদনাম্নি পূর্ণো  
বর্গোহয়ং গুণগণমিশ্রকোহয়ম্ ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীমদনপালবিরচিতো মদনবিনোদনাম্নি  
নির্ঘণ্টো মিশ্রবর্গস্ত্রয়োদশঃ ।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।

বিরচিত মদনবিনোদ নামক এই নির্ঘণ্ট (অভিধান) গ্রন্থে বিবিধ গুণগণ  
মিশ্রিত মিশ্রবর্গ সমাপ্ত ।

ইতি ত্রয়োদশ বর্গ সম্পূর্ণ ।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ ।

# পারিশিষ্ট

## দ্রব্যগণ-মালা ।

### ১. অজ্ঞানাদিগণ ।

অজ্ঞান, রসাজ্ঞান, নাপকেশর, পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বেণা, পদ্ম, কুম্ভ ৩ যষ্টিমধু । এই সকল দ্রব্য রক্তপিত্ত, বিষ ও আভ্যন্তরিক দাহ নিবারণক ।

### অমৃত্যাদিগণ ।

গুলঞ্চ, বাসক, পলুতা, যুধা, দাড়িম, খেতখন্নি, বেহু, নিমগুতা, হরিদ্রা ও গারুহরিদ্রা ।- এই সকল দ্রব্য বিষ, বিসর্প, বিস্ফেটি, কণ্ডু, বসন্ত, শীতপিত্ত ও জ্বর নাশক । অমৃত্যাদিগণ—গুলঞ্চ, কটুকী, নিমগুতা, গুল্ম, যুধা, রক্তচন্দন, ওষ্ঠী, ইক্ষয়ব ও পিপুলমূল । ইহাদের কাথ—পিণ্ডগ্নেয় জ্বর, বমনেচ্ছা, অরুচি, হৃদ্বি, তৃকা ও দাহ নিবারণ করে ।

### অমৃত্যষ্টক ।

হরীতকী, গুলঞ্চ, যুধা, পলুতা, কটুকী, চিরতা, ইক্ষয়ব ও হরিদ্রা । এই সকলের কাথ—কৃষ্ঠ, কণ্ডু প্রভৃতি বিনাশক ।

### অজ্ঞানাদিগণ ।

অষাড়া (পুদিনা), খাইফল, মঞ্জিষ্ঠা, কটুকী, যষ্টিমধু, হেলন্ত, লোম, দাবরলোম, পলাশ, নন্দীবরুণ ও পদ্মকেশর । এই সকল দ্রব্য পক্ষান্তিসার নাশক, তরু স্থান সংযোজক, পিত্তনাশক ও ব্রণ-পূরক ।

### অমৃত্যর্গ ।

জামীরনেবু, মাদার (কটু), অন্নবেতস, আমরুল, টাবানেবু, নারাজীনেবু, শড়িম, কদম্বল, ছোলদনেবু, তেঁতুল, পালং, করমচা, কুল, পুদিনা, অন্নবেতস ও নেবু । এই সকল দ্রব্যরোচক ।

### অমৃত্যর্গ ।

আকন্দ, খেতাকন্দ, লাটাকরঞ্জ, উহরকরঞ্জ, হাড়িত্তাঙ্গার, আপাংগাছ, বামনহাটী, রান্না, সিবলাঙ্গলী, ক্ষুদ্রবেত, মহাবেত, বিছুটা, ইন্দুরক ও অলবণা । এই সকল দ্রব্য—কফ, মেদ, বিষ, ক্রিমি ও ব্রণনাশক ।

### অমৃত্যর্গ ।

সর্প, রৌপ্য, কাঁসা, লত্ভা, তামা, রাং, সীসা ও লৌহ । এই সকল দ্রব্য

## দ্রব্যগুণ-মালা ।

### অষ্টবর্ণ ।

জীরক, গুবাক, মেহ, মহামেহ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বহি ও বহি ।  
এই সকল দ্রব্য শীতল, মিষ্ট, বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক, সুলভাকারক, গুরুপাকী, তদ্রহান  
সংযোজক, বর্ণকারক এবং বাত, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, মেহ ও ক্রমশাশক ।

### অষ্টাদ্রব্যোণ ।

কটকল, পুরুষমূল, কঁকড়াশুলী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ছয়ালতা ও ঘোঁরী ।  
এই সকল কঠাঙ্গি আশক ।

### অষ্টাঙ্গলবণ ।

সচললবণ, অম্বাজী, ভেঁতুল, অন্নবেতস, দাড়চিনি, এলাচি, মরিচ ও চিনি ।  
এই সকল দ্রব্য অগ্নিধীপক, বদাতার নাশক ও স্রোতোরিষোধক ।

### অসনাদি ।

অসন, তিনিশ, ভূর্জ, খেতাখুর্ক, নাটাকরঞ্জ, বহি, খেতবহি, তণ্ডী,  
শিংগড়, বেবশুলী, খেতচন্দন, বক্তচন্দন, শীতচন্দন, পলাশ, অশুরু, শাক, শাল,  
বব, সুশারী, শিরীষ, ছায়কর্ণ ও অশুর্কর্ণ । এই সকল বৃক্ষ কক ও কঠাঙ্গিনাশক ।

### আমলকাদি ।

আমলকী, ইম্বার্কী, পিপুল ও চিতা । এই দ্রব্য স্নায় সর্কজর নাশক,  
অগ্নিধীপক, চক্ষুরোগগ্র, বীৰ্য্যজনক, অরুচিনাশক ও কফর ।

### আথ্রোদ্রাদি ।

সোঁদাল, মদন, বৈট, কুটজ, আকনালী, পাটলা, সূচখী, ইজয়ব, ছাহিম,  
নিম, গুলক, চিতা, নাটা, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পলতা, চিরতা, করলা, কিতৌ,  
বেগুন, হাতিওঁড়া, শীতকিতৌ ও বড় করমচা । এই সকল দ্রব্য—কফ, মেহ,  
শিথি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণ ও বমী নিবারণ করে ।

### উৎপলাদি ।

উৎপল, রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কঁকড়াবে, কুবলয়, কুমুল, খেতপল ও মম্বক ।  
এই সকল দ্রব্য—দাহ, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, বমী, অরুচি, দ্রোণ ও রক্তপিত্ত রোগ  
বিনাশক ।

### উবকাঙ্গি ।

উবক, মৈদব, হিং, হিরাকল, খাত্তালীস, গুগ্গলু, শিলাধূত ও ভুঁতে ।  
এই সকল দ্রব্য—কফ, মেহ, অশ্মরী, শর্কর, শূল ও শূলরোগ নাশক ।

### একগাঙ্গি ।

ভেরেণ্ডা, অনন্তমূর, জাকা, শিরীষ, পদ্মভালিয়া, বাবাবী, মুগানী, ভূমি-  
কুম্মাও ও কেতকী । এই সকল দ্রব্য—বাতপিত্ত নাশক ।

### এলাঙ্গি ।

এলাচি, ভগবৎ, কুড়, জটামালী, গন্ধতণ, দাড়চিনি, তেজপত্র, নাগকেশর,  
শিথিল, রেণুকা, বাবুলনালী, নিম্ব, পাটলাশালী, মেহেরোগ, নাটকী, কাকোলী, কঁকড়াশুলী

## পরিষিষ্ট।

৩

বেণা, দেবদারু, কুম্ভ ও পুত্রাগপুশ। এই সকল দ্রব্য—বায়ু, কফ, বিষ, কণ্ড, পিডকা ও কোষ্ঠ নিবারক ও বর্ণ প্রসাদক।

কন্দবর্ণ।

ভূমিকুম্মাণ্ড, শতাবরী, পদ্ম, মৃগাল, শৃঙ্গটক (পারীফল), ককতর, পিণ্ডালু, (গোল আলু), মৌসালু, ইস্তালু, কাঠালু, শাঁখ আলু, ইন্দীবর ও উৎপল। এই সকল দ্রব্য—রক্তপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

কাকোল্যাঙ্গি।

কাকোলী, কীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, মৃগানী, মাষানী, পদ্মকাষ্ঠ, বংশলোচন, কাকড়াশৃঙ্গী, পুণ্ডরিকাকাষ্ঠ, জীবন্তী, বটীমধু এবং দ্রাক্ষা। এই সকল দ্রব্য—রক্তপিত্তনাশক, বাতন্ত্র, শুক্রবর্দ্ধক, বীৰ্য্যকারক ও বৃংহণ।

কিরাতাদিগণ।

চিরতা, মহানিম, ধনে, শতাবরী, পটোলপত্র, পল্লবচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সিমুল, বজ্রকুম্ভ ও জটামাংসী। এই সকল দ্রব্য—পৈত্তিকরোগ নিবারক করে।

গন্ধবর্ণ।

চন্দন, অশুষ্ক, কপূর, চোরক, কুম্ভ, বংশলোচন, জটামাংসী ও শিলারস। এই সকল দ্রব্য—স্রবঙ্গ ও কফাদি নাশক।

শুভ্র চ্যাদি।

গুলঞ্চ, নিম্ব, ধনে, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ। ইহাদের পাচন সেবন করিলে সর্ববিধ জ্বর, লোহ, বম্বী, বমনেচ্ছা ও পিপাসা বিনাশ করে।

গুহাশর মৃগবর্ণ।

সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, তরঙ্গু, হীপি, ভল্লুক, নকুল, শৃগাল, বিড়াল। ইহাদের মাংস—বাতনাশক, মধুর, নেত্ররোগগ্র ও গুহরোগ বিনাশক।

গেহকুম্মাদিগণ।

গোকুর, কুলেকাঁট, কণ্টকারী, চাকুলে এবং কোকসিম। এই সকল দ্রব্য—ক্ষয়নাশক ও বাতনাশক।

জটামাংসাদিগণ।

জটামাংসী, নখী, ভেঁপুপত্র, লবঙ্গ, ভগ্নপাছুকা, শিলারস ও গুল্লুক। এই সকল দ্রব্য—ক্ষয়রোগ বিনাশক।

ত্রিকটু।

ওষ্ঠী, পিপুল ও মরিচ। এই সকল দ্রব্য—অগ্নিদীপক এবং ইহা দ্বারা শ্বাস, শূল, চর্ম্মবোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, ছোলা, মেহ, শ্লীপদ ও পীনসরোগ নিবারিত হয় থাকে।

ত্রিকণ্টক।



বিজাতক ।

দাকচিনি, এলাচি ও তেজগন্ধ । এই সকল দ্রব্য—রোচক, ভীক্ষ, উষ্ণ, মুখগন্ধনাশক এবং কফ, বাত ও বিষনাশক ।

ত্রিফলা ।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া । এই সকল দ্রব্য—বিষযজ্ঞ, চক্ষুঃপ্রাণ, কফ, পিত্ত, মেহ, কৃষ্ঠ-নিবারণ করে ।

ত্রিবল ।

বেড়েলা, খেঁতবেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে । এই সকল দ্রব্য—প্রদর, মূত্রাতি-সার ও মেহনাশক ।

ত্রিমল ।

মুখা, চিতা ও বিড়ম্ব । এই সকল দ্রব্য—জ্বরাদি নাশক ।

ত্রিলবণ ।

সৈন্ধবল্মবণ, বিটলবণ ও খারীলবণ । রেচক ও রোচক ।

ত্রিভুতাদিগণ ।

তেউড়ী, দস্তী, হামাভেউড়ী, ইন্দুরকানী, নেয়ালী, চোরপুশ্পী, বিবলাজলিয়া, রাখালশশা, মনসাসিজি, স্বর্ণকীরী, চিতা, কুশ, কাস, আপাত, বিস্তাডক লোপ, কমলাওড়ী, পাটলা, স্মপারী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলিনী, এরণ্ড, পাকুড়, পুড়িকরঞ্জ, ছাতিম, সোঁদাল, আকন্দ ও জ্যোতিষতী । এই সকল—দেহের অধোগন্ত রোগ সকল বিনাশক ।

ত্রিষ্কার ।

সোরা, সোঁহাগা ও সাজিমাচী । এই সকল দ্রব্য—জ্বরনাশক ।

দশমূল ।

বেল, শোণা, পাম্বারী, পাটলা, গনিয়ারী, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী ও গোক্ষুর । এই সকল দ্রব্য—বাতশ্লেষ, বেদনা ও কফবিনাশক ও তেজক ।

দশজলেপ ।

শিরীষ, মষ্টিমধু, তগরশাছা, রক্তচন্দন, এলাচি, জটামাংসী, হরিত্রা, দাক-হরিত্রা, কুড় ও বালা । এই সকল বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিদগ্ধ, বিষ, বিস্ফোট, শোথ ও কৃষ্ট-ত্রণ নষ্ট হয় ।

পঞ্চাক্ষর ।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও তুষ্ঠী । এই সকল দ্রব্য—কফনাশক, অগ্নিদীপক, জ্বর ।

পঞ্চগণযোগ ।

ভূইকুমড়া, বৃহতী, চাকুলে, কটকারী ও গোক্ষুর । এই সকল—কফ ও জ্বরাদি নাশক ।

পলতা, বন্টকারী, গুলক ও বাসক। এই সকল দ্রব্য বিসর্প ও কুষ্ঠরোগ বিনাশ করে।

পঞ্চতুল।

ধান, আক, কুশ, কাশ, কেশ ও শর। এই সকল দ্রব্য-স্বা, দাহ, রক্ত-পিত্ত ও মূত্ররোগ নিবারণ করে।

পঞ্চনিষ।

নিমের ছাল, পাতা, ফুল, ফল ও মূল। ইহা রক্ত পরিষ্কার করে।

পঞ্চভাস্ত্র।

গুলক, ক্ষেপাপড়া, মৃধা, চিতা ও শুষ্ঠী। এই সকল দ্রব্য বাতজ্বর-রক্ত-নিবারক।

পঞ্চবন্ধল।

বট, অশ্বথ, যজ্ঞভূমুর, পাকুড় ও বেতস। এই পঞ্চ বৃক্ষের পত্র-পঞ্চপল্লব-ছালকে পঞ্চবন্ধল বলে।

পটোলাদিগণ।

পলতা, চন্দন, কুচন্দন, সূচমুখী, গুলক, আকনাঙ্গী ও কটকী। এই সকল দ্রব্য জ্বর, কফ, বমী ও বিষাদি নাশক।

পল্লবকাদিগণ।

পল্লবক, জাকা, কটফল, দাড়িম, পিয়ালবৃক্ষ, নিম্বলীফল, শাকুফল, হরীতকী, মলকী ও বরুড়া। এই সকল দ্রব্য বাত, মূত্রদোষ ও পিপাসা নাশক।

পিঙ্গল্যাঙ্গিগণ।

চই, পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, শুষ্ঠী, মরিচ, গজপিপুল, রেণুকা, শৈলজ, হোদা, ইন্দ্রবী, আকনাঙ্গী, জীরক, ধূপ, মহানিমফল, হিং, বামনহাটা, রী, অউতস, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটকী। এই সকল দ্রব্য কফ, প্রতিশ্যায়, বাত, চি, শূল ও গুল বিনাশ করে।

প্রণোণীকাদিগণ।

পুণ্ডরিকা, বহুমধু, পিপুল, চন্দন ও সূঁদি। এই সকল দ্রব্য দাহ ও দি নাশক।

প্রিয়ঙ্গুদিগণ।

প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, ধাইকুল, পুষ্টিগা, রক্তচন্দন, কুচন্দন, মোচরস, রসাজন, নাপানা, স্রোতোজন, পল্লবকেশর, অনন্তমূল ও শ্রামালতা। এই সকল দ্রব্য কণ্ড প্রভৃতি নিবারণ করে।

ভদ্রকাসীদিগণ।

দেবদাস, হরিদ্রা, দাকহিজি, বরুণ, কুড়, মহানিষ, রাগবল্লা, শ্রামলা, গদল, আলকী, শুষ্ঠী, প্রাণভেদী, শতাবরী, জায়ফল, জলপত্র ও লগিঙ্গাঙ্গী।

সাঁক্ষাঙ্গিগণ ।

লাক্ষা, সাঁক্ষাল আঠা, কুড়চি, কলবী, কটফল, হরিজা, লাকহরিজা, ছাতিম, স্বালতী ও বলা। এই সকল দ্রব্য কফ, পিত্ত, বেহনা, কুষ্ঠ, ক্রিমি, কুষ্ঠরোগ নাশ করিয়া থাকে ।

বচাদিগণ ।

বচ, মুখা, অর্জুন, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর । এই সকল দ্রব্য জ্বর, অন্তঃশূল, নিবারণ করে ।

বিদারীগন্ধাদিগণ ।

ভূমিকুয়াণ্ড, শতাবরী, বেড়োলা, গোবর্ধনফল, গোক্ষুর, চাকুলে, কাল-নাইকুসড়া, অনন্তমূল, শ্রীমালতা, জীবক, অম্বক, কিস্টী, নীলকিস্টী, বৃহতী, কটকারী, পুনর্নব, হংসপাদী ও পল্লীকুটী । এই সকল দ্রব্য পিত্ত, বাত, শোথ, গুল্ম, অম্বাদনা, শ্বাস ও কাস নিবারণ করে ।

বৌদ্ধকাদিগণ ।

অর্জুনবৃক্ষ, কিস্টী, কালকিস্টী, কুশ, পল্লীকুটী, ১০তা, পিত্তমূল, কাস, পায়শ্বেতী, গনিয়ায়ী, পোষট, আপাং, ভাকন্দ, শোণ, কিস্টী, ইজয়ব, ব্রাহ্মা ও গোক্ষুর । এই সকল দ্রব্য অশ্বশূল, শর্করা, মূত্রকুষ্ঠ ও মূত্রাঘাত বোগ বিনাশ করে ।

বৃহত্যাঙ্গিগণ ।

বৃহতী, কটকারী, বাহনহটী, কাকড়াপুলী, শর্শী, হুরালতা, ইজয়ব, পল্লতা ও কটকী । এই সকল দ্রব্য কাস ও সন্নিপাত জ্বর নিবারণ করে ।

বৈদলগণ ।

অম্বুগ, ভূমুগ, বনমুগ, কলার, মল্লুর, বুট, ছোলা, মটর, খেসারী, অড়হর প্রভৃতিকে বৈদল দ্রব্য বলে । ইহা পিত্তশূল নাশক ।

শট্যাঙ্গিগণ ।

শর্শী, পুষ্করমূল, কটকারী, কাকড়াপুলী, হুরালতা, ভলক, ওষ্ঠী, আকবানী, চিরতা ও কটকী । এই সকল দ্রব্য সন্নিপাতজ্বর, কাস, অম্বোগ, শ্বাস ও তজ্জ বিনাশ করে ।

সারিবাঙ্গিগণ ।

অনন্তমূল, বটিকম্বু, চন্দন, কুচন্দন, পন্নতাঠ, গাভারীকল, ধৌলপুষ্প ও বেণা । এই সকল দ্রব্য পিপাসাদি নাশক ।

হরিজাঙ্গিগণ ।

হরিজা, লাকহরিজা, চাকুলে, ইজয়ব ও বটিকম্বু । এই সকল দ্রব্য তত্ত্ব শোধক ও আমাশয়নাশক ।





